নিঘণ্টু ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের অর্থ।

(১) "হ্লাদনঃ স্তম্ভনঃ শীতো মূর্চ্ছাতৃড়্দাহস্বেদজিৎ"। অমুক দ্রব্য শীত বলিলে এই বুঝাইবে যে উহা হ্লাদন অর্থাৎ সুখকারী, স্তম্ভন, অর্থাৎ অতিসার ও রক্ত প্রবৃত্তি রোধক, এবং মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রশমন।

(২) "উষ্ণ স্তদ্বিপরীতঃ স্যাৎ পাচনশ্চ বিশেষতঃ"। অমুক দ্রব্য উষ্ণ বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা শীতের বিপরীত গুণান্বিত অর্থাৎ উহা সুখকারী বা অতিসারাদির রোধক নহে, অপিচ মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্ম্মজনক এবং ব্রণাদিকে পাকাইয়া থাকে।

(৩) "স্নেহমার্দ্দবকৃৎ স্নিগ্ধো বলবর্ণকরস্তথা"। যে বস্তু স্নেহ ও মৃদুত্বের কারণ এবং বল ও বর্ণোৎপাদক তাহাকে স্নিগ্ধ বলে।

(৪) "রুক্ষস্তদ্বিপরীতঃ স্যাদ্বিশেষাৎ স্তম্ভনঃ খরঃ"। রুক্ষ স্নিগ্ধের বিপরীত গুণান্বিত অর্থাৎ অমুক বস্তু রুক্ষ বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা কর্কশতা ও কাঠিন্যের জনক, বল ও বর্ণের হ্রাসকারী এবং বিশেষতঃ খর ও স্তম্ভক।

ভাবমিশ্র বলেন—

"স্নিগ্ধং বাতহরং শ্লেষ্মকারি বৃষ্যং বলাবহম্।

রুক্ষং সমীরণকরং পরং কফহরং মতম্।

যে বস্তু স্নিগ্ধ তাহা বায়ু নাশক, কফজনক, বৃষ্য এবং বলবর্দ্ধক। যাহা রুক্ষ তাহা বায়ু জনক, এবং অত্যন্ত কফহর।

(৫) "পিচ্ছিলো জীবনো বল্যঃ সন্ধানঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ"। যে দ্রব্য পিচ্ছিল গুণান্বিত তাহা জীবন অর্থাৎ প্রাণ ধারক, বলজনক, সন্ধান অর্থাৎ ভগ্ন ও ছিন্নের সংযোজক, শ্লেষ্মজনক এবং গুরু।

(৬) "বিশদো বিপরীতোঽস্মাৎ ক্লেদাচূষণরোপণঃ"। বিশদগুণ পিচ্ছিলের বিপরীত অর্থাৎ উহা অজীবন অসন্ধান, অবল্য, লঘু এবং শ্লেষ্মজনক নহে। অপিচ বিশদগুণ ক্লেদাচূষণ অর্থাৎ ক্লেদশোষক—আর্দ্রভাবের নাশক এবং ক্ষতের পূরক।

(৭) "দাহপাককর স্তীক্ষ্ণঃ স্রাবণো" কোন বস্তু তীক্ষ্ণ বলিলে এই বুঝায় যে উহা দাহজনক, ব্রণাদি পাকাইতে পারে এবং লালা ও রসাদি স্রাব করায়।

ভাবমিশ্র বলেন—

"তীক্ষ্ণং পিত্তকরং প্রায়ো লেখনং কফবাতহৃৎ"। তীক্ষ্ণবস্তু প্রায় পিত্তজনক, লেখন এবং কফবাতহর।

(৮) "মৃদুরস্তথা"।—মৃদু বা মন্দ গুণ তীক্ষ্ণগুণের বিপরীত অর্থাৎ ইহা দাহকর, ব্রণাদির পাচক বা লালাদি স্রাবকারী নহে।

(৯) "সাদোপলেপবলকৃদ্ গুরু স্তর্পণোবৃংহণঃ"। অমুক বস্তু গুরু বলিলে এই বুঝায় যে উহা সাদকৃৎ অর্থাৎ অঙ্গগ্লানিজনক, উপলেপকৃৎ অর্থাৎ মলবৃদ্ধিকারী, বলকৃৎ, তর্পণ অর্থাৎ তৃপ্তিজনক এবং বৃংহণ অর্থাৎ দেহ বৃদ্ধিকর।

(১০) "লঘুস্তদ্বিপরীতঃ স্যাল্লেখনো রোপণস্তথা"। লঘুগুণ গুরুর বিপরীত অর্থাৎ যে দ্রব্য লঘু তাহা, তর্পণ, সাদ, বৃংহণ, উপলেপ ও বলকৃৎ নহে। অপিচ উহা লেখন এবং ক্ষত রোপণ।

ভাবমিশ্র বলেন—

"লঘু পথ্যং পরং প্রোক্তং কফঘ্নং শীঘ্রপাকি চ।
গুরু বাতহরং পুষ্টিশ্লেষ্মকৃচ্চিরপাকি চ।

লঘুবস্তু বিশেষতঃ পথ্য, কফঘ্ন এবং শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গুরুবস্তু বাতহর, পুষ্টিপ্রদ এবং শ্লেষ্মজনক। অপিচ ইহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(১১) "দ্রবঃ প্রক্লেদনঃ সান্দ্রঃ স্থূলঃ স্যাদ্‌বন্ধকারকঃ"। দ্রবাদি গুণচতুষ্টয় উপচয়কর।

ভাবমিশ্র বলেন—

"স্থূলঃ স্থৌল্যকরো দেহে স্রোতসা মবরোধকৃৎ
দ্রবঃ ক্লেদকরো ব্যাপী শুকস্তদ্বিপরীতকঃ

(১২) "শ্লক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলবজ্জ্ঞেয়ঃ"। শ্লক্ষ্ণগুণ পিচ্ছিলতুল্য। ভাবমিশ্র অন্য অর্থ করেন—"শ্লক্ষ্ণঃ স্নেহং বিনাপি স্যাৎ কঠিনোঽপি হি চিক্কণঃ"

(১৩) "কর্কশো বিশদোযথা"।—কর্কশগুণ বিশদের তুল্য।

(১৪) "সুখানুবন্ধী সূক্ষ্মশ্চ সুগন্ধো রোচনো মৃদুঃ"। কোন বস্তু সুগন্ধ বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা সুখানুবন্ধী অর্থাৎ সুখোৎপাদক, সূক্ষ্ম অর্থাৎ অনবগাহ, রুচিপ্রদ এবং মৃদু।

(১৫) "দুর্গন্ধো বিপরীতোঽস্মাদ্‌হৃল্লাসারুচিকারকঃ"।—

দুর্গন্ধগুণ সুগন্ধের বিপরীত, অপিচ উহা বিবমিষা বা বমন এবং অরুচিকর। রোচনের বিপরীত বলিলেই অরুচি লব্ধ হয় তথাপি পুনঃ অরুচি শব্দ প্রয়োগদ্বারা দ্বিবিধ অরুচির গ্রহণ বুঝিতে হইবে। এক প্রকার অরুচিতে আহারের আকাঙ্ক্ষা থাকে না; অপরে আহার করিলেও বিরসতা প্রাপ্ত হয়। দুর্গন্ধ বস্তু এই দ্বিবিধ অরুচি আনয়ন করে।

(১৬) "সরোঽনুলোমনঃ প্রোক্তঃ"। কোন বস্তু সর বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা অপান বায়ু ও মলের প্রবর্ত্তক। অর্থাৎ অপান বায়ু সরল করে এবং কোষ্ঠ শুদ্ধি জন্মায়।

(১৭) "মন্দো যাত্রাকরঃ স্মৃতঃ"।—মন্দগুণ যাত্রাকর অর্থাৎ দেহযাত্রা নির্ব্বাহকারী।

(১৮) "ব্যবায়ী চাখিলং দেহং ব্যাপ্য পাকায় কল্পতে"। সাধারণতঃ এই নিয়ম যে ভুক্ত বস্তু পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ সমুদায় দেহে ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু যে সকল দ্রব্য ব্যবায়ী তাহারা অপকাবস্থাতেই সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া পশ্চাৎ পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

(১৯) "বিকাসী বিকসন্নেবং ধাতুবন্ধান্ বিমোক্ষয়েৎ"। যে দ্রব্য বিকাসী তাহাও ব্যবায়ী দ্রব্যের মত পরিপাক পাইবার পূর্ব্বেই অখিল দেহ ব্যাপ্ত হয়, অধিকন্তু ইহা ধাতু শৈথিল্য জন্মাইয়া থাকে।

(২০) "আশুকারী তথাশুত্বাদ্ধাবত্যম্ভসি তৈলবৎ"।

তৈল যেমন জলে দ্রুত ব্যাপ্ত হয় তদ্রূপ যে বস্তু অতিসত্বর শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে তাহাকে আশুকারী বলা হয়।

(২১) "সূক্ষ্মস্তু সৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্মেষু স্রোতঃস্বনুসরঃ স্মৃতঃ"।

যে বস্তু নিজ সূক্ষ্মত্বগুণে সত্বর শরীরের অতি সূক্ষ্ম স্রোতঃ সমূহ অনুসরণ করে তাহাকে সূক্ষ্ম বলে।

(২২) "পচেন্নামং বহ্নিকৃৎ যৎ দীপনং তৎ যথা মিসিঃ"।

যে বস্তু পাচকাগ্নি দীপ্ত করে, কিন্তু আম পরিপাক করিতে পারে না তাহাকে দীপন বলে, যেমন—মৌরী।

(২৩) "পচত্যামং ন বহ্নিঞ্চ কুর্য্যাৎ যৎ তদ্ধি পাচনম্"।

যে বস্তু আম পরিপাক করে, কিন্তু পাচকাগ্নিকে উদ্দীপ্ত করে না তাহাকে পাচন বলে, যেমন—নাগকেসর।

(২৪) "ন শোধয়তি যদ্দোষান্ সমান্নোদীরয়ত্যপি।
সমীকরোতি সংবৃদ্ধান্ শমনং তৎ যথামৃতা"।

যে বস্তু, দোষত্রয় অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফকে উর্দ্ধাধোমার্গ দ্বারা অপসারিত করে না, সমানমানে স্থিত দোষকে প্রকুপিত করে না, কিন্তু বর্দ্ধিত দোষকে প্রশমিত করে তাহাকে শমন বলে। যেমন—গুলঞ্চ।

(২৫) "কৃত্বা পাকং মলানাং যৎ ভিত্বা বন্ধ মধো নয়েৎ।
তচ্চানুলোমনং জ্ঞেয়ং যথা প্রোক্তা হরীতকী॥

যে বস্তু অপক দোষের পাক করিয়া, রুদ্ধ বায়ুকে সরল করিয়া, অধোমার্গ দ্বারা মল পাতিত করে তাহাকে অনুলোমন বলে। যেমন—হরীতকী।

(২৬) "পক্তব্যং যদপক্কৈব শ্লিষ্টং কোষ্ঠে মলাদিকম্।
নয়ত্যধঃ স্রংসনন্তদ্ যথা স্যাৎ কৃতমালকঃ"॥

কোষ্ঠে স্থিত অপক্ক মল, কফ ও পিত্তকে সেই অপকাবস্থাতেই যে বস্তু অধোমার্গে প্রবর্ত্তিত করে তাহাকে স্রংসন বলে। যেমন—সোঁদাল।

(২৭) "মলাদিকমবদ্ধং যদ্বদ্ধং বা পিণ্ডিতং মলৈঃ।
ভিত্ত্বাধঃ পাতয়তি যদ্‌ভেদনং কটুকী যথা"॥

যে বস্তু অবদ্ধ (পাৎলা), বদ্ধ (গাঢ়), কিংবা বায়ুদ্বারা পিণ্ডিত অর্থাৎ গুট্‌লে মলকে অধঃপাতিত করে তাহাকে ভেদন বলে। যেমন—কটুকী।

(২৮) "বিপক্কং যদপক্কং বা মলাদিং দ্রবতাং নয়েৎ;
রেচয়ত্যপি তৎ জ্ঞেয়ং রেচনং ত্রিবৃতা যথা"॥

যে বস্তু পক্ক বা অপক্ক মলাদিকে দ্রব করিয়া অধঃপাতিত করে তাহাকে রেচন বলে। যেমন—তেউড়ী।

(২৯) "অপক্কং পিত্তশ্লেষ্মান্নচয়মূর্দ্ধং নয়েত্তু যৎ।
বমনং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং মদনস্য ফলং যথা"॥

যে বস্তু অপক্ক পিত্ত, শ্লেষ্মা ও অন্ন মুখমার্গ দ্বারা প্রবর্ত্তিত করায় তাহাকে বমন বলে। যেমন—মদনফল।

(৩০) "স্থানাদ্বহির্নয়েদূর্দ্ধমধো বা মলসঞ্চয়ম্।
দেহসংশোধনং তৎ স্যাদ্ দেবদালীফলং যথা"।

যে বস্তু দেহের সঞ্চিত মল, স্বস্থান হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ বা অধঃপাতিত করে তাহাকে সংশোধন বলে। যেমন—দেবদালী।

(৩১) "দীপনম্পাচনং যৎস্যাদুষ্ণত্বাদ্দ্রবশোষকম্।
গ্রাহি তচ্চ যথা শুণ্ঠী জীরকং গজপিপ্পলী"॥

যে বস্তু, দীপন, পাচন এবং উষ্ণত্বহেতু শরীরের দ্রববস্তুকে শোষণ করিয়া থাকে তাহাকে গ্রাহি বা সংগ্রহি বলে। যেমন—শুঁঠ, জীরা, গজপিপ্পলী।

(৩২) "রৌক্ষ্যাচ্ছৈত্যাৎ কষায়ত্বাৎ লঘুপাকাচ্চ যদ্ভবেৎ।
বাতকৃৎ স্তম্ভনং তৎস্যাদ্ যথা বৎসকটুণ্টুকৌ"।

রুক্ষত্ব, শৈত্য, কষায়ত্ব এবং লঘুপাকী হেতু যে দ্রব্য প্রতিলোমভাবে বায়ুপ্রকোপকারী হইয়া অধোগামী মলাদির রোধ জন্মায় তাহাকে স্তম্ভন বলে। যেমন—কুটজ ও সোণা।

সুশ্রুত টিপ্পনকার শ্রীব্রহ্মদেব সংগ্রাহি ও স্তম্ভনের পার্থক্য এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'সংগ্রাহিস্তম্ভনাভিন্নং যথা তদভিদধ্মহে।
আগ্নেয়গুণভূয়িষ্ঠং তোয়ং সংপরিশোষ্য যৎ।
সংগৃহ্লাতি মলং তৎ স্যাৎ গ্রাহি শুণ্ঠ্যাদয়োযথা।
সমীরগুণভূয়িষ্ঠং শীতত্বাৎ যন্নভবতঃ।
বিধায় বৃদ্ধিং স্তম্ভাতি স্তম্ভনং তদ্ যথা বটঃ'।

(৩৩) "শ্লিষ্টান কফাদিকান্ দোষামুন্মূলয়তি যদ্বলাৎ।
ছেদনং তৎ যথা ক্ষারা মরিচানি শিলাজতু॥

যে বস্তু বলপূর্ব্বক জমাট কফাদিকে অপসারিত করে তাহাকে ছেদন বলে। যেমন যবক্ষারাদি, মরিচ ও শিলাজতু।

(৩৪) "ধাতূন্ মলান্ বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ।
লেখনং তৎ যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচা যবাঃ"।

যে বস্তু শরীরের ধাতু ও মল শোষণ পূর্ব্বক কৃশ করে তাহাকে কায়চিকিৎসকগণ লেখন বলেন। যেমন—মধু, উষ্ণজল, বচ ও ইন্দ্রযব। শল্যতন্ত্রে লেখন শব্দের অর্থ—চর্ম্ম বা ব্রণের কিঞ্চিৎ দারণ।

(৩৫) "যস্মাদ্দ্রব্যাদ্ভবেৎ স্ত্রীষু হর্ষো বাজীকরং হি তৎ।
যথাশ্বগন্ধা মুষলী শর্করা চ শতাবরী"।

যে বস্তু নারীতে বাজিবৎ পুরুষের রমণসামর্থ্য জন্মায় কিংবা যাহা বীজ অর্থাৎ শুক্র বর্দ্ধিত করে তাহাকে বাজীকরণ কহে। যেমন—অশ্বগন্ধা, তালমূলী, চিনি ও শতমূলী।

বাজীকরণ তিন প্রকার—(১) জনক (২) প্রবর্ত্তক (৩) জনকপ্রবর্ত্তক। শ্রীব্রহ্মদেব বলেন—"তত্র 'জনকং' মাংসঘৃতাদিকং যৎ রসাদিধাতুক্রমেণ পরিণতং প্রধানধাতুপুষ্টিং করোতি। 'প্রবর্ত্তকং' উচ্চটাচূর্ণাদিকং শুক্রবিরেচনকম্। নচ তস্য বৈরেচনিকোক্ত্যা শুক্রক্ষয়কারিত্বং স্যাৎ। যতো বিরেচনং শুক্রস্য পাতনায়াভিমুখীভাবমাত্রকরণম্। 'জনকপ্রবর্ত্তকং' তু ক্ষীরগব্যঘৃতগোধূমাষকাকাশুকলাদিকম্।

(৩৬) "যস্মাচ্ছুক্রস্য বৃদ্ধিঃস্যাৎশুক্রলং হি তদুচ্যতে।
যথা নাগবলাদ্যাঃ স্যু বীজঞ্চ কপিকচ্ছুজম্"।

যে দ্রব্য শুক্রধাতু বর্দ্ধিত করে তাহাকে শুক্রল বলে। যেমন—নাগবলা ও আলকুশীবীজ।

(৩৭) "রসায়নন্তু তজ্ জ্ঞেয়ং যজ্জরাব্যাধিনাশনম্।
যথামৃতা রুদন্তী চ গুগ্‌গুলুশ্চ হরীতকী"।

যে বস্তু সেবন করিলে শরীর সতত ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকে এবং যাহা অকালজরা উপস্থিত হইতে দেয় না তাহাকে রসায়ন বলে। যথা—গুড়ূচী, রুদন্তী, গুগ্‌গুল, হরীতকী। রুদন্তী অধুনা অপরিচিত। ইহার পরিচয়ার্থ নরহরি লিখিয়াছেন— "চণপত্রসমং পত্রং ক্ষুপশ্চৈব তথাবিধঃশৈশিরে জলবিন্দূনাং প্রবন্তীতি রুদন্তিকা।

(৩৮) "পূর্ব্বং ব্যাপ্যাখিলং কায়ং ততঃ পাকঞ্চ গচ্ছতি।
ব্যবায়ি তৎ যথা ভঙ্গা ফেনঞ্চাহিসমুদ্ভবম্॥

অন্য দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ স্বীয় গুণ প্রকাশ করে, কিন্তু যে দ্রব্য ব্যবায়ী তাহা অপক্কাবস্থাতেই সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া স্বীয় গুণ দর্শাইয়া থাকে। যেমন ভাঙ্ ও আফিম।

(৩৯) "সন্ধিবন্ধাংস্তু শিথিলান্ যৎকরোতি বিকাশি তৎ।
বিশোষ্যৌজশ্চ ধাতুভ্যো যথা ক্রমুককোদ্রবৌ"॥

শরীরের সমস্ত ধাতু হইতে ওজোধাতুকে শোষণ পূর্ব্বক যে দ্রব্য সন্ধিবন্ধগুলিকে শিথিল করে তাহাকে বিকাশি বলে। যেমন—সুপারি ও কোদ্রব।

(৪০) "বুদ্ধিং লুম্পতি যৎ দ্রব্যং মদকারি তদুচ্যতে।
তমোগুণপ্রধানঞ্চ যথা মদ্যং সুরাদিকম্॥

যে বস্তু তমোগুণপ্রধান এবং সেবন করিলে বুদ্ধি লোপ পায় তাহাকে মদকারি বা মাদক বলে। যেমন—সুরা প্রভৃতি।

(৪১) নিজবীর্য্যেন যদ্দ্রব্যং রুদ্ধা রসবহাঃ সিরাঃ।
ধত্তে যদ্গৌরবং তৎ স্যাদভিষ্যন্দি যথা দধি"॥

পিচ্ছিলত্ব ও গুরুত্বহেতু যে দ্রব্য রসবহা শিরাগণকে অবরুদ্ধ করিয়া দেহের গুরুতা জন্মায় তাহাকে অভিষ্যন্দি বলে। যেমন—দধি।

(৪২) "বিদাহী দ্রব্যমুদ্গার মম্লং কুর্য্যাত্তথা তৃষাম্।
হৃদি দাহঞ্চ জনয়েৎ পাকং গচ্ছতি তচ্চিরাৎ"।

যে দ্রব্য ভোজন করিলে অম্ল উদ্গার, তৃষ্ণা এবং বুকজ্বালা উপস্থিত হয় ও যাহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয় তাহাকে বিদাহি বলে।

"গৃহ্ণাতি যোগবাহি দ্রব্যং সংসর্গিবস্তুগুণান্।
পচ্যমানং যথৈতন্মধুজলতৈলাজ্যসূতলোহাদি"।

যোগবাহি দ্রব্য, সংসর্গিবস্তুর অর্থাৎ যে বস্তুর সহিত মিলিত হয়, তাহার গুণ গ্রহণ করে। মধুর অগ্নিসংযোগে পাক নিষিদ্ধ, সুতরাং পচ্যমান শব্দ মধুর সহিত অন্বিত নহে।

ভাবমিশ্রকৃত এই যোগবাহি লক্ষণটী সংশয়চ্ছেদী নহে। এস্থলে "গৃহ্ণাতি" পদ লইয়াই যত সন্দেহ। শ্রীকণ্ঠ সিদ্ধযোগের টীকায় এসম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন পাঠকের অবগতির জন্য আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি "তত্র কেচিদেবং সমাগিরন্—যদ্দ্রব্যং দ্রব্যান্তরেণ সংযুক্তমাত্মনঃ স্বভাবং হিত্বা সংযুক্তদ্রব্যস্বভাবং এব অনুবর্ত্ততে তৎ যোগবাহীতি। নচৈতৎ উক্তং যতো যদ্যেবংযোগতা নিশ্চীয়তে তদানীং যোগবাহিদ্রব্যোপযোগঃ নিরর্থকঃ স্যাৎ। তথাহি—যোগবাহিদ্রব্য মন্তরেণাপি যৎস্বভাবং যদ্দ্রব্যং প্রাক্ আসীৎ তৎস্বভাবমেব যোগবাহিদ্রব্যযুক্তমপি। তস্মাৎ অসৎ এতৎ যোগবাহিলক্ষণমিতি। কেচিৎ প্রভাবং প্রতিজানতে। যৎ দ্রব্যং দ্রব্যান্তরেণ যুক্তং অন্যস্য দ্রব্যস্য শক্ত্যুৎকর্ষং উৎপাদয়তি তৎ যোগবাহীতি। তৎ অপি অসম্যক্। যস্মাৎ এবং অভ্যুপগমাৎ ন বহূনি দ্রব্যানি যোগবাহীনি স্যুঃ। তথাচ মধ্বাদেঃ অপি দ্রব্যস্য কিঞ্চিৎ দ্রব্যং সমানগুণং শক্ত্যুৎকর্ষং কুর্বদেব দৃষ্টং, তৎকথং মধ্বাদাবেব যোগবাহিত্বং উচ্যতে ন অপরস্যেতি। তদেতদপি লক্ষ্যং অপ্রভুত্বাৎ অলক্ষণং। অপরম্বেবমাহুঃ—যৎ দ্রব্যান্তরেণ অনুগুণেনাপি যুক্তং তদ্গুণান্ অনুবর্ত্ততে স্বং চ কার্য্যং তদবিরুদ্ধং কিঞ্চিৎ করোতি তৎ যোগবাহি দ্রব্যং—ভৃত্যবৎ। যথা ভৃত্যঃ স্বামিকার্য্যং অত্যজন্ স্বকীয়ং অপি শরীরযাত্রাদিকং স্বাম্যবিরুদ্ধং করোতি তথৈব মধু মদনফলসংযুক্তং বমনকার্য্যং করোতি নতু বমননিবারণং মধুকার্য্যং। এবং মধু হরীতকীসংযোগাৎ বিরেচণকার্য্যমেব করোতি ন মধুকার্য্যং স্তম্ভনরূপং ইতি। যে তু অত্রৈবং প্রতিপন্নাঃ মদনফলাদেঃ শক্ত্যুৎকর্ষঃ তথাবিধ অস্তি যেন মধুনবদ্ধি কার্য্যমবধূয় স্বং কার্য্যং করোতি ইতি, তে চৈবং চোদয়ন্তঃ বচনীয়াঃ। যতঃ স্তম্ভনদ্রব্যেন অন্যেন যেন কেনচিৎ সংযুক্তস্য সুধাক্ষারস্যাপি শক্তিঃ কিঞ্চিৎ অপহীয়মানা দৃষ্টা, মধুনা অপি স্তম্ভনস্বভাবেন অপি অস্য ন অপহীয়তে মনাক্ অপি। অতঃ মধ্বাদেরেব যোগবাহিত্বং ন অন্যস্য। অপিচ অন্যদপি যোগবাহিদ্রব্যং ত্রিবৃতাদি মদনফলেন যুক্তং সৎ বিরেচনং বমনং চ উভয় কার্য্যং কুর্বৎ দৃষ্টং, ন কেবলং বমনং এব ন বিরেচনং এব। তস্মাৎ মধ্বাদেরেব যোগবাহিত্বং স্থিতমেতৎ"। (ব্যাখ্যা-কুসুমাবলী—ব্রণশোথ)।

(৪৩) "স্থিরো বাতমলস্তম্ভী"।—যে বস্তু অপানবায়ু ও মল রোধ করে তাহাকে স্থির বলে।

(৪৪) "সরস্তেষাং প্রবর্ত্তকঃ"।—যে বস্তু অপানবায়ু ও মলের প্রবর্ত্তক তাহাকে সর—অর্থাৎ সারক বলে। স্রংসন শব্দের অর্থও এইরূপ।

(৪৫) "দারণং বিদারণং পক্বশোফস্য"—(শ্রীকণ্ঠঃ) যাহা লেপন করিলে পক্ব স্ফোটক কাটিয়া যায় তাহাকে দারণ বলে। দারণ দুই প্রকার সুকুমার ও দারুণ। কপোতবিষ্ঠা প্রভৃতি সুকুমার দারণ এবং ক্ষার দারুণ দারণ।

(৪৬) পীড়নম্—"পীড়নং ঔষধৈঃ পচনং" (ডহ্বণঃ)—যে দ্রব্যের লেপ দিলে

ব্রণের পূয়াদি নির্গত হয় তাহাকে পীড়ন বলে। লেপের নিয়ম—"ব্রণমুখং বহিষ্কৃত্য লেপয়েৎ। লিপ্তং চ শোষয়েৎ। শুষ্কং সৎ পীড়নং ভবতি।" ফোটকের মুখ ফাঁক রাখিয়া লেপন করিবে—যত শুষ্ক হইবে তত পূয়াদি আকর্ষণ করিবে। উদাহরণ—শেলু, শাল্মলী, বটাদি।

(৪৭) স্রংসন—যাহা অবৃষ্য বা শুক্রক্ষয়কারী তাহাকে স্রংসন বলে।

(৪৮) বিচারণম্—"মনসোঽনেকবিকল্পকারণম্" (ডহ্বণঃ)। যে দ্রব্য সেবন করিলে মনে বিবিধ অভিনব চিন্তার আবির্ভাব হয় তাহাকে বিচারণ কহে। যেমন পরিমিত মাত্রায় আফিম।

(৪৯) সন্ধানম্—"ঘাতবিশেষাৎ দ্বিধাভূতস্য অবয়বস্য ঐকভাবঃ" (ডহ্বণঃ)।

শরীরের ভিতর কোন স্থান ছিন্ন হইলে যে বস্তু তাহা সংযোজিত করিতে পারে তাহাকে সন্ধান বলে। যেমন—লাক্ষা, উরঃসন্ধানকারী, বব্বূল ভগ্নসন্ধানকারী।

(৫০) জীবনীয়ম্—"জীবনে হিতঃ জীবনীয়ঃ, জীবনীয়শব্দেন ইহ আয়ুষ্যত্বমভিপ্রেতম্, মূর্চ্ছিতস্য সংজ্ঞাজনকত্বেঽপি জীবনীয়ত্বং ব্যাখ্যেয়ং"।

যাহা আয়ুর পক্ষে হিতকর তাহাকে জীবনীয় বলে। কোথাও মূর্চ্ছিতের জ্ঞানোৎপাদক অর্থেও জীবনীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়।

(৫১) তৃপ্তিঘ্নম্—"তৃপ্তিঃ শ্লেষ্মবিকারো, যেন তৃপ্তমিব আত্মানং মন্যতে, তদ্ঘ্নং তৃপ্তিঘ্নম্" (চক্রপাণিঃ)।

ভোজন না করিয়া ভুক্তের ন্যায় পরিতোষকে তৃপ্তি বলে। তৃপ্তি শ্লেষ্মবিকার। যে বস্তু এই তৃপ্তিকে বিনষ্ট করে তাহাকে তৃপ্তিঘ্ন বলে। যেমন—চব্যি, চিতা, বিড়ঙ্গ, শুড়্চী।

(৫২) বিরেচনোপগঃ—"বিরেচনক্রিয়ায়াং সহায়ত্বেন উপগচ্ছতীতি"। (চক্রপাণিঃ)।

যে বস্তু বিরেচনক্রিয়ার সহায়তা করে তাহাকে বিরেচনোপগ বলে। যেমন—দ্রাক্ষা, গম্ভারী, অভয়া। স্বেদোপগ বমনোপগ প্রভৃতির অর্থও এইরূপ।

(৫৩) পুরীষবিরজনীয়ঃ—"পুরীষস্য বিরজনং দোষসম্বন্ধনিরাসং করোতীতি"। (চক্রপাণিঃ)।

যে বস্তু মলকে দোষ সম্বন্ধ বর্জ্জিত করে তাহাকে পুরীষবিরজনীয় বলে। এখানে চক্রপাণির উক্তি স্পষ্ট নহে—দোষ সম্বন্ধ নিরাস কি? কি দোষ? টীকাকার স্পষ্ট বলেন নাই। আমার বোধ হয় যে দ্রব্য মলের শুভ্র কৃষ্ণাদি বর্ণ দূরীভূত করিয়া মলকে স্বাভাবিক (ঈষৎ পীতাভ) বর্ণে রঞ্জিত করে তাহাই পুরীষবিরজনীয়।

মূত্রবিরজনীয় শব্দের অর্থও এইরূপ।

(৫৪) শোণিতাস্থাপনম্—শোণিতস্য দুষ্টস্য দুষ্টিমপহৃত্য প্রকৃতৌ শোণিতং স্থাপয়তি শোণিতাস্থাপনম্" (চক্রপাণিঃ)।

রক্তের দোষ বিনষ্ট করিয়া যে বস্তু রক্তকে প্রকৃতিস্থ করে কায় চিকিৎসায় তাহাকে শোণিতাস্থাপন বলে। যেমন,—মধু, যষ্টিমধু, কুঙ্কুম। শল্যতন্ত্রোক্ত শোণিতা-স্থাপন শব্দের অর্থ "শোণিতাতিপ্রবৃত্তিস্তম্ভনম্" (ডহ্বণঃ) যাহা ভূরি রক্তস্রাব রোধ করে। শল্যতন্ত্রের মতে শোণিতাস্থাপন চতুর্বিধ যথা—"সন্ধানং স্কন্দনঞ্চৈব পাচনং দহনং তথা"।

(৫৫) বেদনাস্থাপনম্—"বেদনায়াং সম্ভূতায়াং তাং নিহত্য শরীরং প্রকৃতৌ স্থাপয়তীতি বেদনাস্থাপনম্" (চক্রপাণিঃ)।

সঞ্জাত বেদনাকে বিনষ্ট করিয়া যাহা শরীরকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে তাহাকে বেদনাস্থাপন বলে!

(৫৬) প্রজাস্থাপনম্—"প্রজোপঘাতকং দোষং হত্বা প্রজাং স্থাপয়তীতি (চক্রপাণিঃ)।

যে বস্তু গর্ভাশয়ের সন্তান বিনাশকারী দোষ দূর করিয়া উহাকে সন্তানস্থিতির অনুকূল অবস্থায় আনয়ন করে তাহাকে প্রজাস্থাপন বলে।

(৫৭) শোণিতপ্রসাদনম্—ইহা শোণিতাস্থাপনের পর্য্যায়।

(৫৮) নির্ব্বাপণম্—যে বস্তু পাকাভিমুখী স্ফোটকের বেদনায় উপশম করে তাহাকে নির্ব্বাপণ বলে। যেমন—বালা, হোগ্‌লা প্রভৃতি।

(৫৯) সংজ্ঞাস্থাপনম্—"সংজ্ঞাং জ্ঞানঞ্চ স্থাপয়তীতি" (চক্রপাণিঃ)।

যে বস্তু লুপ্তসংজ্ঞের জ্ঞান আনয়ন করে তাহাকে সংজ্ঞাস্থাপন বলে। যেমন হিঙ্গু।

(৬০) বয়ঃস্থাপনম্—"বয়স্তরুণং স্থাপয়তীতি বয়ঃস্থাপনম্" (চক্রপাণিঃ)।

যে দ্রব্যের গুণে মানুষের তারুণ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহাকে বয়ঃস্থাপন বলে। যেমন—শালপর্ণী, মণ্ডূকপর্ণী, পুনর্নবা প্রভৃতি।

(৬১) বিম্লাপনম্—"অঙ্গুল্যাদিমর্দ্দনেন বিলয়নম্" (ডহ্বণঃ)। শ্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন—"বিম্লাপনমিহ কেবল মঙ্গুষ্ঠাদিমর্দ্দনে ন পরিভাষিতং গ্রাহ্যং, কিন্তু বিম্লাপ্যতে অনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা বহির্মার্জ্জনরূপে শমনে শোফবিলয়নকরে প্রলেপনপরিষেকাভ্যঙ্গা-দাবপি বর্ত্ততে।

অঙ্গুল্যাদি দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক কাঁচা ফোড়াকে বসাইয়া দেওয়াকে বিম্লাপন বলে। এমন অনেক দ্রব্য আছে যদ্বারা অপক্ব স্ফোটক প্রলিপ্ত করিলে স্ফোটক বিলীন হয় অর্থাৎ বসিয়া যায়। এইরূপ দ্রব্যকেও বিম্লাপন বলে। যেমন গন্ধবিরজা প্রভৃতি।

(৬২) পাচনঃ—"পাচনঃ দোষাময়োঃ শোথস্য বা" (ডহ্বণঃ)।

যে বস্তু বাত, পিত্ত, কফ, আম কিম্বা শোথের পরিপাক জন্মায় তাহাকে পাচন বলে।

(৬৩) জরণঃ—"জরণঃ আহারস্য" (ডহ্বণঃ)।

যে বস্তু ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করে তাহাকে জরণ বলে।

(৬৪) তর্পণঃ—তৃপ্তিজনক ও রসধাতুবৃদ্ধিকর বস্তুকে তর্পণ বলে। যেমন—দ্রাক্ষাদি।

(৬৫) বৃংহণঃ—ধাতুবলবৃদ্ধিকর বস্তুকে বৃংহণ বলে। উপচয় ইহার পর্য্যায়। কার চিকিৎসায় বৃংহণের বিপরীতার্থে লেখন শব্দ প্রযুক্ত হয়।

(৬৬) পুংস্ত্বোপঘাতি—যে বস্তু শুক্রক্ষয়কর তাহাকে পুংস্ত্বোপঘাতি বলে। যেমন—ক্ষারাদি ও খাখস (পোস্তর ঢেঁড়ি)। এমন অন্নপান আছে যদ্দ্বারা শুক্রক্ষয় হইতে পারে। বৃন্দ বলিয়াছেন—অন্নৈরম্লোষ্ণলবণৈরতিমাত্রোপসেবিতৈঃ সৌম্যধাতুক্ষয়ো দৃষ্টঃ—"। সৌম্যধাতু শুক্র।

(৬৭) মার্গবিশোধনঃ—"মূত্রনাড়ীব্রণাদিমার্গবিশোধনঃ (ডহ্বণঃ)।

(৬৮) কোষ্ঠবিদাহী—যে বস্তু অতিমাত্রায় সেবন করিলে উদরের অভ্যন্তরে জ্বালা অনুভূত হয় তাহাকে কোষ্ঠবিদাহী বলে।" যেমন—অম্ল।

(৬৯) কফবিলয়নম্—যে বস্তু সেবন করিলে অতিশুষ্ক শ্লেষ্মা তরলতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কফবিলয়ন বলে। যেমন—অতিমাত্রায় ভুক্ত অম্লরস।

(৭০) অনাগতাবাধপ্রতিষেধঃ—যে বস্তু 'অনাগত' যাহা সংপ্রতি নাই, এরূপ 'আবাধ' পীড়া, 'প্রতিষেধ' নিবারণ করে, তাহা অনাগতাবাধপ্রতিষেধ। যেমন—লোধ্র অনাগত চক্ষুপীড়ার এবং ভৃঙ্গরাজ অনাগত পলিতের প্রতিষেধ।

(৭১) মূত্রবিরেচনীয়—"মূত্রস্য বিরেচনং করোতীতি" (চক্রপাণিঃ)।

যাহা মূত্রের স্রাব করায় তাহাকে মূত্রবিরেচনীয় এবং যাহা মূত্রের উৎপাদক তাহাকে মূত্রজনন বলে। গোক্ষুর মূত্রবিরেচনীয় এবং ইক্ষু মূত্রজনন। পুরীষ বিরেচনীয় এবং পুরীষজনন যেমন এক নহে, তদ্রূপ মূত্রবিরেচনীয় ও মূত্রজনন শব্দ একার্থবাচী নহে। মূত্রবর্দ্ধন শব্দ মূত্রজননের এবং মূত্রল শব্দ মূত্রবিরেচনীয় শব্দের পর্য্যায়।

(৭২) শ্লেষ্মপ্রসেকি—যে বস্তু শ্লেষ্মা স্রাব করায় তাহাকে শ্লেষ্মপ্রসেকি বলে। যেমন—আর্দ্রমরিচ। 'কফোৎসারি' এবং 'কফনির্হরণ'—ইহার পর্য্যায়স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

(৭৩) **উৎক্লেশকারি**—যে বস্তু সেবন করিলে উৎক্লেশ 'বমি হয় হয়' এই ভাব আনয়ন করে তাহাকে উৎক্লেশকারি বলে। যেমন—চোক্ (হিঃ)।

(৭৪) **কণ্ঠ্য প্রভৃতি।** যে সকল বস্তু কণ্ঠরোগ বা স্বর, নেত্র, কেশ, ত্বক্, দন্ত, মেধা ও আয়ুরপক্ষে হিতকর তাহাদিগকে যথাক্রমে কণ্ঠ্য, নেত্র্য বা চক্ষুষ্য, কেশ্য, ত্বচ্য, দন্ত্য, মেধ্য এবং আয়ুষ্য বলে। স্বর্য্য ও স্বরশোধিনী কণ্ঠোর পর্যায়।

(৭৫) **ক্ষবণ**—যে বস্তু হাঁছি জন্মায় তাহাকে ক্ষবণ বলে। যেমন—কট্‌ফল প্রভৃতি।

ভেষজকল্পনা বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের অর্থ।

ক্বাথঃ—ভেষজদ্রব্যের ষোড়শগুণ জলদ্বারা সাধিত এবং চতুর্ভাগাবশিষ্ট কল্পনার নাম কাথ। শৃত ইহার পর্য্যায়। যতগুলি দ্রব্যের পাচন প্রস্তুত করিতে হইবে সেইগুলি মিলিত হইয়া দুই তোলার অধিক হইবে না। জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া থাকিবে। পাচন মাটীর পাত্রে মৃদুজ্বালে পাক করিতে হয়।

শীতকষায়ঃ—"শীতঃ শর্ব্বরীমুষিতোমতঃ"। দ্রব্যাদাপোথিতাৎ তোয়ে প্রতপ্তে নিশিসংস্থিতাৎ। কষায়ো যোঽভিনির্যাতি স শীতঃ সমুদাহৃতঃ"।

কুট্টিত ভেষজ উষ্ণজলে নিক্ষেপ করিয়া এক রাত্রি অধিবাসিত করিলে শীতকষায় প্রস্তুত হয়। যে দ্রব্যের শীতকষায় প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার ছয় গুণ জল দিতে হইবে অর্থাৎ দ্রব্য ১ তোলা হইলে জল ৬ তোলা হইবে।

ফাণ্টঃ—"ক্ষিপ্তেষ্ণতোয়ে মৃদিতঃ ফাণ্ট ইত্যভিধীয়তে"।

ভেষজদ্রব্য উষ্ণজলে নিক্ষেপ করিয়া কিয়ৎকাল ঢাকিয়া রাখিয়া পরে মর্দ্দন ও বস্ত্রপূত করিয়া লইলে ফাণ্ট প্রস্তুত হয়।

স্বরসঃ—"স্বরসঃ স্বো রসঃ প্রোক্তঃ"।

আর্দ্রদ্রব্য হইতে যে রস গালিত হয় তাহাকে স্বরস বলে।

কল্কঃ—কোন দ্রব্যকে চূর্ণ বা শিলায় পেষণ করিলে সেই দ্রব্যের কল্ক প্রস্তুত হয়।

পানীয়ম্—"কর্ষমাত্রং ততোদ্রব্যং সাধয়েৎ প্রাস্থিকেঽম্ভসি।

ভেষজদ্রব্য দুই তোলা এবং জল দুই সের সহ পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে অবতারিত করিলে পানীয় প্রস্তুত হয়। যেমন—জ্বরের পিপাসাদি নিবৃত্তির জন্য ষড়ঙ্গ—পানীয়।

ক্ষীরপাকঃ—"দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্। ক্ষীরাবশেষঃ কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ"।

যে দ্রব্যের ক্ষীরপাক করিতে হইবে তাহার আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চতুর্গুণ জল সহ পাক করিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে অবতারিত করিলে **ক্ষীরপাক** নির্ব্বাহ হয়।

ভাবনা—"দ্রবেন যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ব্বং প্লুতং ভবেৎ। ভাবনায়াঃ প্রমাণন্তু চূর্ণে প্রোক্তম্—। "সপ্তাহং ভাবনাবিধিঃ"।

ক্বাথে বা রসে কোন ঔষধকে আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করাকে **ভাবনা** বলে। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে ক্রমশঃ ৭ বার ঐরূপ আপ্লুত ও রৌদ্রশুষ্ক করিতে হয়।

পুটপাকঃ—"দ্রব্য মাপোত্থিতং জম্বূবটপত্রাদিসম্পুটে। বেষ্টয়িত্বা ততো বদ্ধা দৃঢ়ং রজ্জ্বাদিনা তথা। মৃল্লেপং ত্র্যঙ্গুলং কুর্য্যাৎ অথবাঙ্গুলিমাত্রকম্। দহেৎ পুটান্তরাদগ্নৌ যাবল্লেপস্তু রক্ততা।"

যে দ্রব্যের পুটপাক করিতে হইবে তাহাকে জলে ধৌত করিয়া কিঞ্চিৎ পেষণ করিবে। পরে জাম ও বটের পাতা বেষ্টন করিয়া উহার উপরি ১ বা ২ অঙ্গুলি পুরু মাটীর লেপ দিবে। এই মৃৎপিণ্ড ঘুঁটের আগুণে তাবৎ দগ্ধ করিবে যাবৎ মৃৎপিণ্ডের বহির্ভাগ রক্তবর্ণ না হয়। অতঃপর অগ্নি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অন্তরস্থ ভেষজ গ্রহণ পূর্ব্বক রস নিষ্কাশিত করিবে। এই কল্পনার নাম **পুটপাক**।

কাঞ্জিকম্—"আশুধান্তং কোদিতঞ্চ বালমূলন্তু খণ্ডশঃ। কৃতং প্রস্থমিতং পাত্রং জলং তত্রাঢ়কং ক্ষিপেৎ। তাবৎ সন্ধায় সংরক্ষেদ্ যাবদম্লত্বমাগতম্। **কাঞ্জিকং** তত্তু বিজ্ঞেয় মেতৎ সর্ব্বত্র পূজিতম্"।

আউশ ধান কুটিয়া ও কচি মূলা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া /২ সের লইবে এবং /৮ সের জলের সহিত মৃৎপাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ আবৃত করিবে। যতদিন না জল অম্লরস হয় ততদিন রাখিতে হইবে। অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে ছাঁকিয়া লইবে। ইহার নাম **কাঞ্জিক**।

আরণালম্—"তুলামিতং ষষ্টিকতণ্ডুলস্তু। প্রগৃহ্য চান্নং বিধিবদ্বিধায়। দ্রোণেঽম্ভসি ক্ষিপ্ত মথ ত্রিযামম্। তৎসপ্ত রক্ষেৎ পিহিতং প্রযত্নাৎ। ততৈব কল্কং সকলং নিরস্তেৎ। তৎ কাঞ্জিকং কথ্যতে **আরণালম্**।"

ষষ্টিক ধানের অন্ন পাক করিয়া ঐ অন্ন সাড়ে বার সের, বত্রিশ সের জলের সহিত একুশদিন আবৃত মুখ মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া ছাঁকিয়া লইলে **আরণাল** প্রস্তুত হয়। ভাবমিশ্র বলেন—খোসা ছাড়ান, কাঁচা বা সিদ্ধ গোধূম ঐরূপে স্থাপন করিলেও আরণাল প্রস্তুত হয়।

তুষাম্বু বা তুষোদকম্—"তুষান্ মাষতুষান্ সিদ্ধান্ যবাংস্ত চূর্ণসংযুতান্। আশু তানম্ভসা তদ্বৎ জাতং তচ্চ তুষোদকম্"। তুষোদকং যবৈ রামৈঃ সতুষৈঃ শকলীকৃতৈঃ।

মাষকলায়ের ভাজা খোসা এবং সিদ্ধ ও চূর্ণীকৃত যব জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া যাবৎ অম্লত্ব প্রাপ্ত না হয় তাবৎ স্থাপন করিবে। কিংবা খোসা সহিত কাঁচা যব কুট্টিত করিয়া জলসহ অম্লভাবাবধি স্থাপন করিলে তুষাম্বু প্রস্তুত হয়।

সৌবীরম্—"সৌবীরস্তু যবৈ রামৈঃ পক্কৈর্বা নিস্তুষৈঃ কৃতম্। গোধূমৈরপি সৌবীর মাচার্য্যাঃ কেচিদূচিরে"।

খোসাছাড়ান কাঁচা কিংবা খোসাছাড়ান সিদ্ধ যব বা গোধূম জলে আবৃতমুখ পাত্রে সন্ধিত করিলে অর্থাৎ গাঁজাইলে যে সৌবীর প্রস্তুত হয় তাহাকে যথাক্রমে যবসৌবীর ও গোধুম সৌবীর বলে।

সুক্তং চুক্রম্—"বস্ত্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সগুড়ক্ষৌদ্রকাঞ্জিকম্। ধর্ত্তু ধান্যরাশিস্থং সুক্তং চুক্রং তদুচ্যতে" মস্তুপ্রভৃতির মাত্রা যথা—"গুড়মাক্ষিকধান্যাম্লমস্তু দ্বিগুণং ক্রমাৎ। সংশক্তি চুক্রসিদ্ধার্থং—"।

গুড়, মধু, কাঞ্জিক, মস্ত অর্থাৎ দ্বিগুণবারি যুক্ত দধি, ও জল ক্রমশঃ দ্বিগুণ (অর্থাৎ গুড়ের দ্বিগুণ মধু, মধুর দ্বিগুণ কাঁজি ইত্যাদি) মাত্রায় লইয়া পরিষ্কৃত মৃৎপাত্রে আহরণ করিয়া যে ঋতুতে প্রস্তুত করা হইবে সেই ঋতুতে সন্ধিত হইবার জন্য যতদিন রাখা উচিত ততদিন ধান্য রাশির ভিতর রাখিলে সুক্তচুক্র প্রস্তুত হইবে।

কোন ঋতুতে কতদিন রাখিতে হয় তাহার বিধি—

"ঘনাত্যয়ে তথা গ্রীষ্মে সন্ধানং ষড়্দিনং ভবেৎ। হেমন্তে শিশিরে স্থাপ্যং ভিষক্ দ্বাদশ তেনবৈ। প্রাবৃড়্বসন্তে সন্ধানং ভবেদষ্ট দিনেন বৈ"। বিশেষ উক্তি না থাকিলে সন্ধান বর্গোক্ত যাবতীয় সন্ধান সন্ধিত করিবার এই বিধি বুঝিতে হইবে।

আসবঃ—সুরাতে বিবিধ কুট্টিত দ্রব্য ভিজাইয়া আবৃতমুখ পাত্রে সপ্তাহকাল রাখিবে। সপ্তাহান্তে ছাঁকিয়া লইলে আসব প্রস্তুত হয়। ইহা আত্রেয়সংহিতার মত। বৃদ্ধসুশ্রুত বলেন—অনুক্ত স্থলে আসবের জলাদিমান বিধি এই—জল ৩২ সের, গুড় সাড়ে বার সের, মধু ৬ সের এক পোয়া, ঔষধদ্রব্য ১ সের এক পোয়া। আবৃতমুখ মৃৎপাত্রে রাখিয়া সন্ধিত করিবে।

অরিষ্টম্—অরিষ্ট প্রস্তুতপ্রণালী আসবের তুল্য—কেবল ইহাতে কুট্টিত ভেষজ-দ্রব্যের পরিবর্ত্তে ঔষধদ্রব্যের কাথ দিতে হয়।

সীধুঃ—পক্করস ও শীতরস ভেদে সীধু দ্বিবিধ—ইক্ষুরস জাল দিয়া তাহাতে ঔষধদ্রব্য ভিজাইয়া রাখিয়া সন্ধিত করিলে পক্করস সীধু এবং কাঁচা ইক্ষুরসে সাধিত সীধুকে শীতসীধু বলে।

আসুতম্—কোন কন্দ বা মূল বা ফলকে পেষণ করিয়া লবণ মিশ্রিত জলে দীর্ঘকাল ভিজাইয়া রাখিলে সন্ধিত হইয়া অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম আসুত।

প্রমথ্যা—অতি উত্তমরূপ পিষ্ট যে কোন দ্রব্য ৮ তোলা (ইহার সহিত অন্য দ্রব্য থাকুক বা না থাকুক) ৬৪ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া এক চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে। ইহার নাম প্রমথ্যা।

রসক্রিয়া, অবলেহ, প্রাশ—কাথ পুনঃ পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে 'রসক্রিয়া' নামে অভিহিত হয়। ইহা অবলেহ ও প্রাশ নামেও কথিত হইয়া থাকে।

লেপঃ—আলেপ ও প্রদেহ ভেদে লেপ দ্বিবিধ—পিষ্ট শীতল বস্তু পাৎলাভাবে লেপন করিলে আলেপ এবং উহা উষ্ণ ও পুরু করিয়া লেপন করিলে প্রদেহ বলিয়া কথিত হয়।

পরিষেচনম্—ব্রণের বেদনাদি প্রশমনার্থ উষ্ণ কাথ সেচনকে পরিষেচন বলে।

অবচূর্ণন ও গুণ্ডন—যবাদি চূর্ণ দ্বারা পূরণ করাকে অবচূর্ণন বলে। গুণ্ডন অর্থাৎ গড়ান যেমন শূলরোগীর উদরোপরি তিলগুড়িকা গুণ্ডনের উপদেশ আছে।

উদ্বর্ত্তন—কোন ঔষধদ্রব্যের দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করাকে উদ্বর্ত্তন বলে। যেমন পিষ্টহরিদ্রার দ্বারা গাত্র উদ্বর্ত্তন করিলে কণ্ডূ, গাত্রের বিবর্ণতা ও রুক্ষতা বিনাশ পায়।

পিচুধারণম্—স্নেহে বা কোন দ্রব্যের কাথে তুল বা বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া শিরঃ, যোনি প্রভৃতি অঙ্গে স্থাপন করাকে পিচুধারণ বলে।

কবলঃ, গণ্ডূষঃ—মুখে ঔষধ ধারণাত্মক কল্পনা বিশেষ। যতটুকু তরলদ্রব্য মুখে রাখিলে মুখ নাড়িতে পারা যায় না তাহাই গণ্ডূষের এবং যতটুকু রাখিলে সঞ্চালন করিতে পারা যায় তাহা কবলের, মাত্রা।

অঞ্জনকর্ম্ম—ঔষধদ্রব্য মধ্বাদিযোগে ঘর্ষণ করিয়া 'কাজল পরার মত' অঙ্গুলি বা শাস্ত্রোক্ত সংস্কারযুক্ত শীসক শলাকাযোগে চক্ষুতে ব্যবহার করার নাম অঞ্জন। লেখন রোপণ এবং প্রসাদন ভেদে অঞ্জন দ্রব্য তিন প্রকার।

আশ্চ্যোতনম্—কাথ, মধু, আসব ও স্নেহাদি বিন্দু বিন্দু করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে পাতিত করাকে আশ্চ্যোতন বলে। মাত্রা—লেখনার্থ ৮ বিন্দু, স্নেহনার্থ ১০ বিন্দু, রোপণার্থ ১২ বিন্দু।

বিড়ালক—অক্ষির বহির্ভাগে প্রদত্ত লেপকে বিড়ালক বলে।

পিণ্ড—পিষ্টভেষজ বস্ত্রান্তরিত করিয়া, রোগী, মুদ্রিত নেত্রে নেত্রের উপরি ধারণ করিবে। এই কল্পনার নাম পিণ্ড।

বস্তিঃ—নিরূহ ও অনুবাসন ভেদে বস্তি দুই প্রকার। স্নেহ দ্রব্য দ্বারা প্রদত্ত বস্তিকে অনুবাসন এবং কাথ, দুগ্ধ, তৈল দ্বারা প্রদত্ত বস্তিকে নিরূহ বলে। অনুবাসনকে মাত্রাবস্তি এবং নিরূহকে আস্থাপন বলে।

শিরোবস্তিঃ—একখণ্ড দ্বাদশাঙ্গুল চর্ম্মকে মস্তকের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া মস্তক ও চর্ম্মের সন্ধি পিষ্ট মাষকলায় দ্বারা রোধ করিবে। এই চর্ম্মকৃত গুহা ঈষদুষ্ণ তিল তৈলে পূর্ণ করিয়া যাবৎ নাসা কর্ণ মুখ হইতে স্রাব না হয় তাবৎ ধারণ করাকে শিরোবস্তি বলে।

স্বেদঃ—যোজনার প্রণালী ভেদে স্বেদ চতুর্বিধ—যথা তাপস্বেদ, উপনাহ স্বেদ, দ্রবস্বেদ ও বাষ্পস্বেদ। প্রয়োগ বিধি যথা—

'তপ্তৈঃ সৈকতপাণিকাংস্যবসনৈঃ স্বেদোঽথ বাঙ্গারকৈঃ।
লেপাদ্বাতহরৈঃ সহাম্ললবণস্নেহৈঃ সুখোষ্ণৈ স্তথা।
এবং তপ্তপয়োঽম্বুবাতশমনকাথাদিসেকাদিভিঃ।
তপ্তৈস্তোয়নিষেচনোদ্ভববৃহদ্বাষ্পৈঃ শিলাদ্যৈঃ ক্রমাৎ'।

তপ্ত বালুকা, পাণি, কাংস্যপাত্র কিংবা বস্ত্রের বা খদিরাদি অঙ্গারের স্বেদকে তাপস্বেদ বলে। অম্ল, লবণ ও স্নেহ যুক্ত, ঈষদুষ্ণ, বাতহর ভেষজের লেপকে উপনাহ স্বেদ অর্থাৎ পুল্টিশ্ এবং তপ্ত দুগ্ধ, জল ও বাতহর কাথাদি পরিষেচন বা তাহাতে অবগাহন করাকে দ্রবস্বেদ বলে। অগ্নিবৎ উত্তপ্ত শিলাদি কাথাদি দ্বারা সেচন করিলে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তদুত্থিত স্বেদের নাম বাষ্পস্বেদ। ইহাকে গ্রাম্যলোকে 'ভাপ্রা বলে। স্বেদের অপরাপর ভেদ চারক সূত্র স্থানের ১৪শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

রসবীর্য্যবিপাকাদি বিষয়ক প্রস্তাব।

স্থূলতঃ রসভেদ।

রস ছয় প্রকার—মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায়। এই মধুরাদি রস দ্রব্যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত দ্বিবিধ ভাবে অবস্থিত। কোন দ্রব্যের (শুষ্ক বা আর্দ্র) জিহ্বার সহিত সম্বন্ধ হইবামাত্র যে রসের উপলব্ধি বা আস্বাদ অন্তে বহু পশ্চাৎ যে রস অনুভূত হয় তাহা উহার ব্যক্তরস, যেমন যষ্টিমধুর মধুরত্ব জিহ্বা সম্বন্ধ মাত্র ব্যক্ত এবং ঈষৎ তিক্তত্ব আস্বাদান্তে ব্যক্ত। অনেক দ্রব্যে এইরূপ একাধিক ব্যক্ত রস অনুভূত হইয়া থাকে। উদাহরণ—পক্কাম্র, আমলকী, রসোন প্রভৃতি। জিহ্বার সহিত পক্ক আম্রাদির সম্পর্ক স্থাপিত হইবা মাত্রই যুগপৎ রসযুগলের অনুভূতি হয় সুতরাং এই সকল দ্রব্যের দ্বিবিধ রসই আস্বাদমাত্রে

ব্যক্ত বলিতে হইবে। পরিপক্ক আম্রের মধুর ও অম্ল এবং আমলকীর অম্ল ও কষায় এই দ্বিবিধ রসই আস্বাদমাত্রে ব্যক্ত। আচার্য্যগণ অনেকস্থলে দ্রব্য বিশেষের এমন রসের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা অস্মদীয় জিহ্বার বিষয়ীভূত নহে। উদাহরণ—আমলকীর রস নির্দ্দেশে সুশ্রুত বলিয়াছেন "অম্লং সমধুরং তিক্তং কষায়ং কটুকং"—(সুঃ ৪৬অঃ) আমরা পক্কাপক্ক কোন আমলকী ফলেই তিক্ত বা কটু রস অনুভব করিতে পারি না। আমলকীগত এই তিক্ত ও কটুরসই আমলকীর অব্যক্ত রস বা অনুরস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দ্রব্যের অনুরস কর্ম্মদর্শন দ্বারা অনুমিত হয়।

অতঃপর ভূতসংসর্গে রসের উৎপত্তি লিখিত হইতেছে।

মধুরঃ—'ভূম্যম্বুগুণবাহুল্যাৎ মধুরঃ'—মধুররস, ভূমি ও অম্বুগুণ বহুল।

অম্লঃ—'ভূম্যগ্নিগুণবাহুল্যাৎ অম্লঃ'—অম্লরস, পৃথিবী এবং অগ্নিগুণ বহুল।

লবণঃ—'তোয়াগ্নিগুণবাহুল্যাৎ লবণঃ'—লবণ রস, জল এবং অগ্নিগুণ বহুল।

কটুকঃ—'বায়্বগ্নিগুণবাহুল্যাৎ কটুকঃ'—কটুরস, বায়ু ও অগ্নিগুণ বহুল।

তিক্তঃ—বায়্বাকাশগুণবাহুল্যাৎ তিক্তঃ'—তিক্তরস, বায়ু ও আকাশগুণ বহুল।

কষায়ঃ—'পৃথিব্যনিলগুণবাহুল্যাৎ কষায়ঃ'—কষায়রস, পৃথিবী ও বায়ুগুণ বহুল।

রসের লক্ষণ।

সুলভা প্রতীতির জন্য রসের কর্ম্মাখ্য লক্ষণ কথিত হইতেছে।

মধুরঃ—'যঃ পরিতোষ মুৎপাদয়তি প্রহ্লাদয়তি তর্পয়তি, জীবয়তি, মুখাবলেপং জনয়তি শ্লেষ্মাণং চাভিবর্দ্ধয়তি স মধুরঃ।

অম্লঃ—'যো দন্তহর্ষ মুৎপাদয়তি, মুখস্রাবং জনয়তি, শ্রদ্ধাঞ্চোৎপাদয়তি সোঽম্লঃ।'

লবণঃ—'যো ভক্তারুচিমুৎপাদয়তি কফপ্রসেকং জনয়তি মার্দ্দবংঞ্চাপাদয়তি স লবণঃ'।

কটুকঃ—'যো জিহ্বাগ্রং বাধতে, উদ্বেগং জনয়তি, শিরো গৃহ্লাতি, নাসিকাঞ্চ স্রাবয়তি স কটুকঃ'।

তিক্তঃ—'যো গলে চোষমুৎপাদয়তি, মুখবৈশদ্যং জনয়তি, ভক্তারুচিং চাপাদয়তি হর্ষঞ্চ স তিক্তঃ।'

কষায়ঃ—'যো বক্ত্রং পরিশোষয়তি, জিহ্বাং স্তম্ভয়তি কণ্ঠং বধ্নাতি, হৃদয়ং কর্ষতি পীড়য়তি চ স কষায়ঃ।

রসের গুণনির্দ্দেশ।

'মধুরাম্ললবণাঃ বাতঘ্নাঃ'—মধুর, অম্ল ও লবণরস বায়ু প্রশমন।

'মধুরতিক্তকষায়াঃ পিত্তঘ্নাঃ'—মধুর, তিক্ত ও কষায় রস পিত্তপ্রশমন।

'কটুতিক্তকষায়াঃ শ্লেষ্মঘ্নাঃ'—কটু (ঝাল) তিক্ত ও কষায় রস শ্লেষ্মপ্রশমন।

মধুরঃ রসরক্তমাংসমেদোঽস্থিমজ্জৌজঃশুক্রস্তন্যবর্দ্ধনঃ, চক্ষুষ্যঃ, কেশ্যঃ, বর্ণ্যঃ, বলকৃৎ, সন্ধানঃ, শোণিতরসপ্রসাদনঃ, বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণহিতঃ, ষট্পদপিপীলিকানাং ইষ্টতমঃ, তৃষ্ণামূর্চ্ছাদাহপ্রশমনঃ, ষড়িন্দ্রিয়প্রসাদনঃ, কৃমিকফকরশ্চ'।

অম্লো জরণঃ, পাচনঃ, পবননিগ্রহণঃ, অনুলোমনঃ, কোষ্ঠবিদাহী, বহিঃশীতঃ, ক্লেদনঃ প্রায়শো হৃদ্যঃ'।

লবণঃ সংশোধনঃ, পাচনঃ, বিশ্লেষণঃ ক্লেদনঃ, শৈথিল্যকৃৎ, উষ্ণঃ, সর্ব্বরসপ্রত্যনীকঃ, মার্গবিশোধনঃ সর্ব্বশরীরাবয়বমার্দবকরঃ'।

কটুকো দীপনঃ, পাচনঃ, রোচনঃ, শোধনঃ, স্থৌল্যালস্যকফকৃমিবিষকুষ্ঠ-কণ্ডূপশমনঃ, সন্ধিবন্ধবিচ্ছেদনঃ, অবসাদনঃ স্তন্যশুক্রমেদসাং উপহন্তা।

তিক্তঃ ছেদনঃ, রোচনঃ, দীপনঃ, শোধনঃ, কণ্ডূকোঠতৃষ্ণামূর্চ্ছাজ্বরপ্রশমনঃ, স্তন্য-শোধনঃ, বিন্মূত্রক্লেদমেদোবসাপূয়োপশোষণশ্চ।

কষায়ঃ সংগ্রাহকঃ, রোপণঃ, স্তম্ভনঃ, শোধনঃ, লেখনঃ শোষণঃ পীড়নঃ, ক্লেদোপ-শোষণশ্চ।'

'তিক্তকষায়মধুরাঃ শীতাঃ'—তিক্ত, কষায় ও মধুর রস শীতগুণ।

'তিক্তকটুকষায়াঃ রুক্ষাঃ'—তিক্ত, কটু ও কষায় রস রুক্ষগুণ। এই রসত্রয় 'বদ্ধবিন্মূত্র মারুতাঃ', ভোজনে মল, মূত্র ও অপানবায়ু রোধ করে।

'লবণাম্লমধুরাঃ স্নিগ্ধাঃ সৃষ্টবিন্মূত্রমারুতাঃ'—লবণ, অম্ল ও মধুর রস স্নিগ্ধগুণ; সেবনে মল, মূত্র, অপানবায়ু সুখে নির্গত হয়।

'লবণকষায়মধুরাঃ গুরবঃ'—লবণ, কষায় ও মধুর রস গুরু এবং 'অম্লকটুতিক্তাঃ লঘবঃ' অম্ল, কটু ও তিক্তরস লঘু।

'মধুরঃ স্নিগ্ধঃ শীতঃ গুরুশ্চ'—মধুর রস,—স্নিগ্ধ, শীত ও গুরু।

'লবণঃ গুরুঃ স্নিগ্ধ উষ্ণশ্চ'—লবণরস—গুরু, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ।

'কটুকঃ লঘুঃ উষ্ণঃ রুক্ষঃ'—কটুরস,—লঘু উষ্ণ ও রুক্ষ।

'অম্লঃ লঘুঃ উষ্ণঃ স্নিগ্ধঃ—অম্লরস,—লঘু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ।

'তিক্তঃ রুক্ষঃ শীতঃ লঘুঃ—তিক্তরস—রুক্ষ, শীত ও লঘু।

'কষায়ঃ রুক্ষঃ শীতঃ গুরুঃ—কষায়রস—রুক্ষ, শীত, গুরু।

দেখা যাইতেছে কটু, তিক্ত ও কষায় এই তিনটী রসই রুক্ষ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে রুক্ষত্বের কি ন্যূনাধিক্য আছে ?

মুনি বলেন—

'রৌক্ষ্যাৎ কষায়ো রুক্ষাণামুত্তমো মধ্যমঃ কটুঃ'।

তিক্তোঽবরঃ———,

"অর্থাৎ রুক্ষগুণে কষায়রস শ্রেষ্ঠ, কটুরস মধ্যম এবং তিক্তরস অধম।

লবণ, অম্ল এবং কটু এই তিনটী রসই উষ্ণগুণ, কিন্তু ইহাদের উষ্ণত্বের তারতম্য আছে কি ?

মুনি বলেন—

'—তথোষ্ণানামুষ্ণত্বাল্লবণঃ পরঃ।

মধ্যোঽম্লঃ কটুকশ্চান্ত্যঃ———'।

অর্থাৎ লবণরস প্রধান উষ্ণ, অম্লরস মধ্যম উষ্ণ এবং কটুরস অধম উষ্ণ।

মধুর, অম্ল, লবণ, এই তিনটী রসই স্নিগ্ধ. কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্নিগ্ধত্ব সম্পর্কে উত্তমাধম কে ?

মুনি বলেন—

'—স্নিগ্ধানাং মধুরঃ পরঃ।

মধ্যোঽম্লো লবণশ্চান্ত্যঃ।'

অর্থাৎ মধুররস প্রধান স্নিগ্ধ, অম্লরস মধ্যম স্নিগ্ধ এবং লবণরস অধম স্নিগ্ধ।

মধুর, তিক্ত, কষায়, তিনটী রসই শীতগুণ কিন্তু—

'তিক্তাৎ কষায়ো মধুরঃ শীতাচ্ছীততরঃ পরঃ'

শীতগুণে তিক্তরস অপেক্ষা কষায়রস এবং কষায়রস অপেক্ষা মধুর রস শ্রেষ্ঠতর।

মধুর লবণ ও কষায় এই তিনটী রসই গুরু কিন্তু—

'স্বাদুর্গুরুত্বাদধিকঃ কষায়াল্লবণোঽবরঃ'—গুরুত্বে মধুর রস প্রধান, কষায়রস মধ্যম এবং লবণরস অধম।

অম্ল, কটু, তিক্ত এই তিনটী রসই লঘু কিন্তু—'অম্লাৎ কটুস্ততস্তিক্তো লঘুত্বাদুত্তমোমতঃ' লঘুত্বে অম্লাপেক্ষা কটু এবং কটু অপেক্ষা তিক্ত শ্রেষ্ঠতর। কাহার মতে লঘুত্বে লবণরস অধম।

রসের বিশেষগুণ।

যাবতীয় তিক্ত, কষায় ও মধুর রস শীতগুণ কিন্তু—

'মধুরং কিঞ্চিদুষ্ণং স্যাৎ কষায়ং তিক্তমেবচ।

যথা মহৎ পঞ্চমূলং যথাচানূপমামিষম্'।

তিক্ত, কষায় ও মধুর দ্রব্য কুত্রাপি উষ্ণগুণও হইয়া থাকে, যথা—মহৎপঞ্চমূল ও অনূপমাংস।

যাবতীয় লবণ ও অম্লরস উষ্ণগুণ কিন্তু—

'লবণং সৈন্ধবং নোষ্ণ মম্লমামলকন্তথা'।

সৈন্ধবলবণ লবণরস এবং আমলকী অম্লরস হইয়াও উষ্ণ নহে।

যাবতীয় তিক্তরস শীতগুণ কিন্তু—

'অর্কাগরুগুড়ূচীনাং তিক্তানামোষ্ণমিষ্যতে'

আকন্দ, অগরু এবং গুড়ূচী তিক্তরস হইলেও উষ্ণগুণ।

অত্র প্রায়ো মধুরং শ্লেষ্মলমন্তত্র পুরাণশালিযবগোধূমমুদ্গমধুশর্করাজাঙ্গলমাংসাৎ। প্রায়োঽম্লং পিত্তলমন্তত্র দাড়িমামলকাৎ। প্রায়োলবণমচক্ষুষ্যমন্তত্র সৈন্ধবাৎ। প্রায়স্তিক্ত-কটুকং বাতলমবৃষ্যং চান্তত্রামৃতাপটোলনাগরপিপ্পলীলশুনাৎ। প্রায়ঃ কষায়ং শীতং স্তম্ভনং চান্তত্র হরীতক্যাঃ'।

মধুররস শ্লেষ্মবর্দ্ধক বটে কিন্তু—পুরাণ শালিধান্য, পুরাণ যব, পুরাণ গোধূম, পুরাণ মুদ্গ, পুরাণ মধু, শর্করা (সিতোপলা) এবং জাঙ্গলপ্রাণীর মাংস শ্লেষ্মজনক নহে।

অম্লরস পিত্তবর্দ্ধক বটে কিন্তু দাড়িম ও আমলকীতে ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। লবণরস চক্ষুর হিতকর না হইলেও সৈন্ধবলবণ নেত্রহিতকর।

তিক্ত ও কটুরস বায়ুবর্দ্ধক এবং অবৃষ্য বটে কিন্তু গুড়ূচী, পটোলের নাড়ী ও পত্র, তিক্ত এবং শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও রসোন কটু হইলেও বাতল ও অবৃষ্য নহে।

কষায়রস শীতগুণ ও স্তম্ভন বটে, কিন্তু হরীতকী স্তম্ভন নহে রেচন।

'কিঞ্চিদম্লং হি সংগ্রাহি কিঞ্চিদম্লং ভিনত্তি চ।
যথা কপিত্থং সংগ্রাহি ভেদি চামলকং তথা'।

কোন কোন অম্লরসান্বিত বস্তু সংগ্রাহি যেমন কপিত্থ। আবার কোন কোনটী বা ভেদি, যেমন আমলকী।

বীর্য্য।

বীর্য্য কি?

"———বীর্য্যন্তু ক্রিয়তে যেন যা ক্রিয়া।
নাবীর্য্যং কুরুতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বা বীর্য্যকৃতা ক্রিয়া॥

'যেন,' যে রস দ্বারা, বিপাক দ্বারা কিংবা প্রভাব দ্বারা কিংবা গুরু প্রভৃতি গুণ দ্বারা; 'যা' যে তর্পণ, হ্লাদন, শমনাদি ক্রিয়া, কৃত হয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই ক্রিয়ার সেই

রসাদির নাম বীর্য্য। ইহা শক্তিপর্য্যায় বীর্য্যের লক্ষণ। অতএব আচার্য্য স্থানান্তরে বলিয়াছেন—'যেন কুর্ব্বন্তি তদ্বীর্য্যম্'। 'নাবীর্য্যং কুরুতে কিঞ্চিৎ' ইত্যাদি লোকপ্রসিদ্ধ উপপত্তি।

' মৃদুতীক্ষ্ণগুরুলঘুস্নিগ্ধরুক্ষোষ্ণশীতলম্।
বীর্য্যমষ্টবিধং কেচিৎ কেচিদ্দ্বিবিধমাস্থিতাঃ'।
শীতোষ্ণমিতি——"।

কাহার মতে মৃদু, তীক্ষ্ণ, গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, উষ্ণ, শীত এই অষ্টবিধ এবং কাহার মতে শীত ও উষ্ণ এই দ্বিবিধ বীর্য্য। ইহা বীর্য্যের পারিভাষিক লক্ষণ। রস, বিপাক ও প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া যে গুণ প্রভৃত কার্য্যকারী হইয়া থাকে, সেইগুণ বৈদ্যকে বীর্য্য নামে অভিহিত হয়। অষ্টবিধ বীর্য্যবাদিগণ বলেন—মৃদু আদি শীতলান্ত এই অষ্টবিধ গুণের, রসাদি লঙ্ঘন পূর্ব্বক রসাদি ব্যতিরিক্ত কার্য্যকারিত্ব আছে, কিন্তু পিচ্ছিল বিশদাদির বিপরীত কার্য্যকারিত্ব প্রায় দৃষ্ট হয় না, সুতরাং রসাদির উপদেশ দ্বারাই পিচ্ছিলাদি কথিত হইয়াছে। পিচ্ছিলাদি বীর্য্য নহে। অতএব বীর্য্যের অষ্টবিধত্বই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বীর্য্য যে রসকে নিরাশ করিয়া আত্মকর্ম্ম করিয়া থাকে সুশ্রুতাচার্য্যও একথা বলিয়াছেন—

'কেচিদষ্টবিধমাহুঃ—উষ্ণং শীতং স্নিগ্ধং রুক্ষং বিশদং পিচ্ছিলং মৃদু তীক্ষ্ণং চেতি। এতানি বীর্য্যাণি স্ববলগুণোৎকর্ষাদ্রসমভিভূয়াত্মকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি'।

বীর্য্য অর্থাৎ মৃদুতীক্ষ্ণাদি অষ্টবিধ গুণ, কিরূপে ছয় রসকে অভিভূত করিয়া আত্মকর্ম্ম করিয়া থাকে সংপ্রতি তাহাই কিঞ্চিৎমাত্র উদাহৃত হইতেছে—

কুলথ কষায়, কষায়রস বাতবৃদ্ধি করে, কিন্তু কুলথ গত স্নিগ্ধবীর্য্য কষায় রসকে অভিভূত করিয়া স্নেহভাবাৎ বায়ুশমন করে। পলাণ্ডু কটুরস, কটুরসের ক্রিয়া বাতবৃদ্ধি, কিন্তু পলাণ্ডু গত স্নিগ্ধবীর্য্য কটুরসকে অভিভূত করিয়া স্নিগ্ধবীর্য্য হেতু বায়ু প্রশমন করে। ইক্ষুরস মধুর, মধুর রসের কার্য্য বায়ুশমন, কিন্তু ইক্ষুগত শীতবীর্য্য মধুর রসকে অভিভূত করিয়া শীতবীর্য্যত্ব হেতু বায়ুবৃদ্ধি করে। আমলকীফল অম্ল, অম্ল রসের কার্য্য পিত্ত প্রকোপ, কিন্তু আমলকীগত মৃদু শীতবীর্য্য অম্লরসের কার্য্য পিত্ত প্রকোপ নিরাশ করিয়া মৃদু শীতবীর্য্য হেতু পিত্ত প্রশম করে। সৈন্ধব লবণরস, লবণ রসের কার্য্যে পিত্ত বর্দ্ধন, কিন্তু সৈন্ধবগত মৃদুশীত বীর্য্য অম্ল রসের কার্য্য পিত্তবর্দ্ধনকে অধঃকৃত করিয়া মৃদুশীতত্ব হেতু পিত্তপ্রশম করে। কাকমাচী তিক্ত, তিক্তরস পিত্ত প্রশমন, কিন্তু কাকমাচী গত উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরসের কার্য্য পিত্ত প্রশমনকে অভিভূত করিয়া আত্মকর্ম্ম পিত্তবর্দ্ধন করিয়া থাকে। কপিত্থ অম্ল, অম্লরস শ্লেষ্মবর্দ্ধন কিন্তু কপিত্থগত রুক্ষবীর্য্য অম্লরসের কার্য্য শ্লেষ্মবর্দ্ধনকে দূরীকৃত করিয়া, আত্মকর্ম্ম শ্লেষ্ম প্রশমন দর্শাইয়া থাকে। এস্থলে বীর্য্যকৃত রসাভিভবের নিদর্শন মাত্র প্রদর্শিত হইল।

দ্রব্যাশ্রিত বীর্য্যকর্ম্ম প্রদর্শিত হইল সংপ্রতি রসাশ্রিত বীর্য্যকর্ম্ম কথিত হইতেছে।

মধুর, অম্ল এবং লবণ রস বাত প্রশমন, কিন্তু যদি উহারা রুক্ষ, লঘু এবং শীত বীর্য্য হয় তাহা হইলে বায়ু প্রশমিত করিতে পারে না। মধুর, তিক্ত, কষায় রস পিত্ত প্রশমন; কিন্তু যদি উহারা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং লঘু বীর্য্য হয় তাহা হইলে পিত্ত শমন করিতে পারে না। কটু, তিক্ত, কষায় রস, শ্লেষ্মপ্রশমন কিন্তু যদি উহারা স্নিগ্ধ, গুরু এবং শীত বীর্য্য হয় তাহা হইলে উহারা শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত করে।

বীর্য্যের লক্ষণ ও কর্ম্ম কথিত হইল। সংপ্রতি জিজ্ঞাসা, বীর্য্যের উপলব্ধি কিরূপে হয়? মুনি বলেন—

'বীর্য্যং যাবদধীবাসান্নিপাতাচ্চোপলভ্যতে। (চরকঃ)।

'যাবৎ অধীবাস' ও 'নিপাত' বীর্য্যোপলব্ধির হেতু। অধীবাস কি? একত্র অবস্থানকে অধীবাস বলে। 'যাবৎ অধীবাস' যতক্ষণ শরীরের সহিত একত্র অবস্থান করে। অর্থাৎ কোন বস্তুর বীর্য্য, সেই বস্তু ভক্ষণের পর হইতে উহা পরিপাকের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। যেমন আনূপ মাংসের বীর্য্য (উষ্ণতা), উহা ভোজনের পর হইতে পরিপাক শেষ হওয়া পর্য্যন্ত থাকে। ইহাকেই "যাবদধীবাস" বলে। নিপাতের অর্থ শরীর সংযোগ। কোন কোন দ্রব্যের বীর্য্য শরীরের সহিত সেই সেই দ্রব্যের সংযোগ মাত্রই উপলব্ধি হয়, যেমন মরিচাদির তীক্ষ্ণত্বাদি। মরিচাদি দীপনীয় বস্তুর বীর্য্য, নিপাত ও অধীবাস উভয় দ্বারাই উপলব্ধ হয়। কচিৎ অনুমানে বীর্য্যানুভব হয়, যেমন সৈন্ধবগত শৈত্য। কচিৎ প্রত্যক্ষ দ্বারা বীর্য্য অনুমান হয়, যেমন রাজিকার তীক্ষ্ণতা ঘ্রাণে জানা যায়। সহজ ও কৃত্রিম ভেদে বীর্য্য দ্বিবিধ। মাষের গুরুত্ব, মুদ্গের লঘুতা স্বাভাবিক বীর্য্য এবং খৈএর লঘুত্ব কৃত্রিম বীর্য্য।

বিপাক।

বিপাক কি?—

'জাঠরেণাগ্নিনা যোগাদ্ যদুদেতি রসান্তরম্।
রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ।'

ভুক্ত বস্তুর সহিত জাঠর অগ্নির যোগে পরিপাকের অন্তে, ভুক্তবস্তু যে রসান্বিত সেই রস হইতে পৃথক্ যে রস বিশেষের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম বিপাক।

বিপাক অর্থাৎ জাঠর অগ্নির সংযোগে ঐ রস বিশেষের উৎপত্তি কিরূপে প্রতীত হয়?

'বিপাকঃ কর্ম্মনিষ্ঠয়া' (চরকঃ)

আহারের চরম পরিণাম কফশুক্রাদি বৃদ্ধি রূপ কর্ম্ম দেখিয়া বিপাকের উপলব্ধি হয়।

বিপাক কত প্রকার? বিপাকের ভেদ লইয়া আচার্য্যগণ বহু বিবাদ করিয়াছেন। কিঞ্চিন্মাত্র লিখিত হইতেছে। দ্রব্য, রস, বীর্য্য ও বিপাকের মধ্যে কেহ বলেন বিপাকই

প্রধান, কেননা ভুক্ত দ্রব্যের গুণ বা দোষ কেবল সম্যক্ বিপাক বা মিথ্যা দ্বারাই নির্ব্বাহ হয়। বিপাক দ্বিবিধ মধুর ও কটুক. কেহ বলেন যত প্রকার রস তত প্রকার বিপাক। যত রস তত বিপাক হইলে,

'যৎ স্বাদুর্ব্রীহি রম্লত্বং নচাম্লমপি দাড়িমম্।
যাতি তৈলঞ্চ কটুতাং কটুকাপি ন পিপ্পলী।
যথা রসত্বে পাকানাং নস্যাদেবং বিপর্য্যয়ঃ। (বৃদ্ধবাগ্ভটঃ)

মধুর ব্রীহির অম্ল বিপাক, অম্ল দাড়িমের অম্লেতর বিপাক, তৈলের কটু বিপাক, এবং কটু পিপ্পলীর কটু ভিন্ন বিপাক কদাপি দৃষ্ট হইত না। কেহ বলেন বিপাক ত্রিবিধ—মধুর অম্ল ও কটুক। অম্ল বিপাক ভূতগুণ এবং শাস্ত্রতঃ সিদ্ধ হয় না। পাচক অগ্নির মন্দতা হেতু পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা যদি বিপাক হয় তাহা হইলে শ্লেষ্মা বিদগ্ধ হইয়া যে লবণত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাও লবণ বিপাক বলিয়া অভিহিত হউক। কেহ বলেন দুর্ব্বল বলবানের বশীভূত হয়। অতএব কোন সিদ্ধান্ত হইতেছে না। বস্তুতঃ বিপাক দ্বিবিধ,—মধুর ও কটুক। মধুরাখ্য গুরু এবং কটুকাখ্য লঘু। পঞ্চ ভূতের মধ্যে পৃথিবী এবং অপ্ গুরু, অপরত্রয় লঘু, অতএব ভূতগুণ সাধর্ম্ম্যহেতুও দ্বিবিধ বিপাক প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। যে যে দ্রব্যের পচ্যমানাবস্থায় পৃথিবী ও অম্বুগুণের আধিক্য হয় তাহাদের বিপাক কটু হইয়া থাকে।

প্রভাব।

প্রভাব কি?—

'প্রভাবোঽচিন্ত্য উচ্যতে' (চরকঃ)

রস, বীর্য্য, বিপাকের অতীত দ্রব্যগত শক্তিকে প্রভাব বলে। 'রসাদিসাম্যে যৎকর্ম্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজম্' দুইটী বস্তু রস, বীর্য্য ও বিপাকে পরস্পর তুল্য হইলেও একাপেক্ষা অপরের যে গুণ বিশিষ্টত্ব লক্ষিত হয় তাহা প্রভাব কৃত বুঝিতে হইবে। উদাহরণ—

'দন্তীরসাদ্যৈস্তুল্যাপি চিত্রকস্য বিরেচনী,।
মধুকস্য চ মৃদ্বীকা ঘৃতং ক্ষীরস্য দীপনম্' (বাগ্ভটঃ)

দন্তী এবং চিতার রস, বীর্য্য, বিপাক তুল্য হইলেও দন্তী বিরেচন, চিতা নহে। যষ্টিমধু এবং দ্রাক্ষা রসাদিতে তুল্য হইলেও দ্রাক্ষা বিরেচন, যষ্টিমধু নহে। ঘৃত এবং দুগ্ধ রসাদিতে তুল্য হইলেও ঘৃত দীপন দুগ্ধ নহে। অতএব দন্তী ও মৃদ্বীকার রেচনত্ব এবং ঘৃতের দীপনত্ব প্রভাবকৃত।

যে দ্রব্যের রস, বীর্য্য, বিপাকের উৎকর্ষ অসম্ভব—পরস্পর সমভাবে স্থিত, সেখানে কে কার্য্যকারি?

মুনি বলিয়াছেন—

'রসং বিপাকস্তৌ বীর্য্যং প্রভাবস্তান্ব্যপোহতি।
বলসাম্যে রসাদীনামিতি নৈসর্গিকং বলম্।'

বিপাক রসকে, বীর্য্য, রস ও বিপাককে এবং প্রভাব, রস, বিপাক ও বীর্য্যকে অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে।

প্রশস্তভূমি।

যত্রতত্র জাত উদ্ভিদ্ হীনগুণান্বিত হয়, অতএব ঔষধকার্য্যে ব্যবহার করা বিধি নহে। কিরূপ ভূমিতে জাত ভেষজদ্রব্য বীর্য্যবান্ ও ঔষধকার্য্যে প্রশস্ত সংপ্রতি তাহাই লিখিত হইতেছে।

যে ভূমিতে গর্ত্ত, 'খোলাম কুচি', কাঁকর, পাষাণ, বালুকা উইঢিপি নাই, যাহা উচ্চ নীচ নহে, যাহার নিকটেও শ্মশান, দেবালয় ও বধস্থান নাই, যে ভূমি ক্ষারান্বিত নহে, যাহা চিক্কণ, যাহার নিকট জলাশয় আছে, যাহা অঙ্কুর প্ররোহ জননের অনুকূল, কোমল, স্থির, সমতল, বর্ণতঃ কৃষ্ণ, সুবর্ণবর্ণ বা লোহিত, এইরূপ ভূমি ভৈষজ্যোদ্যানের জন্য নির্ব্বাচন করিবে।

অতঃপর বিশেষবিধি কথিত হইতেছে। যে ভূমিজাত বৃক্ষ ও শস্য স্থূল হইয়া থাকে সে ভূমি ক্ষিতিগুণ ভূয়িষ্ঠ, যে ভূমি চিক্কণ, শীতল, জলসন্নিহিত, শুক্ল এবং যদুপরি জাত শস্য ও তৃণ স্নিগ্ধ এবং যাহা কোমল বৃক্ষ বহুল সেই ভূমি অম্বুগুণ ভূয়িষ্ঠ। যাহা নানা বর্ণ, ক্ষুদ্র পাষাণময়, যাহা প্রবিরল, অল্প, পাণ্ডুবর্ণ বৃক্ষ ও লতা বহুল, তাহা অগ্নিগুণ ভূয়িষ্ঠ। যাহা রুক্ষ, ভস্ম এবং গর্দ্দভতুল্য বর্ণ, ক্ষীণ, রুক্ষ, কোটরযুক্ত ও অল্পরস বৃক্ষ সমন্বিত, তাহা বায়ুগুণ ভূয়িষ্ঠ। যাহা কোমল, সমতল, বিবরান্বিত, যাহার জল অব্যক্তরস, যাহাতে অসার বৃক্ষ জন্মে এবং যাহা মহাপর্ব্বত ও বৃক্ষ বহুল তাহা আকাশগুণ ভূয়িষ্ঠ।

ক্ষিতি ও অম্বুগুণ ভূয়িষ্ঠ ভূমিতে জাত বিরেচন দ্রব্য, অগ্নি, আকাশ ও বায়ুগুণ ভূয়িষ্ঠ ভূমিতে জাত বমনদ্রব্য এবং আকাশগুণ ভূয়িষ্ঠ ভূমিতে জাত সংশমন দ্রব্য বলবত্তর হইয়া থাকে।

প্রশস্ত ভূমি, সামান্য ও বিশেষভাবে কথিত হইল। অতঃপর কিরূপ ওষধি ঔষধকার্য্যে প্রশস্ত তাহাই কথিত হইতেছে।

যে উদ্ভিদ্ প্রশস্ত ভূমিতে জাত, অথবা কৃমি ভক্ষিত, বিষদিগ্ধ বা শস্ত্রক্ষত নহে, যাহা পার্শ্ববর্ত্তী বলবত্তর বৃক্ষ দ্বারা আক্রান্ত নহে অর্থাৎ যাহা 'আওতায়' জন্মে নাই, যাহা

সম্পূর্ণ প্রমাণ অর্থাৎ যাহার যতটুকু বাড়িবার বাড়িয়া গিয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ রস, সম্পূর্ণ বীর্য্য ও সম্পূর্ণ গন্ধাদিযুক্ত, কাল, রৌদ্র, অগ্নি, জল, বায়ু ও কীট, যাহার গন্ধ, বর্ণ, রস, স্পর্শ ও প্রভাব দূষিত করে নাই এইরূপ উদ্ভিদ্ ঔষধার্থ প্রশস্ত জানিবে।

ঔষধ সংগ্রহের কাল।

দৃঢ়বল বলেন—শাখা ও পত্র বর্ষা ও বসন্তকালে সংগ্রহ করিবে। শীতকালে পত্র পতিত হইবার পর মূল গ্রহণ করিবে। ত্বক, কন্দ এবং আঠা শরৎকালে এবং হেমন্তে সার এবং যে ঋতুতে যাহার পুষ্প ফল হইয়া থাকে সেই ঋতুতে তাহার পুষ্প ফল গ্রহণ করিবে।

বনৌষধিদর্পণ।

ধাতকী—धातकी।

धातकी। Woodfordia floribunda, Lythrum fruticosum, Grislea tomentosa.

उत्पत्तिज्ञापिका संज्ञा—"पार्व्वती"। परिचयज्ञापिका संज्ञा—"ताम्रपुष्पी", "बहुपुष्पिका"।

धातकी कटुकोष्णा च मदकृद्विषनाशिनी। अतिसारहरा गर्भस्थापनी कृमिरक्तनुत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

धातकी कटुकषाच मदकृद्विषनाशिनी। प्रवाहिकातिसारघ्नी विसर्पव्रणनाशनी। राजनिघण्टुः।

धातकी कटुका शीता मदकृत्तुवरा लघुः। तृष्णातिसारपित्तास्रविषकृमिविसर्पनुत्। भावप्रकाशः।

धातकीकुसुमं शीतं रक्तपित्तातिसारजित्। राजवल्लभः।

कुष्ठे धातकी—"लोध्रस्य धातकीनां * *। कल्कं * * कुष्ठेषूद्वर्त्तनालेपः"। (चि: ७ अ:)। चरकः।

व्रणरोपणे धातकी—"धातकीचूर्णलोध्राभ्यां तथा रोहन्ति ते व्रणाः" (व्रणशोथ—चि:)। (२) प्रदरे धातकी—"धातक्याश्चाक्षमात्रं वा" (प्रदर—चि:)। चक्रदत्तः।

প্রবাহিকায়াং ধাতকী—"ধাতকীবদরীপত্রং * *। * এতানি দধ্না পিবেৎ প্রবাহিকার্দ্দিতঃ"। (মঃখঃ১মঃভাঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

জ্বরাতিসারে ধাতকী—"ধাতকীক্বাথসংসিদ্ধা বিল্বভেষজসংস্কৃতা। দাড়িমাম্লযুতা পেয়া জ্বরাতিসারশূলিনাম্" ॥ (জ্বরাতিসার—চিঃ) বঙ্গসেনঃ।

ধাতকীর ভাষানাম—বাঃ—ধাইফুল। হিঃ—ধায়কে ফুল, ধবইকে ফুল। মঃ-ধায়টী গুঃ—ধাবনী। কঃ—ধাযি ফুল। তৈঃ—ধাতকী পুড। উঃ—জাতিকো।

উৎপত্তিজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"পার্ব্বতী"। পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তাম্রপুষ্পী" "বহুপুষ্পিকা"।

বর্ণন—ধাইফুলের গাছ ছোট হয়। পর্ব্বতে জন্মে বলিয়া ইহার একটী নাম "পার্ব্বতী"। পত্রের বৃন্ত নাই—শাখায় যেন লাগিয়া থাকে। পত্রপৃষ্ঠ শুভ্ররোমাবৃত, পত্রোদর মসৃণ। পুষ্পদণ্ড পত্রের অধোদেশ হইতে নির্গত হয়, পুষ্পদণ্ড হ্রস্ব, সশাখ। একটী পুষ্পদণ্ডে ৫—১৫টী পুষ্প থাকে। পুষ্প, তাম্র বা অগ্নিবর্ণ, দল ৬টী। শীত ঋতুতে কিম্বা বসন্তের প্রথমে ধাতকীবৃক্ষ পুষ্পিত হয়। বর্ষাকালে বীজ পরিপক্ক হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পুষ্প।

মাত্রা ৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে ধাতকীর ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে ধাতকী—ধাইফুল পেষণপূর্ব্বক কুষ্ঠরোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিবে কিম্বা প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)।

চক্রদত্ত—ব্রণরোপণে ধাতকীপুষ্প—ধাইফুল চূর্ণ ব্রণক্ষত পূরণ করিলে শীঘ্র ব্রণরোপণ হয় অর্থাৎ ক্ষত পূরিয়া উঠে (ব্রণশোথ চিঃ)। (২) অসৃগ্দরে ধাতকী—রক্তপ্রদরে ধাতকীপুষ্প যোগ্য মাত্রায় সেব্য (অসৃগ্দর চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—প্রবাহিকায় ধাতকী—প্রবাহিকা রোগী দধির সহিত ধাতকী পেষণপূর্ব্বক সেবন করিবে (মঃ খঃ ১মঃ ভাঃ)

বঙ্গসেন—জ্বরাতিসারে ধাতকী—ধাতকীর কাথ দ্বারা অতীষ্ট যবের পেয়া প্রস্তুত করিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ শুঁঠচূর্ণ এবং দাড়িমের রস মিশ্রিত করিবে। এই পেয়া জ্বরাতিসারীর পক্ষে হিতকর (জ্বরাতিসার চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, মূত্রবিরজনীয়, সন্ধানীয় এবং পুরীষসংগ্রহণীয় বর্গে ধাতকী পাঠ করিয়াছেন। চারক সূত্রস্থানের ২৫শ অধ্যায়োক্ত আসবযোনি পুষ্পের মধ্যে ধাতকীর উল্লেখ আছে। এজন্য ধাতকীর একটী নাম "মদ্যপুষ্প"। সুশ্রুত প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও অম্বষ্ঠাদিগণে ধাতকী পাঠ করিয়াছেন (সুঃ ৩৮ অঃ)। চরক বা সুশ্রুত কেহই অতিসার প্রবাহিকা বা গ্রহণীতে কেবল ধাতকী ব্যবহার করেন নাই; কিন্তু অতিসার ও গ্রহণীতে দ্রব্যান্তরের সহিত ধাতকী প্রয়োগের অভাব নাই—"ধাতকীদ্বিগুণং দদ্যাৎ" (চরক, চিঃ ১০অঃ), "সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং" (সুশ্রুত উঃ ৪০ অঃ)।

Constituents.—Tannin 20 p. c.

Actions and uses.—Stimulant and astringent given in dysentery beaten up with honey; also in checking hæmorrhages, and chronic discharges, such as menorrhagia and leucorrhœa. The powder of flowers is sprinkled over vesicular eruptions and foul ulcers to diminish the discharges and promote granulations. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II., p. 279.)

নব্যমত—ধাইফুল উষ্ণ, কষায়। ইহা মধুর সহিত পেষণ পূর্ব্বক আমাতীসার ও রক্তাতিসারে প্রযোজ্য। রক্তস্রাব নিরোধার্থ কিম্বা রক্তপ্রদর এবং শ্বেতপ্রদরের স্রাব বন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষতে ধাতকীপুষ্পচূর্ণ ছড়াইয়া দিলে ক্ষত হইতে পূযাদি নির্গম লঘু হয় এবং ক্ষত পূরিয়া উঠে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া আর এন্ খোরি—২য় খণ্ড—২৭৯পৃঃ)

ধান্যক—ধান্যকম্।

কুস্তুম্বুরুঃ, ধান্যকম্। Coriandrum Sativum.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সূক্ষ্মপত্রম্", "আকযোন্যম্" গুণ-প্রকাশিকা সংজ্ঞা—"সুগন্ধি"।

আর্দ্রা কুস্তুম্বুরুঃ কুর্য্যাৎ স্বাদুঃ সৌগন্ধ্যহৃদ্যতাম্। সা শুষ্কা মধুরা পাকে

स्निग्धा तृड्दाहनाशिनी। धान्यकं कासतृट्छर्दिज्वरहृच्चक्षुषो हितम्। कषायं तिक्तमधुरं हृद्यं रोचनदीपनम् धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

धान्यकं मधुरं शीतं कषायं पित्तनाशनम्। ज्वरकासतृषाछर्दिकफहारि च दीपनम्। राजनिघण्टुः।

धान्यकं तुवरं स्निग्ध मवृष्यं मूत्रलं लघु। तिक्तं कटूष्णवीर्य्यञ्च दीपनं पाचनं स्मृतम्। ज्वरघ्नं रोचकं ग्राहि स्वादु पाके त्रिदोषनुत्। तृष्णादाहवमिश्वासकासामार्शःक्रिमिप्रणुत्। आर्द्रन्तु तद्गुणं स्वादु विशेषात् पित्तनाशनम्। भावप्रकाशः।

वातोल्वणेषु अर्शःसु धान्यकम्—"* * शृतं नागरधान्यकैः। अन्नपानं भिषग्दद्यात् वातवर्चोऽनुलोमनम्"। चिः ८अः)। चरकः।

रोगोपसर्गजातायां तृष्णायां धान्यकम्—"रोगोपसर्गजातायां धान्याम्बु ससितामधु। पाने प्रशस्तं * *" (चिः ७मः)। वाग्भटः।

वातरक्ते धान्यकम्—"धन्याकर्षञ्च जीरे द्वे गुड़ेन परिपाचितम् भक्षणे वातरक्तानां दापयेद्दोषशान्तये"। (चिः २४ अः)। हारीतः।

अन्तर्दाहे धान्यकम्—"वुषितं धान्यकजलं प्रातःपीतं सशर्करं पुंसाम्। अन्तर्दाहं शमयत्यचिराद्दूरप्ररूढ़मपि"। (पित्तज्वर—चिः)। (२) अतिसारे धान्यकम्—"धान्योदीच्यशृतं तोयं तृष्णादाहातिसारनुत्"। (अतिसार—चिः) चक्रदत्तः।

पित्तातिसारे धान्यकम्—"धानाकल्केन संसिद्धं चतुर्गुणजले घृतम्। पित्तातिसारे सरुजं देयं दीपनपाचनम्"। (अतिसार—चिः)। (२) आमाजीर्णे शूले च धान्यकम्—"धान्यनागरसिद्धं वा तोयं दद्याद्विचक्षणः। आमाजीर्णप्रशमनं शूलघ्नं वस्तिशोधनम्"। (अजीर्णाधिकारे)। (३) शिशोः कासे श्वासे च धान्यकम्—धान्यं शर्करया युक्तं तण्डुलोदकसंयुतम्। पानमेतत् प्रदातव्यं कासश्वासापहं शिशोः"। (बालरोगाधिकारे) वङ्गसेनः।

ধান্যকের ভাষানাম—বাঃ—ধনে। হিঃ—ধনিয়া। মঃ—ধনে, কোথিম্বীর। গুঃ—ধাণা, কোথমীর। তৈঃ—কোথমিলু। তাঃ—কোতমল্লি। ফাঃ—তুখ্‌মে কস্‌নীঝ। অঃ—কজ্‌বুরা।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সূক্ষ্মপত্র", "শাকযোগ্য"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"সুগন্ধি"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল। **মাত্রা** ½—১তোলা।

বৈদ্যকে ধান্যকের ব্যবহার।

চরক—বাতোল্বণ **অর্শে** ধান্যক—শুঁঠ ও ধনের কাথ বাতোল্বণ অর্শোরোগী অনুপান করিবে। "অন্তে ভক্তস্য মধ্যে বা" এই বাগ্‌ভট বচনবলাৎ ভোজনের মধ্যে বা অন্তে পান করিবে। (চিঃ ৯অঃ)।

বাগ্‌ভট—রোগোপসর্গজ **তৃষ্ণায়** ধান্যক—জ্বরাদিরোগোপসর্গজ তৃষ্ণায় চিনি ও মধুসহ ধনের কাথ হিতকর। (চিঃ ৭ অঃ)।

হারীত—**বাতরক্তে** ধন্যাক—ধন্যাচূর্ণ ২ তোলা, জীরাচূর্ণ ১ তোলা, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ১ তোলা, গুড়পাকবিধানানুসারে পাক করিবে। ইহা বাতরক্তে হিতকর। (চিঃ ২৪ অঃ)।

চক্রদত্ত—**অন্তর্দাহে** ধন্যাক—পূর্ব্বদিবসে কৃত ধনের কাথ পর দিবস প্রাতে চিনির সহিত পান করিবে। ইহা বহুদিনের অন্তর্দাহ বিনষ্ট করিতে পারে। (জ্বর চিঃ)। (২) **অতিসারে** ধন্যাক—ধনে ও বালার কাথ তৃষ্ণাদাহাতিসারনাশক (অতিসার চিঃ)।

বঙ্গসেন—**পিত্তাতিসারে** ধান্যক—ধন্যার কল্ক ও চতুর্গুণ জলসহ ঘৃতপাক করিয়া পিত্তাতিসারীকে পান করাইবে (অতিসার চিঃ)। (২) **আমাজীর্ণ** ও **শূলে** ধান্যক—ধনে ও শুঁঠের কাথ আমাজীর্ণ প্রশমক, শূলনাশক ও বস্তিশোধক (অজীর্ণাধিকারে)। (৩) শিশুর **কাসশ্বাসে** ধান্যক—ধনে ও চিনি তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক শিশুকে পান করাইবে। ইহা শিশুর কাসশ্বাস নাশক (বালরোগাধিকারে)।

বক্তব্য—চরক, তৃষ্ণানিগ্রহণ ও শীতপ্রশমন বর্গে ধন্যাক পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত গুড়ূচ্যাদি বর্গে কুস্তুম্বুরু পাঠ করিয়াছেন। ব্যঞ্জন স্বাদু ও সুগন্ধি করণার্থ ধনের শাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Constituents.—The fruits yield a volatile oil 1 p. c.; fixed oil 13 p. c.

fatty matter 13 p. c.; mucilage, tannin, malic acid and ash 5 p. c. *(Materia Medica of India*—R. N. Khory.—II. p. 283)

Actions and uses.—Aromatic stimulants. Carminative and stomachic; used in sore throat, dyspepsia, and Common catarrh, but chiefly as a flavouring agent and as a Corrective to griping medicines as jalap, rhubarb and Senna. With barley meal the leaves (kotha miri Hind,) form a useful application for indolent swellings. Dhana disguises the odour and taste of senna and of other purgatives. The oil is a carminative and aromatic. and is used in flatulent colic; also in rheumatism neuralgia &. The fresh herb is called kothamiri and is used to flavour vegetables and curry. (Do)

নব্যমত—ধন্যাক, সুগন্ধি, উষ্ণ, বায়ুনাশক, পাচক। ইহা মুখরোগ, গ্রহণী এবং প্রতিশ্যায় রোগে ব্যবহৃত হইলেও, প্রধানতঃ জোলাপ, রুবার্ব, সেনা প্রভৃতি বিরেচক ভেষজ ব্যবহার জন্য উৎপন্ন শূল (পেট কামড়ানি) প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বার্লির সহিত ধনের শাকের প্রলেপ, বেদনাবিবর্জ্জিত স্ফীতির পক্ষে হিতকর। সেনেগা কিম্বা তত্তুল্য অন্য রেচক ঔষধের স্বাদ ও গন্ধ আচ্ছাদিত করিবার জন্য ধন্যাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধনের তৈল সুগন্ধি ও বায়ুনাশক। ইহা "নিউর‍্যালজিয়া", আধ্মান, বাত প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য। ধনের শাক, ব্যঞ্জন সুগন্ধি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। (আর, এন, কোরি—২য় খণ্ড ২৮৩ পৃঃ)।

ধুস্তুর—ধুস্তূরঃ।

धुस्तु(स्तू)रः, धत्तू(त्तु)रः उन्मत्तः। Datura Alba; Dhatura Matel.
कृष्णधुस्तूरः, कनकः। Datura Fastuosa; Dhatura Tatula.

गुणप्रकाशिका संज्ञा — "महामोही" "खर्ज्जूघ्नः"।

परिचयज्ञापिका संज्ञा — "कण्टफलः" "घण्टापुष्पः"।

धत्तूरः कटुरुष्णश्च कान्तिकारी व्रणार्त्तिनुत्। कुष्ठानि हन्ति लेपेन प्रभावेन ज्वरं जयेत्। त्वग्दोषखर्जूकण्डूतिज्वरहारी भ्रमावहः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

धत्तूरः कटुकश्चैव कान्तिकारी व्रणार्त्तिनुत्। त्वग्दोषखर्जूकण्डूति-ज्वरहारी भ्रमप्रदः। राजनिघण्टुः।

धुस्तूरो मदवर्णाग्निवातकृज्ज्वरकुष्ठनुत्। कषायो मधुरस्तिक्तो यूकालिक्षा —विनाशकः। उष्णो गुरु र्व्रणश्लेष्मकण्डूकृमिविषापहः। भावप्रकाशः।

धत्तूरो मदमूर्च्छाकृत् कफघ्नो वह्निपित्तकृत्। राजवल्लभः।

अलर्कविषे धत्तूरमूलम्—"श्वेतां पुनर्णवाञ्चास्य दद्याद्धत्तूरकायुतां" (कः ६ अः)। सुश्रुतः।

इन्द्रलुप्ते —धत्तूरपत्रम्—"* * रसेन वा। धत्तूरकस्य पत्राणां * *" (उः २४ अः)। वाग्भटः।

वातनेत्रामये धुस्तूरकमूलम्—"* मूलं धुस्तूरकस्य वा। अञ्जनञ्च हितं तेषां वातनेत्रामयापहम्" (चिः ४४ अः)। हारीतः।

स्तनोत्थितायां पीड़ायां कनकदलम्—"निशाकनककल्काभ्यां लेपः प्रोक्तस्तनार्त्तिहा" (मः खः ४भाः)। (२) क्रिमिषु धुस्तूरपत्रम्—"धुस्तूरपत्रजं वापि क्रिमिनाशन मुत्तमम्" (मःखः २यभाः)। (३) विशिष्ट-द्रव्यभक्षणजे अजीर्णे धुस्तूरवीजम्—"गोधूममाषहरिमन्थसतीनमुद्गपाको भवेज्झटिति मातुलपुत्त्रकेण" (मः खः २यः भाः)। (४) पाददाघ्याम् धुस्तूरवीजम्—"उन्मत्तकस्य वीजेन मानकक्षारवारिणा। विपक्वं कटुतैलन्तु हन्त्याहारीं न संशयः"। (मः खः ४भाः)। भावप्रकाशः।

उन्मादे श्वेतोन्मत्तः—"श्वेतोन्मत्तोत्तरदिङ्मूलसिद्धस्तु पायसः गुड़ाज्य-संयुतो हन्ति सर्वोन्मादांस्तु दोषजान्॥" (उन्माद—चिः)। (२) कर्णनाड्यां धुस्तूरपत्रम्—"निशागन्धपले पक्वं कटुतैलं पलाष्टकम। धुस्तूरपत्रजरसे कर्ण-नाड़ी प्रशाम्यति।" (कर्णरोग—चिः)। चक्रदत्तः।

श्लीपदे धुस्तूरः—"धत्तूरकस्य वीजानि पिप्पलीवर्द्धमानवत्। शीतोदकेन पीतानि श्लीपदं हन्ति दारुणम्।" (श्लीपदाधिकारे)। वङ्गसेनः।

ধুস্তূরের ভাষানাম—বাঃ ধুতুরা। হিঃ—ধুতুরা। মঃ—ধোত্রা, দোতরা। গুঃ—ধন্তুরী। কঃ—মদকুণিকে। তেঃ—নাল্লাউম্মীতে, উম্মেত্ত চেট্টু। তাঃ—উমততাই, কারু উমতে। অঃ—জোজ্‌ধুস্ত শীল্‌, জোজ্‌নশী তাতুরা। কৃষ্ণধুস্তূর বাঙলায় কনকধুৎরা নামে প্রসিদ্ধ।

ধুস্তূরভেদ—রাজনিঘণ্টুতে লিখিত আছে—"সিতনীলকৃষ্ণলোহিতপীতপ্রসবাশ্চ সন্তি ধত্তূরাঃ। সামান্যগুণোপেতাস্তেষু গুণাঢ্যস্তু কৃষ্ণকুসুমঃ স্যাৎ"। শ্বেত, নীল, কৃষ্ণ, লোহিত এবং পীতপুষ্প ধুস্তূর আছে। ইহারা সমগুণান্বিত হইলেও কৃষ্ণপুষ্প ধুস্তূরই গুণাঢ্য। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে ধুস্তূরের শ্বেতাদি ভেদের উল্লেখ নাই। রাজনিঘণ্টুকার ধুস্তূর, কৃষ্ণধুস্তূর এবং রাজধুস্তূর এই তিন প্রকার ধুস্তূরের পর্য্যায় পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়াছেন। রাজনিঘণ্টুতে কনক শব্দ কৃষ্ণধুস্তূরের পর্য্যায়ে পাঠ করা হইয়াছে। আবার সামান্য ধুস্তূরের পর্য্যায়েও "কনকাহ্বয়ঃ" পঠিত হইয়াছে। আমরা কনক শব্দকে কৃষ্ণধুস্তূরের পর্য্যায় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। রাজনিঘণ্টুকার নীল, রক্ত, পীত ধুস্তূরের উল্লেখ করিলেও চরকাদি আকরে আমরা কুত্রাপি উহাদের উল্লেখ দেখি নাই।

বর্ণন—শ্বেতপুষ্প ধুস্তূর সর্ব্বত্র সুলভ। শ্বেত ধুস্তূরের পুষ্প নিরবচ্ছিন্ন শুভ্রবর্ণের হয় না—পুষ্পের অগ্রভাগে ভিতরের দিকে গন্ধকবর্ণের রেখা এবং বাহিরের দিকে বেগুনে রঙের চিহ্ন থাকে। কনকধুতুরার মত ইহার ফুলের তবক হয় না। শ্বেতপুষ্প ধুস্তূরের পত্র, কাণ্ড, শাখা, সমস্তই হরিদ্বর্ণ। কৃষ্ণধুস্তূরের অর্থাৎ কনকধুতুরার ফুল গাঢ় বেগুনে রঙের হয়। কেবল ফুল নহে কনক ধুতুরার পত্র, বিশেষতঃ পত্রপৃষ্ঠ, শাখা, কাণ্ড ও ফল সমস্তই ঘোর বেগুনে রঙের হইয়া থাকে। কনকধুতুরার ফুল দেখিলে বোধ হয় যেন একটী ফুলের ভিতর আর একটী ফুল প্রবেশ করান হইয়াছে। ক্বচিৎ কনকধুতুরার ফুল তিন তবকও হইয়া থাকে। উভয় ধুতুরার ফলই গোল লাড়ুর মত, ফলের উপরে কাঁটা আছে। শ্বেত ধুতুরার ফল হরিদ্বর্ণ ক্বচিৎ বেগুনে রঙের চিহ্ন থাকে। কোচবিহার রাজ্যে অন্য এক প্রকার শ্বেত ধুস্তূর আছে। ইহার গাছ মনুষ্যাপেক্ষা উচ্চতর হয়। পাতা ঠিক্ বাসকের পাতার মত। বাসকের পাতার সহিত এত সাদৃশ্য আছে যে বাসকভ্রমে ইহার পাতার রস সেবন করিয়া অনেককে ধুতুরাবিষের প্রতিকারার্থ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। ফুল, শ্বেত ধুস্তূরের ফুলের মত বটে, কিন্তু তদপেক্ষা দীর্ঘতর। অধিক লম্বা বলিয়া, ফুল ঝুলিয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখে ইহার ফুল হয়। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি কোন স্থলে ফল দেখি নাই। কোচবিহারে ইহাকে "গজঘণ্টা ধুৎরা" বলে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, বীজ।

মাত্রা—পত্রস্বরস; উন্মত্ত কুক্কুরাদিদষ্টের সেবনার্থ ½-½ তোলা। অন্যত্র ৫ বিন্দু। বীজ ½ আনা। মূল—২—৪ আনা।

বৈদ্যকে ধুস্তূরের ব্যবহার।

সুশ্রুত—কুক্কুরবিষে ধুস্তুরমূল—আর্দ্র পুনর্নবামূল আধ তোলা ও আর্দ্র ধুতুরার মূল ৪ আনা একত্র পেষণ পূর্ব্বক শীতল দুগ্ধ বা শীতল জলের সহিত উন্মত্ত কুক্কুর শৃগালাদি কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তিকে পান করাইবে (কঃ ৬ অঃ)।

বাগ্‌ভট—ইন্দ্রলুপ্তে ধুস্তুরপত্র—টাক হইলে ধুস্তূর পত্রের রস লেপন করিবে (উঃ ২৪ অঃ)।

হারীত—বাতনেত্রামযে় ধুস্তুরমূল—বাতনেত্রাময়ে ধুস্তুরমূলের অঞ্জন হিতকর (চিঃ ৪৪ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—স্তনোত্থিতপীড়ায় ধুস্তুরপত্র—হরিদ্রা ও ধুৎরার পাতার প্রলেপ স্তনের বেদনায় হিতকর (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। (২) ক্রিমিতে ধুস্তুর পত্র—ধুস্তূরপত্রের রস ৫ বিন্দু, তক্রের সহিত ক্রিমি বিনাশার্থ পেয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৩) বিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণজ অজীর্ণে ধুস্তুরবীজ—গোধূম, মাষ, চণক, মটর ও মুগ ভক্ষণ জন্য অজীর্ণ হইলে, ধুস্তুর বীজ সেবন করিবে। কিম্বা ঐ সকল দ্রব্য অতিমাত্রায় ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিবার জন্য ধুস্তূরবীজ সেবন করিবে। (মঃখঃ ৩ ভাঃ। (৫) পাদদারী রোগে ধুস্তুরবীজ—কানক-ক্ষারজলে এবং ধুস্তুর বীজের কল্ক দ্বারা সার্ষপ তৈল পাক করিয়া, অভ্যঙ্গ করিলে পাদদারী (পায়ের তলা ফাটা) প্রশমিত হয়। (মঃ খঃ ৪ভাঃ)।

চক্রদত্ত—উন্মাদে ধুস্তুরমূল—উত্তমরূপ শিলাপিষ্ট ধুতুরার মূল, মূল কাষ্ঠগর্ভ হইলে মূলত্বক্ ৪ আনা, অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ জলে ৫ তোলা পুরাণ সূক্ষ্ম তণ্ডুল পাক করিবে, পরে যথাকালে উহাতে একসের গব্যদুগ্ধ ও অর্দ্ধ পোয়া মিছরি এবং আধছটাক গব্যঘৃত দিয়া পায়স প্রস্তুত করিয়া, উন্মাদীকে দুইবারে সেবন করাইবে। (উন্মাদ চিঃ)। অবস্থা বুঝিয়া ইহা প্রয়োগ করিলে হিতকর হয়। (২) কর্ণনাড়ী রোগে ধুস্তূরপত্র—একসের ধুতুরাপাতার রস ও হরিদ্রা ৮ তোলা গন্ধক ৮ তোলা সহ এক সের সার্ষপতৈল যথারীতি পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণক্ষত প্রশমিত হয়। (কর্ণরোগ চিঃ)।

বঙ্গসেন—শ্লীপদে ধুস্তূরবীজ—শীতলজলের সহিত ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধিকরিয়া ধুস্তুরবীজ সেবন করিলে দারুণ শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ প্রশমিত হয়। (শ্লীপদাধিকারে)।

বক্তব্য—চরকে কোনও যোগে কেবল ধুস্তুর বা অন্য কোন একটী দ্রব্যের সহিতও ধুস্তুরের প্রয়োগ নাই। চরকে ধুস্তুর শব্দেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। স্থানে স্থানে কনক শব্দ পাওয়া যায়। যথা—"মধুকস্ত হরিদ্রায়া বচায়াঃ কনকস্ত চ"। (চিঃ ১অঃ)। "ত্রিকলৈলে ত্বকমরিচপত্রং কনকস্য কর্ষাংশম্"—(চিঃ ৭ অঃ)।

নিঘণ্টুকার কনক শব্দের পাঁচটী অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—"স্বর্ণেপ্যথো গুগ্গুলুকেশরাখুশঠেষু ধীরাঃকনকং বদন্তি" (রাজনিঘণ্টু)। ধুস্তুর শব্দের একবারে উল্লেখ না থাকায় এখানে ধুস্তুরার্থেই যে কনক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায় না। চরকের "দশেমানিতে" কনক বা ধুস্তুর শব্দ নাই। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, উদ্ধৃতাংশের শেষোক্তস্থলে, কনক শব্দের ধুস্তুর অর্থই অধিকতর সঙ্গত। সুশ্রুতই ঋষির প্রতিকারার্থ ধুস্তুর প্রয়োগের প্রথম প্রবর্ত্তক। আকর গ্রন্থে শ্বাসরোগে ধুস্তুরের প্রয়োগ নাই। বৃন্দ চক্র প্রভৃতি আদৃত সংগ্রহ গ্রন্থেও শ্বাসের ঔষধে ধুস্তুরের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। নিঘণ্টু গ্রন্থে ইহাকে কফঘ্ন ও শ্লেষ্মাপহ বলা হইয়াছে। মহালক্ষ্মীবিলাসাদি শ্লেষ্মহর ঔষধে ধুস্তুর বীজের ব্যবহার আছে। হারীত অর্শোহর বর্ত্তির উপাদান মধ্যে ধুস্তুরদলের উল্লেখ করিয়াছেন "* গৃহধূমং চ সিদ্ধার্থং ধুস্তুরকদলানিচ"। (চিঃ ১২ অঃ)।

ধুস্তুরের মূল, পত্র ও বীজ অযুক্তিযুক্ত হইলে শরীরে বিষ ক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া, মহান্ অনর্থোৎপাদন করে, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। তস্করগণ মিষ্টান্নের সহিত প্রচ্ছন্ন ভাবে ধুস্তুরবীজ সেবন করাইয়া হৃতসংজ্ঞ পথিকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। ক্রীড়াচ্ছলে শিশুগণ ধুস্তুরবীজ ভক্ষণপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত কিম্বা যাবজ্জীবন মূঢ় হইয়া গিয়াছে, এরূপ ঘটনাও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ধুস্তুরবিষের প্রতিকারার্থ চিকিৎসকগণও আহূত হইয়া থাকেন, অতএব তৎপ্রতিকারপ্রণালী গৃহস্থ কি চিকিৎসক সকলেরই অবগত হওয়া উচিত।

Constituents—The leaves contain an alkaloid—daturine mucilage, albumen and ash, 17 p. c. which contains potassium nitrate 25 p. c. The seeds contain daturine, resin, mucilage, proteids, malic acid, scopolamine and ash, 3 p. c. (*Materia Medica of India*, R. N Khory—II, p. 441).

Actions and uses.—Narcotic and anodyne; other properties are similar to those of belladona, but stronger. It affects the sympathetic nervous system, but not the motor or the sensory nerves. In full doses, the heart's action becomes irregular, and there is furious delirium. Like atropine, hyoscyamine, and duboisine it acts as a mydriatic. As an antispasmodic, it is given in hepatic colic, laryngeal cough, chorea, stammering, &. In dysmenorrhœa, neuralgia, ticdouloureux and sciatica it is very useful. In nymphomania and in puerperal mania with a tendency to suicide it is given with benefit. Pulvis stramonii compositus is burned on a plate and the fumes inhaled. Cigarettes of dhatura tatula are used in nervous attacks of asthma. Externally a paste

of the seeds is used in urticaria and other skin diseases due to the presence of lice or other animal parasites. It is also applied to decayed teeth and to relieve toothache. Dhatura seeds are frequently used in India for Criminal purposes * * The natives apply a medicated oil to the head in headache, to enlarged testicles and boils, and to the skin in skin diseases as pediculi lice and psoriasis. Dhatura juice with the root of boerhavia diffusa (satodi) and opium is used as an application for the relief of rheumatic pains and swelling over the hands and feet. In hæmorrhoids fissures and other painful diseases of the rectum leading to tenesmus, its application as a local anodyne ointment gives relief (Do,—II p. 442)

নব্যমত—ধুস্তুর মদকারী ও বেদনাহর। অন্যান্য গুণে ইহা 'বেলেডোনার" তুল্য ; বরং তদপেক্ষা তীব্রতর। "মোটর" কিম্বা "সেন্সরি" নার্ভের উপর ইহার প্রভাব লক্ষিত হয় না "সিম্প্যাথেটিক্" নার্ভের উপরেই ধুস্তুরের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ণমাত্রায় সেবন করিলে হৃদয়ের ক্রিয়াবৈষম্য ঘটিয়া থাকে এবং ভয়াবহ প্রলাপ লক্ষিত হয়। এট্রো-পাইন্ প্রভৃতির মত ইহাও অরিষ্টভূত নয়নতারকা বিস্তারক। শূলবিশেষ (Hepatic colic), কণ্ঠোদ্ধংস, (উৎকাসি), "কোরিয়া" (এই রোগে রোগী তাণ্ডববৎ উদ্ধতভাবে হস্তপদ বিক্ষেপ করে) এবং গদ্গদ (তোৎলা) রোগে ধুস্তুর আক্ষেপ নিবারকরূপে প্রয়োগ করা হয়। ইহা নিউর্যাল্জিয়া, রজঃকৃচ্ছ্র, মুখমণ্ডলের নিউর্যাল্জিয়া কিম্বা "সায়েটিকা" রোগে হিতকর। কামোন্মাদ এবং আত্মঘাতেচ্ছা লক্ষণান্বিত সূতিকোন্মাদে ধুস্তুর ফলপ্রদ। ধুস্তুরের ধূমপান শ্বাসের পক্ষে হিতকর। ধুস্তুর বীজ উদর্দ্দাদি চর্ম্মরোগে হিতকর। কৃমিভক্ষিত দন্তের শূলেও ইহা বেদনা নিবারণার্থ প্রয়োগ করা হয়। ধুস্তুর সাধিত তৈল, শিরঃপীড়া, কুরণ্ড, স্ফোটক এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়। ধুস্তুর পত্রের রসে অহিফেন ও পুনর্নবামূল পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে, বাতের বেদনা এবং হস্তপদগত শোথ নিবৃত্তি পায়। রক্তার্শ, গুদক্ষত কিম্বা গুহ্যদ্বারের অন্যান্য পীড়াপ্রদ রোগে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের প্রবৃত্তি থাকিলে ধুস্তুর ঘটিত মহলম্ বেদনা নিবারক রূপে ব্যবহার করিবে (আর; এন; কোপ্রি—২য় খণ্ড ৪৪২ পৃঃ)।

নল—নলঃ।

नलः Arundo karka, Phragmites karka.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"नलः दूर्व्वाकाराङ्कुरोऽन्तःशुषिरः स्वनामख्यातः"
(डल्वनः-सुः टीः ३८ अः)

নলঃ শীতঃ কষায়শ্চ পিত্তমূত্রবিনাশনঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

দেবনালোঽতিমধুরো বৃষ্যঃ ঈষত্কষায়কঃ। নলঃসম্যাদধিকো বীর্য্যে শস্যতে রস-কর্ম্মণি। রাজনিঘণ্টুঃ।

অথ নিঘণ্টুগ্রন্থেভ্যো মুঞ্জস্য শরয়োশ্চ গুণা লিখ্যন্তে।—

মুঞ্জোঽনুষ্ণো বিসর্পাস্রমূত্রবস্ত্যক্ষিরোগনুত্। বাণাহ্বো মধুরঃ শীতঃ পিত্ত-দাহতৃষাপহঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

মুঞ্জস্তু মধুরঃ শীতঃ কফপিত্তজদোষজিত্। ব্রহ্মরক্ষাসু দীক্ষাসু পাবনো ভূতনাশনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ।

শরদ্বয়ং স্যান্মধুরং সতিক্তং। কোষ্ণং কফভ্রান্তিমদাপহারি। বলঞ্চ বীর্য্যঞ্চ করোতি নিত্যং। নিষেবিতং বাতকরঞ্চ কিঞ্চিত্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু রাজ-নিঘণ্টুশ্চ।

কফজবিসর্পে নলমূলম্—"শৈবলং নলমূলানি * *। * * পৃথগালে-পনং কুর্য্যাদ্দ্বন্দ্বশঃ সর্ব্বশোঽপিবা। প্রদেহাঃ সর্ব্ব এবৈতে দেয়াঃ স্বল্পঘৃতাযুতাঃ"। (চিঃ ১১শঃ)। চরকঃ।

নলাদির ভাষানাম—নল। বাঃ—নল। হিঃ—নরসল। মঃ—নঠ্ঠ। ঞঃ—নালী। কঃ—দেবনাল। তৈঃ—ভুন্ গুরু। স্থূলনাল নলকে দেবনাল বলে। মুঞ্জের ভাষানাম—মুঞ্জকে হিন্দিতে মুঞ্জ বলে। ইহার লাটিননাম Saccharum Munja. শরের ভাষানাম—বাঃ—শর। হিঃ—কাঁড়া। লাটিন্ নাম Saccharum sara ইং—Penreed grass.

নলাদির অন্বর্থসংজ্ঞা—নলের—"দৃঢ়পত্র", "শূন্যমধ্য"। মুঞ্জের—"দৃঢ়মূল" "দৃঢ়তৃণ" "বহুপ্রজ" "ব্রহ্মণ্য", শরের—"ক্ষুরিকা পত্র" "বহুমূল" "দীর্ঘমূলক"।

বর্ণন নলতৃণ—আর্দ্র নিম্ন ভূমিতে জন্মে। ইহা বঙ্গের সর্ব্বত্র সুলভ ও সুপরিচিত। রাঢ়ে আশ্বিন সংক্রান্তিতে কৃষকেরা ধান্যক্ষেত্রে নলকাণ্ড প্রোথিত করিয়া এই কামনা করে যেন ধান্যগুচ্ছ নলের মত উচ্চ হয়। মুঞ্জ তৃণ, রাঢ়ে, কলিকাতা অঞ্চলে বা পূর্ব্ববঙ্গে জন্মে না। মুঞ্জ, বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর জন্মে। উপনয়নের সময়

মৌঞ্জী মেখলা ধারণ করিতে হয়। এই জন্য নিঘণ্টুকার মুঞ্জকে "দীক্ষাসু পাবনঃ" বলিয়াছেন। বঙ্গে মুঞ্জের অভাবে কুশ ব্যবহৃত হয়। কাব্যে ও মৌঞ্জীমেখলার উল্লেখ দেখা যায়। মাঘ নারদ বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"পিশঙ্গমৌঞ্জীযুজমর্জ্জুনচ্ছবিং"। মুঞ্জতৃণ অনেকাংশে নলের তুল্য। শর, রাঢ়ে শর নামেই সুপরিচিত। ইহা উচ্চ অথচ জলাশয়-সন্নিকৃষ্ট স্থানে জন্মে। ইক্ষুর পত্র সরু হইলে যেমন হয় ইহার পত্রও তদ্রূপ, পাতার ধার আছে বলিয়া নাম "ক্ষুরিকাপত্র"। খাগড়া অপেক্ষা শরের কাণ্ড স্থূলতর হয়। শরকাণ্ডের লেখনী অনেকেই দেখিয়াছেন। স্থূল শরকে "ইক্ষুরক" বলে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল। মাত্রা—মূলকাথ ১০ তোলা।

বৈদ্যকে নলের ব্যবহার।

চরক—কফজ বিসর্পে নলমূল—কফজ বিসর্পে নলমূল পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতযোগে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ১১ অঃ)।

বক্তব্য—সুশ্রুত বীরতর্ব্বাদিগণে নল পাঠ করিয়াছেন (সূঃ সূঃ ৩৮ অঃ)। এবং জ্বরচিকিৎসায় নল ব্যবহার করিয়াছেন যথা—"নলবেতসয়োর্মূলে মূর্ব্বায়াং দেবদারুণি—(উঃ ৩৯ অঃ)।

নাগকেসর—নাগকেশরः।

নাগকেশরः—Mesua ferrea, M. Roxburgha, M. Coromandalina.

নাগকেশরং কষায়োষ্ণং লঘুতিক্তং কফাপহম্। বস্তিবাতামযঘ্নঞ্চ কণ্ঠশীর্ষরুজাপহম্। রাজনিঘণ্টুः।

নাগপুষ্পং কষায়োষ্ণং রূক্ষং লঘ্বামপাচনম্। জ্বরকণ্ডূতৃষাস্বেদচ্ছর্দ্দিহৃল্লাসনাশনম্। দৌর্গন্ধ্যকুষ্ঠবিসর্পকফপিত্তবিষাপহম্। ভাবপ্রকাশঃ।

রক্তার্শঃসু নাগপুষ্পম্—"কেশরনবনীতশর্করাভ্যাসাৎ * * অর্শাংসি প্রযান্তি রক্তানি" (চিঃ ৮ অঃ)। চরকঃ।

শ্বেতপ্রদরে নাগকেশরম্—"তক্রোদনাহাররতা সংপিবেন্নাগকেশরম্। অহং তক্রেণ সম্পিষ্টং শ্বেতপ্রদরশান্তয়ে।" (মঃখঃ ৪ভাঃ) ভাবপ্রকাশः।

রক্তাতিসারে নাগকেশরম্—" * * মিলয়া সহ। নাগকেশরচূর্ণং বা রক্তসংগ্রহণং পরম্" ॥ (অতিসারাধিকারে)। বঙ্গসেনঃ।

নাগকেসরের ভাষানাম—বাঃ—নাগেশ্বর ফুলের গাছ। হিঃ—নাগকেশর। তৈঃ—নাগ কেশরালু। বম্—নাগচম্প। অঃ—নারমুষ্ক।

বর্ণন—নাগকেসরের বৃক্ষ বৃহৎ হয়। রাঢ়ে নাগকেসরের বৃক্ষ অতি যত্নে উদ্যানে পালিত হইয়া থাকে। কোচবিহার রাজ্যে নাগকেশরের বৃক্ষ প্রচুর, এবং স্বল্পপ্রযত্নে বর্দ্ধিত হয়। নাগকেসরের পাতা লম্বা, অগ্রভাগ সরু, পত্রপৃষ্ঠে শুভ্রবর্ণ লেপ থাকে, মুছিলে দাগ পড়ে। পত্রোদর হরিদ্বর্ণ। শিশুনাগকেসর বৃক্ষের শাখা এরূপভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে যে গাছটী দেখিলে যেন রথের মত বোধ হয়। ফাল্গুনের শেষে চৈত্রের প্রথমে নাগকেসর বৃক্ষ পুষ্পিত হয়। নাগকেসরফুলের কেসর বহু এবং কেসরগুলি অতি সুন্দররূপে বিন্যস্ত। নাগেশ্বরফুলের দল শুভ্রবর্ণ, দেখিতে ঠিক্ বড় টগর ফুলের দলের মত। দল সুবিন্যস্ত নহে, কুণ্ডের বৃতিদ্বয়ের মধ্য-বর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া, ফাঁক ফাঁক অসমান ৪টী দল থাকে। দলপ্রান্ত তরঙ্গায়িত। কুণ্ড কাহাকে বলে? পূর্ব্বে (উদুম্বর দেখ) পুষ্পের তিনটী আবর্ত্তের কথা বলিয়াছি—এই আবর্ত্তত্রয় ভিন্ন সর্ব্ব বহিঃস্থিত যে আবর্ত্ত থাকে তাহাকেই কুণ্ড বলে। কাঞ্চন প্রভৃতির পুষ্পমুকুল কুণ্ডদ্বারা আবৃত থাকে। বেণের দোকানে পুরাণ নাগেশ্বর ফুলে, স্থূল, কঠিন, বাটীর মত যে দলগুলি জীর্ণ কেসরগুলিকে বেষ্টন পূর্ব্বক রক্ষা করে, সেই গুলি বস্তুতঃ দল নহে, নাগকেসর ফুলের কুণ্ড। পুষ্পের গন্ধ মনোরম। ফল বড় হয়। ফল হইতে একপ্রকার নির্য্যাস বাহির হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পুষ্প। মাত্রা—॥• তোলা হইতে একতোলা।

বৈদ্যকে নাগকেসরের ব্যবহার।

চরক—রক্তার্শে নাগকেসর—নাগেশ্বর ফুলের কেসর শর্করা ও নবনীতের সহিত সেবন করিলে অর্শের রক্তস্রাব প্রশমিত হয় (চিঃ ৯ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—শ্বেতপ্রদরে—নাগকেসর—নাগকেসর পুষ্প তক্রের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে শ্বেতপ্রদর প্রশমিত হয়। ঔষধ সেবনকালে তক্রোদন পথ্য করিতে হইবে (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

বঙ্গসেন—রক্তাতিসারে নাগকেসর—চিনির সহিত নাগকেসর ফুলচূর্ণ সেবন করিলে অতিসারের রক্ত রোধ করে।

বক্তব্য—নাগকেসর চাতুর্জাতকের অন্তর্গত একটী দ্রব্য। গুণান্তরাধান ভিন্ন, ঔষধ সুগন্ধি ও সুখসেব্য করিবার জন্যও চাতুর্জাতকের ভূরি ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

Constituents.—The fruit contains an oleo resin and an essential oil. The seeds contain a fixed oil. The hard pericarp contains tannin. The resin is in tears ; it sinks in water. It is partially dissolved in rectified spirit, amyl alcohol and ether, but wholly in benzol. The essential oil is very fragrant, of a pale yellow colour and of the odour of flowers and resembles chian turpentine (*Materia Medica of India* II. p. 78).

Actions and uses.—The dried blossoms, root, and bark are bitter, aromatic and sudorific. Unripe fruits are aromatic, acrid and purgative. Flowerbuds are used in dysentery. The oil is used as an application for rheumatic joints ; an ointment of the powder of blossoms, with butter is applied to bleeding piles and for burning sensation of the feet. (Do. II p. 78)

নব্যমত—নাগেশ্বরের শুষ্ক কুঁড়ি, মূল এবং বৃক্ষত্বক্, তিক্ত সুগন্ধি এবং ঘর্ম্মকারক। অপক্ব ফল, কটু, উষ্ণ এবং বিরেচক। কুঁড়ি ফুল, আমরক্তাতিসারে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল সন্ধিগত বাতে অভ্যঙ্গার্থ প্রয়োগ করা হয়। নাগেশ্বর ফুলের গুঁড়া এবং মাখম একত্র মিশ্রিত করিয়া রক্তস্রাবি অর্শের বলিতে কিম্বা পদদাহে পদতলে প্রলেপ দিতে হয় (আর এন্ চোপ্‌রা- ২য় খণ্ড ৭৮ পৃ:)।

নারিকেল—নারিকেল:।

নারিকেল: (ব:)। Cocos Nucifera, Palma Indica Major.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"**রসফল:**", "**দৃঢ়ফল:**", "**স্কন্ধফল:**" "**সদাফল:**", "**তৃণরাজ:**", "**কূর্চ্চশেখর:**"। **উৎপত্তিজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**— "**দাক্ষিণাত্যক:**"।

* * **নারিকেলফলানিচ। বৃংহণস্নিগ্ধশীতানি বল্যানি মধুরাণি চ।** **চরক: (সু: ২৭ অ:)।**

नारिकेलं गुरु स्निग्धं पित्तघ्नं स्वादुशीतलम्। बलमांसप्रदं हृद्यं बृंहणं वस्ति-शोधनम्। सुश्रुतः (सू: ४६ श्र:)।

नारिकेलो गुरुः स्निग्धः शीतः पित्तविनाशनः। अद्ध्र्पक्वः तृषाशोषशमनो दुर्ज्जरः परः। नारिकेलसलिलं लघु वल्यं शीतलं च मधुरं गुरु पाके। पित्तपीन-सतृषाश्रमदाहशान्ति शोषशमनं सुखदायि। पक्वमेतदपि किञ्चिदिहोक्तं पित्त-कारि रुचिदं मधुरं च। दीपनं बलकरं गुरु हृष्यं वीर्य्यवर्द्धनमिदं तु वदन्ति। राजनिघण्टुः।

नारिकेरफलं शीतं दुर्ज्जरं वस्तिशोधनम्। विष्टम्भि बृंहणं बल्यं वातपित्तास्र-दाहनुत्। विशेषतः कोमलनारिकेलं निहन्ति पित्तज्वरपित्तदोषान्। तदेव जीर्णं गुरु पित्तकारि विदाहि विष्टम्भि मतं भिषग्भिः। तस्याम्भः शीतलं हृद्यं दीपनं शुक्रलं लघु। पिपासापित्तजित् स्वादु वस्तिशुद्धिकरं परम्। नारिकेलस्य तालस्य खर्ज्जरस्य शिरांसि तु। कषायस्निग्धमधुरबृंहणानि गुरूणि च। भावप्रकाशः।

सूर्य्यावर्त्ताद्धभेदकयोर्नारिकेलनीरम्—"नीरं वा नारिकेलजम्" (शिरोरोगचिः)। चक्रदत्तः।

परिणामशूले नारिकेलम्—"नारिकेलं सतोयञ्च लवणेन सुपूरितम्। मृदाव वेष्टितं शुष्कं पक्वं गोमयवह्निना। पिप्पल्या भक्षितं हन्ति शूलं हि परि-णामजम्"। (मः खः १भाः) (२) शर्करायां नारिकेलकुसुमम्—"* दृश्या पीतं वा नारिकेलजं कुसुमम्। विष्मूत्रशर्कराया भवति सुखी कतिपये दिवसैः (मः खः १भा)। भावप्रकाशः।

নারিকেলের ভাষানাম—বাঃ—নারকেল্। হিঃ—নারিয়ল, খোপরা। মঃ—শ্রীফল, নারঠঠ। গুঃ—নালীয়র। কঃ—তেঁগনকায়ী। তৈঃ—টেঁকায়া, নারিকদম। তাঃ—টেন্না, তেঙ্গায়ি। উঃ—নড়িয়া। ফাঃ—জোজ্‌হিন্দী নারীগল্। অঃ—নার্জিল্।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"রসফল" "দৃঢ়ফল," "স্কন্ধফল," "সদাফল," "উচ্চতরু," "কূর্চ্চশেখর"। উৎপত্তিজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"দাক্ষিণাত্যক"।

বর্ণন—লবণাম্বুসিক্ত ভূমিতে নারিকেল বৃক্ষ আনন্দে বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশে যথেষ্ট নারিকেল বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। "এঁটেল" মাটীতে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে না; রাঢ়ের কোন কোন অঞ্চলে নারিকেল বৃক্ষ নিতান্ত দুর্লভ। সাত আট বৎসরের পূর্ব্বে নারিকেল বৃক্ষ প্রায় ফলোৎপাদন করে না। নারিকেল যথার্থই "সদাফল"। ভাদ্রের জল পাইলে নারিকেল "ঝুনো" হয়। মণ্ডনপ্রিয় ললনাগণ "নারিকেল ফুল" (অলঙ্কার বিশেষ) পরিয়া থাকেন। নারিকেলের আম ও পক ফল উত্তম খাদ্য। নারিকেলের "খোলে" হুকা, ছোব্‌ড়ায় রজ্জু এবং "কাটি" তে ঝাঁটা প্রস্তুত করে। নারিকেল পত্রক্ষার দন্তের পক্ষে হিতকর।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল, ফুল, তৈল।

বৈদ্যকে নারিকেলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদকে নারিকেল জল—নারিকেলজলে চিনি মিশ্রিত করিয়া নাসিকাদ্বারা পান করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক নামক শিরোরোগ নিবৃত্তি পায়।

ভাবপ্রকাশ—পরিণামশূলে নারিকেল—সুপক সজল নারিকেলের ভিতর সৈন্ধব লবণ চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকার লেপ দিয়া ঘুঁটের আগুনে পাক করিবে। স্বাঙ্গশীত হইলে নারিকেল ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ নারিকেল শস্য গ্রহণ করিবে। ইহা ২-৪ আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ পিপ্পলী চূর্ণের সহিত সেবন করিলে পরিণামশূল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। (২) শর্করা রোগে নারিকেল কুসুম—দধির সহিত নারিকেল ফুল পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে কতিপয় দিবসের মধ্যেই শর্করা রোগ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।

বক্তব্য—চরকের "দশেমানি" তে নারিকেলের উল্লেখ নাই। তৈলযোনিফলমধ্যে ও নারিকেল পঠিত হয় নাই। সুশ্রুত, তৈলযোনি-ফলবর্গে লিখিয়াছেন "তাল নারিকেল * ফলস্নেহাঃ পিত্তসংসৃষ্টে বায়ৌ" (চিঃ ৩১ অঃ)। নারিকেলাদি ফলের গুণোল্লেখ প্রসঙ্গে বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—" * * বৃংহণং গুরু শীতলম্। দাহক্ষতক্ষয়হরং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্।

স্বাদু পাকরসং স্নিগ্ধং বিষ্টম্ভি কফশুক্রকৃৎ" (সূ: ৬ অ:) রাজনিঘণ্টুকার নারিকেলতৈলকে বাতপিত্তহর, কেশ্য, শ্লেষ্মল, গুরু ও শীতল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে; কিন্তু চিকিৎসাগ্রন্থে তিল, এরণ্ড ও সর্ষপভব তৈলবৎ আমরা নারিকেল তৈলের ব্যবহার দেখিতে পাই না। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তদুপরি নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, কোনও প্রামাণ্য বৈদ্যক চিকিৎসাগ্রন্থে ভেষজসংস্কৃত নারিকেল তৈলের উল্লেখ নাই। নারিকেল তৈল মূর্চ্ছাপাক সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই বোধ হয় কেশ্য তৈলও তিলতৈলে প্রস্তুতের বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অম্লপিত্ত ও শূল বিশেষে ব্যবহৃত সুপরিচিত "নারিকেলখণ্ড" নাম খাদ্যৌষধে, নারিকেলশস্যের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। "নারিকেলখণ্ড," সিদ্ধযোগ, চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ ও বঙ্গসেনে লিখিত হয় নাই; ইহা সারকৌমুদীকারের আবিষ্কার। প্রচলিত চক্রদত্ত সংগ্রহের শূলাধিকারে 'নারিকেলখণ্ডে'র উল্লেখ থাকিলেও প্রামাণিক টীকাকার শিবদাস স্বীয় তত্ত্বচন্দ্রিকায় উহার ব্যাখ্যা করেন নাই বলিয়া, উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। "নারিকেল-খণ্ড" অম্লপিত্ত ও শূলাধিকারে পঠিত হইলেও আমি চিকিৎসকগণকে ক্ষতক্ষয় রোগে উহা ব্যবহার করাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

"**Constituents.**—The fresh kernel contains nitrogenous substance, fat lignin, ash, palm sugar, and inorganic substances." (R. N. Khory—II p. 624.)

Actions and uses.—Cocoanut milk—refrigerant, nutrient, aperient, diuretic and anthelmintic. Nariela-nu-pani is cooling, refrigerant, demulcent and in large doses aperient. The oil is used as a substitute for cod-liver oil in debility and phthisis, but is not so very digestible. An inunction of it to the whole body is used in fevers, and to the chest in lung diseases. It is used as an application for the growth of hair and to prevent them from turning grey. Katali-nu-tela is applied in chronic skin diseases such as ring worm, psoriasis, pityriases. The fresh kernel or the tender pulp is nourishing, cooling, diuretic and refrigerating. The pulp of the ripe fruit is hard and indigestible. The terminal buds are nourishing, agreeable and digestive and are used as vegetable. The root is diuretic. Naliera-nu-dudha, juice of the kernel, with kali giri is locally applied to freckles with relief. Kopara-ni-vati—old and dried kernel is cut into thin slices and used as an aphrodisiac ingredient in confection; also as an anthelmintic, it is used in removing tapeworms. (Do—II p. 624).

"Cocoanut oil has been recommended as a substitute for cod-liver oil, but its prolonged use is said to induce disturbance of the

digestive organs and diarrhœa; this objection may be removed by using the olein seperated from the solid fats, as is done by the natives in the preparation of what they call *muthel* or hand oil. To prepare this the kernel of the fresh nuts is pulped and strained and the oil prepared from the milky fluid by heating it; a preparation of the same kind is now known in Europe as *coco-olein.*" (Dymock—III p. 515).

নব্যমত—নারিকেলের দুগ্ধ শীত, পুষ্টিপ্রদ, সর (কিঞ্চিৎ রেচক) মূত্রল এবং কৃমিনাশক। নারিকেলজল শীত, স্নিগ্ধ এবং অধিক মাত্রায় কিঞ্চিৎ রেচক। নারিকেল তৈল কড্‌লিভার অয়েলের পরিবর্ত্তে দৌর্ব্বল্য ও উরঃক্ষতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা দুর্জ্জর। জ্বর ও কাস-রোগে নারিকেল তৈল অভ্যাঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়। অকালপলিত দূরীকরণার্থ নারিকেল তৈল প্রশস্ত। ইহা কেশবর্দ্ধক ও বিবিধ চর্ম্মরোগে হিতকর। "নেয়াপাতি" ডাবের শাঁস, পোষক, শীত ও মূত্রকর। "ঝুনা" নারিকেলের শাঁস কঠিন ও দুর্জ্জর। নারিকেলের মূল মূত্রকর। নারিকেল দুগ্ধ ও কালজীরা চূর্ণ একত্র প্রলেপ দিলে রৌদ্রদগ্ধ অঙ্গ প্রকৃতিস্থ হয়। পক্ক পুরাণ শুষ্ক নারিকেল শস্য, বৃষ্য খণ্ডমোদকাদির অন্যতম উপাদান। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে অন্ত্রস্থ ফিতার মত কৃমি নিঃসারিত হয় (আর, এন, চোপ্রা—২য় খণ্ড ৬২৪ পৃঃ)।

"নারিকেলতৈল, কড্‌লিভার অয়েলের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইহা দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে পরিপাকের ব্যতিক্রম বা অতিসার জন্মিতে পারে। পীড়নপূর্ব্বক নারিকেল শস্য হইতে দুগ্ধ নিষ্কাশিত করিবে, এই দুগ্ধ জ্বাল দিয়া যে তৈল পাওয়া যাইবে সেই তৈল দীর্ঘ-কাল ব্যবহার করিলেও অজীর্ণ বা অতিসারের আশঙ্কা থাকে না (ডিমক্—৩য় খণ্ড ৫১৫ পৃঃ)।

নিম্ব—निम्बः।

निम्बः, अरिष्टः—Azadirachta Indica, Melia Azadirachta. **महा-निम्बः** Melia Azedarach, M. Bukayun, M. Sempervires.

निम्बगुणाः—निम्बस्तिक्तरसः शीतो लघुः श्लेष्मास्रपित्तनुत्। कुष्ठकण्डू-व्रणान् हन्ति लेपाहारादिशीतलः। अपक्वं पाचयेच्छोफं व्रणं पक्वं विशोधयेत्। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः**। प्रभद्रकः प्रभवति शीततिक्तकः कफव्रणक्रिमिवमिशोफशान्तये। बलासभिद्बहुविधपित्तदोषजिद्विशेषतो हृदय

विदाहयाम्लिकृत्। राजनिघण्टुः। निम्बः शीतो लघुर्ग्राही कटुपाकोऽग्निवातनुत्। अहृद्यः श्रमतृट्कासज्वरारुचिकृमिप्रणुत्। व्रणपित्तकफच्छर्दि-कुष्ठहृल्लासमेहनुत्। निम्बपत्रं स्मृतं नेत्र्यं कृमिपित्तविषप्रणुत्। वातलं कटुपाकञ्च सर्व्वारोचककुष्ठनुत्। निम्बफलं रसे तिक्तं पाके तु कटुभेदनम्। स्निग्धं लघूष्णं कुष्ठघ्नं गुल्मार्शःकृमिमेहनुत्॥ भावप्रकाशः। निम्बः पित्तकफच्छर्दि-व्रणहृत् वातकुष्ठनुत्। राजवल्लभः।

महानिम्वगुणाः—महानिम्बो रसे तिक्तः शीतपित्तकफापहः। कुष्ठरक्त-विनाशी च विसूचीं हन्ति शीतलः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। महानिम्बस्तु शिशिरः कषायः कटुतिक्तकः। अस्रदाहवलासघ्नो विषमज्वरनाशनः। राज-निघण्टुः। महानिम्बो हिमो रूक्षस्तिक्तो ग्राही कषायकः। कफपित्तभ्रम-च्छर्दिकुष्ठहृल्लासरक्तजित्। प्रमेहश्वासगुल्मार्शोमूषिकविषनाशनः। भाव-प्रकाशः। महानिम्बः परं ग्राही कषायोऽम्लश्च शीतलः। राजवल्लभः।

कुष्ठे निम्बः—* * निम्बपटोलसः *। * इति षट्कषाययोगाः कुष्ठघ्ना निर्दिष्टाः। * स्नाने पाने च मताः। (चिः ७अः)। चरकः।

जातसत्त्वे कुष्ठे निम्बः—निम्बक्वाथं जातसत्त्वः पिवेद्वा (चिः ८अः) (२) सुरामेहे निम्बः—"सुरामेहिनं निम्बकषायं" (चिः ११ अः)। (३) अरुंषि-कायां निम्बः—"अरुंषिकां हृते रक्ते सेचयेन्निम्बवारिणा"। चिः २० अः)। (४) पद्मिनीकण्टके निम्बः--"निम्बारग्वधयोः क्वाथो हित उत्सादने भवेत्। (चिः २० अः)। (५) दाहज्वरे निम्बः—"मधुफाणितयुक्तेन निम्बपत्राम्भसाऽपिवा। दाहज्वरार्त्तं मतिमान् वामयेत् क्षिप्रमेव च"। (उः ३८ अः) (६) कफजतृष्णायां निम्बः—"हितं भवेच्छर्दनमेवचात्र तप्तेन निम्बप्रसवोदकेन" (उः ४८ अः)। सुश्रुतः।

वातरक्ते निम्बपत्रम्—"पटोलनिम्बपत्राणि क्वथित्वा मधुसंयुतम्। पाचनं वातरक्तानां तथा च शमनानि च"। (चि: २५ अ:) "काञ्जिकेन च सम्पिष्य पिचुमर्द्दलानि च। लेपनं शस्यते तस्य वातरक्तप्रशान्तये" (चि २५ अ:)। (२) व्रणशोधनार्थं निम्बपत्रम्—"निम्बपत्राणि संक्षिप्य मधुना व्रणशोधनम्"। चि: ३५ अ:)। दन्तरोगे निम्बमूलम्—"क्वाथश्च निम्बमूलस्य दन्तरोगनिवारणः" (चि: ४५ अ:)। (३) विषप्रतिकारे निम्बः * * निम्बफलानि च। उष्णोदकेन पीतानि जयेयुस्तत्क्षणात् विषम् (चि: ५५ अ:)। हारीतः।

खालित्ये पलिते च निम्बतैलम्—"मासं वा निम्बजं तैलं क्षीरभुक् नावयेद् यतिः"। (उ: २४ अ:)। (२) व्रणसंशोधने निम्बपत्रम्—"स क्षौद्र-निम्बपत्राभ्यां युक्तः संशोधनं परम्" (उ: २५ अ:)। वाग्भटः।

उदर्द्दकोठादौ निम्बपत्रम्—"निम्बस्य पत्राणि सदा घृतेन। धात्रीविमिश्राण्यथवोपयुञ्ज्यात्। विस्फोट-कोठक्षतशीतपित्तं कण्ड्वम्लपित्तं सहसा च हन्यात्"। (अम्लपित्त—चि:)। (२) कामलायां निम्बः— * * निम्बस्य वा रसः। प्रातर्माक्षिकसंयुक्तः। शीलितः कामलापहः। (पाण्डुरोग—चि:)। चक्रदत्तः।

गृध्रस्यां महानिम्बमूलम्—शुभ्रनिम्बतरोर्मूलं वारिणा परिपेषितम्। पीतं तन्नाशयेत् क्षिप्रमसाध्यामपि गृध्रसीम्। (वातव्याध्यधिकारे)। (२) कफज हृद्रोगे निम्बः—"वचानिम्बकषायाभ्यां वामयं हृदि कफोत्थिते" (हृद्रोगाधिकारे)। (३) नेत्ररोगे निम्बः—शुण्ठीनिम्बदलैः पिण्डः सुखोष्णः स्वल्प-सैन्धवः धार्य्यश्चक्षुषि संक्षेपाच्छोथकण्डूव्यथापहः (नेत्ररोगाधिकारे)। (४) शिशोर्ज्वररोगे निम्बः—"निम्बस्य पत्रं माक्षिकं सर्पियुक्तन्तु धूपनम्। ज्वरवेगं निहन्त्याशु बालानान्तु विशेषतः"। (बालरोगाधिकारे) वङ्गसेनः।

दुर्व्वाविशेषपरिपाकार्थं निम्बवीजम्—मधूकमालूरकपादनानां पक्व-

কর্ম্মুরকপিত্তজানাম্। যাকার পেয়ং পিচুমর্দ্দবীজং স্থূতৈঽপি তক্রেঽপি তদেব পথ্যম্"। (মঃ খঃ ২ ভাঃ (২) ক্রিমিষু নিম্বপত্রম্—"নিম্বপত্ররসমুদ্ভূতং রসং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেত্" (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। (৩) রক্তপিত্তে যাকার্থং নিম্বপত্রম্—পটোলনিম্ববীজাগ্যম্বরবেতসপত্রবা:। যাকার্থে যাকসাজ্যয়ানা * ছিতাঃ" (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। (৪) বৃষিষু ক্রমিনাশার্থং নিম্বঃ—"লেপো হিঙ্গুনিম্বজতোঽথবা" (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

নিম্বের ভাষানাম্—বা—নিম্‌গাছ। হিঃ—নীম্। মঃ—কড়ূনিম্ব। গুঃ—লিম্বড়ো। কঃ—বেডবেবু। তৈঃ—বেয়াটোয়াচেট্টু তাঃ—বেপুম্মরম। ফাঃ—নেনব্‌নীম্ দরখ্‌ত হক্। মহানিম্বের ভাষানাম্—বাঃ ঘোড়া নিম্। হিঃ—বকায়ন্। মঃ—বকানিনিম্ব, কড়নিম্ব। গুঃ—বকাণ্য। কঃ—মহাবেড। তৈঃ—পেদবেয়া। তাঃ—মালাইবেতু বাবেপ্যাম। ফাঃ—আজাদ্ দরখ্‌ত। অঃ—বান্, বীজকে—হবুল্।

নিম্বের ভেদ—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে তিন প্রকার নিম্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—(১) নিম্ব (২) মহানিম্ব (৩) কৈডর্য্য। মহানিম্বকে বাঙ্‌লা ও আসামী ভাষায় ঘোড়ানিম্ বলে। নিম্ববৎ মহানিম্বও গ্রামে গ্রামে অযত্নসম্ভূত হইয়া ছায়া ও ফলদান করে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ মহানিম্বকে "পর্ব্বতনিম্ব" নামে পরিচিত করিয়াছেন (সৌশ্রুত পিপ্পল্যাদিবর্গের ভানুমতি ও নিবন্ধসংগ্রহ দেখ)। শিবদাস তত্ত্বচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন "গ্রামনিম্ব এব পর্ব্বতভবত্বেন পর্ব্বতনিম্ব ইত্যাহুরন্যে"। এই সকল পাঠ করিয়া যদি কাহারও মনে মহানিম্বের পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে তৎপ্রতি আমাদের বক্তব্য এই, নিঘণ্টুকার মহানিম্বকে, কষায় বলিয়াছেন এবং ইহার একটী নাম "মদোদ্রেক"। ঘোড়ানিমের পত্র চর্ব্বণ করিলে প্রথমে কষায় এবং বহুপরে কিঞ্চিৎ তিক্তাস্বাদ অনুভূত হয়। পরীক্ষাদ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে যে ঘোড়ানিমের পত্রাদি অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মত্ততাসহ বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়; সুতরাং স্বাদগুণ বিচার দ্বারা সমর্থিত হইতেছে যে, মহানিম্ব ঘোড়ানিম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। পর্ব্বত-নিম্ব অর্থে যে গ্রামে জন্মিবে না এমন বুঝায় না। গ্রামনিম্বই (যাহাকে লোকে নিম্ বলে) পর্ব্বতে হইলে পর্ব্বতনিম্ব অর্থাৎ মহানিম্ব হয়, যাহারা একথা বলেন তাঁহাদের মত আদৃত

হইবার যোগ্য নহে। কৈডর্য্যের হিন্দিনাম "মিঠানিম, "কৃষ্ণনিম্ব" ও "বরসঙ্গ"। বাঙ্গলায় ইহার পৃথক্ নাম নাই—ইহাকেও লোকে ঘোড়ানিম্ বলিয়া থাকে।

বর্ণন—নিম্ব সর্ব্বত্র সুপরিচিত। আমরা শিশুগণকে "নিম্ফল কোমরপাটা" পরাইয়া থাকি। ঘোড়ানিমের পাতা নিম্বের পত্রাপেক্ষা হ্রস্বতর কিন্তু তদপেক্ষা চৌড়া। সাধারণ-বৃন্তে ২—৪ যোড়া পাতা থাকে—প্রথম পত্রযুগ্ম প্রায়ই ত্রিপত্র হয়। নিম্বের পত্রপ্রান্ত গভীর ভাবে চিরিত, ঘোড়ানিমের সামান্য চিরিত। আবার কৈডর্য্যের পত্রপ্রান্ত চিরিত নহে। নিম্বের পত্র বক্র—ঘোড়া নিমের পত্র বক্র নহে—পত্রাংশ বৃন্ত সন্নিধানে কিঞ্চিৎ বিষমভাবে অবস্থিত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্, পত্র, পুষ্প, বীজ ও তৈল।

মাত্রা—ত্বক্‌চূর্ণ, ১—৪ আনা। পত্রচূর্ণ—১—৪ আনা। বীজ—২ আনা। পত্রস্বরস—১ তোলা। কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে নিম্বের ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে নিম্ব—নিমছাল ও তিক্ত পটোলের লতা পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া কুষ্ঠরোগীকে পান করাইবে। কুষ্ঠরোগীর স্নানীয় এবং পানীয় জলও নিমছাল ও পল্‌তা দ্বারা সংস্কৃত করিয়া ব্যবহার করাইবে (চিঃ ৭ অঃ)।

সুশ্রুত—জাতসত্ত্বেকুষ্ঠে নিম্ব—যে কুষ্ঠীর ক্ষতে পোকা জন্মিয়াছে তাহাকে নিমছালের কাথ পান করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) সুরামেহে নিম্ব—যাহার সুরামেহ হইয়াছে সে নিমছালের কাথ পান করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) অরুংষিকা রোগে নিম্ব—অরুংষিকা রোগে রক্তস্রাব করাইয়া তদনন্তর নিমছালের কাথ সেবন করাইবে (চিঃ ২০ অঃ) (৪) পদ্মিনীকণ্টক রোগে নিম্ব—পদ্মিনীকণ্টক নাম চর্ম্মরোগে নিমছাল ও সোণালুর পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথ দ্বারা রুগ্ন অঙ্গ মর্দ্দন করিবে (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) দাহজ্বরে নিম্ব—দাহযুক্তজ্বরে পীড়িত ব্যক্তিকে নিমপাতার কাথ গুড় যোগে পান করাইয়া বমন করাইবে (উঃ ৩৯ অঃ)। (৬) কফজতৃষ্ণায় নিম্বপুষ্প—কফজতৃষ্ণা নিরূপণপূর্ব্বক নিমফুলের উষ্ণ কাথ পান করাইবে। ইহাতে বমন দ্বারা তৃষ্ণানিবৃত্তি হয় (উঃ ৪৮ অঃ)।

হারীত—বাতরক্তে নিম্বপত্র—নিমপাতা ও তিক্ত পটোলের লতা পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া বাতরক্ত রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা দোষের পাচক ও শমক (চিঃ ২৫ অঃ)। নিমপাতা কাঞ্জিতে পেষণপূর্ব্বক বাতরক্তের মণ্ডলাকার কণ্ডুতে

প্রলেপ দিবে (চিঃ ২৫ অঃ) (২) ব্রণশোধনার্থ—নিম্বপত্র—মধুর সহিত পিষ্ট নিম্বপত্রের প্রলেপ দিলে ব্রণের কদর্য্যস্রাব নিবৃত্তি পাইয়া ক্ষতশুদ্ধি হয় (চিঃ ৩৫ অঃ)। (৩) বিষপ্রতীকারে নিম্বফল—নিমফল উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ বিষ জয় করা যায়। এখানে (চিঃ ৫৫ অঃ) বিষশব্দে প্রকরণাধীন স্থাবরবিষ বুঝিতে হইবে।

বাগ্‌ভট—টাক ও কেশের অকালপক্কতা নিবারণার্থ নিম্বতৈল—বিহারাদিতে মিতাচার অবলম্বনপূর্ব্বক দুগ্ধমাত্রভোজী, একমাস নিম্বতৈলের নস্য গ্রহণ করিবে। ইহা খালিত্য ও পলিত নাশক (উঃ ২৪ অঃ) ব্রণশোধনার্থ—নিম্বপত্র—মধু, তিল ও নিম্বপত্র উত্তম ক্ষত সংশোধক (উঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—উদর্দ্দকোঠাদিতে—নিম্বপত্র—গব্যঘৃতের সহিত নিম্বপত্রচূর্ণ কিম্বা নিম্বপত্র ও আমলকী একত্র পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে. বিস্ফোট, কোঠ, ক্ষত. শীতপিত্ত, কণ্ডু (চুলকণা) এবং অম্লপিত্ত নাশকরে (অম্লপিত্তচিঃ)। (২) কামলা রোগে নিম্ব—নিমছালের বা নিমপাতার রস মধুযোগে প্রাতঃকালে পান করিলে কামলা রোগ প্রশমিত হয় (পাণ্ডু চিঃ)।

বঙ্গসেন—গৃধ্রসীরোগে মহানিম্বমূল—ঘোড়ানিমের মূলত্বক্ জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পান করিলে, অসাধ্য গৃধ্রসীরোগও প্রশমিত হয় (বাতব্যাধি—অধিঃ) (২) কফজ হৃদ্রোগে নিম্ব—বচ ও নিমছালের কাথ পান করাইয়া কফজহৃদ্রোগীকে বমন করাইবে (হৃদ্রোগাধিঃ)। (৩) নেত্ররোগে নিম্ব—নিমপাতা ও কিঞ্চিৎ শুঁঠ, জলের ছিটা দিয়া একত্র পেষণপূর্ব্বক সৈন্ধব লবণ যোগে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া, ঈষদুষ্ণাবস্থায় মুদ্রিত চক্ষুতে সূক্ষ্মবস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহা নেত্রের কণ্ডু, স্ফীতি ও ব্যথা নিবারক (নেত্ররোগাধিকাঃ) (৪) শিশুর জ্বরে নিম্ব—মধু গব্যঘৃতসহ নিম্বপত্র দগ্ধ করিবে। ইহার ধূম শিশুর গাত্রে লাগাইলে জ্বরনিবৃত্তি পায় (বালরোগাধিকাঃ)।

ভাবপ্রকাশ—দ্রব্য বিশেষ পরিপাকার্থ নিম্ববীজ—মৌয়া, বেল, রাজাদন, পরুষক (ফল্‌সা), খর্জ্জুর, কপিত্থ, ঘৃত ও তক্র পরিপাক করিবার জন্য নিম্ববীজ সেব্য। (২) ক্রিমিরোগে নিম্বপত্র—কৃমিরোগী নিম্বপত্ররস মধুসহ সেবন করিবে। ইহা ক্রিমিনাশক। (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৩) রক্তপিত্তে নিম্বপত্র—রক্তপিত্তীকে শাকার্থ নিম্বপত্র ব্যবস্থা করিবে। যাহারা শাকসাত্ম্য তাহাদিগের পক্ষেই প্রশস্ত (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৪) ব্রণের কৃমিনাশার্থ নিম্ব—ক্ষতের কৃমি নষ্ট করিবার জন্য নিম্ব (তৈলই প্রশস্ত) কিম্বা হিঙ্গু লেপন করিবে (মঃ খঃ ৩য় ভাঃ)।

বক্তব্য—চরক কৃমিঘ্নবর্গে নিম্ব এবং সংজ্ঞাস্থাপনবর্গে কৈডর্য্য পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত উৰ্দ্ধভাগহর অর্থাৎ বামকদ্রব্যের মধ্যে ও আরগ্বধাদিগণে নিম্বের উল্লেখ করিয়াছেন। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকারের মতে নিম্ব পত্রের লেপ, অপক্ব ব্রণকে পাকায় এবং পক্বব্রণকে শোধন করে। রাজনিঘণ্টুকার বলেন নিম্ব বলাসাস্রকৃৎ অর্থাৎ জমাট্ শ্লেষ্মা তরল করে এবং হৃদয়বিদাহশান্তিকৃৎ অর্থাৎ সেবনে "বুকজ্বালা" ভাল হয়। ভাবপ্রকাশকারের মতে নিমফল ভেদক। রাজবল্লভ বলেন মহানিম্ব অত্যন্ত গ্রাহী অর্থাৎ ধারক। ভাবপ্রকাশে মহানিম্বকে মূষিকবিষনাশক বলা হইয়াছে। সকলেই নিম্বকে কুষ্ঠ নাশক বলিয়াছেন। নিম্বমূলত্বক্, কাণ্ডত্বক্, পত্র, পুষ্প ও ফল "পঞ্চনিম্ব" নামে প্রসিদ্ধ। রাজনিঘণ্টুকার নিম্বতৈলের গুণবিবরণে লিখিয়াছেন "নাত্যুষ্ণং নিম্বজং তৈলং কৃমিপিত্তকফাপহম্। বাতপিত্তপ্রশমনং সদাশ্বয়ীরুজাপহম্"।

Constituents.—of M. Bukayun—Noncrystalline resinous substance—the active principle, sugar, tannin. (R. N. Khory—II, p. 118).

Actions and uses.—In small doses, the bark is a bitter tonic, astringent, antiperiodic anthelmintic, given to children in round worms, and to adults in fever and indigestion; leaves and flowers are alterative and diuretic. The juice of the leaves is used in fevers, dyspepsia, general debility, jaundice, worms, scrofula, boils, leprosy &c. Externally the flowers and leaves are discutients; as a poultice they are made worm and applied to the head in nervous headaches A poultice of the flowers is said to kill lice and to cure eruptions of the scalp; a paste of the leaves is applied hot to unhealthy ulcers to indolent scrofulous glands and to pustular eruptions. The drug is a narcotic poison in large doses, producing giddiness, dimness of sight, mental confusion, stupor, dilated pupils and stertor. It also acts as a gastro-intestinal irritant, producing vomitting and purging. (Do.—II p. 119).

Constituents.—of M. Azadirachta—The seeds contain a resinous oil known as margosa or neem oil. The bark contains a neutral resinous bitter principle, margosine, non-crystalline and without alkaloidal properties catechin gum, sugar and tannin. (R. N. Khory—p. 119).

Actions and uses.—The bark and leaf stalks are astringent bitter tonic and antiperiodic, and used in intermittent and paroxysmal fevers and for general debility and convalescence and after febrile and other diseases. The leaves are discutient and local stimulant and

used as varalians or poultices to disperse indolent glands and swellings. The young trees yield a kind of sweet juice (toddy) which when fermented is used as stomachic and anthelmintic and is given in worms and jaundice. The pulp is applied to boils, postular eruptions, open sores and bruised joints. The compound powder *Pancha nimba churun* is tonic and given in convalescence after fever. The fruit is a purgative anthelmintic and alterative. The oil of the seed is bitter, anthelmintic and stimulant, given in leprosy, intestinal worms, piles and urinary diseases. The gum is used by lying-in women as a uterine stimulant. The seeds are used for killing pediculi, and the powdered kernel for washing the hair and as a remedy for mange in dogs. The oil, mixed with other oils is applied to skin diseases, suppurating scrofulous glands, and leprous ulcers. It is rubbed on the skin in rheumatic affections and to the head in headache. The oil contains sulphur, and therefore with alkalies it is used in skin diseases. (Do—II, 120)

নব্যমত—নিম্বের গুণ ও ব্যবহার—নিম্বের ত্বক্ ও পত্র তিক্ত—বলকারক; কষায়, জ্বরনিবারক এবং বিষমজ্বর ও পালাজ্বরে সেব্য। সাধারণ দৌর্ব্বল্যে কিংবা জ্বরাদিপীড়াবসানজ দৌর্ব্বল্যে হিতকর। অর্ব্বুদ কিংবা বেদনাহীন গ্রন্থিস্ফীতি বা স্ফীতিতে নিম্বপত্রের প্রলেপ কিংবা অখণ্ড নিম্বপত্র স্থাপন করিলে অর্ব্বুদাদি বিলীন হইয়া যায়। তরুণ নিম্বতরু হইতে এক প্রকার স্বাদুরস (তাড়ি) প্রাপ্ত হওয়া যায়। পর্য্যুষিত হইয়া উদ্রিক্ত হইলে, এই রস পাচক ক্রিমিঘ্ন এবং ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগে হিতকর হয়। নিম্ব নির্য্যাস, গর্ভিনী মহিলাগণ, গর্ভাশয়ের উত্তেজক বলিয়া ব্যবহার করেন। নিম্বফলশস্য—স্ফোটক, বিসর্প, নাড়ীব্রণ এবং পিষ্টসন্ধি-স্থানে প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহা কেশ ধাবনার্থে ব্যবহৃত হয় এবং কুকুরের চর্ম্মরোগের মহৌষধ। পঞ্চনিম্ব (মূল, ত্বক, পত্র, পুষ্প ও ফল), বলকারক এবং জ্বরাবসান-জাত দুর্ব্বলতায় সেব্য। নিম্ববীজজাত তৈল—তিক্ত, ক্রিমিনাশক ও উষ্ণ। ইহা কুষ্ঠ, ক্রিমি, ও প্রমেহে প্রযোজ্য। নিম্বতৈল, অন্যতৈল সহ, বিবিধ চর্ম্মরোগ, পক্কতা প্রাপ্ত গণ্ড-মালার ক্ষত এবং গলিতকুষ্ঠ পূরণ ও অভ্যঙ্গার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার অভ্যঙ্গ বাত ও শিরোরোগে প্রশস্ত। নিম্বতৈলে গন্ধক আছে; এজন্য ক্ষারসহ চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি—২য় খণ্ড ১২০ পৃঃ)

ঘোড়ানিমের গুণ ও ব্যবহার—ঘোড়ানিমের ছাল, অল্প মাত্রায়, তিক্তবলকারক, ধারক, জ্বরনিবারক, ও ক্রিমিঘ্ন। শিশুর বৃত্তক্রিমিতে এবং প্রাপ্তবয়স্কের জ্বর ও অজীর্ণে সেব্য। পত্র ও পুষ্প রসায়ন এবং মূত্রকারক। পত্রস্বরস—জ্বর, গ্রহণী, দুর্ব্বলতা, পাণ্ডু, কৃমি,

গলগণ্ড গণ্ডমালাদি রোগে, ব্রণ ও কুষ্ঠে সেবনার্থ ব্যবহৃত হয়। পুষ্প ও পত্রের উষ্ণ প্রলেপ বায়ুপ্রধান শিরঃপীড়ার পক্ষে হিতকর। নিম্ববৎ ইহারও পত্র অর্ব্বুদাদির বিলীনত্বসাধক। পুষ্পের প্রলেপ মস্তকের কণ্ডূ প্রশমিত করে। পত্রের প্রলেপ, ক্লেদবহুল ক্ষত, বেদনা-রহিত স্ফীতি, গলগণ্ডরোগ এবং বিসর্পে হিতকর। অধিক মাত্রায় ঘোড়ানিম সেবন করিলে জড়তা, ঝাপ্‌সা দেখা, চিত্তবৈকল্য, সংজ্ঞাহীনতা, অক্ষিতারকা বিস্তার, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, এতদ্ভিন্ন অতিবমন সহ বিরেচনও হইয়া থাকে (ঐ—২য় খণ্ড ১১৯ পৃঃ)।

নীলিনী—নীলিনী।

নীলিনী, নীলী। Indigofera Tinctoria, Indigofera Sumatrana, Indigofera Indica.

উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"গ্রামজা"। পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"নীলপুষ্পী," "গন্ধপুষ্পা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"রঞ্জনী," শোধনী," কেশরঞ্জা," "রঙ্গপত্রী"।

नीली तिक्ता रसे चोष्णा कटिवातकफापहा। केश्या विषोदरं हन्ति वातासृक्‌कृमिनाशिनी॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

नीली तु कटुतिक्तोष्णा केश्या कासकफामनुत्। मरुद्विषोदरव्याधिगुल्मजन्तुज्वरापहा॥ महानीली गुणाढ्या स्यादुक्तस्रेष्ठा सुवीर्य्यदा। पूर्व्वोक्तनीलीकादेषा सगुणा सर्व्वकर्म्मसु॥ राजनिघण्टुः।

नीलिनी रेचनी तिक्ता केश्या मोहभ्रमापहा। उष्णा हन्त्युदरप्लीहवातरक्तकफानिलान्। आमवातमुदावर्त्तं विषञ्च मदमुद्धतम्। भावप्रकाशः।

मूषिकविषे—नीलिनी—"वर्षाभूनीलिनीक्वाथसिद्धं तत्र घृतं पिबेत्" (कः ६ अः)। सुश्रुतः।

দশনক্রমিষু নীলিনী—"নীলিবায়সজঙ্ঘা সুকৃদুগ্ধীনাস্তুমূলমেকৈকম্।
সম্বর্ব্ব্যা দশনবিধৃতং দশনক্রমিপাতনং প্রাহুঃ"। (দন্তরোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

নীলিনীর উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"গ্রাম্যা"। পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"নীলপুষ্পী," "গন্ধপুষ্পা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"রঞ্জনী," "রঙ্গপত্রী," "শোধনী," "কেশরুহা"।

নীলিনীর ভাষানাম—বাঃ—নীলগাছ। হিঃ—নীল, লীল। মঃ—গুলী। গুঃ—গলী। কঃ—হিরীপনীলী। তৈঃ—নীলিচেট্টু।

মহানীলীর ভাষানাম—বাঃ—বড় নীল। গুঃ—মোটীগলী। কঃ—হিরীপনীল।

বর্ণন—পূর্ব্বে, বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে নীলের চাষ ছিল। নীলের আবাদের কথায় নিরীহ বঙ্গীয় কৃষকগণের উপর নীলকরগণের অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে নদিয়া, যশোহর এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীল উৎপন্ন হয়। নীলের ক্ষুপ ফলপাকান্ত, ২½। ৩ হাত উচ্চ. গাছে রোম আছে, পাতা ২—৬ জোড়া, অগ্রভাগে একটী অযুগ্ম পত্র থাকে। সাধারণ পত্রবৃন্তের মূলদেশ হইতে পুষ্পদণ্ড নির্গত হয়, পুষ্পদণ্ড হ্রস্ব। পুষ্প ক্ষুদ্র, দলবদ্ধ, রঙ—নীলাভ গোলাপী। শিম্বি ছোট, অগ্রভাগে বক্র। নিদাঘের বারিপাতে ক্ষেত্র কর্ষণপূর্ব্বক বীজ বপন করিতে হয়। ৪।৫ দিনে বীজ অঙ্কুরিত হয়। তিন মাসে পুষ্পিত হইয়া থাকে এবং পুষ্পিত হইলেই নীল প্রস্তুত জন্য ছেদন করা হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ।

বৈদ্যকে নীলিনীর ব্যবহার।

সুশ্রুত—মূষিকবিষে নীলিনী—কোকিল নাম মূষিক কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, পুনর্নবা ও নীলিনীর কাথ দ্বারা যথাবিধি পক্ব ঘৃত পান করাইবে (কঃ ৬ অঃ)।

চক্রদত্ত—দশনক্রমিরোগে নীলিনী—দন্তগত ক্রমি বিনষ্ট করিবার জন্য নীলিনীর মূল চর্ব্বণ পূর্ব্বক ক্রমিভক্ষিত দন্তোপরি স্থাপন করিবে (দন্তরোগচিঃ)।

বক্তব্য—চরক, "পক্বাশয়গতে দোষে বিরেকার্থং" নীলিনী প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন (সূঃ ২য়)। সুশ্রুত অধোভাগহরগণে অর্থাৎ বিরেচকবর্গে নীলিনী পাঠ করিয়াছেন

"পূগাদীনাং এরণ্ডান্তানাং ফলানি" বাক্যে সুশ্রুত নীলিনীর বীজকেই বিরেচক বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে (সুঃ ৩৯ অঃ)। ডিমক্ বলিয়াছেন "নীল যে একটী প্রধান পণ্য, তাহা নীলের "বণিগ্বন্ধু" এই নাম হইতেই স্পষ্ট প্রতীতি হয় "(১ম খণ্ড ৪০৭ পৃঃ) আমরা প্রচলিত কোন বৈদ্যকগ্রন্থে নীলের "বণিগ্বন্ধু" নাম পাই নাই। তথাপি নীল যে প্রাচীনকাল হইতে রঞ্জনকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে ইহা নীলের নিঘণ্টুক্ত "রঞ্জনী," "রঙ্গপত্রী," 'স্থিররঙ্গা" নাম পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়।

Constituents.—Indican (a glucoside)

Actions and use.—Plant stimulant, alterative and purgative; used in enlargement of the liver and spleen, dropsy, affections of the lungs and kidneys, whooping cough and palpitation of the heart. Indigo is given in epilepsy and erysipelas and also in amenorrhœa. The natives apply indigo to the navel with castor oil in constipation also to the pubes and hypogastrium in relieving retention of urine. A poultice of the plant is used to relieve hæmorrhoids. Indigo is a soothing application to burns and scalds, and the juice of the leaves is used as a poultice externally and given internally as a prophylactic against bites of venomous animals and hydrophobia. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II p. 215—16)

The plant has a great repute in some parts of India as a prophylactic against hydrophobia so much so as to be known among the natives as "*The dogbite shrub.*" A wineglassful of the juice of the leaves is administered in the morning, with or without milk, for three days, to those who have bitten by dogs supposed to be mad. People who have taken it inform us that beyond slight headache no disagreeable effect is produced, but that when a larger dose has been given it has proved purgative. In addition to the interal administration, the expressed leaves are each day applied to the bitten part as a poultice. *For Roth's observations on the use of Indigo in epilepsy and other Spasmodic affections. See *Brit. and For. Med. Rev.* July 1836, p. 244. His account of its Physiological effects is as follows:—"Shortly after taking it, the patient experiences a sense of constriction at the fauces, and the impression of a metallic taste on the tongue. These are followed by nausea and frequently by actual vomiting The intensity of these symptoms varies in different cases. In some the vomiting is so violent as to preclude the further use of the remedy. The matter vomited presents no peculiarity except its blue colour. When the vomiting has subsided, diarrhœa usually occurs: the

stools are more frequent liquid, and of a blue or blackish colour. The vomiting and diarrhœa are frequently accompanied by cardialgia and colic. Occasionally these symptoms increase, and the use of the remedy is in consequence obliged to be omitted. Dyspepsia and giddiness sometimes succeed. The urine has a brown, dark violet colour; but Dr. Roth never found the respiratory matter tinged with it. After the use of Indigo for a few weeks twitchings of the muscles sometimes were observed, as after the use of strychnia (*Pharmacographia Indica*. Vol. I—408-9).

নব্যমত—নীলিনীর ক্ষুপ্ উষ্ণ, রসায়ন ও বিরেচক। ইহা প্লীহোদর, যকৃদুদর, শোথ, শ্লেষ্মরোগ, প্রমেহ ও অন্যান্য মূত্রসম্বন্ধীয় পীড়া, যুংড়িকাশি এবং হৃৎকম্পে ব্যবহৃত হয়। নীল অপস্মার ও বিসর্পরোগে প্রশস্ত। যে সকল স্ত্রীলোকের অধিক বয়সেও ঋতু হয় না কিম্বা যাহাদের ঋতু দীর্ঘকাল বন্ধ আছে তাহাদের পক্ষে নীল হিতকর। এতদ্দেশীয় লোকে এরণ্ড তৈলের সহিত নীল মিশ্রিত করিয়া কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর নাভিতে এবং মূত্ররোধ রোগে বস্তিদেশে প্রলেপ দেয়। নীল, অগ্নি কিম্বা উষ্ণতরল বস্তু দ্বারা দগ্ধস্থানের পক্ষে স্নিগ্ধ প্রলেপ নীলের শাখা ও পত্রের প্রলেপ রক্তার্শের রক্তস্রুতি নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। পত্র শাখা সহিত নীলের রস, বিষধর প্রাণিকর্তৃক দংশন জন্য বিষদোষ প্রতিকারার্থ কিংবা কুকুর দংশন জন্য জলত্রাস প্রশমনার্থ সেবন ও লেপন করা হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ উপরি উদ্ধৃত ইংরাজি অংশ পাঠ করিলে জানা যাইবে।

পটোল—পটোল: ।

পটোল:, কুলক: । Trichosanthes Dioica.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"কর্কশচ্ছদ:", "কটুফল:" "রাজীফল:" "পাণ্ডুফল:"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"কুষ্ঠঘ্ন" "কাসমুজিদ:"।

পটোলং কটুকং তীক্ষ্ণমুষ্ণং পিত্তাবিরোধি চ। কফাস্রকৃকণ্ডুকুষ্ঠানি জ্বরদাহৌ চ নাশয়েৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু: ।

পটোল: কটুতিক্তোষ্ণো রক্তপিত্তবলাসজিৎ। কফকণ্ডূতিকুষ্ঠাস্রগ্‌জ্বর—দাহার্তিনাশন:। রাজনিঘণ্টু: ।

পটোলং পাচনং হৃদ্যং বৃষ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্। স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তি কাসাস্র-

ज्वरदोषत्रयक्रमीन्। पटोलस्य भवेन्मूलं विरेचनकरं सुखात्। नालं श्लेष्म-हरं पत्रं पित्तहारि फलं पुनः। दोषत्रयहरं प्रोक्तं तद्वत्तिक्ता पटो-लिका। भावप्रकाशः।

पटोलं कफपित्तास्रव्रणकुष्ठज्वरापहम्। विसर्पनयनव्याधित्रिदोषगरनाशनम्। पटोलपत्रं पित्तघ्नं नाड़ीतस्य कफापहा फलं तस्य त्रिदोषघ्नं मूलम् तस्य विरेचनम्। राजवल्लभः। पटोलपत्रं विनिहन्ति पित्तम। नालं कफघ्नं प्रवदन्ति धीराः। फलञ्च तस्य दोषशान्तिमेव। करोति नूनं ज्वरिणो हितं स्यात्। हारीतः।

रक्तपित्ते पटोलपत्रं—"ह्रीवेर मूलानि पटोलपत्रम्। * एते समस्ता गणशः पृथग्वा। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः"। (चिः ४ अः) (२) मदात्यये पटोलस्य वल्ली पत्रञ्च—* "पटोलस्याथवा भिषक्" (चिः १२ अः)। (३) शोथे पटोलपत्रम्—"सुवर्च्चिका गृञ्जनकं पटोलं। शाकार्थिनां शाकमति-प्रशस्तम्" (चिः १७ अः)। (४) विषदोषे पटोलशाकम्—"शाकञ्च कुलकं हितं"। (चिः २५ अः)। (५) ऊरुस्तम्भे पटोलशाकम्—"शाकैरलवणै रप्याज्जलतैलोपसाधितैः। * कुलकादिभिः"। (चिः २७ अः)। चरकः।

रक्तपित्तिनः शाकार्थं पटोलपत्रम्—"पटोलनिम्बं * सिन्धुवारजम्। हितञ्च शाकं घृतसंस्कृतं सदा" (उः ४५ अः)। सुश्रुतः।

पित्तश्लेष्मज्वरे पटोलपत्रम् "निम्बकुलकयूषस्तु पित्तकफात्मके हितः" (ज्वर—चिः)। (२) ज्वरिणः शाकार्थं पटोलपत्रम्—"पटोलपत्रं * * शाकार्थे ज्वरिताय प्रदापयेत् (ज्वर—चिः) (३) पित्तज्वरे पटोलम्—"पटोल-यवनिःक्वाथो मधुना मधुरीकृतः। तीव्रपित्तज्वरामर्दी पानात्तृड्दाहनाशनः

(অর—বিঃ) (৪) বালব্যাধৌ—পটোলফলম—পটোলফলকৈর্যূষো দ্রুবয়ো বাল জ্বরো লঘুঃ (বালব্যাধি—বিঃ) চক্রদত্তঃ।

মসূরিকায়াং পটোলমূলম্—"পটোলমূলং ক্বথিতং আদাবেব মসূর্য্যান্তু পিত্তজায়াং প্রযোজয়েৎ"। (মঃ খঃ ৪ ভাগঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

পটোলের ভাষানাম—বা—তিৎপটোল, তিৎপলতা। কোচঃ—নতি, বন্নতি হিঃ—কড়বে পরবল। মঃ—কডু পডবল্ঠ। গুঃ—কডবা পটোল। কঃ—কহি পডবল। তৈঃ—সেস পদুলা। তাঃ—কোম্বু পুডলৈ। ফাঃ—মোরহতী।

বর্ণন—যে পটোলের আবাদ হয়, যাহার স্বাদু ফলের ব্যঞ্জন জনপ্রিয় খাদ্য, ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু ও রাজনিঘণ্টুক্ত পটোল শব্দে তাহা বুঝায় না। নিঘণ্টুদ্বয়োক্ত পটোল "কটুফল" অর্থাৎ উহার ফল তিক্ত, এবং উহা "কর্কশচ্ছদ"—পাতা কর্কশ। যাহাকে রাঢ়ে তিৎ পটোল এবং কোচবিহারের লোকে "নতি" বা "বন্নতি" বলে তাহাই নিঘণ্টুদ্বয়োক্ত পটোল। তিৎ পটোল বা বন্নতির লতা স্বাদু পটোলের তুল্য; কেবল উহার ফল বীজবহুল ও স্বাদু পটোলাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং স্বাদে অতি তিক্ত। ইহা আরণ্য লতা—সুদীর্ঘকাল যত্ন পালিত হওয়ায় এই আরণ্য তিৎ পটোলই স্বাদু পটোলে পরিণত হইয়াছে। আরণ্যজাতি কোন কোন প্রদেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কোথাও বা এখনও প্রচুর বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাঢ় অপেক্ষা কোচবিহার অঞ্চলে তিৎ পটোল (বন্নতি) অত্যন্ত সুলভ। ঠিক্ রাঢ়ের মত স্বাদু পটোল কোচবিহারে জন্মে না। কোচবিহারের স্বাদু পটোল (যাহাকে লোকে রাকুই পটোল বলে), আবাদ দ্বারা এখনও রাঢ়ের মত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় না—দেখিলেই বোধ হয়, ইহা যেন উৎকৃষ্ট স্বাদু পটোল এবং তিৎ পটোল এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় রহিয়াছে। দীর্ঘকাল আবাদ করিতে করিতে কালে ইহা উৎকৃষ্ট স্বাদু পটোলের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইবে। যে দেশে তিৎ পটোলের আবাদ হয় না, সে দেশে উহা অদ্যাপি আরণ্যাবস্থায় তিৎ পটোল রূপেই বিদ্যমান্ রহিয়াছে, স্বাদু পটোল সে দেশে অজ্ঞাত। দাক্ষিণাত্যে তিৎ পটোল আছে স্বাদু পটোল নাই। ভাবপ্রকাশাদি নব্য সংগ্রহগ্রন্থে,—আমরা দেখিতে পাই নিঘণ্টুক্ত পটোল (অর্থাৎ তিক্তফল পটোল) শব্দ "কটুফল" নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাদু পটোলার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং তিক্ত পটোল বুঝাইবার জন্য "তিক্তপটোলিকা" শব্দ রচিত হইয়াছে। ভাবপ্রকাশকার পটোলের নিঘণ্টুক্ত ভাবং প্রসিদ্ধ নামই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু "কটুফল" নাম

পরিত্যাগ করিয়াছেন (ভাবপ্রকাশের পটোলপর্য্যায় দেখ)। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, নিঘণ্টুকারের সময়ে তাবৎ পটোলই "কটুফল" ছিল। পরে কৃষ্যুৎকর্ষজাত স্বাদু পটোলের উৎপত্তি হওয়ায়, ভাবপ্রকাশকার পটোলের নিঘণ্টুক্ত "কটুফল" সংজ্ঞা হরণ করিয়া, উহাকে স্বাদু পটোলার্থে প্রয়োগ পূর্ব্বক, পৃথক্ তিক্তপটোলিকার উল্লেখ করিয়াছেন। চরকাদি আকরোক্ত পটোল শব্দে তিৎপটোল বুঝিতে হইবে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, নাড়ী। ক্বাথ—৫—১০ তোলা। স্বরস—১—২ তোলা।

বৈদ্যকে পটোলের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে পটোলপত্র—ক্বাথ কল্কাদির অন্ততম কল্পনানুসারে প্রযুক্ত পটোল-পত্র, রক্তপিত্তের প্রশমক (চিঃ ৪ অঃ)। (২) মদাত্যয় রোগে পটোল—পত্র সহিত পটোলের ডাঁটার ক্বাথ করিবে। শুঁঠচূর্ণ যোগে এই ক্বাথ, রক্তনিষ্ঠীবনাদি পীড়িত মদাত্যয় রোগীকে পান করাইবে। (চিঃ ১২ অঃ)। (৩) শোথে পটোলপত্র—শোথ রোগীকে যদি শাক সেবন করাইতে হয়, তাহা হইলে তিৎপলতাই প্রশস্ত (চিঃ ১৭ অঃ)। (৪) বিষদোষে পটোল শাক—সর্ব্বপ্রকার বিষদোষের পক্ষে তিৎপলতা প্রশস্ত (চিঃ ২৫ অঃ)। (৫) উরুস্তম্ভে পটোলশাক—তিৎপলতা জলে সিদ্ধ করিয়া, তিল তৈলে সন্তলন পূর্ব্বক, বিনা লবণে, উরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২৭ অঃ)।

সুশ্রুত—রক্তপিত্তে পটোলপত্র—ঘৃত ভর্জ্জিত তিৎপলতা রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর (উঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে পটোলপত্র—নিমপাতা ও পলতার যূষ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর রোগীর পক্ষে হিতকর (জ্বর চিঃ)। (২) জ্বরে শাকার্থ পটোল—জ্বর রোগীকে শাক দিতে হইলে, তিৎপলতা বা পলতা দিবে (জ্বর চিঃ)। (৩) পিত্তজ্বরে পটোলপত্র—পলতা ও যবের ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। এই ক্বাথ শীতল হইলে, মধু দ্বারা মধুর করিয়া, পিত্তজ্বরীকে পান করাইবে। ইহা পিত্তজ্বরের তৃষ্ণা ও দাহ নিবারক (জ্বর চিঃ)। (৪) বাতব্যাধিতে পটোলফল—পটোলের যূষ লঘু, বৃষ্য ও বাতহর (বাতব্যাধি চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—পিত্তজ বসন্ত রোগে, প্রথমেই পটোল মূলের ক্বাথ পান করাইবে (মঃ খঃ ৪ভাঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু ও রাজনিঘণ্টু রচয়িতা পটোলী বা স্বাদুপটোলী নাম যে উদ্ভিদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কি? শ্রুতমাত্র বোধ হয়, যাহাকে আমরা

ইতিপূর্ব্বে স্বাদু পটোল বলিয়াছি, স্বাদু পটোলী তাহারই সংস্কৃত নাম। বস্তুতঃ তাহা নহে। স্বাদু পটোলীর একটী নাম "স্নিগ্ধপর্ণী," আর একটী নাম "স্বাদুপত্রফলা" স্বাদু পটোল 'স্নিগ্ধপর্ণী" নহে, কিন্তু তিৎ পটোলের মত "কর্কশচ্ছদ"। স্বাদু পটোল, স্বাদুফল বটে, কিন্তু স্বাদুপত্র নহে; সুতরাং "স্বাদু পটোলী" আমাদের কথিত স্বাদু পটোল হইল না। যাহার পাতা চিক্কণ, যাহার ফল আকারে ও স্বাদে স্বাদু পটোলের মত, তাহাই "স্বাদু পটোলী"। সে "স্বাদু পটোলী" কি? আমার অনুমান হয়, যাহাকে এক্ষণে লোকে "কুঁদ্রুকি" বলে তাহাই স্বাদু পটোলী। কাশী প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট কুঁদ্রুকি পটোলবৎ বাজারে বিক্রীত হয় এবং উহার রীতিমত আবাদ হয়। কিন্তু ইহাতে একটী আপত্তি জন্মে। নিঘণ্টুদ্বয়ে স্বাদু পটোলীর গুণ বর্ণন-স্থলে বলা হইয়াছে—"পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং বল্লী চাস্য কফাপহা। ফলং ত্রিদোষনাশনং মূলঞ্চাস্য বিরেচয়েৎ"। ভাবপ্রকাশ রাজবল্লভাদিতে স্বাদু পটোলের পত্রাদিরও ঠিক্ ঐরূপ গুণ বর্ণন করা হইয়াছে। এবং স্বাদু পটোলী নামে পৃথক্ কোন উদ্ভিদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। হইতে পারে, কুঁদ্রুকির পত্রাদির গুণও স্বাদু পটোলের মত। কুঁদ্রুকির পত্রাদি, আমরা ঔষধার্থে ব্যবহার করি না; সুতরাং এস্থলে আমার পরীক্ষাসিদ্ধ জ্ঞান নাই। সুশ্রুত, পটোলমেহককে কুষ্ঠে হিতকর বলিয়াছেন (চিঃ ৩১ অঃ)।

নব্যমত—ক্ষোরি ডিমক্ প্রভৃতি নবীন দ্রব্যগুণবেত্তারা পটোলের গুণ বর্ণন-প্রস্তাবে বনচিচিঙ্গা ও মহাকালের গুণ বর্ণন করিয়াছেন; সুতরাং এস্থলে পটোলের গুণ সম্বন্ধীয় নব্যমত উদ্ধৃত হইল না। কবিরাজগণ যাহাকে পটোল বলিয়া ব্যবহার করেন, তাহা বস্তুতঃ কি, আমরা উপরে বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছি।

পদ্ম—পদ্মম্।

पद्मम्, कमलम्। Nelumbium Speciosum.

उत्पलानि कषायानि रक्तपित्तहराणि च। कुमुदोत्पलनालास्तु सपुष्पाः सफलाः स्मृताः। शीताः स्वादुकषायास्तु कफमारुतकोपनाः। कषाय मीष-द्विष्टम्भि रक्तपित्तहरं स्मृतम्। पौष्करन्तु भवेद्वीजं मधुरं रसपाकयोः।

चरकः।

सतिक्तं मधुरं शीतं पद्मं पित्तकफापहम्। मधुरं पिच्छिलं स्निग्धं कुमुदं ह्लादि शीतलम्। तस्मादल्पान्तरगुणे विद्यात् कुवलयोत्पले। सुश्रुतः।

पुण्डरीकं हिमं तिक्तं मधुरं पित्तनाशनम्। दाहश्रमकरं शोषं पिपासाभ्रमनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च। नीलाब्जं शीतलं स्वादु सुगन्धि पित्तनाशनम्। रुच्यं रसायने श्रेष्ठं देहदार्ढ्यं च केशदम् (?)। धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च। पाके रक्तोत्पलं शीतं तिक्तञ्च मधुरं रसे। भिनत्ति पित्तसन्तापौ ध्वंसयत्यस्रजां रुजम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। कोकनदं कटु तिक्तं मधुरं शिशिरं च रक्तदोषहरम्। पित्तकफवातशमनं सन्तर्पणकारणं वृष्यम्। कमलं शीतलं स्वादु रक्तपित्तश्रमार्त्तिनुत्। सुगन्धि भ्रान्तिसन्तापशान्तिदं तर्पणं परम्॥ राजनिघण्टुः। कुमुदं शीतलं स्वादु पाके तिक्तं कफापहम्। रक्तदोषहरं दाहश्रमपित्तप्रशान्तिकृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च। उत्पलिनी हिमतिक्ता रक्तामयहारिणी च पित्तघ्नी। तापकफकासतृष्णाश्रमवमिशमनी च विज्ञेया। राजनिघण्टुः। पद्मिनी शिशिरा रुच्या कफपित्तहरा स्मृता। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। पद्मिनी मधुरा तिक्ता कषाया शिशिरा परा। पित्तकृमिशोषवान्तिभ्रान्तिसन्तापशान्तिकृत्। राजनिघण्टुः। स्वादु तिक्तं पद्मबीजं गर्भस्थापनमुत्तमम्। रक्तपित्तप्रशमनं किञ्चिन्मारुतकृद्भवेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। पद्मबीजं कटु स्वादु पित्तच्छर्दिहरं परम्। दाहास्रदोषशमनं पाचनं रुचिकारकम्। राजनिघण्टुः। अविदाहि बिसं प्रोक्तं रक्तपित्तप्रसादनम्। विष्टम्भि मधुरं रुच्यं दुर्जरं वातकोपनम्। धन्वन्त-

रीयनिघण्टुः। मृणालं शिशिरं तिक्तं कषायं पित्तदाहजित्। मूत्रकृच्छ्रविकारघ्नं रक्तवान्तिहरं परम्। राजनिघण्टुः। पद्मकान्दः कषायः स्यात् स्वादे तिक्तो विपाकतः। शीतवीर्य्योऽस्त्रपित्तोत्थरोगभङ्गाय कल्पते। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। शालूकं कटु विष्टम्भि रुक्षं रुच्यं कफापहम्। कषायं कासपित्तघ्नं तृष्णादाहनिवारणम्। राजनिघण्टुः। तृष्णाघ्नं शीतलं रुक्षं पित्तरक्तक्षयापहम्। पद्मकेसरमेवोक्तं पित्तघ्नं सकषायकम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। किञ्जल्कं मधुरं रुक्षं कटु चास्यव्रणापहम् शिशिरं कफपित्तघ्नं तृष्णादाहनिवा.णम्। राजनिघण्टुः। सम्वर्त्तिका (नवदलं) हिमा तिक्ता कषाया द।हतृट्प्रणुत्। मूत्रकृच्छ्रगुदव्याधिरक्तपित्त-विनाशनो। पद्मस्य कर्णिका (वी कोष:) तिक्ता कषाया मधुरा हिमा। मुख-वैशद्यकृल्लघ्वी तृष्णास्त्रकफपित्तनुत्। भावप्रकाशः।

रक्तपित्ते उत्पलादिकिञ्जल्कम्—"उत्पलकुमुदपद्मकिञ्जल्कां संग्राहक-रक्तपित्तप्रशमनानाम" (सू: २५ अ:)। (२) रक्तपित्ते मृणालम्—"* * दुरालभापर्पटकाम्मृणालम् * * एते समस्ता गणशः पृथग्वा। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः"। (चि: ४ अ:)। (३) मूत्रकृच्छ्रे कमलं—"पिवेत् कषायं कमलोत्पलानाम्" (चि: २६ अ:)। चरकः।

रक्तार्शःसु पद्मकिञ्जल्कम्—"शर्कराम्भोजकिञ्जल्कसहितं सह वा तिलैः। अभ्यस्तं रक्तगुदजान् नवनीतं नियच्छति"। (चि: ८ अ:)। वाग्भटः।

गुदनिर्गमे पद्मिनीपत्रम्—"कोमलं पद्मिनीपत्रं यः खादेच्छर्कराम्वितम्। एतन्निश्चित्य निर्द्दिष्टं न तस्य गुदनिर्गमः (क्षुद्ररोग—चि:)। चक्रदत्तः।

ज्वरातिसारे पद्मकेसरः—"उत्पलं दाड़िमत्वक् च पद्मकिञ्जल्कमेव च। पीतं तण्डुलतोयेन ज्वरातिसारनाशनम् (म: ख: अतिसार चि:। (२) शुकर-

দংষ্ট্রোদ্ভূতজ্বরে পদ্মমূলম্—"রাজীবমূলকল্কঃ পীতো গব্যেন সর্পিষা প্রাতঃ। শময়তি শূকরদংষ্ট্রোদ্ভূতং জ্বরং ঘোরম্ (ম: খ: ৪ ভা:)। **ভাবপ্রকাশঃ।**

মুখপ্রবৃত্তে রুধিরে পদ্মকিঞ্জল্কম্—"পদ্মকিঞ্জল্কচূর্ণং বা লিহ্যাৎ সিতয়া পুনঃ। মুখপ্রবৃত্তরুধিরং কষত্বয়াপ্ *" (চি: ১১ অ:)।(২) **মূত্র-নিরোধে** পদ্মকন্দঃ—তৈলেন পদ্মিনীকন্দং পক্কং গোমূত্রমিশ্রিতম্। পিবেন্মূত্রনিরোধে তু সতোব্রবেদনান্বিতে" (চি: ২০ অ:)। **হারীতঃ।**

পদ্মের ভেদ—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুর মতে পুণ্ডরীক, সৌগন্ধিক, রক্তপদ্ম, কুমুদ এবং ক্ষুদ্রউৎপলত্রয় এই সাতপ্রকার পদ্ম। অত্যন্ত শ্বেত পদ্মকে পুণ্ডরীক বলে। আমরা দেখিয়াছি শ্বেতপদ্ম নিদাঘে প্রস্ফুটিত হয়; কিন্তু ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে ইহাকে "শরৎপদ্মম্" বলা হইয়াছে। আমরা কুমুদকেই (শালুক ফুল) শরতে ফুটিতে দেখি। **সৌগন্ধিক** ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুর মতে নীলপদ্ম—"সৌগন্ধিকং নীলপদ্ম"। পদ্মোৎপলনলীনকুমুদসৌগন্ধিক কুবলয়পুণ্ডরীকশৈবলাকাথব্জাতাঃ" সু: ১৩ অ:) এই সৌশ্রুত পাঠের ব্যাখ্যায় ডল্লণ বলিয়াছেন, "সৌগন্ধিকং গর্দ্ধভপুষ্পাভিধান মত্যন্তসুরভি চন্দ্রোদয়বিকাশি"। ভারতবর্ষে অধুনা নীলপদ্ম দুর্লভ বলিয়াই জানি; সুতরাং উহা অত্যন্ত সুরভি এবং চন্দ্রোদয়বিকাশি কি না বলিতে পারি না। ভাষায় যাহাকে শুঁদি বলে তাহাই যদি "সৌগন্ধিক" হয়, তাহা হইলে "অত্যন্তসুরভি" বিশেষণ অসঙ্গত হইয়া পড়ে। গর্দ্ধভপুষ্প "কোন্ দেশের ভাষানাম তাহার নির্ণয়ও সহজ নহে। ভাবপ্রকাশকার কহ্লারের পর্য্যায়ে সৌগন্ধিক পাঠ করিয়াছেন। এবং "নীলমিন্দীবরং স্মৃতং" বাক্যে নীলপদ্মের নাম ইন্দীবর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশ-কার, সৌগন্ধিককে নীলপদ্ম বলিয়া স্বীকার করিলে এরূপ লিখিবেন কেন? **কহ্লার কি?** ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে কুমুদের পর্য্যায়ে কহ্লার পঠিত হইয়াছে। এই মতে কহ্লার শালুক ফুল হয়, ভাবপ্রকাশকার কহ্লার ও কুমুদ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সৌগন্ধিককে শালুক বলিলে ডল্লণের সহিতও বিরোধ ঘটে। শালুক ফুল অত্যন্ত সুরভি হওয়া দূরে থাকুক, উহার গন্ধ নাই বলিলেও হয়। চরকের মূত্রবিরজনীয় বর্গের ব্যাখ্যায় চক্রপাণি বলিয়াছেন "সৌগন্ধিকঃ শুন্ধী" (সূ: ৪ অ:)। সুতরাং দেখা গেল সৌগন্ধিকের পরিচয়ে আচার্য্যগণ পরস্পর বিসম্বাদী। **রক্তপদ্মের** দলের বর্ণ গোলাপ ফুলের দলের মত। রাঢ়ে শ্বেতপদ্ম যেমন

প্রচুর, কোচবিহারে রক্তপদ্ম তদ্রূপ সুলভ। শালুক ফুলের সংস্কৃত নাম কুমুদ। শালুক শরতে ফুটিয়া থাকে। নিঘণ্টুকার ক্ষুদ্র উৎপলত্রয়ের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ঈষচ্ছীতং বিদুঃ পদ্মমীষন্নীল মথোৎপলম্। ঈষদ্রক্তং তু নলীনং ক্ষুদ্রস্তচ্চোৎপলত্রয়ং"। শ্বেতসুঁদি, নীল সুঁদি ও রক্তশালুক এই তিন প্রকার পুষ্পকে ক্ষুদ্র উৎপল বলা হয়। রক্তশালুককে রাঢ়ে "রক্তকম্বল" বলে। অজ্ঞলোকে ইহাকে রক্তপদ্ম বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়।

পদ্মিনীর প্রত্যঙ্গ বিশেষের নাম—ভাবপ্রকাশকার বলেন—মূল, নাল, দল, ফুল ও ফল সহিত পদ্মকে পদ্মিনী বলে। কুমুদিনী নলিনী প্রভৃতিরও অর্থ এইরূপ। পদ্মের মূলকে শালুক, নালকে মৃণাল, কোমল পত্রকে সম্বর্ত্তিকা, কেসরকে কিঞ্জল্ক এবং পুষ্পরসকে মকরন্দ বলে। অমরসিংহের মতে, মৃণাল পদ্মমূল। বিস শব্দ মৃণালের পর্য্যায়। বৈদ্যকে বহুস্থলে বিসমৃণাল একত্র উক্ত হইয়াছে। টীকাকারগণ অর্থ করেন—"মৃণালং স্থূলমৃণালং বিসন্ত স্বল্পমৃণালং,। বিসশব্দেন মৃণালনির্গতঃ প্রতানঃ শিবদাসঃ। "মৃণালং মূলং, বিসং মৃণালানির্গতপ্রতানঃ". ইতি বৃন্দটীকায়াং শ্রীকণ্ঠঃ। সুশ্রুতও বলিয়াছেন "প্রতানাঃ পদ্মিনীকন্দাদ্বিসাদীনাং যথা জলম্" (শাঃ ৭ অঃ)।

বর্ণন—বিলে কিম্বা বহুপ্রাচীন, দীর্ঘকাল অসংস্কৃত, অতএব পঙ্কবহুল এবং নিদাঘেও যাহার জল শুষ্ক হয় না এরূপ পুষ্করিণীতে পদ্ম জন্মে। কোকনদ অর্থাৎ রক্তপদ্ম গ্রীষ্মে প্রস্ফুটিত হয় এবং বর্ষায় ইহার বীজ পরিপক্ক হয়। রক্ত ও শ্বেতপদ্মের মূল কর্দ্দমে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতান বিস্তার করে। মূল অঙ্গুষ্ঠতুল্য স্থূল হয়, বেশ মসৃণ, রক্তবর্ণে চিহ্নিত এবং অন্তঃশুষির। পুরাণ গাছের মূল স্থানে স্থানে মনুষ্যের মুষ্ট্যাকৃতি স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। পদ্মের পত্র ঠিক ঢালের মত। পত্রোদর দ্বিদলবৎ হরিদ্বর্ণ এবং মখমলের মত কোমল। পত্রপৃষ্ঠ ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং সিরাকর্কশ। শুষিরতা হেতু পদ্মপত্র জলে বেশ ভাসিয়া থাকে। রক্তপদ্মের দলের বর্ণ টকটকে লাল নহে—কিন্তু গোলাপফুলের দলের মত। দলের মূলদেশ ফিকে গোলাপী এবং অগ্রভাগের দিকে বর্ণ ক্রমশঃ গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পদ্ম "শতদল" হইলেও দল বস্তুতঃ সর্ব্বত্র একশত দেখা যায় না—সচরাচর একটী পদ্মে ২০—৭০টী দল থাকে। দলগুলি আকারে সমান নহে—বাহ্যদল ক্ষুদ্র, বাহ্যদলের পৃষ্ঠ সবুজবর্ণ। মধ্যদল বৃহত্তর এবং আন্তর দল পুনঃ হ্রস্বাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জলের গভীরতানুসারে নালের দীর্ঘতার ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। নাল অতীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক ব্যাপ্ত। ছিন্ন হইলে যে তন্তু নির্গত হয় তাহাকেও মৃণালসূত্র বলে। নাল জলের কিঞ্চিদূর্দ্ধে উঠিয়া পুষ্প ধারণ করিয়া থাকে। লোকে পদ্মের পুষ্পধিকে "পদ্মের চাট" বলে। ইহাতে বীজ নিমজ্জিত থাকে বলিয়া, দেখিতে যেন বোলতার চাকের মত। কালিদাস

পুষ্করবীজমালার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্বেতপদ্মের দলের বর্ণ কুঁদফুলের ন্যায় শুভ্র। শ্বেতপদ্ম সর্ব্বাংশে রক্তপদ্মের তুল্য। কেবল শ্বেতপদ্মে রক্তপদ্মাপেক্ষা অল্পসংখ্যক বীজ থাকে। রক্তপদ্মে ১০—৩০ এবং শ্বেতপদ্মে ৮—২০টী বীজ সচরাচর দৃষ্ট হয়। কুমুদ অর্থাৎ শালুকফুল পঙ্কবহুল পল্বলাদিতে জন্মে। শালুক বর্ষাশেষে—শরতে প্রস্ফুটিত হয়। ইহার দল পুণ্ডরীকবৎ শুভ্র, শ্বেতপদ্মাপেক্ষা ইহার দল সংখ্যায় অল্পতর এবং আকারে ক্ষুদ্রতর। পদ্মের নালের মত শালুকের নালে কাঁটা থাকে না। দুই প্রান্ত ধরিয়া ভাঙিলে, পদ্মের নাল মচ্‌কাইয়া যায়, শালুকের নাল শব্দপূর্ব্বক দ্বিধা হয়। শালুকের ফলের ভিতর সর্ষপাকৃতি বীজ থাকে। ইহাকে "ভাঁট" বলে। ভাঁটের খৈয়ের মোদক উত্তম খাদ্য। উলুবেড়িয়াতে এই মোদক যেমন উত্তমরূপ প্রস্তুত হয় অন্য কুত্রাপি তাদৃশ হয় না। রক্তশালুকের (ক্ষুদ্রোৎপলভেদ) দল সংখ্যায় শালুকাপেক্ষা অধিকতর এবং আকারে দীর্ঘতর হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বাংশে শালুকের মত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, কোমলপত্র, পুষ্প, নাল, কন্দ।

বৈদ্যকে পদ্মের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে উৎপলাদিকেসর—উৎপল, কুমুদ এবং পদ্মের কেসর, ধারক ও রক্তপিত্তপ্রশমক দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। রক্তপিত্তে মৃণাল—পদ্মের স্থূল মূলের স্বরস, কল্ক, ক্বাথ কিম্বা শীতকষায় রক্তপিত্তের হিতকর (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) মূত্রকৃচ্ছ্রে কমল—কমল ও উৎপলের ক্বাথ, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগী পান করিবে (চিঃ ২৬ অঃ)।

বাগ্‌ভট—রক্তার্শে পদ্মকেসর—পদ্মকেসর চূর্ণ করিয়া চিনি ও নবনীত সহ সেবন করিলে, অর্শের রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—গুদনির্গমে পদ্মপত্র—কোমল পদ্মপত্র চিনির সহিত সেবন করিলে, গুদনির্গম (হারিশ্‌ বাহির হওয়া) নিশ্চিত প্রশমিত হয় (ক্ষুদ্র রোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—জ্বরাতিসারে পদ্মকেসর—উৎপল, দাড়িমের খোসা এবং পদ্মকেসর চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চেলোনীর সহিত পান করিলে, জ্বরাতিসার নাশ করে। (২) শূকরদংষ্ট্রোদ্ভূতজ্বরে পদ্মমূল—শূকর দংষ্ট্রাঘাত জন্য জ্বর হইলে পদ্মমূল পেষণ পূর্ব্বক গব্যঘৃত সহ পান করিবে। (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

হারীত—মুখপ্রবৃত্তরুধিরে পদ্মকেসর—মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে, পদ্মকেসর চিনির সহিত সেব্য (চিঃ ১১ অঃ)। (২) প্রস্রাবরোধে পদ্মকন্দ—তিলতৈলে ভর্জ্জিত পদ্মকন্দ গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১০ অঃ)।

বক্তব্য—চরক আসবযোনি পুষ্পের মধ্যে পদ্মাদির উল্লেখ করিয়াছেন। চলিত গর্ভা নারী পদ্মবীজ সেবন করিবে। পদ্মবীজ গর্ভস্থাপক।

Constituents.—The rhizome and seeds contain resins, glucose, meterabin, tannin, fat and an alkaloid similar to nupharine identical with that obtained from nupharluteum. (*Meteria Medica of India* II, p. 39)

Actions and uses.—The seeds are demulcent and nutritive; the filaments and flowers are cooling, astringent, bitter, and expectorant. Syrup of flowers are used in coughs, to check hæmorrhage from bleeding piles, in sanguineous fluxes from the bowels and in menorrhagia. The lotus flowers and fresh leaves with sandal wood or emblic myrobalans are used as a cooling application to the forehead in cephalalgia, to the skin in erysipelas and to other external inflamations. A cooling bed sheet made of kamala is used for fever patients with high fever. The seeds with those of Euryale ferox (Makhanna), are used as an article of diet. The starch contained in the rhizome when collected, constitutes a sort of arrowroot known to Chinese as Ghaanfeen. The powder of the seeds kamarkakri is known by the name of Bhesabola. These two products come from Shanghai, and are largely used by native women as a demulcent in leucorrhœa. (R. N. Khory—II, p. 39.)

নব্যমত—পদ্মবীজ স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর। পুষ্পের কেসর ও দল—শীত, কষায়, তিক্ত এবং কফনিঃসারক। পুষ্পের সিরাপ, অর্শের রক্তস্রাব, রক্তপ্রদরের স্রাব এবং অন্ত্র হইতে সরক্ত প্রচুর দ্রব মলনির্গম প্রতীকারার্থ ও কাসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পদ্মের পুষ্প এবং কোমল পত্র, চন্দন কিম্বা আমলকীসহ পেষণ পূর্ব্বক, শিরঃপীড়া, বিসর্প এবং ত্বগ্‌গত অন্যান্য প্রদাহের নিবৃত্তিজন্য, প্রলেপরূপে ব্যবহার করিবে। কমলপত্রে রচিত শয্যা, তীব্রজ্বরার্ত্ত রোগীর শয়নার্থ প্রশস্ত। মখান্নবৎ পদ্মবীজও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। পদ্মের মূল অর্থাৎ শালুকজাত শ্বেতসার হইতে এরারুটতুল্য এক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হয়। পদ্মবীজ চূর্ণ "ভেসবোলা" নামে প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষীয় রমণীগণ, প্রদররোগে, স্নিগ্ধতা সম্পাদক বলিয়া, চীন রাজ্যের সঙ্ঘাই হইতে আমদানী এই দুইটী খাদ্য, প্রচুর ব্যবহার করেন। (আর, এন, খোরি—২য় খণ্ড ৩৯ পৃঃ)।

পদ্মক—পদ্মকঃ।

पद्मकः, पद्मकाष्ठम्। Prunus Pudum. P. Sylvetica, Cerasus Pudum.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"पीतरक्तः" "पाटलापुष्पवर्णकः", "पद्म-गन्धि"। **उत्पत्तिबोधिका संज्ञा**—"मालयम्," "केदारजम्"।

पद्मकं शिशिरं स्निग्धं कषायं रक्तपित्तनुत्। गर्भस्थैर्य्यकरं प्रोक्तं ज्वर-च्छर्दि विषापहम्। **धन्वन्तरीयनिघण्टः**। मोहदाहज्वरभ्रान्तिकुष्ठविस्फोट-शान्तिकृत्। पद्मकं शीतलं तिक्तं रक्तपित्तविनाशनम्। **धन्वन्तरीयनिघण्ट् राजनिघण्ट् श्च**।

पद्मकं तुवरं तिक्तं शीतलं वातलं लघु। विसर्पदाहविस्फोटकुष्ठश्लेष्मास्र-पित्तनुत्। गर्भसंस्थापनं रुच्यं वमिव्रणतृषाप्रणुत्। **भावप्रकाशः**।

रक्तपित्ते पद्मकम्—"उशीरकालीयकलोध्रपद्मक * *। पृथक् पृथक् चन्दनतुल्यभागिकाः। सशर्करास्तण्डुलधावनाप्लुताः। रक्तं सपित्तं * * शमयन्ति सद्यः"। (चिः ४ अः)। **चरकः**।

हिक्काश्वासयोः पद्मकम्—"* पद्मकं वा घृतप्लुत" (चिः ४ अः)। **वाग्भटः**।

পদ্মকের ভাষানাম—বাঃ পদ্মকাষ্ঠ। হিঃ পদ্মাক। মঃ—পদ্মকাষ্ঠ। গুঃ—পদ্মক-তুলাকডুং। কঃ—পদ্মক। তৈঃ—পদ্মপুচেক্কা।

পদ্মকের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"পীতরক্ত," "পাটলাপুষ্পবর্ণক," "পদ্মগন্ধি" উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"মালয়", "কেদারজ"।

বর্ণন—পদ্মক বৃক্ষ অতি উচ্চ হয়। ইহা হিমালয় ও কেদার পর্ব্বতে জন্মে। পদ্মক-বৃক্ষের কাষ্ঠের বর্ণ পাটলা পুষ্পের মত। নিঘণ্টু মতে কাষ্ঠের গন্ধ পদ্মের মত। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যথার্থ পদ্মকাষ্ঠের গন্ধ ও স্বাদ বাদামের তৈলের মত। এই স্বাদ ও গন্ধ বেশ স্পষ্ট নহে, যত্নপূর্ব্বক অনুভব করিতে হয়। বঙ্গদেশের বণিক্‌গণ, যে কোন একটা সুগন্ধি কাষ্ঠকে পদ্মকাষ্ঠ বলিয়া বিক্রয় করে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কাষ্ঠ। মাত্রা ½ আনা হইতে ২½ আনা।

বৈদ্যকে পদ্মকাষ্ঠের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তেপদ্মকাষ্ঠ—পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন সমভাগে, তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক, চিনির সহিত, রক্তপিত্তী পান করিবে (চিঃ ৪ অঃ)।

বাগ্‌ভট—হিক্কাশ্বাসে পদ্মকাষ্ঠ—ঘৃতযুক্ত পদ্মকাষ্ঠের ধূম গ্রহণ করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৪ অঃ)।

বক্তব্য—চরক, বেদনাস্থাপন বর্গে এবং সুশ্রুত, গুড়ূচ্যাদিবর্গে পদ্মক পাঠ করিয়াছেন। নিঘণ্টুকারগণ পদ্মককে গর্ভস্থৈর্য্যাকৃৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুশ্রুত, শারীর স্থানের দশমাধ্যায়ে, অস্থিরগর্ভা নারীর মাসানুমাসিক পেয় কাথের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু পদ্মকের উল্লেখ নাই। সিদ্ধযোগ রচয়িতা বৃন্দ, অন্যান্য দ্রব্যের সহিত, গর্ভস্রাব নিবারণার্থ পদ্মক ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—"কসেরুশৃঙ্গাটকপদ্মকোৎপলম্। সমুদ্গপর্ণীমধুকং সশর্করম্। সশূলগর্ভস্রুতিপীড়িতাঙ্গনা। পয়োবিমিশ্রং পয়সান্নভুক্ পিবেৎ॥" এইরূপ প্রচার যে, পদ্মকাষ্ঠ জলে ঘর্ষণ করিয়া পান করাইলে, অস্থিরগর্ভা নারীর গর্ভস্রাবাশঙ্কা দূরীভূত হয়।

Constituents.—Amygdalin.

Actions and uses.—The bark is used as a bitter tonic and sedative. It is given during convalescence from acute diseases and in palpitation of the heart. (*Materia Medica of India*—II p. 244)

নব্যমত—পদ্মকের ত্বক্, তিক্ত বলকারক এবং অবসাদকর। কোন অচিরজাত ব্যাধির অবসানে যে দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে তৎপ্রতীকারার্থ এবং অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন নিবারণার্থ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে (আর এন্ কোরি—২য় খণ্ড ২৪৪ পৃঃ)

পরূষক—परूषकम्।

परूषकम्, परूषम्। Grewia Asiatica.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"नीलवर्णम्" "मृदुफलम्" "अल्पास्थि"।

परूषकं फलं चाम्लं वातघ्नं पित्तकृद्गुरु। तदेव पक्वं मधुरं वातपित्तनिवर्हणम्। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

परूषमम्लं कटुकं कफार्त्तिजित्। वातापहं तत्फलमेवपित्तदम्। तच्चं च पक्वं मधुरं रुचिप्रदम्। पित्तापहं शोफहरञ्चपीतम्॥ **राजनिघण्टुः।**

परूषकं कषायाम्लमामं पित्तकरं लघु। तत्पक्वं मधुरं पाके शीतं विष्टम्भि वृंहणम्। हृद्यन्तु पित्तदाहास्रज्वरक्षयसमीरहृत्। **भावप्रकाशः।**

मदात्ययस्य पिपासायां परूषकम्—"परूषकाणां पीलूनां रसं * *" (चि: १२ अ:)। **चरकः।**

रोहिणीनाम गलरोगे परूषकम्—"* कवलो द्राक्षापरूषैः क्वथितो हितः" (म: ख: ४ भा:)। **भावप्रकाशः।**

পরূষকের ভাষানাম—বা—ফল্‌সা। হি:—ফাল্‌সা, পরুষা। ম:—ফ ঠুঁসা। ক:—বেট্টহা, দাগলি। তৈ:—পুটিকী। গু:—ফালস। কা:—প'ল্‌ষা। আ:—ফাল্‌সা।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—'নীলবর্ণ' "অল্পাস্থি" "মৃদুফল"।

বর্ণন—ফল্‌সার বৃক্ষ, ফলের জন্য উদ্যানে রক্ষিত হয়। পাতা চৌড়া, পত্রপ্রান্ত করাতের মত খাঁজ্ কাটা। পুষ্প, পুষ্পদণ্ডস্থিত। পুষ্পদণ্ড, পত্রবৃন্ত সন্নিহিত স্থান হইতে নির্গত হয়—প্রতি পুষ্পদণ্ডে তিনটীর অধিক পুষ্প থাকে না। শীতের শেষে পরূষক বৃক্ষ

পুষ্পিত হয়—গ্রীষ্মে ফল পাকে। পক্ক পরূষক নীলবর্ণ। কাঁচা ফলসা কষায়াম্ল। পাকিলে অম্লমধুর।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল। **মাত্রা**—ফলস্বরস২—৫ তোলা, কাথ ৫—১৫ তোলা।

বৈদ্যকে পরূষকের ব্যবহার।

চরক—মদাত্যয়ের পিপাসায় পরূষক—পিপাসিত মদাত্যয় রোগীকে পাকা ফলসার রস পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—রোহিণী নাম গলরোগে ফলসা—কিস্‌মিস্ ও ফল্‌সার কাথ প্রস্তুত করিয়া রোহিণী রোগীকে, কবলার্থ প্রয়োগ করিবে (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

বক্তব্য—চরক বিরেচনোপগ, জ্বরহর এবং শ্রমহর বর্গে (সূঃ ৪ অঃ) পরূষক পাঠ করিয়াছেন এবং ফলবর্গে লিখিয়াছেন—"পরূষকং মধুকঞ্চ বাতপিত্তে চ শস্যতে" (সূঃ ২৭ অঃ)। **সুশ্রুত**, পরূষকাদিবর্গে (সূঃ ৩৮ অঃ) পরূষক পাঠ করিয়াছেন এবং ফলবর্গে (সূঃ ৪৬ অঃ) লিখিয়াছেন—"অত্যম্লমীষন্মধুরং কষায়ানুরসং লঘু। বাতঘ্নং পিত্তজননমামং বিদ্যাৎ পরূষকম্ তদেব পক্বং মধুরং বাতপিত্তনিবর্হণম্। বিপাকে মধুরং শীতং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্"।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ (১ম খণ্ড ২৩৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন ("It (G. asiatica) is cultivated for its acrid fruit, which is one of the *Phala—traya* or fruit triad of Sanskrit writers") পরূষক ফলত্রয়ের অন্যতম ফল। বৈদ্যকে ত্রিফলা, স্বাদুত্রিফলা এবং সুগন্ধিত্রিফলা এই তিন প্রকার ত্রিফলার উল্লেখ দেখা যায় হরিতকী আমলকী বহেড়াকে ত্রিফলা। দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর ও গাম্ভারীর ফলকে, কিম্বা দ্রাক্ষা দাড়িম ও খর্জ্জুরকে স্বাদুত্রিফলা এবং জাতীফল এলা ও লবঙ্গ ফলকে সুগন্ধিত্রিফলা বলে। ত্রিবিধ ত্রিফলার মধ্যে পরূষকের উল্লেখ নাই; সুতরাং ডিমকোক্তি অমূলক।

Actions and uses—Cooling refrigerant; the bark is demulcent, and given in fever and dysentery. (R. N. Khory—II. p. 88).

পর্পট — पर्पटः।

पर्पटः। Oldenlandia herbacea, O. biflora.

पर्पटः शीतलस्तिक्तः पित्तश्लेष्मज्वरापहः। रक्तदाहारुचिग्लानिमदभ्रमविनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च।

पर्पटो हन्ति पित्तास्रभ्रमतृष्णाकफज्वरान्। संग्राही शीतलस्तिक्तो दाहनुद्वातलो लघुः। भावप्रकाशः।

पर्पटो पित्तहृद्दाहज्वरजित् कफशोषणः। राजवल्लभः।

रक्तपित्ते पर्पटः—"दुरालभापर्पटकमृणालम्। * * एते समस्ता गणशः पृथग्वा। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः" (चि: ४ अ:)। (२) अतिसारे पर्पटः—" * * मुस्तपर्पटकेन" (चि: १० अ:)। (३) मदात्यये पर्पटः—"मुस्तपर्पटकेन वा—"(चि: १२ अ:)। चरकः।

ज्वरिणः शाकार्थं पर्पटः—कर्कोटकं पर्पटकं * *। * * शाकार्थे ज्वरिताय प्रदापयेत्" (ज्वर चि:)। (२) पित्तज्वरे पर्पटः—"एकः पर्पटकः श्रेष्ठः पित्तज्वरविनाशनः" (ज्वर चि:। (३) वमने पर्पटः—क्वाथः पर्पटजः पीतः सक्षौद्र श्छर्दिनाशनः" (छर्दि चि:)। चक्रदत्तः।

পর্পটকের ভাষানাম—বাঃ—ক্ষেৎপাব্‌ড়া। হিঃ—পিৎপাপড়া, দবনপাপড়া পিত্তপটী, পিত্তপাপড়া। গুঃ—পীৎ পাপড়ো, খডসলিয়ো। কঃ—পর্পাটক। তৈঃ—পাপার্টকমু। উঃ—ক্ষেত্‌পাপুড়া। কোচবি—পট্‌পট্, ক্ষেৎপাপড়ি। কাঃ—শাৎরা। অঃ—বকলতুলমলীক।

বর্ণন—ক্ষেৎপাপড়ার ছোট ছোট ক্ষুপ জলাসন্ন ভূমিতে জন্মে। ইহা বর্ষাশেষে অঙ্কুরিত হইয়া শরতে বর্দ্ধিত এবং নিদাঘের রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া থাকে। স্বাদ—অতিতিক্ত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রক্ষুপ। মাত্রা—কাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে পর্পটের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে পর্পট—ক্ষেৎপাপড়ার স্বরস, কল্ক, কাথ কিম্বা শীতকষায় রক্তপিত্ত রোগে প্রশস্ত (চিঃ ৪ অঃ)। (২) অতিসারে পর্পট—মুথা ও পর্পটের কাথ অতিসার রোগীকে পান করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) মদাত্যয়ে পর্পট—ষড়ঙ্গ পরিভাষানুসারে প্রস্তুত মুথা ও পর্পটের পানীয়, মদাত্যয় রোগীকে পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)।

চক্রদত্ত—জ্বরে শাকার্থ পর্পট—জ্বররোগীর পক্ষে পর্পট শাক প্রশস্ত (জ্বর চিঃ)। (২) পিত্তজ্বরে পর্পট—এক পর্পটই শ্রেষ্ঠ পিত্তজ্বর নাশক (জ্বর চিঃ)। (৩) বমনে পর্পট—পর্পটের কাথ মধুযোগে সেবন করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (ছর্দ্দি চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, তৃষ্ণানিগ্রহণবর্গে পর্পট পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত, অতিসার চিকিৎসায় দ্রব্যান্তরের সহিত পর্পটের উল্লেখ করিয়াছেন—"মুস্তং পর্পটকং শুণ্ঠীবচাসাতিবিষান্তরাঃ" (উঃ ৪০ অঃ)। সৌশ্রুত ছর্দ্দিপ্রতিষেধে পর্পটের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

Chemical Composition.—A watery extract of this plant gave coloured precipitates with alkalies, a green reaction with ferric chloride, none with gelatin or acids, an abundant creamcoloured precipitate with lead acetate, and afforded indications of an alkaloid. A watery solution of an alcholic extract had similar properties ; it was mawkish and saline to the taste, and when evaporated to dryness it formed a mass of cubical, deliquescent crystals. A portion of this extract ignited left a saline residue consisting of potassium sodium, and a small quantity of Calcium, mostly existing as chlorides. No ammonia was detected in the herb, and the alkaloid was shaken out of an alkaline solution with ether, but had no very characteristic reaction. The value of the plant as a cooling medicine no doubt is due to the inorganic salts presnt. The dried herb left an unusually large incombustible residue, amounting to 22 p. c., very soluble in water. (Pharmacographia Indica, II, p. 129)-

নব্যমত নব্যেরা বলেন পর্পটক জ্বররোগীর পক্ষে হিতকর।

পলাণ্ডু—पलाण्डुः।

पलाण्डुः। Allium Cepa. गुणप्रकाशिका संज्ञा—"दुर्गन्धः," "मुखदूषकः"

श्लेष्मलो मारुतघ्नश्च पलाण्डुर्नच पित्तहृत्। आहारयोगी बल्यश्च गुरुर्वृष्योऽथ रोचनः। चरकः (सूः २७ अः)

बलावहः पित्तकरोऽथकिञ्चित्। पलाण्डुरग्निञ्चविवर्द्धयेच्च। स्निग्धो रुचिष्यः स्थिरधातुकर्त्ता। बल्योऽथ मेधाकफपुष्टिदश्च। स्वादुर्गुरुः शोषितपित्त-ग्रस्तः। स पिच्छिलः क्षीरपलाण्डुरुक्तः। सुश्रुतः (सूः ४६ अः)

पलाण्डुस्तद्गुणन्यूनः श्लेष्मलो नातिपित्तलः। कफवातार्शसां पथ्यः स्वेदे-ऽभ्यवहृती तथा। वाग्भटः (सूः ६ अः)।

पलाण्डुस्तद्गुणो नान्यो विपाके मधुरस्तु सः। कफं करोति नो पित्तं केवलोऽनिलनाशनः। पलाण्डुः कटुको बल्यो गुरुर्वातास्रपित्तजित्। अन्यः क्षीर-पलाण्डुश्च वृष्यो मधुरपिच्छलः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

पलाण्डुः कटुको बल्यः कफपित्तहरो गुरुः, वृष्यश्चरोचनः स्निग्धो वान्तिदोष-विनाशनः। राजनिघण्टुः।

स्वादुः पाके रसेऽनुष्णः कफकृन्नातिपित्तलः। हरते केवलं वातं बलवीर्य्य-करो गुरुः। भावप्रकाशः।

नासिकास्रुते रक्ते पलाण्डुः—"यवासमूलानि पलाण्डुमूलम्। नस्यं *" (चिः ५ अः)। (२) रक्तार्शःसु पलाण्डुः—"रक्तस्कन्दपयवागूसंयुक्तः केवलोऽथवा जयति। रक्तमतिवर्त्तमानं वातञ्च पलाण्डुरुपयुक्तः" (चिः ८ अः)।

হিক্কাশ্বাসয়োঃ পলাণ্ডুঃ—"রসোনস্য পলাণ্ডোর্ব্বামূলং *। নাবয়েৎ * * *" (চিঃ ২১ অঃ)। চরকঃ।

পলাণ্ডুর ভাষানাম—বঃ—পেঁয়াজ্। হিঃ—প্যাজ্। গুঃ—ডুঙ্গলী। কঃ—উল্লি। তৈঃ—নীর উল্লি। তঃ—বেঙ্গয়ম্। ফাঃ—প্যাজ্। আঃ—বসল্। ইং—স্কুইল্, সি ওনিয়ন্।

পলাণ্ডুর ভেদ—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে, পলাণ্ডু ও ক্ষীরপলাণ্ডু এবং রাজনিঘণ্টুতে শ্বেতকন্দ পলাণ্ডু ও রাজপলাণ্ডুর (রক্তকন্দ পলাণ্ডু) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আজকাল তিন প্রকার পলাণ্ডু সচরাচর বাজারে দেখাযায়—শ্বেতকন্দ দুই প্রকার, এক প্রকার ছোট, এক প্রকার বড়। ছোট শ্বেতকন্দ পলাণ্ডুকে রাঢ়ে "বড় পিঁয়াজ" বা "ঘোড় পিঁয়াজ" বলে। বড় শ্বেতকন্দ পিঁয়াজকে "পাটনাই পিঁয়াজ" বলে, ইহা পিচ্ছিল ও মধুর। বঙ্গীয় হিন্দুরা ইহাকে অপবিত্রতর মনে করেন। আর এক প্রকার রক্তকন্দ ছোট পিঁয়াজ আছে যাহা লোকে "ছোট পিঁয়াজ" নামে প্রসিদ্ধ। ইহাই রাজপলাণ্ডু। "পাটনাই পিঁয়াজই" বোধ হয় ক্ষীরপলাণ্ডু; কারণ নিঘণ্টুকার উহাকে মধুর পিচ্ছিল বলিয়াছেন।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কন্দ, কচিৎ পত্র।

বৈদ্যকে পলাণ্ডুর ব্যবহার।

চরক—নাসিকা হইতে রক্তপাতে পলাণ্ডু—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, পলাণ্ডুর রসের নস্য গ্রহণ করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) রক্তার্শে পলাণ্ডু—অর্শ রোগীর অতিমাত্র রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, যূষ যবাগূসহ কিম্বা কেবল পলাণ্ডু সেবন করাইবে। ইহা কেবল রক্তরোধক নহে, বাতনাশকও বটে (চিঃ ৯ অঃ)। হিক্কাশ্বাসে পলাণ্ডু—পলাণ্ডুর নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কা প্রশমিত হয় (চিঃ ১২ অঃ)।

Constituents—Scillapicrine soluble in water and alcohol. Scillamarine Soluble in alcohol and chloroform and Scillinine soluble in alcohol but insoluble in water and chloroform; a peculiar Carbo-hydrate, Sinistrin, sugar, mucilage and citrate of Calcium ash 3 p. c. (R. N. Khory—II, p. 616.)

Actions and uses—In small doses, stimulant, expectorant and diuretic. It slows hearts beat and increases the flow of urine. It is excreted

by the bronchial, genito-urinary and gasto-intestinal secretions. In large doses, it is emetic and cathartic and in excessive doses a narcotic acrid poison, causing nausea, strangury or bloody urine, often suppression of urine, gastro enteritis followed by convulsion and paralysis of heart and death. As an expectorant it is given in chronic bronchitis, whooping cough, asthma croup and catarrhal affections; generally combined with ammonia, ipecacuanha asafetida and benzoin. In croup it is generally given with tartar emetic. It should never be given in the acute stage of inflammation of the lungs. As diuretic it is given with digitalis and salines, in asthenic form of cardiac dropsy when there is no fever, in rheumatism, calculous affections and skin diseases In these it is generally mixed with figs, anise, grape juice and honey. Syrup of squills is of great value in acute bronchitis where the sputum is tenaceous and scanty; also in chronic bronchitis associated with emphysema and in spasmodic croup (*R. N. Khory—II, p.* 616.)

নব্যমত—পলাণ্ডু অল্প মাত্রায় সেবন করিলে, উষ্ণ, কফনিঃসারক এবং মূত্রল। পলাণ্ডু সেবনে হৃদয়ের গতি মন্দীভূত হয় এবং বর্দ্ধিতভাবে প্রস্রাব নির্গত হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় বামক ও বিরেচক। অত্যধিক মাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা, মূত্রকৃচ্ছ্র, কিম্বা রক্তবর্ণ মূত্র নির্গম, কচিৎ মূত্ররোধ, অন্ত্রের প্রদাহ ও আক্ষেপ, হৃদয়ের কার্য্যশক্তির বিলোপ এবং মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। পলাণ্ডু, এমোনিয়া ইপিকাকুয়ানা, হিঙ্গু এবং বেঞ্জয়েন্ সহ, জীর্ণকাস, ঘুংড়িকাস, শ্বাস এবং অন্যান্য শ্লেষ্মরোগে কফনিঃসারকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্রুপে ইহা প্রায়ই "টার্টার এমিটিক্" সহ প্রয়োগ করা হয়। ফুপ্ফুস প্রদাহের তরুণাবস্থায়, পলাণ্ডু কদাচ ব্যবহার করিবে না। হৃদয়দৌর্ব্বল্যজাত শোথরোগে জ্বর না থাকিলে, বাত, অশ্মরী-শর্করাদিরোগ এবং চর্ম্মবিকারে, ডিজিটেলিশ্ এবং লবণ সহ পলাণ্ডু, মূত্রকারকরূপে ব্যবহার করিবে। এই সকল স্থলে পলাণ্ডু, প্রায়ই পক্ক যজ্ঞডুমুর, আঙ্গুরের রস এবং মধু সহ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তরুণ কাসরোগে যদি শ্লেষ্মা ভাবের মত ও অত্যল্প পরিমাণে নির্গত হয়, তাহা হইলে পলাণ্ডুর সিরাপ বিশেষ ফলপ্রদ। পুরাণ কাসে "এম্ফিসেমা" থাকিলে কিম্বা আক্ষেপমূলক ক্রূপ্ রোগেও ইহা প্রযোজ্য (আর, এন, ক্ষোরি ২য় খণ্ড ৬১৬ পৃঃ)।

पलाश—पलाशः।

पलाशः, किंशुकः। Butea frondosa.

व्यवहारज्ञापिका संज्ञा—"याज्ञिकः," "समिद्वरः"। परिचय-ज्ञापिका संज्ञा—"त्रिपर्णः" "वक्रपुष्पः" "रक्तपुष्पः"। गुणप्रकाशिका-संज्ञा—"वातपोथः" "बीजस्नेहः"।

वातपोथः क्रिमिघ्नश्च संग्राही दीपनः सरः। प्लीहगुल्मग्रहण्यर्शोवातश्लेष्म-विनाशनः। किंशुकस्यापि कुसुमं सुगन्धि मधुरञ्च यत्। बीजन्तु कटुकं स्निग्धमुष्णं क्रिमिवलासजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

पलाशस्तु कषायोष्णः क्रिमिदोषविनाशनः। तद्बीजं पामकण्डूतिदद्रुत्वग्दोष नाशकृत्। तस्य पुष्पञ्च शीतञ्च कण्डूकुष्ठार्त्तिनाशनम्। रक्तः पीतः सितो-नीलः कुसुमैस्तु विभज्यते। किंशुकेषु पलाश्येऽपि सितो विज्ञानदः स्मृतः। राजनिघण्टुः।

कषायः कटुकस्तिक्तः स्निग्धो गुदजरोगजित्। भग्नसन्धानकृद्दोषग्रहण्यर्शः-क्रिमीन् हरेत्। तत्पुष्पं स्वादु पाकेतु कटु तिक्तं कषायकम्। वातलं कफ-पित्तास्रकृच्छ्रजिद् ग्राहि शीतलम्। तड्दाहशमकं वातरक्तकुष्ठहरं परम्। फलं लघूष्णं मेहार्शःक्रिमिवातकफापहम्। विपाके कटुकं रूक्षं कुष्ठगुल्मोदरप्रणुत्। भावप्रकाशः।

पलाशमूलस्वरसो नेत्रच्छायान्ध्यपुष्पजित्। तद्बीजं क्रिमिविध्वंसि काकड़ो रसायने हितः। शोढलनिघण्टुः।

पलाशभवनिर्य्यासो याही च वपयेद्‌ध्रुवं। वश्वी शुक्रवाम् वावा०येत् खेदातिनिर्गमम्। आत्रेयसंहिता।

रक्तपित्ते—पलाशत्वक्—"पलाशवृत्वस्य रसेन सिद्धं। तस्येव कल्केन मधुद्रवेन। लिह्यादृघृतं * *" (चि: ४ च:)। अर्शःसु पलाशपत्रम्—"त्रिवृद्दन्तीपलाशानां * *। सुधष्टं यमके दद्याच्छाकं दधिसरायुतं" (चि: ८ च:)। (२) अतिसारे पलाशफलम्—"पलाशफलनिर्यूहं पयसा पाययेत तम्। ततोऽनुपाययेत् कोष्णं चीरमेव यथाबलम्। प्रवाहिते मले तेन प्रशाम्यत्युदरामयः" (चि: १० च:)। चरकः।

क्रमिषु पलाशवीजम् "पलाशवीजस्वरसं कल्कं वा तण्डुलाम्बुना" (उ: ५४ च:) सुश्रुतः।

रक्तपित्ते पलाशवल्कलम्—"पलाशवल्कलक्काथो सुशीतः शर्करान्वितः। पिवेद्वा मधुसर्पिर्भ्यां * *। (चि: २ च:)। वागभटः।

अर्शःसु: पलाशक्षारः—"वरोधगर्भं पलाशस्य त्रिगुणे भस्मवारिणि। साधितं पिवतः सर्पिः पतन्त्यर्शांस्यसंशयम्" (अर्श: चि:)। चक्रदत्तः।

रक्तगुल्मे पलाशक्षारः—"पलाशक्षारतोयेन सर्पिः सिद्धं पिवेच्च वा"। (गुल्मचि:)। (२) पुष्पाख्ये नेत्ररोगे- पलाशपुष्पम्—"पलाशपुष्पस्वरसै र्बहुशः परिभावितम्। करञ्जवीजं तद्वर्त्ति दृष्टेः पुष्पं विनाशयेत्" (म: ख: ४ भा:)। (३) वीर्य्यवत्तनयलाभार्थं पलाशपत्रम्—"पत्रमेकं पलाशस्य पिष्ट्वा दुग्धेन गर्भिणी। पीत्वा पुत्रमवाप्नोति वीर्यवन्तं न संशयः" (म: ख: ४ भा:)। भावप्रकाशः।

पित्ताभिष्यन्दे पलाशशोणितम्—"पालाशं शोणितं चाञ्जनार्थं * *" (नेत्ररोगाधि:)। (२) योनिगाढ़ीकरणार्थे पलाशफलम्—"पलाशो-

দুগ্ধবফেণং নিরতৈলসমন্বিতম্। মধুনা যোনি মালিপ্য গাঢ়ীকরণমুত্তমম্। (স্ত্রীরোগাধিঃ)। (২) বৃশ্চিকদংশনে পলাশবীজম্—"অর্কক্ষীরেণ সম্পিষ্টং বীজং পলাশজম্। বৃশ্চিকার্ত্তিং হরেৎ * *" (বিষাধিকাঃ)। বঙ্গসেনঃ।

পলাশের ভাষানাম—বাঃ—পলাশ গাছ। হিঃ—ঢাক, টেসু, কেসু, কাঙ্করিয়া। মঃ—পঠ্হস। গুঃ—খাখরো। কঃ—মুত্তলু। তৈঃ—মাতুকা চেট্টু। তাঃ—পরশন্। উঃ—পরাশু।

ব্যবহারজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"যাজ্ঞিক," "সমিদ্বর"। পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ত্রিপর্ণ," "বক্রপুষ্প," "রক্তপুষ্প"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"ক্ষারশ্রেষ্ঠ" "বীজস্নেহ"।

বর্ণন—পলাশবৃক্ষ উচ্চ হয়। কোচবিহারে যত্র তত্র পলাশবৃক্ষ নেত্রপথে পতিত হয়। রাঢ়ে কিন্তু ইহা এতাদৃশ সুলভ নহে। দুই চারিটী পল্লী অতিক্রম করিলে হয়ত একটী পলাশ তরু পথিকের নয়নগোচর হয়। পলাশ ত্রিপর্ণ—একটী বৃন্তে তিনটী পাতা। সাধারণবৃন্ত অতি দীর্ঘ। মধ্যস্থ পত্রের বৃন্ত, পার্শ্বস্থ পত্রদ্বয়ের বৃন্তাপেক্ষা দীর্ঘতর, মধ্যস্থ পত্র, কচিৎ কিঞ্চিৎ সগহ্বরাগ্র। পত্র বৃহৎ, অণ্ডগোলাকার পত্রোদর চিক্কণ, পত্রপৃষ্ঠ রোমাঞ্চিত। ইহার পত্র, শালপাতার মত দীর্ঘকাল কার্য্যোপযোগী থাকে। রাঢ়ে যেমন তালপাতার "পেকে" "টোকা" তৈয়ার করে, কোচবিহারের লোকে সেইরূপ পলাশ পাতার "ঝাঁপি" প্রস্তুত করে। প্রাবৃটের প্রথম বারিপাতে পলাশতরু নবপত্রে ভূষিত হয়। বসন্তে যখন পলাশতরু পুষ্পিত হয়, তখন বৃক্ষ পত্রবিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। পুষ্প ব্যাঘ্রনখবৎ বক্র। রাজনিঘণ্টুর মতে পুষ্পবর্ণভেদে পলাশ চারি প্রকার—রক্ত, পীত, শুভ্র, নীল। নিঘণ্টুকার যদিও ইহাকে "রক্তপুষ্প" বলিয়াছেন, তথাপি স্বরূপতঃ বলিতে গেলে কমলা লেবুর খোসার রঙে কিঞ্চিৎ লাল রঙ মিশাইলে যেমন বর্ণ হয়, পলাশ ফুলের বর্ণ তদ্রূপ। কালিদাস পলাশফুলকে "নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্" বলিয়া নিতান্ত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। পুষ্প অশ্বাগ পুষ্পদণ্ডে স্থিত পলাশফুলের কুণ্ড মখমলের মত কোমল, কৃষ্ণবর্ণ ঘনসন্নিবিষ্ট রোমে ব্যাপ্ত। শিম্বীধারী উদ্ভিদের ফুল যেমন হয় ইহারও ফুলের দল তদ্রূপ। পলাশের শিম্বি চ্যাপ্টা সিমের মত এবং পাৎলা। শিম্বির অগ্রভাগে, পাৎলা

কাগজের মত আবরণে আবৃত, একটীমাত্র বৃক্কাকৃতি বীজ থাকে। পলাশফুলের দলে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইতে পারে।

ঔষধার্থ ব্যবহার - ত্বক্, পত্র, পুষ্প, বীজ, শোণিত (নির্যাস)। মাত্রা—বীজ, ১—৩টা

বৈদ্যকে পলাশের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে পলাশত্বক্—পলাশত্বকের কাথ ও কল্ক দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত রক্তপিত্ত রোগী মধুসহ সেবন করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) অর্শে পলাশপত্র—কোমল পলাশপত্র একত্র মিশ্রিত তৈলঘৃতে ভাজিয়া দধির সরের সহিত অর্শোরোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) অতিসারে পলাশবীজ পলাশ বীজের কাথ, দুগ্ধের সহিত সেবন করাইয়া, পশ্চাৎ আরও দুগ্ধ পান করিতে দিবে। বিরেচনযোগ্য অতিসারে এই কাথ সেবন করাইলে, বিরেচন হইয়া, অতিসার নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১০ অঃ)।

সুশ্রুত—কৃমিরোগে পলাশবীজ—পলাশবীজের রস, কিম্বা উহা পেষণপূর্ব্বক, তণ্ডুলোদকের সহিত, কৃমিবিনাশার্থ পান করিবে, (উঃ ৫৪ অঃ)।

বাগ্‌ভট—রক্তপিত্তে পলাশবল্কল—পলাশত্বকের কাথ শীতল হইলে, চিনি কিম্বা মধুঘৃত যোগে পান করিবে। ইহা রক্তপিত্তে হিতকর—(চিঃ ২ অঃ)।

চক্রদত্ত—অর্শে পলাশক্ষার—ত্রিগুণ পলাশক্ষারোদক এবং ত্রিকটুকল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত অর্শোরোগীকে পান করাইলে, নিশ্চিত অর্শের বলি পতিত হয় (অর্শঃ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—রক্তগুল্মে পলাশক্ষার—পলাশক্ষারোদক দ্বারা বিপক্ক ঘৃত, গুল্মরোগগ্রস্তা নারী পান করিবে (গুল্ম চিঃ)। (২) পুষ্পনাম অক্ষিরোগে পলাশপুষ্প—ডহর করঞ্জার বীজ চূর্ণ করিয়া পলাশ পুষ্পের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি মধুতে, জলে বা ছাগীদুগ্ধে ঘর্ষণপূর্ব্বক, নয়নে প্রদান করিলে, পুষ্পনাম নয়নরোগ আরাম হয় (মঃ খঃ ৪ ভাঃ) (৩) বীর্য্যবান্ পুত্রলাভার্থ পলাশপত্র—গর্ভিনী গর্ভের প্রত্যঙ্গ ব্যক্তীভাবের পূর্ব্বে, দুগ্ধপিষ্ট একটী আর্দ্র পলাশপত্র পান করিলে, বীর্য্যবান্ পুত্র প্রসূত হয় (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

বঙ্গসেন—পিত্তাভিষ্যন্দে পলাশনির্য্যাস পিত্তাভিষ্যন্দরোগে, পলাশের নির্য্যাস (আঠা) অঞ্জনার্থ ব্যবহার করিবে (নেত্ররোগ চিঃ) (২) যোনিগাঢ়ীকরণার্থ পলাশ—পলাশবীজ ও উডুম্বরফল (যজ্ঞডুমুর) তিলতৈলসহ উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক মধুযোগে যোনিতে প্রলেপ দিলে

যোনির শিথিলতা নষ্ট হয় (স্ত্রীরোগাধিঃ)। (৩) বৃশ্চিকদংশনে পলাশবীজ—আকন্দের আঠার পলাশবীজ পেষণপূর্ব্বক লেপ দিলে বৃশ্চিক দংশন জন্য যাতনা নিবৃত্তি পায় (বিষাধিঃ)।

বক্তব্য—চরক, কুষ্ঠে পলাশনির্দ্দাহ রসের প্রয়োগ করিয়াছেন (সূঃ ৩ অঃ)। জ্বর-রোগীর দাহদাহ নিবারণার্থ পলাশপত্রের প্রলেপ হিতকর। বৃন্দ বলেন—"অম্লপিষ্টৈঃ সুশীতৈর্বা পলাশতরুজৈর্দ্দিহেৎ" (জ্বর চিঃ)।

Constituents.—The gum contains kino, tannic and gallic acids 50 p. c. mucilage and ash 2 p. c.; on dry distillation it yields pyrocatechin. The seeds contain a tasteless oil of a yellow colour; wax or fat 18 p. c. albuminoid, gum, glucose, organic acids, metarabic acid and phlobaphene, cellulose, ash 5 p., *(Materia Medica of India II, p. 195.)*

Actions and uses.—Leaves astringent and alterative used in diarrhœa, pyrosis, sweating of phthisis, diabetes, menorrhagia, worms and colic. A hot poultice made of leaves is used to disperse boils and pimples. The decoction is used as an injection into the rectum in diarrhœa dysentery, and into the vagina in leucorrhœa; also used as a gargle in sore throat and ulcers of the mouth. The seeds are aperient and anthelmintic, used with success in tape-worms and round-worms. A decoction of seeds and infusion of flowers is used with nitre as a diuretic in dysuria and in retention of urine. Externally the seeds are irritant and used with lime juice in dhobie's itch, ringworm, indolent ulcers and fistula. Gum.—A powerful astringent and a good substitute for kino and may be used for all the purposes for which kino is used. The natives use this gum, combined with rock salt and other astringents in pterygium and opacities of the Cornea. Flowers are also astringent and diuretic. Varalians of flowers are applied to the pubes in dysuria and retention of urine and to promote menses. (*Do, II, p.* 195.)

নব্যমত —পলাশের পত্র কষায় ও রসায়ন। ইহা, অতিসার, ক্রিমিশূল (Pyrosis), শোষের ঘর্ম, সোমরোগ, রক্তপ্রদর, ক্রিমি ও শূল রোগে সেবনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পত্রের উষ্ণ প্রলেপ দ্বারা ব্রণশোথ বিলীনতা প্রাপ্ত হয়। পত্রকাথ প্রস্তুত করিয়া উদরাময়, অতিসারে গুহ্যদেশে এবং প্রদরে যোনিতে পিচকারী দিবে এবং গলক্ষতে কিম্বা মুখক্ষতে, এই কাথের কবল করিতে দিবে। পলাশবীজ সর অর্থাৎ ঈষৎ রেচক এবং ক্রিমিনাশক। কেঁচোর মত এবং ফিতার মত ক্রিমি বিনষ্ট করিবার জন্য পলাশবীজ সেবন করাইয়া, ফল পাওয়া গিয়াছে। পলাশবীজের কাথ এবং ফুলের কাণ্ট সোরার সহিত মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগে সেবন

করাইলে, প্রস্রাব সহজে নির্গত হইয়া থাকে। পলাশবীজ লেবুর রসে পেষণপূর্ব্বক "বুরুককণ্ডু" (Dhobie's itch), দক্রু, বেদনাবিবর্জ্জিত ক্ষত এবং ভগন্দরে প্রলেপ দিবে। পলাশনির্য্যাস তীব্র সঙ্কোচক। ইহা "কাইন"র উত্তম প্রতিনিধি—যে যে পীড়ায় "কাইনো" ব্যবহৃত হয়, তত্তাবৎ ব্যাধিতেই ইহাও ব্যবহৃত হইতে পারে। এতদ্দেশীয় লোকে সৈন্ধবলবণ এবং অন্যান্য কষায় বস্তুসহ, অধিমাংসার্ম্ম এবং প্রথম পটলগত নেত্ররোগে (Pterygium and opacities of the cornea) পলাশ নির্য্যাস ব্যবহার করে। পলাশ পুষ্প, কষায় ও মূত্রকারক। বস্তিদেশে. পলাশপুষ্পের দল বিছাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে. মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত নিবৃত্তি পায় এবং আবর্ত্ত স্রাব বর্দ্ধিত করে (আর, এন কোরি ২য় খণ্ড ১২৫ পৃঃ)।

পাঠা—পাঠা।

পাঠা, অম্বষ্ঠা। Clypea hernendifolia, Cissampelos, **hexendra,** C. pareira.

পূর্ব্বাচার্য্যাক্তনবর্ণনম্—"পাঠা অবিদ্ধকর্ণী পাঢ় ইতি লোকে" (ভল্বণ: ৩৮ সু: আরগ্বধাদিগ: টী:)।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ত্রিশিরা" "অবিদ্ধকর্ণী" (অবিদ্ধোঽচ্ছিদ্রঃ পর্ণরূপঃ কর্ণোঽস্যাঃ) "বৃত্তপর্ণী"।

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"তিক্তপুষ্পা," "বরতিক্তা" "দীপনী"।

পাঠা তিক্তরসা বৃষ্যা বিষঘ্নী কুষ্ঠকণ্ডুনুৎ। হৃদ্বিস্ত্রীরোগজ্বরজিদ্দোষশমনী পরা॥ পাঠাঽতিসারশূলঘ্নী কফপিত্তজ্বরাপহা। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।**

পাঠা তিক্তা গুরুষ্ণা চ বাতপিত্তজ্বরাপহা। ভগ্নসন্ধানকৃৎ পিত্তদাহাতিসারশূলহৃৎ। **রাজনিঘণ্টুঃ।**

পাঠোষ্ণা কটুকা তীক্ষ্ণা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ। হন্তি শূলজ্বরচ্ছর্দিকুষ্ঠাতিসার-

हृद्रुजः॥ दाहकण्डूविषश्वासकृमिगुल्मगरव्रणान्। भावप्रकाशः।

पाठाऽतिसारशमनी लघ्वी दोषत्रयापहा। राजवल्लभः।

अर्शःसु पाठा—"दुष्पर्शकेन विल्वेन यमान्या नागरेन वा। एकैकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्यर्शसां रुजम्। (चि: ८ अ:)। चरकः।

लवणमेहे पाठा—"पाठाऽगरुकषायं लवणमेहिनां" (चि: ११ अ:)। (२) ग्रन्थीभूते शुक्रे पाठा—"ग्रन्थीभूते पिबेत् पाठाम्" (शा: २ अ:)। सुश्रुतः।

अर्शःकर्त्तृ वायोरनुलोम्याय पाठा—"पाठया—वा युतं तक्रं वातवर्चोऽनुलोमनम्" चि: ८ अ:)। वाग्भटः।

अन्तर्विद्रधौ पाठा—"शमयति पाठामूलं क्षौद्रयुतं तण्डुलाम्बुना-पीतम्। अन्तर्भूतविद्रधिमुत्थतमाश्वेव मनुजस्य च" (विद्रधिचि:)—(२) सुख-प्रसवार्थं पाठा—"पाठायास्तु शिफां योनौ या नारी सम्प्रधारयेत्। शिरःप्रसवकाले तु सा सुखेन प्रसूयते "(स्त्रीरोग चि:)। चक्रदत्तः।

अतिसारे पाठामूलम् "पाठां पिष्ट्वा च गोदध्ना *। अतिसारं वराथादाहं हन्तोरवाप्त न संशय:" (म: ख: १म: भा:)। भावप्रकाशः।

अतिसारे पाठापत्रम्—माहिषेन तु तक्रेण पाठापत्रं तथैव च" (अतिसाराधि:)। वङ्गसेनः।

পাঠার পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ত্রিশিরা," "বৃত্তপর্ণী"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"তিক্তপুষ্পা," "বরতিক্তা," দীপনী।

পাঠার ভাষানাম—বাঃ—আকনাদি, নিমুকা লতা। হিঃ—পাঢ়। মঃ—*হাড়মুঠি

গুঃ—কালী পাট, করেটী মূল। কঃ—পাঠা। তৈঃ—পাটচেট্টু। উঃ—পাকনবিন্ধি। কোচবি—টাকামুটী। আঃ—আকন্ বিন্ধি।

বর্ণন—পাঠা বৃক্ষাশ্রিতা লতা। কচিৎ বৃতিপ্রভৃতি আশ্রয়পূর্ব্বক প্রতান বিস্তার করে। লতা সূতার মত—অতি স্থূল হইলেও কণিষ্ঠাঙ্গুলির অধিক স্থূল হয় না। পত্রবৃন্ত পত্র-পৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে, বৃন্তসন্নিহিত পত্রাংশ অভিন্নও গোল এবং পত্রাগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। বৃন্ত-সন্নিকটে পত্রাংশ অচ্ছিদ্র বলিয়া পাঠার একটী নাম "অবিদ্ধকর্ণী"। অমরকোষের টীকাকার মুকুট অবিদ্ধকর্ণীর অর্থ লিখিয়াছেন "অবিদ্ধোঽচ্ছিদ্রঃ পর্ণরূপঃ কর্ণোঽস্যাঃ"। পাঠার পুষ্পদণ্ড সশাখ—পুষ্প অতি ক্ষুদ্র। বর্ষাকালে পুষ্পিত হয়। ফল সেয়াকুলের বা ভুট্টার দানার মত। এবম্প্রকার উদ্ভিদ্‌কে রাঢ়ও বঙ্গের বৈদ্যগণ পাঠা বলিয়া জানেন।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র ও মূল। মাত্রা—মূল ২—৪ আনা। পত্রকল্ক—৪—৮ আনা। মূলক্বাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে পাঠার ব্যবহার।

চরক—অর্শে পাঠা—দুরালভা, বেলশুঁঠ, যমানী কিম্বা শুঁঠের সহিত, পাঠামূলকল্ক সেবন করিলে, অর্শের যন্ত্রণা প্রশমিত হয় (চিঃ ৯ অঃ)।

সুশ্রুত—লবণমেহে পাঠা—যাহার লবণমেহ হইয়াছে তাহাকে, পাঠামূল ও অগুরুর ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) গ্রন্থীভূতে শুক্রে পাঠা—শুক্র গ্রন্থিতুল্য হইলে, পাঠামূলের ক্বাথ পান করাইবে (শাঃ ২ অঃ)।

বাগ্‌ভট—অর্শে বায়ুর অনুলোমার্থ পাঠা—পাঠামূলকল্ক, তক্রের সহিত পান করিলে, অর্শো রোগীর বায়ু সরল হয় এবং মল অনুলোমগতি প্রাপ্ত হয় (চিঃ ৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—অন্তর্বিদ্রধিতে পাঠা—অন্তর্বিদ্রধির অপক্বাবস্থায়, পাঠামূল মধুর সহিত উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক, তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে, অন্তর্বিদ্রধি বিলীনতা প্রাপ্ত হয় (বিদ্রধি চিঃ)। (২) সুখপ্রসবার্থ পাঠা—গর্ভস্থ শিশুর মাথা যোনির দিকে রহিয়াছে, অথচ যদি প্রসবে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে পাঠার মূল পেষণপূর্ব্বক, যোনিতে প্রলেপ দিলে, সুখে প্রসূত হয় (স্ত্রীরোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—অতিসারে পাঠা—গোদধির সহিত পাঠামূল পেষণপূর্ব্বক পান করিলে অতিসারের ব্যথাদাহ নিঃসংশয় প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ১ ভাঃ)।

বঙ্গসেন—অতিসারে পাঠাপত্র—মাহিষ তক্রের সহিত পাঠাপত্রকল্ক সেবন করিলে অতিসার প্রশমিত হয় (অতিসারাধিকারঃ)।

বক্তব্য—পূর্ব্বাচার্য্যলিখিত পাঠার পরিচয়াত্মিকা ব্যাখ্যা এবং নব্যগণ লিখিত বর্ণন ও চিত্র লইয়া আলোচনা করিলে, সংপ্রতি বৈদ্যগণ যে উদ্ভিদকে পাঠা বলিয়া ব্যবহার করিতেছেন, তাহা বস্তুতঃ পাঠা কিনা, এ বিষয়ে সংশয় জন্মে। নিঘণ্টুকার পাঠাকে "ত্রিশিরা" বলিয়াছেন। আমাদের বর্ণিত পাঠার পত্র, কাণ্ড বা ফলের কোনটীই "ত্রিশিরা" নহে। যে ডল্বণ পাঠাকে "অবিদ্ধকর্ণ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তিনিই উত্তর তন্ত্রের ৫১ অধ্যায়োক্ত "তালীশতামলক্যগ্রাজীবন্তীকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ" এই সৌশ্রুত পাঠ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "জীবন্তী পাঠাসমান পত্রা"। আমরা যাহাকে জীবন্তী বলিয়া ব্যবহার করি, তাহা "পাঠাসমানপত্রা" নহে। সুতরাং ডল্বণোক্তি আদৃত হইলে পাঠা বা জীবন্তীর পরিচয়ে সন্দেহ অনিবার্য্য। পাঠার লাটিন্ নাম নির্দ্দেশে, নব্যগণ পরস্পর বিসম্বাদী; ফ্লোরি "Cissampelos Pareira" নাম উদ্ভিদের সংস্কৃত নাম "অম্বষ্ঠা" এবং বাঙ্গালা নাম "আকনাদি" লিখিয়াছেন। ডিমক্ ড্রুরি প্রভৃতিরও এই মত। পক্ষান্তরে রক্সবর্গ প্রভৃতির মতে "Cissampelos hexandra"ই নিমুক লতা। ওয়াইট্ সাহেব "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টস্" (৩য় খণ্ড—৯৩৯পৃঃ) নাম পুস্তকে Clypea hernandifolia নাম দিয়া যে উদ্ভিদের চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন, রাঢ় ও বঙ্গের বৈদ্যগণ তাহাকেই আকনাদি বলিয়া ব্যবহার করেন। ফ্লোরি যাহাকে পাঠা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার বর্ণন পাঠ করিয়া, প্রতীতি জন্মে যে, উহা বঙ্গে ব্যবহৃত আকনাদি নহে। উহা ঘ্রাণে সুগন্ধি, অপিচ উহার স্বাদ চর্ব্বণ মাত্র স্বাদু ও পরে অতিতিক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে (ফ্লোরি ২য় খণ্ড ২৭ পৃঃ) কিন্তু অস্মদ্দেশে ব্যবহৃত পাঠা কিঞ্চিন্মাত্রও স্বাদু বা সুগন্ধি নহে, কেবল অতিতিক্ত।

এই বিবাদের মীমাংসা কি ? "বৈদ্যকে পাঠার ব্যবহার" বিষয়ে আমরা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই সমস্ত গুণ, Cissampelos Pareiraতে বিদ্যমান আছে কি C. Hexandraতে আছে দেখিতে হইবে। সুতরাং বিবাদের মীমাংসা ব্যবহারমূলক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে। অর্থাৎ পাঠার পরিচয়, কেবল স্বরূপলিঙ্গের দ্বারা নির্দ্ধারণ না করিয়া কর্ম্মাখ্যলিঙ্গ—সহকৃত স্বরূপলিঙ্গদ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমরা পরিচয়বিষয়ক বক্তব্য শেষ করিলাম। আশা করি অনুসন্ধিৎসুগণ উদাসীন থাকিবেন না।

Constituents.—of *Cissampelos Pareira*—Cissampeline or Pelosine, ½ p.c. in the root. It is identical with bebeerine.

Action and uses.—of *C. Pareira*—Bitter tonic, diuretic and antilithic given in Chronic Cystitis, fever and in diarrhœa. The powdered root is dusted over ulcers with benefit (*Materia Medica of India—R. N. Khory—II. p. 27*.

নব্যমত—পাঠা, তিক্তবল্য, মূত্রকারক এবং অশ্মরী প্রতিষেধক। ইহা, মূত্রাশয়ের পুরাণপ্রদাহ, জ্বর এবং অতিসারে প্রযোজ্য। মূলচূর্ণ দ্বারা ক্ষত অবধূলিত করিলে ফল লাভ হয় (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি—২য় খণ্ড ২৭ পৃঃ)

পারিভদ্র—पारिभद्रः।

पारिभद्रः, पारिजातः, पालिधा। Erythrina Indica, E. Corallodendron.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"कण्टकी" "कण्टकिंशुकः" "रक्तकुसुमः", "रक्तकेसरः", "बहुपुष्पः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—क्रमिघ्नः।

पारिभद्रः कटूष्णः स्यात् कफवातनिकृन्तनः। चरोचकहरः पथ्यो दीपनश्चापि कीर्त्तितः। राजनिघण्टुः।

पारिभद्रोऽनिलश्लेष्मशोथमेदःक्रमिप्रणुत्। तत्पत्रं पित्तरोगघ्नं कर्णव्याधि-विनाशनम्। भावप्रकाशः।

परिभद्रोऽनिलश्लेष्मशोथमेदःक्रमीन्जयेत्। राजवल्लभः।

उदकमेहे पारिभद्रः—"उदकमेहिनं पारिजातकषायं पाययेत्"(चिः ११ अः)। (२) पूतनाप्रतिषेधे पारिभद्रः—" * * पारिभद्रकः। * * बालानां परिषेचने" (उः ३२ अः)। (३) क्रमिषु पारिभद्रप्रयोगम्—पारिभद्रकपत्राणां क्षौद्रेण स्वरसं पिबेत्" (उः ५४ अः)। सुश्रुतः।

অধোগে অম্লপিত্তে পারিভদ্রঃ—পারিভদ্রদলানীতি আমলক্যাঃ ফলানি চ। ক্বাথপানং প্রযোক্তব্যমম্লপিত্তং ব্যপোহতি (চিঃ ২৫ অঃ)। হারীতঃ।

অববাহুকে পারিভদ্রঃ—"অথ পারিভদ্রাৎ *। স্বরসং পিবেদ্বা "(বাতব্যাধি চিঃ)। (২) কর্ণশূলনাশিমূলে পারিভদ্রঃ—"বল্কলং পারিজাতস্য তৈলং কাঞ্জিক সংযুতম্। কর্ণশূলনাশিমূলঘ্নং নবম্নং কুলিমং যথা (নেত্র চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

পারিভদ্রের ভাষানাম—বাঃ—পালতে মাদার, চোর পালতে। হিঃ—ফরহদ। মঃ—পানরো। গুঃ—পাণ্ডেরবো। কঃ—হবিবাল। তৈঃ—মুল্লমোতিচেট্টু, মোদুগু। দ্রাঃ—পল্লীর। ত'ঃ—মুরাক।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"কণ্টকী" "কণ্টকিংশুক", "রক্তকেসর" "বহুপুষ্প"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কৃমিঘ্ন"।

বর্ণন—পারিভদ্র ৬—১২ হাত উচ্চ বৃক্ষ। কাণ্ড ও শাখা কণ্টকিত। ত্রিপত্র—সাধারণবৃন্ত দীর্ঘ, মধ্যস্থ পত্র পার্শ্বস্থ পত্রদ্বয়াপেক্ষা চৌড়া এবং ইহার বৃন্তও দীর্ঘতর। পত্র মসৃণ পত্রপ্রান্ত অখণ্ড। পুষ্প লোহিতবর্ণ, অশাখ পুষ্পদণ্ডের চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক স্থিত। শাখাগ্রে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। কুণ্ড অসিফলকবৎ—এতদভ্যন্তরে শিশুপুষ্প সুরক্ষিত থাকে। পুষ্পের দল শিম্ববারী উদ্ভিদের মত—ইহার মধ্যে কোন কোনটী অতিক্ষুদ্র এবং কিঞ্চিৎ শ্বেতাভ। মাঘ ফাল্গুনে বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া থাকে। পুষ্পিতাবস্থায় বৃক্ষ পত্রশূন্য বা বিরলপত্র হয়। শিম্বির ভিতর বীজ থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্, পত্র। ত্বক্কাথ—৫—১০ তোলা। পত্র স্বরস ½—২ তোলা।

বৈদ্যকে পারিভদ্রের ব্যবহার।

সুশ্রুত—উদকমেহে পারিভদ্র—যাহার উদক মেহ হইয়াছে তাহাকে, পারিভদ্র মূলত্বকের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) পূতনাগ্রহ প্রতিষেধে পারিভদ্র—শিশু পূতনাগ্রস্ত হইলে তাহাকে পারিভদ্র মূলের ক্বাথে স্নান করাইবে (উঃ ৩২ অঃ)। (৩)

ক্রিমিরোগে পারিভদ্র পত্র—পালিতে মাদারের পাতার রস, মধুর সহিত, ক্রিমিরোগীকে পান করাইবে (উঃ ৫৪ অঃ)।

হারীত—অধোগে অম্লপিত্ত রোগে পারিভদ্র পত্র—অধোগ অম্লপিত্ত রোগে বিরেচনার্থ পারিভদ্র পত্র এবং আমলকীর ক্বাথ পান করিবে (চিঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—অববাহুক রোগে পারিভদ্র—পারিভদ্র মূলত্বকের রস কিম্বা ক্বাথ নাসিকা দ্বারা এক মাস পান করিলে, অববাহুক রোগীর বাহু বজ্রের মত দৃঢ় হয় (বাতব্যাধি চিঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে পারিভদ্রের উল্লেখ নাই। চরকোক্ত "দশেমানি"র মধ্যে পারিভদ্র পঠিত হয় নাই। অথবা আমরা যতদূর অন্বেষণ করিয়াছি তদনুসারে বলিতে পারি, চরকে পারিভদ্রের নাম নাই।

Constituents.—The bark contains two resins and a bitter alkaloid erytherine. *(R. N. Khory II. p. 212.)*

Actions and uses.—The leaves are alterative, laxative, diuretic, galactagogue and emmenagogue used in syphilis, fevers, amenorrhœa &c. With cocoanut milk they are used as galactagogue. The bark is astringent and tonic and given in dysentry fevers &c. The leaves made hot (varalians) are applied to disperse buboes. Erytherine has actions antagonistic to those of strychnine, and may be used as an antidote. (Do II. p. 212)

নব্যমত—পালিধার পত্র, রসায়ন, মূত্রভেদক, মূত্রকারক এবং স্তন্য ও আর্ত্তব প্রবর্ত্তক। ইহা ফিরঙ্গরোগও জ্বরে ব্যবহৃত হয়। পালিধাপত্র, আর্ত্তব প্রবর্ত্তক এবং আর্ত্তব স্রাববর্দ্ধক বলিয়া, যে সকল নারী নষ্টপুষ্পা অর্থাৎ অধিক বয়সেও যাহাদের ঋতু হয় নাই, কিম্বা আগু ঋতু হইয়া যাহাদের ঋতু বন্ধ আছে, বা যাহাদের আর্ত্তব অল্পপরিমাণে কষ্টের সহিত নির্গত হয়, এতদুভয়ের পক্ষেই প্রশস্ত। পালিধাপত্র, নারিকেল দুগ্ধের সহিত স্তন্যবর্দ্ধকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পালিধা ত্বক্, কষায় ও বলকারক—ইহা জ্বর আমরক্তাতিসার ও জ্বরাদি রোগে ব্যবহৃত হয়। পালিধাপত্র গরম করিয়া "বাগির" উপর স্থাপন করিলে, "বাগির" শোথ বিলীন হইয়া যায়। পালিধার অন্যতম উপাদানের নাম "ইরিথিরাইন"। ইহা ষ্ট্রীক্‌নাইন্ বিষের অগদ (Antidote) স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। (আর, এন, খোরি, ২য় খণ্ড ২১২ পৃঃ)।

पिप्पली—पिप्पली।

पिप्पली, मागधी, कृष्णा, उपकुल्या, कणा, वैदेही। Chadica Roxburghii, Piper longum, p. officinarum.

पिप्पली कटुका स्वादु हिमा स्निग्धा त्रिदोषजित्। तृड्ज्वरोदरजन्तुघ्न—नाशनी च रसायनी। मूलगुणाः—कटूष्णं पिप्पलीमूलं श्लेष्मसंघातनाशनम्। वातोच्छित्तिकरं हन्ति कृमीन् वह्निप्रदीप्तिकृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

पिप्पली त्वरसा वृष्या स्निग्धोष्णा कटुतिक्तका दीपनी मारुतश्वासकास श्लेष्मक्षयापहा। मूलगुणाः—कटूष्णं पिप्पलीमूलं श्लेष्मकृमिविनाशनम्। दीपनं वातरोगघ्नं रोचनं पित्तकोपनम्। राजनिघण्टुः।

पिप्पली दीपनी वृष्या स्वादुपाका रसायनी। अनुष्णा कटुका स्निग्धा वातश्लेष्महरी लघुः। पिप्पली रेचनी हन्ति श्वासकासोदरज्वरान् कुष्ठप्रमेहगुल्मार्शः-प्लीहशूलाममारुतान्। आर्द्रा कफप्रदा स्निग्धा शीतला मधुरा गुरुः। पित्त-प्रशमनी सा तु शुष्का पित्तप्रकोपिनी। पिप्पली मधुसंयुक्ता मेदःकफविनाशिनी। श्वासकासज्वरहरा वृष्या मेधाग्निवर्द्धिनी। जीर्णज्वरेऽग्निमान्द्ये च शस्यते गुड़-पिप्पली कासाऽजीर्णारुचिश्वासहृत् पाण्डुकृमिरोगनुत्। द्विगुणः पिप्पलीचूर्णाद्गुड़ोऽत्रभिषजां मतः। मूलगुणाः—दीपनं पिप्पलीमूलं कटूष्णं पाचनं लघु। रूक्षं पित्तकरं भेदि कफवातोदरापहम्। आनाहप्लीहगुल्मघ्नं कृमिश्वासक्षयापहम्। भावप्रकाशः॥ भेदनं पिप्पलीमूलं दीपनं कफनाशनम्। राजवल्लभः।

कासे पिप्पली—"अथवा पिप्पलीकल्कं घृतभृष्टं ससैन्धवम्" (चिः २२)। चरकः।

वातशोणिते पिप्पली—"* पिप्पली वा क्षीरपिष्टा वारिपिष्टा वा पञ्चाभिवृद्धया दशाभिवृद्धया वा पिबेत् क्षीरौदनाहारो दशरात्रं। भूयश्चापकर्षयेदेवं यावत् पञ्चदशचेति। तदेतत् पिप्पलीवर्द्धमानकं वातशोणितविषमज्वरारोचक पाण्डुरोगप्लीहोदरार्शःकासश्वासशोफशोषाग्निसादहृद्रोगोदराण्यपहन्ति" (चि: ५ अ:)। (२) **अर्शःसु** पिप्पली पिप्पलीमूलञ्च—पिप्पली "पिप्पलीमूल * * पूर्व्ववदेव, निरशोवा तक्रमहरहर्मासमुपसेवेत" (चि: ६ अ:)। (३) **क्रिमिषु** पिप्पलीमूलम्—"पिबेद्वा पिप्पलीमूलमजामूत्रेण संयुतम्" (उ: ५४ अ:)।

कफजकासे पिप्पली—"तैलभृष्टाञ्चवेदेहीकल्काञ्च ससितोपलं। पाययेत् कफकासघ्नं कुलत्थसलिलाप्लुतम्" (चि: ३ अ:)। (२) **प्रवाहिकायां** पिप्पली—"पिप्पल्याः पिबतः सूक्ष्मं रजो मरिचजञ्च वा चिरकालानुबद्धाऽपि नश्यताशु प्रवाहिका" (चि: ८ अ:)। **वाग्भटः।**

श्लेष्मज्वरे पिप्पली—"क्षौद्रेण पिप्पलीचूर्णं लिह्यात् श्लेष्मज्वरापहम्। प्लीहानाहविवन्धाग्निकासश्वासविमर्द्दनम्" (चि: ३ अ:)। (२) **कासादौ** पिप्पली—"कासजीर्णे श्वासक्षतपाण्डुरोगे। मन्देवाग्नौ कामलाऽरोचके च। तेषां ग्रस्तं पिप्पली स्याद्गुड़ेन। हन्त्याबृषाम् जीर्णमाद्यं ज्वरञ्च" (चि: २ अ:)। (३) **स्तन्यवर्द्धनार्थं** पिप्पलीमूलम्—"मरिचं पिप्पलीमूलं क्षीरं क्षीरविवृद्धये" चि: ५२ अ:)। **हारीतः।**

वातश्लेष्मज्वरे पिप्पली—"पिप्पलीभिः शृतं तोय मनभिष्यन्दि दीपनम्। वातश्लेष्मविकारघ्नं प्लीहज्वरविनाशनम्" (ज्वर चि:)। (२) **रक्तपित्ते** पिप्पली—"वासकस्वरसे * * समधा परिभाविता। क्षण्णा वा मधुना लीढ़ा रक्तपित्तं द्रुतं जयेत्" (रक्तपित्त चि:) (३) **ऊरुस्तम्भे** पिप्पली—" * पिप्पलीमध

नागरम्। ऊरुस्तम्भे पिबेन्मूत्रैर्दशमूलीरसेन वा" (ऊरुस्तम्भ चि:)। (४) शोथे पिप्पली—"* वेष्येत पिप्पली वा पयोऽन्विता (शोथ चि:)। (५) अम्लपित्ते पिप्पली—"पिप्पली मधुसंयुक्ता चाम्लपित्तविनाशिनी "(अम्लपित्त चि:) चक्रदत्त:।

प्लीह्नि पिप्पली—"तथा दुग्धेन पातव्या: पिप्पल्य: प्लीहशान्तये" (म: ख: २ भा:)। (२) गृध्रस्यां पिप्पली—"गोमूत्रैरण्डतैलाभ्यां कृष्णाचूर्णं पिबेन्नर:। दीर्घकालोत्थितां हन्ति गृध्रसीं कफवातजाम्। भावप्रकाश:।

निद्रानाशे पिप्पलीमूलम् गुडं पिप्पलीमूलस्य चूर्णेनालोडितं लिहन्। चिरादपि च सम्नष्टां निद्रामाप्नोति मानव:" (ज्वराधिकार:)। (२) परिणाम-शूले पिप्पली—'क्वाथेन कल्केन च पिप्पलीनाम्। सिद्धं घृतं माक्षिकसम्प्रयुक्तम्। क्षीरानुपानं विनिहन्त्यवश्यम्। शूलं प्रवृद्धं परिणामसंज्ञम्" (परिणामशूलाधि:)। हारीत:।

পিপ্পলীর ভাষানাম—বাঃ—পিপুল। হিঃ—পীপর্। মঃ—পিম্পঠ্ঠী। গুঃ—লিণ্ডী পীপল্। কঃ—হিপ্পলী। তৈঃ—পিপ্পল্। তাঃ—পিপ্পিলী। বঃ—বঙ্গালি পিম্পরিং। ফাঃ—পিল্ পিল্ দরাজ্। অঃ—ডারফিল্। কোচ বঃ—পিপ্ লী।

পিপ্পলীর ভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে চারি প্রকার পিপ্পলীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়—পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, সৈংহলী ও বনপিপ্পলী। পিপ্পলীর একটী নাম "মাগধী"। যে পিপুল মগধদেশে (দক্ষিণ বেহার) জন্মে ত নিঘণ্টকার তাহাকেই পিপ্পলী বলিয়াছেন। "তস্যাঃ (চবিকায়াঃ) ফলং বিনির্দ্দিষ্টং শ্রেয়সী গজপিপ্পলী" এই ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টূক্তি পাঠ করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে—গজপিপ্পলী চবিকার (চৈএর) ফল। ডিমক্ বলেন য়ুরোপের বাজারে যাহা পিপ্পলী বলিয়া পরিচিত, তাহা এতদ্দেশীয় পিপ্পলী অপেক্ষা লম্বা মোটা এবং বেশী

ঝাল,পিপুলের অগ্রভাগ যেমন ক্রমশঃ ক্ষীণ দেখায়, ইহা তদ্রূপ নহে,আগাগোড়া গোল ও মোটা। তবে অগ্রভাগ অতি সামান্ত সরু বলিয়া বোধ হয়। ইহার বর্ণ কৃষ্ণানুবিদ্ধ শ্বেত, মনে হয় যেন কোন শুভ্রচূর্ণ পিপুলটীতে মাখাইয়া লওয়া হইয়াছে। ডিমকের মতে ইহাই গজপিপ্‌পলী। লোকে যাহাকে জাহাজী পিপুল বলে অর্থাৎ যে পিপুল সিঙ্গাপুর এবং জাঞ্জিবর হইতে আনীত হয়, তাহাই নিঘণ্টুক্ত সৈংহলী পিপুল। আর বঙ্গদেশে গৃহস্থের গৃহে গৃহে পালিত বা অযত্নসম্ভূত যে ক্ষীণ, হ্রস্ব, অল্প ঝাল, পিপুল জন্মে তাহারই নাম বনপিপ্‌পলী।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, ফল।

বৈদ্যকে পিপ্পলীর ব্যবহার।

চরক—কাসে পিপ্পলী—পিষ্ট পিপ্পলী ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধবলবণ সহ কাসরোগী সেবন করিবে (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত—বাতরক্তে পিপ্পলী—বিধিপূর্ব্বক মাত্রা বাড়াইয়া কমাইয়া, পিপ্পলী সেবন করিলে, বাতরক্ত, বিষমজ্বরাদি পীড়া প্রশমিত হয়। ঔষধ সেবনকালে কেবল দুগ্ধ ও অন্ন ভোজন করিতে হইবে (চিঃ ৫ অঃ) (২) অর্শে পিপ্পলী বা পিপ্‌পলীমূল—পিপ্পলী কিম্বা পিপ্‌পলীমূল পেষণ পূর্ব্বক, একটী মৃৎকলসীর অভ্যন্তর লিপ্ত করিয়া ঐ কলসীতে দুগ্ধ স্থাপনপূর্ব্বক দধি প্রস্তুত হইলে, অর্শোরোগী সেই দধির তক্র, পথ্যের সহিত সেবন করিবে, কিম্বা অন্নাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক এক মাস কেবল ঐ তক্র পান করিবে (চিঃ ৬ অঃ) ক্রিমি রোগে পিপ্পলী মূল—ক্রিমিরোগী, পিপ্পলীমূল ছাগীমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (উঃ ৫৪ অঃ)।

বাগ্‌ভট—কফজকাসে পিপ্পলী—পিপুলের কল্ক, তিল তৈলে ভাজিয়া, মিছরির সহিত, কুলত্থ কলায়ের ক্বাথে আপ্লুত করিয়া পান করিবে (চিঃ ৩ অঃ) (২) প্রবাহিকায় পিপ্পলী—পিপুল কিম্বা মরিচের সূক্ষ্ম চূর্ণ সেবন করিলে, প্রবাহিকা নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৯ অঃ)।

হারীত—শ্লেষ্মজ্বরে পিপ্পলী—মধুর সহিত পিপ্পলী চূর্ণ সেবন করিবে। ইহা শ্লেষ্ম-জ্বরঘ্ন। (২) কাসাদি রোগে পিপ্পলী—গুড়ের সহিত পিপ্পলী সেবনে, কাস, অজীর্ণ, শ্বাস হৃদ্রোগ, পাণ্ডু,অগ্নিমান্দ্য,কামলা,অরোচক এবং জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়(চিঃ ২ অঃ)। (৩) প্রসূতির স্তন্যবর্দ্ধনার্থ পিপ্পলী—মরিচ ও পিপুলমূল, দুগ্ধ সহ সেবন করিলে, স্তনদুগ্ধ বর্দ্ধিত হয় (চিঃ ৫২ অঃ)।

চক্রদত্ত—বাতশ্লেষ্ম জ্বরে পিপ্পলী—পিপ্পলীর কাথ কফনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মজ্বর ও প্লীহজ্বর নাশক (জ্বর চিঃ)। (২) রক্তপিত্তে পিপ্পলী—বাসক পত্র স্বরসে পিপ্পলী চূর্ণ ৭ বার ভাবনা দিয়া মধু যোগে সেব্য। ইহা রক্তপিত্তে হিতকর (রক্তপিত্ত চিঃ)। (৩) উরুস্তম্ভে পিপ্পলী—গোমূত্র কিম্বা দশমূলের কাথের সহিত উরুস্তম্ভ রোগী পিপ্পলীকল্ক পান করিবে (উরুস্তম্ভ চিঃ)। (৪) শোথে পিপ্পলী—শোথরোগী দুগ্ধের সহিত পিপ্পলী চূর্ণ সেবন করিবে (শোথ চিঃ)। (৫) অম্লপিত্তে পিপ্পলী—মধুর সহ পিপ্পলী সেবন করিলে অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয় (অম্লপিত্ত চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—প্লীহায় পিপ্পলী—প্লীহবিবৃদ্ধি শান্তির জন্য দুগ্ধের সহিত পিপ্পলী চূর্ণ পান করিবে (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)। গৃধ্রসীতে পিপ্পলী—গোমূত্র ও এরণ্ড তৈল যোগে পিপ্পলী পান করিলে, দীর্ঘকালের গৃধ্রসী নাম কফবাতজ বাতব্যাধি প্রশমিত হয় (বাতব্যাধি চিঃ)।

বঙ্গসেন—নিদ্রানাশে পিপ্পলীমূল—গুড়ের সহিত পিপুলমূল চূর্ণ সেবন করিলে, অনিদ্র রোগীর নিদ্রালাভ হয় (জ্বর চিঃ)। (২) পরিণামশূলে পিপ্পলী—পিপুলের কাথ ও কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। এই ঘৃত পানান্তে দুগ্ধ পান করিলে, পরিণামশূল নিশ্চিত প্রশমিত হয় (পরিণামশূল চিঃ।

Constituents.—Resin, volatile oil, starch, gum fatty oil, inorganic matter and an alkaloid. (*R. N. Khory*—II. p. 519.)

Actions and uses.—Stimulant, Carminative laxative and alterative; given in chest affections, Dyspepsia, Chronic Cough, enlargement of the spleen and other abdominal viscera, gout, lumbago, &c; as a resolvent they are useful in relieving the symptoms due to obstructions of the liver and spleen. With *pakhanabheda* a paste of them is applied to the breasts as a lactagogue (Do—II. p. 519.)

নব্যমত—পিপ্পলী, উষ্ণ বায়ুনাশক, মৃদুরেচক ও রসায়ন। ইহা, কাস, গ্রহণী, পুরাণ কফরোগ, প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধি, আমবাত, কটীবাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। পাষাণভেদ সহ স্তনে ইহার প্রলেপ দিলে, স্তনে অধিক পরিমাণে স্তন্য সঞ্চিত হয় (আর, এন, কোরি—২য় খণ্ড ৫১৯ পৃঃ)।

पियाल—पियालः।

पि(प्रि)यालः चारः। Buchanania Latifolia, Chirongia Sapida, Spondias Elliptica.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"बहुलवल्कलः" "स्नेहबीजः" "भद्रबीजः"।

चारस्य च फलं पक्वं दृष्यं शीतगाढकं गुरु। तद्बीजं मधुरं दृष्यं पित्त-दाहार्त्तिनाशनम्। **राजनिघण्टुः।**

वातपित्तहरं दृष्यं पियालं गुरु शीतलम्। चारस्य च फलं पक्वं स्वादम्लं दुर्जरं प्रियम्। चारमज्जा समधुरा दृष्या पित्तानिलापहा। **धन्वन्तरीय-निघण्टुः।**

चारः पित्तकफास्रघ्नस्तत्फलं मधुरं गुरु। स्निग्धं सरं मरुत्पित्तदाह-ज्वरतृष्णापहम्। पियालमज्जा मधुरो दृष्यः पित्तानिलापहः हृद्योऽति दुर्जरः स्निग्धो विष्टम्भी चामवर्द्धनः। **भावप्रकाशः।**

रक्तातिसारे पियालत्वक्—"शल्लकीवदरीजम्बूपियालाम्रार्ज्जुनत्वचः। पीताः क्षीरेण मध्वाढ्याः पृथक् शोणितनाशनाः" (अतिसारे चिः)। **चक्रदत्तः।**

रक्तपित्ते पियालः—"* पियालमधुकेन वा। * रक्तजित् साधितं पयः" (मः खः २ भाः)। **भावप्रकाशः।**

পিয়ালের ভাষানাম—বাঃ পিয়াল। হিঃ—চিরৌঁজি। মঃ—চারোঠ়ী। গুঃ—চারোলী। কঃ—চারবীজ। তৈঃ—সারুপপু। তৈঃ—কাটমরা। উঃ—চরু। ফাঃ—বুকুলে খাজাঃ। অঃ—হবুস্‌সমানাঃ।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"বহুল বল্কল", "স্নেহবীজ" "ভক্ষ্যবীজ"।

বর্ণন—পিয়ালবৃক্ষ দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বতবহুল প্রদেশে জন্মে। পিয়ালের গুঁড়ি সোজা, মোটা এবং অতি উচ্চ হয়। বহু শাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত থাকে। পাতা ১০।১১ আঙুল দীর্ঘ এবং ৬।৭ আঙুল চৌড়া। পাতার গঠনশক্ত, চারু মসৃণ; পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, পত্রোদর কর্কশ, পত্রপৃষ্ঠ কোমল। পত্রবৃন্ত হ্রস্ব। শাখাগ্রভাগে ফুল হয়—বহুসংখ্যক পুষ্প প্রসব করে—পুষ্প শ্বেতাভ হরিদ্বর্ণ, ক্ষুদ্র। ফল, পাকিলে কাল হয়। বীজের খোসা বাদামের খোসার মত কঠিন।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্, ফল, বীজশস্য।

বৈদ্যকে পিয়ালের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—রক্তাতিসারে পিয়ালত্বক্—ছাগীর দুগ্ধে পিয়ালের ছাল পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, রক্তাতিসারের রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—রক্তপিত্তে পিয়াল—ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত পিয়ালের ফলের ক্বাথ রক্তপিত্তজিৎ (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

বক্তব্য—চরক বলিয়াছেন "পিয়াল মেষাং (বাতামাভিষুকাদীনাং) সদৃশং বিদ্যা দৌষ্ণং বিনা গুণৈঃ "(সূঃ ২৭ অঃ)। সুশ্রুত লিখিয়াছেন—"বাতপিত্তহরং বৃষ্যং পিয়ালং গুরু শীতলং (সূঃ ৪৬ অঃ)। চরক, বাতরক্তের প্রলেপে পিয়াল ব্যবহার করিয়াছেন—"উক্তে শতাহ্বে মধুকং মধুকং। বলাং পিয়ালঞ্চ কশেরুকঞ্চ (সূঃ ৩ অঃ) সুশ্রুত, ন্যগ্রোধাদিবর্গে পিয়াল পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—Albuminoids 28 p. c., mucilage 2.5 p. c., oil 58 p. c., and fibre and ash 3.5 p. c. The expressed oil is straw coloured of a sweet taste and limpid. It congeals into a white semisolid mass at a low temperature. *(Materia Medica of India—R. N. Khory II. p. 163).*

Actions and uses.—Demulcent, nutritive and expectorant, given in Cough and in general debility. The oil is used as an application for baldness. (Do).

নব্যমত—স্নিগ্ধ, পোষক, কফনিঃসারক। কফরোগ ও দৌর্ব্বল্যে প্রয়োজ্য। ইহার তৈল টাক রোগে অভ্যঙ্গার্থ ব্যবহৃত হয় (আর, এন, চোপ্রি ২য় খণ্ড ১৬৩ পৃঃ।

পীলু—পীলুঃ।

पीलुः। Salvadora persica, S. Indica, S. wightiana, S. oleoides.

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"गुड़फलः" "विरेचनफलः"।

रक्तपित्तहरः पीलुः फलं स्वादु विपाकि च। अर्शोघ्नं वस्तिशमनं सक्षेढं कफवातजित्। पीलुजं च रसं स्वादु गुल्मार्शोघ्नं तु तीक्ष्णकम्। धन्वन्तरीय-निघण्टुः।

महाद्रः कटुकः पीलुः कषायो मधुराम्लकः। सरः स्वादुश्च गुल्मार्शःशमनो दीपनः परः। मधुरस्तु राजपीलुर्वृष्यो विषविनाशनः। पित्तप्रशमनो रुच्य आमघ्नो दीपनीयकः। राजनिघण्टुः।

पीलु श्लेष्मसमीरघ्नं पित्तलं भेदि गुल्मनुत्। स्वादुतिक्तञ्च यत् पीलु तन्नात्युष्णं त्रिदोषहृत्। भावप्रकाशः।

মদাত্যয়স্য পিপাসায়াং পীলু—"পরূষকানাং পীলুনাং রসং *"। (চিঃ ১২ অঃ)। (২) **অনাহে** পীলু—পীলুকল্কোপসিদ্ধং বা ঘৃতমানাহভেদনম্" (চিঃ ১৮ অঃ)। **চরকঃ।**

গুল্মে পীলু—"এবং পীলুনি পিষ্টানি পিবেত্ সলবণানি তু" (উঃ ৪২ অঃ)। **সুশ্রুতঃ।**

অর্শঃসু পীলুফলানি—"* তক্রানুপানানি খাদেত্ পীলুফলানি (চিঃ ৮ অঃ)। **বাগ্ভটঃ।**

পীলুর ভাষানাম—পৃথক্ বাঙ্লা ও হিন্দি নাম নাই। মঃ—থোর পিলু, কিকলেচা বৃক্ষ। গুঃ—খারীজাল্য। কঃ—মিরিয়ে উগনি। তৈঃ—গোলুগুচেট্টু। তাঃ—কোহু। ফাঃ—দরখ্তে মিস্বাক্। অঃ—উরাক্।

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"গুড়ফল," "বিরেচনফল"।

বর্ণন—**পীলুবৃক্ষ** "ঝাঁপড়ি", বহুশাখ। কাণ্ড কর্কশ এবং বিদীর্ণ হইয়া থাকে। পত্রের পৃষ্ঠ ও উদর চিক্কণ, পত্র সিরাপ্রতান বর্জ্জিত, সরু ও লম্বা। পুষ্প—অশাখ পুষ্প-দণ্ডস্থিত, ক্ষুদ্র হরিদ্রাভ পীতবর্ণ এবং বহু সংখ্যক। ফল—অতি ক্ষুদ্র—এমনকি পিপুলের দানা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর, রক্তবর্ণ ও রসপূর্ণ এবং তীব্র সুগন্ধি। মূলের ত্বক্ পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ফোস্কা পড়ে। পক্ক পীলু ফল খাদ্য, লোকে খাইয়া থাকে। কবি বলিয়াছেন—"ধন্যাঃ সূক্ষ্মফলা অপি প্রিয়তমাস্তে পীলুবৃক্ষাঃ ক্ষিতৌ। ক্ষুংক্ষীণেন জনেন হি প্রতিদিনং যেষাং ফলং ভুজ্যতে। কিং তৈরত্র মহাফলৈরপি পুনঃ কল্পদ্রুমাদ্যৈর্দ্রুমৈ। যৈর্যেষাং নাম মনাগপি ভ্রমহরে ছায়াপি ন প্রাপ্যতে॥"

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল। **মাত্রা**—ফলকল্ক ½—১ তোলা। স্বরস—১—২ তোলা। ক্বাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে পীলুর ব্যবহার।

চরক—মদাত্যয়ের পিপাসায় পীলু ফল—মদাত্যয় রোগীর পিপাসা নিবারণার্থ পীলু-ফলের রস পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)। অনাহে পীলুফল—পীলুফলের কল্ক দ্বারা পক্ক ঘৃত পান করিলে, আনাহ নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১৮ অঃ)।

সুশ্রুত—গুল্মে পীলুফল—পিপ্পলী পীলুফল সৈন্ধব লবণযোগে, গোমূত্র, দুগ্ধ, মদ্য কিম্বা দ্রাক্ষা কাথের সহিত পান করিবে। ইহা গুল্মে হিতকর (উঃ ৪২ অঃ।

বাগ্‌ভট—অর্শোরোগে পীলু—অর্শোরোগী তক্রানুপানে পীলু ফল সেবন করিবে। চিঃ ৮ অঃ)।

বক্তব্য—আর এক প্রকার পীলু আছে। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু ইহাকে "বৃহৎ পীলু" বলিয়াছেন। বৃহৎ পীলুর একটী নাম "মহাফল"। আধুনিক উদ্ভিদ্‌বেত্তারাও এই মহাফল পীলুর উল্লেখ করিয়াছেন। ওয়াইট্ কৃত "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টস্" নাম পুস্তকের ১৬২১ পৃষ্ঠায় পীলুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এবং তিনি এতৎসম্বন্ধে অনেক সুভাষিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহার মতে মহাফল পীলুর নাম Salvadora Stocksio এবং ডিমকের মতে S. Oleoides. মহাফল পীলুর ফল পীতবর্ণ। পীলুবৃক্ষ, বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। ড্রুরি বলেন ভারতবর্ষের উত্তর ভূভাগের মুসলমানগণ পীলুশাখা দন্তধাবনকাষ্ঠ (দাঁতন) রূপে ব্যবহার করেন। এতদর্থে রাশি রাশি পীলুশাখা সংগৃহীত এবং স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। সুশ্রুত পীলু তৈলকে শিরোবিরেচক বলিয়াছেন (চিঃ ৩১ অঃ)। চরক বলিয়াছেন, পীলুফল—"পক্কাশয়গতে দোষে বিরেকার্থং প্রযোজয়েৎ" (সূঃ ২)।

Actions and uses—"In the *Pharmacopœia of India,* we are told that Dr. Irvine employed the root-bark successfully as a vesicant. In Dr. Imlach's Report on snake bites in sind (Bom. Med. and Phys. Trans. New Ser., iii, p. 80) Several cases are mentined in the tabular record, in which Pilu seeds were administered internally, with good effect. They are also said to be a favorite purgative (Dymock—II. p. 381).

নব্যমত—ডাঃ ইম্‌ল্যাচ্, সিন্ধুপ্রদেশে, বহু সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পীলু ফল সেবন করাইয়া দেখিয়াছেন, পীলু ফল সর্পবিষে বিশেষ হিতকর (ডিমক্—২য় খণ্ড ৩৮১ পৃঃ)।

পুত্রঞ্জীব—পুত্রঞ্জীবঃ।

पुत्रञ्जीवः। Putranjiva Roxburghii, Nageia putranjiva.

पुत्रजीवो हिमो वृष्यः श्लेष्मदो गर्भजीवदः। चक्षुष्यः पित्तशमनो दाहतृष्णा-निवारणः। राजनिघण्टुः।

पुत्रञ्जीवो गुरुर्वृष्यो गर्भदः श्लेष्मवातहृत्। सृष्टमूत्रमलो रूक्षो हिमः स्वादुः पटुः कटुः। भावप्रकाशः।

श्लीपदे पुत्रञ्जीवः—"अनेनैव विधानेन पुत्रञ्जीवकजं रसम्। प्रयुञ्जीत भिषक् प्रायः कालसात्म्यविभागवित्। (चि: १८ अ:)। सुश्रुतः।

विस्फोटे पुत्रञ्जीवफलमज्जा "पुत्रञ्जीवस्य मज्जानं जले पिष्ट्वा प्रलेपयेत्। कालस्फोटं विस्फोटञ्च सद्योहन्ति सवेदनम्। भावप्रकाशः।

उरोग्रहे पुत्रञ्जीवः—"पुत्रञ्जीवकशिग्रूत्थाः** रसा एकैकशो कोष्णा हिमो वा रामठान्विताः" (उरोग्रहाधिकारे)। वङ्गसेनः।

পুত্রঞ্জীবের ভাষানাম—হিঃ—পিতৌঞ্জিয়া। মঃ—পুত্রঞ্জীবকবৃক্ষ। গুঃ—পুত্রঞ্জীবক। কঃ—পুত্রঞ্জীব। তৈঃ—কীশ, কুঁবরজুবী।

বর্ণন—পুত্রঞ্জীব ছায়াপ্রধান উচ্চ বৃক্ষ। ইহার কাণ্ড সরল ও দীর্ঘ হয়। কোলা-পুরে পুত্রঞ্জীব বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। বঙ্গদেশে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। বসন্তে পুত্রঞ্জীবতরু পুষ্পিত হয়—শীতে ফল পাকে। ফুল পীতাভ শ্বেতবর্ণ। লোকে, রুদ্রাক্ষের মত পুত্রঞ্জীব বীজের মালা গাঁথিয়া পরে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, বীজ।

বৈদ্যকে পুত্রঞ্জীবের ব্যবহার।

সুশ্রুত—শ্লীপদে পুত্রঞ্জীব—কালসাত্ম্যবিভাগবিৎ বৈদ্য, পুত্রঞ্জীবপত্রের রস সার্ষপ তৈলের সহিত শ্লীপদ রোগীকে সেবন করাইবেন—(চিঃ ১৯ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—বিস্ফোটে পুত্রঞ্জীবমজ্জা—পুত্রঞ্জীব ফলের শাঁস, জলে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে, বেদনাযুক্ত স্ফোটক সদ্যঃ বিলীনতা প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গসেন—উরোগ্রহে পুত্রজীব—পুত্রঞ্জীবপত্রের রস হিঙ্গুসহ উরোগ্রহ রোগী পান করিবে (উরোগ্রহাধিকার)।

বক্তব্য—পল্লীগ্রামে, ক্ষুদ্রপথল সন্নিকৃষ্ট আর্দ্রভূমিতে, একপ্রকার ক্ষুপ, হেমন্ত ঋতুতে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহাকে রাঢ়ে "জিঁয়াতা" এবং পূর্ব্ববঙ্গে "বিষকাঁঠালী" বলিয়া থাকে; অজ্ঞ লোকে ইহাকেই পুত্রঞ্জীব ভ্রমে প্রয়োগ করিয়া, অনেক স্থলে বিষম অনর্থোৎপত্তি ঘটাইয়াছে। জিঁয়াতা বা বিষকাঁঠালী সেবন করিলে, উদরে অতি তীব্র জ্বালা উপস্থিত হয় এবং বমন ও মলদ্বার দ্বারা অজস্র রক্ত নির্গম হওয়ায়, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

পুন্নাগ—পুন্নাগঃ।

পুন্নাগঃ। Calophyllum inophyllum, Balasamaria inophyllum.

পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—"পুন্নাগঃ সুবর্ণকিা সুগন্ধিপুষ্পা দক্ষিণাপথে সুরপতিনাম্না প্রতীতা" (ভল্লণঃ)।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তুঙ্গঃ", "শুভ্রপুষ্পঃ" "রক্তরেণুঃ"।

পুন্নাগো মধুরঃ শীতঃ সুগন্ধিঃ পিত্তনাশকৃৎ। ভূতবিদ্রাবণশ্চৈব দেবতানাং প্রসাদনঃ।

রাজনিঘণ্টুঃ।

कुसुमनाम नेत्ररोगे पुन्नागपत्रम्—"शुद्धपुन्नागपत्रैश्च परिभावित वारिणा ** सेचनं कुसुमापहम्।" (नेत्ररोग चि:)। चक्रदत्तः।

পুন্নাগের ভাষানাম—উড়িষ্যায় পুন্নাগ বা পুনাং নামে প্রসিদ্ধ। হিঃ—পুন্নাগ, পুলাকে, সুলতান চম্পক। গুঃ—পুন্নাগ, সুরপুন্নাগ। মঃ—গোডী উণ্ডীন, কডবী উণ্ডীন। কঃ—সুরহোন্নেয়ভেদ। তৈঃ—সুরপোন্নচেট্টু। তাঃ—পিন্নপ।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তুঙ্গ", "শুভ্রপুষ্প", "রক্তরেণু"।

বর্ণন—পুন্নাগবৃক্ষ উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। বৃক্ষের কাণ্ড প্রায় সরল হয় না। ইহা বহুশাখ ছায়াপ্রধান তরু। পত্র অণ্ডাকার, সিরাবহুল, অতি মসৃণ; পত্রবৃন্ত হ্রস্ব। পুষ্প বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ ও সুগন্ধি। কুণ্ড ক্ষুদ্র, আশুপতনশীল। পক্ক ফল হরিদাভ পীতবর্ণ। বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। বীজশস্য নিপীড়িত করিলে শতকরা ৬০ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। তৈল পীতবর্ণ, তিক্ত এবং সুগন্ধি। উড়িষ্যার দেবায়তন ও "ভাগবত ঘর" আলোকিত করিবার জন্য পুন্নাগতৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, পুষ্প।

বৈদ্যকে পুন্নাগের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—কুসুম নাম নেত্ররোগে পুন্নাগপত্র—পিষ্ট পুন্নাগপত্র জলে ভিজাইয়া সেই জল নেত্রে সেচন করিলে কুসুম ("ফলিপড়া") রোগ বিনষ্ট হয় (নেত্ররোগ চিঃ)। চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস এই পাঠের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "পুন্নাগস্য নাগকেসরস্য"। পুন্নাগ ও নাগকেসর পৃথক্ বৃক্ষ। কোন প্রামাণ্য নিঘণ্টু গ্রন্থে নাগকেসরার্থে পুন্নাগ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। অমরকোষের টীকাকৃৎ ভানুজিদীক্ষিত পুন্নাগশব্দের অর্থান্তর নির্দ্দেশপ্রস্তাবে লিখিয়াছেন "—পুন্নাগস্তু সিতোৎপলে জাতীফলে নরশ্রেষ্ঠে পাণ্ডুনাগে ক্রমান্তরে"।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে পুন্নাগের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চরকের "দশেমানি"তে বেদনাস্থাপনবর্গে তুঙ্গ পঠিত হইয়াছে। সুশ্রুত—এলাদিবর্গে পুন্নাগ পাঠ করিয়াছেন। তৈলযোনি ফলবর্গে চরক বা সুশ্রুত কেহই পুন্নাগের নামোল্লেখ করেন নাই। রাজনিঘণ্টুতে, পুন্নাগের পর্য্যায়ে, এমন কোনও শব্দ নাই, যদ্দ্বারা পুন্নাগের তৈলত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

Constituents—A resinous Substance and oil. The resin is soft of a parsley odour and resembles myrrh. It melts easily and desolves readily in alcohol. Does not yield umbelliferone by dry distillation. *(R. N. Khory—II, p. 82).*

Actions and uses—Only used externally. The oil is rubefacient and irritant; mixed with hyduocarpus oil it is used for rheumatic joints, swollen glands &; also in certain skin diseases as scabies and exanthematous eruptions. A paste of the seed is used to hasten maturation of enlarged glands, abscesses and boils. The pounded bark is used as an application for swelled testicles. (Do—II. p. 83.)

নব্যমত—পুন্নাগ তৈল মর্দ্দন করিলে ত্বকের লৌহিত্য জন্মে। ইহা আমবাতের বেদনা ও স্ফীতিতে ব্যবহৃত হয়। বিবিধ চর্ম্ম রোগে হিতকর। স্ফোটকাদি বিলীনার্থ বীজের প্রলেপ দেওয়া হয়। কুট্টিত ত্বকের প্রলেপ বৃদ্ধি রোগে প্রযোজ্য (খোরি ২য় খঃ ৮৩ পৃঃ)।

পুনর্নবা—पुनर्नवा।

पुनर्नवा। Boerhavia Diffusa, B. Erecta, B. procumbens, B. repens, Trianthema monogyna.

উত্পত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"বর্ষাভূঃ"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"শোথঘ্নী"।

पुनर्नवा भवेदुष्णा तिक्ता रूक्षा कफापहा। सशोफपाण्डुहृद्रोगकासोरःक्षतशूलनुत्। रक्ता पुनर्नवा तिक्ता सारिणी शोफनाशिनी। रक्तप्रदरदोषघ्नी पाण्डुपित्तप्रमर्दिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च।

শ্বেতা—পুনর্নবা সোষ্ণা তিক্তা কফবিনাশনী। কাসহৃদ্রোগশূলাস্র-পাণ্ডুশোথানিলার্ত্তিনুৎ। নীলা পুনর্নবা তিক্তা কটূষ্ণা চ রসায়নী। হৃদ্রোগপাণ্ডুশ্বয়থুশ্বাসবাতকফাপহা। রাজনির্ঘণ্টঃ।

কটুঃ কষায়ানুরসা পাণ্ডুঘ্নী দীপনী পরা। শোফানিলগরশ্লেষ্মহরী ব্রধ্নোদর-প্রণুৎ। কাসহৃদ্রোগদুর্নামশূলানিলনিকৃন্তনী। পুনর্নবাঽরুণা তিক্তা কটু-পাকা হিমা লঘুঃ। বাতলা গ্রাহিণী শ্লেষ্মপিত্তরক্তবিনাশিনী। ভাব-প্রকাশঃ।

পুনর্নবাশাকগুণাঃ—পুনর্নবা তু বীর্য্যোষ্ণা ভেদিনী চ রসায়নী। কফানিলামদুর্নামব্রধ্নশোথোদরাপহা। রাজবল্লভঃ।

কুষ্ঠে পুনর্নবা—"* পুনর্নবা চেতি কুষ্ঠিনো লেপাঃ। দধিমণ্ডযুতাঃ সর্ব্বে দেয়াঃ * *" (চিঃ ৭ অঃ)। চরকঃ।

অশ্মর্য্যাং বর্ষাভূঃ—"বর্ষাভূসিদ্ধমেব বা" (চিঃ ৭ অঃ)। (২) শোথে বর্ষাভূঃ—"বর্ষাভূক্বাথং মূলকল্কং বা সশৃঙ্গবেরং পায়োঽনুপানম-হরহর্ম্মাসং" (চিঃ ২২ অঃ)। (৩) মূষিকাবিষে পুনর্নবা—"ক্ষৌদ্রেণ লি-হ্যাৎ * শ্বেতাঞ্চাপিপুনর্নবাং" (কঃ ৬অঃ)। (৪) অলর্কবিষে পুনর্নবা—"শ্বেতাং পুনর্নবাঞ্চাস্য দদ্যাদ্ধুস্তূরকাযুতাম্" (কঃ ৬অঃ)। (৫) জ্বরে বর্ষাভূঃ—"* বর্ষাভূঃ পয়শ্চোদক মেব চ। পচেৎ ক্ষীরাবশিষ্টন্তু তদ্ধি সর্ব্বজ্বরাপহম্" (উঃ ৩৯অঃ) সুশ্রুতঃ।

মদাত্যয়ে পুনর্নবা—"পয়ঃপুনর্নবাক্বাথযষ্টীকল্কপ্রসাধিতম্। হৃতং পুষ্টিকরং পানাদ্মদ্যপানহতৌজসাম্"॥ (মদাত্যয় চিঃ)। (২) রসায়নার্থে

पुनर्नवा—"पुनर्नवस्यार्धपलं नवस्य। पिष्टं पिबेद्यः पयसाऽर्धमासम्। मास-द्वयं तत्‌त्रिगुणं समां वा। जीर्णोऽपि भूयः स पुनर्नवः स्यात्॥ (रसायनाधिकारे)। वृन्दः।

शोथे पुनर्नवाघृतं—"पुनर्नवाक्वाथकल्कसिद्धं शोथहरं घृतम्" (शोथ चि:)। (२) विद्रधौ—श्वेतवर्षाभूः—"श्वेतवर्षाभुवोमूलं * जलेन क्वथितं पीत-मपक्वं विद्रधिं जयेत्।" (विद्रधि चि:)। (३) विषदोषप्रतिषेधार्थं धवलपुनर्नवा—"धवलपुनर्नवजटया तण्डुलजलपीतया च पुष्यर्क्षे। अपहरति विषधरविषोपद्रव मासम्वत्सरं पुंसां" (विष चि:)। चक्रदत्तः।

उरःक्षते पुनर्नवा—"यदा सरक्ताः शोफाः स्युः पक्वतां यान्ति मानवे। तदा पुनर्नवाक्वाथः सलेपः (?) प्रविधीयते।" (चि: १० अ:)। (२) निद्राकरत्वे पुनर्नवा—"* * पुनर्नवा। क्वाथो निद्राकरो नृणाम्"। (चि: १६ अ:)। हारीतः।

आमवाते पुनर्नवा—"शटीविश्वौषधिकल्कं वर्षाभूक्वाथसंयुतम्। सप्तरात्रं पिबेज्जन्तुरामवातविनाशनम्" (म: ख: २भा:)। (२) नेत्ररोगे पुनर्नवा—"दुग्धेन कण्डूं क्षौद्रेण नेत्रस्रावञ्च सर्पिषा। पुष्पं तैलेन तिमिरं काञ्जिकेन निशान्धताम्। पुनर्नवा हरत्याशु भास्करस्तिमिरं यथा"। (म: ख: ४भा:)। भावप्रकाशः।

चातुर्थकज्वरे सितवर्षाभूः—"सितवर्षाभूमूलं पयसा पीतञ्च पैत्तिकं जयति। चातुर्थकं सुचिरजं ताम्बूलेनैव भक्षयादथवा" (ज्वर चि:)। (२) वातकफजाख्ये वातव्याधौ श्वेतपुनर्नवा—"पुनर्नवायाः श्वेतायास्तैलं मूलेन

মাধয়েৎ। বাতরক্তকমাক্ত্যাদ্ পাদাভ্যঙ্গেন মর্দ্দনাৎ।" (বাতব্যাধি চিঃ)। (২) আমবাতে পৌনর্নবং শাকং—"কৈয়াকং পৌনর্নবং হিতম্"(আমবাত চিঃ)। বঙ্গসেন:।

পুনর্নবার ভাষানাম—বাঃ—শ্বাপুণ্যা, গাদাপুণ্যে। হিঃ—(শ্বেতপুনর্নবার) বিষখপরা, (রক্তপুনর্নবার)—সাঁট, গদহপুর্ণা। মঃ—ঘেণ্টুঠী পণ্ডরী। কঃ—বিলিয়হু বেল্লড্কিলু। তৈঃ—ঘালজেরু, অতিকমমেদি। তাঃ—ভুকরত্তেকিরে। বম্—পুনর্নবা। অঃ—হন্দকুকী।

উৎপত্তিজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"বর্ষাভূ"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"শোথঘ্নী"।

বর্ণন—শ্বেতপুনর্নবা, ভূলুণ্ঠিতা, ফলপাকান্তা ও প্রতানবতী। নিদাঘের প্রথম বারিপাতে ইহা অঙ্কুরিত, বর্ষায় বর্দ্ধিত, ফুল ফলে শোভিত এবং হেমন্তের তুষার পাতে শুষ্ক হইয়া থাকে, এজন্য বর্ষা শরৎ ভিন্ন অন্য ঋতুতে আর্দ্র শ্বেতপুনর্নবা দুর্লভ। ইহা উচ্চ এবং সরস ভূমিতে জন্মে। তৃণাদিদ্বারা আক্রান্ত না হইলে, একটী পুনর্নবার প্রতান ৩।৪ হস্ত পরিমিত স্থান ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। শ্বেতপুনর্নবার পত্র, প্রায় চক্রাকার, কোমল ও মাংসল। কোমল শাখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম রোম ব্যাপ্ত। ইহার ফুল শাদা। বীজ নটেশাকের বীজের মত। রক্তপুনর্নবা ফলপাকান্ত নহে। ফলপাকান্তে প্রতান শুষ্কতা প্রাপ্ত হইলেও মূল শুষ্ক হয় না—পুনর্বার বর্ষাসমাগমে ঐ মূল হইতে শাখা নির্গত হইয়া থাকে। অতএব রক্তপুনর্নবাতেই পুনর্নবা শব্দের সার্থকতা দৃষ্ট হয়। ইহার পাতা, ডাঁটা, রক্তবর্ণ ফুলও লাল। ইহার পাতা শ্বেতপুনর্নবার পাতার মত স্থূল নহে পাৎলা, চক্রাকার নহে, ঈষদ্দীর্ঘ। শ্বেতপুনর্নবার শাক কিঞ্চিৎ কষায়। রাঢ়ে অদ্যাপি শ্বেতপুনর্নবা শাকার্থে ব্যবহৃত হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র উদ্ভিদ, বিশেষতঃ মূল। মাত্রা—স্বরস ১—২ তোলা। কাথ—৫—১০ তোলা। মূলকল্ক ৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে পুনর্নবার ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে পুনর্নবা—দধির সরের সহিত পুনর্নবামূল পেষণপূর্ব্বক কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ম অঃ)।

সুশ্রুত—অশ্মরীরোগে পুনর্নবা—ক্ষীর পরিভাষানুসারে সাধিত পুনর্নবাকাথ অশ্মরী রোগীকে পান করাইবে (চিঃ ৭ম অঃ)। (২) শোথে পুনর্নবা—শোথরোগী প্রত্যহ

পুনর্নবার কাথ কিম্বা পুনর্নবার মূল কল্ক এবং আর্দ্রক একত্র সেবনপূর্ব্বক, দুগ্ধানুপান করিবে এইরূপ একমাস সেব্য (চিঃ ২৩ অঃ)। (৩) মূষিকবিষে পুনর্নবা—মূষিকদংশন জন্য বিষদোষ দূরীকরণার্থ মধুসহ পুনর্নবা মূল চূর্ণ সেবন করিবে। (কঃ ৬ অঃ)। (৪) ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদিবিষে পুনর্নবা—ক্ষিপ্ত কুক্কুরদংশনজ বিষদোষ দূরীকরণার্থ শ্বেতপুনর্নবার মূল, ধুস্তুর বীজসহ সেব্য (কঃ ৬ অঃ)। (৫) জ্বরে বর্ষাভূ—ক্ষীরপবিভাষানুসারে সাধিত পুনর্নবাকাথ সর্ব্বজ্বর নাশক (উঃ ৩৯ অঃ)।

বৃন্দ—মদাত্যয়ে পুনর্নবা—মূর্চ্ছিত গব্যঘৃত, ঘৃতসম গব্যদুগ্ধ, ঘৃত ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ পুনর্নবা কাথ এবং ঘৃতচতুর্থাংশ যষ্টীমধু কল্ক সহ যথাবিধি পাক করিয়া, প্রত্যহ ½ তোলা হইতে ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, মদ্যপানজন্য যাহাদের ওজোধাতুক্ষয় ও দৌর্ব্বল্য জন্মিয়াছে তাহারা সুস্থতালাভ করিতে পারে। (২) রসায়নার্থ পুনর্নবা—পুনর্নবামূলত্বক্ (নিঘণ্টুমতে নীলপুনর্নবা, রসায়নী, অভাবে শ্বেতপুনর্নবা গ্রাহ্য।) উপযুক্ত মাত্রায়, গব্যদুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক তিন মাস, ছয় মাস কিম্বা এক বৎসর কাল পান করিলে; জীর্ণ ব্যক্তিও পুনর্নবতা প্রাপ্ত হয়।

চক্রদত্ত—শোথে পুনর্নবাঘৃত—পুনর্নবার কাথ, কল্ক সহ যথাবিধি গব্যঘৃত পাক করিয়া, শোথ রোগীকে সেবন করাইবে (শোথ চিঃ)। (২) বিদ্রধিতে পুনর্নবা—শ্বেতপুনর্নবামূলকাথ পান করিলে, অপক্ক বিদ্রধি জয় করা যায় (বিদ্রধি চিঃ)। (৩) বিষ প্রতিষেধার্থ শ্বেতপুনর্নবা পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতপুনর্নবামূল উদ্ধৃত করিয়া, তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, সম্বৎসর সর্পবিষের উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় (বিষ চিঃ)।

হারীত—উরঃক্ষতে পুনর্নবা—উরঃক্ষতে সরক্ত পূয় নির্গত হইতে থাকিলে, পুনর্নবাকাথ পেয় (চিঃ ১০ অঃ)। (২) নিদ্রাকরত্বে পুনর্নবা—অনিদ্র ব্যক্তিকে পুনর্নবার কাথ সেবন করাইলে, সুনিদ্রা হয় (চিঃ ১৬ অঃ)।

বঙ্গসেন—চাতুর্থকজ্বরে শ্বেতপুনর্নবা—শ্বেতপুনর্নবার মূল দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক কিম্বা তাম্বুলের সহিত সেবন করিলে, দীর্ঘকালের পৈত্তিক চাতুর্থকজ্বর (২ দিন ছাড়া জ্বর) নিবৃত্তি পায় (জ্বর চিঃ)। (২) বাতকণ্টকাখ্য বাতব্যাধিতে পুনর্নবা—শ্বেতপুনর্নবা মূলপক্ক তৈল অভ্যঙ্গ করিলে বাতকণ্টক বিনষ্ট হয় (বাতব্যাধি চিঃ)। (৩) আমবাতে পুনর্নবাশাক—পুনর্নবাশাক আমবাত রোগীর পক্ষে প্রশস্ত (আমবাত চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, স্বেদোপগ, অনুবাসনোপগ, কাসহর এবং বয়ঃস্থাপন বর্গে পুনর্নবা পাঠকরিয়াছেন। চরক শাকবর্গে পুনর্নবাশাকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। স্বেদোপগ শব্দের অর্থ

ঘর্ম্মোৎপাদক। সুশ্রুত, বিদারীগন্ধাদিগণে পুনর্নবা পাঠ করিয়াছে। শাকবর্গে লিখিয়াছেন "তেষু পৌনর্নবংশাকং বিশেষাচ্ছোফনাশনম্"। তিক্তবর্গে পুনর্নবা পঠিত হইয়াছে (সুঃ ৪৬ অঃ)। বামকদ্রব্যের মধ্যে পুনর্নবার উল্লেখ নাই। রাজনিঘণ্টুতে নীলপুনর্নবার গুণ বর্ণিত হইয়াছে। নীল পুনর্নবা অদ্যাপি মদীয় দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

Actions and uses—Stomachic, laxative diuretic, expectorant and emetic; given in asthma, gonorrhœa, dropsy jaundice enlargement of the liver and spleen, ascites anasarca, scanty urine and internal inflamations. As a remady for scorpion bites it is applied externally and given internally. Pounded leaves are applied over œdemetous swallings. (*R. N. Khory*--II. p. 503)

Ainslie in *Materia Indica* says—"The root is given in powder as a laxative, and in infusion as a vermifuge. The taste is slightly bitter and nauseous."

E. J. Waring, in *Pharmacopœia of India* says—It has been found a good expectoant and been prescribed in asthma with marked success, given in form of power, decoction, and infusion. Taken largely, it acts as a emetic."

নব্যমত—পুনর্নবা, পাচক, মৃদুরেচক, মূত্রল, কফনিঃসারক এবং বামক। ইহা শ্বাস, গণোরিয়া, শোথ, কামলা, প্লীহোদর, যকৃদুদর, জলোদর, অগম্ভীর শোথ মূত্রকৃচ্ছ্র এবং বিদ্রধি রোগে প্রয়োজ্য। ইহার প্রলেপ বিষধর কীট দংশনের মহৌষধ। এতদর্থে ইহা পানালেপন উভয়তঃ ব্যবহৃত হয়। ত্বগ্‌গত শোথে পুনর্নবার প্রলেপ হিতকর (মেটিরিয়া মেটিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, খোরি—২য় খণ্ড ৫০৩ পৃঃ)।

এন্‌স্লি বলেন—পুনর্নবার মূলচূর্ণ মৃদুরেচক এবং ইহার শীতকষায় কৃমিঘ্ন। ই. জে. ওয়ারিং বলেন—পুনর্নবা উত্তম কফনিঃসারক। ইহার চূর্ণ, কাথ এবং শীত কষায়, শ্বাসে সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। অধিক মাত্রায় পুনর্নবা বামক।

ওয়াট্ সাহেবের সঙ্কলিত "ডিক্সনারি অফ্ দি ইকনমিক্ প্রডাক্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া" নাম পুস্তকে লিখিত আছে—শুষ্ক পুনর্নবার কাথ সোরার সহিত শোথরোগীকে সেবন করাইয়া, বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। সামান্য শোথে, পুনর্নবার শাক সিদ্ধ করিয়া, সৈন্ধবলবণ যোগে রুটির সহিত সেবন করিলেই উপকার পাওয়া যায়।

पूगवृक्ष—पूगः।

पूगः, क्रमुकः। Areca Catechu. चिक्कणीपूगम्—Peper betel, nut palm.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"दीर्घपादपः," "दृढवल्कः"। **गुणप्रकाशिका संज्ञा**—"उद्वेगम्", "स्रंसि"।

भेदि सम्मोहकृत् पूगं कषायं स्वादु रोचनम्। कफपित्तहरं रूक्षं वक्त्रक्लेदमलापहम्॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

पूगवृक्षस्य निर्य्यासो हिमः सम्मोहनो गुरुः। विपाके शोषकक्षारः सान्द्रो वातघ्नपित्तलः। सेरी च मधुरा रुच्या कषायाख्या कटुस्तथा। पथ्या च कफवातघ्नी सारिका मुखदोषनुत्। तैल्वनं मधुरं रुच्यं कण्ठ्यमविकारं लघु। त्रिदोषशमनं दीप्यं रसाख्यं पाचनं समम्॥ गौल्यं गुहागरं श्लक्ष्णं कषायं कटु पाचनम्। विष्टम्भजठराऽऽध्मानहरं द्रावकं लघु। घोण्टा कटुः कषायोष्णा कठिना रुचिकारिणी। मलविष्टम्भशमनी पित्तप्रकोपनी च सा॥ पूगीफलं चेङ्गलवञ्चकं यत्। तत् कोङ्कणेषु प्रथितं सुगन्धि। श्लेष्मापहं दीपनपाचनञ्च। बलप्रदं पुष्टिकरं रसाढ्यम्। यत् कोङ्कणे वैल्लिगुणाभिधानकम्। वामोद्भवं पूगफलं त्रिदोषनुत्। आमापहं रोचनदीपपाचनम्। विष्टम्भतुन्दामयहारि दीपनम्॥ चन्द्रापुरोद्भवं पूगं कफघ्नं मलशोधनम्। कटु स्वादु कषायञ्च रुच्यं दीपनपाचनम्। आम्बूदेशोद्भवं पूगं कषायं मधुरं रवे। वातजिद्-वक्त्रजाड्यघ्नसौगन्ध्यं कफापहम्। पूगीफलविशेषगुणाः—पूगं सम्मोहकृत्

सर्व्वं कषायं स्वादु रेचनम्। त्रिदोषशमनं रुच्यं वक्त्रक्लेदमलापहम्। आमं पूगं कषायं मुखमलशमनं कण्ठशुद्धिं विधत्ते। रक्तामश्लेष्मपित्तप्रशमनमुदराऽऽध्मानहारं सरञ्च। शुष्कं कण्ठामयघ्नं रुचिकरमुदितं पाचनं रेचनं स्यात्। तत्पर्णेनायुतञ्चेत् झटिति वितनुते पाण्डुवातञ्च शोषम्। राजनिघण्टुः।

पूगं गुरु हिमं रुक्षं कषायं कफपित्तजित्। मोहनं दीपनं रुच्यमास्यवैरस्यनाशनम्। आर्द्रं तत् गुर्व्वभिष्यन्दि वह्निदृष्टिहरं स्मृतम्। स्विन्नं दोषत्रयच्छेदि दृढ़मध्यन्तदुत्तमम्। भावप्रकाशः।

रक्तपित्ते क्रमुकम्—"किराततिक्तं क्रमुकं समुस्तं। * * पृथक् पृथक् चन्दनयोजितानि। तेनैव कल्केन हितानि तत्र" (चिः ४ अः)। (२) वस्तेरनुलोमाय क्रमुकम्—"ततः क्रमुककल्कञ्च पाययेताम्लसंयुतम्। शैत्यात् तैक्ष्ण्यात् सरत्वाच्च वस्तिस्तस्यानुलोमयेत्" (सिः ७ अः) चरकः।

वातव्याधौ क्रमुकत्वक्—"शल्लकी चिक्कणीत्वक् च क्वाथस्तैलेन संयुतः। कुर्य्याद्वातार्द्दितं स्वस्थमेकविंशदिनैर्नरम् (चिः २१ अः) हारीतः।

उपदंशे क्रमुकं—"लेपः पूगफलेनाश्वमारमूलेन वा तथा" (उपदंश चिः) (२) मसूरिकाप्रथमाविर्भावे पूगमूलम्—" * माच्यामूलं * प्रथममघमदे दृश्यमाने प्रयोज्याः।" चक्रदत्तः।

পূগবৃক্ষের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"দীর্ঘপাদপ", "দৃঢ়বল্ক"। পূগফলের গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"উদ্বেগ", "স্রংসি"।

পূগফলের ভাষানাম—বাঃ—সুপারি। হিঃ—সুপারি। মঃ—সুপারি। গুঃ—সুপারি। কঃ—অডাকমর। তৈঃ—পাক্কায়া। উঃ—গুয়া। কোঃ—গুয়া। ফাঃ—পোপিল্। অঃ—কোফিল্।

পূগফলের ভেদ—রাজনিঘণ্টুকার আট প্রকার সুপারির উল্লেখ করিয়াছেন—(১) সৈরী (২) তৈবা (৩) গুহাগর (৪) ঘোন্টা (৫) চেডল (৬) বেল্লিগুণ (৭) চন্দ্রাপুরোদ্ভব (৮) আন্ধ্রদেশোদ্ভব। ইহাদের মধ্যে চেডল নাম সুপারি সুগন্ধি ও কোঙ্কণ দেশে প্রসিদ্ধ। ধন্বন্তরীয়-নিঘণ্টু, ভাবপ্রকাশ ও রাজবল্লভে পূগভেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। রক্সবর্গ বনগুয়া এবং রামগুয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। বনগুয়া চট্টগ্রামে এবং রামগুয়া শ্রীহট্টে জন্মে। বনগুয়া লোহিত বর্ণ। আজকাল বাজারে যে সকল বিভিন্নজাতীয় সুপারি পাওয়া যায়, তাহাদের সংস্কৃত নাম নির্ণয় দুর্ঘট। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকর নাম গ্রন্থের সংকলনকর্তা শালিগ্রাম বৈদ্য বলেন, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বাজারে "জাহাজী" "শ্রীবর্দ্ধনী" "মানগচন্দী" সুপারির বিশেষ প্রচার দৃষ্ট হয়। কোচবিহারের লোকে কাঁচা সুপারি ব্যবহার করে—পূগবৃক্ষবর্জ্জিত গৃহস্থলী কোচবিহারে প্রায় দৃষ্ট হয় না। কোচবিহার রাজ্যে "দেশোয়ালী" নামে যে সুপারি জন্মে, বঙ্গের অন্যত্র তাহা দৃষ্ট হয় না। এই "দেশোয়ালী" সুপারির গাছ শরতে পুষ্পিত হয় এবং বসন্তে ইহার ফল পরিপক্ক হয়। "রুনীগুয়া" নামে আর একপ্রকার সুপারি আসাম অঞ্চলে জন্মে। ইহার গাছ, কলাগাছের মত "বাড় বাঁধিয়া" হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল ও ফলত্বক্। মাত্রা—কলকল্ক বা চূর্ণ ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে পূগফলের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে পূগফল—কাঁচা সুপারি ও রক্তচন্দন, চিনি ও তণ্ডুলোদক সহ পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, সত্বর রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) বস্তির অনুলোমার্থ ক্রমুক—ক্রমুককল্ক ২ তোলা, কাঁজির সহিত সেব্য। ইহা উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও সর বলিয়া, প্রদত্ত বস্তিকে সত্বর অধঃপ্রবৃত্ত করায় (সিঃ ৭ অঃ)।

হারীত—বাতব্যাধিতে পূগফল ত্বক্—শল্লকী ও পূগফল ত্বকের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তিল তৈল প্রক্ষেপপূর্ব্বক পান করিলে বাতব্যাধি রোগী বিংশতি দিবসে সুস্থ হয় (চিঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত—উপদংশে পূগফল—অগুরু পূগফলের প্রলেপ উপদংশে হিতকর (উপদংশ চিঃ)। (২) মসূরিকাপ্রথমাবির্ভাবে পূগমূল—মসূরিকা প্রথমাবির্ভাবে, জলের সহিত পূগমূল সেব্য।

বক্তব্য—চরক বলেন ক্রমুকের ত্বক্ হইতে আসব প্রস্তুত হয় (২৫ সূঃ)। সুশ্রুত লিখিয়াছেন "কফপিত্তহরং রুক্ষং বক্ত্রক্লেদমলাপহম্। কষায়মীষন্মধুরং কিঞ্চিৎ পূগফলং

পরম্॥" (সূঃ ৪৬ অঃ)। ভাবপ্রকাশকার—বাজিকরণাধিকারে (রতিবল্লভ পূগপাকে) পূগ ব্যবহার করিয়াছেন। বৃন্দ, চক্রপাণি, বঙ্গসেনাদি কৃত প্রসিদ্ধ সংগ্রহগ্রন্থে বাজীকরণার্থ পূগ ব্যবহৃত হয় নাই।

Constituents—The kernels contain catechu, tannic and gallic acids, oily matter, gum, arecoline, arecaine and gavacine (*Materia Medica of India R. N. Khory II p. 621.*)

Actions and uses—Fresh nuts are intoxicating and produce giddiness. Dried ones are gentle stimulant astringent and tænifuge ; they increase the flow of saliva, lessen perspiration, sweeten the breath, strengthen the gums, remove bad taste from the mouth and produce mild exhilaration. It is recommended in worms diarrhœa dysentery and as an ingredient in the preparation of a masticatory of great antiquity known as betel. The powder obtained by calcining the nut is known as areca charcoal and used as a tooth powder. The dried expanded leaf stalks are used as splints. The extract is used for the same purpose as that obtained from acacia catechu. Arecoline—its action resembles that of pelletierine, muscarine or pilocarpine; internally it causes vomiting and diarrhœa. It is a sialogogue and diaphoretic ; as a myotic it resembles Physostigmine (Do—II. p.621—22)

নব্যমত—কাঁচা সুপারি ভক্ষণ করিলে, মত্ততা ও ঘূর্ণন উপস্থিত হয়। পরিপক্ব শুষ্ক সুপারি, মৃদু উত্তেজক, কষায়, কৃমিঘ্ন, লালাস্রাব বর্দ্ধক, এবং ইহা ঘর্ম্মস্রুতি হ্রাস, মুখমারুত সুগন্ধি, মাঢ়ী দৃঢ় এবং মুখের বিস্বাদবিনাশ করে। সুপারি, অতিসার, আম ও রক্তাতিসারে এবং কৃমিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে তাম্বূলের সহিত চর্ব্বণার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অন্তর্ধূমদগ্ধ সুপারি ভস্ম, উত্তম দন্তধাবন চূর্ণ বলিয়া বিখ্যাত। সুপারির শুষ্ক, প্রশস্ত, পত্রবৃন্ত, ভগ্ন বা বিশ্লিষ্ট অস্থিকে স্বস্থানে স্থিত রাখিবার জন্য অবলম্বনদ্রব্যরূপে (splint) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুপারির "এক্সট্রাক্ট" খদিরের "এক্সট্রাক্ট" তুল্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মেটিরিয়া-মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি—২য় খণ্ড ৬২১—২২ পৃঃ)।

पृश्निपर्णी—पृश्निपर्णी।

पृश्निपर्णी, शृगालविन्ना। Uraria Logopoides U. Picta.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"पृश्निपर्णी" (पृश्निरल्पं पर्णमस्याः—भानुजिदीक्षितः), "क्रोष्टुकपुच्छिका," "चित्रपर्णी," "चक्रपर्णी"।

पृश्निपर्णी रसे स्वादुर्लघूष्णाऽस्त्रिदोषजित्। कासश्वासप्रशमनी ज्वरतृड्दाहनाशिनी॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

पृश्निपर्णी कटूष्णाक्ता तिक्तातिसारकासजित्। वातरोगज्वरोन्मादव्रणदाहविनाशिनी॥ राजनिघण्टुः।

पृश्निपर्णी त्रिदोषघ्नी वृष्योष्णा मधुरा सरा। हन्ति दाहज्वरश्वासरक्तातिसारतृड्वमीः॥ भावप्रकाशः।

शालपर्णी पृश्निपर्णी ग्राहिणी कफपित्तजित्। राजवल्लभः।

चरकग्रन्थे पृश्निपर्णी—"पृश्निपर्णी सांग्राहिकवातहरदीपनीयवृष्याणाम्" (सू: २५ अ:)। (२) रक्तार्शःसु पृश्निपर्णी—"हन्त्याशु रक्तरोगं तथा बला पृश्निपर्णीभ्याम्" (चि: ८ अ:)। (३) कफमदात्ययस्य तृष्णायाम् पृश्निपर्णी—"तृष्यते सलिलञ्चास्मै *। बलायाः पृश्निपर्ण्या वा * शृतम्॥" (चि: १२ अ:)। चरकः।

वातप्रबले वातरक्ते पृश्निपर्णी—"अजाक्षीरञ्चार्द्धतैलं शृगालविन्नासिद्धं वा" (चि: ५ अ:) सुश्रुतः।

ऐकाहिकाज्वरे पृश्निपर्णीमूलम्—"* पृश्निपर्णीत्वपामार्गस्तथा भृङ्गराजोऽष्टमः। एषामन्यतमं मूलं पुष्येणोद्धृत्य यत्नतः। रक्तसूत्रेण संवेष्ट्य बद्धमैकाहिकं जयेत्॥ (ज्वर चि:)। (२) रक्तातिसारे पृश्निपर्णी—"पयस्यर्द्धोदके छागे *। पेया रक्तातिसारघ्नी पृश्निपर्ण्या च साधिता"॥ (अतिसार चि:)। (३) नेत्ररोगे पृश्निपर्णी—"ताम्रपात्रे गुहामूलं सिन्धूत्थमरिचान्वितम्। आरनालेन संघृष्टमञ्जनं पिल्लनाशनम्॥ (नेत्ररोगचि:)। चक्रदत्तः।

अस्थिभग्ने पृश्निपर्णी—मूलं शृगालविन्नायाः पीत्वा मांसरसेन तु। चूर्णोकृत्य त्रिसप्ताहादस्थिभग्नमपोहति"। (भग्न चि:) भावप्रकाशः।

পৃশ্নিপর্ণীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"পৃশ্নিপর্ণী" (পৃশ্নিরল্পং পর্ণমস্যাঃ—ভানুজি দীক্ষিত), "ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা", "চিত্রপর্ণী" "চক্রপর্ণী"।

পৃশ্নিপর্ণীর ভাষানাম—বাঃ—চাকুলে। হিঃ—পিঠবন, পিঠৌনী, ডাবড়া, দোলা। মঃ—পীঠবন্। গুঃ—পৃষ্টপরণী। কঃ—তোরে মোড, নরিয়ল বোনে। তৈঃ—কোল্ল'কুপ্প। উঃ—ক্রষ্টপর্ণী। কোঃ—পিঠানী, চাকুলে।

বর্ণন—পৃশ্নিপর্ণী ২।২২ হাত উচ্চ ক্ষুপ। পত্র, গোল, ক্ষুদ্র,রোমশ, বর্ণ,বর্ষাকালের নদীর জলের মত। পুষ্পদণ্ড শাখাগ্রন্থিত, দীর্ঘ এবং শৃগাললাঙ্গুলসদৃশ বলিয়া ইহাকে "ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা" বলে। পৃশ্নিপর্ণী, বর্ষার অন্তে অঙ্কুরিত, শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে বর্দ্ধিত এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বর্ষার নিরন্তর বারিপাতে ইহার পত্র ও কোমল শাখাগুলি ক্লিন্ন হইয়া যায়। পৃশ্নিপর্ণী আর্দ্রভূমিতে জন্মে না। মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণীবৎ প্রতানবতী পৃশ্নিপর্ণীও দৃষ্টিগোচর হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল বা সমগ্র ক্ষুপ। মাত্রা—কাথ ৫—১০ তোলা। মূলচূর্ণ—২—৪ আনা।

বৈদ্যকে পৃশ্নিপর্ণীর ব্যবহার।

চরক—যত ধারক, বাতহর, দীপনীয় ও বৃষ্য বস্তু আছে তন্মধ্যে পৃশ্নিপর্ণী শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) রক্তার্শোরোগে পৃশ্নিপর্ণী—বেড়েলা ও চাকুলের কাথ দ্বারা প্রস্তুত লাজপেয়া রক্তার্শ নাশ করে (চিঃ ৮ম অঃ)। (৩) কফজমদাত্যয়ের তৃষ্ণায় পৃশ্নিপর্ণী—পিপাসু কফমদাত্যয় রোগীকে, ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত পৃশ্নিপর্ণীর পানীয়, পানার্থ প্রদান করিবে (চিঃ ১২ অঃ)।

সুশ্রুত—বাতাধিক বাতরক্তে পৃশ্নিপর্ণী—পৃশ্নিপর্ণী ২ তোলা জল দেড় পোয়া, ছাগ দুগ্ধ আধপোয়া, তিল তৈল এক ছটাক, একত্র ক্ষীর পরিভাষানুসারে কাথ প্রস্তুতপূর্ব্বক, বাত-প্রবল বাতরক্ত রোগী পান করিবে। ইহা অতিরুক্ষকোষ্ঠ রোগীর পক্ষে প্রশস্ত (চিঃ ৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—ঐকাহিকজ্বরে পৃশ্নিপর্ণী—ঐকাহিক জ্বর রোগী পুষ্যোদ্ধৃত পৃশ্নিপর্ণী মূল রক্তসূত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক, মস্তকে ধারণ করিবে (জ্বর চিঃ)। (২) রক্তাতিসারে পৃশ্নিপর্ণী অর্দ্ধজলমিশ্রিত ছাগদুগ্ধ এবং পৃশ্নিপর্ণীর কাথ একত্র করিয়া, তদ্দ্বারা অভীষ্ট বস্তুর পেয়া প্রস্তুত করিয়া, রক্তাতিসারীকে সেবন করাইবে (অতিসার চিঃ)। পিল্লনাম নেত্ররোগে পৃশ্নিপর্ণী মূল—পৃশ্নিপর্ণী মূলের সূক্ষ্মচূর্ণ কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ ও মরিচচূর্ণ যোগে, কাঞ্জির সহিত তাম্রপাত্রে, প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ করিয়া, সাত দিন মর্দ্দন করিবে। ইহা অঞ্জন করিলে, পিল্ল প্রশমিত হয় (নেত্ররোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—অস্থিভগ্নে পৃশ্নিপর্ণীমূল—পৃশ্নিপর্ণীর মূলচূর্ণ ছাগমাংসযূষের সহিত তিন সপ্তাহ সেবন করিলে, ভগ্ন অস্থির সন্ধান হয় (ভগ্ন চিঃ)।

বক্তব্য—পৃশ্নিপর্ণী লঘুপঞ্চমূলের অন্যতম। চরক, "দশেমানি"তে সন্ধারণ, শোথহর ও অঙ্গমর্দ্দপ্রশমন বর্গে পৃশ্নিপর্ণী পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুতের—বিদারিগন্ধাদি ও হরিদ্রাদি-গণে পৃশ্নিপর্ণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় (সূঃ ৩৮ অঃ)। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে পৃশ্নিপর্ণীভেদের উল্লেখ আছে ইহা—"দীর্ঘপত্রা" এবং "বিষঘ্নী"। বিদারীগন্ধাদিগণের টীকায় ডল্বণ লিখিয়াছেন "শৃগালবিন্নামেকে বিদারীগন্ধাদৌ পঠন্তি। তামপঠনীয়ামেকে মন্যন্তে। অন্যে পৃথক্পর্ণীভেদং দীর্ঘপত্রং সিংহপুচ্ছমাহঃ"।

নব্যমত সমালোচনা—ডাঃ উদয়চাঁদ এবং ডিমক্ বলিয়াছেন, কেবল পৃশ্নিপর্ণী কচিৎ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ডিমক্ লিখিয়াছেন, পৃশ্নিপর্ণীর যে সমস্ত গুণ বৈদ্যকে লিখিত হইয়াছে

সেগুলি সম্পূর্ণ অলীক (১ম খণ্ড ৪২০ পৃঃ)। কেবল পৃশ্নিপর্ণী যে, ঔষধার্থে ভূরিপ্রযুক্ত ইহা আমরা দেখাইয়াছি। পৃশ্নিপর্ণীর শাস্ত্রোক্ত গুণ অলীক কি সত্য, পাঠক পরীক্ষা করিবেন। আমরা জানি, পূর্ব্বাচার্য্যের উক্তি কদাচ অমূলক নহে। কোরি ও ডিমক্ উভয়েই পৃশ্নিপর্ণীর অর্থ লিখিয়াছেন চিত্রপর্ণী (spotted leaf)। পৃশ্নিপর্ণীর অর্থ অল্পপত্রা, চিত্রপর্ণী নহে।

Actions and uses—Alterative, tonic and astringent; given in fevers, catarrh of the air passages and in general debility. Ranaganja (Prisni parni) is used as an antidote to the poison of Phursa Snake (Echis Cardnata). (*Materia Medica of India—R. N. Khory—II.* p. 235)

নব্যমত—চাকুলে, রসায়ন, বল্য ও কষায়। জ্বর, কফরোগ এবং দুর্ব্বলতায় প্রয়োগ করা হয়। সর্পবিশেষের বিষ প্রতিকারার্থ পৃশ্নিপর্ণী ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, কোরি—২য় খণ্ড ২৩৫ পৃঃ)।

প্রসারণী—प्रसारणी।

प्रसारणी, सरली। Pæderia Fœtida.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"प्रसारणी गन्धभादालिया इति ख्याता" (इति चक्रोक्तनारायणतैलव्याख्याय शिवदासः)।

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"प्रतानिका" "चारुपर्णी"। **गुणप्रकाशिका संज्ञा**—"राजबला" ("बलानां बलप्रदानां राजेव"—भानुजिदीक्षितः) "प्रसारणी" ("प्रसार्यते क्रमनया"—भानुजिदीक्षितः) "पूतिगन्धा"।

प्रसारणी गुरुस्तिक्ता सरा सन्धानकृन्मता। त्रिदोषशमनी वृष्या तेजःकान्तिबलप्रदा। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

प्रसारणी गुरूष्णा च तिक्ता वातविनाशनी अर्शःश्वयथुहन्त्री च मलविष्टम्भहारिणी। **राजनिघण्टुः।**

প্রসারণী গুরুষ্ণা বলসন্ধানকৃৎসরা। বীর্য্যোষ্ণা বাতহৃৎ তিক্তা বাতরক্ত-কফাপহা। ভাবপ্রকাশঃ।

বাতপিত্তহরা সোষ্ণা বল্যা বৃষ্যা প্রসারণী। রাজবল্লভঃ।

বাতব্যাধৌ প্রসারণী—"ক্বাথকল্কপয়োভি র্বা বলাদীনাং (বলাপ্রসারণ্য-শ্বগন্ধানাং) পচেৎ পৃথক্" (চি: ২৮ অ:)। চরকঃ।

আমবাতে প্রসারণীসন্ধানম্—প্রসারণ্যাঢ়কক্বাথে প্রস্থো গুড়রসোনয়োঃ। পঞ্চঃ পঞ্চোষণরজঃ পাদঃ স্যাদামবাতহা (আমবাত চি:)। চক্রদত্তঃ।

প্রসারণীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"প্রতানিকা" "চারুপর্ণী"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"রাজবলা" (শ্রেষ্ঠবলা), "প্রসারণী" (অঙ্গবিস্তারকারিকা) "পূতিগন্ধা"।

প্রসারণীর ভাষানাম—বা:—গাঁদাল, গন্ধভাদালে। হি:—গন্ধপ্রসারণী, পসরণ, প্রসারণী। তৈ:—গোস্তেমগোরুচেট্টু, সবিরেলচেট্টু। কো:—বন্‌ভাদালে।

বর্ণন—প্রসারণী, সর্ব্বত্র সুলভ, বৃক্ষাশ্রিত আরণ্য লতা। সমগ্র লতা, বিশেষতঃ পত্র, নিষ্পীড়িত করিলে, একপ্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হয়; এজন্য ইহার নাম "পূতিগন্ধা"। গ্রীষ্মে, প্রসারণী লতা প্রায় পত্রশূন্য হয়—লতাগ্রভাগে কচিৎ কিঞ্চিৎ পত্র থাকে, বর্ষায় নবপত্রে সজ্জিত হয় এবং শরৎকালে পরিপুষ্ট পত্রসমন্বিতা প্রসারণী লতা পূর্ণবীর্য্য লাভ করিয়া, পুষ্প ফল ধারণোপযোগিনী হইয়া থাকে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই জন্য শরৎকালেই ঔষধার্থ প্রসারণী সংগ্রহ করিতে বলিয়াছেন—"সমূলপত্রাং মৃৎপাট্য শরৎকালে প্রসারণীম্"। লতার ঠিক একই স্থান হইতে দুই পার্শ্বে দুইটী পত্র নির্গত হয়, নিম্নের বড় পাতা চৌড়া, উপরের ছোট পাতা কিছু সরু। ফুল ছোট, মিলিতদল—উপরিভাগে প্রসারিত, বৃন্তের দিকে সঙ্কুচিত, ঠিক্ "কানেলের" মত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রলতা। মাত্রা—স্বরস ১—২ তোলা, ক্বাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে প্রসারণীর ব্যবহার।

চরক—বাতব্যাধিতে প্রসারণী—সমূলপত্র আর্দ্র প্রসারণীর ক্বাথ, কল্ক ও দুগ্ধ সহ যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া, অভ্যঙ্গ করিলে বাতব্যাধি প্রশমিত হয় (চিঃ ২৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—আমবাতে প্রসারণী-সন্ধান—সমূলপত্র আর্দ্র কুট্টিত প্রসারণী ৷৵ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বস্ত্রপূত করিয়া, এই ১৬ সের কাথে পুরাণ ইক্ষুগুড় ১ সের এবং নিস্তুষ, ঈষৎকুট্টিত রসোন ১ সের প্রদানপূর্ব্বক আলোড়িত করিয়া, রুদ্ধমুখ মৃৎপাত্রে সপ্তাহকাল রাখিবে। সপ্তাহান্তে উহাতে পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চব্য, চিত্রকমূল ও শুণ্ঠী চূর্ণ মিলিত ৩২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া, পান করিলে, আমবাত বিনষ্ট হয় (আমবাত চিঃ)। চক্রোক্ত এই প্রসারণীসন্ধান, ভাবপ্রকাশকার অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রমাদপাঠোদ্ধার জন্য এবং যথার্থ তাৎপর্য্যগ্রহবিরহে, ডাঃ উদয়চাঁদ ও ডিমক্ এই প্রসারণী সন্ধানকে "প্রসারণীলেহ" নামে অভিহিত এবং ইহার কদর্থ প্রচার করিয়াছেন (উদয়চাঁদ ১৭৯ পৃঃ, ডিমক্ ২য় খণ্ড ২২৯ পৃঃ)

বক্তব্য—আমাজীর্ণে পাচকরূপে গাঁদালের পাতা শাকার্থ ব্যবহৃত হয়। "গাঁদালের ঝোল" "গাঁদালের বড়া" সুপরিচিত উত্তম খাদ্যৌষধ। সৌশ্রুত চিকিৎসিতস্থানের ৫ম অধ্যায়োক্ত বাতব্যাধিচিকিৎসায় প্রসারণীর নাম নাই। চরক ও সুশ্রুতোক্ত বমনোপগ এবং বামক বর্গে (চরক বিঃ ৮ম, সুশ্রুত সূঃ ৩৯ অঃ) প্রসারণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

Constituents—A Volatile oil of an offensive odour, 2 alkaloids, namely Alpha Pæderine and Beta pæderine.

Actions and uses—The whole plant is alterative antispasmodic and emetic. The root is an emetic (*Materia Medica of India—R. N Khory*—II. p. 338.)

নব্যমত—সমূলপত্রা প্রসারণী, রসায়ন, আক্ষেপ নিবারক এবং বান্তিকর, মূল বিশেষতঃ বামক (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি—২য় খণ্ড ৩৩৮ পৃঃ)।

প্রিয়ঙ্গু—প্রিয়ঙ্গুঃ।

প্রিয়ঙ্গুঃ, গন্ধপ্রিয়ঙ্গুঃ। Aglaia Roxburghiana.

প্রিয়ঙ্গুঃ শীতলা তিক্তা মোহদাহবিনাশনী। জ্বরবান্তিহরা বক্ত্রশুদ্ধিঞ্চ প্রসাদয়েৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

प्रियङ्गुः शीतला तिक्ता दाहपित्तास्रदोषजित्। वान्तिभ्रान्तिज्वरहरा वक्त्र-जाड्यविनाशनी। **राजनिघण्टुः।**

प्रियङ्गुः शीतला तिक्ता तुवरानिलपित्तहृत्। रक्तातियोगदौर्गन्ध्यस्वेददाह ज्वरापहा। वान्तिभ्रान्त्यतिसारघ्नी वक्त्रजाड्यविनाशिनी। गुल्मतृड्विषमोहघ्नी तद्वद् **गन्धप्रियङ्गुका।** तत्फलं मधुरं रूक्षं कषायं शीतलं गुरु। विबन्धाऽऽध्मान-बलकृत् संग्राहि कफपित्तजित्। **भावप्रकाशः।**

रक्तपित्ते प्रियङ्गुः—"उशीरकालीयकलोध्रपद्मकप्रियङ्गुका * * । पृथक् पृथक् चन्दनतुल्यभागिकाः। सशर्करास्तण्डुलधावनाप्लुताः। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः॥ (चिः ४थः) (२) **रक्तातिसारे** प्रियङ्गुः—"पीतः प्रियङ्गुकाकल्कः सक्षौद्रस्तण्डुलाम्भसा। रक्तस्रावं जयेच्छीघ्रं धन्वमांसरसाशिनः। (चिः १०घः)। (३) **कफविसर्पे** गन्धप्रियङ्गुः—"शैवालं * * * उत्पलानि वीरागन्धप्रियङ्गुकौ। पृथगालेपनं कुर्य्यादिन्दुशः सर्व्वशोऽपिवा। प्रदेहाः सर्व्व एवैते देया स्वल्पघृताप्लुताः।" (चिः ११ घः)। (४) **अग्र्यग्रन्थे** गन्धप्रियङ्गुः —"गन्धप्रियङ्गुः शोणितपित्तातियोगप्रशमनानाम्।" (सूः २५ घः) **चरकः।**

रक्तपित्ते प्रियङ्गुपुष्पम्—"खदिरस्य प्रियङ्गूनां *। पुष्पचूर्णन्तु मधुना लीढ्वा चारोग्यमश्नुते (रक्तपित्त चिः)। **चक्रदत्तः।**

परिणामशूले प्रियङ्गुपत्रम्—"प्रियङ्गुपत्रक्काथेन * वमनं परिशस्यते" (परिणामशूल चिः)। **वङ्गसेनः।**

প্রিয়ঙ্গুর ভাষানাম—বাঃ—প্রিয়ঙ্গু, গন্ধপ্রিয়ঙ্গু। হিঃ—ফুলপ্রিয়ঙ্গু, প্রিয়ঙ্গু, ফুলফেন। মঃ—গহুলা। গুঃ—ঘডলা। কঃ—নের্পিলগু। তৈঃ—প্রেঙ্কণপুচেট্টু। তাঃ—প্রিয়ঙ্গু। বং—গহুনী।

বর্ণন—প্রিয়ঙ্গু বণিক্‌দ্রব্য। অধুনা বৈদ্যগণ, যে ফলকে প্রিয়ঙ্গু বলিয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করেন, তাহা এক প্রকার কটা রঙের ক্ষুদ্র ফল। ফলটীর বৃন্তের দিক্ ক্রমশঃ সরু, উপরি স্থূল—ফলগাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলিদ্বারা বিচিত্ররূপে চিহ্নিত, এজন্য সঙ্কুচিত ও বন্ধুর। ভাঙ্গিলে ভিতরে, শীর্ণ, সঙ্কুচিত, লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ, একটী বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনিঘণ্টুতে প্রিয়ঙ্গু চন্দনবর্গে পঠিত হইয়াছে, অমরসিংহ প্রিয়ঙ্গুকে "গন্ধফলী" বলিয়াছেন। রমণীগণ প্রিয়ঙ্গু অনুলেপনার্থ ব্যবহার করিতেন ;—"প্রিয়ঙ্গুকাচন্দনরূষিতানাং স্পর্শাঃ প্রিয়ানাঞ্চ বরাঙ্গনানাম্" (চরক, দাহ চিঃ)। অতএব ইহার প্রিয়ঙ্গু (প্রিয়ং গচ্ছতি) নাম। ডিমক্, ফ্লোরি নব্য প্রামাণিক গ্রন্থকার, ইঁহারাও শুষ্ক প্রিয়ঙ্গু বীজকে সুগন্ধি বলিয়াছেন (ডিমক্ ১ম খণ্ড ৩৭৩ পৃঃ, ফ্লোরি ২য় খণ্ড ১১৭ পৃঃ)। কিন্তু এক্ষণে যে ফল প্রিয়ঙ্গু নামে বাজারে বিক্রীত হয় ও বৈদ্যগণ যাহা প্রিয়ঙ্গু বলিয়া ব্যবহার করেন, তাহার বীজ সুগন্ধি নহে। ফলের খোসারও কোন গন্ধ নাই। আমরা বহুফল ভাঙ্গিয়া দেখিয়াছি, প্রিয়ঙ্গু বীজের অনুভবযোগ্য কোন দুর্গন্ধ বা সুগন্ধ নাই। আমাদের পরীক্ষার্থ ব্যবহৃত ফল জীর্ণ বা কীটদষ্ট নহে। সুতরাং এ প্রিয়ঙ্গু গন্ধপ্রিয়ঙ্গু নহে। (বক্তব্য দেখ)।

ডিমক্ ১ম খণ্ডের ৩৭৩ পৃষ্ঠায় প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষের বর্ণন লিখিয়াছেন। ওয়াইট্ সাহেব কৃত "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টস্" নাম পুস্তকের ১ম খণ্ডের ১৬৭ সংখ্যক চিত্রে প্রিয়ঙ্গুর ফল পুষ্প সমন্বিত শাখা অঙ্কিত হইয়াছে। ডিমকের বর্ণনে এবং ওয়াইটের অঙ্কনে সাদৃশ্য নাই। ডিমক্ বলিয়াছেন প্রিয়ঙ্গুর পুষ্প পীতবর্ণ, আমরা নবগ্রহ স্তোত্রে পড়িয়াছি "প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং"। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরেও প্রিয়ঙ্গুকে "কৃষ্ণপুষ্পী" বলা হইয়াছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল, পত্র, পুষ্প। মাত্রা—ফলকল্ক ২—৪ আনা, পুষ্পকল্ক ৪—৮ আনা। পত্রকাথ ৫—১০ তোলা, ফলকাথ ১—৫ তোলা।

বৈদ্যকে প্রিয়ঙ্গুর ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে প্রিয়ঙ্গু—রক্তচন্দন ও প্রিয়ঙ্গু সমভাগে লইয়া, তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক, শর্করা সহ পান করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) রক্তাতিসারে প্রিয়ঙ্গু—প্রিয়ঙ্গুকল্ক মধু ও তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্তি পায়। যোগী

জাঙ্গল মাংস অর্থাৎ ছাগাদিমাংসের যূষ পান করিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) কফবিসর্পে প্রিয়ঙ্গু—কফ বিসর্পে, গন্ধপ্রিয়ঙ্গু পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতাপ্লুত করিয়া প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ) (৪) রক্তপিত্তাতিযোগ প্রশমন দ্রব্যের মধ্যে প্রিয়ঙ্গু শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে প্রিয়ঙ্গুপুষ্প—প্রিয়ঙ্গুপুষ্পচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, রক্তপিত্ত হইতে আরোগ্য লাভ করা যায় (রক্তপিত্ত চিঃ)।

বঙ্গসেন—পরিণামশূলে প্রিয়ঙ্গুপত্র—বমনার্হ পরিণামশূলীকে প্রিয়ঙ্গুপত্রক্বাথ সেবন করাইবে।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন "প্রিয়ঙ্গুর্গন্ধদ্রব্যং কঙ্গুশ্চ"। প্রিয়ঙ্গু শব্দে কঙ্গু অর্থাৎ কাউন এবং গন্ধদ্রব্য বুঝায়। কঙ্গু হইতে পৃথক্ করিবার জন্যই পূর্ব্বাচার্য্যগণ কামচারাৎ কোন কোন স্থলে প্রিয়ঙ্গুকেই গন্ধপ্রিয়ঙ্গু বলিয়া উল্লেখ করিতেন। নচেৎ গন্ধপ্রিয়ঙ্গু নামে পৃথক্ কোনও বস্তু ছিল না। অন্ততঃ চক্রপাণির সময় পর্য্যন্ত, প্রিয়ঙ্গু বলিলে যে গন্ধপ্রিয়ঙ্গুই বুঝাইত, ইহাতে সংশয় নাই। চরকের অগ্র্যগ্রন্থের টীকায় চক্রপাণি লিখিয়াছেন—"গন্ধপ্রিয়ঙ্গুঃ প্রিয়ঙ্গুরেব"। গন্ধপ্রিয়ঙ্গু পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ থাকিলেও সংপ্রতি অপরিচিত। নিঘণ্টু গ্রন্থের মধ্যে ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু ও রাজনিঘণ্টু বহু সুভাষিতপূর্ণ গ্রন্থ, এই গ্রন্থদ্বয়ে প্রিয়ঙ্গু ভিন্ন গন্ধপ্রিয়ঙ্গু নামে কোনও বস্তুর উল্লেখ নাই। কেবল ভাবপ্রকাশকার প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গুর পৃথক্ উল্লেখ ও গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে অগ্রে প্রিয়ঙ্গুর গুণ বর্ণন করিয়া, পশ্চাৎ গন্ধপ্রিয়ঙ্গুর উল্লেখ করা হইয়াছে। নির্গন্ধ প্রিয়ঙ্গু না থাকিলে আর প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গু পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় না;—অতএব বোধ হয় পূর্ব্বে কেবল গন্ধপ্রিয়ঙ্গু অর্থে প্রিয়ঙ্গু শব্দ প্রযুক্ত হইলেও, পরে নির্গন্ধ প্রিয়ঙ্গুর (যাহাকে আমরা এক্ষণে প্রিয়ঙ্গু বলিয়া ব্যবহার করি) প্রচার হইলে, ভাবপ্রকাশকার গন্ধপ্রিয়ঙ্গু হইতে উহাকে পৃথক্ করিবার জন্য, প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গুর পৃথগুল্লেখ আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। প্রথমেই প্রিয়ঙ্গু অর্থাৎ নির্গন্ধ প্রিয়ঙ্গুর উল্লেখ দেখিয়া, আমরা এরূপও অনুমান করিতে পারি যে, ভাবপ্রকাশের সময়ে গন্ধপ্রিয়ঙ্গু অপেক্ষা নির্গন্ধপ্রিয়ঙ্গুরই অধিকতর প্রচার ছিল। বঙ্গসেন ভিন্ন, চক্রাপেক্ষা কোনও অর্ব্বাচীন গ্রন্থোক্ত প্রিয়ঙ্গুর ব্যবহার আমরা উদ্ধৃত করিনাই—সুতরাং আমরা প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গু একার্থে ব্যবহার করিয়াছি।

Constituitents—Quercitannic acid and ash.

Actions and uses—Refrigerant and astringent; used in fevers, diarrhoea and liver affections; as an alterative it is given in leprosy. (*Materia Medica of India—R. N. Khory*—II. p. 117)

নব্যমত—প্রিয়ঙ্গ, শীত ও কষায়। ইহা জ্বর, অতিসার ও রক্তচ্ছর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয়। রসায়ন রূপে কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করা যায় (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি—২য় খণ্ড ১১৭ পৃঃ।

প্লক্ষ—প্লক্ষঃ।

প্লক্ষঃ পর্কটী। Ficus infectoria.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"सुपार्श्वः," "चारुदर्शनः," "क्षीरी," "मङ्गलच्छायः," "ह्रस्वपर्णः"।

प्लक्षः कटुकषायश्च शीतलो रक्तपित्तजित्। मूर्च्छाभ्रमप्रलापांश्च हरेत् प्लक्षो विशेषतः। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

प्लक्षः कटुकषायश्च शिशिरो रक्तदोषजित्। मूर्च्छाभ्रमप्रलापघ्नो ह्रस्वप्लक्षो विशेषकः। **राजनिघण्टुः।**

प्लक्षः कषायः शिशिरो व्रणयोनिगदापहः। दाहपित्तकफास्रघ्नः शोथहा रक्तपित्तहृत्। रक्तदोषहरो मूर्च्छाप्रलापभ्रमनाशनः **भावप्रकाशः।**

योनिस्रावे प्लक्षत्वक्—"प्लक्षत्वक्चूर्णपिण्डं वा धारयेन्मधुना कृतम्। (चिः ३० अः)। **चरकः।**

रक्तपित्तिनः शाकार्थं प्लक्षपल्लवः—पटोलनिम्बवेतायप्लक्षवेतसपल्लवाः। शाकार्थं शाकसात्म्यानां तण्डुलीयादयो हिताः॥ **भावप्रकाशः।**

প্লক্ষের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সুপার্শ্ব," "চারুদর্শন," "ক্ষীরী" "মঙ্গলচ্ছায়," "হ্রস্বপর্ণ"।

প্লক্ষের ভাষানাম—বাঃ—পাকুড় গাছ, হিঃ—পাখর, পাকড়। মঃ—পিঁপরী। গুঃ—পিপর্য্য। কঃ—বসুরি। কোঃ—পাকড়ী।

বর্ণন—পাকুড় "চারুদর্শন" ছায়াতরু। শাখা "ঝাঁপড়ি" বলিয়া "সুপার্শ্ব" নাম। পাকড় ও অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে একই প্রকার কেবল পাকুড় অশ্বত্থাপেক্ষা "হ্রস্বপর্ণ" এবং অশ্বত্থের পত্রাগ্র-ভাগ যত দীর্ঘ পাকুড়ের তত দীর্ঘ নহে। রাঢ়ে, অশ্বত্থবৎ পর্কটী সুলভ নহে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্, পত্র।

বৈদ্যকে প্লক্ষের ব্যবহার।

চরক—যোনিস্রাবেপ্লক্ষত্বক্—প্রদরের যোনিস্রাব প্রশমনার্থ পাকুড়ের ছালচূর্ণ, মধুর সহিত পিণ্ড করিয়া, যোনিতে ধারণ করিবে। (চিঃ ৩০ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—রক্তপিত্ত রোগীর শাকার্থ প্লক্ষপল্লব—শাকসাত্ম্য রক্তপিত্তীকে পাকুড়ের পাতা শাকবৎ পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে (রক্তপিত্ত চিঃ)।

বক্তব্য—প্লক্ষ "পঞ্চবল্কলের" অন্যতম। সুশ্রুত ন্যগ্রোধাদিবর্গে প্লক্ষ পাঠ করিয়াছেন, ন্যগ্রোধাদিবর্গের গুণ—"ন্যগ্রোধাদিগণো ব্রণ্যঃ সংগ্রাহী ভগ্নসাধকঃ। রক্তপিত্তহরো দাহমেদোঘ্নো যোনিদোষহৃৎ (সূঃ ৩৮ অঃ)। চরক, মূত্রসংগ্রহণবর্গে প্লক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন (সূঃ ৪অঃ)।

বকুল—বকুলঃ।

বকুলঃ, Mimusops Elengi.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সীধুগন্ধঃ" "দীর্ঘকেসরকঃ" "স্থিরপুষ্পঃ" "স্থিরকুসুমঃ"।

বকুলোত্থপুষ্পস্তু সুপক্বঞ্চ সুগন্ধি চ। মধুরঞ্চ কষায়ঞ্চ স্নিগ্ধং সংগ্রাহি বাকুলম্। স্থিরীকরঞ্চ দন্তানাং বিষদং তৎফলং গুরু॥ ধন্বন্তরীয়-নিঘণ্টুঃ।

বকুল: শীতলো হৃদ্যো বিষদোষবিনাশন:। মধুরশ্চ কষায়শ্চ মদাঢ্যো হর্ষদায়ক:। তথা চ—বকুলকুসুমস্য রুচ্যং শীরাঢ্যং সুরভি শীতলং মধুরম্। স্নিগ্ধকষায়ং কথিতং মলসংগ্রাহকশ্চৈব, রাজনিঘণ্টু:।

বকুলস্তুবরোঽনুষ্ণ: কটুপাকরসো গুরু:। কফপিত্ত বিষশ্বিত্রক্রিমিদন্তগদাপহ:। ভাবপ্রকাশ:।

বিপাকে গুরু সম্পক্কং মধুরং কফপিত্তজিৎ। মধুরশ্চ কষায়শ্চ স্নিগ্ধং সংগ্রাহি বাকুলম্। সুশ্রুতসংহিতা (সূ: ৪৬ অ:—ফলব:।)

তদ্বীজং দন্তচালঘ্নং নস্যাচ্ছীর্ষরুজাপহম্। শোঢ়লনিঘণ্টু:।

চলদন্তে বকুলফলম্—"চলদন্তস্থিরকরং কুর্য্যাদ্বকুলচর্ব্বণম্—" (দন্তরোগ চি:)। (2) দন্তচালে বকুলত্বক্—দন্তচালে তু গণ্ডূষো বকুলত্বক্কৃতো হিত:। মাক্ষিকং পিপ্পলীসর্পির্মিশ্রিতং ধারয়েন্মুখে। দন্তমূলহরং প্রোক্তং প্রধানমিদমৌষধম্ "(দন্তরোগচি:)। চক্রদত্ত:।

বকুলের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সীধুগন্ধ," "শীর্ষকেসরক," "চিরপুষ্প," "স্থির কুসুম"।

বকুলের ভাষানাম—বাঃ—বকুল গাছ। হিঃ—মৌলসিরী, বকুল। মঃ—বকুঁঠ। গুঃ—বোলসরী, বরশোলী। কঃ—করক। তৈঃ—পাবড়া, পোগডচেট্টু। উঃ—বউডকুভি। তাঃ—মোগদম্। দাঃ—বোলসরী। কোঃ—বকুল।

বর্ণন বঙ্গের গৃহস্থলী, দেবায়তন এবং উদ্যানে বকুলবৃক্ষ সযত্নে পালিত হয়। বকুলের পত্রের শ্যামস্নিগ্ধ শোভা, কুসুমের আমোদ এবং সুরভিশীতল ছায়া, উপভোগ করিবার বস্তু। বকুলের একটী নাম "ভ্রমরানন্দ"। কবি বলিয়াছেন—

"আধার বকুলগন্ধানন্ধীকুর্ব্বন্ পদে পদে ভ্রমরান।
অয়মেতি মন্দমন্দং কাবেরীবারিপাবনঃ পবনঃ" ॥

পুষ্প—শুভ্র, মিলিত দল, পুষ্পনল, অতি খর্ব্বাকৃতি, উপরি চূড়াকারে মিলিত। বকুল-বৃক্ষ, গ্রীষ্ম হইতে শরৎ পর্য্যন্ত ঋতুত্রয় ব্যাপিয়া পুষ্পিত, এবং শুষ্ক কুসুমও অবিকৃত এবং সুগন্ধি থাকে বলিয়া ইহা "চিরপুষ্প" ও "স্থির কুসুম" নামে খ্যাত। পক্কফল সিন্দূরবর্ণ, কষায়মধুর অপক্কফল—কষায় ও দুগ্ধবৎ শুভ্র আঠা বহুল।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্, পুষ্প, ফল।

বৈদ্যকে বকুলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—চলদন্তে বকুলফল—বকুলফল চর্ব্বণ করিলে চলিত দন্ত শক্ত হয় (দন্তরোগ চিঃ)। (২) চলদন্তে বকুলত্বক্—বকুলত্বকের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া আলোড়নপূর্ব্বক কবল করিলে, চলিত দন্ত স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয় (দন্তরোগ চিঃ)।

বক্তব্য—বকুলের কোমল শাখা, পত্র এবং পুষ্পবৃন্ত ভগ্ন করিলে আঠা বাহির হয়; কিন্তু ইহা ক্ষীরবৃক্ষের মধ্যে পঠিত হয় নাই। চরক, আসবযোনি ফলবর্গে বকুল পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ২৫ অঃ)। লোকে, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধে, ঘৃত মিশ্রিত পিষ্ট বকুল ফলশস্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, মলদ্বারে প্রয়োগ করিয়া থাকে। বকুলফলশস্যের নস্য শিরোবিরেচক। পুষ্পচূর্ণ মলসংগ্রাহক।

Constituents—Tannin, some caoutchouc, wax, colouring matter, starch and ash *(Materia Medica of India—R. N. Khory*—II. p. 429*)*

Actions and uses—The bark is astringent and given in catarrh of the bladder and urethra; also used as a gargle in salivation, sore month, loose teeth and in spongy gums. The unripe fruit when chewed is said to strengthen loose teeth. A snuff made of the powderd flowers, produces copious discharge from the nose and relieves headache and fever. (Do)

নব্যমত—বকুলের ত্বক্ কষায়, মূত্রাশয় এবং মূত্রস্রোতঃ হইতে শ্লেষ্মস্রাব হইলে, ইহা সেবনার্থ প্রয়োগ করা হয়। লালাস্রাব, মুখক্ষত, দন্তের চলত্ব এবং মাঢ়ী হইতে রক্তাদিস্রাব প্রতীকারার্থ বকুলত্বকের কাথ কবল করিতে দিবে। শুষ্ক বকুলপুষ্পচূর্ণের নস্য গ্রহণ করিলে, নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া, শিরঃপীড়া ও জ্বর প্রশমিত করে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, কোরি ২য় খণ্ড ৪২৯ পৃঃ)।

বচা—वचा।

अरुणवर्णाया नाम—“वचा,” “उग्रगन्धा,” “लोमशा।” Acarus calamus. श्वेतवर्णाया :—“श्वेतवचा,” षड्ग्रन्था,” “हैमवती।”

परिचयज्ञापिका संज्ञा—वचाया :—“क्षुद्रपर्णी” “शतपर्णी” “लोमशा,” “जटिला”। श्वेतवचाया :—“दीर्घपत्रिका” “षड्ग्रन्था”। गुणप्रकाशिका संज्ञा—वचाया :—“उग्रगन्धा”। श्वेतवचाया :—“मेध्या”।

वामनी कटुतिक्तोष्णा वातश्लेष्मरुजापहा। कण्ठ्या च मेध्या क्रिमिहृद्विबन्धाध्मानशूलनुत्। वचाद्वयन्तु कटुकं तिक्तोष्णं मलमूत्रलम्। दीपनं कफवातघ्नं मेध्यायुष्यञ्च पाचनम्। जन्तुघ्नं चोग्रगन्धं स्यात्तच्च कण्ठास्यरोगजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

वचा तिक्ता कटूष्णा च कफामग्रन्थिशोफनुत्। वातज्वरातिसारघ्नी वान्तिकृन्मादभूतनुत्। श्वेतवचाऽतिगुणाढ्या मतिमेधायुःप्रदा कफनुत्। हृद्या च वातशूलक्रिमिदोषघ्नी च दीपनी च वचा। राजनिघण्टुः।

वचोग्रगन्धा कटुका तिक्तोष्णा वान्तिवह्निकृत्। विबन्धाध्मानशूलघ्नी शकृन्मूत्रविशोधिनी। अपस्मारकफोन्मादभूतजन्त्वनिलान् हरेत्। हैमवत्युदिता तद्वद्वातं हन्ति विशेषतः। सुगन्धाप्युग्रगन्धा च विशेषात् कफकासनुत्। सुस्वरत्वकरी रुच्या हृत्कण्ठमुखशोधिनी। भावप्रकाशः।

वचाऽऽकुचा कफवातघ्नाग्नो बुद्धिवर्द्धिनी । राजवल्लभः ।

भक्षिता पयसाऽऽज्येन मासमेकमनुसेविता । वचा कुर्य्यान्नरं प्राज्ञं श्रुतिधारण-संयुतम् । चन्द्रसूर्य्यग्रहे पीतं पलमेकं पयोन्वितम् । वचाया स्तत्क्षणं कुर्य्यान्महाप्रज्ञान्वितं नरम् ॥ बृहन्निघण्टुरत्नाकरः ।

शुष्कार्शसां स्वेदनार्थं वचा—* "तैलेनाभ्यज्य गुदजान् । * वचा-शताह्वापिण्डैर्वा सुखोष्णैः स्नेहसंयुतैः । * स्वेदयेत्—"(चि: ८ अ:)। (२) अतिसारे वचा—वचाप्रतिविषाभ्यां *। * पक्वं वा पाययेज्जलम्" (चि: १० अ:)। (३) अपस्मारे वचा—* "वचां वा मधुसंयुताम्" (चि: १६ अ:) चरकः ।

मेधायुर्लाभाय शुक्ला वचा—"कृतदोष एवाऽऽगारं प्रविश्य [illegible] वचायाः पिण्डं मामलकमात्रमभिहुतं पयसाऽऽलोड्य पिबेत् । जीर्णे पयःसर्पि-रोदन इत्याहारः । एवं द्वादशरात्रमुपयुञ्जीत । ततोऽस्य श्रोत्रं विव्रियते । द्वि-रभ्यासाच्छ्रुतमादत्ते । चतुर्द्वादशरात्रमुपयुज्य सर्वं तरति किल्बिषं, तार्क्ष्यदर्शन-मुत्पद्यते शतायुश्च भवति । (चि: २८ अ:)। (२) नैगमेषग्रहप्रतिषेधार्थं वचा—"वचां * * चापि धारयेत्" (उ: ३६ अ:)। सुश्रुतः ।

वातजारोचके वचा—"छर्दयेद्वा वचाम्भोभिः (चि: ५ अ:)। वाग्भटः ।

उन्मादे वचा—"वकुलवत: * * चरणा: । उन्मादहन्ती हृद्याः * कुष्ठमधुमिश्राः" (उन्माद चि:)। (२) अपस्मारे वचा—"यः खादेत् क्षीर-भक्ताशी माक्षिकेण वचारजः । अपस्मारं महाघोरं सुचिरोत्थं जयेद् ध्रुवम्'

(अपस्मार चि:)। (२) मूर्च्छां वचा—"वचासर्षपकल्केन प्रलिपो हन्ति नामनम्"

चक्रदत्त:।

मूत्ररोधजनिते उदावर्त्ते वचा—मूत्ररोधजनिते क्षीरवारिवचां पिबेत"

(उदावर्त्त चि:)। भावप्रकाश:।

आमाजीर्णे वचा—"वचालवणतोयेन वान्तिरामे प्रशस्यते" (अजीर्ण चि:)। (२) कफजहृद्रोगे वचा—वचानिम्बकषायाभ्यां वाम्यं हृदि कफोत्थिते "(हृद्रोग चि:) (३) चर्म्मदले श्वेता वचा—"वचया श्वेतया नाशं याति चर्म्मदलं द्रुतम्" (कुष्ठ चि:)। (४) शिशो: कच्छु विचर्च्चिकादिषु वचा—"वचाकुष्ठविडङ्गनां कोष्णक्वाथावगाहनम्" (बालरोग चि:)। वङ्गसेन।

मुखरोगे वचा—"दिवारात्रं वचाग्रन्थिं मुखे संधारयेन्निशक्। तेन सौख्यं भवेत्तस्य मुखरोगाद्विमुच्यते (चि: ४५ अ:)। हारीत:।

অরুণবর্ণ বচের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ক্ষুদ্রপর্ণী," "ইক্ষুপর্ণী," "লোমশা," "জটিলা"। শ্বেতবচের—"দীর্ঘপত্রিকা," "ষড়্গ্রন্থা"। অরুণবচের গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"উগ্রগন্ধা"। শ্বেতবচের—"মেধ্যা"।

সংস্কৃত নাম—অরুণবর্ণবচের—"বচা," "উগ্রগন্ধা," "লোমশা"। শ্বেতবচের—"শ্বেতবচা", ষড়্গ্রন্থা", "হৈমবতী"।

অরুণবর্ণ বচের ভাষানাম—বাঃ—বচ্। হিঃ—বচ্। মঃ—বেখণ্ড। গুঃ—ঘোড়াবজ্। তৈঃ—বাস। তাঃ—বশম্।

শ্বেতবচের ভাষানাম—বাঃ—খোরাসানী বচ্, শাদা বচ্। হিঃ—খুরাসানী বচ্, সফেদ্ বচ্। মঃ—পাণ্ডরে বেখণ্ড। গুঃ—খুরাসানী বচ্, বালাবজ্। তৈঃ—বজ্জ্। কাঃ—সোসনজর্দ্দি। অঃ—উদলবুজ্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—শুষ্ক কন্দ। মাত্রা—চূর্ণ, ৪—৮ আনা মাত্রায় বান্তিকর এক আনা মাত্রায় কফনিঃসারক।

বৈদ্যকে বচার ব্যবহার।

চরক—শুষ্কার্শে বচা—অর্শোরোগীর গুহ্যদ্বারে তিলতৈল মাখাইয়া বচা ও শলুকার ঈষদুষ্ণ, স্নেহান্বিত, পিণ্ডদ্বারা স্বেদ দিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) অতিসারে বচা—অতিসারীকে অতিবিষা এবং বচার কাথ পান করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) অপস্মারে বচা—অপস্মারীকে বচাচূর্ণ মধুযোগে সেবন করাইবে (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত—মেধায়ুর্লাভার্থ শুক্লবচা—হৃতদোষ রসায়নকামী ব্যক্তি, গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক, (ইহা কুটীপ্রাবেশিক রসায়ন। রসায়ন দুই প্রকার কুটীপ্রাবেশিক ও বাতাতপিক) হোম করিয়া, শ্বেতবচার আমলকীপ্রমাণ পিণ্ড ব্রাহ্মী ঘৃতের (ইহার কিছু পূর্ব্বেই, মূলগ্রন্থে এই ব্রাহ্মী ঘৃত পাকের বিধি বলা হইয়াছে) সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে, গব্যঘৃত ও দুগ্ধ সহ অন্ন ভোজন করিবে। এইপ্রকার বার দিন সেব্য। অতঃপর শ্রোত্রের এমন অপূর্ব্ব শক্তি জন্মে, যে দুইবার মাত্র আবৃত্তি করিলেই শাস্ত্র ধারণ করিতে পারে। এইরূপ ৪৮ দিন সেবন করিলে গরুড়ের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শতবর্ষ আয়ু লাভ করা যায় (চিঃ ২৮ অঃ)। (২) নৈগমেয়গ্রহপ্রতিষেধার্থ বচা—নৈগমেয় গ্রহের আক্রমণ হইতে শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য, বচা ধারণ করাইবে (উঃ ৩৬ অঃ)।

বাগ্‌ভট—বাতজ অরোচকে বচা—বাতজ অরোচক রোগীকে, বচার কাথ সেবন করাইবে। ইহাতে বমনদ্বারা ব্যাধি নিবৃত্তি পাইবে (চিঃ ৫ অঃ)।

চক্রদত্ত উন্মাদে বচা—বচার রস, কুড়চূর্ণ ও মধু সহযোগে সেবন করিলে, উন্মাদ প্রশমিত হয় (উন্মাদ চিঃ)। (২) অপস্মারে বচা—দুগ্ধান্ন সেবনপূর্ব্বক, মধুসহ বচার চূর্ণ সেবন করিলে, অপস্মার জয় করা যায় (অপস্মার চিঃ)। (৩) বৃদ্ধিরোগে বচা—বচা ও সর্ষপের প্রলেপ বৃদ্ধিনাশক (বৃদ্ধি চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—মূত্ররোধজ উদাবর্ত্তে বচা—কাঁচা দুধ এবং শীতল জল সমভাগে একত্র

মিশ্রিত করিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ বচের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে, মূত্ররোধজ উদাবর্ত্ত প্রশমিত হয় (উদাবর্ত্ত চিঃ)।

বঙ্গসেন—আমাজীর্ণে বচা—আমাজীর্ণে, লবণজলের সহিত বচার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। এতদ্দ্বারা বমন হইয়া আমাজীর্ণ প্রশমিত হয় (অজীর্ণ চিঃ)। কফজ হৃদ্রোগে বচা—কফজ হৃদ্রোগে, বচা ও নিমছালের কাথ পানপূর্ব্বক বমন করিবে। (৩) চর্ম্মদলে শ্বেত-বচা—শ্বেতবচার প্রলেপ চর্ম্মদল নাশক (কুষ্ঠ চিঃ)। (৪) শিশুর কচ্ছুবিচর্চ্চিকাদি রোগে বচা—বচা, কুড় এবং বিড়ঙ্গের ঈষদুষ্ণ কাথে শিশুকে অবগাহন করাইলে, শিশুর কচ্ছু বিচর্চ্চিকাদি বিনাশ পায় (বালরোগ চিঃ)

হারীত—মুখরোগে বচা—মুখে দিবারাত্র বচার টুক্‌রা রাখিলে, মুখরোগ নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৪৫ অঃ)।

বক্তব্য—কোচবিহার রাজ্যের সর্ব্বত্র শ্বেতবচা প্রচুর জন্মে। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু ও রাজ-নিঘণ্টুতে শ্বেত এবং অরুণবচা ভিন্ন তৃতীয় প্রকারের বচের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ভাব-প্রকাশকার এতদতিরিক্ত 'সুগন্ধাবচা'র উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার ভাষানাম কুলিঞ্জন কথিত হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে কুলিঞ্জন প্রসিদ্ধ। বাঙ্গলার লোকে অরুণবচাকেই মহাবরীবচ বলে। ভাবপ্রকাশকারের মতে সুগন্ধা বচার ভাষানাম মহাভরীবচা। চরক, লেখনীয়, অর্শোঘ্ন, শীতপ্রশমন ও সংজ্ঞাস্থাপন বর্গে বচা পাঠ করিয়াছেন, বমনোপযোগী দ্রব্যবর্গে (বিঃ ৮ অঃ) বচার উল্লেখ করেন নাই। সুশ্রুত, ঊর্দ্ধভাগহর বর্গে (সূঃ ৩৯ অঃ) বচা পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—A volatile oil, acorin—a bitter principle, acorctin (choline), calamine, starch, mucilage &c.

Actions and uses—Bitter aromatic stimulant, tonic and carminative; usually combined with vegetalbe bitter tonics and aromatics, and given in agne, habitual constipation, atonic dyspepsia, colic, flatulence and paratytic and nervouse affections; as a stimulant it is given in low fevers, epilepsy, and as a debstrucut and depurative in parotitis, dropsy and other glandular diseases. It is an ingredient of various apporodisiac confections. As a poultice it is applied to paralysed limbs and rheumatic swellings. Powdered rhizeme, rubbed with casherd spirit is used in chronic rheumatism; a watery solution is dropped into the ears in noise in the ears. *Balavacha* is given to children tobite to

promote teething. Its action is similar to that of soothing syrup. It is also given in capillary bronchitis and cough. It acts by setting up emesis; Jora bacha is used as a diuretic in calculous affections and as an authelmintic in worms in children. As an astringent the drug is given in dysentery and diarrhœa. Like neem it is also burnt as an incense. It is regarded as an insectifuge and insecticde for fleas &c. The vatile oil is used for scenting snuff and preparation of aromatic vinegar. (*Materia Medica of Iudia*—*R. N. Khory*—II. p. 628).

নব্যমত—বচ, তিক্ত, সুগন্ধি, উষ্ণ, বল্য ও বায়ুনাশক। ইহা প্রায়শঃ, তিক্তবলপ্রদ ও সুগন্ধি মসলার সহিত, কম্পজ্বর, সুচিরোৎপন্ন কোষ্ঠবদ্ধ, গ্রহণী, শূল, উদরাধ্মান ও বাতব্যাধিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উষ্ণ বলিয়া, বচ, মৃগীজ্বর ও অপস্মারে প্রয়োজ্য। দুষ্ট সঞ্চিত দোষ শরীর হইতে নিঃসারিত করিবার শক্তি আছে বলিয়া, বচ, কর্ণমূলশোথ, অন্যান্য গ্রন্থিবিবৃদ্ধি ও শোথরোগে সেব্য। বচ, বিবিধ বৃষ্য খণ্ডমোদকাদিতে ব্যবহৃত হয়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে কিম্বা আমবাতের স্ফীতিতে বচের প্রলেপ হিতকর। সুপিষ্ট বচ, জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, বিন্দু বিন্দু কর্ণাভ্যন্তরে প্রদান করিলে কর্ণনাদ প্রশমিত হয়। শিশুদিগকে "বালবচ" দংশন করিতে দিলে ত্বরিত দন্তোদগম হয়। ইহার ক্রিয়া "সুদিং সিরাপে"র তুল্য। কাস বিশেষে (capillary bronchitis) এবং কফরোগেও ইহা প্রযোজ্য। "ঘোড়বচ" মূত্রকারক বলিয়া শর্করা অশ্মরীরোগে হিতকর, ক্রিমিঘ্ন হেতু শিশুর ক্রিমিরোগে সেব্য। ধারক বলিয়া, অতিসারে, আম ও রক্তাতিসারে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যবৎ বচও দগ্ধ করা হইয়া থাকে। বচ, কীট প্রতিরোধক ও কীটনাশক। বচের তৈল বায়ু সংস্পর্শে সত্বর "উবিয়া যায়"। এই তৈল, নস্য সুগন্ধি করণার্থ ও সুগন্ধি সির্কা প্রস্তুত জন্য ব্যবহৃত হয়। আর, এন খোরি ২য় খণ্ড ৬২৮ পৃঃ)।

বচ, অল্প মাত্রায় পাচক, অধিক মাত্রায় (তিন আনা) বামক। অজীর্ণের সহিত উদরাধ্মান থাকিলে বচ বিশেষ উপকারী। ½ আনা মাত্রায় বচচূর্ণ, শিশুর পেটকামড়ানির পক্ষে হিতকর। বচের কাণ্ট বা কাথ কম্পজ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ। উৎকাসিতে, মুখে বচের টুক্‌রা রাখিলে কাসলা-বেগের উপশম হয়। ইহা অনেক "কফলা:জ্জম্" অপেক্ষা ফলপ্রদ। শ্বাসরোগে বচের চূর্ণ প্রথমে ১½—২ আনা মাত্রায়, পরে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর কফনিঃসারক মাত্রায় (১ আনা), যতক্ষণ শ্বাসের নিবৃত্তি না হয় ততক্ষণ সেব্য। জয়পালের তৈল সেবন করিয়া অতি বিরেচন হইলে, তৎ-প্রতীকারার্থ অর্দ্ধ্যম্ব বচের দুই আনা মাত্রায় সেব্য। শিশুর অজীর্ণজন্য উদরাধ্মানে নাভিতে বচের প্রলেপ দিবে। বল্য ও বিরেচক ঔষধের সহকারীরূপে ইহা প্রয়োগ করিলে তদুৎ ঔষধের ক্রিয়াধিক্য হয়। (ওয়াট্ ইকনমিক্ প্রডাক্ট্স্ অফ্ ইণ্ডিয়া)

বট — वट: ।

वट:, न्यग्रोध: । Ficus Bengalensis, F. Indica, Urostigma Bengalensis.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"बहुपाद:," "शिफारुह:" "जटाल:" "अव-रोही," "क्षीरी," "रक्तफल:," "महाच्छाय:" ।

वट: शीत: कषायश्च स्तम्भनो रूक्षणात्मक: । तथा तृष्णाच्छर्दिमूर्च्छारक्तपित्त-विनाशन: । धन्वन्तरीयनिघण्टु: ।

वट: कषायो मधुर: शिशिर: कफपित्तजित् । ज्वरदाहतृषामेहव्रणशोफाप-हारक: । वटी (नदीवट:) कषायमधुरा शिशिरा पित्तहारिणी दाहतृष्णा-श्रमश्वासविच्छर्दिशमनी परा । राजनिघण्टु: ।

वट: शीतोगुरुर्ग्राही कफपित्तव्रणापह: । वर्ण्यो विसर्पदाहघ्न: कषायो योनिदोषहृत् । स्वादुतृष्णापहो मूर्च्छामेहाध्वदरनाशन: । भावप्रकाश: ।

अधोगरक्तपित्ते शोणितविट्प्रयमं प्रवृत्ते शोणिते वटावरोह: शृङ्ग—"विशेषतोविट् प्रथमं प्रवृत्ते पयो मतं * । वटावरोहैर्वटशृङ्गकैर्वा * * । (चि: ४ अ:) । (२) रक्तातिसारे वटशृङ्ग:—रक्तं विट्सहितं पूर्व्वं पश्चाद्वा योऽतिसार्य्यते * । न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थशुङ्गानापोथ्य वासयेत् । अहोरात्रं जले तत्र घृतं तेनाम्भसापचेत् । तदर्द्धं शर्करायुक्तं लिह्यात् सक्षौद्रपादिकम्" (चि: १० अ:) । (७) व्रणनिर्व्वापणे वटपल्लव:—"शाखाक्षीरवत्त्वचामूलं तथा क्षीरिपल्लवा: । * आलेपनं निर्व्वापणं—।" (चि: ११ अ:) । (४) अङ्कुरे

चि: १२ अ:)। प्रदरे न्यग्रोधत्वक्—"न्यग्रोधत्वक्कषायेण लोध्रकल्कं तथा पिबेत्" चि: ३० अ:)। चरकः।

रक्तपित्ते वटपल्लवः—"सिद्धाश्च दूर्व्वावटजाश्च पल्लवान्। मधुद्वितीयान् * *। (चि: ४५ अ:)। सुश्रुतः।

अतिसाररक्तायाम् वटावरोहः—"वटारोहन्तु संपिष्य श्लक्ष्णं तण्डुलवारिणा। तत् पिबेत् तक्रसंयुक्तमतीसाररक्तापहम् (अतिसार चि:)। (२)

शुक्रसंज्ञकनेत्ररोगे वटक्षीरः—"वटक्षीरेण संयुक्तं श्लक्ष्णं कर्पूरजं रजः। क्षिप्रमञ्जनतो हन्ति शुक्रञ्चापि घनोन्नतम्।" (नेत्ररोग चि:)। चक्रदत्तः

अध्यर्व्वुदे वटदुग्धं वल्कञ्च—"वटदुग्धकुष्ठरोमकलितं वद्धं वटस्य वल्केन। अधरस्थि समरात्रान् महदपि शमयेत् सिद्धमिदम्" (अर्व्वुद चि:)। (२)

शोणितप्रदरे वटशुङ्गम्—"काश्मर्य्यवटशुङ्गानि पृथग्दत्त्वास्तथैव च। घृतं सिद्धं भवेच्छ्रेष्ठं शोणितप्रदरे पिबेत्।" (स्त्रीरोग चि:) वङ्गसेनः।

व्यङ्गे वटाङ्कुरः—"वटाङ्कुरा मसूराश्च प्रलेपाद्व्यङ्गनाशनम्" भावप्रकाशः।

বটের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"বহুপাদ," "শিফারুহ," "জটাল," "অবরোহী," "ক্ষীরী," "রক্তফল," "মহাচ্ছায়"।

বটের ভাষানাম—বাঃ বটগাছ। হিঃ—বড়। মঃ—বড়। গুঃ—বড়। কঃ—আল। তৈঃ—মর্রিচেট্টু, মারি, পেড্ডিমর্রী। তাঃ—আল। উঃ—বোক। ফাঃ—দর্খ্‌তেরেশা, বড়থাই ঐশায়েবগর্দ। অঃ—যাতুদবারি বথ্ আব্।

বর্ণন—বট ছায়াতরুর রাজা। ইহা পুরাণ অট্টালিকার প্রধান শত্রু। বটবৃক্ষ চির-হরিৎ নহে, অর্থাৎ সম্বৎসরের মধ্যে ইহা একবার পত্রশূন্য হইয়া থাকে। অবরোহ কাণ্ডে পরিণত হইয়া, বটবৃক্ষ কি প্রকার বিশালতা প্রাপ্ত হইতে পারে, শিবপুর বোটানিকাল্ গার্ডেনের বটবৃক্ষ তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। এই বৃক্ষের বয়স এক্ষণে ১৩১ বৎসর, কেহ কেহ আরও প্রাচীন বলিয়া অনুমান করেন। ১৮১০ সালে এই বৃক্ষের ৩৭৮টী বৃন্তিকাশাখী এবং

প্রায় ১০০টী ভরস্তিসাধী অবরোহ গণনা করা হইয়াছিল। যখন বাগানের অস্তিত্ব ছিল না তখন এই বটবৃক্ষ একটী আরণ্য খর্জ্জুর বৃক্ষের উপরি জন্মিয়া বর্দ্ধিত হইতেছিল, আর একটী ফকির ইহার তলদেশে বাস করিত। উডুম্বরের পুষ্প সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে বটপুষ্প বিষয়েও তাহাই বক্তব্য। বর্ষায় বটফল পরিপক্ক হয়। পক্ক বটফল রক্তবর্ণ, ইহা পক্ষিজাতির খাদ্য।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক, শুঙ্গ (অবিকশিত পত্রমূলকে শুঙ্গ বলে), পত্র, অবরোহ, ফল। মাত্রা—শুঙ্গ ও অবরোহের কল্ক—৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে বটের ব্যবহার।

চরক—অধোগ রক্তপিত্তে বটাবরোহ ও শুঙ্গ—অধোগরক্তপিত্ত রোগীর, মলত্যাগকালে প্রথমে রক্তনির্গম হইয়া পরে মলপ্রবৃত্তি হইলে, বটের অবরোহ ও শুঙ্গের ক্ষীরপরিভাষানুসারে কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক পান করাইবে (চিঃ ৪ অঃ)। রক্তাতিসারে বটশুঙ্গ—বট, উডুম্বর ও অশ্বত্থের কুট্টিত শুঙ্গ উষ্ণজলে দিবারাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। এই জল বস্ত্রপূত করিয়া লইয়া, এতদ্দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। পক্ক ঘৃতের অর্দ্ধ চিনি এবং এক-চতুর্থাংশ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, মলত্যাগের প্রথমে কিম্বা শেষে সরক্ত মলনির্গম জয় করা যায় (চিঃ ১০ অঃ) (৩) ব্রণনির্ব্বাপণে বটপল্লব—ব্রণশোথে বটপত্রের প্রলেপ দিলে নির্ব্বাপণ হয়, অর্থাৎ স্ফোটক বিলীন হইয়া যায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) পাণ্ডুর প্রদরে বটত্বক্—শ্বেতপ্রদরে, বটত্বক্ কৃত কাথের সহিত লোধ্রকল্ক সেবন করিবে (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত—রক্তপিত্তে বটপত্র—রক্তপিত্তী কোমল বটপত্র পেষণপূর্ব্বক মধুসহ সেবন করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—অতিসারে বটাবরোহ—সুপিষ্ট বটাবরোহ তণ্ডুলোদকসহ সেবন করিলে অতিসারজনিত উদরের বেদনা ত্বরায় প্রশমিত হয় (অতিসার চিঃ) (২) শুক্র নাম নেত্ররোগে বটক্ষীর—কর্পূরচূর্ণ বটের আঠায় পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা অঞ্জন করিলে ঘনোন্নত শুক্র সত্বর বিনাশ পায় (নেত্ররোগ চিঃ)।

বঙ্গসেন অধ্যর্ব্বুদে বটদুগ্ধ ও বল্কল—অধ্যর্ব্বুদের উপরি, বটদুগ্ধ, কুড়চূর্ণ এবং রোমকলবণ লেপনপূর্ব্বক, বটের বল্কল দ্বারা সপ্তরাত্র বেষ্টন করিয়া রাখিলে, অধ্যর্ব্বুদ নিশ্চিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়—ইহা সিদ্ধ ঔষধ (অর্ব্বুদ চিঃ)। অর্ব্বুদোপরিজাত অর্ব্বুদকে অধ্যর্ব্বুদ কহে (২) রক্তপ্রদরে বটশুঙ্গ—বটশুঙ্গের কাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত রক্তপ্রদরে সেব্য (স্ত্রীরোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—ব্যঙ্গে বটাঙ্কুর—মসূর কলায় এবং বটাঙ্কুর একত্র পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ অর্থাৎ "মেছেতা" বিনষ্ট হয়।

বক্তব্য—চরক—আম্র, জম্বু, প্লক্ষ, উডুম্বর অশ্বত্থ সহ বটকে মূত্রসংগ্রহণবর্গে এবং সুশ্রুত, ইহাকে ন্যগ্রোধাদিবর্গে পাঠ করিয়াছেন।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ বলেন (৩য় খণ্ড ৩৩৯ পৃঃ) "কচিৎ বট ও অশ্বত্থের নির্ণয়ে বিপ্রতিপত্তি ঘটিয়া থাকে; যেহেতু "বহুপাদ" ও "শিখণ্ডিন্" নামে উভয়েরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়"। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু, রাজনিঘণ্টু, ভাবপ্রকাশাদি কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থে অশ্বত্থের "বহুপাদ" নাম দৃষ্ট হয় না—সকলেই বটের নাম "বহুপাদ" লিখিয়াছেন। "শিখণ্ডী" শব্দ বৈদ্যকে বট বা অশ্বত্থার্থে প্রযুক্তই হয় না। সুতরাং ডিমকের উক্তি নিতান্ত অমূলক। ডিমক্ (৩য় খণ্ড ৩৩৯ পৃঃ) ভ্রমবশাৎ নিম্বকে পঞ্চ বল্কলের অন্তত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈদ্যকে পঞ্চবল্কলের মধ্যে নিম্ব পঠিত হয় নাই।

Constituents.—The bark contains tannin, wax and caoutchouc.

Actions and uses.—Tonic and astringent; given in diabetes, dysentery and hæmorrhagic fluxes, and in gonorrhœa and seminal weakness. Locally the juice is applied as a remedy for toothache and to the soles of the feet and palms of the hand when cracked. (*Materia Medica of India—R. N. Khory*—II. p. 557).

নব্যমত—বট, বল্য, কষায়। ইহা সোমরোগ, আমরক্তাতিসার, উর্দ্ধাধঃ রক্তপ্রবৃত্তি, "গণোরিয়া" এবং শুক্রক্ষীণতায় প্রযোজ্য। হস্তপদতলের ত্বক্ বিদীর্ণ হইলে বট ক্ষীরের প্রলেপ হিতকর। অপিচ ইহা দন্তশূলের মহৌষধ (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া ২য়—খণ্ড ৫৫৭ পৃঃ)।

বদর—বদরম্।

বদরঃ, (বদরী)—Ziziphus Jujuba. সৌবীরবদরম্, রাজবদরম্—Z. Vulgaris. লঘুবদরম্, Z. Napeca.

পরিভাষাত্মিকা সংজ্ঞা—সৌবীরবদরয়োঃ—"বল্লকফলঃ," স্থূলফলঃ, "স্থূলবীজঃ"। রাজবদরস্য—"দৃঢ়ফলঃ" "লঘুবীজঃ" "মধুরফলঃ"। লঘু-

पर्य्यायाः—"वल्लीवदरी," "बहुफलिका"। लघुवदरस्य—"बहुकण्टकः," "सूक्ष्मपत्रकः," "दुष्प्रधर्षः," "प्रवराहारः"।

कर्कन्धु कोलबदरमामं पित्तकफावहम्। पक्वं पित्तानिलहरं स्निग्धं समधुरं सरम्। पुरातनं तृट्शमनमामघ्नं दीपनं लघु। सौवीरवदरं स्निग्धं मधुरं वातपित्तजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। सुश्रुतः—सू: ४६ अ: फलवः)।

वदरं मधुरं कषायमम्लं परिपक्वं मधुराम्लमुष्णमेतत्। कफकृत् पचमातिसाररक्तश्रमशोषार्त्तिविनाशनञ्च रुच्यम्। बदरस्य पत्रलेपो ज्वरदाहविनाशनः। त्वचा विस्फोटशमनी बीजं नेत्रामयापहम्। राजवदरः सुमधुरः शिशिरो दाहार्त्तिपित्तवातहरः। तृष्यश्च वीर्य्यवृद्धिं कुरुते शोषश्रमं हरते। भूवदरी मधुराम्ला कफवातविकारहारिणी पथ्या। दीपनपाचनकर्त्री किञ्चित् पित्तास्रकारिणी रुच्या। लघुवदरं मधुराम्लं पक्वं कफवातनाशनं रुच्यम् स्निग्धं तु जन्तुकारकमीषत् पित्तार्त्तिदाहशोषघ्नम्। राजनिघण्टुः।

वदरीफलमज्जा तु तुवरा मधुरा मता। शुक्रदा वलदा तृष्या कासश्वासक्षयापहा। वातघ्नी छर्द्दिदाहघ्नी पित्तहा मुनिभि र्मता। निघण्टुरत्नाकरः।

पच्यमानं सुमधुरं सौवीरं वदरं महत्। सौवीरं वदरं शीतं भेदनं गुरु शुक्रलम्। बृंहणं पित्तदाहास्रक्षयतृष्णानिवारणम्। सौवीरात्तु सम्पक्वं मधुरं कोलमुच्यते। कोलन्तु वदरं ग्राहि रुच्यमुष्णञ्च वातलम्। कफपित्तकरञ्चापि गुरु सारक मीरितम्। कर्कन्धुः क्षुद्रवदरं कथितं पूर्व्वसूरिभिः। अम्लं स्यात् क्षुद्रवदरं कषायं मधुरं मनाक्। स्निग्धं गुरु च तिक्तञ्च वात-

पित्तापह स्मृतम्। शुष्कं भेदनमग्निकृत् सर्व्वं तृष्णाक्लमापहम्। भावप्रकाशः।

कर्कन्धुर्क्षोलबदरमाम पित्तकफावहम्। पक्वं पित्तानिलहरं स्निग्धं समधुरं सरम्। तच्छुष्कं कफवातघ्नं भवेत् पित्ते विरुध्यते। पुराणं तृट्प्रशमनं श्रमघ्नं दीपनं लघु। राजवल्लभः।

चर्शःसु कोलम्—"कौलोत्थाय ऽथवा कोष्णे *। * तं मूत्रार्त्तमुप-वेशयेत्" ॥ (चि: ८ च:)। (२) चतिसारे बदरम्—"* यूषेण बादराणामथा-पिवा। * दधिदाड़िमसिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत्" ॥ (चि: १० च:)। (३) मदात्ययस्य दाहे बदरोपल्लवः—"बदरीपल्लवोत्थास्य तथैवारिष्टकोद्भवा: फेनि-लायाश्च यः फेन स्तैर्दाहे लेपनं शुभम् ॥" चि: १२ च:)। (४) स्वरभेदे कासे च बदरीपत्रम्—"बदरीपत्रकल्कं वा घृतभृष्टं ससैन्धवम्। स्वरभेदे च कासे च लेहमेतत् प्रयोजयेत् ॥ (चि: २२ च:)। चरकः।

चतिसारे बदरीमूलम्—तद्वत्क्षीरं मधुयुतं बदरीमूलमेव तु"। (उ: ४० च:)। सुश्रुतः।

प्लीहि बदरीपत्रम्—तैलोऽभ्यिश्रैर्वदरकपत्रै: सर्व्वाङ्गिनैः समुपनद्धः। सुप्तदीन पीड़ितोऽनुयाति प्लीहा पयोभुजो नाशम्" ॥ (चि: १५ च:। वागभटः।

कासे बदरमज्जा—पिवेद्बदरमज्जां वा मदिरादधिमस्तुभि: (कासचि:) वृद्धवागभटः।

रक्तातिसारे बदरत्वक्—मज्जाबदरी* त्वचः। पीता: क्षीरेण मज्जाख्याः पृथक् शोणितनाशनाः"। (चतिसार चि:)। (२) मसूरिकायां बदरम्—

त्रिवृता बादरं चूर्णं पाचनार्थं गुड़ेन तु। अनेनाशु विपच्यन्ते वातपित्तकफा-

त्मिका:॥ (मसूरिकाधि:)। (३) प्रदरे बदरम्—"गुड़ेन बदरीचूर्णं*।* पूरकम्

प्रदरनाशनम्"॥ (प्रदर धि:)। (४) खौल्ये बदरीपत्रम्—"बदरीपत्रकल्केन

पेया काञ्जिकसाधिता। स्थौल्यनुत्*॥" (स्थौल्यधि:)॥ चक्रदत्त:।

प्रवाहिकायां बदरीपत्रम्—"धातकीबदरीपत्रं*। एकतो दध्ना पिबेत्

प्रवाहिकाहिन:"॥ (म: ख: १म: भा:)। भावप्रकाश:।

भस्मकाग्निप्रतीकारार्थं कोलास्थिमज्जा—"कोलास्थिमज्जकल्कस्तु पीतो

वाप्युदकेन वै। अचिराद्विनिहन्त्येव प्रयोगो भस्मकं नृणाम्॥" (भस्मकाग्नि धि:)।

वङ्गसेन:।

বদরাদির ভাষানাম—সং—বদর। বাঃ—কুল, বরুই। হিঃ—বের। মঃ—বোর। গুঃ—মোটী বোরডী। কঃ—যেরণু। তৈঃ—রেংগ। উঃ—কুড়ি। তাঃ—রেবন্তি। ফাঃ—কুনার্। অঃ—সীদরন্বক্।

সং—রাজবদর, বাঃ—নারকেলে কুল। সং—ভূবদরী, বাঃ—বনকুল, লতাবরুই। সং—লঘুবদর, বাঃ—সেয়াকুল। ফলের আকৃতি অনুসারে কুলের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত নাম আছে,—বড় কুলকে "সৌবীর", এতদপেক্ষা ক্ষুদ্রতরকে "কোল" এবং সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতমকে "কর্কন্ধু" বলে। সৌবীর সুমধুর, কোল মধুর এবং কর্কন্ধু অম্ল।

বদরাদির পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—কোল ও বদরের—"বক্রকণ্টক", "বৃত্তফল", "দৃঢ়বীজ"। রাজবদরের—"পৃথুফল", "তনুবীজ", "মধুরফল"। ভূবদরীর—"বল্লীবদরী", "বহুফলিকা"। লঘুবদরের—"বহুকণ্টক", "সূক্ষ্মপত্রক", "ক্ষুদ্রপর্ণ", "শবরাহার"।

বর্ণন—কুলের গাছ গ্রাম্যজনের নিকট সুপরিচিত। কুলের কাণ্ড রেখাবন্ধুর ও বিদীর্ণ। পাতা—গোল, পত্রোদর হরিদ্বর্ণ, পত্রপৃষ্ঠ পাণ্ডুশুভ্র। ইহা "বক্রকণ্টক", বৃত্তফল ও "দৃঢ়বীজ"—বীজের শস্ত বাদামের মত। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কুলের গাছের ডাল কাটিয়া দিলে প্রচুর ফল জন্মে। "নারকেলে কুল" সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ—ইহার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। পল্লী-

গ্রামের মাঠে, পল্বলের নিকটে এবং পথিপার্শ্বে যে ক্ষুদ্র ও অমুচ্চ কুলের গাছ দৃষ্ট হয়—তাহাকে ভূবদরী বলে ; বদরের মত ইহারও ফল শীতকালে হয়—বস্তুতঃই ইহা "বহুফলিকা", ফলাধিক্য হেতু ইহার শাখা অতি সুন্দর দেখায়। লঘুবদর "বহুকণ্টক" অতএব "দুস্পর্শ," ইহা "সূক্ষ্ম-পত্রক" হ্রস্বশাখ ক্ষুপ। পল্লীগ্রামে যত্র তত্র জন্মিয়া থাকে। ইহার শাখা গাত্র বা বস্ত্রস্পৃষ্ট হইলে সহজে মুক্ত হওয়া কঠিন। রসজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র "রোহিণী"কে সেয়াকুলের কাঁটা বলিয়াছেন। সেয়াকুলের ফল গোলমরিচাপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূলতর। কুলের মত ইহারও ফল শীতকালে হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল, মূলত্বক্, পত্র। মাত্রা—মূলত্বক্ ৪—৮ আনা পত্রকল্ক—৮—১৬ আনা। ত্বক্‌কাথ ১০ তোলা।

বৈদ্যকে বদরাদির ব্যবহার।

চরক—অর্শে কোল—রোগী অর্শের যন্ত্রণায় নিতান্ত পীড়িত হইলে, তাহাকে উষ্ণচুক্ত কোলের কাথে উপবেশন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) অতিসারে বদর—বদরের যূষ প্রস্তুত করিবে। এই যূষ দেড় পোয়া, গব্যদধি আধ পোয়া, কুট্টিত দাড়িম ফল ২ তোলা মৃৎপাত্রে পাক করিবে। বস্ত্রপূত করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তম তিল তৈলযোগে পান করিতে দিবে (চিঃ ১০ অঃ)। ইহা বিরেচনসাধ্য অতিসারে প্রয়োজ্য। (৩) মদাত্যয়ের দাহে বদরী-পল্লব—সুপিষ্ট বদরী পত্র কাঁজিতে আলোড়িত করিয়া মন্থন করিলে যে ফেন উত্থিত হইবে, তাহা লেপন করিলে মদাত্যয়ের দাহশান্তি হয় (চিঃ ১২ অঃ)। (৪) স্বরভেদে ও কাসে বদরীপত্র—সুপিষ্ট বদরীপত্র সৈন্ধবলবণ যোগে গব্যঘৃতে ভাজিয়া কিম্বা বদরীপত্রের পিষ্টক ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিবে। স্বরভঙ্গ ও কাসরোগের পক্ষে ইহা প্রশস্ত (চিঃ ২১ অঃ)।

সুশ্রুত—অতিসারে বদরীমূল—অতিসারী বদরীমূলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে (উঃ ৪০ অঃ)।

বাগ্‌ভট প্লীহোদরে বদরীপত্র—বদরীপত্র তিল তৈলসহ শিলায় উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক প্লীহার উপরি মর্দ্দন করিয়া, রোগীর ক্লেশ না হয় এরূপভাবে দণ্ড বা হস্তদ্বারা প্লীহস্থান টিপিতে থাকিবে। প্রত্যহ এইরূপ করিবে এবং রোগীকে কেবল দুগ্ধ মাত্র সেবন করিতে দিবে। কিয়দ্দিন এইরূপ করিলে প্লীহা স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইবে (চিঃ ১৫ অঃ)।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহ (বৃদ্ধবাগ্‌ভট)—কাসে বদরমজ্জা—কাসরোগী, বৈদ্যকোক্ত মদিরা কিম্বা দধির মাতের সহিত বদর বীজের শস্য সেবন করিবে (কাস চিঃ)।

চক্রদত্ত রক্তাতিসারে বদরত্বক্—বদরীমূলত্বক্ ছাগদুগ্ধে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া প্রচুর মধু যোগে পান করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২)

মসূরিকায় বদর—বীজহীন বদরচূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিবে। এতদ্দ্বারা বাতপিত্তকফজ মসূরিকা পাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে (মসূরিকা চিঃ)। (৩) প্রদরে বদর—বীজ বিরহিত বদর চূর্ণ গুড় সহ ভোজন করিবে। ইহা প্রদরনাশক (প্রদর চিঃ)। (৪) স্থৌল্যে বদরীপত্র—কাঁজিতে, শিলাপিষ্ট বদরীপত্রের পেয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, অতিস্থূল ব্যক্তি কৃশতাপ্রাপ্ত হয় (স্থৌল্য চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—প্রবাহিকায় বদরীপত্র—বদরীপত্র দধির সহিত উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক দধিসহ আলোড়িত করিয়া পান করিলে, প্রবাহিকা ("আমাশা") প্রশমিত হয়।

বঙ্গসেন—ভস্মকাগ্নিতে কোলাস্থিমজ্জা—কোলবীজের শস্য জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে ভস্মকাগ্নি প্রশমিত হয় (ভস্মকাগ্নি চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, হৃদ্য ও বিরেচনোপগবর্গে কুবল, বিরেচনোপগবর্গে কর্কন্ধু এবং হৃদ্য, বিরেচনোপগ, ছর্দ্দিনিগ্রহণ, হিক্কানিগ্রহণ ও শ্রমহরবর্গে বদর এবং সুশ্রুত, বাতসংশমন বর্গে বদর ও কোল পাঠ করিয়াছেন।

Constituents—The bark and leaves contain tannin and a crystallizable principle, ziziphic acid and sugar.

Actions and uses—The bark is astringent, used in lucorrhœa, diarrhœa and hæmorrhagic fluxes generally combined with Talabija. The paste of the leaves, with those of Ficus glomerata, is used locally for scorpion bites ; and as a poultice to promote suppuration of boils. With catechu the leaves are given as cooling and refrigerant. The root is used in fevers. (*Materia Modica of India—R. M. Khory*—II. p. 160.)

নবমত—কুলের ত্বক্ কষায়। ইহা, প্রদর অতিসার এবং উর্দ্ধাধঃ রক্তপ্রবৃত্তিতে সচরাচর তালবীজ (?) সহ ব্যবহৃত হয়। শিলাপিষ্ট বদর ও যজ্ঞডুমুরের পত্রের প্রলেপ, বিষধর কীটদষ্টে হিতকর। ইহার পুল্টিশ্ দিলে অপক্ক স্ফোটক পক্কতাপ্রাপ্ত হয়। কুলের পাতা খদির সহ সেবন করিবে ইহা স্নিগ্ধ ও শ্রমহর। মূলত্বক্ জ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, খোরি—২য় খণ্ড ১৬০ পৃঃ)।

वरुणः तिक्तशाकः। Cratæva Religiosa, Capparis trifoliata, C. Roxburghii.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"तिक्तशाकः," "श्वेतपुष्पः," "श्वेतद्रुमः"।

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"मारुतापहः," "अश्मरीघ्नः"।

वरुणः शीतवातघ्न स्तिक्तो विद्रधिजन्तुजित्। तथा च कटुरुष्णश्च रक्तदोषहरः परः। **धन्वन्तरीयनिघण्टः।**

वरुणः कटुरुष्णश्च रक्तदोषहरः परः। शीर्षवातहरः स्निग्धो दीप्यो विद्रधिवातजित्। **राजनिघण्टः।**

वरुणः पित्तलो भेदी श्लेष्मकृच्छ्राश्ममारुतान्। निहन्ति गुल्मवातास्रकृमीं श्चोष्णोऽग्निदीपनः। कषायो मधुरस्तिक्तः कटुको रूक्षको लघुः। **भावप्रकाशः।**

वरुणोऽनिलशूलघ्नो भेदी चोष्णाश्मरीहरः। पुष्पं वरुणजं ग्राहि पित्तघ्नमामवातजित्। **राजवल्लभः।**

अर्शःसु वरुणपत्रम्—"*वरुणस्य च * पत्राणि। अम्भेनोत्क्वाथ्य शूलार्त्तमभ्यक्त मवगाहयेत्।" (चि: ८ अ:)। **चरकः।**

अञ्जने विषसृष्टे वरुणत्वक्—"अञ्जनं * निर्य्यासो वरुणस्य च" (क: १ अ:)। **पूतनाप्रतिषेधार्थं** वरुणत्वक्—"* वरुणः पारिभद्रकः। * योज्याः स्युः बालानां परिषेचने" (उ: ३२ अ:)। **सुश्रुतः।**

अश्मर्य्यां वरुणमूलत्वक्—"पिबेद्वरुणमूलत्वक्क्वाथं तत्कल्कसंयुतम्"। (अश्मरीचि:)। (२) **गण्डमालायां** वरुणमूलत्वक—"माक्षिकाढ्यः सक्षत्-

পীত: স্রাবো বরুণমূলজ:। গণ্ডমালা হরত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্"।
(গণ্ডমালাচি:) (৩) বিদ্রধৌ বরুণমূলত্বক্—"শ্বেতবর্ষাভুবো মূলং মূলং বরুণ-
কস্য চ। জলেন ক্বথিতং পীতমপক্বং বিদ্রধিং জয়েত্" ॥ (বিদ্রধিচি:)। (৪)
অশ্মর্য্যাং বরুণত্বক্—"অশ্মজিদ্বরুণত্বঙ্বা ক্কাথোক্ষীরপ্রপেষিতা"। (ক্ষুদ্ররোগচি:)।
(৫) কিক্কিশরোগে বরুণপত্রম্—জলপিষ্টবরুণপত্রৈ: সঘৃতৈরুদ্বর্তনলেপৌ তু।
কিক্কিশ রোগং হরতোগোময়ঘর্ষাদথ বিহিতৌ (স্ত্রীরোগ চি:)। চক্রদত্ত:।

বাতজবেদনায়াং বরুণত্বক্—"স্নিগ্ধ:সবরুণ: কল্কো ধান্যাম্লেনানিলার্ত্তি-
জিল্লেপাত্। ভবতি নবেতি বিকল্পো ন বিধেয়: সিদ্ধযোগেঽস্মিন্॥ (ম: খ: ২ভা:)
ভাবপ্রকাশ:।

বরুণের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তিক্তশাক," "শ্বেতপুষ্প," "শ্বেতদ্রুম"। গুণ-
প্রকাশিকা সংজ্ঞা—"মারুতাপহ," "অশ্মরীঘ্ন"।

বরুণের ভাষানাম—বাঃ—বরুণগাছ। কোঃ—বন্যার গাছ। হিঃ—বরণা। মঃ—
বায়বরণ। গুঃ—বায়বরণা, বরণো। কঃ—মদবসলে। তাঃ—মবিলিঙ্গ মরম। তৈঃ—
বিবপত্রী, উশাকৃমনু।

বর্ণন—উচ্চবৃক্ষ, ত্রিপত্র, দীর্ঘবৃন্তের অগ্রভাগে তিনটী পত্র কাছাকাছি থাকে। মধ্যের
পত্রটী দীর্ঘ পার্শ্বের পত্রদ্বয় খর্ব্বাকৃতি। পত্রোদর মসৃণ, গাঢ় হরিদ্বর্ণ, চিক্কণ, পত্রপৃষ্ঠ ঈষৎ শুভ্র
বর্ণ বা ফিকে সবুজ। বৃন্তমূলে পত্রভাগ বিষমভাবে অবসিত। কোমল শাখায় শুভ্রবর্ণ
রেখাকৃতি চিহ্ন আছে। পুষ্প—পৃথক্ দল, দল ৪টী, ঈষদ্বিকসিত দলের বর্ণ হরিদ্রাভ শুভ্র,
বিকসিত হইলে শুভ্র এবং পরিণতাবস্থায় ঈষৎ স্বর্ণাভ। পুষ্প, পুষ্পদণ্ডে স্থিত। পুষ্পবৃন্ত পত্র-
বৃন্তাপেক্ষা হ্রস্বতর, কচিৎ সমান। পুষ্পাধি উত্তান, পুংকেসর লাল, গর্ভকেসরাপেক্ষা হ্রস্বতর।
পুষ্পকাল—ফাল্গুন চৈত্র। ফল আকৃতিতে ছোট কয়েদ্বেলের মত। ফলের উপরিভাগ
ঠিক কয়েদ্ বেলের মতই শুভ্র, রুক্ষ ও বন্ধুর।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্ ও পত্র মাত্রা—১ আনা—২ আনা। মূলত্বক্‌কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে বরুণের ব্যবহার।

চরক—অর্শে বরুণপত্র—রোগী অর্শের বেদনায় পীড়িত হইলে, তাহাকে তিলতৈল মাখাইয়া বরুণ পত্রের কাথে অবগাহন করাইবে। (চিঃ ৯ অঃ)।

সুশ্রুত—বিষসংসৃষ্ট অঞ্জনদোষে বরুণত্বক্—বিষদুষ্ট অঞ্জন ব্যবহার করিলে অন্ধত্ব জন্মিতে পারে। ইহার প্রতীকারার্থ বরুণত্বকের রস দ্বারা কজ্জল প্রস্তুত করিয়া অঞ্জন করিবে (কঃ ১ অঃ)। (২) পূতনাপ্রতিষেধার্থ বরুণত্বক্—পূতনাগ্রহাভিভূত শিশুকে অতি ঈষৎ উষ্ণ বরুণত্বকের কাথে স্নান করাইবে (উঃ ৩২ অঃ)।

চক্রদত্ত—অশ্মরীরোগে বরুণত্বক্—বরুণত্বকের কাথে বরুণমূলত্বক্‌চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে (অশ্মরী চিঃ)। ইহা সঞ্চিত অশ্মরীর (পাথরীর) ভেদক এবং অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক। (২) গণ্ডমালায় বরুণমূলত্বক্—বরুণমূল ত্বকের কাথ, প্রচুর মধুসহ একবারমাত্র পান করিলেই বহুকালের গণ্ডমালা অচিরে প্রশমিত হয় (গণ্ডমালা চিঃ)। (৩) বিদ্রধি-রোগে বরুণমূলত্বক্—শ্বেতপুনর্নবার মূল এবং বরুণমূলের ত্বক্ সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। এই কাথ পান করিলে অপক্ক বিদ্রধি জয় করা যায় (বিদ্রধি চিঃ)। শরীরাভ্যন্তরে যে কোন স্থানে জাত ফোড়াকে বিদ্রধি বলে। লিবার এব্‌সেস্‌ও এক প্রকার বিদ্রধি। (৪) ব্যঙ্গে বরুণত্বক—ছাগীদুগ্ধে উত্তমরূপে পিষ্ট বরুণত্বকের প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ (মেচেতা) বিনষ্ট হয় (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—বাতজবেদনায় বরুণত্বক্—ধান্যাম্লে (কাঁজিতে) সজিনা ও বরুণের ছাল পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বায়ুজন্য বেদনা অবশ্য প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২ ভাঃ)।

বক্তব্য—চরকের "দশেমানি"তে বরুণের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ত্রিমর্ম্মীয় চিকিৎসিতে অশ্মরী চিকিৎসা লিখিত আছে—কিন্তু বরুণের ব্যবহার নাই। সুশ্রুতের অশ্মরী কিম্বা বিদ্রধি চিকিৎসায় কেবল বা অন্য একটী বস্তুর সহিতও বরুণের প্রয়োগ নাই—বরুণাদি-গণের ব্যবহার আছে। বাগ্‌ভটও (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়ে) সুশ্রুতবৎ, অশ্মরী এবং বিদ্রধিতে বরুণাদিগণ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রচলিত বৈদ্যক গ্রন্থের মধ্যে বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগেই সর্ব্বপ্রথম ব্যাপকভাবে, অশ্মরী ও বিদ্রধিতে বরুণ ব্যবহৃত হইতে দেখি। চক্রোক্তি বৃন্দেরই

অনুবাদ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু এবং রাজনিঘণ্টুতে অশ্মরীরোগে বরুণের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। কতকগুলি বস্তু ক্ষুদ্রাকৃতি অশ্মরীকে মূত্রমার্গ দ্বারা পাতিত করে; ইহারা প্রায়ই মূত্রকর। গোক্ষুর, কণ্টকারী, পুনর্নবা, কাঁকুড়বীজ প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। কতকগুলি বস্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অশ্মরীকে চূর্ণ করিয়া পাতিত করিয়া থাকে এবং বস্তিতে পুনঃ অশ্মরীসঞ্চয় নিবারণ করে। বরুণ, তিক্তালাবু বীজ, কয়েদ্ বেলের পাতা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বরুণ উষ্ণ, অতএব ইহার পত্র ও ত্বকের প্রলেপ ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক এবং ১৫ মিনিটের অধিক রাখিলে, ফোস্কা পড়িয়া থাকে। নব্যগণের মধ্যে কাহার মতে হাঁসপাতালের প্রাঙ্গনে ২।৪টী বরুণবৃক্ষ রোপণ করিলে, আর য়ুরোপ হইতে "মাষ্টার্ড" আনয়নের প্রয়োজন হয় না। বরুণের পত্র বা ত্বক্ গরমজলে পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ব্লিষ্টারের কার্য্য করে—ইহা "মাষ্টার্ড" অপেক্ষা ফলপ্রদ। গ্রাম্যলোকে গবাদির ক্ষতে ক্রিমি জন্মিলে বা ক্রিমিসঞ্চয় নিবারণার্থ পিষ্ট-বরুণপত্রের প্রলেপ দিয়া থাকে। বঙ্গসেন আমবাতের পথ্য নির্দ্দেশ কালে বরুণপত্রের উল্লেখ করিয়াছেন এবং পূতিকর্ণে বরুণের উল্লেখ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন "বরুণাহ্বকপিত্থাম্রজপল্লবস্য সাধিতম্। পূতিকর্ণাপহং তৈলম্।"

Constituents.—The bark contains a principle similar to Saponin.

Actions and uses.—Stomachic, tonic, laxative and lithontriptic, given to promote appetite and to increase the secretion of bile. As a diuretic the root bark is used in dropsy and urinary disorders, in calculous affections, combined with tribulus terrestris. Fresh leaves and roots mixed with cocoanut juice and ghee is given in rhumatism also as food to reduce corpulence. A paste of the leaves is applied to soles of the feet to relieve swelling and burning sensation. The leaf is smoked in caries of the bones of the nose. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II p. 60.)

নব্যমত—বরুণত্বক্—পাচক, বল্য, মৃদুরেচক এবং অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক, পিত্তনিঃসারক, মূত্রকারক বলিয়া ইহার মূলত্বক্, শোথ, অশ্মরী এবং মূত্রদোষ প্রতিকারার্থ গোক্ষুরসহ সেবনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বরুণের আর্দ্রপত্র এবং মূল নারিকেল-দুগ্ধ ও ঘৃতসহ পেষণপূর্ব্বক, বাতাক্রান্ত অঙ্গে প্রলেপ এবং স্থৌল্য রোগে পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পদতলের স্ফীতি ও দাহ প্রশমনার্থ পিষ্ট বরুণ পত্রের প্রলেপ হিতকর। নাসাস্থির ক্ষতে লোকে বরুণের পাতা কল্কেতে "সাজিয়া খায়"। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি—২য় খণ্ড ৬০ পৃঃ)।

মুদেন্ সেরিফ্ বলেন, বরুণের ছাল স্নিগ্ধ, জ্বরঘ্ন, অবসাদক এবং বলকারী। বরুণের

পত্র এবং মূলত্বকের প্রলেপ দিলে ত্বক্ লাল হয় এবং ফোস্কা পড়ে। যদি বরুণের তাজা পাতা গরম জলের সহিত বাটিয়া ১০।১৫ মিনিট্‌কাল লেপ দিয়া রাখা যায়, তাহা হইলেই প্রলিপ্ত স্থান লাল হয় এবং এতদধিককাল প্রলেপ রাখিলে ফোস্কা পড়ে। য়ুরোপ হইতে আনীত মাষ্টার্ড চূর্ণ অপেক্ষা ইহা অধিক গুণকর। দুই একটী বরুণবৃক্ষ হাঁসপাতালের প্রাঙ্গণে রোপণ করিলে, আর বাহ্য-প্রয়োগার্থ য়ুরোপ হইতে আমদানী মাষ্টার্ডের প্রয়োজন থাকে না। মূলের ত্বকেও এই গুণ বেশ আছে, তবে ইহা প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হওয়া দুর্ঘট। বরুণের ছাল কোন কোন প্রকার মূত্র সম্বন্ধীয় পীড়ায় উপকারী, যে সকল চর্ম্মরোগে সাধারণতঃ "সালসা প্যারিলা" ব্যবহারের প্রয়োজন হয় সেই সকল স্থলে বরুণের ত্বক্ প্রয়োজ্য। পাকস্থালীর উত্তেজনা হেতুজাত বমনে ইহার ব্যবহার প্রশস্ত।

বলাচতুষ্টয়—বলাচতুষ্টয়ম্।

বলা—Sida Cordifolia. **অতিবলা কঙ্কতিকা** S. Rhombifolia, S. asiatica (Roxb), Abutilon Indicum (Khory). **মহাবলা**—S. Rhomboidea. **নাগবলা**—S. Alba, (U. C. Dutt); S. Spinosa, (Watt) S. graveolens.

অন্বর্থসংজ্ঞা — বলায়াঃ—"খরকাষ্ঠিকা," শীতপাকী। **অতি-বলায়াঃ**—"শীতপুষ্পা"। **মহাবলায়াঃ**—"বর্ষপুষ্পী," "পীতপুষ্পী," "বৃহৎ-ফলা"। **নাগবলায়াঃ**—"খরগন্ধা," "মহাগন্ধা," "মহাপত্রা," "মহা-ফলা," "চতুষ্ফলা"।

বলা স্নিগ্ধা হিমা স্বাদুর্বল্যা বৃষ্যা ত্রিদোষনুৎ। রক্তপিত্তক্ষয়ং হন্তি বলৌজো বর্দ্ধয়ত্যপি॥ মহাবলা তু হৃদ্রোগবাতার্শঃশোফনাশনী। মূত্রাতিকৃৎকরী হন্ত্যাহিবিষমজ্বরং তৃষাম্॥ গাঙ্গেরুকী (নাগবলা) মধুরাম্লা কষা-য়োষ্ণা গুরুস্তথা। কটুতিক্তা চ বাতঘ্নী রক্তপিত্তবিকারজিৎ॥ বাতপিত্তশ্রম

ग्राहि बल्यं दृष्यं बलात्रयम्। बला चातिबला चैव महाबला बला। अन्या राजबला चेति बलायाः पञ्चकं मतम्। तत् पित्तवातजिद्ग्राहि बल्यं वृष्यञ्च कृच्छ्रजित्। स्निग्धं मधुरमायुष्यं वातासृग्दरनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

बलाऽतितिक्ता मधुरा पित्तातिसारनाशनी। बलवीर्य्यप्रदा पुष्टिकफरोगविशोधिनी॥ महाबला तु हृद्रोगवातार्शःशोफनाशनी। शुक्रवृद्धिकरी बल्या विषमज्वरहारिणी॥ मधुराम्ला नागबला कषायोष्णा गुरुस्तथा। कण्डूतिकुष्ठवातघ्नी व्रणपित्तविकारजित्। तिक्ता कटुश्चातिबला वातघ्नी क्रिमिनाशनी। दाहतृष्णाविषच्छर्दिक्लेदोपशमनी परा॥ महासमङ्गा मधुराम्ला चैव त्रिदोषहा। यत्नाद्या बुधैः प्रयोक्तव्या ज्वरदाहविनाशनी राजनिघण्टुः।

बलाचतुष्टयम् शीतं मधुरं बलकान्तिकृत्। स्निग्धं ग्राहि समीरास्रपित्तास्रक्षतनाशनम्। बलामूलत्वचश्चूर्णं पीतं सक्षीरशर्करम्। मूत्रातिसारं हरति दृष्टमेतन्न संशयः। हरेन्महाबला कृच्छ्रं भवेद्वातानुलोमनी। हन्यादतिबला मेहं पयसा सितया समम्। भावप्रकाशः।

स्निग्धा रूक्षा बला वृष्या ग्राहिणी वातपित्तजित्। तद्वन्नागबलाऽप्यर्थं कृच्छ्रे शोषे क्षते हिता। राजवल्लभः।

रसायनार्थं नागबलामूलम्—"* नागबलामूलानि * पयसा मधुसर्पिभ्यां वा संयोज्य भक्षयेत्। जीर्णे च क्षीरसर्पिभ्यां शालिषष्टिकमश्नीयात्। संवत्सरप्रयोगादस्य वर्षशतमजरमायुस्तिष्ठतीति समानं पूर्व्वेण" (चि: १ अ:)।

(२) क्षतक्षयेषु नागबलामूलम्—"पिबेन्नागबलामूलस्यार्द्धकर्षविवर्द्धितम्। पलं क्षीरयुतं मासं क्षीराशी रसभुक्। एष प्रयोगः पुष्ट्यायुर्बलारोग्यकरः परः"।

(चि: १६ अ:)। (३) वातव्याधौ नागबलामूलम्—"क्वाथकल्कपयोभि र्वा बलादीनां पचेत् पृथक्" (चि: २८ अ:)। (४) रक्तपित्ते बलामूलम् "सधा पय: *। * बलाशृतं गोक्षुरकै: शृतम्वा"। (चि: ५ अ:)। (५) रक्तार्श:सु बलामूलम्—"इन्याद्य रक्तरोगं तथा बलापृश्निपर्णीभ्याम्" (चि: ८ अ:) (६) कफविसर्पे बलामूलम्—"* बला। पृथगालेपनं कुर्य्यात्"। (चि: ११ अ:)। (७) मदात्ययस्य पिपासायां बलामूलम्—"दद्यात सलिलञ्चास्मै दद्यात् *। * बलाया: शृतं *"। (चि: १२ अ:)। (८) व्रणनिर्वापणार्थं बलामूलम्—"* बलामूलं *। आलेपनं निर्वापणं *"। चि: १३ अ:)। (९) व्रणशोधनार्थं बलामूलम्—"* बलाकुश:। * कषाया: शोधना मता:" (चि: १३ अ:)। (१०) वातरक्ते बला—बलाकषायकल्काभ्यां तैलं क्षीरसमं तथा। सहस्रशतपाकं वा वातासृग्वातरोगनुत्"। (चि: २८ अ:)। चरक:।

रसायनार्थं बलामूलम्—"यथोक्तमागारं प्रविश्य बलामूलार्धपलं पलं वा पयसाऽऽलोड्य पिबेत् जीर्णे पय:सर्पिरोदन इत्याहार:। एवं द्वादशरात्र मुपयुज्य द्वादशवर्षाणि वयस्तिष्ठति। एवं दिवसशत मुपयुज्य वर्षशतं वयस्तिष्ठति"। (चि: २७ अ:)। (२) स्वरभेदे बलामूलम्—* बलाचूर्ण मथापि वा" (उ: ५३ अ:)। (३) रसायनार्थं अतिबला—"विमिश्रित स्तातिबलाम्बुदकेन" (चि: २७ अ:)। सुश्रुत:।

ज्वरे बलामूलम्—"* बलायाश्च पेया: सिद्धा ज्वरच्छिद:" (चि

१ अः)। (२) राजयक्ष्मणि बलामूलम्—बलागर्भं *। सक्षौद्रं पयसा सिद्धं सर्पिर्दशगुणेन वा" चि: ५ अ:)। वाग्भटः।

हृद्रोगे नागबलामूलम्—"मूलं नागबलायास्तु चूर्णं दुग्धेन पाययेत्। हृद्रोगश्वासकासघ्नं *। (हृद्रोग चि:)। (२) अववाहुके बलामूलम्—"मूलं बलायाः * पिबेद्वा। मासादसौ वज्रसमानबाहुः"। बातव्याधि चि:)। (३) अन्त्रवृद्धौ बलामूलम्—तैलमेरण्डजं पीत्वा बलासिद्धं पयोऽन्वितम्। आध्मानशूलोपचितामन्त्रवृद्धिं जयेन्नरः"। (वृद्धि चि: । (४) मूत्रकृच्छ्रे अतिबलामूलम्—कषायोऽतिबलामूलसाधितः सर्व्वकृच्छ्रजित्"। (मूत्रकृच्छ्र-चि:)। (५) प्रदरे बलामूलम्—"प्रदरं हन्ति बलाया मूलं दुग्धेन मधुयुतं पीतम्" (असृग्दर चि:)। चक्रदत्तः।

अर्द्दिते बलामूलम्—बलाया * क्षीरं वातात्मके हितम्।' (वात-व्याधि चि:)। (२) विषमज्वरे महाबलामूलम्—"महाबलामूलमहौषधि-भ्याम्। क्वाथो निहन्याद्विषमज्वरं हि। सशीतकम्पं परिदाहयुक्तं। विनाशयेद् द्वित्रिदिनप्रयोगात्"॥ (ज्वर चि:)। (३) फिरङ्गरोगे बलापत्रम्—"पीतपुष्पबलापत्ररसेनैकमितं रसम्। हस्ताभ्यां मर्दयेत् तावद् यावत् सूतो न दृश्यते। ततः संस्वेदयेद्धस्ताविवं वासरसप्तकम्। त्वजिव्रणमत्रस्व फिरङ्गस्तस्य नश्यति। (म: ख: ४ भा:)। (४) रक्तप्रदरे कङ्कतिकामूलम्—"बला कङ्कतिकाख्या या तस्या मूलं सुचूर्णितम्। लोहितप्रदरे खादेच्छर्करामधु-संयुतम्। भावप्रकाशः।

উন্মাদে সিতকুসুমবলামূলম্—"সিতকুসুমবলায়াঃ কার্ষত্রয়ং যঃ। ক্ষিপ্তবীচরণকোলং ক্ষীরপাকেন পক্বম্। পিবতি সহগুণীতং প্রাতরুত্থায় নিত্যম্। জয়তি ঝটিতি ঘোরং ব্যাধিমুন্মাদসংজ্ঞম্"। (উন্মাদ চিঃ)। (২) সর্ব্ববাতবিকারে বলা—"বলা নিঃক্বাথকল্কাভ্যাং তৈলং পক্বং পয়োঽন্বিতম্। সর্ব্ববাতবিকারঘ্নং * *"। (বাতব্যাধি চিঃ)। (৩) উরোগ্রহে বলামূলস্বরসঃ—"সূর্য্যাবর্ত্তবলোদ্ভবাঃ। রসা একৈকশঃ কোষ্ণা হিঙ্গো বা রামঠান্বিতাঃ।" (উরোগ্রহচিঃ)। (৪) শ্লীপদে সহদেবামূলম্—"অসাধ্যমপি যাস্যন্তি শ্লীপদং চিরকালজম্। মূলেন সহদেবায়াস্তালমিশ্রেণ লেপিতম্।" (শ্লীপদ চিঃ) (৫) আগন্তুব্রণে বলামূলম্ বলাতিবলিকামূলং। পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ। মূলতৈলমিতিখ্যাতং *।" (আগন্তুব্রণ চিঃ) বঙ্গসেনঃ।

সদ্যোব্রণে নাগবলাস্বরসঃ—"খড়্গাদিচ্ছিন্নগাত্রস্য তৎকালপূরিতো ব্রণঃ। গাঙ্গেরুকীমূলরসৈর্জায়তে গতবেদনঃ।" (২য়ঃ খঃ ১ অঃ)। শার্ঙ্গধরঃ।

বলাচতুষ্টয়ের ভাষানাম—বলার—বাঃ—বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলা। কোঃ—বাইড়েলী, ধলা বাইড়েলী। হিঃ—খিরৈটী, বরিয়ার। আঃ—সরুশোণ্, বরিয়াল্। মঃ—লঘুচিকণা, খির হংটী, খোর চিকণা। গুঃ—বলদানা, খরেটী। কঃ—বেণে গরগ॥ অতিবলার—বাঃ—পেটারি, ঝাঁপিপেটারি। কোঃ—আঠায় মাগুড়্কি। হিঃ—কংঘী, ককহিয়া। মঃ—বিকঙ্কতী, আকই, কাংস্থলী। গুঃ—খপাট্য। কঃ—মুদ্রুছকবে॥ মহাবলার—বাঃ—বড়শীতবেড়েলা। হিঃ—সহদেয়ী। মঃ—ভাপ্তী। গুঃ—সহদেবী। তাঃ—পেটিচ্চী। মঃ পিরিবা। কঃ—যেমুদ্রুকবে। নাগবলার—বাঃ—গোরক্ষ চাকুলে। হিঃ—গঙ্গেরন্, গুলসকরী। মঃ—গাঙ্গেটী, গাণ্ডে থামণ। কঃ—বট্টগর্কে।

বলাচতুষ্টয়ের অন্বর্থসংজ্ঞা—বলার—"খরকাষ্ঠিকা," "শীতপাকী"। অতিবলার—"শীতপুষ্পা,"। মহাবলার—"বর্ষপুষ্পী," "পীতপুষ্পী," "বৃহৎফলা"। নাগবলার—"খরগন্ধা," "মহাশাখা," "মহাপত্রা," "মহাফলা," "চতুষ্ফলা"।

পরিচয়ে মতভেদ—বলার নানাজাতি—তন্মধ্যে বৈদ্যকে "বলাপঞ্চক" ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। বলাচতুষ্টয়ে রাজবলা যোগ করিলে, বলাপঞ্চক হয়। চক্রপাণি, চারক "দশেমানি"র বল্যবর্গের টীকার লিখিয়াছেন—"অতিবলা পীতবলা"। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার ভদ্রোদনী শব্দ কেবল বলার, এবং রাজনিঘণ্টুকার উহাকে বলা এবং নাগবলার পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে—বাট্যায়নী শব্দ মহাবলার পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই বল্যবর্গের টীকাতেই চক্রপাণি লিখিয়াছেন—"বাট্যায়নী শ্বেতবলা ভদ্রোদনী 'পীতবলা"। চক্রসংগ্রহের বাতব্যাধি চিকিৎসার টীকায় "বলাস্থিত্রঃ" পাঠের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শিবদাস লিখিয়াছেন—"বলা পীতপুষ্পা," অতিবলা শ্বেতপুষ্পা"। পুনশ্চ যক্ষ্মাচিকিৎসোক্ত নাগবলাঘৃতের ব্যাখ্যায় আছে "অতিবলা গোরক্ষতণ্ডুলৈব" আবার চরকটীকায় (১৫ অঃ সূঃ) চক্রপাণি লিখিয়াছেন "নাগবলা গোরক্ষতণ্ডুলা"। পূর্ব্বাচার্য্যগণের এই বিসম্বাদিত্বের ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন। বলার যে নানা জাতি দৃষ্ট হইয়া থাকে তন্মধ্যে অনেকেরই পুষ্প পীতবর্ণ, সুতরাং "পীতবলা" বা "পীতপুষ্পা" শব্দ বলার ইতরব্যবচ্ছেদকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। প্রাচীনগণের মতভেদ প্রদর্শিত হইল। অর্ব্বাচীনগণও যে বলার লাটিন্ নাম নির্দ্দেশে অবিসম্বাদী নহেন, ইহা শিরোদেশোদ্ধৃত লাটিন্ নামগুলি পাঠ করিলেই প্রতীত হইবে। প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট মতভেদাবর্ত্তে পতিত জনের, বলার পরিচয় তত্ত্বনির্ণয় দুষ্কর। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই ভাবপ্রকাশকার বলাচতুষ্টয়ের হিন্দি ভাষানাম নির্দ্দেশ করিয়া, উহাদের স্বরূপ নির্দ্ধারণ অনায়াসসাধ্য করিয়াছেন। ইতর ব্যবচ্ছেদার্থ আমরা বলাচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের স্বরূপ বর্ণন, সংক্ষেপে লিখিতেছি।

বলা—লোকপ্রসিদ্ধ পীতবেড়েলা ও শ্বেতবেড়েলা উভয়ই বলা শব্দবাচ্য। পীতবেড়েলা, পল্লিগ্রামে পথিপার্শ্বে যত্রতত্র অযত্নসম্ভূত হইয়া থাকে। উত্তম ক্ষেত্রে যত্নপূর্ব্বক পালিত হইলে, ইহা মনুষ্যসমান উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোচবিহারের আরণ্য বলা, বাঙ্গের বন্যবলাপেক্ষা উচ্চতর। সুবর্দ্ধিত না হইলে ইহার পাতা প্রায় তুলসীর পাতার মত, পালিত হইলে পাটের বা ধঞ্চের গাছের মত ইহাও প্রায় অশাখ হইয়া থাকে। বহ্বাবস্থায় হ্রস্বশাখান্বিত ক্ষুপ। পুষ্প, ক্ষুদ্র পীতবর্ণ। ফল, ছোট, বহুবীজপূর্ণ। শ্বেতবেড়েলার ফুল শাদা, পত্রফলও পীতবেড়েলার সদৃশ নহে—কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

অতিবলা—কাহার মতে শ্বেত বেড়েলাই অতিবলা, ভাবপ্রকাশকার অতিবলার হিন্দি নাম "ককহিয়া" লিখিয়াছেন। "ককহিয়া" বলিলে একজন হিন্দুস্থানের লোক যাহা বুঝিয়া থাকে, বাঙ্‌লায় "পেটারি" বলিলে আমরা ঠিক্ তাহাই বুঝিয়া থাকি। অতএব ভাবপ্রকাশোক্ত ভাষানাম আদৃত হইলে, অতিবলা পেটারি, শ্বেতবেড়েলা হইতে পারে না। বৃন্দ কৃত সিদ্ধ যোগের বাতাধিকারে পঠিত নারায়ণতৈলোক্ত "বলা চাতিবলাচৈব" পাঠের ব্যাখ্যায় শ্রীকণ্ঠও লিখিয়াছেন "অতিবলা পেটারিকেতি প্রসিদ্ধা"। রাঢ়ে "পেটারি" সর্বজন পরিচিত। তথাপি অন্তের স্থুলতা প্রতীতির জন্য এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। পেটারির ক্ষুপ মনুষ্যের কটী সমান উচ্চ হয়। পাতা চৌড়া, শুভ্র রোমাম্বিত, পত্রবৃন্ত দীর্ঘ। শরতে পুষ্পিত এবং শীতে ফল পরিপক্ক হয়। দীর্ঘবৃন্ত, এক একটী পুষ্প ধারণ করে। ফল বিচিত্র চক্রাকৃতি, প্রায় ১৮—২০ টী ভাঁজ মণ্ডলাকারে সন্নিবিষ্ট। প্রতি ভাঁজে বীজ থাকে। বালকেরা ফল লইয়া "ছাপ" দেয়। রক্সবর্গ এবং ফ্লোরি লিখিত অতিবলার লাটিন নামই আমার নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

মহাবলা—হিন্দুস্থানে "সহদেয়ী" বলিলে যে গাছকে বুঝায় সেই গাছের পৃথক্ কোন বাঙ্‌লা নাম নাই। ইহাও পীত বেড়েলা নামেই পরিচিত। পূর্ববর্ণিত পীতপুষ্প বলা হইতে ইহাকে পৃথক্ করিবার জন্য আমরা ইহার বাঙ্‌লা নাম "বড় পীত বেড়েলা" লিখিয়াছি। পত্র অস্থূল, কর্কশ, ফল, ক্ষুদ্র, গোল ও কণ্টকব্যাপ্ত; ইহাই মহাবলার ইতরব্যবচ্ছেদক চিহ্ন। মহাবলার পুষ্প পীতবর্ণ এবং ইহা "বর্ণপুষ্পী"।

নাগবলা—হিন্দুস্থানের লোকের নিকট যে গাছ "গঙ্গেরন" বা "গুলসকরী' নামে পরিচিত তাহার সহিত সহদেয়ীর অর্থাৎ মহাবলার সাদৃশ্য আছে। নাগবলার বিশেষত্ব এই —মহাবলার পত্র অস্থূল ও ইহার পত্র স্থূল ও চিক্কণ এবং ফুল গোলাপী রঙের। মহাবলাপেক্ষা ইহার ফল বৃহত্তর এবং পক্ক ফল স্বয়ং পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহাই বঙ্গের ভিষগ্‌বর্গের নিকট গোরক্ষচাকুলে নামে পরিচিত। বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে, অজ্ঞ লোকে কত কি যে নাগবলা ভ্রমে ব্যবহার করিয়া থাকে, অনুসন্ধিৎসু অনুসন্ধান করিলে, নিঃসংশয় নিশ্চিত হইবেন। নব্যগণের মধ্যে কেহ বা S. Alba কেহ বা S. Spinosa কে নাগবলা বলিয়াছেন। আমার বোধ হয়, ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুক্ত নাগবলার অন্বর্থ নামগুলি পাঠ করিলে, প্রেক্ষাবান্ পাঠক, রক্সবর্গ লিখিত S. Graveslensকেই নাগবলা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন।

ঔষধার্থ ব্যবহার—আর্দ্র মূলত্বক্ ও পত্র। তৈলাদির কাথার্থে সমগ্র ক্ষুপ ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—মূলত্বক্ কাথ—৫—১০ তোলা। মূলত্বক চূর্ণ—২—৮ আনা।

বৈদ্যকে বলাচতুষ্টয়ের ব্যবহার।

চরক—রসায়নার্থ নাগবলা—নাগবলা মূলত্বকচূর্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত কিম্বা মধু ঘৃত যোগে সেবন করিবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, শালি, ষষ্টিক ধান্যের অন্ন দুগ্ধ ঘৃতসহ ভোজন করিবে। সংযত হইয়া, এক বৎসর কথিত পথ্য সেবন পূর্ব্বক ঔষধ ব্যবহার করিলে জরাগ্রস্ত না হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকা যায় (চিঃ ১অঃ)। (২) উরঃক্ষত ও ক্ষয়রোগে নাগবলামূল—দেশকাল পাত্রানুসারে ক্রমে মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া নাগবলামূল, ত্বকচূর্ণ গব্যদুগ্ধ যোগে এক মাস সেবন করিবে। ঔষধ সেবনকালে অন্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দুগ্ধ পান করিবে। এই নাগবলারসায়ন, পুষ্টি, বল এবং আরোগ্য দান করে (চিঃ ১৬অঃ)। (৩) বাতব্যাধিতে নাগবলামূল—বলার কাথ, বলার কল্ক এবং গব্যদুগ্ধ সহ বিধিপূর্ব্বক পক্ক তিল তৈলের অভ্যঙ্গ, বাতব্যাধির পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৮ অঃ)। (৪) রক্তপিত্তে বলামূল ক্ষীরপরিভাষানুসারে বলামূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া, রক্তপিত্তরোগীকে পান করাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৫) রক্তার্শোরোগে বলামূল—বলামূল এবং পৃশ্নিপর্ণীর কাথদ্বারা সিদ্ধ দধির পেয়া. যে অর্শোরোগীর রক্তস্রাব হইতেছে তাহাকে পান করাইলে, রক্তস্রাব নিবৃত্তি পাইতে পারে (চিঃ ৯ অঃ)। (৬) কফজ-বিসর্পে বলামূল—কফজ বিসর্পে বলামূল পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ) (৭) মদাত্যয়ের পিপাসায় বলামূল—তৃষিত মদাত্যয় রোগীকে বলামূল দ্বারা কথিত জল পান করিতে দিবে (চিঃ ১২ অঃ)। (৮) ব্রণনির্ব্বাপণে বলামূল—শ্বেতবেড়েলার আর্দ্র মূলত্বক পেষণপূর্ব্ব ব্রণে প্রলেপ দিলে, স্ফোটকের দাহ লৌহিত্যাদি নিবৃত্তি পাইয়া ফোড়া "বসিয়া যায়" (চিঃ ১৩ অঃ)। (৯) ব্রণশোধনার্থ বলামূল—বলামূলের কাথদ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে, ক্ষতের কদর্য্যাস্রাব নিবৃত্তি পাইয়া ক্ষতশুদ্ধি হয় (চিঃ ১৩ অঃ)। (১০) বাতরক্তে বলামূল—বলার কাথ, কল্ক ও তৈলসম দুগ্ধ সহ তিলতৈল যথাবিধি, শত বা সহস্রবার পাক করিয়া, অভ্যঙ্গ করিলে বাতরক্ত ও বাতব্যাধি নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২৯ অঃ)।

সুশ্রুত রসায়নার্থ বলামূল—কুটী প্রবেশপূর্ব্বক যোগ্যমাত্রায় শ্বেতবেড়েলার মূলচূর্ণ দুগ্ধসহ পান করিবে, ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ঘৃতযোগে অন্ন ভোজন করিবে। এইরূপ দ্বাদশ দিবস ঔষধ সেবনে ১২শ বর্ষ এবং শত দিবস সেবনে শত বর্ষ অজরাগ্রস্ত থাকা যায় (চিঃ ২৭ অঃ)। রসায়ন দুইপ্রকার কুটীপ্রাবেশিক এবং বাতাতপিক। রুদ্ধদ্বার গৃহে বাসপূর্ব্বক

বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত রাখিয়া, যে রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হয়, তাহাকে কুটীপ্রাবেশিক এবং যাহা সেবনকালে বাতাতপ সেবন নিষিদ্ধ নহে তাহাকে বাতাতপিক বা সৌর্য্যমারুতিক রসায়ন বলে। চরকোক্ত চ্যবনপ্রাশাদি ঔষধ কুটীপ্রবেশিক রসায়ন। কুটীপ্রবেশিক রসায়ন বিত্তহীনের অযোগ্য। এতদ্বিবরণ চরক চিকিৎসিত স্থানের প্রথমাধ্যায়ে অনুসন্ধেয়। (২) স্বরভেদে বলামূল—যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে তাহাকে বলামূলত্বক্‌চূর্ণ মধুগব্যঘৃতদ্বারা আপ্লুত করিয়া পান করাইবে (উঃ ৫৩ অঃ)। (৩) রসায়নার্থ অতিবলা—কুটীপ্রবেশ-পূর্ব্বক যোগ্য মাত্রায় অতিবলার মূলত্বক্ (পেটারি মূলত্বক্) ঈষদুষ্ণজলের সহিত পান করিবে। এবং বলা সেবনকালে যে প্রকার আহার বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে (চিঃ ২৭ অঃ)। সুশ্রুত বলিয়াছেন "বলকামানাং শোণিতচ্ছর্দ্দিরতাং বিরিচ্যমানা নাক্ষোপদিশ্যতে" সুতরাং ইহা কেবল রসায়ন নহে।

বাগ্‌ভট জীর্ণজ্বরে বলামূল—বলার ক্বাথকল্কদ্বারা পক্ব গব্যঘৃত, যোগ্যমাত্রায় সেবন করিলে জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয় (চিঃ ১০ অঃ)। (২) রাজযক্ষ্মায় বলামূল—বলার কল্ক এবং ঘৃতের দশগুণ গব্যদুগ্ধ দ্বারা, পক্ব ঘৃত, যক্ষ্মরোগীর পক্ষে হিতকর (চিঃ ৫ অঃ)।

চক্রদত্ত হৃদ্রোগে নাগবলামূল—গোরক্ষচাকুলের মূলত্বক্‌চূর্ণ ঈষদুষ্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত পান করিবে। ইহা কাসশ্বাসান্বিত হৃদ্রোগে হিতকর (হৃদ্রোগ চিঃ)। (২) অববাহুকে বলামূল—অববাহুকনাম বাতব্যাধিতে বলামূলের স্বরস বা ক্বাথ নাসিকাদ্বারা, অসমর্থপক্ষে মুখদ্বারা পান করিবে (বাতব্যাধি চিঃ)। (৩) অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে বলামূল—ক্ষীরপরিভাষানুসারে বলামূলত্বকের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপপূর্ব্বক ঈষদুষ্ণাবস্থায় পান করিবে। ইহা সেবনে অচিরোৎপন্ন অন্ত্রবৃদ্ধি জয় করা যায় (বৃদ্ধিরোগ চিঃ)। (৪) মূত্রকৃচ্ছ্রে অতিবলামূল—অতিবলার (পেটারি) মূলত্বকের ক্বাথ পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয় (মূত্রকৃচ্ছ্র চিঃ)। (৫) প্রদরে বলামূল—বলামূলত্বক্ দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক মধুযোগে দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া পান করিবে। ইহা প্রদরে হিতকর।

ভাবপ্রকাশ—অর্দ্দিতবাতব্যাধিতে বলামূল—ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত বলাক্বাথ, বাতাত্মক অর্দ্দিতে হিতকর (বাতব্যাধি চিঃ)। (২) বিষমজ্বরে মহাবলামূল—মহাবলা-মূলত্বক ও শুন্ঠীর ক্বাথ দুই তিন দিন সেবন করিলেই শীতকম্পপরিদাহযুক্ত বিষমজ্বর নিবৃত্তি পায় (জ্বর চিঃ)। (৩) ফিরঙ্গরোগে পীতবলাপত্র—পীতপুষ্প বলার পত্ররস এবং অর্দ্ধ তোলা পারদ পাণিতলে স্থাপনপূর্ব্বক, পারদ যাবৎ অদৃশ্য না হয় তাবৎ পাণিদ্বয়ে পরস্পর ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। সপ্তাহকাল এইরূপ করিবে। অম্ল ও লবণ ত্যাগ করিয়া ভোজন

করিবে। ইহা ফিরঙ্গ রোগ (সিফিলিশ্) নাশক (মঃ খঃ ৪ অঃ)। (৪) লোহিতপ্রদরে কঙ্কতিকা—রক্তপ্রদরে, অতিবলা অর্থাৎ পেটারির মূলত্বকের সূক্ষ্মচূর্ণ চিনি ও মধু যোগে সেবন করিবে। (প্রদর চিঃ)।

বঙ্গসেন—উন্মাদে শ্বেতপুষ্প বলা—(প্রয়োগ বিধি ১ খণ্ড ২৭ পৃঃ দেখ)। (২) সর্ব্ববাতবিকারে বলা—বলার কাথ, কল্ক এবং তৈলসম গব্যদুগ্ধ যোগে যথাবিধি পক্ব তিল তৈলের অভ্যঙ্গ, সর্ব্ববাতবিকারে হিতকর (বাতব্যাধি চিঃ)। (৩) উরোগ্রহে বলামূল-স্বরস—উরোগ্রহগ্রস্ত রোগী বলামূলের রস হিঙ্গু সহ পান করিবে (উরোগ্রহ চিঃ)। (৪) শ্লীপদে সহদেবামূল—মহাবলার আর্দ্রমূলত্বক্ এবং হরিতাল কিঞ্চিৎ জলসহ একত্র উত্তম-রূপ পেষণপূর্ব্বক লেপন করিলে, চিরকালজ অসাধ্য শ্লীপদও (গোদ্) প্রশমিত হইয়া থাকে। (শ্লীপদ চিঃ)। (৫) আগন্তুব্রণে বলামূল—বলামূল এবং অপামার্গ মূলের কল্কসহ যথা-বিধি পক্ব তিলতৈল আগন্তুব্রণে (অর্থাৎ অগ্নিশস্ত্রাদি কৃতক্ষত) হিতকর (আগন্তুব্রণ চিঃ)।

শার্ঙ্গধর—সদ্যোব্রণে নাগবলা স্বরস—খড়্গাদি দ্বারা কোন অঙ্গ ছিন্ন হইবামাত্র নাগবলা মূল স্বরস সেচন করিলে, বেদনা জন্মিতে পারে না (২য় খঃ ১ অঃ)।

বক্তব্য—বৈদ্যকে "বলাদ্বয়ং" "বলাস্তিস্রঃ" শব্দের প্রয়োগ আছে। টীকাকারগণ বলাদ্বয়, বলাত্রয়ের অর্থ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাঠকের অবগতির জন্য এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত হইতেছে। "বলাদ্বয়ং বলাঽতিবলা চ" (অরুণ—সূঃ ১৫ অঃ)। বলাস্তিস্রঃ ইতি বলা, অতি-বলা, নাগবলা ইতি খ্যাতা—(শিবদাস—বাতব্যাধি চিঃ)।

Constituents—of *Sida Cardifolia*—The root contains asparagin and gelatine.

Actions and uses—The roots are cooling, astringent, bitter tonic, febrifuge, demulcent, and diuretic. Given with ginger in fevers and urinary diseases; also in rheumatism. As a demulcent the juice is given in gonorrhœa, leucorrhœa and chronic diarrhœa. The root of S. Carpinifolia is locally used by the Hindoos as a paste, with Sparrows dung to burst, boils. The leaves of S. Cordifolla are made into varalians and applied to the eyes in ophthalmia. (*Materia Medica of India—R. N. Khory*—II. p. 100).

Constituents—*Of Abutilon Indicum*—The leaves contain mucilage, tannin, organic acid and traces of asparagin and ash containing alkaline sulphates, chlorides, magnesium phosphate and calcium carbonate.

Actions and uses—Seeds demulcent; the bark diuretic and cooling, used like althæa, in gonorrhœa, Strangury, &c. (*Materia Medica of India*—*R. N. Khory*—II. p 92).

নব্যমত—বলামূল—শীত, কষায়, তিক্তবলা, জ্বরঘ্ন, স্নিগ্ধ এবং মূত্রল। শুঁঠের সহিত ইহা, জ্বর, মূত্রদোষ এবং বাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্নিগ্ধতা সম্পাদক বলিয়া, ইহার মূল "গণোরিয়া", প্রদর এবং গ্রহণী রোগে সেব্য। কপোত বিষ্ঠার সহিত বলামূলত্বক্ পেষণ-পূর্ব্বক, তদ্দ্বারা পক্ব স্ফোটক প্রলিপ্ত করিলে, বিদীর্ণ হইয়া যায়। "চোক্ উঠিলে" চক্ষুর উপরি অখণ্ড পেটারির পত্র স্থাপন করিবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ক্ষোরি—২য় খণ্ড—১০০ পৃঃ)।

পেটারির মূলত্বক্—শীত ও মূত্রকর, অতএব ইহা "গণোরিয়া", মূত্ররোধ প্রভৃতি পীড়ায় হিতকর। ইহার বীজ, স্নিগ্ধ। (ঐ ২য় খণ্ড ৯২ পৃঃ)।

বব্বূল—বব্বূলঃ।

बब्बूलः, बर्ब्बुरः, बब्बोलः—Acacia Arabica, Mimosa Arabica.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"युग्मकण्टकः" "दीर्घकण्टकः," "तीक्ष्ण-कण्टकः," "सूक्ष्मपत्रः," "पीतपुष्पः" "षट्पदमोदिनी," "मालाफलः," "पंक्ति-बीजः," "दृढबीजः" "अजभक्षः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"कफान्तकः"। आलबर्ब्बुरसंज्ञा—"कषायः," "सूक्ष्मपादः" "तनुच्छायः" "स्थूलकण्टकः" "रक्तकण्टः"।

बर्ब्बुरस्तु कषायोष्णः कफकासामयापहः। आमरक्तातिसारघ्नः पित्त-दाहार्त्तिनाशनः। आलबर्ब्बुरको रुच्यो वातामयविनाशकृत्। पित्तजित्

कषायोष्णः कफकण्ठदाहवारकः। राजनिघण्टुः॥ बब्बुलः कफकुष्ठघ्नो कुष्ठक्रमिविषापहः। भावप्रकाशः।

बब्बूलस्य तु निर्यासो ग्राही पित्तानिलापहः। रक्तातिसारपित्तास्रमेह प्रदरनाशनः। भग्नसन्धानकः शीतः शोणितस्रुतिवारणः। आत्रेयसंहिता॥ बब्बूलस्य फलं रूक्षं विशदं स्तम्भनं गुरु। कषायं मधुरं शीतं लेखनं कफ-पित्तहृत्। बृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

अतिसारे बब्बोलदलः—"कल्कः कोमलबब्बोलदलात् पीतोऽति-सारहा" (अतिसार चिः)। (२) उपदंशे बब्बोलदलः—बब्बोलदलचूर्णेन * * गुण्डनं * उपदंशहरं परम्। (उपदंश चिः)। चक्रदत्तः।

क्षायकरोगे बब्बोलबीजम्—तद्वद् बब्बूलजं बीजं पिष्टं वृश्चि प्रले-पनात्" (क्षायुक चिः)। (२) नेत्रस्रावे बब्बूलदलः—"बब्बूलदलनिःक्वाथो लेहीभूतस्तदञ्जनात्। नेत्रस्रावो व्रजेत्क्षोयं मधुयुक्तावसंशयः" (नेत्ररोग चिः)। (३) अस्थिभग्ने बब्बूलत्वक्—"आभाचूर्णं मधुयुतमस्थिभग्नस्त्र्यहं पिबेत्। पीते चास्थि भवेत् सम्यग् वज्रसारनिभं दृढम्। (भग्न चिः)। भावप्रकाशः।

अतिसारे स्थूलबब्बूलदलः—स्थूलबब्बूलपत्रस्य रसः पानाद्व्यपोहति। सर्व्वातिसारान्। शार्ङ्गधरः।

जलोदरे बब्बूलत्वक्—"बब्बूलस्य त्वचं श्रेष्ठां क्वाथयेत् सलिलेन तु। पुनः पचेत् कषायन्तु यावत् सान्द्रत्व मागतम्। तत् पिबेत् तक्रसंयुक्तं तक्रभोजी-मितांशनः। निहन्त्याशु योगोऽयं जलोदरमपि ध्रुवम्"। (उदररोग चिः)। वङ्गसेनः।

বব্বূলের ভাষানাম—বাঃ—বাব্‌লাগাছ। হিঃ—ববুর, কীকর। মঃ—বাভূর্হ্ঠ, বাবুর্হ্ঠ কীকর। গুঃ—বাবল্‌। কঃ-পুলই। তৈঃ—নলনতুদু, নল্লতুম। উঃ—ওইডা। বম্—রোমকডি। দাক্ষি—কলি কিকর্‌। কাঃ—মুগিলাং। অঃ—অমুগিলাং।

বব্বূলের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"যুগ্মকন্ট," দীর্ঘকন্টক," তীক্ষ্ণকন্টক "সূক্ষ্মপত্র," "পীতপুষ্প," ষট্‌পদমোদিনী," "মালাফল," পংক্তিবীজ," দৃঢ়বীজ "অজভক্ষ্য"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"কফান্তক"। **জালবর্ব্বূরের**—"ছত্রাক," "সূক্ষ্মশাখ," তনুচ্ছায়," "স্থূলকণ্টক," "রন্ধ্রকণ্ট"।

বর্ণন—বব্বূলবৃক্ষ পথিপার্শ্বে ও জলাশয়াসন্ন ভূমিতে স্বয়ং জন্মিয়া থাকে। উপরি লিখিত অন্বর্থ নামগুলিই ইহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। তথাপি ব্যাখ্যাস্বরূপ কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। **পত্র**, আমলকীর পত্রাপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর। **সাধারণ বৃন্তে** প্রায় ১৫ যোড়া পাতা থাকে। **কণ্টক**—দৃঢ়, তীক্ষ্ণাগ্র এবং শুভ্রবর্ণ। **পুষ্প**,—বর্ত্তুলাকৃতি, পীতবর্ণ, দীর্ঘক্ষীণ বৃন্তে স্থিত এবং কিঞ্চিৎ সুগন্ধি ; শীতকালে পুষ্পিত হয়। **শিম্বি**, দীর্ঘ ধূসরবর্ণ এবং বীজদ্বয়ের মধ্যোভাগে সঙ্কুচিত। **বব্বূলনির্য্যাস** (বাবলার আঠা) গ্রীষ্মকালে সংগ্রহ করিতে হয়। বৈশাখে, পুষ্টবব্বূলবৃক্ষের কাণ্ডত্বকের স্থানে স্থানে অস্ত্রাঘাত করিলে, শুভ্রবর্ণ নির্য্যাস নির্গত হইয়া থাকে। **আর এক প্রকার** বব্বূলবৃক্ষ দৃষ্ট হয়, ইহার কণ্টক ক্ষুদ্র এবং অল্প। শিম্বী, অতিস্থূল লঙ্কার মত, অগ্রভাগে কিঞ্চিৎবক্র। ইহাই নিঘণ্টুক্ত **জালবর্ব্বূর** কিনা নিশ্চয় জানা যায় না। তবে ইহাকে স্থূল বব্বূল বলা যাইতে পারে। প্রথমোক্ত বব্বূল আমি কোচ-বিহারে দেখি নাই। শেষোক্ত বব্বূল স্থানে স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা কোচবিহারে "জগন্নাথ পাগল" পূর্ব্ববঙ্গে "কাঁটা নাগেশ্বর" নামে খ্যাত। ইহার পুষ্প দেখিতে বব্বূলতুল্য কিন্তু তদপেক্ষা সুগন্ধি। যাহা লোকতঃ "গুয়ে "বাব্‌লা" নামে প্রসিদ্ধ তাহা বস্তুতঃ বব্বূল নহে উহা এক প্রকার খদির। ("খদির" দেখ)। **কবি** বব্বূল বৃক্ষকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছেন—

> "গাত্রং কণ্টকসংকটং প্রবিরলচ্ছায়া ন চায়াসকৃৎ।
> নির্গন্ধঃ কুসুমোৎকরস্তবফলং ন ক্ষুদ্বিনাশক্ষমম্‌॥
> বব্বূলদ্রুম! মূলমেতি ন জন স্তস্তাবদাস্তাময়ো।
> হ্যন্যেষামপি শাখিনাং ফলবতাং গুপ্ত্যৈ বৃতির্জ্জায়তে"॥

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, ত্বক্‌, নির্য্যাস, বীজ। **মাত্রা**—পত্ররস—৪—৮ আনা

ত্বক্‌কাথ—৫—১০ তোলা। আঠা—৫ আনা—১ তোলা। বীজকল্ক—২—৫ আনা। ত্বক্‌চূর্ণ ৫—৮ আনা।

বৈদ্যকে বব্বূলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—অতিসারে বব্বূলপত্র—কোমল পিষ্ট বব্বূলপত্র শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) উপদংশে বব্বোলদল—শুষ্ক বব্বূলপত্র চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উপদংশের ক্ষত পূরণ করিবে। (উপদংশ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—স্নায়ুকরোগে বব্বূলবীজ—বব্বূলবীজ জলে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে স্নায়ুকরোগ প্রশমিত হয় (স্নায়ুক চিঃ)। (২) নেত্রস্রাবে বব্বূলদলফাণিত—বব্বূলপত্রের কাথ পুনঃ পাক করিয়া লেহবৎ করিবে, ইহা মধুসহ নেত্রে অঞ্জন করিলে, চক্ষু হইতে জলস্রাব বিনষ্ট করে (নেত্ররোগ চিঃ)। (৩) অস্থিভগ্নে বব্বূলত্বক্—অস্থি ভগ্ন হইলে বব্বূলত্বক্‌চূর্ণ মধুযোগে তিন দিন সেবন করিলে ভগ্নাস্থির সন্ধান হইয়া থাকে (ভগ্ন চিঃ)।

শার্ঙ্গধর—অতিসারে স্থূলবব্বূলিকাপত্র—স্থূল বব্বূলের (কাঁটা নাগেশ্বর) পত্ররস অতিসার নাশ করে।

বঙ্গসেন—জলোদরে বব্বূলত্বক্ ফাণিত—বব্বূলত্বকের কাথ গাঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পাক করিবে। এই ফাণিতাকার কাথ তক্রের সহিত পান করিয়া, মিতাশী হইয়া তক্র পান করিলে, জলোদরও প্রশমিত হয় (উদর চিঃ)। (উদররোগ চিঃ)।

বক্তব্য—চরকে বব্বূলের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। আরবদেশজাত বব্বুল বৃক্ষের নির্য্যাস "আরবিগঁদ" নামে খ্যাত। ক্ষোরি বলেন "মকই" এবং "মসোয়াই" গঁদের মধ্যে, মকই গঁদই উত্তম। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ রাঢ়ের এঁটেল মাটীতে বব্বূলবৃক্ষ বিনা যত্নে অতি সত্বর উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। রাঢ়ের বব্বূলবৃক্ষের নির্য্যাস "আরবিগঁদ" অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। কিন্তু ইহা সংগ্রহ করিবার জন্য লোকের আগ্রহ না থাকায়, এই গঁদ বাজারে পাওয়া যায় না। বব্বুল, সারবান্ কাঠের জন্য আদৃত, ইহার ত্বক্ চর্ম্মরঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হয়, আঠা ঔষধার্থে নিয়োজিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ উপকারী হইলেও ইহা অনুর্ব্বর ভূমিতে অতি সামান্য যত্নে পরিপুষ্ট হয়।

Constituents—The gum contains arabic acid, combined with calcium magnesium and potassium; also small quantity of malic acid, sugar, moisture 14 p.c., ash 3—4 p.c.

Actions and uses—The bark is astringent and tonic, a substitute for oakbark. The decoction is used as a gargle in some Sore throat, in copious salivation, and as a wash for ulcers; externally applied it allays irritation of excoriations of sores and ulcers by forming a coating. The gum is used as a food for diabetic patients, as it is not convertible into sugar. In pharmacy it is used to suspend, heavy insoluble powders in mixtures and in making pills. Powdered bark with gingelly oil is used externally in cancerous affections. Pods are given in cough. Leaves are local stimulant; poultices of bruised tender leaves, are, applied to ulcers with sanious discharges. The gum is also demulcent emollient and nutritive and used for irritacted condition of the mucous membranes, as in cough, sore throat, catarrh of the stomach and intestines, as diarrhœa dysentery, leucorrhœa, cystitis, urethritis, &c.; also in irritant poisons. (*Materia Medica of India—R. N. Khory—* II. p. 183).

নব্যমত—বব্বূলত্বক্—কষায়, বল্য, এবং "ওক্‌বার্কের" প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ত্বকের কাথ, গলক্ষত ও ভূরি লালাস্রাবে কবলার্থ এবং ক্ষত ধৌতিকল্প ব্যবহৃত হয়। ক্ষত বিদীর্ণ বা ক্ষতের মাংস অপসারিত হইলে, একপ্রকার জ্বালা উপস্থিত হইয়া থাকে, এই অবস্থায় বব্বূলকাথ সেচন করিলে, ক্ষতে স্তরের মত আবরণ জন্মিয়া বেদনা প্রশমিত হয়। বব্বূলনির্য্যাস (আঠা) জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, শর্করারূপে পরিণত হয় না বলিয়া, সোমরোগ ও মধুমেহগ্রস্ত রোগীর পক্ষে ইহা উত্তম খাদ্য। বাবুলার আঠা স্নিগ্ধ, শীত এবং পোষক। অতএব ইহা শ্লেষ্মধরা কলার উত্তেজনজাত রোগে যথা—উৎকাসি, গলক্ষত এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রগত শ্লেষ্মদোষ অর্থাৎ আম ও রক্তাতিসার, শ্বেতপ্রদর, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি পীড়ায় সেব্য। বিষ উদরস্থ হইয়া অতিবমন ও অতি বিরেচন জন্মাইলে, ইহা সেবনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "মিক্‌শ্চারে" যদি এমন কোন দ্রব্য থাকে যাহা অদ্রবণীয় এবং গুরু, তবে তাহা প্রায় পাত্রের তলায় জমিয়া যায়, কিন্তু ঐ "মিক্‌শ্চারে" যদি গঁদ মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ ঘটিতে পারে না, এতদর্থে এবং বটিকা প্রস্তুত করিবার জন্য ঔষধালয়ে গঁদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বব্বূল শিম্বী কাসে হিতকর। পিষ্ট বব্বূলপত্রের লেপ কর্কটব্যাধি ক্ষতে প্রযোজ্য। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, কোরি —২য় খণ্ড ১৮৩ পৃঃ)।

বাবুলার ছাল ওক্ বার্কের প্রতিনিধিরূপে গবর্ণমেণ্ট হাসপাতালে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ কানাইলাল বলেন, ওক্‌বার্ক অপেক্ষা ইহা অধিকতর ফলপ্রদ। ডাঃ দয়ালচাঁদ শোম বলেন,

ভিন্ন ভিন্ন প্রদর রোগে বাব্‌লার ছালের কাথ ব্যবহার করিয়া, "এলাম্ ও জিঙ্ক্ লোশন" অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা, উক্ত লোশন অপেক্ষা ফলপ্রদ অথচ উত্তেজক নহে। অতিসারে যখন সম্বরণী বলির দৌর্ব্বল্য হেতু রোগীর অজ্ঞাতসারে মল নিঃসৃত হয়, তখন বাব্‌লার কাথের পিচকারী বড় উপকারী। মুখরোগে ও দাঁতের গোড়া ফুলায় বাব্‌লার ছালের কাথ দ্বারা কবল করিয়া, ফল পাওয়া গিয়াছে। শুষ্ক ছাল চূর্ণ কদর্য্য ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত আরাম হয়। বাব্‌লার পিষ্ট কচি পাতা সেবন করিলে আমাতীসার ও প্রমেহ পীড়ার উপশম হয়।

বহুবার ও ভূকর্ব্বুদার—বহুবারভূকর্ব্বুদারী।

बहुवारः, श्लेष्मातकः, कर्ब्बुदारः, शेलुः—Coroia latifolia. क्षुद्रश्लेष्मातकः भूकर्ब्बुदारः, भूशेलुः—Cordia Myxa.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—बहुवारस्य—"पिच्छलः" "सितफलः" "गन्धपुष्पः," "श्लेष्मातकः" ("श्लेष्माणमततिं")। भूकर्ब्बुदारस्य—सूक्ष्मफलः"।

श्लेष्मातको हिमः स्वादुः स्वादुत्त्वः पिच्छलः शुचिः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

श्लेष्मातकः कटुर्हिमो मधुरः कषायः। स्वादुश्च पाचनकरः क्रिमिशूल-हारी। आमास्रदोषफलरोधबहुव्रणार्त्तिं। विस्फोटशान्तिकरणः कफकारकश्च॥ भूकर्व्वुदारो मधुरः क्रिमिदोषविनाशनः। वातप्रकोपनः किञ्चित् सशीतः स्वर्ण-मारकः। राजनिघण्टुः।

बहुवारो विषस्फोटव्रणविसर्पकुष्ठनुत्। मधुरस्तुवरस्तिक्तः केश्यश्च कफपित्तहृत्। फलमामन्तु विष्टम्भि रूक्षपित्तकफास्रजित्। तत् पक्वं मधुरं स्निग्धं श्लेष्मलं शीतलं गुरु। भावप्रकाशः।

কাফজবিসর্পে শ্লেষ্মাতকত্বক্—"* ত্বচং শ্লেষ্মাতকস্য চ। প্রদেহমালেপনং কুর্য্যাৎ *"। (চি: ১১ অ:) চরকঃ।

দশবিধলূতাবিষে শেলুত্বক্—"হর্ব্বাসামেব যুঞ্জীত বিষে শ্লেষ্মাতকত্বচম্"। (ক: ৮ অ:)। (২) রক্তপিত্তে শাকার্থং শেলুদলম্—"পটোলশেলুসুনিষণ্ণ *। হিতশ্চ শাকং ঘৃতসংস্কৃতং সদা"। (উ: ৪৫ অ:)। সুশ্রুতঃ।

মসূরিকায়াং শেলুত্বক্—"শেলুত্বক্শীতাম্ভঃ সেকং বা কারয়েদ্বিষি"। (২) শৌচে বারি প্রযুঞ্জীত গায়ত্রীবহুবারজম্" (মসূরিকা চি:)। (১) কেশকৃষ্ণীকরণে শেলুফলমজ্জা—"কাঞ্জিকপিষ্টশেলুফলমজ্জনিষক্তিচূর্ণীহগী। তদর্কতাপাৎ পততি তৈলং তদভ্যঙ্গাৎ কেশা নীলালিসংকাশাঃ সদ্যঃ স্নিগ্ধা ভবন্তি চ। নয়নশ্রবণশিরোদন্তরোগাংশ্চ হন্ত্যদঃ"। (ক্ষুদ্ররোগ চি:)। চক্রদত্তঃ।

দৃগ্জাতায়াং মসূর্য্যাং বহুবারত্বক্—প্রলেপশ্চ হিতোঽত্রাপি বহুবারস্য বল্কলৈঃ" (মসূরিকা চি:)। ভাবপ্রকাশঃ।

বিস্ফোটে বহুবারত্বক্—"শ্লেষ্মাতকত্বচো বাপি প্রলেপাঃ শীতলা হিতাঃ" (বিস্ফোট চি:)। বঙ্গসেনঃ।

বহুবারের ভাষানাম—ইহার এবং ভূকর্ব্বুদারের ঠিক্ বাঙ্‌লা নাম নাই—যেহেতু ইহা বঙ্গ বা রাঢ়ে জন্মে না। হিঃ—লিসোড়া। মঃ - ভোঁকর, শেঁঠ্‌ঠবণ্ট। গুঃ—গুন্দমোটো ক—চেন্নু গোন্নিনী। তৈঃ—নাকেরু। তাঃ—বিড়ি। উঃ—অড। ফাঃ—সিপিস্তান্। অঃ সেফিস্তান্। দবক্।

ভূকর্ব্বুদারের ভাষানাম—হিঃ—লভেড়া। মঃ—গোন্দনী। গুঃ—গুন্দীনানী। তৈঃ—মুরকেরু। অন্যান্য ভাষায় বহুবারের ভাষানামে লঘুত্ববোধক শব্দ যোগ করিয়া ইহাকে পৃথক্ করা হয়।

অন্বর্থসংজ্ঞা—বহুবারের—"পিচ্ছল," "শ্লেষ্মাতক," "সিতফল," "গন্ধপুষ্প"। ভূকর্ব্বুদারের—"সূক্ষ্মফল"।

বর্ণন—দশ দ্বাদশ বৎসরের একটী বহুবার বৃক্ষ ১২।১৩ হাতের অধিক উচ্চ হয় না। ইহার কাণ্ড, হ্রস্ব ও কুব্জ। শাখা, বহু, বিস্তৃত এবং ভূমির দিকে আনত। পত্র, প্রায় গোল। পত্রোদর মসৃণ, পত্রপৃষ্ঠ, পাণ্ডুবর্ণ ও কর্কশ। পুষ্প, শুভ্র, ক্ষুদ্র, বহুসংখ্যক এবং গুচ্ছাকারে স্থিত। শীতে পুষ্পিত হয়, বর্ষায় ফল পরিপক্ক হইয়া থাকে। ইহার ফল ভূকর্ব্বুদারের ফলাপেক্ষা বৃহত্তর, বর্ণ, অপক্কাবস্থায় পীতাভ শুভ্র, পক্ক হইলে পীত, শুষ্ক হইলে অতি সঙ্কুচিত ও কৃষ্ণ। বীজ অতি পিচ্ছিল ফলশস্যে নিমজ্জিত এবং শাঁস হইতে সহজে পৃথক্ করা যায়। ভূকর্ব্বুদারের বৃক্ষ, বহুবার বৃক্ষাপেক্ষা হ্রস্বতর। অপরাংশে ইহা সর্ব্বথা বহুবারের তুল্য। বিশেষত্ব এই—ইহার ফল ক্ষুদ্রতর, প্রায় জায়ফলের মত, শাঁসে বীজ সংশ্লিষ্ট, শাঁস বহুবারাপেক্ষা পিচ্ছিল এবং মধুরতর।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, ত্বক্, ফল ও ফলমজ্জা। মাত্রা—ত্বক্ ও ফলের কাথ—আধ ছটাক হইতে ১ ছটাক।

বৈদ্যকে বহুবারের ব্যবহার।

চরক—কফজবিসর্পে বহুবারত্বক্—অম্লঘৃতসংযুক্ত পিষ্ট বহুবার ত্বকের প্রলেপ কফবিসর্পে হিতকর (চিঃ ১১ অঃ)।

সুশ্রুত—দশবিধলূতাবিষে শেলুত্বক—বাহ্য ও আভ্যন্তর দশবিধলূতাবিষের পক্ষেই বহুবারত্বকের প্রয়োগ হিতকর (কঃ ৮ অঃ)। (২) রক্তপিত্তে শাকার্থ শেলুদল—ঘৃতভর্জ্জিত কোমল বহুবার পত্র রক্তপিত্তীকে সেবন করাইবে (উঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—মসূরিকায় শেলুত্বক্—মসূরিকা রোগীর স্ফীত প্রত্যঙ্গ প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য বহুবার ত্বকের শীতকষায় তদঙ্গে সেচন করিবে (মসূরিকা চিঃ)। (৩) কেশকৃষ্ণীকরণে বহুবারফলমজ্জা—একটী ছিদ্রবহুল লৌহপাত্র কাঞ্জিকপিষ্ট বহুবারফলমজ্জা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া, রৌদ্রে রাখিবে। সূর্য্যোত্তাপ পাইয়া উহা হইতে যে তৈল, গলিত হইবে, সেই তৈল [illegible] করিলে শুভ্রকেশ নীলভ্রমরতুল্য হয়। এই তৈল, নয়ন, শ্রবণ ও দন্ত রোগের পক্ষেও প্রশস্ত (খালিত্য চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—দৃগ্‌জাত মসূরিকায় বহবার—চক্ষুতে মসূরিকা জন্মিলে তৎপ্রতীকারার্থ কিম্বা চক্ষুতে মসূরিকাবির্ভাব প্রতিবোধার্থ, চক্ষুতে শেলুত্বকের প্রলেপ দিবে (মসূরিকা চিঃ)।

বঙ্গসেন—বিস্ফোটে বহবারত্বক—বহবারত্বকের প্রলেপ কিংবা কাথসেচন বিস্ফোটের পক্ষে হিতকর (বিস্ফোট চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বিষঘ্নবর্গে বহবার পাঠ করিয়াছেন। ভ্রান্ত অনুবাদকেরা বহবারকে "চালৃদা" বলিয়া বিষম প্রমাদ ঘটাইয়াছেন।

Constituents.—The pulp of the fruit contains sugar, Gum, extractive matter, ash ; the bark contains a principle allied to cathartin.

Actions and uses.—Demulcent and mucilaginous, used in coughs, chest affections and in irritation of the urinary passages, and as a laxative in bilious affections. The bark is mild astringent and tonic, and used in general debility and convalescence. The decoction also is used as a gargle in sore mouth. (*Materia Medica of India—II.—p.* 421.)

নব্যমত—বহবার ফল, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ; ইহা, কফ, কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তমূত্রতা, এবং মৃদুরেচক হেতু পিত্তবিকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ত্বক্, মৃদু কষায় (সঙ্কোচক), বল্য, ইহা দৌর্ব্বল্য এবং পীড়াবসানজ দৌর্ব্বল্যে সেব্য। ত্বকের কাথ মুখক্ষতে কবলার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (কোরি—২য় খণ্ড ৪২১ পৃঃ)। অধিক মাত্রায় মৃদু রেচক। ফলের শস্য যকৃতের ভাল ঔষধ। মিঃ বেডেন্ পাউয়েল্ বলেন, ইহার পাতা ক্ষতে ও শিরঃশূলে প্রযোজ্য। জাবা দ্বীপের লোকে বহবারের ত্বক্ বলকারক এবং অম্রর বলিয়া ব্যবহার করে। ডাঃ ডিমক্ বলেন ১৮৭৭।৭৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে নাসিক জেলায় লোকে বহবারের ফল খাইয়াছিল।

বংশ—वंशः।

वंशः वेणुः—Bambusa arundinacea.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"त्वक्सारः," "शतपर्वा," "यवफलः" "तृणध्वजो," "दृढकाण्डः" "दृढग्रन्थि" "शुषिरस्कन्धः"। व्यवहारज्ञापिका संज्ञा—"धनुर्द्रुमः" ॥ कीचकस्तु—"रन्ध्रवंशः"।

वंशस्त्वम्लः कषायश्च कटुतिक्तश्च शीतलः। मूत्रकृच्छ्रप्रमेहार्शःपित्तदाहास्र-नाशनः। वंशो व्रणास्रसंहारी भेदनः सकषायकः। वंशाग्रं शूलकफकृद्विष्टम्भी श्लेष्मवातलः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। करीरगुणाः—पित्तास्रदाहकृच्छ्रघ्नं रुचिकृत् पथ्यं निर्गुणम्।

वेणुरन्ध्रवंशयोर्गुणाः—वंशौ त्वम्लौ कषायौ च किञ्चित्तिक्तौ च शीतलौ। मूत्रकृच्छ्रप्रमेहार्शःपित्तदाहास्र नाशनौ। विशेषो रन्ध्रवंशस्तु दीपनोऽजीर्णनाशनः। रुचिकृत् पाचनो हृद्यः शूलघ्नो गुल्मनाशनः। करीरं कटुतिक्ताम्लं कषायं लघु शीतलम्। पित्तास्रदाहकृच्छ्रघ्नं रुचिकृत् पथ्यं निर्गुणम्। राजनिघण्टुः।

वंशः सरः हिमः स्वादुः कषायो वस्तिशोधनः। छेदनः कफपित्तघ्नः कुष्ठास्र-व्रणदोषजित्। तत्करीरः कटु पाके रसे रूक्षो गुरुःसरः। कषायः कफकृत् स्वादुः-विदाही वातपित्तलः। तद्यवास्तु सरा रूक्षाः कषायाः कटुपाकिनः। वातपित्तकरा उष्णा बद्धमूत्राः कफापहा। भावप्रकाशः। त्वक्सारशिफा ज्ञेया मूत्र-कृच्छ्रनिवारिणी। कश्चित्।

वंशरोचनगुणाः— कषाया मधुरा तिक्ता कासघ्नी वंशरोचना। मूत्र-कृच्छ्रक्षयश्वासहिता वृष्या च बृंहणी॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ स्याद्वंश-रोचना रूक्षा कषाया मधुरा हिमा। रक्तशुद्धिकरी तापपित्तोद्रेकहरा शुभा। राजनिघण्टुः॥ वंशजा बृंहणी वृष्या बल्या स्वाद्वी च शीतला। तृष्णकषाय पित्तघ्नी दुष्टशोणितशोधिनी। तृष्णाकासज्वरश्वासक्षयपित्तास्रकामलाः। हरेत् कुष्ठं व्रणं पाण्डुं दाहगुद वातकृच्छ्रजित्। भावप्रकाशः।

वंशरोचनविशेषस्य पत्राशगन्धाया गुणाः—त्वक्‌क्षीरी मधुरा रूक्षा कषाया-स्वादचित्रयान्। पित्तश्वासक्षयान् हन्ति कासदाहनिषूदनी। धन्वन्तरीय-निघण्टुः॥ तवक्षीरं तु मधुरं शिशिरं दाहपित्तनुत्। क्षयकासकफश्वास-नाशनं चास्रदोषनुत्। राजनिघण्टुः।

अर्शःसु वंशपत्रम्—"* वेणूना *। * पत्राण्युत्क्वाथ्य मूलानि स्नभयत्र मवगाहयेत्" (चि: ८ अ:)। चरकः।

क्षुद्रविषे वंशमूलम्—"* शिफा पेया क्षीरेण परिपेषिता। अक्षोटवंशजा वापि सर्वविषघ्नी प्रयत्नतः" (विष चि:) भावप्रकाशः।

বংশের ভাষানাম—বাঃ বাঁস। হিঃ—বাঁশ। মঃ—বেহ্নু, পোকল্হ্ন বেহ্নু। গুঃ—বাঁশ। কঃ—বরডুবী দীক। তৈঃ—কচিকই, বনরু। তাঃ—মনগিল। বঃ—মাওগায়। কাঃ—কসব্।

বংশের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ত্বক্‌সার," "শতপর্ব্বা" "যবফল," "কণ্টকী," "দৃঢ়কাণ্ড," "দৃঢ়গ্রন্থি," "কুক্ষিরন্ধ্র" "ফলান্তক"। ব্যবহারজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ধনুৰ্দ্রুম।" কীচকের—"রন্ধ্র বংশ"।

বংশের ভেদ ও বর্ণন—বংশের নানা জাতি আছে। ইহাদের সাধারণ নাম বংশ। তলদা বাঁশ, বাওরা বাঁশ, বাঁশিনী বাঁস ও বেউড় বাঁশ বাঢ়ে প্রসিদ্ধ। পর্ব্বতে বিচিত্র প্রকারের বাঁশ জন্মিয়া থাকে। পর্ব্বতে এক প্রকার ছিদ্রযুক্ত বাঁশ জন্মে, ইহার নাম কীচক। কালিদাস হিমালয় বর্ণনে লিখিয়াছেন—

"যঃ পূরয়ন্ কীচকরন্ধ্রভাগান্
দরীমুখোত্থেন সমীরণেন
উদ্গাস্যতা মিচ্ছতি কিন্নরানাম্।
তানপ্রদায়িত্বমিবোপগন্তুম্"॥ কুমার।

বংশ কাণ্ডজ, একটী বাঁশ রোপণ করিলে কালে তাহা হইতেই "ঝাড়" হয়। বর্ষার প্রথমে

বাঁশের "কোঁড়" (বংশাঙ্কুর) বাহির হয়। দীর্ঘকালান্তে বংশ পুষ্পিত হয়। লোকের বিশ্বাস বংশের পুষ্পোদ্গম দেশব্যাপী কোন ভাবিদুর্ঘটনার নিদর্শন। পুষ্পিত বংশ সুদর্শন। বংশের ফল (বেণুযব) দেখিতে ঠিক ছোলার মত। স্মরণীয় উড়িষ্যাদুর্ভিক্ষের কালে, লোকে বেণুযব ভোজন করিয়াছিল। বংশখিশেষ দ্বারা বাদনার্থ বাঁশী রচিত হইয়া থাকে। কবি বলিয়াছেন—"ছিন্নঃ সুনিশিতৈঃ শস্ত্রৈ বিদ্ধশ্চ নবসপ্তধা। তথাপি হি সুবংশেন বিরসং নাপজল্পিতম্"।

বংশলোচন—বংশলোচন বাঁশের ভিতর থাকে। সকল বাঁশে পাওয়া যায় না—কএক জাতীয় স্ত্রীবংশের পর্ব্ব হইতে ক্ষরিত রসবিশেষে ইহা প্রস্তুত হয়। কথিত আছে কোন এক মহাজন এই প্রাকৃতিক বংশলোচন প্রস্তুত প্রণালী অনুকরণ পূর্ব্বক প্রচুর বংশলোচন উৎপাদন করিয়া ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। তিনি অনুমান করেন, কীট বিশেষ বংশাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক বংশপর্ব্ব হইতে স্রুত রস দ্বারা বংশলোচন প্রস্তুত করে। এতদনুকরণার্থ তিনি সঞ্জাতরস বংশের স্থানে স্থানে ছিদ্র করিয়া কীট প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলে, তত্তৎবংশে প্রচুর বংশলোচন জন্মিয়াছিল। বম্বে প্রদেশের থানা নগরে পূর্ব্বে বংশলোচনের বিপুল বাণিজ্য ছিল একণে ইহা বম্বে সহরেই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের অরণ্যগুলি রাজরক্ষিত বলিয়া, এ দেশের বংশ হইতে বংশলোচন লাভের সুবিধা নাই। বম্বের বাজারের তাবৎ বংশলোচন সিঙ্গাপুর হইতে আনীত। সম্ভবতঃ ইহা জাভা এবং ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ (Eastern Archipelago)—জাত বংশ হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। বম্বের বংশলোচনবাণিজ্য এক জনমাত্র মুসলমানের স্বাধিকারভুক্ত। বাজারে যে বংশলোচন পাওয়া যায় ঠিক তদবস্থাতেই উহা বংশ হইতে নিষ্কাশিত হয় না। পাক বিশেষ (Calcination) দ্বারা বংশলোচন এতাদৃশ মূর্ত্যন্তর প্রাপ্ত হয়। এই পাক বিশেষের বিবরণ অজ্ঞাত, যে হেতু ইহা "বাণিজ্য রহস্য"। বাজারে দুই প্রকার বংশলোচন পাওয়া যায় নীলাভ-শ্বেত এবং শ্বেত। শ্বেত আবার দুই প্রকার—রুক্ষ ও সূক্ষ্মছিদ্রযুক্ত এবং মসৃণ ও অছিদ্র। বলা বাহুল্য পূর্ব্বকথিত পাক-বিশেষের গুণেই এই পার্থক্য ঘটিয়া থাকে মসৃণ অছিদ্র শ্বেত বংশলোচনই প্রশস্ত। শিরো-দেশোদ্ভূত নিঘণ্টুপাঠে পলাশগন্ধা বংশরোচনার উল্লেখ আছে। ইহা সম্ভবতঃ কাঁচা বংশলোচন। বাজারে অধুনা যে পাক করা বংশলোচন পাওয়া যায় তাহা নির্গন্ধ।

ঔষধার্থ ব্যবহার - অঙ্কুর, পত্র, কাণ্ড, মূল, ফল।

বৈদ্যকে বংশের ব্যবহার।

চরক—অর্শে বংশপত্র—মূলার্ত্ত অর্শোরোগীকে তৈলমর্দ্দন করাইয়া, বংশপত্রের ক্বাথে অবগাহন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—কুক্কুরবিষে: বংশমূল—অঙ্কোট ও বংশমূল পোঠাতে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে কুক্কুরবিষ প্রশমিত হয় (বিষ চিঃ)।

Constituents—Tabashir contains silica 70 or silicium as hydrate of silicic acid, per oxide of iron, potash, lime and alumina.

Actions and uses—The leaves are emmenagogue. Tabashir is stimulant, tonic, cooling and pectoral, and used in cough, cosumption, asthma and fever. In combination with other astringent medicines it is given in chronic dysentery and internal hæmorrhages. The young shoots are used as a vegetable and made into pickles. A decoction of bambo joints is said to increase the flow of lochia after delivery. The juice of leaves with aromatics is given in hæmatemesis. Older and dried stems of bamboo are used as splints in fracture. *(Materia Medica of India—R. N. Khory—*II. p. 639.*)*

নব্যমত—বংশপত্র, আর্ত্তব রজঃস্রাবকারী সুগন্ধি ভেষজসহ বংশপত্রস্বরস, রক্তবমনে সেব্য। বংশলোচন,—উষ্ণ, বল্য, শীত এবং উরোগত শ্লেষ্মরোগে হিতকর। ইহা, কফরোগ ক্ষয়কাস, শ্বাস এবং জ্বরে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ধারক দ্রব্যের সহিত ইহা, গ্রহণী এবং রক্তপিত্তাদি রোগে সেবিত হইয়া থাকে। বাঁশের কোমলপত্র শাকার্থ কিংবা লবণাক্ত জলে সিক্ত রাখিয়াও সেবিত হইয়া থাকে। বাঁশের গাঁইটের কাথ "লোকিয়া" স্রাববর্দ্ধক (প্রসবের পর প্রসূতির যোনিমার্গ হইতে যে জলবৎ পদার্থ ক্ষত হইয়া থাকে তাহাকে "লোকিয়া" বলে) বংশখণ্ড অস্থিভঙ্গে বন্ধনদ্রব্যরূপে (splint) ব্যবহৃত হয় (খোরি—২য় খণ্ড—৬৩৯ পৃঃ)।

বালক—बालकम् ।

बालकम्, ह्रीबेरम्, उदीच्यम्—Valeriana officinalis, Povonia odorata.

ब्यवहारबोधिका संज्ञा—"जलनामियम्," "कुन्तलोशीरम्," "बाला-मोदम्"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"केश्यम्।

वालकं शीतलं तिक्तं पित्तश्लेष्मविसर्पजित्। कफास्रकृच्छ्रकण्डूकुष्ठानि ज्वर-दाहौ च नाशयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

वालकं शीतलं तिक्तं पित्तवान्तितृषापहम्। ज्वरकुष्ठातिसारघ्नं केश्यं श्वित्रव्रणापनुत्। राजनिघण्टुः।

वालकं शीतलं रूक्षं लघु दीपनपाचनम्। हृल्लासाऽरुचिविसर्पहृद्रोगा-मातिसारजित्। भावप्रकाशः।

ह्रीवेरं छर्दिहृल्लासतृष्णातिसारनाशनम्। राजवल्लभः।

रक्तपित्ते—वाला—"ह्रीवेरमूलानि *। * एते समस्ता गणशः पृथग्वा रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः"। (चिः ४ अः)। (२) अतिसारे वाला—"ह्रीवेरशृङ्गवेराभ्यां पक्वं वा पाययेज्जलम्" (चिः १० अः)। (३) विसर्पे वाला—"प्रपौण्डरीकं ह्रीवेरं,*। पृथगालेपनं कुर्य्याद्द्वन्द्वशः सर्व्वशोऽपिवा। प्रदेहाः सर्व्व एवैते देयाः स्वल्पघृतायुताः"। (चिः ११ अः)। (४) मदात्ययस्य पिपा-सायां वाला—"तृष्यते सलिलञ्चास्मै दद्याद्ह्रीवेरसाधितम्" (चिः १२ अः) (५) वमने वाला—"* सवालकं तण्डुलधावनेन" "(चिः २२ अः)। चरकः।

श्वित्रे वाला—"* दग्धं ह्रीवेरं वा तदाप्लुतम्" (चिः २० अः)। वाग्भटः।

पित्तजे अर्शसि वालकम्—"वालकं शृङ्गवेरञ्च पाययेत् तण्डुलाम्बुना। मधुयुक्तं प्रशमयेदर्शः पित्तसमुद्भवम्"। (अर्शश्चि। (२) शिशोरतिसारे वालकम्—"ह्रीवेरशर्कराक्षौद्रं पीतं तण्डुलवारिणा। शिशोः सर्व्वातिसारघ्नं। वङ्गसेनः।

বালকের ভাষানাম—বাঃ—বালা, গন্ধবালা। হিঃ—সুগন্ধবালা। মঃ—বাঠা। গুঃ—বালো। কঃ—বালদবেরু, থসমুষ্টিবান। তৈঃ—বাট্টিবেলু। বং—বালা। ফাঃ—অলাকং।

ব্যবহারজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ললনাপ্রিয়", "কুন্তলোশীর", "কচামোদ"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কেশ্য"।

বর্ণন—বালার "ললনাপ্রিয়," "কুন্তলোশীর," "কচামোদ" ও "কেশ্য" নাম পাঠ করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে, পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় ললনাগণ অগরু চন্দনাদি যেমন অঙ্গে অনুলেপন করিতেন, মস্তকে তদ্রূপ বালা লেপন করিতেন। বালা ক্ষুদ্র ক্ষুপ ইহা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, সিন্ধু ও ব্রহ্ম দেশে জন্মে। পুষ্প ক্ষুদ্র গোলাপবর্ণ। কন্দ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মূল নির্গত হইয়া থাকে। কন্দের গাত্র কৃষ্ণবর্ণ অভ্যন্তর শ্বেতাভ পীত। মূলগুলিও বর্ণতঃ কন্দতুল্য এবং পীড়ন করিলে ভাঙ্গিয়া যায়, কন্দ ও মূল উভয়ই কস্তুরীবৎ সুগন্ধি। চর্ব্বণ করিলে ঝাল লাগে। বণিক্‌দোকানে সচরাচর যে সমূল ক্ষুদ্র ক্ষুপ বালা নামে বিক্রীত হইয়া থাকে তাহা প্রায়ই অতি পুরাতন, এজন্য চর্ব্বণ করিলে বিশেষ কোন স্বাদ অনুভূত হয় না এবং যাদৃশ সুগন্ধি হওয়া উচিত তাদৃশ গন্ধও থাকে না। এতাদৃশ সুজীর্ণ বালা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ—বিশেষতঃ মূল: মাত্রা—½ আনা হইতে ৩ আনা।

বৈদ্যকে বালকের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে বালা—রক্তচন্দনসহ বালার কল্ক, ফাণ্ট, শীতকষায় বা কাথ সেবন করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) অতিসারে বালা—বালা ও শুঁঠের কাথ, অতিসার হইলে পান করিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) বিসর্পে বালা—বালা পেষণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া বিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) মদাত্যয়ের পিপাসায় বালা—মদাত্যয় রোগীর পিপাসা থাকিলে, তাহাকে ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত বালার পানীয় পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)। (৫) বমনে বালা—তণ্ডুলোদকে পিষ্ট বালা বমনের পক্ষে হিতকর (চি ২৩ অঃ)।

বাগ্‌ভট—শ্বিত্রে বালা—বালা অন্তর্ধূমদগ্ধ করিয়া বহেড়ার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শ্বিত্রে লেপন করিলে তদঙ্গ গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয় (চিঃ ২০ অঃ)।

বঙ্গসেন—পিত্তার্শে বালা—বালা ও শুঁঠের কাথ পিত্তার্শ নাশক। শিশুর অতি-

সারে বালা—বালা, চিনি ও মধু, তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে শিশুর অতিসার নিবৃত্তি পায় (বালরোগ চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, তৃষ্ণানিগ্রহণ ও দাহপ্রশমনবর্গে এবং সুশ্রুত এলাদিগণে বালা পাঠ করিয়াছেন। ডিমক্ বলেন ইংলণ্ড হইতে আমদানী ক্রমশঃ ক্ষীণ—সর্পাকৃতি এক প্রকার মূল, বম্বের লোকে বালার প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহার করে।

Constituents—A volatile oil 2 p. c., valerianic acid, formic, acetic and malic acids, chatinine, tannin, starch, sugar, resin, gum and extractive.

Actions and uses—General stimulant, anodyne, hypnotic, antispasmodic vermifuge and diaphoretic. It often stimulates sexual powers. As a sedative to reflex excitability, its action is opposed to that of brucine, thebaine, and strychnine. In full doses it stimulates the heart, raises the temperature, and produces exhilaration of spirits. If long continued it leads to melancholia. In very large doses it is a powerfu irritant of the brain and of the gastro-intestinal tact, leading to nausea. Vomiting, diarrhœa, frequent passage of urine containing lithates. The oil paralyses the brain and the spinal chord, lowers the blood pressure and slows the pulse. *Valerian* is used in epilepsy, hysteria, hemicranial nervous cough and hiccough. As a tonic it is given in fevers and low states of the system; also given in whooping cough, diabetes dysmenorrhœa, convulsions, worms and flatulence in children. In coma of typhus fever the oil is very efficent. As an antispasmodic it is inferior to assafetida.

Validol is used in asthma, hysteria, and as a preventive against sea sickness, as a stimulant, antispasmodic, anodyne it surpasses valerian in energy and rapidity of action, and besides it has anæsthetic properties. As an hypnotic it produces sleep like morphia, and chloral hydrate, 5 minims are sufficient to produce tranquil sleep without any depressing action of the heart. It has been found very serviciable in biliary colic. (*Materia Medica of India—R. N. Khory*—II. p. 346.)

নব্যমত—বালা, উষ্ণ, বেদনাহর, সুপ্তিকারক, আক্ষেপনিবারক, ঘর্মোৎপাদক এবং বৃষ্য। পূর্ণ মাত্রায় সেবিত হইলে, ইহা হৃদয়ের গতি বৃদ্ধি ও শারীরোষ্মার মাত্রাধিক্য জন্মায় এবং স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধিত করে। কিন্তু যদি দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে মনোবিকার উপস্থিত হয়, অত্যধিক মাত্রায় ভক্ষিত হইলে, মস্তিষ্কের উত্তেজনা এবং আমাশয় ও অন্ত্রের উত্তেজনা ঘটাইয়া বিবমিষা, বমন, অতিসার, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা এবং মূত্রসহ অশ্মরী পতিত হইয়া থাকে। বালার অন্যান্য উপাদানের গুণ ইংরাজি মূলে অন্বেষ্টব্য।

वासाः, वृषः, अटरूषकः—Adhatoda Vasica, Justicia Adhatoda.

परिचयज्ञापिका संज्ञा — श्वेतपुष्पस्य—"सिंहास्यो" (सिंहास्य-सदृशपुष्पत्वात्"—भानुजिदीक्षितः,) "वाजिदन्ता" "(वाजिदन्ताभकेसरत्वात्"—भानुजिदीक्षितः,) "वृषः" ("वर्षतिमधु" भाः दीः)। ताम्रपुष्पस्य—"ताम्रः", "असितपर्णी"।

आटरूषो हिमस्तिक्तः पित्तश्लेष्मास्रकासजित्। क्षयघ्नश्छर्दिकुष्ठघ्नो ज्वर-तृष्णाविनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

वासा तिक्ता कटुः शीता कासघ्नी रक्तपित्तजित्। कामला कफवैकल्यज्वर-श्वासक्षयापहा। राजनिघण्टुः।

वासको वातकृत् स्वर्यः कफपित्तास्रनाशनः। तिक्तस्तुवरको हृद्यो लघुः शीतस्तृड्छर्दिहृत्। श्वासकासज्वरच्छर्दिमेहकुष्ठक्षयापहः। भावप्रकाशः।

वासकस्य च पुष्पाणि*। कटुपाकानि तिक्तानि कासक्षयहराणि च। वासकः कासवैस्वर्यरक्तपित्तकफापहः। राजवल्लभः।

"वृषपुष्पाणि*। कफपित्तहरं तिक्तं शीतं कटु विपच्यते"। चरकः—शाः वः—सूः—२७ अः। "अटरूषकवेत्राग्र * तिक्ताः पित्तकफापहाः" सुश्रुतः—शाः वः—(सूः ४६ अः)। "वृषागस्त्ययोः पुष्पाणि तिक्तानि कटुविपाकानि क्षयकासापहानि" सुश्रुतः—(पुः वः—सूः ४६ अः)।

रक्तपित्ते वासकः—"वासां सशाखां सपलाशमूलां। कृत्वा कषायं

कुसुमानि चास्य। प्रदाय कल्कं विपचेद् घृतं तत्। सक्षौद्रं माश्वेव निहन्ति रक्तम्॥ (चि: ४ अ:)। चरकः।

शोषे वासकः—"कृते वृषे तत्कुसुमैश्च सिद्धम्। सर्पिः पिबेत् क्षौद्र-युतं हिताशी। यक्ष्माणमेतत् प्रवलञ्चकासं श्वासञ्च हन्यादपि पाण्डुतां च॥ (भ: ४१ अ:)। रक्तपित्ते वासकपत्रस्वरसः—पिबेत् सिताक्षौद्रयुतं वृषस्य वा"। (उ: ४५ अ:)। (३) श्वासे वासकः—"कृते वृषकषाये वा पचेत् सर्पिश्चतुर्गुणे। तन्मूलकुसुमावापपूतं क्षौद्रेण योजयेत्।"। (उ: ५१ अ:) (४) कासे वासकघृतम्—"रसेन वा वासकजेन पक्वं" (उ: ५२ अ:)।

सुश्रुतः।

पित्तश्लेष्मज्वरे वासकः—"सपत्रपुष्पवासायाः रसः क्षौद्रसितायुतः। पित्तश्लेष्मज्वरं हन्ति साम्लपित्तं सकामलम्।" (ज्वर चि:) (२) गात्र-दौर्गन्ध्ये वासकदलस्वरसः—"वासादलरसो लेपाच्छङ्खचूर्णेन संयुतः। गात्र-दौर्गन्ध्यनाशनः। (म: ख: ३यः)। भावप्रकाशः।

जीर्णज्वरे वृषः—"* वृषस्तथा। * सिद्धाः श्रेष्ठा ज्वरच्छिदः" (ज्वरचि:) (२) कुष्ठे वासा—"कोमलसिंहास्यदलं सनिशं सुरभिजलेन पिष्टम्। दिवस-त्रयेण नियतं क्षपयति कच्छूं विलेपनतः" (कुष्ठ चि:)। (३) सुखप्रसवार्थं वासामूलम्—"वासामूले ध्रुवं तद्वत् कटीवद्धे सूते द्रुतम्"। "अटरूषकमूलेन नाभिवस्तिभगालेपः कर्त्तव्यः" (स्त्रीरोग चि:)। चक्रदत्तः।

गुदकीले वृषः—"हन्मत कफवातेन प्रत्यर्थं गुदकीलकम्। स्वेदयेद् वा वृषा-

পিবন্তিঃ বাসয়া বাথ্যম স্নিগ্ধ ভিঃ" (অর্শঃ চিঃ)। (২) মসূরিকাসু বৃষঃ—
"বৃষস্য স্বরসং দদ্যাৎ ক্ষৌদ্রযুক্তং কফাত্মকে" (মসূরিকা চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

বাসকের ভাষানাম—বাঃ—বাকস। হিঃ—বাসা, অড়ুসা। কোঃ—মধুবাক্সা, হাড়বাক্সা (তাম্রপুষ্প, বাসকের)। মঃ—অডুঠ্ঠসা। গুঃ—অরডুশো। কঃ—আড-সোগে। তৈঃ—আডাসারং। তাঃ—অঘডোডে। আঃ—বাহক্।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—শ্বেতপুষ্পের—"সিংহমুখী" (সিংহাস্য তুল্য পুষ্প যার), "বাজিদন্তা" (বাজিদন্তাভ কেশর যার), "বৃষ" (মধু বর্ষণকারী)। তাম্রপুষ্পের—"তাম্র", "অসিতপর্ণী"।

বর্ণন—শ্বেত ও তাম্রপুষ্প ভেদে বাসক দুই প্রকার। শ্বেতপুষ্প বাসক, অনুচ্চ গুল্ম। কাণ্ড সরল, অকর্কশ; শাখা, প্রায় গোল, ক্ষুদ্র অর্দ্ধদাকৃতি চিহ্নযুক্ত, পত্রহীন শাখায় চ্যুত-পত্রের অবস্থিতিজ্ঞাপক চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, শাখাগ্রন্থি স্ফীত। পত্র—দীর্ঘ, কিঞ্চিৎ চৌড়া, বৃন্ত হ্রস্ব, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম, পত্র প্রান্ত অখণ্ড, পত্রোদর ও পত্রপৃষ্ঠ মসৃণ। পুষ্প—শাখাগ্রবর্ত্তী পুষ্পদণ্ডে স্থিত, মিলিত দল, এবং দলাগ্র অধরোষ্ঠানুকরণে চিরিত, অতএব পূর্ব্বাচার্য্য ইহাকে "সিংহাস্য" বলিয়াছেন। অধরোষ্ঠানুকারী দলাগ্রভাগে বেগুনে রঙের চিহ্ন আছে। তাম্রপুষ্প বাসক সর্ব্বথা ইহার তুল্য—কেবল উহার পত্র গাঢ় হরিদ্বর্ণ ও স্থূল এবং শাখা বিশেষতঃ শাখাগ্রন্থি স্থানে স্থানে সিন্দুরাভ। ইহা শ্বেতপুষ্পাপেক্ষা স্বাদে তিক্ততর। রাঢ়ে তাম্রপুষ্প বাসক দুর্লভ, কোচবিহারে ইহা প্রচুর, লোকে ইহাকে "হাড় বাক্সা" বলে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্, পত্র, পুষ্প। মাত্রা—ত্বক্‌কাথ—৫—১০ তোলা। পত্র-স্বরস—১—২ তোলা। মূলত্বক্ চূর্ণ—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে বাসকের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে বাসক—বাসকের মূল, শাখা, পত্র ও পুষ্পের কল্কদ্বারা যথাবিধি পক্বঘৃত, মধুযোগে সেবন করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)।

সুশ্রুত—শোষে বাসক—মূল, শাখা, পত্র ও পুষ্প সহ বাসক কুট্টিত করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, এই কাথ এবং বাসক পুষ্পের কল্কদ্বারা যথাবিধি পক্ক ঘৃত সেবন করিলে, যক্ষ্মা, প্রবলকাস, শ্বাস এবং পাণ্ডু প্রশমিত হয় (উঃ ৪১ অঃ)। রক্তপিত্তে বাসকপত্র-স্বরস—রক্তপিত্ত রোগী শর্করা এবং মধুযোগে বাসকের পত্ররস সেবন করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)। (৩) শ্বাসে বাসক—বাসকের সমূলপত্রপুষ্প শাখা কুট্টিত করিয়া কাথ করিবে। ঘৃতচতুর্গুণ এই কাথ এবং বাসাকুসুমের কল্কদ্বারা পক্ক ঘৃত, মধু যোগে সেবন করিলে, শ্বাস প্রশমিত হয় (উঃ ৫১ অঃ)। কাসে বাসকঘৃত—বাসাপত্রস্বরসে পক্ক ঘৃত কাসহর (উঃ ৫২ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে বাসক—বাসাপত্র ও পুষ্পের রস, শর্করা ও মধু যোগে পান করিলে অম্লপিত্ত ও কাসযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মজ্বর প্রশমিত হয় (জ্বর চিঃ)। (২) গাত্রদৌর্গন্ধ্যে বাসাপত্রস্বরস—বাসাপত্রের রসে শঙ্খভস্ম চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, গাত্রে লেপন করিলে, গাত্র-দৌর্গন্ধ্য বিনাশ পায় (মঃ খঃ ৩য় ভাঃ)।

চক্রদত্ত—জীর্ণজ্বরে বাসক—বাসার কাথে যথাবিধি পক্ক ঘৃত পান করিলে বিষমজ্বর প্রশমিত হয় (জ্বর চিঃ)। (২) কুষ্ঠে বাসকদল—কোমল বাসক পত্র গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক লেপন করিলে, তিন দিনে কচ্ছু নিশ্চিত বিনষ্ট হয় (কুষ্ঠ চিঃ)। (৩) সুখপ্রসবার্থ বাসক মূল—বাসকের মূল কটিদেশে বাঁধিয়া দিলে, এবং ইহা পেষণপূর্ব্বক নাভিবস্তি ও যোনিতে লেপ দিলে, সুখপ্রসব হইয়া থাকে।

বঙ্গসেন—অর্শে বাসক—কফবাতজ অর্শের বলিতে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, বাসক-ত্বকের পিণ্ড দ্বারা স্বেদ প্রশস্ত (অর্শঃ চিঃ)। (২) কফাত্মিকা মসূরিকায় বাসকপত্র—বাসক পত্র স্বরস মধুযোগে, কফাত্মক মসূরিকাগ্রস্ত রোগী পান করিবে (মসূরিকা চিঃ)।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে বাসক পঠিত হয় নাই।

Constituents—An odorous principle, fat, resin, a bitter alkaloid vasicine, an organic acid, adhatodic acid, sugar, gum, colouring matter, salts.

Actions and uses—Expectorant, antispasmodic, and alterative ; the flowers and roots with ginger and sitab are given in ague, rheumatism, consumption, asthma, chronic bronchitis and other chest affections ; the root is a fair substitute for senega. Leaves are often smoked in asthma. (*Materia Medica of India—R. N. Khory*—II. p. 464.)

"Strong testimony in favour of the remedial properties of the drug was furnished to the authors of the *Pharmacopœia of India* by Drs. Jackson and Dutt, who employed it with marked success in bronchitis,

asthma, and other palmonary and catarrhal affections. Cases illustrative of its effects in catarrh bronchitis and phthisis have been published, by Mr. O. C. Dutt. (Indian annals of Med. Sci., 1865, Vol. X., p. 156). In Bengal the leaves are smoked in asthma ; good evidence of their value when thus used has been collected by Dr. G. Watt in the "Dict. of the Economic Products of India". Dr. Watt has also brought to notice the use of Adhatoda leaves in rice cultivation in the sutlej valley. The fresh leaves are scattered over recently flooded fields prepared for the rice crop, and the native cultivators say that they not only act as a manure but also as a poison to kill the aquatic weeds that otherwise would injure the rice. Experiments conducted by us show that the infusion acts upon the cells of those plants in the same manner as certain chemical reagents, by contracting their contents and causing their disintregration ; it also proves poisonous to any animalcules, frogs, leeches, &c, present in the water ; on the higher animals the leaves do not have this effect." (*Pharmacographia Indica—Dymock*—III. p. 54.)

নব্যমত—বাসক, কফনিঃসারক, আক্ষেপনিবারক ও রসায়ন। ইহার ফুল এবং মূল, শুণ্ঠী ও "সিতাব" (Ruta Graveolens) সহ, কম্পজ্বর, বাত, ক্ষয়কাস, শ্বাস, পুরাণ কাস এবং অন্যান্য উরোগত শ্লেষ্মরোগে সেব্য। বাসকমূল "সিনেগার" উত্তম প্রতিনিধি। শ্বাসরোগে শুষ্ক বাসক পত্র "কল্কেতে সাজিয়া" খায় (কোরি—২য় খণ্ড ৪৬৪ পৃঃ)।

"ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিয়া" নাম পুস্তকের রচয়িতৃগণ কর্ত্তৃক ডাঃ জ্যাক্সন্ এবং ডাঃ উদয়চাঁদের নিকট হইতে বাসকের রোগনাশিকা শক্তির বলবৎ প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রোক্ত ডাক্তার দ্বয়, কাস (Bronchitis), শ্বাস এবং অন্যান্য উরোগত শ্লেষ্মরোগে (Pulmonary and Catarrhal affections) বাসক প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। শ্লেষ্মরোগ (Catarrh), কাস (Bronchitis), এবং যক্ষ্মায় (Phthisis) বাসকের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, "ইণ্ডিয়ান্ এনাল্স অভ্ মেডিক্যাল্ সোসাইটী" ১৮৬৫ সালের ৫ম খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায়, ডাঃ উদয়চাঁদ কর্ত্তৃক লিখিত একটী রোগীর বিবরণ অবশ্য পাঠ করা উচিত। বাসকের পাতা "কল্কেতে সাজিয়া" খাইলে শ্বাসের "টান" প্রশমিত হয়। ডাঃ ওয়াট্ স্বীয় অভিধানে এতদ্বিষয়ক বহু প্রমাণ সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, পঞ্জাব প্রদেশের কৃষকেরা বন্যাজলপ্লাবিত ধান্যক্ষেত্রে বাসকের পাতা ছড়াইয়া দেয়। তাহারা জানে যে বাসকের পাতা সারের কার্য্য করে এবং ক্ষেত্রে "আগাছা" জন্মিতে দেয় না। পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বাসক পত্রের কাথ, ভেক, জলৌকাদি জলস্থিত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বিষ। কিন্তু এতদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর পক্ষে বিষ নহে। (ডিমক্ ৩য় খণ্ড ৫৪পৃঃ)।

ডাঃ ওয়াট্ বলেন, পানীয় জল রোগোৎপাদক বীজাণু বিবর্জ্জিত করিবার জন্য (to destroy the germs of disease) ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। কফনিঃসারকরূপে ইহার মূল "সেনেগা"র প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইণ্ডিয়া ফার্ম্মাকোপিয়ার রচয়িতা বলেন, বাসক পুরাতন কাস ও শ্বাসে যে বিশেষ ফলপ্রদ, ইহা আমার পরীক্ষাসিদ্ধ। ডাঃ আর্, এল্, দত্ত বলেন রক্ত ও শ্বেতপুষ্প ভেদে বাসক দুই প্রকার। প্রথমটীই অধিক গুণদায়ক। বাসকের শুষ্ক পাতা কল্‌কেতে সাজিয়া ধূম পান করিলে শ্বাসের টান দূর হয়। ছালচূর্ণ ১০-২০ গ্রেণ মাত্রায় পুরাণ ব্রঙ্কাইটীস্ ও শ্বাসে উৎকৃষ্ট কফনিঃসারক। কাথের স্বেদ দিলে বাতের বেদনা এবং শোথ উপশমিত হয়। রক্তহীন অবস্থায় শোথ হইলে, বাসকের পাতার রস দেশীয় চিকিৎসকে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মূলচূর্ণ ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রয়োগ করা হয়। পাতার রস উদরাময়ে ও রক্তাতিসারে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। জ্বরের পিপাসায় পাতার কাথ সেব্য। ইহা পিপাসাঘ্ন। বাসকের পুষ্পেরও কাসঘ্নী শক্তি আছে।

বিড়ঙ্গ বিড়ঙ্গঃ।

বিড়ঙ্গ—Embelia Ribes, E. Glandulifera, E. Ribesioides.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"चित्रतण्डुला"। **गुणप्रकाशिका संज्ञा** "**क्रमिघ्ना**" "वातारिः," "**रसायनम्**"।

रूक्षोष्णं कटुकं पाकि लघु वातकफापहम्। ईषत्तिक्तं विषान् हन्ति विड़ङ्गं क्रमिनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टः।

विड़ङ्गा कटुरुष्णा च लघुर्वातकफार्त्तिनुत्। अग्निमान्द्यारुचिभ्रान्तिकृमि-दोषविनाशिनी। राजनिघण्टः।

विड़ङ्गं कटुतीक्ष्णोष्णं रूक्षं वह्निकरं लघु। शतिघ्नं विषसंहारि भ्रान्ति-दोषनिकृन्तनम्। शूलाध्मानोदरश्लेष्मक्रमिवातविबन्धनुत्। भावप्रकाशः।

क्रिमिषु विड़ङ्गम्—"विड़ङ्गं क्रिमिघ्नानाम्" (सू: २५ अ:)। (२)

ক্রিমিকুষ্ঠে বিড়ঙ্গম্—"পানাহারবিধানে প্রসেচনে ধূপনে প্রদেহে চ। ক্রিমি-নাশনং বিড়ঙ্গং *" (চিঃ ৭ অঃ)। চরকঃ।

রসায়নার্থং বিড়ঙ্গম্—"বিড়ঙ্গতণ্ডুলচূর্ণমাহৃত্য যষ্টিমধুযুক্তং যথাবলং শীততোয়েনোপযুঞ্জীত শীততোয়ং চানুপিবেৎ। এবমহরহর্মাসং *। জীর্ণে মুদ্গা-মলকযূষেণালবণেনাল্পস্নেহেন ঘৃতবন্ত মোদন মশ্নীয়াৎ। এতে খল্বর্শাংসি ক্ষপয়ন্তি ক্রিমীনুপঘ্নন্তি। গ্রহণাধারণশক্তিং জনয়ন্তি। মাসে মাসে প্রয়োগে বর্ষশত মায়ুষোঽভিবৃদ্ধির্ভবতি" (চিঃ ২৭ অঃ)। সুশ্রুতঃ।

অর্দ্ধাবভেদকে বিড়ঙ্গম্—"বিড়ঙ্গানি তিলান্ কৃষ্ণান্ সমং কৃত্বাতু পেষয়েৎ। নস্য কর্ম্মণি দাতব্য মর্দ্ধভেদং ব্যপোহতি॥" (শিরোরোগ চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

বিড়ঙ্গের ভাষানাম—বঃ—বিড়ঙ্গ। হিঃ—বায়বিড়ঙ্গ। মঃ—বাবড়িঙ্গ। গুঃ—বাবড়ীঙ্গ। কঃ—বায়ুবিডঙ্গ। তৈঃ—বায়ু বিড়ঙ্কমু। তাঃ—বায়বিলং। ফাঃ—বরঙ্গ্ কাবুলী। অঃ—বরঙ্গ্ কাবুলী।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"চিত্রতণ্ডুলা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কৃমিহা", "বাতারি", "রসায়ন"।

বর্ণন—বিড়ঙ্গের লতা বৃক্ষাদি আশ্রয়পূর্ব্বক প্রতান বিস্তার করে। শ্রীহট্টে প্রচুর জন্মে। সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত বিড়ঙ্গলতার কাণ্ড মনুষ্যের উরুতুল্য স্থূল হয়। শাখাপ্রশাখা বহু, কোমলশাখা শুভ্রবর্ণ। পত্র সূক্ষ্ম সিরা ব্যাপ্ত ও মসৃণ। পুষ্প, গুচ্ছাকারে স্থিত, অতি ক্ষুদ্র, বহুসংখ্যক, হরিদাভ পীতবর্ণ; দল ক্ষুদ্র, কোমল, শুভ্র রোমে ব্যাপ্ত। বসন্তে পুষ্পিত এবং বর্ষায় ফল পরিপক্ক হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল। মাত্রা—ফলশস্য অর্থাৎ তণ্ডুলচূর্ণ ৪ আনা হইতে ১½ তোলা।

বৈদ্যকে বিড়ঙ্গের ব্যবহার।

চরক—ক্রিমিরোগে বিড়ঙ্গ—ক্রিমিহর ভেষজের মধ্যে বিড়ঙ্গ শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)

সুশ্রুত—রসায়নার্থে বিড়ঙ্গ—যষ্টিমধু চূর্ণ সহ বিড়ঙ্গচূর্ণ শীতল জলের সহিত পান করিয়া পশ্চাৎ শীতল জল পান করিবে। এইরূপ এক মাসকাল প্রত্যহ সেবন করিবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে অলবণ অল্প স্নেহান্বিত মুদ্গামলকীর যূষ এবং প্রচুর গব্য ঘৃতসহ অন্ন ভোজন করিবে। ইহা অর্শোঘ্ন, ক্রিমিনাশক এবং মেধা ও স্মৃতি বর্দ্ধক। এই বিড়ঙ্গ রসায়ন মাসে মাসে একবার মাত্র সেবন করিলে শত বর্ষ আয়ু অভিবর্দ্ধিত হয় (চিঃ ২৭ অঃ)।

বঙ্গসেন অৰ্দ্ধাবভেদকে বিড়ঙ্গ—বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে চূর্ণ বস্ত্র পূত করিয়া, নস্য গ্রহণ করিলে "আধকপালে" নিবৃত্তি পায় (শিরোরোগ চিঃ)।

বক্তব্য চরক,—তৃপ্তিঘ্ন, কুষ্ঠঘ্ন, ক্রিমিঘ্ন ও শিরোবিরেচনোপগ বর্গে বিড়ঙ্গ পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত বলিয়াছেন বিড়ঙ্গের তৈল শিরোবিরেচক (চিঃ ৩১ অঃ)। চারক তৈলযোনিবর্গে বিড়ঙ্গের উল্লেখ নাই (সূঃ ১৩ অঃ)।

Constituents—Embelic acid, a volatile and fixed oil, colouring matter, tannin, a resinoid body and an alkaloid called christembine.

Actions and uses—The pulp is purgative, the fresh juice cooling, diuretic and laxative. The fruit is carminative, anthelmintic, alterative and stimulant ; mixed with ervados and pipli, the pulp is given to children in habitual constipation and in acute capillary bronchitis ; as a carminative the fruit is given in dyspepsia and flatulence, as an alterative in skin disease and rheumatism. When taken for a long time it is found to turn the urine acid and red. *Materia Medica of India R. N. Khory* —II. p. 426.)

নব্যমত—বিড়ঙ্গচূর্ণ রেচক। আর্দ্র বিড়ঙ্গস্বরস, স্নিগ্ধ, মূত্রকর এবং মৃদুরেচক। বিড়ঙ্গ, আধ্মানহর, ক্রিমিঘ্ন, রসায়ন এবং উষ্ণ। বিড়ঙ্গ, মৌরী ও পিপুল যোগে, শিশুর চিরজাত কোষ্ঠবদ্ধে এবং তরুণ কাসবিশেষে (Acute capillary bronchitis) ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আধ্মানহর ও বায়ুনাশক বলিয়া বিড়ঙ্গ, গ্রহণী এবং আধ্মান রোগে প্রযোজ্য। রসায়ন বলিয়া ইহা বাত এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে সেব্য। দীর্ঘকাল বিড়ঙ্গ সেবন করিলে মূত্র কটু ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। (ক্ষোরি—২য় খণ্ড ৪২৬ পৃঃ)।

विदारी—विदारी।

विदारी – Ipomæa Digitata, Batatas paniculata.

पूर्व्वाचार्य्यकृत वर्णनम्—"विदारी विदारीकन्दः स द्विविधः एको दीर्घकन्दो बहुक्षीरः क्षीरविदारी व्यवह्रियते। अन्यो हस्तिपादकोऽल्प क्षीरः"—(चक्रपाणिः—चः टीः सूः ३८ अः)।

परिचयज्ञापिका संज्ञा—विदार्य्याः—"गजेष्टा" **क्षीरविदार्य्याः**—"इक्षुगन्धा"। **गुणप्रकाशिका संज्ञा—विदार्य्याः**—"स्वादुकन्दा," "वृष्यकन्दा," "स्वादुलता"। **क्षीरविदार्य्याः**—"क्षीरवल्ली," "क्षीरकन्दा," "क्षीरशुक्ला"।

विदारी शिशिरा स्वादुर्गुरुः स्निग्धा समीरजित्। पित्तास्रजित् तथा बल्या वृष्या चैव प्रकीर्त्तिता। **विदारिकन्दो** (क्षीरविदारी) बल्यश्च वातपित्तहरश्च सः। मधुरो बृंहणो वृष्यः शीतस्वर्य्योऽतिमूत्रकः। स्तनदोषस्य हरणो गूढ़वृष्यविसूदनी। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः**।

विदारी मधुरा शीता गुरुः स्निग्धोऽस्रपित्तजित्। श्रेया च कफकृत् पुष्टिबल्या वीर्य्यविवर्द्धनी। श्रेया क्षीरविदारी च मधुराम्ला कषायका। तिक्ता च पित्तशूलघ्नी मूत्रमेहामयापहा। क्षीरकन्दो **द्विधा** प्रोक्तो विनालस्तु सनालकः। विनालो रोगहर्त्ता स्याद्वयस्तम्भी सनालकः। **राजनिघण्टुः**।

* सा स्निग्धा मधुरा हिमा। गुर्व्वी बलासजननी पुष्टिदा वीर्य्यवर्द्धिनी। रक्तपित्तभ्रमश्रान्तितृष्णामूर्च्छापनोदिनी। वातपित्तप्रशमनी बल्या वृष्या रसायनी। **भावप्रकाशः**।

विदारी वातपित्तघ्नी वृष्या बल्या रसायनी। **राजवल्लभः।**

विसर्पे विदारी—"शतावर्य्या विदार्य्याश्च कन्दौ धौतघृताप्लुतौ। (चि: ११ अ:)। (२) **मूत्रस्य वैवर्ण्ये कृच्छ्रे** च विदारी—"विदारीभि: * तथा शृतम्। घृतं पयश्च मूत्रस्य वैवर्ण्ये कृच्छ्र एव च"। (चि: २२ अ:)। **चरक:।**

वाजीकरणार्थं विदारी—"चूर्णं विदार्य्या: सुकृतं स्वरसेनैव भावितम्। सर्पिर्मधुयुतं लीढ्वा दशस्त्रीरधिगच्छति" (चि: २६ अ:)। **सुश्रुत:।**

विषमज्वरे विदारी—"पयस्तैलं घृतञ्चैव विदारीक्षुरसं मधु। संमूर्च्छ्य पाययेदेतत् विषमज्वरनाशनम्"। (ज्वर चि:)। (२) **पित्तशूले** विदारी—"धात्र्या रसं विदार्य्या वा *। पिवेत् सशर्करं सद्यः पित्तशूलनिसूदनम्"। (शूल चि:)। (३) **स्तन्यवर्द्धनार्थं** विदारी—"विदारीकन्दं सुरया पिवेद्वा-स्तन्यवर्द्धनम्"। (स्त्रीरोग चि:)। **चक्रदत्त:।**

বিদারীর ভাষানাম—বাঃ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, ভুঁইকুম্‌ড়ো। কোঃ—বড় ভূঙ্গরাজ। হিঃ—বিল্লেয়া কন্দ, বিলাইকন্দ। মঃ—ভুই কোহঠ্‌ঠা। গুঃ—ফগবেলানোকন্দ। কঃ—নেলকুম্বল। তৈঃ—নেলগুম্মুড়ু। উঃ—ভুইকরবারু। আঃ—পঠালিকুম্‌ড়া।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—বিদারীর—"গজেষ্টা"। ক্ষীরবিদারীর—"ইক্ষুগন্ধা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—বিদারীর—"স্বাদুকন্দা", "বৃষ্যকন্দা", স্বাদুলতা"। ক্ষীর-বিদারীর—"ক্ষীরবল্লী", "ক্ষীরকন্দা", ক্ষীরশুক্লা"।

বর্ণন—বিদারীর সুদীর্ঘ লতা ভূলুণ্ঠিত হইয়া বা বৃতি প্রভৃতি আশ্রয়পূর্ব্বক প্রতান বিস্তার করে। পত্র হস্তিপদাকার বা পানিতুল্য ও পঞ্চচিহ্নিত, নিতান্ত তন্তু, ছিন্নমাত্রই মলিন হইয়া যায়। পুষ্প, কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ। বর্ষায় পুষ্পিত হয়। প্রতান শুষ্ক হইলেও বৃহৎ কন্দ অবিকৃত থাকে এবং যথাকালে পুনঃ প্রতান বিস্তার করিয়া থাকে। কন্দাভ্যন্তর শুভ্রবর্ণ। কন্দ স্বাদে মধুরবৎ।

লতা নাতিদীর্ঘ। পাতা ঠিক্ শশার পাতার মত। কন্দ প্রায় ১।১½ সেরের অধিক হয় না। কন্দাভ্যন্তর পীতবর্ণ। কন্দ স্বাদে তিক্ত। এবম্প্রকার লতার এবম্বিধ কন্দকেই, বরিশাল, চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকে ভূমিকুষ্মাণ্ড বলিয়া ব্যবহার করে, এবং আমরা যাহাকে ভূমিকুষ্মাণ্ড বলিলাম তাহাকে ক্ষীরবিদারী বলে। প্রোক্ত পীতবর্ণ তিক্তকন্দ বিদারী নহে। কিন্তু ক্ষীরবিদারী কি? বৃদ্ধ পূর্ব্বাচার্য্যগণ ক্ষীরবিদারীর পরিচয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই—ক্ষীরবিদারীর কন্দ বৃহৎ, কন্দের বর্ণ শুক্ল, কন্দে প্রচুর ক্ষীর (আঠা) আছে এবং উহা স্বাদে অতিমধুর। বৃদ্ধ আচার্য্যের এই মত আদৃত হইলে আমাদের বর্ণিত বিদারী, ক্ষীরবিদারী বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না—যেহেতু বর্ণিত বিদারীকন্দে প্রচুর আঠা নাই এবং উহা স্বাদে "ভৃশংমধুরা" নহে। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার, ক্ষীরবিদারীভেদের উল্লেখ করেন নাই। রাজনিঘণ্টুকার, বিনাল এবং সনাল ভেদে দুইপ্রকার ক্ষীরবিদারীর গুণ বর্ণন করিয়াছেন। অনেকে এই বিনাল সনাল ক্ষীর বিদারীর পরিচয় দিতে গিয়া "একজাতীয়" "বিশেষ" প্রভৃতি অজ্ঞতাপ্রচ্ছাদক নিরর্থক শব্দ ব্যবহার করিয়া বিদ্যার্থিগণকে প্রতারিত করিয়াছেন। মুক্তকণ্ঠে সন্দেহ প্রকাশ করিলে তত্ত্বান্বেষণের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। সনাল ও বিনাল ক্ষীরবিদারী আমার অজ্ঞাত। ক্ষীরবিদারী সম্বন্ধে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের স্পষ্ট মত দুর্জ্ঞেয়। ভাবপ্রকাশকার ও রাজবল্লভ ক্ষীরবিদারীর উল্লেখই করেন নাই। ভাবপ্রকাশকার কি বারাহীকন্দ এবং ক্ষীরবিদারী এক বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন? নচেৎ তিনি বারাহীকন্দের পর্য্যায়ে ক্ষীরবিদারীর নাম (ক্ষীরকন্দা, ক্ষীরশুক্লা) লিখিলেন কেন? নিঘণ্টুশ্রেষ্ঠ রাজনিঘণ্টুতে গৃষ্টির (বারাহীকন্দের) "বসুনেত্রমিত" পর্য্যায় লিখিত হইয়াছে কিন্তু এই পর্য্যায়মালার "ক্ষীরকন্দা" "ক্ষীরশুক্লা"র উল্লেখ দূরের কথা, যদ্দ্বারা বারাহীকন্দের ক্ষীরবত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এমন একটী শব্দও নাই। নিঘণ্টুবিরুদ্ধ হইলেও ভাবপ্রকাশে "বিদারী" শব্দ, বারাহীকন্দের পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে। এতদ্দৃষ্টে অনেকে বারাহীকন্দ ও বিদারী এক বলিয়া কল্পনা করেন। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকর নামক নিঘণ্টুর সঙ্কলনকর্ত্তা শালিগ্রাম বৈশ্য লিখিয়াছেন, "উস্‌কো (বিদারীকন্দ) কোই কোই চর্ম্মকারালুকভী কহতে হৈঁ।" ভাবপ্রকাশের পর্য্যায় পাঠে যাহাই প্রতীত হউক, বস্তুতঃ বারাহীকন্দ, বিদারী বা ক্ষীরবিদারী নহে। চর্ম্মকারালুক ও বারাহীকন্দ পৃথক বস্তু। বারাহীকন্দের অভাবে চর্ম্মকারালুক ব্যবহৃত হয় মাত্র। এ বিষয়ে শিবদাসের উক্তি "বারাহীকন্দস্য দুর্লভতয়া চর্ম্মকারালুকমেব গৌড়ীয়ৈর্বারাহীকন্দসংজ্ঞয়া গৃহ্যতে। বস্তুতস্তু বারাহীকন্দচর্ম্মকারালুকং দ্রব্যান্তরং। তল্লক্ষণাভাবাৎ" (বৃন্দাধিকারোক্ত "নারসিংহচূর্ণের" টীকা)। এক্ষণে ক্ষীরবিদারীর পরিচয় সম্বন্ধে নব্যগণের মত আলোচিত হইতেছে। শালিগ্রাম বৈশ্য বলেন "দূস্‌রে ক্ষীর বিদারীকন্দ-

কীভী বেলহী চল্‌তী হৈ। ইস্‌কা কন্দভী মূলীকে সমান্ হোতাহৈ, পত্তে এক এক শাখামে সাত্ সাত্ আঠ্ আঠ্ হোতে হৈঁ। কন্দকা রংগ লাল ঔর্ সফেদ্ হোতেহৈ”—অর্থাৎ যাহার কন্দ মূলার মত, কন্দের বর্ণ রক্ত ও শ্বেত এবং যাহার প্রতি শাখায় ৭।৮টী করিয়া পাতা থাকে তাহাই ক্ষীরবিদারী। ইহাতে পূর্ব্বাচার্য্যের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। ক্ষোরি ও ডিমক্, বিদারীর পর্য্যায়েই “ক্ষীরবিদারী” শব্দ পাঠ করিয়াছেন—পৃথক্ ক্ষীরবিদারীর উল্লেখ করেন নাই এবং বিদারীর বর্ণনপ্রস্তাবে লিখিয়াছেন—“বিদারীর কন্দের স্বাদ কষায়, কিঞ্চিৎ কটু (ঝাল) ও তিক্ত, কাঁচা আলুর মত বলা যাইতে পারে (ক্ষোরী—১ম খণ্ড ৪১৬পৃঃ, ডিমক্—২য় খণ্ড ৫৩২ পৃঃ)। বলা বাহুল্য বিদারী ও ক্ষীরবিদারী পৃথক্ বস্তু—এবং ইহাদের কোনটীরই কন্দ কষায়, কটু, তিক্ত নহে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ।

বৈদ্যকে বিদারীর ব্যবহার।

চরক—বিসর্পে বিদারী—বিদারীকন্দ ধৌত গব্যঘৃত সহ পেষণপূর্ব্বক বিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) মূত্রের বৈবর্ণ্যে ও কৃচ্ছ্রতায় বিদারী—বিদারীকল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, কিম্বা ক্ষীরপরিভাষানুসারে পক্ব বিদারীকাথ পান করিলে মূত্রের বিবর্ণতা কিম্বা মূত্রকৃচ্ছ্র নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত—বাজীকরণার্থ—বিদারী—ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ গব্যঘৃত এবং মধুসহ সেবন করিলে বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয় (চিঃ ২৬)।

চক্রদত্ত—বিষমজ্বরে—বিদারী—জাল দেওয়া দুগ্ধ, তিল তৈল, গব্যঘৃত, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুরস এবং মধু একত্র মন্থনপূর্ব্বক বিষমজ্বরী পান করিবে (জ্বর চিঃ)। পিত্তশূলে বিদারী—ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস চিনি সহ পিত্তশূলে সেব্য (শূল চিঃ)। (৩) স্তন্যবর্দ্ধনার্থ—বিদারী—আয়ুর্ব্বেদোক্ত সুরার সহিত বিদারীকন্দচূর্ণ সেবন করিলে প্রসূতির স্তন্য বর্দ্ধিত হয় (স্ত্রীরোগ চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বৃংহণীয়, বর্ণ্য, কণ্ঠ্য এবং স্নেহোপগবর্গে বিদারী পাঠ করিয়াছেন।

Constituents—A resin, sugar and starch. (*Materia Medica of India—R. N. Khory*—II. p. 416).

Actions and uses—Tonic, alterative, largely used in several restorative aphrodisiac and demulcent preparations. It checks menstrual discharges. As a lactagogue given with wine, it promotes the secretion

of milk in women after delivery. The confection is recommended for emaciated children suffering from debility, diarrhœa and want of digestion. (Do—II. p. 416).

নব্যমত—বিদারীকন্দ, বল্য ও রসায়ন। ইহা পোষক, বৃষ্য এবং স্নিগ্ধ, খণ্ড মোদকাদিতে ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর্ত্তব রক্তের অতিস্রুতিতে ইহা সেবন করিলে রক্তঃস্রাব নিবৃত্তি পায়। মদ্যের সহিত সেবন করিলে প্রসূতির স্তন্য বর্দ্ধিত করে। গোদুগ্ধ, ঘৃত, মধুসহ বিদারীকন্দের প্রাশ প্রস্তুত করিয়া, ক্ষীণ, দুর্ব্বল, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্যগ্রস্ত শিশুকে সেবন করান হইয়া থাকে। (ক্ষোরি—২য় খঃ ৪১৬ পৃঃ)।

বিভীতক—विभीतकः।

विभीतकः, अक्षः—Terminalia Bellerica.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"तिलपुष्पकः," "कर्षफलः। **गुण-प्रकाशिका संज्ञा**—"अनिलघ्नकः," "कासघ्नः," "विषघ्नः"।

विभीतकः कटुः पाके लघुर्वैस्वर्य्यजित् सरः। कासाक्षिवर्त्मरोगघ्नः केश-हृद्विकारः परः। अन्यच्च—विभीतकं कषायञ्च कृमिवैस्वर्य्यजित् सरम्। चक्षुष्यं कटुकञ्चोष्णं पाके स्वादु कफास्रजित्। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

विभीतकः कटुस्तिक्तः कषायोष्णः कफापहः। चक्षुष्यः पलितघ्नश्च विपाके मधुरो लघुः। **राजनिघण्टुः।**

विभीतकं स्वादुपाकं कषायं कफपित्तनुत्। उष्णवीर्य्यं हिमस्पर्शं भेदनं कासनाशनम्। रूक्षं नेत्रहितं केश्यं कृमिवैस्वर्य्यनाशनम् विभीतमज्जा तृट्छर्द्दिकफवातहरो लघुः। कषायो मदकृच्चाथ धात्रीमज्जाऽपि तद्गुणः। **भावप्रकाशः।**

विभीतं भेदि तीक्ष्णोष्णं वैस्वर्य्यकृमिनाशनम्। चक्षुष्यं स्वादुपाकि च कषायं कफपित्तनुत्। **राजवल्लभः।**

ग्रन्थिविसर्पे विभीतकम् "विभीतकस्य वा ग्रन्थिं कल्केनोष्णेन लेपयेत्" (चि: ११ अ:)। (२) **शोथे** विभीतकमज्जा—"विभीतकानां फलमध्य-लेपः। सर्व्वेषु दाहार्त्तिहरः प्रलेपः" (चि: १७ अ:)। **चरकः।**

अश्मर्य्यां विभीतकमज्जा—"अक्षबीजञ्च सुरया कल्कीकृत्य पिबेन्नरः। मूत्रदोषविशुद्ध्यर्थं तथैवाश्मरीनाशनम्। (उ: ५८)। **सुश्रुतः।**

सर्व्वेषु **श्वासकासेषु** विभीतकम्—"सर्व्वेषु श्वासकासेषु केवलं वा विभीतकम्" (चि: ३ अ:)। (२) **शुक्रे** (नत्राश्रित अक्षिरोगे) विभीतकमज्जा—मज्जा वाक्षात् समाक्षिकात् "(उ: ११ अ:)। **वाग्भटः।**

कासे—विभीतकः "विभीतकं घृताभ्यक्तं गोशकृत्परिवेष्टितम्। स्विन्नमग्नौ हरेत् कासं ध्रुवमास्यविधारितम्। (कास चि:)। (२) **श्वासे** उद्धसिकायां च विभीतकम्—"कर्षं कलिफलचूर्णं लीढ़ं चात्यन्तमधुना मिश्रितम्। अचिराद्धरति श्वासं प्रबला मुद्धसिकाञ्चैव। (श्वास चि:)। **चक्रदत्तः।**

अतिसारे विभीतकम्—"विभीतकफलं दग्धं वन्ध्याकलवणसंयुतम्। महान्तमप्यतीसारं चक्रपाणि रिवासुरान्"। (अतिसार चि:)। **हृद्गते वायौ** विभीतकम्—"पिबेदुष्णाम्भसा पिष्टं साक्षगन्धं विभीतकम्। गुड़युक्तं प्रयत्नेन हृदयानिलनाशनम्"। (वातव्याधि चि:)। **वङ्गसेनः।**

বিভীতকের ভাষানাম—বাঃ—বয়ড়া, বহেড়া। হিঃ—বহেড়া। মঃ—হেবেড়া ঘাটিঙ্গবৃক্ষ। গু—বেড়াং। কঃ—তোরে। তৈঃ—বল্লাতাণ্ডেচেট্র। তাঃ—তনি, তণ্ডি, তোঅণ্ডি। ফাঃ—বলেংলে। অঃ—বলেলজ্।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"কর্ষফল", "তিলপুষ্পিকা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অনিলঘ্নক", "কাসঘ্ন", "বিষঘ্ন"।

বর্ণন—বহেড়ার বৃক্ষ উচ্চ হয়। পর্ব্বতে এবং অরণ্যে স্বয়ং জন্মিয়া থাকে। বঙ্গে ইহা উদ্যানে যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। কেবল ফলের জন্য নহে, ছায়াতরু বলিয়াও ইহা আদৃত হওয়া উচিত। বহেড়া গাছের পাতা প্রায় বটের পাতার মত। পুষ্প অতি ক্ষুদ্র। বহেড়ার ফল দুই প্রকার দৃষ্ট হয়—বর্ত্তুলাকৃতি হ্রস্ব এবং অণ্ডাকৃতি বৃহত্তর। শেষোক্তকে লক্ষ্য করিয়াই নিঘণ্টুকারগণ বিভীতককে "কর্ষফল" (কর্ষশব্দের অর্থ ২ তোলা) বলিয়াছেন।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফলত্বক্ ও মজ্জা। মাত্রা—ফলত্বক্ চূর্ণ ২—৪ আনা। মজ্জা—২—৬ আনা।

বৈদ্যকে বিভীতকের ব্যবহার।

চরক—গ্রন্থিবিসর্পে বিভীতক—গ্রন্থিবিসর্পে ঈষদুষ্ণ বিভীতক কল্কের প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) শোথে বিভীতকমজ্জা—বহেড়ার শাঁস পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ত্রিদোষজ শোথের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয় (চিঃ ১৭ অঃ)।

সুশ্রুত—অশ্মরীতে বিভীতকমজ্জা—আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন প্রকার মদ্যের সহিত বহেড়ার শাঁস পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে, মূত্র বিশুদ্ধতাপ্রাপ্ত হয় এবং অশ্মরী প্রশমিত হয় (উঃ ৫৮ অঃ)।

বাগ্ভট—শ্বাসকাসে বিভীতক—শ্বাসকাসে বিভীতক সেবন হিতকর (চিঃ ৩ অঃ)। (২) শুক্র নাম অক্ষিরোগে বিভীতকমজ্জা—বহেড়ার শাঁস মধুর সহিত উত্তমরূপ পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে, শুক্র নাম নেত্ররোগ বিনাশ পায় (উঃ ১১ অঃ)।

চক্রদত্ত—কাসে বিভীতক—বিভীতকে গব্য ঘৃত মাখাইয়া, গোবরের ঢুলির ভিতর রাখিয়া, ঘুটের আগুণের উপরি স্থাপন করিবে। কিছু পরে উদ্ধৃত করিয়া ঐ বহেড়ার ছাল মুখে ধারণ করিবে। ইহা উৎকাসির উত্তম ঔষধ। (কাস চিঃ)। (২) শ্বাসেও উৎকাসিতে বিভীতক—কিঞ্চিৎ মাত্রায় বিভীতকচূর্ণ মধুর দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া পান করিলে প্রবল উৎকাসি এবং শ্বাস অচিরাৎ প্রশমিত হয় (শ্বাস চিঃ)।

বঙ্গসেন—অতিসারে বিভীতক—দগ্ধ বিভীতক সৈন্ধব যোগে সেবন করিলে প্রবল

অতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) হৃদয়গত বায়ুরোগে বিভীতক—অশ্বগন্ধা-চূর্ণসহ বিভীতক চূর্ণ, পুরাণ ইক্ষুগুড় যোগে, ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে অস্বাভাবিক হৃদয়স্পন্দন প্রশমিত হয় (বাত ব্যাধি চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বিরেচনোপগবর্গে বিভীতক পাঠ করিয়াছেন। চরক ও সুশ্রুত তৈলযোনিফলবর্গে বিভীতক পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত বলিয়াছেন বিভীতক তৈল কৃষ্ণীকরণ—অতএব ইহা শ্বিত্র এবং অগ্ন্যাদিদগ্ধ অঙ্গের অসবর্ণত্ব দূরীকরণার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে।

Constituents.—Gallo-tannic acid, colouring matter, resins and a greenish yellow oil.

Actions and uses.—Astringent, tonic and laxative ; with a salt and long pepper it is given as an expectorant in the form of electuaries in cough, hoarseness of voice, sore throat and dypepsia. The dried pulp roasted is kept in the mouth as lozenges in sorethroat. The fruit is given in diarrhœa, dropsy, piles, leprosy, &c, also in enlargement of the spleen. *(Materia Medica of India R. N. Khory*—II. p. 259. *)*

নব্যমত—বহেড়া, কষায়, বল্য এবং রেচক। সৈন্ধব লবণ পিপ্পলীযোগে, বহেড়াচূর্ণ লেহন, কফরোগ, স্বরভেদ গলক্ষত এবং গ্রহণীরোগীর পক্ষে প্রশস্ত। গলক্ষত রোগী ঘৃত ভর্জ্জিত বহেড়া "মুখে রাখিয়া" খাইবে। বহেড়া, অতিসার, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ এবং প্লীহ-বিবৃদ্ধি রোগে সেব্য। (ক্ষোরি—২য় খণ্ড ২৫৯ পৃঃ)।

বিল্ব—বিল্বঃ।

बिल्वः, श्रीफलः—Ægle Marmelos, Cratæva marmelos.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"महाफलः," "सदाफलः" "हृद्यगन्धः," "त्रिपत्रः," "गन्धपत्रः," "कण्टकाढ्यः"।

बिल्वमूलं त्रिदोषघ्नं छर्द्दिघ्नं मधुरं लघु। बिल्वस्य च फलं बाल्यं स्निग्धं संग्राहि दीपनम्। कटुतिक्तकषायोष्णं तीक्ष्णं वातकफापहम्। बिल्वात्तदेव पक्वं तु मधुरानुरसं गुरु। बिदाहि विष्टम्भकरं दोषकृत् पूतिमारुतम्। धन्वन्तरीयनिघण्टः।

विल्वस्तु मधुरो हृद्यः कषायः पित्तजिद् गुरुः। कफज्वरातिसारघ्नो रुचिकृद्दीपनः परः। विल्वमूलं त्रिदोषघ्नं मधुरं लघु वातनुत्। फलन्तु कोमलं स्निग्धं गुरु संग्राहि दीपनम्। तदेव पक्वं विज्ञेयं मधुरं सरसं गुरु। कटुतिक्तकषायोष्णं संग्राहि च त्रिदोषजित्। राजनिघण्टुः।

श्रीफलस्तुवरस्तिक्तो ग्राही रुचोऽग्निपित्तजित्। वातश्लेष्महरो वल्यो लघुरुष्णश्च पाचनः। भावप्रकाशः।

विल्वं बालं कषायोष्णं पाचनं वह्निदीपनम्। संग्राहि तिक्तकटुकं तीक्ष्णं वातकफापहम्। पक्वं सुगन्धि मधुरं दुर्जरं ग्राहि दोषलम्। कफवातामशूलघ्नी ग्राहिणी विल्वपेषिका। विल्वमूलं मरुच्छ्लेष्मच्छर्दिघ्नं रक्तपित्तजित्। फलेषु परिपक्वेषु ये गुणाः समुदाहृताः। विल्वादन्यत्र विज्ञेया विल्वमामं गुणोत्तरम्। राजवल्लभः।

तत्पत्रं कफवातामशूलघ्नं ग्राहि रोचनम्। निहन्याद् विल्वजं पुष्पमतिसारं तृषां वमिम्। विल्वमज्जाभवं तैलमुष्णं वातहरं परम्। काञ्जिके संस्थितं विल्वमग्निसन्दीपनं परम्। हृद्यं रुचिकरं प्रोक्तमामवातविनाशनम्। बृहन्निघण्टुरत्नाकरः। द्राक्षाविल्वशिवादीनां फलं शुष्कं गुणाधिकम्।

ज्वरे विल्वशलाटुः—"* तद्वद्विल्वशलाटुभिः"। (चिः ३ अः)। (२) अर्शःसु विल्वमूलत्वक्—"विल्वोत्क्वाथे * * सुखोष्णे। तं शूलार्त्तं सुपवेशयेत्" (चिः ८ अः)। (३) प्रवाहिकायां विल्वशलाटुः—"कल्कः स्याद्बालविल्वानां तिलकल्कश्च तत्समः। दध्नः सरोऽम्लस्नेहाढ्यः खड्डो हन्यात् प्रवाहिकाम्" (चिः १० अः)। चरकः।

स्कन्धग्रहप्रतिषेधार्थं बिल्वकण्टकम्—"* बिल्वस्य कण्टकान्। * ग्रथितान्येव धारयेत्। (उ: २८ अ:)। (२) पित्तरक्तोत्थिते अतिसारे बिल्वशलाटुः—बिल्वमध्यं समधुकं शर्कराक्षौद्रसंयुतम्। तण्डुलाम्बुयुतो योगः पित्तरक्तोत्थितं जयेत्"। (चि: ४० अ:)। सुश्रुतः।

गात्रदौर्गन्ध्ये बिल्वपत्रम्—"बिल्वपत्ररसैर्वापि गात्रदौर्गन्ध्यनाशनः। (स्त्रीलग्न चि:)। (२) ग्रहण्यां बिल्वशलाटुः—"श्रीफलशलाटुकल्को नागरचूर्णेन मिश्रितः सगुड़ः। ग्रहणीगदमत्युग्रं तक्रभुजा शीलितो जयति॥ (ग्रहणीचि:)। (३) वमने बिल्वमूलम्—"श्रीफलस्य * कषायो मधुसंयुतः। पेयश्छर्दिक्षये शीतः *"॥ (छर्दि चि:)। (४) रक्तार्शसि बिल्वशलाटुः * किंवा बिल्वशलाटवः। योज्याः *—"॥ (अर्शः चि:)। (५) शोथे बिल्वपत्रम्—"बिल्वपत्ररसं पूतं सोषणं श्वयथौ पिबेत्। विट्सङ्गे चैव दुर्नाम्नि पिबध्यात् कामलास्वपि॥ (शोथ चि:)। (६) बाधिर्ये बिल्वशलाटुः—फलं बिल्वस्य मूत्रेण पिष्ट्वा तैलं विपाचयेत्। साजाक्षीरं तद्धि हरेद्बाधिर्य्यं कर्णपूरणे"। (कर्णरोग चि:)। चक्रदत्तः।

आमशूले बालबिल्वम्—"गुड़ेन भक्षयेद् बिल्वं रक्तातिसारनाशनम्। आमशूलविबन्धघ्नं कुक्षिरोगहरं परम्" (म: ख: १म भा:)। भावप्रकाशः।

शिशोश्छर्द्यतिसारयो बिल्वमूलम्—"बिल्वमूलकषायेन लाजाश्चैव सशर्कराः। आलोड्य पाययेद्बालं छर्द्यतिसारनाशनम्। बङ्गसेनः।

বিল্বের ভাষানাম—বাঃ—বেল। হিঃ—বেল্। মাঃ—বেল, বেলকন্ঠ। গুঃ—বিলোবিলু। কঃ বেলনু। তৈঃ—মারেডী, চান্নুবিল। তাঃ—বিষপত্রাম্।

বিল্বের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"কণ্টকাঢ্য", "ত্রিপত্র", "গন্ধপত্র", "মহাফল", "সদাফল", "হৃদ্যগন্ধ"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক, পত্র, আমফল। মাত্রা—ত্বক্ ক্বাথ—৫—১০ তোলা। পত্র স্বরস ১—২ তোলা। বেলশুঁঠ কল্ক ৮ আনা।

বৈদ্যকে বিল্বের ব্যবহার।

চরক—জ্বরে বিল্বশলাটু—জ্বর রোগীর মলদ্বারে যদি কর্ত্তনবৎ পীড়া থাকে তবে তাহাকে, ক্ষীরপরিভাষানুসারে পক্ব, বেলশুঁঠের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) অর্শে বিল্বমূলত্বক্—অর্শোরোগী বলির শূলে কাতর হইলে তাহাকে, ঈষদুষ্ণ বিল্বমূলের ক্বাথে উপবেশন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) প্রবাহিকায় বিল্বশলাটু—বেলশুঁঠ ও তিল সমভাগে লইয়া পেষণ করিবে। ইহাতে দধির সর, দাড়িমের রস এবং তিলতৈল যোগ করিয়া তক্রদ্বারা তরল করিয়া খড়যূষ পাক করিবে। শীতল হইলে, প্রবাহিকা ("আমাশয়") রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)।

সুশ্রুত—স্কন্দগ্রহ প্রতিষেধার্থ বিল্বকণ্টক—স্কন্দগ্রহাক্রান্ত শিশুকে বিল্বকণ্টকের মালা ধারণ করাইবে (উঃ ২৮ অঃ)। (২) পিত্তরক্তোত্থিত অতিসারে বিল্বশলাটু—বেলশুঁঠ ও যষ্টিমধু তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক চিনি ও মধুযোগে তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে পিত্তরক্তোত্থিত অতিসার প্রশমিত হয় (উঃ ৪০ অঃ)।

চক্রদত্ত—গাত্রদৌর্গন্ধ্যে বিল্বপত্র—বিল্বপত্র রস গাত্রে মর্দ্দন করিলে স্থূলব্যক্তির অতিস্বেদ জন্য গাত্রদৌর্গন্ধ্য প্রশমিত হয় (স্থৌল্য চিঃ)। (২) গ্রহণীতে বিল্বশলাটু—বেলশুঁঠ চূর্ণ কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে পুরাণ ইক্ষু গুড়ের সহিত সেবনপূর্ব্বক কেবল তক্র পান করিবে। ইহাদ্বারা অত্যুগ্র গ্রহণী প্রশমিত হয় (গ্রহণী চিঃ)। (৩) বমনে বিল্বমূলত্বক্—বিল্বমূলত্বকের ক্বাথ, শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (ছর্দ্দি চিঃ)। (৪) রক্তার্শে বিল্বশলাটু—রক্তার্শোরোগীকে বেলশুঁঠের কল্ক সেবন করাইবে (অর্শ চিঃ)। (৫) শোথে বিল্বপত্র—ত্রিদোষজাত শোথে বিল্বপত্রের রস মরিচচূর্ণ যোগে পান করিবে (শোথ চিঃ)। (৬) বাধির্য্যে বিল্বশলাটু—বেলশুঁঠ গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক তৎকল্ক এবং ছাগীদুগ্ধযোগে যথাবিধি তিলতৈল পাক করিবে, এই তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে বধিরতা প্রশমিত হয় (কর্ণরোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—আমশূলে বালবিল্ব—কাঁচা বেল (পোড়াইয়া) গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে, আমাতিসার প্রশমিত হয়। অপিচ ইহা বিবন্ধকর।

বঙ্গসেন—শিশুর বমন ও অতিসারে বিল্বমূলত্বক্—বিল্বমূলত্বকের ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, ইহার সহিত খৈচূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিবে। ইহা সেবন করাইলে শিশুর বমন ও অতিসার নিবৃত্তি পায় (শিশুরোগ চিঃ)।

Constituents—The pulp contains mucilage, pectin, sugar, tannin, a volatile oil, bitter principle and ash 2 p.c. The wood ash contains potassium and sodium compounds, phosphates of lime and iron, calcium corbonate, magnesium carbonate, silica, sand &c. The fresh leaves, on distillation, yield an oil of a yellowish green colour and neutral reaction, of an aromatic odour and bitter taste; soluble in alcohol and miscible with carbon bisulphide.

Actions and uses—The ripe fruit is nutritious, delicious, aromatic alterative and laxative. It is given with sugarcandy to prevent the groth of piles and to remove habitual constipation. A decoction of unripe or half ripe fruits, or unripe fruit baked for 6 hours, is astringent digestive, stomachic and given in diarrhœa and dysentery. When taken in excess it often cause flatulence, Syrup of ripe fruits is used in dyspepsia. The root bark is refrigerant and is given in fevers, asthma with palpitation of the heart. In native practice a poultice of the leaves is applied to the chest in acute bronchitis. The decoction of the leaves is given in asthma. A marmalade of bael fruit is a household remedy for diarrhœa and dysentery. *Materia Medico of India— R. N. Khory*—III. p. 128.)

নব্যমত—পক্কবিল্ব, স্বাদু, সুগন্ধি, পোষক, রসায়ন এবং মৃদুরেচক। অর্শোরোগী ইহা সেবন করিলে অর্শঃ যাপ্য থাকে। ক্রূরকোষ্ঠ হেতু যাহাদের কোষ্ঠ প্রায়ই পরিষ্কার থাকে না তাহাদের পক্ষে পক্কবিল্ব ভক্ষণ অতি প্রশস্ত। কাঁচা কিম্বা অর্দ্ধপক্ক বেলের ক্বাথ বা অগ্নিদগ্ধ কাঁচা বেল, ধারক, ও পাচক এবং ইহা অতিসার, আম ও রক্তাতিসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পক্ক বিল্বের "সিরাপ" গ্রহণী রোগে হিতকর। বিল্বমূলত্বক্, জ্বর এবং শ্বাস-রোগীর অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনে সেব্য। এতদ্দেশীয় ভিষক্‌গণ, জ্বর রোগীর প্রলাপ থাকিলে শিরোদেশে এবং তরুণ শ্লেষ্মরোগে বক্ষোদেশে বিল্বপত্রের প্রলেপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বেলের মোরব্বা, অতিসার ও রক্তাতিসারের গার্হস্থ্য ঔষধ। (কোরি—৩য় খণ্ড—১২৮ পৃঃ)।

वृद्धदारकद्वय—वृद्धदारकद्वयम्।

वृद्धदारकः—Argyreia Speciosa, Lettsomia Nervosa. जीर्णदारुफञ्जी – Lettsomia argentea.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—जीर्णदारोः—"सुपुष्पिका" "सूक्ष्मपत्रा" (रा: नि:)।

वृद्धदारः कटुस्तिक्तस्तथोष्णः कफवातजित्। श्वयथुकृमिमेहास्रवातोदरहरः परः। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

वृद्धदारद्वयं गौल्यं पिच्छिलं कफवातहृत्। बल्यं कासामदोषघ्नं द्वितीयं स्वल्पवीर्य्यदम्। **राजनिघण्टुः।**

रसायनो वृद्धदारः शोथवातामवातजित्। कासश्वासज्वरहरो बल्यः पिच्छिल एव च॥ **भावप्रकाशः।**

रसायनी वृद्धदारः शोथामवातरोगजित्। **राजवल्लभः।**

क्रोष्टुशीर्षे वातव्याधौ वृद्धदारकमूलम्—"* पिबेद्वा वृद्धदारकम्" (वातव्याधि चि:)। (२) **श्लीपदे** वृद्धदारकमूलम्—"काञ्जिकेन पिबेच्चूर्णं मूलैर्वा वृद्धदारजम्" (श्लीपद चि:)। (३) **रसायनार्थं** वृद्धदारकमूलम्—"वृद्धदारकमूलानि श्लक्ष्णचूर्णानि कारयेत्। शतावर्य्या रसेनैव सप्तरात्राणि भावयेत्। अक्षमात्रन्तु तच्चूर्णं सर्पिषा सह भोजयेत्। मासमात्रोपयोगेन मतिमान् जायते नरः। मेधावी स्मृतिमांश्चैव वलिपलितवर्ज्जितः"। (रसायनाधि:) **चक्रदत्तः।**

पक्षकामार्थं वृ॰दारकमूलम्—"वृद्धदारकमूलेन घृतं पक्वं पयोऽन्वितम्। शतदुग्धतमं सर्पिः पुत्रकामः पिबेन्नरः"। (स्त्रीरोगाधिः) **वङ्गसेनः।**

বৃদ্ধদারকদ্বয়ের ভাষানাম—বৃদ্ধদারকের—বাঃ বিজ্‌তাড়ক, বিদ্ধড়ক্। হিঃ—বিধারা, কালা বিধারা। মঃ—শ্বেতবরধারা। গুঃ—বরধারো। কঃ—এড়ভুমুষ্টে। তৈঃ—চন্দ্রপুডী। কোঃ—বিদ্ধদারক। দ্বিতীয় বৃদ্ধদারকের অর্থাৎ জীর্ণদারুর—বাঃ—ছোট্ বিজ্‌-তাড়ক্। হিঃ—ফঞ্জী। মঃ—ফাঞ্জী। গুঃ—কাঙ্গ্য।

বর্ণন—বৃদ্ধদারকের সুদীর্ঘ লতা অত্যুচ্চ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে। লতার কোমল প্রত্যঙ্গ, শুভ্র রেশমী রোমব্যাপ্ত। পত্র—বৃহৎ, পানের মত, কিন্তু শিরাবহুল, পত্রোদর মসৃণ,পত্রপৃষ্ঠ কোমল, শুভ্র, রেশমী রোমাবৃত, পত্রবৃন্ত, পত্রাপেক্ষা হ্রস্বতর, পত্রবৃন্তাগ্রভাগে, চ্যাপ্টা, বৃহৎ, কৃষ্ণবর্ণ দুইটি গ্রন্থি পরিলক্ষিত হয়। পুষ্পদণ্ড পত্রবৃন্তাপেক্ষা দীর্ঘতর, অগ্রভাগে ছত্রাকারে স্থিত পুষ্পগুচ্ছকে উর্দ্ধে ধারণ করিয়া থাকে। পুষ্প,—বৃহৎ, বর্ণ ঘোর গোলাপী। কুণ্ড,—বহু, বৃহৎ, প্রায় গোল, শুভ্র, তরঙ্গায়িত, সূক্ষ্মাগ্র ও আশুপতনশীল। ফল বর্ত্তুলাকৃতি ও মসৃণ। পক্কফল কোন বিশিষ্ট প্রণালী অনুসারে ভিন্ন হয় না, কিন্তু খণ্ড খণ্ড হইয়া ফাটিয়া যায়।

জীর্ণদারু অর্থাৎ ছোট বিজ্‌তাড়কের লতা আশ্রয়বৃক্ষ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করে। ইহার পত্র বৃদ্ধদারকাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, পত্রোদর ফিকে সবুজবর্ণ, রোম আছে বটে, কিন্তু যেন পত্রাঙ্গে মিলাইয়া থাকে। পত্রপৃষ্ঠ, উজ্জ্বলতর, রৌপ্যবর্ণ রোমাবৃত। পত্র-বৃন্ত পত্রসম দীর্ঘ, গোল, দণ্ডায়মান ও রোমাবৃত। ইহারও গ্রন্থি বৃদ্ধদারকবৎ, কেবল বর্ণতঃ হরিৎ। পুষ্প, বৃদ্ধদারকাপেক্ষা বৃহত্তর, বর্ণ—ফিকেলাল। কুণ্ড, ছুরির ফলার মত এবং তরঙ্গায়িত নহে। ফল—কোমল, শাঁসাল এবং বীজচতুষ্টয় সমন্বিত।

বৃদ্ধদারকদ্বয়গত পার্থক্যের সুলভপ্রতীতির জন্য আমরা সংক্ষেপে পার্থক্যবোধক লক্ষণ লিখিতেছি—

(১) জীর্ণদারুর পুষ্প বৃহত্তর, বৃদ্ধদারুকের পুষ্প ক্ষুদ্রতর। (২) জীর্ণ দারুর পত্র ক্ষুদ্রতর বৃদ্ধদারকের পত্র বৃহত্তর। (৩) বৃদ্ধদারকের কুণ্ড প্রায় গোল এবং তরঙ্গায়িত, জীর্ণদারুর ছুরির ফলার মত এবং প্রান্ত তরঙ্গায়িত নহে। ৪) জীর্ণদারুর পত্রে সিরা অল্পতর, বৃদ্ধদারকের পত্রে সিরা অধিকতর। জীর্ণদারুর ফল কোমল, বৃদ্ধদারকের ফল সম্পূর্ণ শুষ্ক।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, বীজ। মাত্রা—মূলচূর্ণ—১—৪ আনা। বীজচূর্ণ—½—২ আনা।

বৈদ্যকে বৃদ্ধদারকের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—ক্রোষ্টুশীর্ষ বাতব্যাধিতে বৃদ্ধদারকমূল—যাহার "শিবামুণ্ড" বাতব্যাধি হইয়াছে তাহাকে বৃদ্ধদারক মূল চূর্ণ যোগ্যানুপানে পান করাইবে (বাতব্যাধি চিঃ)। (২) শ্লীপদে বৃদ্ধদারকমূল—যাহার "গোদ" হইয়াছে তাহাকে কাঁজি বা গোমূত্রের সহিত বৃদ্ধ-দারকমূল চূর্ণ পান করাইবে (শ্লীপদ চিঃ)। (৩) রসায়নার্থে বৃদ্ধদারকমূল—বৃদ্ধদারকমূলের স্বক্ষ্মচূর্ণ শতমূলীর রসে সাতটী ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ গব্যঘৃত সহ যোগ্যমাত্রায় এক মাস সেবন করিলে, মানুষ মেধাবী এবং বলীপলিত বর্জ্জিত হইতে পারে (রসায়নাধিঃ)।

বঙ্গসেন—পুত্রকামার্থে বৃদ্ধদারকমূল—পুত্রকাম মনুষ্য, বৃদ্ধদারকমূলের কল্ক এবং দুগ্ধ যোগে, গব্যঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া যোগ্য মাত্রায় সেবন করিবে। এই ঘৃত শ্রেষ্ঠবৃষ্য।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি" বা সৌশ্রুত দ্রব্যসংগ্রহণীয়ে বৃদ্ধদারক বা জীর্ণদারুর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। রাজনিঘণ্টুমতে বৃদ্ধদারকদ্বয় সমগুণান্বিত, কেবল জীর্ণদারু, বৃদ্ধদারু অপেক্ষা স্বল্পবীর্য্য। কোচবিহারে যে লতা "ডাকিনী" নামে প্রসিদ্ধ, অজ্ঞলোকে তাহাকেই বৃদ্ধদারকভ্রমে ব্যবহার করে।

Constituents—Tannin, amber, coloured acid, resin which is soluble in either, benzole and partly soluble in alkalies. (*Materia Medica of India R. N. Khory*—II. p. 414).

Actions and uses—Alterative, tonic, given in rheumatism, and syphilis. The under surface of the leaf is irritant and is used to hasten maturation and suppuration, it sometimes acts as a vesicant—the upper surface is cooling and supposed to possess healing properties. (Do—II. p. 414).

নব্যমত—বৃদ্ধদারক, রসায়ন ও বল্য। ইহা বাত ও ফিরঙ্গরোগে সেব্য। পত্রপৃষ্ঠ কণ্ডূৎপাদক, স্ফোটকের উপরি পত্রপৃষ্ঠ সংশ্লিষ্ট রাখিলে শীঘ্র স্ফোটক পক্কতা প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রয়োগ করিলে কচিৎ ফোস্কা পড়িয়া থাকে পত্রোদর, স্নিগ্ধ এবং সম্ভবতঃ ইহার ব্রণ রোপণী শক্তি আছে। (কোরি—২য় খণ্ড ৪১৪ পৃঃ)।

बृहती ও বৃন্তাকী—बृहतीवृन्ताक्यौ।

बृहती—Solanum Indicum. तद्भेदाः—(१) सर्पतनुः क्षविका—S. diffusum. (२) श्वेतबृहती, श्वेतवृन्ताकम्, श्वेतवार्त्ताकिनी—S. Insanum. वृन्ताकी, वार्त्ताकी, S. Melongena. तद्भेदाः—(१) वनजा, वार्त्ताकिनी—S. Hirsutum. (२) गोष्ठवार्त्ताकुः—S. Stramoni folium.

अन्वर्थसंज्ञा—बृहत्याः—"कण्टतनुः," बहुपत्री। क्षविकायाः—"बहुफला," "पीततण्डुला," "पुत्रप्रदा"। श्वेतबृहत्याः—"श्वेतफला"। वनजायाः—"चन्द्रपुष्पा," कटुवार्त्ताकिनी"। वृन्ताक्याः—"कण्टपत्रिका," "मांसलफला," "वृत्तफला," "नीला," "मिश्रवर्णफला," "रक्तफला," "नृपप्रियफला" "निद्रालुः"।

सिंहिका कफवातघ्नी श्वासशूलज्वरापहा। छर्दिहृद्रोगमन्दाग्नि—मामदोषांश्च नाशयेत्। बृहती ग्राहिणी सोष्णा वातघ्नी पाचनी तथा॥ क्षविका बृहती तिक्ता कटुरुष्णा च तत्समा। शुक्ला द्रव्यविशेषेण धातुसंस्तम्भसिद्धिदा। वृन्ताकं स्वादु तीक्ष्णोष्णं कटुपाकमपित्तलम्। कफवातहरं हृद्यं दीपनं शुक्रलं लघु। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

बृहती कटुतिक्तोष्णा वातजिज्ज्वरहारिणी। अरोचकामकासघ्नी श्वासहृद्रोगनाशिनी। विज्ञेया श्वेतबृहती वातश्लेष्मविनाशिनी वृष्या चाञ्जनयोगेन नानानेत्रामयापहा। वार्त्ताकी कटुकी रुच्या मधुरा पित्तनाशिनी। बलपुष्टिकरी हृद्या गुरुर्वातेषु निन्दिता। राजनिघण्टुः।

बृहती ग्राहिणी हृद्या पाचनी कफवातहृत्। कटुस्तिक्तास्यवैरस्य-मलारोचकनाशनी। उष्णा कुष्ठज्वरश्वासशूलकासाग्निमान्द्यजित्। वृन्ताकं स्वादु तिक्तोष्णं कटुपाकमपित्तलम्। ज्वरवातबलासघ्नं दीपनं शुक्रलं लघु। तद्बालं कफपित्तघ्नं वृद्धं पित्तकरं गुरु। वृन्ताकं पित्तलं किञ्चिदङ्गार-परिपाचितम्। कफमेदोऽनिलामघ्नमत्यर्थं लघु दीपनम्। तदेव हि गुरु स्निग्धं सतैलं लवणान्वितम्। अपरं श्वेतवृन्ताकं कुक्कुटाण्डसमं भवेत्। तदर्शःसु विशेषेण हितं हीनञ्च पूर्व्वतः। भावप्रकाशः।

फलानि बृहतीनाञ्च कटुतिक्तलघूनि च। कण्डूकुष्ठकृमिघ्नानि कफ-वातहराणि च। बृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

बृहती पाचनी सोष्णा ग्राहिणी वातनाशिनी। बृहत्याः कण्टकार्य्याश्च फलं पित्तकफापहम्। कण्डूकुष्ठकृमिघ्नञ्च लघूष्णं कटुतिक्तकम्॥ अग्नि-प्रदा मारुतनाशिनी च। शुक्रप्रदा शोणितवर्द्धनी च। हृल्लासकासारुचि-नाशिनी च। वार्त्ताकु रेषा गुणसंयुक्ता। सा बाला कफपित्तघ्नी पक्वा सक्षारपित्तला। सदाफला त्रिदोषघ्नी रक्तपित्तप्रसादनी। कण्डूकच्छुहरी चैव वार्त्ताकी गुणवत्तरा। राजवल्लभः।

तथा बृहतीफलमेव शस्तं। सन्दीपनं स्यात् कफवातनाशनम्। कण्डू-विसर्पज्वरकामलादौ तथारुचौ शस्तमिदं वदन्ति॥ निद्राकरं प्रीतिकरं तथैव। सवातलं श्वासविमर्द्दनं हि। बलासकासारुचिनाशनञ्च। न वृन्ताकं पित्तकरं फलं स्यात्। हारीतः।

अश्मर्य्यां बृहतीद्वयम्—"*बृहतीद्वयस्य। पाठोद्य दध्ना मधुरेण पेयम्।

दिनानि समाश्मरी भेदनाय"। (चि: २६ अ:)। (२) कासे वार्त्ताकुः—"* वार्त्ताकुजाः रसाः सक्षौद्राः कफकासघ्नाः" (चि: २२ अ:)। (३) सर्व्वविषे वार्त्ताकुशाकम्—"* वार्त्ताकुसुनिषण्णकाः। * विषार्त्तानां भिषग्जितम्। (चि: २५ अ:)। चरकः।

शकुनिग्रहप्रतिषेधार्थं बृहतीफलम्—"बृहतीञ्चापि धारयेत्। (उ: ३० अ:)। (२) योनिरोगे बृहतीफलम्—"बृहतीफलकल्कञ्च द्विहरिद्रा-युतस्य च। कण्डूमती मपस्पर्शां पूरयेद्धूपयेत्तथा"। (उ: ३८ अ:)। सुश्रुतः।

इन्द्रलुप्ते क्षुद्रवार्त्ताकम्—सक्षौद्र क्षुद्रवार्त्ताकस्वरसेन * (उ: २४ अ:)। वाग्भटः।

शिशोर्वमने बृहतीफलम्—पीतं पीतं वमेद् यस्तु स्तन्यं तन्मधुसर्पिषा। द्विवार्त्ताकीफलरसं * लेहयेत्"। (बालरोग चि:)। (२) ज्वरे वार्त्ताकु-फलम्—"पटोलपत्रं वार्त्ताकुं *। * ज्वरिताय प्रदापयेत्" (ज्वर चि:)। (३) अर्शःसु वार्त्ताकुफलम्—"छिन्नं वार्त्ताकुफलं घोषायाः क्षारजेन सलि-लेन। तद्घृतभृष्टं युक्तं गुड़ेनाद्यमितो योऽस्ति। पिवति च तक्रं नूनं तस्या-श्वेवाऽतिवृद्धगुदजानि। यान्ति विनाशं पुंसां सहजान्यपि सप्तरात्रेण"। (अर्शः चि:)। (४) गृध्रस्यां वार्त्ताकुः—योऽश्नाति नरः सिद्धामिरण्डतैल साधिताम्। वार्त्ताकुं गृध्रसीखिन्नः पूर्व्वामाप्नोत्यसौ गतिम्। (वातव्याधि चि:)। (५) कृमिकर्णे वार्त्ताकुः—"वार्त्ताकुधूमश्च हितः"। (कर्णरोग चि:)। चक्रदत्तः।

সন্নিপাতজ্বরে নস্যার্থম্ বৃহতীফলপিপ্পলীকম্—"একং বৃহত্যাঃ ফলপিপ্পলীকম্। ঘৃষ্টোয়ুতং চূর্ণমিদং প্রশস্তম্। প্রধ্মাপয়েদ্ ঘ্রাণপুটে তু সংজ্ঞাম্। চেষ্টাং করোতি শ্রবণোঃ প্রবোধম্"। (চিঃ ২ অঃ)। **হারীতঃ।**

জ্বরিণো নিদ্রালাভায় বার্ত্তাকুঃ—"সায়ং খিন্নমগ্নৌ কৃত্বা বার্ত্তাকুমিব পূর্ব্বাহ্ণে। মধুযুতমশ্নন্ চিরান্নষ্টামপ্যাপ্নুয়ান্নিদ্রাম্" (জ্বরাধিঃ)।

(২) **সংগ্রহগ্রহণ্যাং** বৃহতী—"সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি তদ্বচ্চ বৃহতী তথা" (গ্রহণ্যধিঃ)। **বঙ্গসেনঃ।**

বৃহতীর ভাষানাম—বাঃ—ব্যাকুড়। হিঃ—কটাই, বরহন্টা। কোঃ—বিত্তি। আঃ—তিতাভেকুড়ি, হাতিভেকুড়ি। মঃ—খোরভোরলী। গুঃ—উভীভোরিঙ্গনী। কঃ—হেগ্‌গুল্লু। তৈঃ—পেদ্দামুলঙ্গা, কুকমাচী। তাঃ—চেরুচুট। ফাঃ—উস্তরগার, বাদ্জাম্ জঙ্গলী। অঃ—বাদুঞ্জান্ জঙ্গলী। ইং—ইণ্ডিয়ান নাইট্-সেড্।

বৃন্তাকীর ভাষানাম—বাঃ—বেগুন। হিঃ—বৈঙ্গন। কোঃ—বাইগুণ্। মঃ—বাঙ্গে। গুঃ—রিঙ্গনা। কঃ—বদনে। তৈঃ—বঙকায়া, বঙ্গনহিন্নিবঙ্গু। তাঃ—কুঠিরেকই। ফাঃ—বাদ্গান্। অঃ—বার্দজান্। ইং—ব্রিঞ্জল্।

বৃহতীর ভেদ—(১) ক্ষুদ্রফলা, (২) বৃহৎফলা, (৩) ক্ষবিকা, (৪) শ্বেতবৃহতী।

বৃন্তাকীর ভেদ—(১) "মাংসলফলা", "বৃত্তফলা," "নীলা" বার্ত্তাকু, (২) শ্বেতবার্ত্তাকু (কুক্কুটাণ্ডসম), (৩) সদ্যাফলা বার্ত্তাকু, (৪) বনজা, (৫) গোষ্ঠবার্ত্তাকু।

অন্বর্থসংজ্ঞা—বৃহতীর—"কণ্টতনু," "বহুপত্রী," "রক্তফলা"। ক্ষবিকার—"বহুফলা," "পীতকণ্ডুলা," "পুত্রপ্রদা"। শ্বেতবৃহতীর—"শ্বেতফলা"। বনজার—"চন্দ্রপুষ্পা," "কটুবার্ত্তাকিনী"। বার্ত্তাকুর—"নৃপপ্রিয়ফলা," "নিদ্রালু"।

বর্ণন—ফলভেদে বৃহতী দুই প্রকার—ক্ষুদ্রফলা বৃহতী ও বৃহৎফলা বৃহতী। ক্ষুদ্রফলা বৃহতী সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বৃহৎফলা বৃহতীর গুল্ম ৪।৫ হাত উচ্চ। ক্ষুদ্রাপেক্ষা অল্পকণ্টক, কণ্টক ক্ষুদ্রাপেক্ষা দীর্ঘতর কিন্তু তদপেক্ষা অল্প বক্রাগ্র। ইহার পত্র ক্ষুদ্র বৃহতীর পত্রাপেক্ষা প্রশস্ততর। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্রাপেক্ষা অধিক পুষ্পধারী ও বহুশাখ। পুষ্প—ক্ষুদ্রের পুষ্প নীল, ইহার পুষ্প শুভ্র। ফল—ক্ষুদ্রবৃহতীর ফল গোল, শ্বেতাভহরিদ্বর্ণ তদুপরি গাঢ়-হরিদ্বর্ণের রেখাঙ্কিত। ইহার ফল বৃহত্তর, ঈষৎ লম্বা ও রেখাবিবর্জ্জিত। ক্ষুদ্রবৃহতীর

পুষ্পকাল—বিশেষতঃ ফাল্গুন। বৃহৎফলা বৃহতী দেশভেদে সর্ব্ব ঋতুতে পুষ্পিত থাকে। শ্বেতবৃহতী সুলভ নহে। ক্ষবিকা অধুনা সুপরিচিত নহে।

"গোষ্ঠবার্ত্তাকু"—গোঠ্‌বেগুন, "শ্বেতবার্ত্তাকু"—শাদা ছোট বেগুন, "সদাফলাবার্ত্তাকু" বারমেসে কুলিবেগুন। অধুনা কৃষ্যুৎকর্ষবশাৎ নানাপ্রকার বার্ত্তাকুর আবির্ভাব হইয়াছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র গুল্ম, বিশেষতঃ মূল ও ফল।

মাত্রা—সমগ্রক্ষুপ ও মূলের ক্বাথ ৫—১০ তোলা। মূলত্বক্‌চূর্ণ ১—২ আনা। ফলচূর্ণ ২—৩ আনা।

বৈদ্যকে বৃহতী ও বার্ত্তাকুর ব্যবহার।

চরক—অশ্মরীতে বৃহতীদ্বয়—অনম্ল দধির সহিত আলোড়িত বৃহতীদ্বয়ের মূলত্বক্‌চূর্ণ সাতদিন সেবন করিলে, অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী চূর্ণ হইয়া যায় (চিঃ ২৬ অঃ)। (২) কাসে বার্ত্তাকু—বার্ত্তাকুর রস মধুর সহিত সেবন করিলে কফজকাস বিনাশ পায় (চিঃ ২২ অঃ)। (৩) সর্ব্ববিষে বার্ত্তাকু শাক—বিষার্ত্তের পক্ষে বেগুনের পত্রশাক হিতকর। (চিঃ ২৫ অঃ)।

সুশ্রুত—শকুনিগ্রহ প্রতিষেধার্থ বৃহতীফল—শিশু শকুনিগ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তৎপ্রতীকারার্থ শিশুকে বৃহতীফল ধারণ করাইবে। (উঃ ৩০ অঃ)। (২) যোনিরোগে বৃহতীফল—পিষ্ট বৃহতীফল, পিষ্ট হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রাসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যোনি পুরণ করিলে কিংবা ইহার ধূম যোনিতে প্রদান করিলে, যোনির কণ্ডূ এবং অপস্পর্শতা নিবৃত্তি পায় (উঃ ৩৮ অঃ)।

বাগ্‌ভট—ইন্দ্রলুপ্তে ক্ষুদ্রবৃহতীফল—ক্ষুদ্রবৃহতীফলের রস মধুযোগে টাকের উপর লেপন করিবে। (উঃ ২৪ অঃ)।

চক্রদত্ত—শিশুর বমনে বৃহতীফল—যে শিশু স্তন্যপান করিয়াই বমন করে তাহাকে ক্ষুদ্রফলা ও বৃহৎফলা বৃহতীফলের রস মধু ও গব্যঘৃতযোগে লেহন করাইবে। (বালরোগ—চিঃ)। (২) জ্বরে বার্ত্তাকু—পল্‌তা ও বেগুন জ্বররোগীর পথ্য (জ্বর—চিঃ)। (৩) অর্শে বার্ত্তাকু—ঘোষালতার যথাবিধি ক্ষারোদক প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বার্ত্তাকু সিদ্ধ করিয়া, সেই বার্ত্তাকু গব্যঘৃতে ভাজিয়া, গুড়ের সহিত তৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ভোজন করিয়া তক্রপান করিলে সাত দিনের মধ্যে অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত সহজ অর্শও বিনাশ পায় (অর্শ—চিঃ)। (৪) গৃধ্রসীতে বার্ত্তাকু—বেগুন সিদ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসীপীড়িত রোগী সুস্থবৎ গতিশক্তি লাভ করে। (বাতব্যাধি—চিঃ)।

(৫) কৃমিকর্ণে বার্ত্তাকু—কর্ণে কৃমিজন্মিলে বার্ত্তাকু দগ্ধ করিয়া সেই ধূম কর্ণে প্রদান করিবে। (কর্ণরোগ—চিঃ)।

হারীত—সন্নিপাতজ্বরে বৃহতীফলবীজ—বৃহতীফলবীজ চূর্ণ করিয়া শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে নাসিকারন্ধ্রে ফুৎকারযোগে প্রবেশ করাইলে রোগী সংজ্ঞালাভ করে এবং তাহার হাঁচি হয় (চিঃ ২ অঃ)।

বঙ্গসেন—জ্বররোগীর নিদ্রালাভার্থ বার্ত্তাকু—চিরভুক্ত জ্বরের অবসানে রোগীর সুনিদ্রা না হইলে, তাহাকে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে জলে সুসিদ্ধ বার্ত্তাকু পরদিন প্রাতে মধুর সহিত ভোজন করাইবে। (জ্বর—চিঃ)। (২) সংগ্রহগ্রহণীতে বৃহতী—তক্রের সহিত বৃহতীমূলচূর্ণ সেবন করিলে সংগ্রহগ্রহণী নিবৃত্তি পায়। (গ্রহণী—চিঃ)।

বক্তব্য—বৈদ্যকে বৃহতীদ্বয় শব্দের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বৃহতীদ্বয় কি? সুশ্রুতোক্ত "বৃহত্যোশ্চৈকশঃ পৃথক্" (সুঃ ৪৪ অঃ) এই পাঠ ব্যাখ্যায় ডল্বণ লিখিয়াছেন—"বৃহত্যোরিতি স্থূলবৃহতী লঘুবৃহতী চেতি দ্বে বৃহত্যৌ"। সুশ্রুতোক্ত বিদারীগন্ধাদিগণ ব্যাখ্যায় চক্রপাণি লিখিয়াছেন—"দ্বে বৃহত্যৌ ইতি একা বৃহৎফলা অপরা স্বল্পফলা" (ভানুমতী, সুঃ ৩৮ অঃ)। অষ্টাঙ্গহৃদয়োক্ত "হ্রস্বং বৃহত্যংশুমতীদ্বয়গোক্ষুরকৈঃ স্মৃতম্" (সুঃ ৬ অঃ) পাঠ ব্যাখ্যায় অরুণ লিখিয়াছেন—"বৃহতীদ্বয়ং ক্ষুদ্রবৃহতী মহাবৃহতী"। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে টীকাকারগণের মতে বৃহতীদ্বয় শব্দের অর্থ ক্ষুদ্রফলা ও বৃহৎ-ফলা বৃহতী। কোন কোন টীকাকার বৃহতীদ্বয় শব্দের অর্থ বৃহতী ও কণ্টকারী নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"বৃহতীদ্বয়ং কণ্টকারিকয়া সহ বৃহতী" (সু, সুঃ ৩৮ অঃ ভানুমতী) সিদ্ধযোগের টীকাকৃৎ শ্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন "বৃহতীদ্বয়মিতি বৃহতীকণ্টকার্য্যৌ এবং সর্ব্বত্র" (সিঃ যোঃ জ্বর চিঃ)। প্রথম মতের পোষকতার পক্ষে বক্তব্য এই যে, বৃহতীর ভেদ যখন শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ এবং কোন প্রামাণ্য নিঘণ্টু যখন কণ্টকারীর পর্য্যায়ে বৃহতীশব্দ পাঠ করেন নাই তখন করঞ্জদ্বয়, কুটজদ্বয় তুল্য বৃহতীদ্বয় শব্দে দুই প্রকার বৃহতী এই অর্থই সাধু। দ্বিতীয় মতের প্রতিকূলে বক্তব্য এই যে, বহুজনসমাদৃত মতের যদি গৌরব থাকে, তাহা হইলে বৃহতীদ্বয় শব্দে স্থূলফলা ও সূক্ষ্মফলা বৃহতীই গৃহীত হওয়া উচিত, কেননা এক শ্রীকণ্ঠ ভিন্ন উপরিউক্ত টীকাকারগণের মধ্যে কেহই বৃহতীদ্বয় শব্দের বৃহতী ও কণ্টকারী অর্থ করেন নাই। চক্রপাণি দুই অর্থই লিখিয়াছেন। ভাবমিশ্রের "উভে চ বৃহত্যৌ যত্ত আহ সুশ্রুতঃ—"ক্ষুদ্রায়াং ক্ষুদ্রভণ্টাক্যাং বৃহতীতি নিগদ্যতে" এই উক্তি, হয় লিপিকরপ্রমাদ না হয় অমূলক। যেহেতু প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতায় কুত্রাপি "ক্ষুদ্রায়াং ক্ষুদ্রভণ্টাক্যাং" ইত্যাদি পাঠ দৃষ্ট হয় না। রসপ্রধান দ্রব্য খাদ্য এবং বীর্য্যপ্রধান বস্তু ঔষধ। বার্ত্তাকু

খাদ্য অথচ ঔষধ। চরকে, কণ্ঠ্য, হিক্কানিগ্রহণ, শোথহর ও অঙ্গমর্দ্দপ্রশমনবর্গে বৃহতী পঠিত হইয়াছে।

Constituents.—Wax, fatty acids and an alkaloid, solanin.

Actions and uses.—Diaphoretic, stimulant, diuretic and expectorant; used in fevers, coughs and dysuria.

নব্যমত।—ঘর্ম্মকারক, উষ্ণ, মূত্রকারক ও কফনিঃসারক। জ্বর, কফরোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্রে ব্যবহৃত হয়।

বেতস—वेतसः।

वेतसः, वानीरः, वञ्जुलः—Calamus Rotang. जलवेतसः, निकुञ्जकः—Calamus Fasciculatus.

वेतसस्य द्वयं शीतं रक्षोघ्नं व्रणशोधनम्। रक्तपित्तहरं तिक्तं सकषायं कफापहम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

अन्वर्थ संज्ञाः—वेतसस्य—"दीर्घपत्रकः," "मञ्जरीनम्रः," "गन्ध-पुष्पकः," "अभ्रपुष्पः"। जलवेतसस्य—"नदीकुलप्रियः," "मेघपुष्पः," "परिव्याधः," "निकुञ्जकः"।

वेतसः कटुकः स्वादुः शीतो भूतविनाशनः। पित्तप्रकोपनोवश्च विज्ञेयो दीपनः परः। वेत्रः पञ्चविधः श्लैत्यकषायो भूतपित्तहृत्। राजनिघण्टुः।

वेतसः शीतलो दाहशोथार्शोयोनिरुक्प्रणुत्। हन्ति विसर्पकृच्छ्रास्र-पित्ताश्मरीकफानिलान्। जलजो वेतसः शीतः कुष्ठहृद्वातकोपनः। भावप्रकाशः।

वेत्राग्रं दीपनं रुच्यं वातपित्तकफापहम्। फलं वेत्रस्य वातघ्नं मन्द-पित्तकफावहम्। राजवल्लभः।

तिल वेतसशाकञ्च *। वातलं कटुतिक्ताम्लमधोमार्गप्रवर्त्तकम्। मण्डूकपर्णीवेत्राग्रं *। कफपित्तहरं तिक्तं शीतं कटु विपच्यते। (सूः २७ अः)। चरकः।

षटकृषक वेत्राग्र—*। तिक्ताःपित्तकफापहाः *। सुश्रुतः (सूः ४६ अः)।

रक्तपित्ते वेतसः—"धनञ्जयोदुम्बरवेतसत्वक् * निशि स्थिता वा स्वरसीकृता वा। कल्कीकृता वा मृदिता शृता वा। एते समस्ता गणशः पृथग्वा। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः"। (चिः ४ अः)। (२) शोथे-वेत्रशाकम्—"सवायसीमूलकवेत्रनिम्बम्। शाकार्थिनां शाकमति प्रशस्तम्" (चिः १७ अः)। (३) ऊरुस्तम्भे वेत्रशाकम्—"शाकैर-लवणै रद्याज्जलतैलोपसाधितैः। सुनिषण्णकनिम्बार्कवेत्राग्रवधपल्लवैः"। (चिः २७ अः)। चरकः।

पुराणज्वरे वेतसमूलम्—"नलवेतसयोर्मूले *। कषायं विधिवत् कृत्वा पेयमेतज्ज्वरापहम्"। (उः ३९ अः)। सुश्रुतः।

योनिदार्ढ्ये वेतसमूलम्—"वेतसमूलनिःक्वाथक्षालनेन तथैव च"। (योनिव्यापद्—चिः)। चक्रदत्तः।

रक्तपित्तिषः शाकार्थं वेतसपल्लवः—"—प्लक्षवेतसपल्लवाः। शाकार्थे शाकसात्म्यानां *"। (रक्तपित्त—चिः)। भावप्रकाशः।

अलर्कविषे जलवेतसमूलम्—"जलवेतसवृक्षस्य मूलं कुष्ठं पचेज्जले। स क्वाथः शीतलः पेयः परश्च विषनाशनः"। (विष—चिः)। वङ्गसेनः।

বেতসের ভাষানাম—বাঃ—বেত্। হিঃ—বেঁত। মঃ—থোরবেত। গুঃ—নেতর। কঃ—বেত্তিরু। তৈঃ—পীপাক্ক্বা। কাঃ—বেত। অঃ—খলাফ্।

বেতসের ভেদ—প্রধানতঃ বেত্র পাঁচ প্রকার—বেত বা সাঁচিবেত (C. Rotang), জলবেত (C. Fasciculatus), হুদুমবেত (C. Polygamus), বান্ধারিবেত (C. Tenuins), মাপুরিবেত (C. Gracilis). প্রথমোক্ত দুইপ্রকার বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র, দাক্ষিণাত্যে এবং শেষোক্ত তিন প্রকার চট্টগ্রামে প্রচুর জন্মে। কোন কোন বেতস অতি বর্দ্ধিত হইয়া বৃক্ষাদি আশ্রয়পূর্ব্বক প্রতান বিস্তার করে। বেতসলতাগৃহ কাব্যপ্রসিদ্ধ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—বেতসের—"দীর্ঘপত্রক," "মঞ্জরীনম্র," "গন্ধপুষ্পক," "অভ্রপুষ্প"। জলবেতসের—"নদীকুলপ্রিয়," "মেঘপুষ্প," "পরিব্যাধ," "নিকুঞ্জক"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, শাখাগ্র ও ফল।

মাত্রা—মূলকাথ ৫—১০ তোলা। শাখাগ্র, স্বরস ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে বেতস ও জলবেতসের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে বেতসমূল—বেতসমূল রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল, বেতসমূলত্বকের রস, বেতস মূলত্বক্ জলে বাটিয়া কিংবা বেতসমূলের কাথ পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) শোথে বেত্রশাক—শোথরোগীর পক্ষে বেত্রাগ্র শাকস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। (চিঃ ১৭ অঃ)। (৩) উরুস্তম্ভে বেত্রশাক—কোমল বেতস পল্লব তিলতৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া বিনা লবণে উরুস্তম্ভ রোগী সেবন করিবে। (চিঃ—২৭ অঃ)।

সুশ্রুত—পুরাণজ্বরে বেতসমূল—নল এবং বেতস মূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পুরাণজ্বর প্রশমিত হয় (উঃ ৩৯ অঃ)।

চক্রদত্ত—যোনিদার্ঢ্যে বেতসমূল—মৃদু অগ্নিতে বেতসমূলের কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যোনি প্রক্ষালিত করিলে শ্লথযোনি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় (যোনিব্যাপদ্—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—রক্তপিত্তীর শাকার্থ বেতসপল্লব—বেতসপল্লব রক্তপিত্তরোগীর শাকার্থ প্রশস্ত। (রক্তপিত্ত—চিঃ)।

বঙ্গসেন—অলর্কবিষে জলবেতসমূল—কুড় ও জলবেতসমূলের কাথ সুশীতল হইলে পান করিবে। এই কাথ, ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদি বিষনাশক। (অলর্কবিষ—চিঃ)।

বক্তব্য—বেতস, চরকে, স্তম্ভ, শ্বাসহর ও বেদনাস্থাপনবর্গে পঠিত হইয়াছে। সুশ্রুত ইহাকে ন্যগ্রোধাদিবর্গে পাঠ করিয়াছেন। বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বেতসকে পঞ্চবল্কল বা পঞ্চবেতস বলে। বেতস, পঞ্চবল্কলের সহিত ব্রণশোথবিসর্পাদি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মী ও মণ্ডূকপর্ণী—ब्राह्मीमण्डूकपर्ण्यौ।

ब्राह्मी, ब्रह्मसुवर्चला—Bramia Indica, Gratiola Monniera; **मण्डूकपर्णी**—Hydrocotyle Asiatica.

ब्राह्मी सोमा रसे तिक्ता शोफपाण्डुज्वरापहा। दीपनी कुष्ठकण्डूघ्नी प्लीहवातवलासजित्। अन्यच्च—ब्राह्मायुष्या हिमा मेध्या कषाया तिक्तका लघुः। स्वर्य्या स्मृतिप्रदा कुष्ठपाण्डुमेहास्रकासजित्। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

ब्राह्मी हिमा कषाया च तिक्ता वातास्रपित्तजित्। बुद्धिं प्रज्ञाञ्च मेधाञ्च कुर्य्यादायुष्यवर्द्धनी। **क्षुद्रपत्रा ब्राह्मी** गुणाः—ब्राह्मीतिक्तरसोष्णा च सरा वातामशोफजित्। **राजनिघण्टुः।**

ब्राह्मी हिमा सरा तिक्ता लघु मेध्या च शीतला। कषाया मधुरा स्वादुपाकायुष्या रसायनी। स्वर्य्या स्मृतिप्रदा कुष्ठपाण्डुमेहास्रकासजित्। विषशोथज्वरहरी तद्वत् **मण्डूकपर्णिनी।** **भावप्रकाशः।**

मण्डूकपर्णी कासघ्नी स्वादुपाकरसायनी। **ब्राह्मी** तु भेदिनी गुर्व्वी मेध्या पित्तकफापहा। **राजवल्लभः।**

कषाया तु हिता पित्ते स्वादुपाकरसा हिमा। लघ्वी **मण्डूकपर्णी**-तु *। **सुश्रुतः।** (सूः ४६ अः)।

अपस्मारे ब्राह्मी—"* पयसा वा ब्राह्मीरसम्" (चिः १६ अः)। (२) **रसायनार्थम्** मण्डूकपर्णी—"मण्डूकपर्ण्याः स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण *" (चिः १ अः)। (३) **पुष्ट्यायुर्बलारोग्यकरत्वे** मण्डूकपर्णी—"मण्डूकपर्ण्याः कल्कोऽथ शुण्ठीमधुकयोस्तथा" (चिः १६ अः)। (४) **उदरे** मण्डूकपर्णी—"त्रिवृन्मण्डूकपर्ण्योश्च शाकं * स्वरसोदकसाधितम्। निरम्ललवणस्नेहं स्विन्नास्विन्नमनन्नभुक्। मासमेकं ततश्चैव तृषितः स्वरसं पिवेत्" (चिः १८ अः)। **चरकः।**

मेधायुष्कामीये ब्राह्मी—"कृतदोष एवागारं प्रविश्य प्रतिसंसृष्टभक्तो ब्राह्मीस्वरस मादाय सहस्रसम्पाताभिहुतं कृत्वा यथावल मुपयुञ्जीत। जीर्णौषधश्चापराह्णे यवागूमलवणां पिबेत्। क्षीरसात्म्यो वा पयसा भुञ्जीत। एवं सप्तरात्र मुपयुज्य ब्रह्मवर्चसी मेधावी भवति। द्वितीयं सप्तरात्रं उपयुज्य ग्रन्थमीप्सित मुत्पादयति। नष्टञ्चास्य प्रादुर्भवति। तृतीयं सप्तरात्रं उपयुज्य द्विरुच्चारितं शतमप्यवधारयति। एवमेकविंशति रात्र मुपयुज्याऽलक्ष्मीरपक्रामति। मूर्त्तिमती चैनं वाग्देवी अनुप्रविशति। सर्व्वाश्चैनं श्रुतय उपतिष्ठन्ति"। (चि: २८ अ:)। (२) मेधायुष्कामीये मण्डूकपर्णी—"कृतदोष एव प्रतिसंसृष्टभक्त: यथाक्रममागारं प्रविश्य मण्डूकपर्णीस्वरस मादाय सहस्रसम्पाताभिहुतं कृत्वा यथावलं पयसा आलोड्य पिबेत् पयोऽनुपानं वा तस्यां जीर्णायां यवान्नं पयसोपयुञ्जीत तिलैर्व्वा सह भक्षयित्वा त्रीण् मासान् पयोऽनुपानं जीर्णपय: सर्पिरोदन इत्याहार:। एवमुपयुञ्जन् ब्रह्मवर्च्चसी श्रुतिनिगादी भवति शतवर्षमायुरवाप्नोति। त्रिरात्रोपोषितश्च त्रिरात्रमेनां भक्षयेत् त्रिरात्रादूर्द्ध्वं पय: सर्पिरिति चोपयुञ्जीत। विल्वमात्रं पिण्डं वा पयसालोड्य पिबेत्। एवं दशरात्रमुपयुज्य मेधावी वर्षशतायुर्भवति"। सुश्रुत:।

उन्मादे ब्राह्मी—ब्राह्मीकुष्माण्डी * स्वरसा: उन्मादहृतो दृष्टा: पृथगीते कुष्ठमधुमिश्रा:" (उन्माद—चि:)। चक्रदत्त:।

मसूरिकायां ब्राह्मीस्वरस:—"सक्षौद्रं पाययेद् ब्राह्म्या रसं *"। (मसूरिका—चि:)। वङ्गसेन:।

ব্রাহ্মীর ভাষানাম—বাঃ—বির্মি। হিঃ—ব্রহ্মী। মঃ—ব্রাহ্মী। গুঃ—ব্রাহ্মী। কঃ—ঔদেলগ। তৈঃ—শম্বনীচেট্টু। তাঃ—বীমী। বম্—বামব্রহ্মী। ফাঃ—জর্ণব্।

মণ্ডূকপর্ণীর ভাষানাম—বাঃ থুল্‌কুড়ি, থান্‌কুনি। হিঃ—চরেণী, ব্রহ্মমাণ্ডূকী। গুঃ—বিম্বাব্রাহ্মী, খড়ভরামি। তৈঃ—মণ্ডূকব্রহ্মী। তাঃ—বল্লারীকৈরী। কোঃ—ঢোলামানামানি।

বর্ণন—ব্রাহ্মী, পুকুরের বগচর বা তত্তুল্য আর্দ্রভূমিতে স্বয়ং জন্মে। সরস ভূমিতে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিলে, ব্রাহ্মী দীর্ঘ প্রতান বিস্তার করিয়া থাকে। এবং একবার একস্থানে জন্মিলে, সহজে বিনষ্ট হয় না। ব্রাহ্মী, ক্ষুদ্র, ভূলুণ্ঠিত ক্ষুপ। বর্ষায় বিশেষ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা না করিলে পচিয়া যায়, শরৎকালে পুনঃ প্রতান বিস্তারপূর্ব্বক, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মীর পত্র, ক্ষুদ্র, মাংসল; পত্রাগ্রভাগ মণ্ডলাকার এবং বৃন্তসন্নিধানে পত্রাংশ ক্রমশঃ ক্ষীণ, অর্থাৎ মনসার (সিজের) পাতাকে অত্যতিক্ষুদ্র করিলে যেমন দেখায় ব্রাহ্মীর পত্র সেইরূপ। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, পত্রোদরে অতিসূক্ষ্ম চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মীর পত্রের বৃন্ত নাই। কাণ্ডের প্রতি গ্রন্থি হইতে সূত্রাকৃতি শিফা নির্গত হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পুষ্প, ক্ষুদ্র, শ্বেত বা ঈষন্নীলাভশ্বেত, মিলিতদল, দলাগ্র পাঁচভাগে চিরিত। পুংকেসর চারিটী দলে সন্নিবিষ্ট. তন্মধ্যে দুইটী ক্ষুদ্রতর, দুইটী বৃহত্তর। সমগ্র ক্ষুপ স্বাদে তিক্ত।

মণ্ডূকপর্ণী—থুলকুড়ি, যত্রতত্র, তৃণসমাচ্ছাদিত ভূমিতেও জন্মিয়া থাকে। ইহাও ব্রাহ্মীর মত ভূলুণ্ঠিত থাকে। ইহারও প্রতি গ্রন্থি হইতে মূল নির্গত হয়। বিশিষ্টত্ব এই—ইহার পত্র বৃহত্তর, গোল, কতকটা ঠোঙার মত, পত্রবৃন্ত অতিদীর্ঘ এবং পুষ্প লোহিতবর্ণ। পত্র চর্ব্বণ করিলে একপ্রকার বিচিত্র গন্ধ অনুভূত হয়। সমগ্র ক্ষুপ স্বাদে কষায়তিক্ত। আর একপ্রকার মণ্ডূকপর্ণী আছে, ইহা কোচবিহারে অতি সুলভ, কিন্তু রাঢ়ে নিতান্ত সুলভ নহে। ইহাকে কোচবিহারের লোকে "ক্ষুদেমানামানি" বলে। ক্ষুদেমানা-মানি, ব্রাহ্মীরই মত, কেবল ইহার পত্র ক্ষুদ্রতর, গোল ও সমতল, পত্রপ্রান্ত—বিচিত্ররূপ চিরিত, পত্রোদর তৈলাক্তবৎ চিক্কণ, পত্রবৃন্ত, মণ্ডূকপর্ণী অপেক্ষা দীর্ঘতর কিন্তু ক্ষীণতর এবং প্রায়ই বক্র হইয়া থাকে। পত্রের স্বাদ কষায়মধুর। কোচবিহারে ইহা শাকার্থ ও ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। টীকাকারগণ থুলকুড়ি ও মানামানি উভয়ার্থেই মণ্ডূকপর্ণীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিবদাস ও শ্রীকণ্ঠ "থানকুনীতি লোকে, মণিমানীতে লোকে" বলিয়া দ্বিবিধ মণ্ডূকপর্ণীর পরিচয় দিয়াছেন।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ। মাত্রা—ব্রাহ্মীস্বরস ১—২ তোলা। মণ্ডূকপর্ণী স্বরস ১—২ তোলা। মূলচূর্ণ—½ আনা—২ আনা।

বৈদ্যকে ব্রাহ্মী ও মণ্ডূকপর্ণীর ব্যবহার।

চরক—রসায়নার্থ মণ্ডূকপর্ণী—রসায়নার্থী, মণ্ডূকপর্ণীর স্বরস দুগ্ধের সহিত পান করিবে (চিঃ ১ অঃ)। (২) অপস্মারে ব্রাহ্মীস্বরস—অপস্মারী, মধুসহ ব্রাহ্মীস্বরস পান করিবে (চিঃ ১৫ অঃ)। (৩) ক্ষতক্ষীণে মণ্ডূকপর্ণী—মণ্ডূকপর্ণী মূলচূর্ণ, ক্রমশঃ

মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া, দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ঔষধ সেবনকালে অন্নাহার বর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল দুগ্ধপান করিতে হইবে। ক্ষতক্ষীণ-রোগগ্রস্ত মনুষ্য ইহা সেবন করিলে বলারোগ্য-পুষ্টিলাভ করিবে (চিঃ ১৬ অঃ)। (৪) উদররোগে মণ্ডূকপর্ণী—উদররোগী, মণ্ডূকপর্ণী-শাক, মণ্ডূকপর্ণী স্বরসে কিংবা জলে সুসিদ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া, অম্ল, লবণ ও স্নেহ বিনা ভোজন করিবে। অন্নাহার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৃষিত হইলে জলপান না করিয়া মণ্ডূকপর্ণীর স্বরস পান করিবে। এই বিধি একমাস কাল পালনীয়। (চিঃ ১৮ অঃ)।

সুশ্রুত—মেধা ও আয়ুঃকামনার্থ ব্রাহ্মী—মেধা ও আয়ুঃকামী হৃতদোষ ব্যক্তি অন্নাদি ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুটী প্রবেশ করিয়া সহস্র সম্পাতাভিহুত ব্রাহ্মীর স্বরস গ্রহণ করিয়া বলানুসারে সেবন করিবে। অপরাহ্নে ঔষধ পরিপাক হইলে লবণ বর্জিত যবাগূ পান করিবে। যদি নিত্য দুগ্ধপানের অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধের সহিত যবাগূ সেবন করিবে এবং এই প্রকার সপ্তরাত্র সেবন করিলে ব্রহ্মবর্চ্চসী ও মেধাবী হওয়া যায়। দ্বিতীয় সপ্তরাত্র সেবন করিলে অভীপ্সিতগ্রন্থ উৎপাদন করিতে পারা যায়, এবং বিস্মৃত বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হয়। তৃতীয় সপ্তরাত্র সেবন করিলে শতবাক্যমাত্র উচ্চারিত হইলে তাহা ধারণা করা যায়। এইরূপ একবিংশতি রাত্র সেবন করিলে মূর্ত্তিমতী সরস্বতী শরীরে আবির্ভূত হয়েন এবং সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্র আয়ত্ত করিতে সমর্থ হওয়া যায়। (চিঃ ২৮ অঃ)। (২) মেধা ও আয়ুঃকামনার্থ মণ্ডূকপর্ণী—মেধা ও আয়ুঃ-কামী হৃতদোষ ব্যক্তি অন্নাদি ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুটী প্রবেশ করিয়া, সহস্র সম্পাতিহুত মণ্ডূকপর্ণীর স্বরস দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া পান করিবে কিম্বা স্বরস পানানন্তর পশ্চাৎ দুগ্ধ পান করিবে। তাহা পরিপাক পাইলে দুগ্ধ অথবা তিলের সহিত যবান্ন তিনমাস ভক্ষণ করিবে। ঐ যবান্ন পরিপাক পাইলে দধিদুগ্ধ ও অন্ন আহার করিবে। এইরূপ করিলে ব্রহ্মবর্চ্চসী শ্রুতিনিগাদী ও শতবর্ষজীবী হওয়া যায়। পিষ্ট মণ্ডূকপর্ণীর বিল্ব-ফলাকার পিণ্ড, দুগ্ধের আলোড়ন পূর্ব্বক দশরাত্র সেবন করিলে মেধাবী ও শতবর্ষজীবী হইতে পারা যায়।

বঙ্গসেন—মসূরিকায় ব্রাহ্মীস্বরস—যাহার বসন্ত হইয়াছে সে মধু-যোগে ব্রাহ্মীরস পান করিবে (মসূরিকা—চিঃ)।

চক্রদত্ত—উন্মাদে ব্রাহ্মী—কুড়চূর্ণ এবং মধুসহ ব্রাহ্মীরস সেবন করিলে যে উন্মাদরোগ প্রশমিত হয় ইহা পরীক্ষা সিদ্ধ। (উন্মাদ—চিঃ)।

বক্তব্য—হংসপাদীর ভাষানাম থুলকুড়ি নহে। পূর্ব্বাচার্য্য কথিত "হংসপাদী মধুস্রবা হংসপাদাকারপত্রা পীতপুষ্পা জলমুক্তদেশজাতা হংসপাদী ইতি লোকে প্রসিদ্ধা"

এই পরিচয় পাঠ করিলে, বঙ্গানুবাদকগণ কর্ত্তৃক কদাপি থুলকুড়ি হংসপাদী বলিয়া প্রচারিত হইত না। চরক, সংজ্ঞাস্থাপনবর্গে বয়স্থা পাঠ করিয়াছেন। চক্রপাণি লিখিয়াছেন—"বয়স্থা ব্রাহ্মী"।

Constitu^nts *of Bramia Indica.*—A trace of oily matter which is soluble in alcohol and of an acid reaction; tannin, an alkaloid, soluble in ether and chloroform; an organic acid, 2 resins, both soluble in alkaline solutions and one readily soluble in ether.

Actions and uses *of Bramia Indica.*—Diuretic, aperient and tonic; given in stoppage of urine with costiveness; also in nervous debility, seminal weakness, epilepsy &c. The plant is applied hot to the chest in bronchitis and cough in children. (R. N. Khory, Part II., p. 456).

Constituents *of Hydrocotyle Asiatica.*—An oleaginous substance vellarine, having the odour and bitter persistent taste of the fresh plant, resin, and some fatty aromatic body, gum, sugar, albuminous matter, salts mostly alkaline sulphates and tannin.

Actions and uses *of Hydrocotyle Asiatica.*—An alterative tonic, diuretic and local stimulant. It has a special influence on the urino-genital tract. It sets up urinary and ovarian irritation and itching over the whole body. The root is given with milk and liquorice, in fever and dysentery. As a stimulant and alterative the powder is given in chronic skin-diseases, such as eczema, lupus, psoriasis, secondary syphilitic sores or skin erruptions; also in anæsthetic leprosy, elephantiasis and Scrofula. As a snuff, it is used in ozæna. The poultice or cataplasm is applied in syphilitic and other forms of ulcerations. The powder is dusted over ulcers. (R. N. Khory, Part II., p. 293).

নব্যমত—ব্রাহ্মী, মূত্রকর, মৃদুরেচক এবং বল্য। মূত্রাঘাত রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ব্রাহ্মী সেবন করাইবে। অপিচ ইহা বাতজদৌর্ব্বল্য, ক্ষীণশুক্রতা, অপস্মার প্রভৃতি পীড়ায় সেব্য। কাস ও শিশুর কফরোগে, বক্ষোদেশে ব্রাহ্মীর ঈষদুষ্ণ প্রলেপ হিতকর। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৪৫৬ পৃঃ)।

মণ্ডূকপর্ণী—রসায়ন, বল্য, মূত্রকর ও ইহার প্রলেপ উষ্ণ। মূত্রেন্দ্রিয় এবং জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। মণ্ডূকপর্ণী অত্যধিক মাত্রায় সেবিত হইলে, মূত্রস্রোত ও অণ্ডাধারের (ovary) উত্তেজনা, এমন কি সমস্ত শরীরে কণ্ডূয়ন জন্মিয়া থাকে। যষ্টিমধুসহ থুলকুড়ির মূল, জ্বর এবং রক্তাতিসারে প্রয়োগ করা

হয়। থুলকুড়ির মূল উষ্ণ এবং রসায়ন বলিয়া, পাচড়া প্রভৃতি বিবিধ চর্ম্মরোগে, ফিরঙ্গ-ক্ষতে বা কণ্ডূয়নে (Secondary syphilitic sores or skin erruptions), কুষ্ঠবিশেষে (anæsthetic leprosy), শ্লীপদ এবং গলগণ্ড, গণ্ডমালাদি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পীনসরোগে থুলকুড়ির মূলচূর্ণের নস্য হিতকর। ইহার পুল্টিশ্ কিম্বা প্রলেপ ফিরঙ্গক্ষত বা অন্যবিধ ক্ষতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চূর্ণ দ্বারাও ক্ষত অবধূলিত করা হইয়া থাকে। (আর্, এন্, ক্মোরি, ২য় খণ্ড, ২৯৩ পৃঃ।)

ভল্লাতক—भल्लातकः ।

भल्लातकः, अरुष्करः—Semecarpus Anacardium. Marking Nut.

परिचयज्ञापिका संज्ञाः—"शैलबीजः" (शैलप्रभवः), "तैलबीजः," "पृथग्बीजः," "धनुर्बीजः," "वीरतरुः," ("वीर इव वृक्षो दुःस्पर्शत्वात्," भूरि-वीरत्वेन)।

गुणप्रकाशिका संज्ञाः—"अरुष्करः," ("अरु व्रणं करोति"), "वातारिः," "क्रिमिघ्नः," "अर्शोहितः," "शोथकृत्"।

भल्लातः कटुतिक्तोष्णो मधुरः क्रिमिनाशनः। गुल्मार्शोग्रहणीकुष्ठान् हन्ति वातकफामयान्। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

भल्लातकः कटुस्तिक्तः कषायोष्णः क्रमीञ्जयेत्। कफवातोदरानाह-मेहदुर्नामनाशनः। अन्यच्च—भल्लातस्य फलं कषायमधुरं, कोष्णं कफार्त्ति-श्रम।——श्वासानाहविबन्धशूलजठराध्मानक्रिमिध्वंसनम्। **तन्मज्जा च** विशोषदाहशमनी, पित्तापहा तर्पणी। वातारोचकहारिदीप्तिजननी, पित्तापहा त्वक्तथा॥ **राजनिघण्टुः।**

भल्लातकफलं पक्वं स्वादुपाकरसं लघु। कषायं पाचनं स्निग्धं तीक्ष्णोष्णं छेदि भेदनम्। मेध्यं वह्निकरं हन्ति कफवातव्रणोदरम्।

कुष्ठार्शोग्रहणीगुल्मशोफानाहज्वरक्रमीन्। तन्मज्जा मधुरो वृष्यो बृंहणो वातपित्तहा। वृन्त माऽऽध्मकरं स्वादु पित्तघ्नं केश्यमग्निकृत्। भल्लातकः कषायोष्णः शुक्रलो मधुरो लघुः। वातश्लेष्मोदरानाहकुष्ठार्शोग्रहणीगदान्। हन्ति गुल्मज्वरश्वित्रं वह्निमान्द्यक्रमिव्रणान्। भावप्रकाशः।

भल्लातकफलं स्निग्धं क्रमिदुर्नामनाशनम्। दन्तस्थैर्य्यकरं ग्राहि कषायं मधुरञ्च तत्। भल्लातवृन्तं मधुरं कषायं वातकोपनम्। विष्टम्भि दुर्ज्जरं शीतं रक्तपित्तप्रदूषणम्। राजवल्लभः।

भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकीन्यग्निसमानि च। भवन्त्यमृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि। कफजो न स रोगोऽस्ति न विवन्धोऽस्ति कश्चन। यं न भल्लातकं हन्याच्छीघ्रं मेधाग्निवर्द्धनम्। चरकः—(चिः १ अः)।

रसायनार्थं भल्लातकफलम्—भल्लातकानि अनुपहतानि अनामयानि आपूर्णरसप्रमाणवीर्य्याणि पक्वजाम्ववप्रकाशानि शुचौ शुक्रे वा मासि संगृह्य यवपल्ले माषपल्ले वा निधापयेत्। तानि चतुर्मासस्थितानि सहसि सहस्ये वा मासे प्रयोक्तुमारभेत। शीतस्निग्धमधुरोपस्कृतशरीरः पूर्व्वं दशभल्लातकान्यापोथ्याष्टगुणेनाम्भसा साधु साधयेत्। तेषां रसमष्टभागावशिष्टं पूतं सपयस्कं पिबेत् सर्पिषान्तर्मुखमभ्यज्य। (चिः १ अः)। चरकः।

अर्शःसु भल्लातकफलम्—“भल्लातचूर्णयुक्तं वा शक्तुमन्यमलवणं तक्रेण” (चिः ६ अः)। अर्शःसु भल्लातकविधानम्—“भल्लातकानि परिपक्वानि अनुपहतानि आहृत्यैकमादाय द्विधा त्रिधा चतुर्धा वा छेदयित्वा कषायकल्पेन विपाच्य कषायस्य शुक्तिं मनुष्यो घृताभ्यक्ततालुजिह्वौष्ठः प्रातः प्रातरुपसेवेत। ततोऽपराह्णे क्षीरं सर्पिरोदन इत्याहारः। एवमेकैकं वर्द्धयेत् यावत् पञ्चेति”। (चिः ६ अः)। (२) सर्व्वकुष्ठेषु भल्लातकफलम्—“भल्लातकाभयाविडङ्गसिद्धं वा सर्व्वेषाम्। भल्लातकतैलं वेति”।

(चि: ८ अ:)। (३) अञ्जने विषसंसृष्टे भल्लातकपुष्पम्—"* पुष्पं भल्लातकस्य वा" (क: १ अ:)। सुश्रुतः।

कफगुल्मे भल्लातकघृतम्—"भल्लातकात् कल्ककषायपक्कम्। सर्पिः पिवेत् शर्करया विमिश्रम्। तद्रक्तपित्तं विनिहन्ति पीतम्। वलासगुल्मं मधुना समेतम्। (गुल्म—चि:)। (२) कुष्ठे भल्लातकफलम्—"पञ्च भल्लातकांश्छित्त्वा साधयेद्विधिवज्जले। तं कषायं पिवेच्छीतं घृतेनाक्तौष्ठ-तालुकः"। (कुष्ठ—चि:) (३) इन्द्रलुप्ते भल्लातकफलरसः—"भल्लातक-वृहती * फलैश्च एकेन। मधुसहितेन विलिप्तं सुरपतिलुप्तं शमं याति" (क्षुद्ररोग—चि:)। चक्रदत्तः।

प्लीहोदरे भल्लातकवीजम्—"भल्लातकाभयाजाजीगुड़ेन सह मोदकः। सप्तरात्रान्निहन्त्याशु प्लीहानमतिदारुणम्"। वङ्गसेनः।

ভল্লাতকের ভাষানাম—বাঃ—ভেলা। হিঃ—ভিলাবা। মঃ—বিববা, বিব্বা, বিব্বে। গুঃ—ভিলামাং। কঃ—কেরবীজ। তৈঃ—নাল্লাজীড়ী। উঃ—ভল্লিপ। তাঃ—শোনকোট্টই। ফাঃ—বিলাদুর। অঃ—হবুল্ কল্ব।

ভল্লাতকের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"শৈলবীজ" (শৈলপ্রভব), "তৈলবীজ," "পৃথগ্বীজ," "ধনুর্বীজ," "বীরতরু" (বহুক্ষীরত্বহেতু ইহার কাষ্ঠ ছেদকের দুস্পর্শ)। গুণপ্রকাশিকা—"অরুষ্কর," "(ব্রণজনক)," "বাতারি," "কৃমিঘ্ন, "অর্শোহিত," "শোফকৃৎ"।

বর্ণন—বীরভূম, হাজারিবাগ, বালেশ্বর অঞ্চলে ভল্লাতকবৃক্ষ প্রচুর জন্মে। ইহার বৃক্ষ অতি উচ্চ হয়। কাণ্ড সরল, কাণ্ডত্বক্ ধূসরবর্ণ, ক্ষুদ্রশাখা বহুসংখ্যক, পত্র ক্ষুদ্রশাখাগ্রে দলবদ্ধ, লম্বাচৌড়া, পত্রাগ্র গোল, পত্রপৃষ্ঠ শ্বেতাভ। পুষ্প, দীর্ঘ পুষ্পদণ্ডস্থিত, ক্ষুদ্র, হরিদাভ পীতবর্ণ। ফল হৃৎপিণ্ডাকৃতি উজ্জ্বলকৃষ্ণবর্ণ, ভিতরে রস থাকে—এই রস ফলের অপক্কাবস্থায় দুগ্ধবৎ শুভ্র এবং পক্কাবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ। ফলবৃন্তাগ্র, মাংসল, প্রায় ফলতুল্যাকৃতি, মসৃণ, পক্কাবস্থায় পীতবর্ণ, ইহার উপরি ফল অধিষ্ঠিত থাকে। বৈদ্যকে ইহাই ভল্লাতক-বৃন্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। ভল্লাতকের কাষ্ঠে প্রচুর আঠা থাকে বলিয়া ইহার ছেদন-কার্য্য নিরাপদ নহে। ভল্লাতকপুষ্পপরাগ মদকারক এবং শোথ ও কণ্ডূৎপাদক।

পুষ্পিত ভল্লাতকবৃক্ষতলে শয়ন করিলে কিম্বা পুষ্পপরাগবাহী বায়ু সেবন করিলে মুখ ও হস্তপদ স্ফীত হইয়া থাকে। এবং ক্বচিৎ মূঢ়ত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইজন্ত লোকে "ভেলার হাওয়া" কে ভয় করে। পুষ্পকাল—বর্ষা, শীতে ফল পরিপক্ব হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পুষ্প, ফল, ফলবৃন্ত। শোধন প্রণালী—কর্ত্তিত ভল্লাতক-ফল ইষ্টকচূর্ণসহ ঘর্ষণ করিয়া সবাতস্থলে স্থাপন করিলে বিশুদ্ধ হয়। নব্যেরা বলেন—ভল্লাতকফল জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল জলে ধৌত করিয়া লইলেই শুদ্ধ হয়। ভল্লাতকক্বাথ—সুপক্ব ভল্লাতকফলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া অতিস্থূল বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলেই সেবনোপযোগী হইয়া থাকে। পরীক্ষা—যে ভল্লাতকফল জলে নিমজ্জিত হয় তাহাই উত্তম।

চরক—রসায়নার্থ ভল্লাতকফল—কীটাদিদ্বারা অনাক্রান্ত, পূর্ণরস, পূর্ণপ্রমাণ, পূর্ণবীর্য্য, পক্বজম্বুফলতুল্য কৃষ্ণবর্ণ, ভল্লাতকফল জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে সংগ্রহ করিয়া যবরাশি বা মাষরাশিতে স্থাপন করিবে এবং অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে উদ্ধৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে। রোগী, শীত, স্নিগ্ধ, মধুর বস্তু সেবন করিবে। মুখকুহরে ঘৃত লেপন পূর্ব্বক, ভল্লাতক ক্বাথ দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে হইবে। ক্বাথপ্রস্তুত প্রণালী—কুট্টিত ভল্লাতক যত, তাহার ষোড়শগুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিবে। প্রথমে একটী হইতে আরম্ভ করিয়া (রোগীর শক্তি অনুসারে) মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। (চিঃ ১ অঃ)। চরক সহস্র ভল্লাতক প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অধুনা ২ তোলাই পূর্ণমাত্রা।

সুশ্রুত—অর্শে ভল্লাতক ফল—ভল্লাতকচূর্ণ শক্তুমন্থের (যবাদিচূর্ণের নাম শক্তু, শক্তু গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া শীতলজলে তরলীকৃত হইলে, শক্তুমন্থ বলে) সহিত মিশ্রিত করিয়া তক্রযোগে বিনালবণে পান করিবে। ইহা অর্শের হিতকর। (চিঃ ৬ অঃ)। অর্শে ভল্লাতক বিধান—খণ্ডশঃকৃত ভল্লাতক ফলের শীতল ক্বাথ ৪ তোলা, রোগী ঘৃতাভ্যক্ততালুজিহ্বোষ্ঠ হইয়া প্রাতে সেবন করিবে। অপরাহ্নে দুগ্ধ, ঘৃত ও অন্ন সেবন করিবে। (চিঃ ৬ অঃ)। সুশ্রুত একটী হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটী ভল্লাতক সেবনের উপদেশ দিয়াছেন। (২) কুষ্ঠে ভল্লাতকফল—ভল্লাতক, হরিতকী ও বিড়ঙ্গের ক্বাথ কিম্বা ভল্লাতক তৈল সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) বিষসংসৃষ্ট-অঞ্জনে ভল্লাতকপুষ্প—ভল্লাতকপুষ্পের অঞ্জন, বিষদুষ্ট অঞ্জন ব্যবহারজাত অন্ধত্বাদি প্রশমিত করে। (কল্পঃ ১ অঃ)।

চক্রদত্ত—কফগুল্মে ভল্লাতকঘৃত—ভল্লাতকফলের ক্বাথ এবং কল্ক দ্বারা পক্ব গব্য-ঘৃত শর্করাযোগে রক্তপিত্তে এবং মধুযোগে কফগুল্মে সেব্য। (গুল্ম—চিঃ)। (২) কুষ্ঠে

ভল্লাতকফল—পাঁচটী ভল্লাতকের কাথ প্রস্তুত করিয়া, রোগী ঘৃতাভ্যক্তোষ্ঠতালু হইয়া পান করিবে। (৩) ইন্দ্রলুপ্তে ভল্লাতকরস—ইন্দ্রলুপ্তাক্রান্ত অঙ্গে মধুসহ ভল্লাতকরস লেপন করিবে। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—প্লীহোদরে ভল্লাতকফল—ভল্লাতকফল, হরীতকী ও কৃষ্ণজীরা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া, প্লীহরোগী সেবন করিবে। (উদর—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক বলিয়াছেন "ভল্লাতকানি তীক্ষ্ণানি পাকীন্যগ্নিসমানি চ। ভবন্ত্যমৃত-কল্পানি প্রযুক্তানি যথাবিধি"। ভল্লাতক অগ্নিতুল্য, কিন্তু যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে ইহা অমৃত-কল্প। ভল্লাতক ফলের প্রলেপ ও তৈলের অভ্যঙ্গ ফোস্কা উৎপাদন করে। চরক, ভল্লাতক-পুষ্প, ফল ও রসকে আগন্তু শোথের হেতু বলিয়াছেন (সূঃ ১৮ অঃ)। ভেলার আঠা বাহির করিতে গিয়া, ভেলার ধূম গায়ে লাগিয়া, অনেকের গাত্রদাহ, শরীর শুষ্ক ও রুক্ষ এবং চর্ম্ম লোল হইতে দেখা গিয়াছে। ভল্লাতক অতিমাত্রায় সেবিত হইলে রোগীর অতিঘর্ম্ম, প্রবল পিপাসা; অত্যধিক দাহ, মূত্রকৃচ্ছ কচিৎ রক্তমিশ্রিত মূত্র, সদাহ কণ্ডূয়মান, কোঠোৎ-পত্তি (erythematous eruptions) এবং অতিসার জন্মিয়া থাকে। ঘর্ম্ম, পিপাসা, দাহ, ভল্লাতকেরমাত্রা হ্রাস করিলেই প্রায় প্রশমিত হইয়া থাকে। কিন্তু রক্তমূত্রতা ও কোঠপ্রকাশ পাইলে ভল্লাতক সেবন বন্ধ রাখিতে হইবে। এবং ইহার প্রতিকারার্থ রোগীকে নারিকেল-দুগ্ধ বা নেয়াপাতি ডাবের শাঁস শর্করাযোগে মধুর করিয়া পান করাইবে। তিল, ত্রিফলার জলও এতদর্থে সেবিত হইয়া থাকে।

নারিকেল তৈল গায়ে মাখিয়া ভল্লাতকের কাথাদিপাককার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আর বিপদের আশঙ্কা থাকে না। ভল্লাতকসেবীর বর্জ্জ্য বস্তু—ভল্লাতকসেবী রৌদ্রসেবা, ব্যবায় এবং আমিষ ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে। প্রচুর ঘৃত দুগ্ধ ব্যবহার এবং লবণ ও জল পরিত্যাগপূর্ব্বক ভল্লাতক সেবনে অল্পকালের মধ্যে অধিক ফল পাইতে দেখা গিয়াছে। রসায়নার্থ ভল্লাতক সেবনের পক্ষে শীতকালই প্রশস্ত।

চরক—ভেদনীয়, দীপনীয়, কুষ্ঠঘ্ন এবং মূত্রসংগ্রহণবর্গে ভল্লাতক পাঠ করিয়াছেন। ভল্লাতকতৈলের গুণোল্লেখ প্রসঙ্গে রাজনিঘণ্টুকার লিখিয়াছেন—"ভূশোঙ্কে তিক্ত-কটুনী তুবরারুক্ষরোত্তবে"।

Constituents.—The almonds contain a small quantity of sweet oil; the pericarp contains a vesicating oil 32 p. c., soluble in ether, which blackens on exposure to the air. It resembles the oil obtained from Anacardium occidentale.

Actions and uses.—The black thick juice of Bhilamo, is chiefly used as a stimulant; locally caustic and vesicant. As a local stimulant it is applied for the relief of rheumatic pains, leprous affections, inflammation of bones and joints, bruises and sprains. When applied over the skin it causes intense pain and swelling, its thin epedermis causes deep bluish coloured vesicles and intractable sore. The mark does not disappear for many months or even for life. The pain of the application is best relieved by salines internally and lead lotion externally; the whole fruit or the seed is edible, like that of the cashew. It is boiled and then washed with cold water before use. The oil obtained from it mixed with butter or oil, is used by the natives as stimulant, narcotic, digestive, alterative and nervine tonic, and given in dyspepsia, worms, nervous debility, asthma and epilepsy. As an alterative it is given in scrofula, veneral diseases and leprosy, and to relieve asthmatic attacks. Sometimes the fruit is heated in the flame of a lamp and the oil allowed to drop in milk. This is given in cough due to the relaxed uvula and palate. Its internal use requires great caution. It is used locally to procure abortion. The vapour of the burning pericarp is applied to cold swelling and to cure piles. The mature receptacle is fleshy and sweetish-sour; boiled and eaten with cocoanut and charonji as an aphrodisiac. (R. N. Khory, Part II., p. 171).

নব্যমত—ভল্লাতকের কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় রস তীক্ষ্ণ, ইহার প্রলেপে ফোস্কা ও ক্ষত জন্মে। আমবাতরোগীর স্ফীত অঙ্গে, কুষ্ঠে, অস্থি ও অস্থিসন্ধির প্রদাহে এবং ঘৃষ্ট পিষ্ট ও বেদনান্বিত অঙ্গে, স্থানীয় উত্তেজক বলিয়া ইহার প্রলেপ ব্যবস্থা করা হয়। অঙ্গ এতদ্দ্বারা প্রলিপ্ত হইলে তীব্রবেদনা এবং স্ফীতি জন্মিয়া থাকে। ভল্লাতকফলের তনুত্বকের প্রলেপ দিলে গাঢ়নীলবর্ণ ফোস্কা পড়ে এবং যে ক্ষত হয় তাহা সত্বর আরাম হয় না এবং ক্ষতরোপণ হইলেও বহুকাল অথবা যাবজ্জীবন ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান থাকে। ভল্লাতক প্রলেপজাত যন্ত্রণা প্রশমনার্থ ক্ষারসেবন এবং "লেড্‌লোশন্" দ্বারা তদঙ্গ সেচন করিবে। জলে সিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ শীতলজলে ধৌত করিয়া লইলে, বৃন্তসহিত ভল্লাতক বা ভল্লাতকফল ভক্ষণযোগ্য হইয়া থাকে। ভল্লাতক তৈল মাখম বা তিলতৈলযোগে, উষ্ণ, মাদক, পাচক, রসায়ন এবং নার্ভের বলপ্রদ বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকে সেবন করিয়া থাকে। ইহা গ্রহণী, কৃমি, নার্ভের দুর্ব্বলতা, শ্বাস এবং অপস্মারেও সেবিত হয়। রসায়নরূপে ইহা গণ্ডমালা, রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ এবং শ্বাসের ক্লেশ নিবারণার্থ প্রযুক্ত হয়। তালু ও "আল্‌জিব্" স্ফীত এবং লম্বিত হইলে যে কষ্টপ্রদ উৎকাসি জন্মে তাহাতে ভল্লাতকতৈল বিশেষ ফলপ্রদ। একটী সুপক্ক ভল্লাতকফল সূচে বিদ্ধ করিয়া দীপশিখায় দগ্ধ করিলে, তাহা হইতে যে তৈলবিন্দু ক্ষরিত হইবে, তাহা দুগ্ধের উপরি

পাতিত করিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইবে। অতিসাবধানে চিকিৎসক ভল্লাতক সেবন করাইবেন। গর্ভস্রাব করাইবার জন্য ভল্লাতকের বহিঃপ্রয়োগ কার্য্যকর। শোথগ্রস্ত শীতলঅঙ্গে এবং অর্শের বলিতে দগ্ধভল্লাতক ফলের ধূম হিতকর। পরিপক্ক ভল্লাতকবৃন্ত (receptacle) মাংসল এবং মধুরাম্ল। জলে সিদ্ধ ভল্লাতকবৃন্ত, নারিকেল এবং "চরোঞ্জি" (charonji) সহ বৃষ্য খাদ্যৌষধরূপে সেবিত হইয়া থাকে। (আর, এন্, চোপ্রা, ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃঃ)।

ভার্গী—भार्गी।

भार्गी, ब्राह्मणयष्टिका—Siphonanthus Indica. Clerodendron Serratum.

अन्वर्थसंज्ञा:—"सुरूपा," "कासजित्," "वातारि:," "गर्दभशाकम्"।

भार्गी स्यात् स्वरसे तिक्ता चोष्णा श्वासकफापहा। गुल्मज्वरास्रवातघ्नी यक्ष्माणं हन्ति पीनसम्। धन्वन्तरीयनिघण्टु:।

भार्गी तु कटुतिक्तोष्णा कासश्वासविनाशनी। शोफव्रणक्रिमिघ्नी च दाहज्वरनिवारिणी। राजनिघण्टु:।

भार्गी रूक्षा कटुस्तिक्ता रुच्योष्णा पाचनी लघु:। दीपनी तुवरा गुल्म—रक्तनुन्नाशयेद्ध्रुवम्। शोथकासकफश्वासपीनसज्वरमारुतान्। भावप्रकाश:। **भार्गीतु श्वासकासघ्नी।** राजवल्लभ:।

पर्णमस्य ज्वरं दाहं हिक्कां दोषत्रयं हरेत्। निघण्टुरत्नाकर:।

श्वासे भार्गीमूलत्वक्—"भार्गीनागरयो: कल्कं * । * यम्बुना पिबेत्"। (चि: २१ अ:)। "लिह्यात् क्षौद्रेण भार्गीं वा सर्पिर्मधुसमायुताम्"। सुश्रुत:। (उ: ५१ अ:)। (२) कासे भार्गीमूलत्वक्—"* कोष्णेन भार्गीनागरमम्बुना"। (चि: २२ अ:)। चरक:।

अपस्मारे भार्गीमूलत्वक्—"भार्गीमूते पचेत् क्षीरे शालितण्डुल-पायसम्। त्र्यहं शुष्वाय तन्नोज्यं वराहायोपकल्पयेत्। ज्ञात्वा च मधुरीभूतं तं विषस्य तदुद्धरेत्। त्रीण्भागान्तस्य चूर्णस्य किण्वभागेन संसृजेत्। मण्डोदकार्थं देयश्च भार्गीक्वाथः सुशीतलः। शुद्धेकुम्भे निदध्याच्च सम्भारं तं सुरां ततः। जातगन्धां जातरसां पाययेदातुरं भिषक्"। (उः ६१ अः)। सुश्रुतः।

गण्डमालायां भार्गीमूलत्वक्—"पिष्टं ज्येष्ठाम्बुना मूलं लेपात् ब्राह्मणयष्टिजम्" (गण्डमाला—चिः)। चक्रदत्तः।

वातकासे भार्गीघृतम्—"भार्गीकल्के घृतञ्चाथ पचेद्दम्नि चतुर्गुणे भार्गीरसं द्विगुणितं वातकासहरं परम्"। (कास—चिः)। (२) कुरण्डे भार्गीमूलम्—"यवाम्बुना तु संपिष्टं मूलं भार्ग्याः प्रलेपनात्। कुरण्डं गण्डमालाञ्च हन्त्यवश्यं न संशयः"। (कुरण्ड—चिः)। (३) ब्रध्ने भार्गीमूलम्—"भार्गीमूलमखण्डन्तु पानाद्वृष्णवातजित्" (ब्रध्न—चिः)। वङ्गसेनः।

ভার্গীর ভাষানাম—বাঃ—বামুনহাটী, ব্রহ্মযষ্টি। কোঃ—ভাম্‌টী। হিঃ—ভারঙ্গী, ব্রহ্মনেটী। মঃ—ভারঙ্গী। গুঃ—ভারঙ্গী। কঃ—কির্ইদেগু। তৈঃ—ভণ্টভারঙ্গী। নেপাঃ—চুয়া।

ভার্গীর অন্বর্থসংজ্ঞা—"স্বরূপা," "কাসজিৎ," "বাতারি," গর্দভশাক"।

বর্ণন—ভার্গী বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচুর জন্মে। কাণ্ড সরল, অশাখ অথবা অত্যল্প ক্ষুদ্র-শাখান্বিত। পত্র,—কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত, প্রতি স্তরে চারিটী পত্র থাকে, অপ্রশস্ত, দীর্ঘ, পত্রোদর গাঢ়হরিৎ, পত্রপৃষ্ঠ ফিকেসবুজ, পত্রপ্রান্ত তরঙ্গান্বিত, পত্রবৃন্ত, কাণ্ড গ্রাস করিয়া থাকে। পুষ্প, বিকসিত মাত্রে শুভ্র, পরে নবনীতবর্ণ। ফল, প্রশস্ত, রঞ্জিত কুণ্ডোপরি স্থিত, চারিভাগে বিভক্তাবয়ব, প্রতি বিভাগে মটরের মত বীজ থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্। মাত্রা—চূর্ণ—১—৪ আনা। কাথ ৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে ভার্গীর ব্যবহার।

চরক—শ্বাসে ভার্গীমূল—শ্বাসরোগী ভার্গীমূলত্বক্ ও শুঁঠের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। (চিঃ ২১ অঃ)। শ্বাসরোগী মধু ও গব্যঘৃত সহ ভার্গীমূলত্বকচূর্ণ সেবন করিবে। (সুশ্রুত—উঃ ৫১ অঃ)। (২) কাসে ভার্গীমূলত্বক্—কাসরোগী ভার্গীমূলত্বক্ এবং শুঁঠচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত—অপস্মারে ভার্গীমূলত্বক্—ক্ষীরপরিভাষানুসারে ভার্গীমূলত্বকের কাথ করিয়া, এই কাথে শালিতণ্ডুলের পায়স পাক করিবে। একটী বরাহকে তিন দিন উপবাস করাইয়া, এই পায়স ভোজন করাইবে। ভোজনান্তে বরাহের শরীরে লালা-স্রাবাদি বিষলক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বান্ত পায়সান্ন গ্রহণ করিবে। এই অন্ন ৩ ভাগ, সুরাবীজ ১ ভাগ, সুশীতল চতুর্দ্দশগুণ ভার্গীকাথসহ মিশ্রিত করিয়া শুদ্ধকুম্ভে স্থাপন করিবে। অনন্তর জাতগন্ধ জাতরস এই সুরা অপস্মাররোগীকে সেবন করাইবে। (উঃ ৬১ অঃ)।

চক্রদত্ত—গণ্ডমালায় ভার্গীমূলত্বক্—তণ্ডুলোদকে পিষ্ট ভার্গীমূলত্বকের প্রলেপ গণ্ডমালার পক্ষে হিতকর। (গণ্ডমালা—চিঃ)।

বঙ্গসেন—বাতকাসে ভার্গীঘৃত—দ্বিগুণ ভার্গীমূল স্বরস এবং ভার্গীকল্কসহ যথাবিধি পক্ক গব্যঘৃত বাতকাসহর। (কাস—চিঃ)। (২) কুরণ্ডে ভার্গীমূল—যবকাথে পিষ্ট ভার্গীমূলত্বকের প্রলেপ অবশ্য কুরণ্ড নাশ করে। (কুরণ্ড—চিঃ)। (৩) ব্রধ্নে ভার্গীমূল—ভার্গীর সূক্ষ্ম মূল ও শাখা খণ্ড খণ্ড করিয়া কিম্বা ভার্গীমূল টুক্রা টুক্রা করিয়া সেবন করিলে "কুঁচ্কি ফুলা" আরাম হয়। (ব্রধ্ন—চিঃ)।

বক্তব্য—ভার্গীর লাটিন্ নাম নির্দ্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয় (ডিমক্ ৩য় খণ্ড, ৬৯ পৃঃ)। বঙ্গের কবিরাজগণ যে উদ্ভিদ্ ভার্গীনামে ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা রক্সবর্গ বর্ণিত Siphonanthus Indica ভিন্ন আর কিছুই নহে।

Constituents.—Strach, a peculiar bitter principle, acrid resin and fatty matter.

Actions and uses.—Stimulant, tonic and alterative; given in dyspepsia, catarrhal affection of the lungs, scrofula and rheumatism. (R. N. Khory, Part II., p. 470).

নব্যমত—বামুনহাটীর মূল, উষ্ণ, বল্য ও রসায়ন। ইহা গ্রহণী, ফুপ্‌ফুসগত কফ-রোগ, গণ্ডমালা এবং আমবাতে সেব্য। (আর্, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ৪৭০ পৃঃ।)

भूनिम्ब—भूनिम्बः ।

किराततिक्तकः, अनार्य्यतिक्तः—Swertia Chirata, Gentiana Cherayta.

अस्य भेदः—नेपालः ।

अन्वर्थसंज्ञाः—भूनिम्बस्य—उत्पत्तिबोधिका—"पार्व्वतः"; **परिचयज्ञापिका**—"हैमकाण्डः"; **गुणप्रकाशिका**—"छर्द्दिघ्नः"। **नैपालस्य—गुणप्रकाशिका**—"नाड़ीतिक्तः"; "अर्द्धतिक्तः," "ज्वरान्तकः," "सन्निपातघ्ना," "निद्रारिः"।

किरातकः रसे तिक्तो सरः शीतोलघुस्तथा। श्लेष्मपित्तास्रशोफादि-कासतृष्णाज्वरापहः। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

भूनिम्बो वातलस्तिक्तः कफपित्तज्वरापहा। व्रणसंरोपणः पथ्यः कुष्ठ-कण्डूतिशोफनुत्। **नेपालनिम्बः** शीतोष्णो योगवाही लघुस्तथा। तिक्तोऽ-तिकफपित्तास्रशोफतृष्णाज्वरापहः। **राजनिघण्टुः।**

किरातः सारको रुक्षः शीतलस्तिक्तको लघुः। सन्निपातज्वरश्वास-कफपित्तास्रदाहनुत्। कासशोथतृषाकुष्ठज्वरव्रणकृमिप्रणुत्। **भाव-प्रकाशः।**

भूनिम्बो वातलो रुक्षः कफपित्तज्वरापहः। **राजवल्लभः।**

रक्तपित्ते भूनिम्बः—"किराततिक्तं क्रमुकं *। पृथक् पृथक् चन्दनयोजितानि। तेनैव कल्पेन हितानि तत्र"। (चिः ४ अः)। (२) **शोथे भूनिम्बः**—"हन्यात् त्रिदोषं चिरजञ्च शोफं। कल्कश्च भूनिम्ब-महौषधस्य" (चिः १७ अः)। (३) **स्तन्यशुद्धये भूनिम्बः**—"स्तन्य-शुद्धये * किराततिक्तककषायं *। (चिः ३० अः)। **चरकः।**

গর্ভোপদ্রবভূতে বমনে ভূনিম্বঃ—"পীতো ভূনিম্বকল্কস্তু শর্করা-সমভাগতঃ। ছর্দ্দিং হরেচ্চ ক্ষৌদ্রেণ মধুনা বা সমন্বিতঃ"। (চিঃ ৫ অঃ)। হারীতঃ।

ভূনিম্বের ভাষানাম—বাঃ—চিরেতা। হিঃ—চিরায়তা। মঃ—কিরাইত, কাড়ে-কিরাইত, ফলকিরাইত। গুঃ—করিয়াতু। কঃ—নেলবং উচু। তৈঃ—নেলানেমু। ফাঃ—নেনিহাদ। অঃ—কস্‌বুঝ্‌ ঝারিরঃ।

ভূনিম্বের অন্বর্থসংজ্ঞা—উৎপত্তিবোধিকা—"পার্ব্বত"। পরিচয়জ্ঞাপিকা—"হৈমকাণ্ড"। গুণপ্রকাশিকা—"ছর্দ্দিঘ্ন"। নৈপালের—গুণপ্রকাশিকা—"নাড়ীতিক্ত," "অর্দ্ধতিক্ত," "জ্বরান্তক," "সন্নিপাতহা," "নিদ্রারি"।

ভূনিম্বের ভেদ—নিঘণ্টুতে দুই প্রকার ভূনিম্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—ভূনিম্ব এবং নৈপাল। নেপালজাত ভূনিম্বকে নৈপাল বলে। নৈপাল "অর্দ্ধতিক্ত," "জ্বরান্তক", "সন্নিপাতহা" এবং "নিদ্রারি"। ভাবপ্রকাশাদি পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ ভূনিম্বের ভেদস্বীকার করেন নাই।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রক্ষুপ। মাত্রা—চূর্ণ—১—৪ আনা। কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে ভূনিম্বের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে ভূনিম্ব—চন্দন ও ভূনিম্বের কাথাদি বিবিধ কল্পনা রক্তপিত্ত প্রশমক (চিঃ ৪অঃ)। (২) শোথে ভূনিম্ব—ভূনিম্ব ও শুঁঠের কল্ক ত্রিদোষজ শোথ নষ্ট করে (চিঃ ১৭ অঃ)। (৩) স্তন্যশুদ্ধ্যর্থ ভূনিম্ব—ভূনিম্বের কাথ প্রসূতিকে পান করাইলে প্রসূতির স্তন্যের বিশুদ্ধতা জন্মে। (চিঃ ৩০ অঃ)।

হারীত—গর্ভোপদ্রবভূতবমনে ভূনিম্ব—চিনি ও চিরতাচূর্ণ সমভাগে লইয়া সেবন করিলে কিম্বা চিরতাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে, গর্ভাবস্থায় বমন প্রশমিত হয় (চিঃ ৫০ অঃ)।

বক্তব্য—চরক, লেখনীয়, স্তন্যশোধন এবং তৃষ্ণানিগ্রহণবর্গে এবং সুশ্রুত আরগ্বধাদিগণে ভূনিম্ব পাঠ করিয়াছেন। জীর্ণজ্বরহর তৈলে এবং সুদর্শনচূর্ণে ভূনিম্বের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

Constituents.—Ophelic acid, an amorphous bitter principle, chiratin, a yellow bitter glucoside; resin, gum, carbonates and phosphates of potash, lime and magnesia; ash 4—6 p. c.; no tannin.

Actions and uses.—Like Cinchona and other bitter tonics it is bitter stomachic, laxative, anthelmintic and febrifuge. It excites the appetite, strengthens digestion, but does not constipate; it diminishes flatulence and hyperacidity; removes biliousness; given in atonic dyspepsia, liver troubles, acidity of the stomach and flatulence, gout in intermittent and other fevers. In combination with acids, alkalies and aromatics, it is given in bilious affections, and in burning heat of the body. The compound powder Sudarshana Churna is a popular native remedy for chronic fevers; as a laxative and alterative it is given in Scrofula and general malaise. (R. N. Khory, Part II., p. 413).

নব্যমত—সিঙ্কোনা এবং অন্যান্য তিক্তবল্য ভেষজের মত চিরতাও পাচক, মৃদু-রেচক, কৃমিঘ্ন এবং জ্বরঘ্ন। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক, পরিপাকশক্তি-দাতা কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধকারী নহে। চিরতা আধ্মানহর এবং অম্লবিদাহের আতিশয্য হ্রাস করে। ইহা পিত্তদোষনাশক এবং যকৃৎ, গ্রহণী বিশেষ (Atonic dyspepsia), অম্লপিত্ত, আধ্মান, বাত, জীর্ণজ্বর এবং অন্যান্য জ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চিরতা, ক্ষার এবং সুগন্ধি ভেষজসহ পিত্তবিকার এবং দাহে সেব্য। "সুদর্শনচূর্ণ" পুরাণজ্বরের সর্ব্বজনপরিচিত মহৌষধ। এই ঔষধ রেচক এবং রসায়ন। সুদর্শনচূর্ণ গণ্ডমালা এবং ধাতুবৈষম্যেও সেবিত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খঃ, ৪১৩ পৃঃ)।

ভৃঙ্গরাজত্রয়—भृङ्गराजत्रयम्।

भृङ्गराजः, मार्कवः, केशराजः—Eclipta Alba, E. Prostata, E. Erecta (**श्वेतपुष्पः**)। Wedelia Calendulacea (**पीतपुष्पः**)।

भेदाः—**श्वेतपीतनीलपुष्पभेदात् त्रयोभृङ्गराजाः सन्ति।**

सामान्यान्वर्थसंज्ञा—"**केशरञ्जनः**," "**कुन्तलवर्द्धनः**"। **श्वेतपुष्पस्य**—"**पित्तप्रियः**"।

भृङ्गराजः समाख्यातस्तिक्तोष्णो रूक्ष एव च। कफशोफामपाण्डु-त्वग्दद्रोगविषनाशनः। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

भृङ्गराजास्तु चक्षुष्यास्तिक्तोष्णाः केशरञ्जनाः। कफशोफविषघ्नाश्च तत्र नीलो रसायनः। राजनिघण्टुः।

भङ्गारःकटुकस्तीक्ष्णो रूक्षोष्णः कफवातनुत् । केश्यस्त्वच्यः कृमिश्वास-कासशोथामपाण्डुनुत् । दन्त्यो रसायनो बल्यः कुष्ठनेत्रशिरोर्त्तिनुत् ।
भावप्रकाशः ।

भृङ्गराजस्तु चक्षुष्यः केश्यः पाण्डुकफापहः । तद्गुणः केशराजोऽपि वह्निकृत्स्वरसायनः । राजवल्लभः ।

कफजकासे भृङ्गराजः—"* भृङ्गराजवार्त्ताकुजाः रसाः । सक्षौद्राः कफकासघ्नाः *" (चिः २२ अः)। चरकः ।

कासश्वासयोः भृङ्गराजः—"तैलं दशगुणे सिद्धं भृङ्गराजरसे शुभे । सेव्यमानं यथान्यायं श्वासकासौ व्यपोहति" (उः ५१ अः)। सुश्रुतः ।

रसायनार्थं भृङ्गराजः—ये मासमेकं स्वरसं पिबन्ति । दिने दिने भृङ्गरजः समुत्थम् । क्षीराशिनस्ते बलवीर्य्ययुक्ताः । समाः शतं जीवित माप्नुवन्ति ॥ (उः ३८ अः)। (२) श्वित्रे भृङ्गराजः—"मार्कवमथवा खादेद्भृष्टं तैलेन लोहपात्रस्थम् । बीजकशृतञ्चदुग्धं तदनु पिबेच्छ्वित्र-नाशाय । (चिः २० अः)। वाग्भटः ।

अम्लपित्ते भृङ्गराजः—"पथ्याभृङ्गरजश्चूर्णं युक्तं जीर्णगुड़ेन तु । जयेदम्लपित्तजन्यां छर्द्दिमम्लविदाहजाम्"। (अम्लपित्त—चिः)। (२) वराह-दशनाख्ये विसर्पे भृङ्गराजमूलम्—"रजनीमार्कवमूलं पिष्टं शीतेन वारिणा-तुल्यम् । हन्ति विसर्पं लेपाद्वराहदशनाह्वयं घोरम्" ॥ (क्षुद्ररोग—चिः)। (३) केशानां कृष्णीकरणे भृङ्गराजपुष्पम्—"भृङ्गपुष्पं जवापुष्पं मेषी-दुग्धप्रपेषितम् । तेनैवालोड़ितं लोहपात्रस्थं भूम्यधःक्षतं । सप्ताहादुद्धृतं पश्चाद्भृङ्गराजरसेन तु । आलोड्याभ्यज्य च शिरो वेष्टयित्वा वसेन्निशाम् । प्रातस्तु क्षालनं कार्य्यमेवं स्यान्मूर्द्धरञ्जनम्" ॥ (क्षुद्ररोग—चिः)। (४) पलिते भृङ्गराजः—"क्षीरात् समार्कवरसाद्द्विप्रस्थे मधुकात् पले । तैलस्य कुड़वं पक्वं तन्नस्यं पलितापहम्"। (क्षुद्ररोग—चिः)।

(५) नक्तान्ध्ये केशराजः—"केशराजान्वितं सिद्धं मत्स्याण्डं हन्ति भक्षितम्। नक्तान्ध्यं नियतं नृणां सप्ताहात् पथ्यसेविनाम्"। (नेत्ररोग—चि)। चक्रदत्तः।

सास्रामातिसारे केशराजः—"केशराजसमुद्भूता जलेन गुटिका-कृता। घ्नयेत् साममतीसारं सशूलं सास्रमाशु च। (अतिसार—चिः)। (२) प्रसवान्तयोनिशूले भृङ्गराजमूलम्—"बिल्वमार्कवजं मूलं काञ्जीं मद्येन पाययेत्। तेन योनिगतं शूल माशु शाम्यति योषिताम्"। (स्त्री-रोगाधिकारः)। वङ्गसेनः।

उपदंशे भृङ्गराजः—"* भृङ्गराजरसेन वा। व्रणप्रक्षालनं कार्य्य मुपदंशप्रशान्तये॥ (उपदंश—चिः)। (२) सूर्य्यावर्त्ते भृङ्गराजः—भृङ्गराजरसश्छागीक्षीरतुल्योऽर्कतापितः। सूर्य्यावर्त्तं निहन्त्याशु नस्येनैव प्रयोगराट्॥

ভৃঙ্গরাজের ভেদ— নিঘণ্টুতে ভৃঙ্গরাজের পর্য্যায়ে কেশরাজ শব্দ পঠিত হইয়াছে। ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজ পৃথক্ উদ্ভিদ্ নহে। পুষ্পের বর্ণভেদে ভৃঙ্গরাজ তিন প্রকার—শ্বেত, পীত এবং নীল। শ্বেতপুষ্প-ভৃঙ্গরাজই কেশরাজ (কেশুত্তে) নামে খ্যাত। রাজবল্লভ ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজের গুণ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে ভৃঙ্গরাজের ভেদের উল্লেখ নাই। পীতপুষ্প ভৃঙ্গরাজ ভীমরেজ্ নামে প্রসিদ্ধ। নিঘণ্টুমতে নীলপুষ্পভৃঙ্গরাজ রসায়ন। নীলপুষ্পভৃঙ্গরাজ আমি প্রত্যক্ষ করি নাই। কোরি বলেন—"শ্বেতপুষ্পভৃঙ্গরাজের ডাঁটা কাল হইলেই কৃষ্ণভৃঙ্গরাজ নামে কথিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক নীলপুষ্পভৃঙ্গরাজ নাই। শ্বেতপুষ্পভৃঙ্গরাজের পুষ্পের শুভ্র দলগুলি পতিত হইলে, উহার নীল বা কৃষ্ণবর্ণ ফলকেই লোকে পুষ্প মনে করিয়া, শ্বেতপুষ্পভৃঙ্গরাজকেই নীলপুষ্পভৃঙ্গরাজ বলিয়া কল্পনা করে"। কোরির এই সিদ্ধান্ত নিঘণ্টুবিরুদ্ধ।

ভৃঙ্গরাজের ভাষানাম—বাঃ—ভীমরাজ, কেশুত্তে। কোঃ—ছোটভৃঙ্গরাজ, কালাকেশুরি। হিঃ—ভাঙ্গরা, ভঙ্গরা, ভেগরিয়া, ভগরৈয়া, কুকুরভাঙ্গরা। মঃ—মাকা। গুঃ—ভাঙ্গরো। কঃ—গরুগদ্দ। তেঃ—গুন্টকলগরচেট্টু, ভৃঙ্গরাজপুচেট্টু। উঃ—কালা-কেশরুয়া। কাঃ—রুমর্দন। অঃ—রজীম্।

ভৃঙ্গরাজের অন্বর্থসংজ্ঞা—"কেশরঞ্জন," "কুন্তলবর্দ্ধন"। শ্বেতপুষ্পের—"পিতৃপ্রিয়"।

বর্ণন—ভৃঙ্গরাজদ্বয় (ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজ) দণ্ডায়মান বা ভূলুণ্ঠিত ক্ষুপ। সরস ভূমিতে জন্মে। উভয়েরই কাণ্ড ও পত্রে অতিসূক্ষ্ম শুভ্র রোম আছে। রোমবাহুল্য-হেতু কেশরাজাপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের পত্র কর্কশতর। কেশরাজাপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের পত্র চৌড়া, কেশরাজের পত্রাংশ বৃন্তসন্নিকটে ক্রমশঃ অবসিত, ভৃঙ্গরাজের হঠাৎ অবসিত, উভয়েরই পত্রবৃন্ত কাণ্ডগ্রাসী। কেশরাজাপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের পুষ্পবৃন্ত দীর্ঘতর—ভৃঙ্গরাজের পুষ্প হরিদ্রাবর্ণ, কেশরাজের শ্বেতবর্ণ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রক্ষুপ। মাত্রা—স্বরস—১-২ তোলা। চূর্ণ—১-৪আনা।

বৈদ্যকে ভৃঙ্গরাজের ব্যবহার।

চরক—কফজকাসে ভৃঙ্গরাজস্বরস—মধুসহ ভৃঙ্গরাজের রস কফকাসে হিতকর। (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত—কাসশ্বাসে ভৃঙ্গরাজ—তৈলের দশগুণ ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত যথাবিধি পক্ক তিলতৈল সেবন করিলে কাসশ্বাস প্রশমিত হয়। (উঃ ৫১ অঃ)।

চক্রদত্ত—অম্লপিত্তে ভৃঙ্গরাজ—ভুক্তবস্তুর বিদাহ পাক হইয়া, যে অম্লপিত্তরোগীর আহারান্তে বমন হয়, তাহাকে হরীতকী ও ভৃঙ্গরাজচূর্ণ সমভাগ পুরাণ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করাইবে। (অম্লপিত্ত—চিঃ)। (২) বরাহদশনাহ্ব বিসর্পে ভৃঙ্গরাজ—ভৃঙ্গরাজমূল ও হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে, ঘোর বরাহদশনাহ্ব বিসর্প প্রশমিত হয়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। (৩) পলিতে ভৃঙ্গরাজ—দুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজরস মিলিত ৮ সের এবং যষ্টিমধু কল্ক ৮ তোলা সহ এক সের তিলতৈল যথাবিধিপাক করিবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকালপক্কতা নিবৃত্তি পায়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। (৪) নক্তান্ধ্যে কেশরাজ—কেশরাজসহ কাঞ্জিকসিদ্ধ মৎস্যডিম্ব ভক্ষণ করিলে রাতকাণা আরাম হয়। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—আমরক্তাতিসারে কেশরাজ—আমরক্তাতিসারে কেশরাজজলের সহিত উত্তমরূপ পেষণ-পূর্ব্বক পান করিবে। (অতিসার—চিঃ)। (২) প্রসবান্তযোনিশূলে ভৃঙ্গরাজমূল—আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন মদ্যের সহিত বিল্বমূলত্বক্ এবং ভৃঙ্গরাজমূল সমভাগে লইয়া, পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, প্রসবান্তের যোনিশূল প্রশমিত হয়। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—উপদংশে ভৃঙ্গরাজস্বরস—ভৃঙ্গরাজস্বরসে উপদংশক্ষত ধৌত করিবে। (উপদংশ—চিঃ)। (২) সূর্য্যাবর্ত্তে ভৃঙ্গরাজ—লৌহ বা প্রস্তর পাত্রে ছাগীদুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যপক করিবে। ইহার নস্য সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগের প্রশমক। বেলা বৃদ্ধির সহিত যে শিরোরোগ বর্দ্ধিত হয়, তাহার নাম সূর্য্যাবর্ত্ত।

Constituents.—A large amount of resin and alkaloidal principle, ecliptine.

Actions and uses.—Cholagogue similar in action to taraxacum. The expressed juice of leaves is tonic and alterative, and given with ajowan seeds in catarrh, cough, and enlargement of the liver and spleen. A paste of the plant is locally applied to chronic glandular swellings and to elephantiasis and in skin diseases. The expressed juice is dropped into the ears in earache. Mixed with castor oil, it is given to expel worms; also used to dye hairs black. (R.N.Khory, Part II., p. 361).

নব্যমত—ভৃঙ্গরাজদ্বয় (কেশরাজ ও ভৃঙ্গরাজ) পিত্তনিঃসারক এবং "টারাক্সকম্" তুল্য গুণবিশিষ্ট। পত্রের রস বল্য ও রসায়ন, যমানীর সহিত ইহা প্রতিশ্যায়, কাস এবং প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রলেপ গ্রন্থিস্ফীতি, শ্লীপদ এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে উপকারী। ইহার রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয় এবং এরণ্ড তৈল সহ সেবন করিলে কোষ্ঠস্থিত কৃমি পাতিত করে। শুভ্রকেশ কৃষ্ণীকরণার্থও ভৃঙ্গরাজদ্বয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খঃ, ৩৬১ পৃঃ।)

মঞ্জিষ্ঠা—মঞ্জিষ্ঠা।

মঞ্জিষ্ঠা, লোহিতলতা—Rubia Munjistha.

अन्वर्थसंज्ञा:—परिचयज्ञापिका—"रक्तयष्टिः," "योजनवल्ली"। गुणप्रकाशिका—"रागाढ्या," "ज्वरहन्त्री"। व्यवहारज्ञापिका—"वस्त्रभूषणा"।

मञ्जिष्ठा मधुरा स्वादे कषायोष्णा गुरुस्तथा। कफोग्रव्रणमेहास्र-विषनेत्रामयाञ्जयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च।

मञ्जिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाया स्वरवर्णकृत्। गुरुरुष्णा विषश्लेष्मशोथ-योन्यक्षिकर्णरुक्।—रक्तातिसारकुष्ठास्रविसर्पव्रणमेहनुत्। भावप्रकाशः।

मञ्जिष्ठा कुष्ठवैस्वर्य्यशोथघ्नी मूत्रकृच्छ्रजित्। राजवल्लभः।

मञ्जिष्ठामेहे मञ्जिष्ठा—"मञ्जिष्ठाचन्दनकषायं मञ्जिष्ठामेहिनं। (चि: ११ अ:)। सुश्रुतः।

व्यङ्गेषु मञ्जिष्ठा—"व्यङ्गेषु * मञ्जिष्ठा वा समाक्षिका" (क्षुद्र-रोग—चि:)। चक्रदत्तः।

মঞ্জিষ্ঠার ভাষানাম—বাঃ—মঞ্জিষ্টা। হিঃ—মজীঠ্। মঃ—মংজিষ্ঠ। গুঃ—মজীঠ। কঃ—মঞ্জিষ্ঠা। তৈঃ—মঞ্জিষ্ঠতিঠি, তাম্রবল্লী। তাঃ—মঞ্জিটি। ফাঃ—রুনাস্। অঃ—ফুবহতু সিবগ্ উরুকুত্ত্, বাগীন্।

মঞ্জিষ্ঠার অন্বর্থসংজ্ঞা—পরিচয়জ্ঞাপিকা—"রক্তযষ্টি," "যোজনবল্লী"। গুণপ্রকাশিকা—"রাগাঢ্যা," "জ্বরহন্ত্রী"। ব্যবহারজ্ঞাপিকা—"বস্ত্রভূষণা"।

বর্ণন—পর্ব্বতময় ভূভাগ মঞ্জিষ্ঠার উৎপত্তিস্থান। নেপালে প্রচুর জন্মে। ইহার সুদীর্ঘ লতা বৃক্ষাদি আশ্রয়পূর্ব্বক প্রতানবিস্তার করে। পত্র দেখিতে অতি সুন্দর, পত্রশিরায় ক্ষুদ্র বক্রাগ্রকণ্টক আছে। পুষ্প অতিক্ষুদ্র ও বহুসংখ্যক। ফল, পিপ্পলীতণ্ডুলের মত ক্ষুদ্র।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র লতা। মাত্রা—চূর্ণ ১—৪ আনা। কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে মঞ্জিষ্ঠার ব্যবহার।

সুশ্রুত—মঞ্জিষ্ঠামেহে মঞ্জিষ্ঠা—মঞ্জিষ্ঠামেহী শ্বেতচন্দন ও মঞ্জিষ্ঠার কাথ পান করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)।

চক্রদত্ত—ব্যঙ্গে মঞ্জিষ্ঠা—মধুর সহিত পিষ্ট মঞ্জিষ্ঠার প্রলেপ ব্যঙ্গে (মেছেতায়) হিতকর। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বর্ণ্য, বিষঘ্ন ও জ্বরহরবর্গে এবং সুশ্রুত প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণে মঞ্জিষ্ঠা পাঠ করিয়াছেন।

মদন—मदनः।

मदनः—Randia Dumetorum. The Emetic Nut.

अन्वर्थसंज्ञाः—परिचयज्ञापिका—"शल्यकः," "गोलफलः," "धाराफलः।" **गुणप्रकाशिका**—"छर्द्दनः," "विषपुष्पकः"। **उत्-पत्तिवोधिका**—"श्वसनः" ("निर्जलेऽपि श्वसिति")।

मदनः कटुकस्तिक्तस्तथा चोष्णो व्रणापहः। श्लेष्मज्वरप्रतिश्यायगुल्मेषु विद्रधौषु च। शोफस्यापि हरो वस्तौ वमने चेह शस्यते। **धन्वन्तरीय-निघण्टुः।**

मदनः कटुतिक्तोष्णः कफवातव्रणापहः। शोफदोषापहश्चैव वमने च प्रशस्यते। **राजनिघण्टुः।**

मदनो मधुरस्तिक्तो वीर्य्योष्णो लेखनो लघुः। वान्तिकृद् विद्रधिहरः प्रतिश्यायव्रणान्तकः। रूक्षः कुष्ठकफानाहशोथगुल्मव्रणापहः। **भाव-प्रकाशः।**

वमने मदनफलम्—"मदनफलं वमनास्थापनानुवासनोपयोगिनाम्" (सूः २५ अः)। (२) **अधोभागे रक्तपित्ते मदनफलपिप्पली**—"फल-पिप्पलीक्षीरं तेन वा क्षीरयवागूमधोभागे रक्तपित्ते" (कल्पः १ अः)। **प्रयोगविधिः**—"वमनद्रव्याणां मदनफलानि श्रेष्ठानि अनपायि-त्वात्। तानि वसन्तग्रीष्मयोरन्तरे पुष्याश्वयुग्भ्यां मृगशिरसा वा गृह्णीयात् मैत्रे मुहूर्त्ते। यानि पक्वानि अहरितानि पाण्डूनि अक्रमीणि अकृष्णानि अजग्धानि तानि प्रमृज्य कुशपुटे बद्ध्वा गोमयेनालिप्य यवतुष-माषशालिकुलत्थमुद्गपर्णीनामन्यतमे निदध्यादष्टरात्रम्। अत ऊर्द्ध्वं मृदु-भूतानि तानि मध्विष्टगन्धानि उद्धृत्य शोषयेत्। सुशुष्काणां फलानां पिप्पलीः समुद्धरेत्। तासां घृतदधिमधुपललविमर्द्दितानां पुनः शुष्काणां

तासां नवकलसं सुप्रमृष्टवालुकं मरजस्कमाकण्ठं पूरयित्वा स्ववच्छन्नं स्वनुगुप्तं शिक्येऽवसज्य स्थापयेत्। (कल्पः १ अः)। दृढ़बलः।

शूले मदनफलम्—"नाभिलेपाज्जयेच्छूलं मदनः काञ्जिकान्वितः" (शूल—चिः)। चक्रदत्तः।

মদনের ভাষানাম—বাঃ—ময়নাকাঁটার গাছ। কোঃ—ময়না। আঃ—কোৎকোড়া। হিঃ—মৈনফল, করহর। ম—গেঠ্ঠ। গুঃ—ঢোল। কঃ—বোনগরে রগয়, বোনগরে এরণ্ডু। তৈঃ—বসন্তকডিমিচেট্টু। তাঃ—মডুককরয়। উঃ—পাতর। নেপাঃ—মৈদল। ইং—এমিটিক্ নট্। অঃ—জোজুল্কৈ।

মদনের অন্বর্থসংজ্ঞা—পরিচয়জ্ঞাপিকা—"শলাক," "গোলফল," "ধারাফল"। গুণপ্রকাশিকা—"ছর্দ্দন," "বিষপুষ্পক"। উৎপত্তিবোধিকা—"শ্বসন" (নির্জ্জল দেশেও জীবিত থাকে)।

বর্ণন—মদনের বৃক্ষ নাত্যুচ্চ, শাখায় দৃঢ়, সরল কণ্টক বিদ্যমান। পত্র, প্রায় অপমার্গতুল্য, পত্রবৃন্ত হ্রস্ব পত্রপ্রান্ত অখণ্ড কিঞ্চিৎ তরঙ্গায়িত। পুষ্প ক্ষুদ্র, হরিদাভশ্বেত; পুষ্পকাল জ্যৈষ্ঠ, শীতে ফল পরিপক্ক হয়। ফল—গোল, আকারে নাশপাতির মত, ভিতরে ৪ ভাগে ৪টী বীজ থাকে, পক্কফল পীতবর্ণ। কোচবিহারে মদনবৃক্ষ প্রচুর জন্মে। পক্ব, পীতবর্ণ, ভূরিফলভারে অবনতশাখ মদনবৃক্ষ নিতান্ত নেত্রতৃপ্তিকর। কোচবিহারের লোকে মদনফল আহার করে। পক্ব মদনফল একটী খাইলেই গা ঘোরে এবং মনে হয় যেন বমন হইবে। এজন্য লোকে পক্ব মদনফল কর্ত্তন করিয়া বীজ পরিত্যাগপূর্ব্বক ২।১দিন রৌদ্রে রাখিয়া ভক্ষণ করে। রৌদ্রে ঈষৎ শুষ্কীকৃত মদনফল ৪।৫টী ভক্ষণ করিলেও যে কোন অনিষ্টোৎপত্তি হয় না ইহা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে। এমন কি ইহা বিরেচকও নহে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বিশেষতঃ ফলপিপ্পলী (ফলবীজ)। চরক মতে পক্ব মদনফলবীজ, এবং সুশ্রুত মতে মদনের পুষ্প, শলাটু এবং ফলপিপ্পলী, বাস্তিকর। মদনফলবীজের সংগ্রহ ও সংস্কারবিষয়ক প্রস্তাবে দৃঢ়বল বলিয়াছেন—পক্ব, পাণ্ডুবর্ণ, বৃহৎ, কীটাদিকর্ত্তৃক অনাক্রান্ত মদনফল শুভদিনে সংগ্রহ করিয়া কুশপুটে বাঁধিয়া উপরি গোময় লেপনপূর্ব্বক লেপ শুষ্ক হইলে, যব, মাষকলায় বা কুলথকলায়ের রাশির ভিতর আট রাত্রি রাখিবে, ফলগুলি কোমল এবং মধুগন্ধি হইবে। অতঃপর কুশপুট হইতে নিষ্কাশিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে ফলের বীজ গ্রহণ করিবে। ঘৃত, দধি, মধু ও পিষ্টতিলসহ বীজগুলি উত্তমরূপ ঘর্ষণ করিয়া, পুনঃ শুষ্ক করিয়া, সুধৌত ধূলিবিবর্জ্জিত মৃৎকলসের আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া শিকায় তুলিয়া রাখিবে এবং কার্য্যকালে এই ফলবীজ ব্যবহার করিবে।

মতভেদ—নব্যেরা বলেন মদনফলের খোসা (thick shell) এবং বীজ (heard seed) বমনকারক নহে কেবল বিবমিষাজনক—শুষ্কফলশস্যই (pulp or mucous)ই বান্তিকর। শুষ্কত দূরের কথা কিঞ্চিন্মাত্র আতপতপ্ত মদনফলশস্য ভোজন করিলেও কোন উদ্বেগ জন্মে না, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

মাত্রা—ফলবীজ ১—২ আনা।

বৈদ্যকে মদনফলের ব্যবহার।

চরক—বমনে মদনফল—বান্তিকর ভেষজের মধ্যে মদনফল শ্রেষ্ঠ (কঃ ১ অঃ)। যে যে রোগে মদনফলবীজ সেব্য তদ্বিবরণ চারক কল্পস্থানের ১মঃ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

চক্রদত্ত—শূলে মদনফল—কাঁজির সহিত পিষ্ট মদনফলে শূল রোগীর নাভি প্রলিপ্ত করিলে শূল প্রশমিত হয়। (শূল—চিঃ)।

Constituents.—An active principle, saponin, valerianic acid, wax, resin, and colouring matter.

Actions and uses.—A good substitute for Ipecacuanha. The dry pulp is emetic, the thick shell and hard seeds are not emetic at all. The native hakims give the pulp in combination with aromatics in dysentery, fever (ague), headache &c It contains valerianic acid hence the tincture (ethereal tincture 1 in 5.—Dose 15—60 ms.) is used as a nervine calmative and antispasmodic in whooping cough and mania. The shell and seeds are cathartic and anthelmintic, and used to remove biliousness and worms in children. The fruit is used to procure abortion and as a fish poison like coculus. A paste of it is locally applied as a discutient to disperse swellings and abscesses. (R. N. Khory—Part II., p. 342).

নব্যমত—মদন ইপিকাকুয়ানার উত্তম প্রতিনিধি। শুষ্ক ফলশস্য (dried pulp) বান্তিকর। ফলের খোসা বা বীজ বমনকারক নহে। দেশীয় হাকিমেরা মদনফলশস্য অন্যান্য সুগন্ধিভেষজসহ, আম বা রক্তাতিসার, কম্পজ্বর ও শিরঃপীড়ায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাতে "ভেলেরিয়ানিক্" এসিড্ আছে অতএব ইহার বীজের টীংচার নার্ভের উত্তেজনপ্রশমক ও আক্ষেপহররূপে ঘুংড়িকাসি এবং মনোবিকারে ব্যবহৃত হইতে পারে। খোসা ও বীজ বিরেচক এবং কৃমিঘ্ন—শিশুর পৈত্তিকপীড়া এবং কৃমিতে প্রদেয়। ফল গর্ভস্রাব করণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ফল মৎস্যের পক্ষে বিষ। স্ফীতি কিম্বা স্ফোটকে ফলের প্রলেপ দিলে উহা বিলীন হইয়া যায়। (আর্, এন্, খোরি—২য়ঃ খঃ, ৩৪২ পৃঃ)।

मधुयष्टि—मधुयष्टिः ।

मधुयष्टिः, मधुकम्—Glycyrrhiza Glabra.

भेदः—क्लीतनकम्, क्लीतिका । "तल्लक्षणं क्लीतनकं क्लीतनं क्लीतिका च सा । स्थलजा जलजाऽन्यातु मधुपर्णी मधूलिका" । धन्वन्तरीय-निघण्टुः । "आनूपस्थलजश्चैव क्लीतकं द्विविधं स्मृतम्" । (सू: १ अ:) । चरकः ।

मधुयष्टिः स्वादुरसा शीतपित्तविनाशनी । तृष्णा शोषक्षयहरा विष-च्छर्दि विनाशनी । यष्टिकायुगलं स्वादु तृष्णापित्तास्रजित् समम् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

मधुरं यष्टिमधुकं किञ्चित् तिक्तञ्च शीतलम् । चक्षुष्यं पित्तहृद्वृष्यं शोष-तृष्णाव्रणापहम् । क्लीतनं मधुरं रुच्यं वर्ण्यं वृष्यं व्रणापहम् । शीतलं गुरु चक्षुष्यमस्रपित्तापहं परम् । राजनिघण्टुः ।

यष्टिर्हिमा गुरुः स्वाद्वी चक्षुष्या बलवर्णकृत् । सुस्निग्धा शुक्रला केश्या स्वर्य्या पित्तानिलास्रजित् । व्रणशोथविषच्छर्दितृष्णाग्लानिक्षयापहा । शोषदाहारुचिघ्नी च कासानाशु विनाशयेत् । भावप्रकाशः ।

रसायनार्थं यष्टीमधुकम्—"क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूर्णम्" । (चि: १ अ:) । (२) क्षतक्षीणे मधुकम्—"कल्कोऽथ शुण्ठीमधुकयोस्तथा" (चि: १६ अ:) । (३) हृद्रोगे मधुकम्—यष्ट्याह्विकातिक्तकरोहिणीभ्यां । कल्कं पिबेच्चापि सिताजलेन" । (चि: २६ अ:) । (४) गर्भे शुष्के शुष्यति बाले च मधुयष्टिः—"सिताकाश्मर्यमधुकैर्हितमुत्थापने पयः" (चि: २८ अ:) । (५) वातरक्ते मधुकम्—"सिद्धं (तैलं) मधुककाश्मर्यरसैर्वा वातरक्तनुत्" (चि: २९ अ:) । चरकः ।

अर्द्धभेदके मधुकम्—"मधुकेनावपीड़ोवा मधुना सह संयुतः" (उः २६ अः)। (२) पाण्डुरोगे मधुकम्—"हितञ्चयष्टीमधुकं कषायं। चूर्णं समं वा मधुनावलिह्यात्" (उः ४४ अः)। (३) अधोगे रक्तपित्ते मधुकम्—"यष्टीमधुकयुक्तञ्च सक्षौद्रं वमनं हितम्" (उः ४५ अः)। "पिवेद्वा-समं कल्कं यष्टीमधुकमेव वा" (उः ४५ अः)। सुश्रुतः।

रुधिरवमने मधुकम्—"यष्ट्याह्वचन्दनोपेतं सम्यक् क्षीरप्रपेषितम्। तेनैवालोड्य पातव्यं रुधिरच्छर्दिनाशनम्"। (छर्दि—चिः)। (२) सद्योव्रणे मधुकम्—"सद्यःक्षतव्रणं वैद्यः सशूलं परिषेचयेत्। यष्टीमधुककल्केन किञ्चिदुष्णेण सर्पिषा"। (व्रणशोथ—चिः)। (३) उदर्द्दे मधुकम्—"* भिषगत्रापि योजयेत्। सितां मधुकसंयुक्तां *"। (उदर्द्द—चिः)। चक्रदत्तः।

मूत्ररोधजे उदावर्त्ते मधुकम्—"* क्षीरं द्राक्षायष्टीमथाऽपिवा" (उदावर्त्त—चिः)। (२) सर्व्वेषु शिरोरोगेषु मधुकम्—"यष्टीमधुकमाषः स्यात् तुर्थांशं तु विषं भवेत्। तयोश्चूर्णं सुसूक्ष्मं स्यात् तच्चूर्णं सर्पपोन्मितम्। नासिकाभ्यन्तरे न्यस्तं सर्व्वां शीर्षव्यथां हरेत्। दृष्टप्रयोगो योगोऽय मनुभाविभिराहृतः"। (शिरोरोग—चिः)। भावप्रकाशः।

अपस्मारे मधुकम्—"कुष्माण्डकफलोत्थेन रसेन परिपेषितम्। अपस्मारविनाशाय यष्ट्याह्वं स पिवेत् त्र्यहम्"। (अपस्मार—चिः)। (२) पित्तजे कर्णरोगे मधुकम्—"द्राक्षायष्टिशृतं क्षीरं शस्यते कर्णपूरणे (कर्णरोगाधिः)। (३) तिमिररोगे मधुकम्—"मधुकामलकक्वाथं पित्तघ्नं तिमिरापहम्"। (नेत्ररोग—चिः)। (४) उपपक्ष्ममालि नेत्ररोगे मधुकम्—"यष्टिसिद्धं घृतं सेकात् सद्योहरति वेदनाम्" (नेत्ररोग—चिः)। वङ्गसेनः।

মধুযষ্টির ভাষানাম—বাঃ—যষ্টিমধু। কোঃ—যেষ্টিমধু। হিঃ—মুলহটী, মিঠিলকড়ী, মুলৈঠিকা। মঃ—জ্যেষ্ঠমধ। গুঃ—জেঠোমধনোমূল, জেঠীমধনো শীরী। কঃ—যষ্টিমধু, বল্লিযষ্টিমধু। তৈঃ—যষ্টীমধুকমু। ফাঃ—বেখমেহেকুম্‌খু। অঃ—অস্‌ল্‌-উশ্‌ সশ্‌, কোবেসশ্‌।

মধুযষ্টির ভেদ—ক্লীতনক এক জাতীয় যষ্টিমধু, ক্লীতনক দুই প্রকার—আনূপ ও স্থলজ। নিঘণ্টুদ্বয়ে ক্লীতনকযুগল এবং মধুযষ্টির গুণপর্য্যায় পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। চঃকেও লিখিত আছে—"আনূপং স্থলজঞ্চৈব দ্বিবিধং ক্লীতকং স্মৃতম্" (সূঃ ১ অঃ)। মধুযষ্টি, আনূপক্লীতক ও স্থলজ ক্লীতকের সাধারণ নাম যষ্টিমধু হইলেও ক্লীতক শব্দের অর্থ যষ্টিমধু লিখিলে (ক্লোভের বিষয় চক্রপাণি এইরূপই লিখিয়াছেন) সূক্ষ্মার্থ নির্দ্দেশ করা হয় না। মধুযষ্টি অবশ্য স্থলজ, তথাপি স্থলজ ক্লীতকের বিশেষোল্লেখ দ্বারা বুঝিতে হইবে এস্থলে স্থলশব্দের অর্থ স্থল বা মরুপ্রায় দেশ। তদ্রূপ আনূপ শব্দের অর্থ জলবহুল দেশ। অর্থাৎ মরুপ্রায়-প্রদেশজাত যষ্টিমধু স্থলজক্লীতক এবং জলবহুল প্রদেশোৎপন্ন যষ্টিমধু আনূপক্লীতক। রাজনিঘণ্টুক্ত ক্লীতনকের পর্য্যায়ে "মধুবল্লী," "মধুরলতা" "মধুপর্ণী," "মধুরসা," "অতিরসা" ও "শোষাপহা" শব্দ পঠিত হইয়াছে। উপসংহারে নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন "সামান্যেন মতেয়ং দ্বাদশসংজ্ঞা বহুজ্ঞধিয়া" সুতরাং দ্বিবিধ ক্লীতকই মধুযষ্টি অপেক্ষা মধুরতর বলিয়া প্রতীতি জন্মিতেছে। গুণবর্ণন প্রস্তাবেও লিখিত আছে "মধুরং যষ্টিমধুকং কিঞ্চিত্তিক্তং" এবং "ক্লীতনং মধুরং রুচ্যং।" যষ্টিমধু মধুর ও কিঞ্চিৎতিক্ত এবং ক্লীতক মধুর। যুনানী গ্রন্থকারগণ উৎপত্তিস্থানভেদে তিন প্রকার যষ্টিমধুর উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—(১) মিসরীয়, (২) আরবীয়, (৩) তুরস্কীয়। এই প্রদেশত্রয়ে এবং পারস্যে যষ্টিমধু অযত্নসম্ভূত হইয়া থাকে। আনীত হইয়া পঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে বংশ বিস্তার করিয়াছে। যুনানী গ্রন্থকারের মতে মিসরীয় যষ্টিমধু শ্রেষ্ঠ, আরবীয় মধ্যম এবং তুরস্কীয় অধম। তুরস্ক ও পারসীয় যষ্টিমধু অল্পমধুর এবং মিসর ও আরবজাত যষ্টিমধু মধুরতর। অতএব প্রেক্ষাবান্ পাঠককে বোধ হয় বলিতে হইবে না যে বৈদ্যোক্ত স্থলজ ক্লীতক আরবদেশোৎপন্ন এবং আনূপক্লীতক মিসরদেশজাত যষ্টিমধু। অধুনা ভারতবর্ষের বাজারে যে যষ্টিমধু পাওয়া যায় তাহা পারস্য, পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশজাত সুতরাং অধম যষ্টিমধু বলিয়া গণ্য। ইহা ক্লীতকশব্দ বাচ্য নহে। মিসরীয় ও আরবীয় যষ্টিমধু অর্থাৎ দ্বিবিধ ক্লীতকের আমদানী বোধ হয় অনেক দিন হইতে লোপ পাইয়াছে। নব্যসংগ্রহকার ভাবমিশ্র স্থলজ ও আনূপ ক্লীতকের উল্লেখ না করিয়া কেবল "অন্তৎ ক্লীতনকং" এইমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে আমরা ক্লীতক অপেক্ষা যষ্টিমধুরই ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু আমি টীকাকারোক্ত ক্লীতকশব্দার্থ ("ক্লীং ক্লীবত্বং তকতি বৃষ্যত্বাৎ"), ক্লীতকদ্বয়ের "শোষাপহা" সংজ্ঞা এবং "অস্রপিত্তাপহং পরম্" গুণ চিন্তাপূর্ব্বক, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস এবং যক্ষ্মাধিকারোক্ত কিম্বা রসায়নার্থ প্রযুক্ত যষ্টিমধু

শব্দে ক্লীতকদ্বয়ের অর্থাৎ মিসরীয় বা আরবীয় যষ্টিমধুর অন্যতর গ্রহণ করাই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে করি। সৌশ্রুত মূলবিষবর্গে পঠিত ক্লীতকের স্বরূপ অজ্ঞাত। কেহ বলেন (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু দেখ) ইহা নীলমূল যষ্টিমধু।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল ও ফল। মাত্রা—মূলচূর্ণ ১½—৪ আনা। চরক, ফলিনীবর্গে ক্লীতকদ্বয় পাঠ করিয়া বলিয়াছেন "দশ যান্যবশিষ্টানি তান্যুক্তানি বিরেচনে" (সূঃ অঃ)। সুতরাং ক্লীতকদ্বয়ের ফল বিরেচক। বৈরেচনিক যোগোক্ত যষ্টিমধু শব্দে তৎফল গ্রহণ করা উচিত; কিন্তু অধুনা যষ্টিমধুর মূলই ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যকে মধুযষ্টির ব্যবহার।

চরক—রসায়নার্থ যষ্টিমধুক—মিসর বা আরবদেশজাত যষ্টিমধুচূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে আয়ুর্বলাগ্নিবর্ণস্বর বর্দ্ধিত হয়। (চিঃ ১ অঃ)। (২) ক্ষতক্ষীণে যষ্টিমধু—ক্ষতক্ষীণরোগী কেবল দুগ্ধপান করিয়া একমাস দুগ্ধযোগে শুণ্ঠী ও মিসর বা আরবজাত যষ্টিমধুচূর্ণ পান করিলে পুষ্টিবল ও আরোগ্যলাভ করিবে (চিঃ ১৬ অঃ)। (৩) হৃদ্রোগে যষ্টিমধু—হৃদ্রোগগ্রস্ত মনুষ্য চিনি ও জলের সহিত যষ্টিমধু এবং কটুকীর কল্ক পান করিবে। (চিঃ ২৬ অঃ)। (৪) গর্ভেশুক্তে এবং শিশুর কার্শ্যে যষ্টিমধু—("গম্ভারী দেখ")। (৫) বাতরক্তে যষ্টিমধু—যষ্টিমধু এবং গম্ভারীফলের কাথদ্বারা যথাবিধি পক্ক তৈল বাতরক্ত-নাশক। (চিঃ ২৯ অঃ)।

সুশ্রুত—অর্দ্ধভেদকে যষ্টিমধু—যষ্টিমধুর বস্ত্রপূত সূক্ষ্মচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে আধ-কপালে আরাম হয়। (উঃ ২৬ অঃ)। (২) পাণ্ডুরোগে যষ্টিমধু—মধুযোগে যষ্টিমধুর কাথ কিম্বা চূর্ণ পান বা লেহন পাণ্ডুরোগে হিতকর। (উঃ ৪৪ অঃ)। (৩) অধোগ রক্তপিত্তে যষ্টিমধু—যষ্টিমধু ও মধুযোগে অধোগরক্তপিত্তীকে বমন করাইবে। (উঃ ৪৫ অঃ)। কিম্বা যষ্টিমধুর কল্ক ২ তোলা সেবন করাইবে। (উঃ ৫৭ অঃ)।

চক্রদত্ত—রুধিরবমনে যষ্টিমধু—যষ্টিমধু ও শ্বেতচন্দন দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধেই আলোড়িত করিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবৃত্তি পায়। (ছর্দ্দি—চিঃ)। (২) সদ্যোব্রণে যষ্টিমধু—পিষ্টযষ্টিমধু ঈষদুষ্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, শস্ত্রাদি দ্বারা সদ্যশ্ছিন্ন অঙ্গে সেচন করিবে। (ব্রণশোথ—চিঃ)। (৩) উদর্দ্দে যষ্টিমধু—উদর্দ্দরোগীকে যষ্টিমধুচূর্ণ ও চিনি সেবন করাইবে। (উদর্দ্দ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—মূত্ররোধজ উদাবর্ত্তে যষ্টিমধু—যষ্টিমধু এবং কিস্‌মিস্ দুগ্ধসহ পান করিবে। মূত্রবেগধারণজন্য উদাবর্ত্তে ইহা হিতকর। (উদাবর্ত্ত—চিঃ)।

(১) সর্ব্বশিরোরোগে যষ্টিমধু—বস্ত্রপূত সূক্ষ্ম যষ্টিমধুচূর্ণ যত, তাহার চতুর্থাংশ মিঠাবিষ-চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, সর্ষপপরিমিত এই চূর্ণ নাসিকাভ্যন্তরে ন্যস্ত করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহা দৃষ্টফল ঔষধ।

বঙ্গসেন—অপস্মারে যষ্টিমধু—কুষ্মাণ্ডফলের রসে পিষ্ট যষ্টিমধু তিন দিন পান করিলে অপস্মার (মৃগী) প্রশমিত হয়। (অপস্মার—চিঃ)। (২) পিত্তজকর্ণরোগে যষ্টিমধু—যষ্টিমধু এবং কিস্‌মিস্‌যোগে পক্ক দুগ্ধদ্বারা কর্ণ-পূরণ করিলে পিত্তজ কর্ণরোগ প্রশমিত হয়। (কর্ণরোগ—চিঃ)। (৩) তিমিররোগে যষ্টিমধু—যষ্টিমধু ও আমলকী-সাধিত জলে স্নান করিলে তিমির নামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। (নেত্ররোগ—চিঃ)। (৪) উপপক্ষ্মনাম নেত্ররোগে যষ্টিমধু—যষ্টিমধুসিদ্ধ ঘৃত সেচন করিলে বেদনার সদ্যোনিবৃত্তি ঘটে। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক কণ্ঠ্য, স্নেহোপগ, বমনোপগ, আস্থাপনোপগ, ছর্দ্দিঘ্ন, পুরীষ-বিরজনীয়, মূত্রবিরজনীয়, দাহপ্রশমন এবং শোণিতাস্থাপনবর্গে মধুযষ্টি পাঠ করিয়াছেন। চরকের ফলিনীবর্গে ক্লীতকফল এবং সন্ধানীয়বর্গে মধুক পঠিত হইয়াছে সুতরাং চরকের মতে ক্লীতকফল রেচক এবং মধুযষ্টি ভগ্নসংযোজক।

Constituents.—The glucoside—glycyrrhizin 6 p. c, glycyramarin, sugar, starch, resin, gum, mucilage and asparagin.

Actions and uses.—Demulcent, expectorant and a mild laxative, also local stimulant. When chewed or sucked it increases the flow of saliva and mucous, hence acts as a throat emollient. It stimulates the mucous membrane, especially of the air passages where its action is more local than general. It is given in inflammatory affections, catarrhs, cough, hoarseness of voice, asthma and in irritation of the larynx and of the urinary passages. (R. N. Khory, Part II., p. 214).

নব্যমত—যষ্টিমধু, স্নিগ্ধ, কফনিঃসারক, মৃদুরেচক ও স্থানীয় উত্তেজনোৎপাদক। চিবাইয়া কিম্বা চুষিয়া খাইলে লালাস্রাব বৰ্দ্ধিত করে সুতরাং ইহা কণ্ঠস্নিগ্ধকারী। ভক্ষিত যষ্টিমধু শ্লেষ্মধরা কলার উত্তেজনা জন্মায়। যষ্টিমধু, প্রদাহমূলক পীড়া, প্রতিশ্যায়, কাস, স্বরভেদ, শ্বাস এবং বাগেন্দ্রিয় (larynx) ও শ্বাসনাড়ী প্রতানের উত্তেজনজাত রোগে উপকারী। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খঃ, ২১৪ পৃঃ।)

মধূকদ্বয়—मधूकद्वयम् ।

जलमधूकः—Bassia Longifolia. **मधूकः**—B. Latifolia, B. Butyracea, Indian Buttertree.

अन्वर्थसंज्ञाः—मधूकस्य—प्रभववोधिका—"वानप्रस्थः" ("वनप्रस्थे वनैकदेशे भवः")। **परिचयज्ञापिका**—"गुड़पुष्पः" ("गुड़ इव पुष्प मस्य"), "मधुष्ठीलः" ("मधु ष्ठीले गर्भेऽस्य"), "लोध्रपुष्पः"। **जल-मधूकस्य**—"दीर्घपत्रकः," "ह्रस्वपुष्पः," "मधुपुष्पः," "फलस्वादुः," "कीरेष्टः"।

मधूकं मधुरं शीतं पित्तदाहश्रमापहम्। वातलं नतु दोषघ्नं वीर्य्यपुष्टि-विवर्द्धनम्। वृंहणीयमहृद्यञ्च मधूककुसुमं गुरु। वातपित्तोपशमनं फलं तस्योपदिश्यते। **धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च।**

मधूकपुष्पं मधुरं शीतलं गुरु वृंहणम्। बलशुक्रकरं प्रोक्तं वातपित्त-विनाशनम्। फलं शीतं गुरु स्वादु शुक्रलं वातपित्तनुत्। अहृद्यं हन्ति तृष्णास्रदाहश्वासक्षतक्षयान्। **भावप्रकाशः।**

ज्ञेयो जलमधुकस्तु मधुरो व्रणनाशनः। वृष्यो वान्तिहरः शीतो बलकारी रसायनः। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

मधूकपुष्पं मधुरं च वृष्यं। हृद्यं हिमं पित्तविदाहहारि। फलञ्च वातामयपित्तहारि। ज्ञेयं मधूकद्वय मेव मेतत्"। **राजनिघण्टुः।**

रक्तपित्ते मधूकत्वक्क्षारः—"तथा मधूकस्य तथासनस्य। क्षाराः प्रयोज्या विधिनैव तेन"। (चिः ४ अः)। (२) **ग्रहण्यां** मधूकपुष्पम्—मधूकपुष्पस्वरसं शृतमर्द्धक्षयोद्धृतम्। क्षौद्रपादयुतं शीतं पूर्ववत् (कुम्भे

মাসমিথিতং জাতমাসবং) সন্নিধাপয়েৎ। তং পিবন্ গ্রহণীদোষান্ জয়েৎ সর্ব্বান্ হিতাশিনঃ”। (চিঃ ১৫ অঃ)। চরকঃ।

হিক্কাসু মধূকপ্রয়োগম্—“মধূকং মধুসংযুক্তং *। * হিক্কাঘ্নং নাবনং *”। (হিক্কা—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

মধূকের ভাষানাম—বাঃ—মৌয়াফুলের গাছ। হিঃ—মহুয়া। মঃ—মোহাচাবৃক্ষ, মোহবৃক্ষ। গুঃ—মহুডো। কঃ—মহুইপ্পে। তৈঃ—ইপা, পিন্না। তাঃ—কটইল্লুপি। ফাঃ—দরখ্‌ত-ই গুল্‌ন চকাং। ইং—ইণ্ডিয়ান্ বাটার ট্রি।

জলমধূকের ভাষানাম—হিঃ—জলমহুয়া। কঃ—জলমহ্বে, তোরেইপ্পে।

মধূকের অন্বর্থসংজ্ঞা—প্রভববোধিকা—“বানপ্রস্থ” (বনৈকদেশে জাত)। পরিচয়জ্ঞাপিকা—“গুড়পুষ্প, “মধুষ্ঠীল” (মধু পুষ্পগর্ভে যার), “লোধ্রপুষ্প”। জলমধূকের—“দীর্ঘপত্রক,” “হ্রস্বপুষ্প,” “মধুপুষ্প,” “ফলস্বাদু, “কীরেষ্ট”।

বর্ণন—ভারতবর্ষের বহুপ্রদেশে জলমধূক বৃক্ষের আবাদ হয়। জলমধূকবৃক্ষ উচ্চ বালুকামিশ্রিত ভূমিতে বর্দ্ধিত হইলে, ইহার কাণ্ড তাদৃশ দীর্ঘ হয় না বটে, কিন্তু বহুশাখ এবং প্রচুর ফলশালী হয়। হ্রস্বকাণ্ড, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভূরি শাখাসমন্বিত মধূকবৃক্ষ উত্তম ছায়াতরু। কর্দ্দমবহুল নিম্নভূমিতে জন্মিলে জলমধূকবৃক্ষ, দীর্ঘকাণ্ড, অল্পশাখান্বিত এবং তাদৃশ ফলবান্ হয় না। কর্দ্দমাক্ত সজল ভূমিই ইহার স্বনির্ব্বাচিত আবাসভূমি। এইজন্য নিঘণ্টুকার ইহাকে জলমধূক বলিয়াছেন। উচ্চ বালুকাময় ভূমিতে রোপিত শিশু জলমধূকবৃক্ষকে জীবিত রাখিতে হইলে, বর্ষেতর ঋতুতে, দুই বা তিন বৎসর পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ জলসেকের প্রয়োজন হয়। পত্র—শাখাগ্রভাগে দলবদ্ধ, ইহা “দীর্ঘপত্রক” অর্থাৎ মধূকাপেক্ষা ইহার পত্র লম্বা। পুষ্পদণ্ড—দীর্ঘ, আনত এবং একপুষ্পধারী। পুষ্প—নবনীতবর্ণ মিলিতদল—নলাকার, পুষ্পনল কুণ্ডসমদীর্ঘ, বক্র, স্থূল, দৃঢ় এবং মাংসল; পুষ্পনলাগ্রভাগ আটভাগে চিরিত। ইহার অম্লমধুর পুষ্প, পেচক, কাঠবিড়াল, শৃগাল এবং কুকুরে ভক্ষণ করিয়া থাকে। নিঘণ্টুক্ত “কীরেষ্ট” নাম দ্বারা এই তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। ফল বড় কুলের মত, ফলগাত্র কোমল রোমাবৃত, ফল শাঁসে ভরা, পক্কফল পীতবর্ণ। পুষ্পকাল—জ্যৈষ্ঠ, শরতে ফল পরিপক্ক হয়।

মধূকবৃক্ষের কাণ্ড হ্রস্ব এবং মসৃণ, ভিতরে লাল, বাহিরে পাঁশুটে রঙের স্থূল কষায়-স্বাদ ত্বকে আচ্ছাদিত; পত্র—শীতে বৃক্ষ পত্রবর্জ্জিত হয় এবং বসন্তে পুষ্পাবির্ভাবের সহিত

নবপত্রে সজ্জিত হয়; জলমধুকের পত্রাপেক্ষা চৌড়া, পত্রোদর মসৃণ, পত্রপৃষ্ঠ শ্বেতাভ, পত্রবৃন্ত জলমধুকাপেক্ষা হ্রস্বতর। পুষ্পদণ্ড—জলমধুকাপেক্ষা বহুহ্রস্ব। পুষ্প—বহুসংখ্যক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগ্রভাগে দলবদ্ধ, সর্ব্বদা ভূমির দিকে নতমুখ পুষ্পনল, জলমধুকবৎ কেবল পুষ্পনলাগ্র বহুধাচিরিত। ফল—ক্ষুদ্র এপেল তুল্য। পুষ্পকাল—বসন্তঋতু। বর্ষা বা শরতে ফল পরিপক হয়। তত্ত্বজ্ঞ কবি বলিয়াছেন—"তত্তেজস্তরণে নিদাঘসময়ে, যদ্বারি মেঘাগমে। তজ্জাড্যং শিশিরে যদেকশরণৈঃ, সোঢ়ং পুরা যৈর্দলৈঃ। আয়াতোঽপ্যধুনা ফলস্য সময়ঃ, কোঽয়ং বিনা তৈরিতি। স্মৃত্বা তানি শুচেব রোদিতি গলৎ, পুষ্পৈর্মধুকদ্রুমঃ॥ মূলাদেব যদস্য বিস্তৃতিভরচ্ছায়াপ্যনন্যাদৃশী। তে যস্য প্রসবাঃ সুমঞ্জুলরসৈরানন্দয়ন্তঃ প্রজাঃ। স্নেহঞ্চ প্রকটীকরোতি পরমং ভূয়ঃ ফলানাং গুণৈঃ। হিত্বৈকৈকবগুণাংস্তরূন্ ভজ সখে! তস্মান্মধুকদ্রুমম্॥

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্, পুষ্প, তৈল, বীজ, (মধুকসার)। পুষ্প—খাদ্যৌষধ।

বৈদ্যকে মধুকের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে মধুকত্বক্‌ক্ষার—মধুকত্বকের অন্তর্ধূমদগ্ধক্ষার রক্তপিত্তী ঘৃত-মধুযোগে সেবন করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) গ্রহণীতে মধুকপুষ্প—মধুকপুষ্পের রস মৃৎপাত্রে জাল দিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে উহার ¼র্থাংশ মধু মিশ্রিত করিয়া আবৃতমুখ মৃৎপাত্রে একমাস রাখিয়া দিবে। এই আসব পান করিয়া পথ্যসেবন করিলে গ্রহণীদোষ জয় করা যায়। (চিঃ ১৯ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—হিক্কায় মধুকপুষ্প—মধুকপুষ্প মধুযোগে উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক নস্য করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। (হিক্কা—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক স্থাবরতৈলযোনিবর্গে মধুক পঠিত হইয়াছে (সূঃ ১৩ অঃ)। সুশ্রুত বলিয়াছেন—"মধুককাশ্মর্য্যপলাশতৈলানি মধুরকষায়ানি কফপিত্তপ্রশমনানি" (সূঃ ৪৫ অঃ)। রাজনিঘণ্টুতে মধুকতৈলের গুণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"বাতপিত্তহরং কেশ্যং শ্লেষ্মলং গুরু শীতলম্। কফবাতহরং রুক্ষং কষায়ং নাতিপিত্তকৃৎ"। পকমধুকফল পীড়ন পূর্ব্বক যে তৈল নিষ্কাশিত হয়, তাহা গাঢ়, অল্প তৈল অধিকক্ষণ জ্বলে, আলোক অনুজ্জ্বল, অল্প ধূমোদগীরণ করে এবং গন্ধ অহৃদ্য। লোকে পাককার্য্যে মধুকতৈল ব্যবহার করে। মধুকতৈল কণ্ডূঘ্ন। সদ্যোনিষ্কাশিত মধুকতৈল শ্বেতবর্ণ, পরে হরিদ্রাভপীতবর্ণ হয়। শীতকালে মধুকতৈল জমাট বাঁধিয়া শুভ্র হয়। জলমধুকাপেক্ষা মধুকফলে অধিক পরিমাণ তৈল থাকে। চারক আসবযোনি পুষ্পবর্গে মধুক পঠিত হইয়াছে। অধুনা মৌয়াফুলের মদ সুপরিচিত। যে যে দেশে মধুকবৃক্ষ প্রচুর জন্মে তত্তৎদেশের লোকে মধুকপুষ্পের রুটী

থায় এবং আমবাতাক্রান্ত স্ফীতসন্ধিতে মধুকপুষ্পের রুটী বাঁধিয়া রাখে। রায়বেরিলী-নিবাসী মদীয় ছাত্র কান্হাইয়ালালের নিকট শুনিয়াছি—"মিঠা" ও "ঘুম্‌নি" ভেদে মধুকপুষ্প দ্বিবিধ। জলমধূকের পুষ্প মিঠা এবং মধূকের পুষ্প "ঘুম্‌নি" অর্থাৎ ইহার মাদকতা আছে।

Constituents.—Flowers contain cane-sugar, cellulose, albuminous substance, and ash. The seeds contain oil, fat, tannin, extractive matter, bitter principle, probably saponin, albumen, gum, starch and ash. The ash contains silicic acid, phosphoric acid, lime and iron, potash and traces of soda. The juice contains caoutchouc from which gutta-percha can be manufactured, tannin, starch, calcium oxalate, gum, resins, formic and acetic acids and ash. The oil is yellowish, but becomes colourless after exposure to the light. It has a faint agreeable odour. The oil is used in the preparation of country soap. (R. N. Khory—Part II., p. 428).

Actions and uses.—The fresh juice is alterative and given in scrofula, and rheumatic affections. The fermented juice of sugary flowers is stimulant and appetizing and may be substituted for rum. The fruit serves as food to man and is cooling and refrigerant. The flowers are nutritive, tonic and demulcent and also intoxicating, and form a vehicle in many cooling and demulcent mixtures. By distillation they yield an alcoholic spirit. They are largely used in India in diarrhœa and dysentery, and as food. An infusion of the flowers is given with sugar, for the relief of thirst, burning of the body and giddiness. They are also used in coughs. The contrete oil is used as an application to the head in headache, to wounds and as a lubricant in rheumatism and contraction of the limbs, in cutaneous affections, and also as an ointment base like kakam butter. (R. N. Khory—Part II., p. 428).

নব্যমত।—মৌয়াফুলের রস রসায়ন এবং গণ্ডমালা ও বাতে প্রশস্ত। ইহার মিষ্টফুলের উত্রিক্ত রস, উষ্ণ, ক্ষুধাবৰ্দ্ধক এবং রম্ নামক মদ্যের প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। লোকে ইহার ফল ভক্ষণ করে, মৌয়াফল শীত ও স্নিগ্ধ। পুষ্প, পোষক, বল্য, স্নিগ্ধ অপিচ মাদক। মধুকপুষ্পের মদ্য এদেশে পীত হইয়া থাকে। ইহা অতিসার ও গ্রহণীরোগীর পক্ষে প্রশস্ত। পুষ্পের ক্বাথ শর্করাসহ পান করিলে পিপাসা, গাত্রদাহ, কাস এবং জড়তা নাশ করে। তৈল, শিরঃপীড়া, ক্ষত, বাত এবং হস্তপদাদির সঙ্কোচে এবং চর্ম্মরোগে প্রয়োগ করা হয়। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খঃ, ৪২৮ পৃঃ)।

মরিচ—मरिचम्।

मरि(री)चम्, ऊषणम्—Piper Nigrum.

अन्वर्थसंज्ञा:—प्रभववोधिका—"धर्म्मपत्तनम्" ("धर्म्मपत्तने जातम्"); परिचयज्ञापिका—"श्यामम्," "वल्लीजम्," "वृत्तफलम्"। गुणप्रकाशिका—"मरिचम्" ("म्रियते विषमनेन"), "ऊषणम्" ("ऊष् दाहे"), "कटुकम्," "कफविरोधि"।

मरिचं कटुतिक्तोष्णं पित्तकृत् श्लेष्मनाशनम्। वायुं निवारयत्येव जन्तुसन्तानानाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

मरिचं कटुतिक्तोष्णं लघु श्लेष्मविनाशनम्। समीरकृमिहृद्रोगहरञ्च रुचिकारकम्। राजनिघण्टुः।

मरिचं कटुकं तीक्ष्णं दीपनं कफवातजित्। उष्णं पित्तकरं रूक्षं श्वासशूलकृमीन् हरेत्। तदार्द्रं मधुरं पाके नात्युष्णं कटुकं गुरु। किञ्चित्तीक्ष्णगुणं श्लेष्मप्रसेकि स्यादपित्तलम्। भावप्रकाशः।

कासे मरिचम्—"लिह्यान्मरिचचूर्णं वा सघृतक्षौद्रशर्करम्। सर्व्वकासहरं श्रेष्ठं लेहं कासार्हितो नरः"। (चि: २२ अ:)। चरकः।

अपतानके मरिचम्—"अभुक्तवता पीतमच्छं दधि मरिचवचायुतं अपतानकं हन्ति" (चि: ५ अ:)। सुश्रुतः।

प्रवाहिकायां मरिचम्—"* पिवतः सूक्ष्मं रजो मरिचजन्म वा। चिरकालानुसक्तापि नश्यत्याशु प्रवाहिका"। (चि: ८ अ:)। (२) रात्र्यान्ध्ये मरिचम्—"दध्ना विघृष्टं मरिचं रात्र्यान्ध्याञ्जनमुत्तमम्"। (उ: १३ अ:)। वाग्भटः।

रसमुद्रार्थं मरिचम्—"मरिचैः क्वथितं दुग्धं पाने रात्रौ प्रयस्यति। रसानां तेन शुद्धिःस्यात् *"। (चिः १० अः)। हारीतः।

भुक्तस्य सर्पिषः पाकार्थं मरिचम्—"* सर्पिर्जम्बीरकाद्यम्बात्। मरिचादपि तक्राद्यं पाकं यात्येव *"। (अग्निमान्द्य—चिः)। (२) अतिनिद्राप्रशमनार्थं मरिचम्—"क्षौद्राम्ललालासंपृष्टैर्मरिचैर्नेत्र मञ्जनात्। अतिनिद्राशमं याति तमः सूर्य्योदयादिव"। (नेत्ररोग—चिः)। (३) सर्व्वेषु पीनसरोगेषु मरिचम्—"सर्व्वेषु सर्व्वकालं पीनसरोगेषु जातमात्रेषु। मरिचं गुड़ेन दध्ना भुञ्जतो नरः सुखं लभते"। (नासारोग—चिः)। भावप्रकाशः।

निद्रालाभार्थं मरिचम्—"मरिचं लालया घृष्टं कस्तुर्य्याञ्जनमिष्यते। त्रिरात्रादपि सवष्टां निद्रामप्नोति मानवः"। (ज्वर—चिः)। (२) शिशोः शोथे मरिचम्—"मरिचं नवनीताढ्यं शोथघ्नं भक्षयेच्छिशुः"। (बालरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

মরিচের ভাষানাম—বাঃ—গোলমরিচ। আঃ—জালুক। হিঃ—কালীমরিচ। মঃ—চোকামিরিচ্। কঃ—মেণস্থ। তৈঃ—মরিয়া। তাঃ—মিলাগুভলী। কাঃ—ফিল্‌ফিল্-ই-সিয়া। অঃ—ফিল্‌ফিলি অস্‌বদ্। ইং—ব্ল্যাক্‌পিপার।

মরিচের অন্বর্থসংজ্ঞা—প্রভববোধিকা—"ধর্ম্মপত্তন" (ধর্ম্মায়তনে জাত)। পরিচয়জ্ঞাপিকা—"শ্যাম," "বল্লীজ," "বৃত্তফল"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"মরিচ" (বিষদোষনাশক), "উষণ" (দাহকারী), "কটুক," "কফবিরোধি"।

বর্ণন—মরিচের লতা ভূলুণ্ঠিত থাকিয়া বা বৃক্ষাদি আশ্রয় পূর্ব্বক দীর্ঘ প্রতান বিস্তার করে। লতাকাণ্ড ও শাখা গ্রন্থিযুক্ত, প্রতি গ্রন্থি হইতে শিফা নির্গত হইয়া আশ্রয় বৃক্ষাদিকে বেষ্টন করে। পত্র, চৌড়া, ৫টী সিরা স্পষ্ট লক্ষিত হয়, পত্রোদর মসৃণ, চিক্কণ, পত্রপৃষ্ঠের বর্ণ ফিকে। কোন মরিচলতায় কেবল পুং-পুষ্প কোনটাতে বা কেবল স্ত্রী-পুষ্প থাকে, একটী লতায় পুং স্ত্রী দ্বিবিধ পুষ্প থাকে না। কচিৎ কোন লতায় উভয়লিঙ্গ পুষ্প এবং স্ত্রী-পুষ্প থাকিতে দেখা যায়। কোচবিহার এবং আসাম অঞ্চলে মরিচের লতা জন্মিয়া থাকে,

কিন্তু তাদৃশ ফলপ্রসব করে না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ("কেতকীষর" দেখ) এরূপ স্থলে বায়ু বা পতঙ্গ পুষ্পের গর্ভাধানের উত্তরসাধকতা করে। মরিচের পুষ্প সুগন্ধি বা শোভনদর্শন নহে, সুতরাং পতঙ্গসমাগম দুষ্কর। কোচবিহার এবং আসামাঞ্চলে প্রায় সকল ঋতুতেই পূর্ব্ববায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। যদি ঘটনাক্রমে পূর্ব্বদিকে পুং-পুষ্পধারিণী এবং পশ্চিমে স্ত্রী-পুষ্পান্বিতা মরিচলতা অবস্থিত থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট ফলোৎপাদনের সম্ভাবনা। যদি লোকে এই তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মরিচলতা রোপণ করে, তাহা হইলে প্রচুর ফললাভে সংশয় থাকে না। লোকে এই তত্ত্ব অবগত নহে, সুতরাং এতদঞ্চলের মরিচলতা আশানুরূপ ফলদান করে না, কিম্বা যে মরিচ হয় তাহা ক্ষুদ্রাকৃত এবং তাদৃশ কটু হয় না।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল। মাত্রা—½—২ আনা।

বৈদ্যকে মরিচের ব্যবহার।

চরক—কাসে মরিচ—ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত মরিচচূর্ণ লেহন করিলে সর্ব্বকাস প্রশমিত হয়। (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত—অপতানকে মরিচ—অপতানক নামক বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগী অন্য কোন বস্তু ভোজনের পূর্ব্বে মরিচ এবং বচচূর্ণসহ অম্লদধি পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)।

বাগ্‌ভট—প্রবাহিকায় মরিচ—মরিচচূর্ণ জলের সহিত পান করিলে চিরকালজ প্রবাহিকা (আমাশয়) প্রশমিত হয়। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) রাত্র্যান্ধ্যে মরিচ—দধিতে মরিচ ঘর্ষণ করিয়া সেই দধির অঞ্জন করিলে রাতকণা ভাল হয়। (উঃ ১৩ অঃ)।

হারীত—রসবৃদ্ধ্যর্থ মরিচ—ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত মরিচের কাথ রাত্রিতে পান করিলে রসধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (চিঃ ১০ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—ভুক্তঘৃতের পরিপাকার্থ মরিচ—ঘৃত পরিপাক করিবার জন্য জম্বীরাদি অম্ল কিম্বা মরিচ সেব্য। (অগ্নিমান্দ্য—চিঃ)। এইজন্য আমাদের দেশে মরিচচূর্ণযোগে ঘৃতপানের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (২) অতিনিদ্রাপ্রশমনার্থ মরিচ—মধু এবং অশ্বের লালাসহ মরিচ ঘর্ষণ পূর্ব্বক নেত্রে অঞ্জন করিলে অতিনিদ্রা প্রশমিত হয়। (নেত্র-রোগ—চিঃ)। (৩) সর্ব্বপীনসরোগে মরিচ—পীনসরোগ জন্মিবামাত্র পুরাণ গুড় এবং দধির সহিত মরিচচূর্ণ পান করিবে। (নাসারোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—নিদ্রাজননার্থ মরিচ—মানুষের লালায় মরিচ ঘর্ষণ করিয়া নেত্রাঞ্জন

করিলে ত্রিরাত্র নষ্ট নিদ্রা পুনরাগত হয়। (জ্বর—চিঃ)। (২) **শিশুর শোথে মরিচ**—শোথগ্রস্ত শিশুকে নবনীতের সহিত মরিচচূর্ণ লেহন করাইবে। (বালরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, শিরোবিরেচন, দীপনীয়, কৃমিঘ্ন, এবং শূলপ্রশমনবর্গে মরিচ পাঠ করিয়াছেন। মরিচ ত্রিকটুর অন্যতম কটু। ত্রিকটু বহু ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়।

Constituents.—A volatile alkaloid piperina 2 to 8 p.c., piperidin 5 p.c., a balsamic volatile oil 1 to 2 p. c., fat 7 p.c., mesocarp contains chavicin, a green acrid concrete oil, a balsamic volatile oil, starch, lignin gum, fat 1 p. c., proteids 7 p. c. and ash containing inorganic matter 5 p. c.

Actions and uses—It is a local irritant, causing intense burning on the skin. In medicinal doses it stimulates the heart, the kidneys, and the mucous membrane of the urinary and intestinal tracts. It is eliminated in the urine and fæces. In large doses it causes abdominal pain, vomitting, irritation of the bladder and urithra and urticaria on the skin. As a gastric stimulant it is chiefly used in flatulence, dyspepsia, and atony of the stomach; like cubebs it is given in gonorrhœa, gleet and hæmorrhoids and other rectal disorders. Piperin acts as an antiperiodic and antipyretic. It relieves intermittent fevers, by causing perspiration; in neurosis and in congestion of the spleen it is of benefit.* In toothache a paste of it is applied with benefit. The infusion is used as a gargle in relaxed saliva, sore-throat &c. with vinegar the powder is applied over the bites of venomous reptiles. Mixed with onious and salt it is rubbed over bald head in alopecia. The oil is applied to muscular rheumatic pains, headache and to pain of hæmorrhoids. R. N. Khory—Part II., p. 521).

নব্যমত—মরিচের প্রলেপ তীব্র দাহকারী। ইহা মাত্রাবৎ সেবিত হইলে, হৃদয়, বৃক্কদ্বয় এবং মূত্রপথ ও অন্ত্রের শ্লেষ্মধরাকলাকে উত্তেজিত করে। ভক্ষিত মরিচ মূত্র ও মলের সহিত বহির্নিঃসৃত হইয়া থাকে। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে উদরে বেদনা, বমন, মূত্রাশয় ও মূত্রস্রোতের উত্তেজন, কোঠান্বিত জ্বর (urticaria) জন্মাইয়া থাকে। মরিচ, উদরাধ্মান, গ্রহণী ও পাকস্থালীর পেশীদৌর্ব্বল্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাবাবচিনির মত ইহাও "গণোরিয়া," শুক্রমেহ এবং অর্শঃ প্রভৃতি গুহ্যদেশজাত রোগে সেব্য। দন্তশূলে মরিচের প্রলেপ হিতকর। গলক্ষত এবং "আলজিব" বর্দ্ধিত হইলে মরিচের কাথে কবল করিবে। বিষাক্ত কীটাদি দংশনে দষ্টস্থান "ভিনেগার" মিশ্রিত মরিচচূর্ণ দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। টাকে পিয়াজ ও লবণের সহিত মরিচের প্রলেপ দিবে। (আর্, এন্, কোরি, ২য়ঃ খঃ, ৫২১ পৃঃ)।

মাণক—माणकः।

स्थलपद्मः, माणकः, महापत्रः—Alocasia Indica, A. Montana.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"माणकः महापत्रः यथापूर्व्वमधःपत्रत्यागी" (सूः टीः डल्वणः)।

स्थूलसूरणमाणकप्रभृतयः कन्दा ईषत्कषायाः कटुका रूक्षा विष्टम्भिनो गुरवः कफवातलाः पित्तहराश्च। माणक स्वादु शीतञ्च गुरु चापि प्रकोर्त्तितम्। सुश्रुतः (सूः ४६ अः)।

माणकः शोथहृच्छीतः पित्तरक्तहरो लघुः। भावप्रकाशः।

माणकं स्वादुशीतञ्च गुरु शोथहरं कटु। राजवल्लभः।

उदररोगे माणकः—"पुराणं माणकं पिष्ट्वा द्विगुणीकृततण्डुलम्। साधितं क्षीरतोयाभ्यामभ्यसेत् पायसन्तु तत्। हन्ति वातोदरं शोथं ग्रहणीं पाण्डुतामपि। सिद्धो भिषग्भिराख्यातः प्रयोगोऽयं निरत्ययः"। (उदर—चिः)। (२) प्लीहोदरे शोथे च माणककल्कः—"स्थलपद्ममयं कल्कं पयसाऽऽलोड्य पाययेत्। प्लीहामयहरश्चैव सर्व्वाङ्गैकाङ्गशोथजित्"। (शोथ—चिः)। (३) शोथे माणकघृतम्——"माणकक्वाथकल्काभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत्। एकजं द्वन्द्वजं शोथं त्रिदोषञ्च व्यपोहति"। (शोथ—चिः)। (४) जिह्वारोगे माणकभस्म—"जिह्वाजाड्यं चिरजं माणकभस्मलवणतैलघर्षणं हन्ति। (जिह्वारोग—चिः)। चक्रदत्तः।

মাণকের ভাষানাম—বাঃ—মান। হিঃ—মানকন্দ। মঃ—কস্‌আলু। কোঃ—ভোগমানা।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ, পত্ররস। মাত্রা—কন্দচূর্ণ ½—১ তোলা। পরিপুষ্ট মাণকন্দ কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়, ইহাই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৈদ্যকে মাণকের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—উদররোগে মাণ—পুরাণ মাণচূর্ণ ৮ তোলা, ঈষৎ কুট্টিত তণ্ডুল ১৬ তোলা, ৴১ সের দুগ্ধ ৴১ সের জলসহ পায়স প্রস্তুত করিয়া পাচক অগ্নির বল বিচার পূর্ব্বক উদররোগীকে এই পায়স ভোজন করাইবে। (উদররোগ—চিঃ)। (২) প্লীহোদরে ও শোথে মাণ—পুরাণ মাণচূর্ণ আধতোলা, আধপোয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে, প্লীহবিবৃদ্ধি বিনাশ পায়—ইহা সর্ব্বাঙ্গ কিংবা একাঙ্গশোথের পক্ষেও হিতকর। (শোথ—চিঃ)। (৩) শোথে মাণকঘৃত মাণের ক্বাথ ও কল্কযোগে যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিবে। এই মাণকঘৃত একজ, দ্বন্দ্বজ এবং ত্রিদোষজ শোথে হিতকর। (৪) জিহ্বারোগে মাণভস্ম—মাণ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম সর্ষপতৈল এবং সৈন্ধব লবণযোগে জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার জড়তা বিনষ্ট হয়। (জিহ্বারোগ—চিঃ)।

Constituents.—Contains a circular crystals of oxalate of lime to which its acridity is due.

Actions and uses.—The juice of the petioles is styptic and astringent as is dropped into the ears of children in otorrhœa. Tubers made hot are locally applied to painful parts in rheumatism. In anasarca, canjee made of the root-stock is given with benefit. It is a mild laxative and diuretic and is given in piles and habitual constipation. The ash is used as a local application for aphthæ in the mouth. (R. N. Khory, Part II., p. 628.)

Its root-stock is a valuable and important article of diet in Bengal, and often grows to an immense size, being from 6 to 8 feet in length, and as thick as a man's leg. When dried it can be kept for a considerable time and affords a large supply of starchy food. In Western India it is much cultivated as an ornamental plant in gardens, but is little known as an article of diet. The acrid juice of the petioles is however, much used as a common domestic remedy on account of its styptic and astringent properties. The petiole is slightly roasted and the juice expressed. We have seen purulent discharge from the ears in children stopped by a single application. The tubers chopped fine, tied in a cloth and heated are used as a fomentation in rheumatism. Dr. D. Basu remarks : "I have never used it solely as a medicine ; but as food taken frequently, it seems to act as a mild laxative and diuretic. In piles and habitual constipation it is useful." Surgeon-Major R. S. Dutt (*idem*) states that it is a very agreeable vegetable during convalescence of natives from bowel complaints ; it is light and nutritious and somewhat

mucilaginous. The ash of the root-stocks mixed with honey is a popular remedy for aphthæ. (Dymock, Part III, pp. 544-45.)

নব্যমত—মান উপাদেয় পথ্য। শুষ্ক করিয়া রাখিলে ইহা দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশের লোকে উদ্যানের শোভার্থ মানের আবাদ করে, কিন্তু ইহাকে খাদ্যস্বরূপ ব্যবহার করিতে জানে না। মানের পত্রবৃন্তের কটুরস সঙ্কোচক এবং রক্তরোধক রূপে সচরাচর গৃহস্থগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাঁটাটী আগুণে সেকিয়া রস লইতে হয়। এই রস একবারমাত্র কাণে দেওয়াতেই শিশুর পূতিকর্ণস্রাব নিবৃত্তি পাইতে দেখা গিয়াছে। মানকে সরু টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া বস্ত্রে বাঁধিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা বাতরোগীকে স্বেদ দেওয়া হয়। ডাঃ ডি বসু বলেন—আমি কেবল মান কদাচ ঔষধার্থে ব্যবহার করি নাই; কিন্তু পথ্যরূপে প্রায়শঃ সেবিত হইয়া থাকে ইহা মৃদুরেচক এবং মূত্রকারক বলিয়া বোধ হয়। অর্শ এবং চিরজ কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে ইহা প্রশস্ত। সার্জ্জন মেজর আর্, এস্, দত্ত বলেন—কঠিন উদরাময় প্রায় নিবৃত্তি পাইয়াছে অথচ রোগী সম্পূর্ণ বললাভ করিতে পারে নাই, এইরূপ অবস্থায় মাণ এতদ্দেশীয়ের পক্ষে উত্তম পথ্য। ইহা লঘু, পুষ্টিকর এবং কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধকর। মধুর সহিত মানভস্ম, মুখক্ষতের সর্ব্বজনপ্রিয় ঔষধ। (ডিমক্, ৩য় খণ্ড, ৫৪৪-৪৫ পৃঃ)। ক্ষোরি বলেন অগভীর শোথে মাণকসহ প্রস্তুত কাঁজি বিশেষ হিতকর।

মাধবীমালতীমল্লিকা—মাধবীমালতীমল্লিকাঃ।

মাধবীলতা, বাসন্তী—Gærtnera Racemosa Rox. **মালতী-লতা, অতিমুক্তকঃ**—Echites Caryophyllata Rox. **মল্লিকা**—Jasminum Zambac and its Varieties. **বৃত্তমল্লিকা**—Tuscan Jasmine.

অন্বর্থসংজ্ঞাঃ—মাধব্যাঃ—"সুগন্ধা," "ভ্রমরোৎসবা," "ভূমি-মণ্ডপভূষণী"। **মল্লিকায়াঃ**—"শীতভীরু," "নারীষ্টা," "গিরিজা"। **বৃত্তমল্লিকায়াঃ**—"বটপত্রা," "সুগন্ধাঢ্যা," "বৃত্তপুষ্পা," "সুমনা"। **মালত্যাঃ**—"সুমগন্ধা," "জনেষ্টা," "সন্ধ্যাপুষ্পা," "নেত্রভাস্বিনী"।

माधवी कटुका तिक्ता कषाया मदगन्धिका। पित्तकासव्रणान् हन्ति दाहशोफविनाशनी। मालती शीततिक्ता स्यात् कफघ्नी मुखपाकनुत्। कुड्मलं नेत्ररोगघ्नं व्रणविस्फोटकुष्ठनुत्। मल्लिका कटुतिक्ता स्यात् चक्षुष्या मुखपाकनुत्। कुष्ठविस्फोटकण्डूतिविषव्रणहरा परा। नेत्ररोगापहन्त्री स्यात् कटूष्णा वृत्तमल्लिका। व्रणघ्नी गन्धबहुला दारयत्यास्यजान् गदान्। वासन्ती शिशिरा हृद्या सुरभिः श्रमहारिणी। धम्मिल्लामोदिनी मन्दमदनोन्माददायिनी। राजनिघण्टुः।

मालती कफपित्तास्यरुक्पाकव्रणकुष्ठजित्। चक्षुष्यो मुकुलस्तस्या तत् पुष्पं कफवातजित्। सुगन्धि च मनोज्ञञ्च सर्व्वश्रेष्ठतमं मतम्। मल्लिकोष्णा कटुः स्वादे दारयत्यास्यजान् गदान्। सन्त्रासयति नेत्रोत्थरुजः पित्तसमीरजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

माधवी मधुरा शीता लघ्वी दोषत्रयापहा। मल्लिकोष्णा लघुर्वृष्या तिक्ता च कटुका हरेत्। वातपित्तास्यदृग्व्याधिकुष्ठारुचिविषव्रणान्। भावप्रकाशः।

कुष्ठेषु मालतीपुष्पम्—"* कल्कञ्चमालतीनां कुष्ठे घून्दर्त्तनालेपः" (चिः ७ अः)। (२) गर्भिण्याः स्तनकण्डूयने मालतीपुष्पम्—"परिषेकः पुनर्मालतीमधुकसिद्धेनाऽम्भसा जातकण्डूया" (शारी ८ अः)। चरकः।

रक्तपित्तिणः शाकार्थं अतिमुक्ताङ्कुरः—"वटातिमुक्ताङ्कुरसिन्धुवारजम्। हितञ्च शाकं घृतसंस्कृतं सदा"। (उः ४५ अः)। सुश्रुतः।

रक्तपित्ते मदयन्तिकामूलम्—"मदयन्त्यङ्घ्रिजः क्वाथस्तद्वत् समधुशर्करः"। (रक्तपित्त—चिः)। (२) पूतिकर्णे मालतीदलस्वरसः—"मालतीदलरसं मधुना पूरितमथवा गवां मूत्रैः। दूरेण परित्यज्यते च श्रवणयुगलं पूतिरोगेण"। (कर्णरोग—चिः)। (३) मध्यं सुतनूकरणे

মাধবীমূলম্—"সুতনু করোতি মধ্যং পীতং মথিতেন মাধবীমূলম্" (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

যক্ষ্মণি মদয়ন্তিকা—"সমূলপত্রচ্ছদপল্লবায়া। রসঃ প্রযোজ্যো মদয়ন্তিকায়াঃ। মাসোপযোগেন সমস্তলিঙ্গং। যক্ষ্মাণ মুগ্রং হরতি প্রসহ্য॥ (রাজযক্ষ্ম—চিঃ)। (২) প্রসূতবনিতাবর্দ্ধিতকুক্ষিহ্রাসায় মালতী-মূলম্—"সুতায়াঃ কৃশমুদরং পীতং তক্রেণ মালতীমূলম্"। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

মাধবীর ভাষানাম—বাঃ—মাধবীলতা। হিঃ—মাধবী। গুঃ—মাধবীলতা, রক্তপিত্তি। মঃ—পীতবেল। কঃ—ইন্দগোচ্চে, বিববস্তিগে। তৈঃ—মাধবতোগে, পপ্পুল-গুরিবিন্দ। মালতীর ভাষানাম—বাঙলা, হিন্দি, মহারাষ্ট্রী ও গুজরাতী ভাষায় মালতী নামে খ্যাত। মল্লিকার ভাষানাম—হিঃ—মোতিয়া। গুঃ—ডোলর। মঃ—রানমোগর। কঃ—বল্লিমল্লিগে। তৈঃ—মল্লিপুষ্পালু।

অন্বর্থসংজ্ঞা—মাধবীর—"সুগন্ধা," "ভ্রমরোৎসব," "ভূমিমণ্ডপভূষণী"। মল্লিকার—"শীতভীরু," "নারীষ্টা," "গিরিজা"। বৃত্তমল্লিকার—"বটপত্রা," "সুগন্ধাঢ্যা", "বৃত্তপুষ্পা," "মুক্তাভা"। মালতীর—"হৃদ্যগন্ধা," "জনেষ্টা," "সন্ধ্যাপুষ্পা," "তৈলভাবিনী"।

বর্ণন—মাধবীর লতা স্থূল ও দীর্ঘ। ইহার পত্র চম্পক পত্রবৎ। পুষ্প তিলপুষ্পতুল্য, কিন্তু গুচ্ছাকারে স্থিত। মাধবীর পুষ্প কেবল সুগন্ধি নহে, মাধবীলতাও অতীব প্রিয়দর্শন। মদনক্লিষ্টা শকুন্তলার বর্ণনে কালিদাস বলিয়াছেন—"পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতামাধবী"। "ভূমিমণ্ডপভূষণী" মাধবীর একটী নিঘণ্টূক্ত নাম, কাব্যেও মাধবীমণ্ডপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে নারীগণ কবরীতে মাধবীফুল ধারণ করিতেন, অতএব ইহার নাম "ধম্মিল্লামোদিনী"।

জাতী ও মালতী—নিঘণ্টুদ্বয়ে মালতীর উল্লেখ নাই। জাতীর পর্য্যায়ে মালতী শব্দ পঠিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রমজনের বিদিত আছে যে টীকাকারগণ সর্ব্বত্র জাতীর প্রতিশব্দ মালতী এবং মালতীর প্রতিশব্দ জাতী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তবে মালতী ও জাতী কি একই পুষ্প? মালতী মালতী নামেই প্রসিদ্ধ, ভাবমিশ্রও জাতীর পর্য্যায়ে মালতীশব্দ পাঠ করিয়াছেন, মালতীর পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই এবং জাতীর ভাষানাম

চামেলী লিখিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রতীতি জন্মিতেছে, নিঘণ্টুকারগণ জাতী ও মালতী একই পুষ্প বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা মালতীর কোন ভেদেরও উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে লোকতঃ যাহা মালতী নামে প্রসিদ্ধ তাহাই নিঘণ্টূক্ত জাতী, এবং মালতী উহার পর্য্যায়। কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে জাতী মালতীর একত্রোল্লেখ পাঠ করি নাই। এক্ষণে যাহা চামেলী নামে খ্যাত তাহার নিঘণ্টূক্ত নাম দুর্জ্ঞেয়। ভাবমিশ্র জাতীর ভাষানাম চামেলী লিখিয়া এবং জাতীর পর্য্যায়ে মালতী শব্দ পাঠ করিয়া বিষয়টী আরও জটিল করিয়াছেন। মালতী এবং চামেলী পৃথক্ পুষ্প, জাতী যদি চামেলী হয়, মালতী তাহার পর্য্যায় হইতে পারে না, কেন না তাহা হইলে চামেলী ও মালতী এক হইয়া পড়ে। আমরা মালতীশব্দ লোকপ্রসিদ্ধ মালত্যর্থে এবং জাতীশব্দ ভাবমিশ্রবৎ চামেলী অর্থে গ্রহণ করিয়া জাতী বিষয়ক পৃথক্ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বর্ণন—মালতীলতাকাণ্ড মনুষ্যের জঙ্ঘাতুল্য স্থূল হইয়া থাকে। পত্রের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, পত্রবৃন্ত হ্রস্ব, পত্রের বৃন্ত ও শিরা রক্তবর্ণ। পুষ্প—সংখ্যায় বহু, বর্ণে শুভ্র, আকারে ক্ষুদ্র, গন্ধে মনোরম। বর্ষায় পুষ্পিত হয়—ধীর প্রদোষবায়ু প্রবাহিত হইলে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে থাকে ; অতএব "সন্ধ্যাপুষ্পা" নাম সার্থক। প্রাচীনকালে বিলাসিগণ উত্তরীয় বসন মালতীপুষ্পাধিবাসিত করিয়া ব্যবহার করিতেন। মৃচ্ছকটিকোক্ত চারুদত্ত প্রভৃতি, চূর্ণবৃদ্ধের "জাতিকুসুমবাসিত প্রাবারক" উপহারের কথা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। ভাবমিশ্রাপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থকারোক্ত জাতীশব্দ মালতীর পর্য্যায়স্বরূপ গৃহীত হওয়া উচিত। বাল্মীকি, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রথম সর্গোক্ত বসন্ত বর্ণনে "মালতীমল্লিকাপদ্মকরবীরাশ্চ পুষ্পিতাঃ" লিখিয়াছেন। কিন্তু নবীন কবি বসন্তে মালতী বিকসিত হইতে না দেখিয়া ক্ষোভ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"অস্মিন্ কেলিবনে, সুগন্ধপবনে, ক্রীড়ৎপুরন্ধ্রীজনে। গুঞ্জদ্ভৃঙ্গকুলে বিশালবকুলে, কূজৎপিকীসঙ্কুলে উন্মীলন্নবপাটলাপরিমলে, মল্লীপ্রসূনাকুলে। যদ্যেকাপি ন মালতী বিকসিতা, তৎ কিং ন রম্যো মধুঃ"?। বস্তুতঃ মালতী বসন্তে নহে বর্ষায় পুষ্পিত হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পুষ্প, পত্র।

বৈদ্যকে মাধবী প্রভৃতির ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে মালতীপুষ্প—পিষ্ট মালতীফুল কুষ্ঠরোগী গাত্রে মর্দ্দন করিবে কিম্বা তদ্দ্বারা গাত্র প্রলিপ্ত করিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) গর্ভিণীর স্তনকণ্ডূয়নে মালতীপুষ্প—গর্ভিণীর স্তনকণ্ডূতি উপস্থিত হইলে মালতীফুল ও যষ্টিমধুর কাথ স্তনে পরিষেচন করিবে। (শাঃ ৮ অঃ)।

সুশ্রুত—রক্তপিত্তীর শাকার্থ অতিমুক্তা—রক্তপিত্তরোগী ঘৃতভর্জ্জিত মালতীপত্র শাকরূপে সেবন করিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে বনমল্লিকামূল—রক্তপিত্তরোগী বনমল্লিকার মূলকাথ মধু ও চিনিযোগে পান করিবে। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (২) পূতিকর্ণে মালতীপত্রস্বরস—মালতীপত্র কিম্বা পুষ্পদলের রস মধু বা গো-মূত্রসহ কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণ ("কাণপাকা") নিবৃত্তি পায়। (কর্ণরোগ—চিঃ)। (৩) কটীদেশতনূকরণার্থ মাধবী-মূল—তক্রের সহিত মাধবীমূল পান করিলে রমণীগণের কটীদেশ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—যক্ষ্মায় বনমল্লিকা—মূল, শাখা ও পত্র সহিত কুট্টিত বনমল্লিকার কাথ বা স্বরস এক মাসকাল সেবন করিলে একাদশলিঙ্গাত্মক যক্ষ্মা প্রশমিত হয়। (রাজযক্ষ্ম—চিঃ)। (২) প্রসূতবনিতার বর্দ্ধিতকুক্ষিহ্রাসার্থ মালতীমূল—ঘোলের সহিত মালতীমূল পান করিলে নারীগণের অতিপ্রসবজনিত বর্দ্ধিতায়ন কুক্ষি হ্রাস পাইয়া থাকে। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক শাকবর্গে (চরকের পৃথক্ পুষ্পবর্গ নাই) মালত্যাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সৌশ্রুত পুষ্পবর্গে লিখিত আছে—"মালতীমল্লিকে তিক্তে সৌরভ্যাৎ পিত্তনাশনে" (সূঃ ৪৬ অঃ)। কিন্তু মাধবী সম্বন্ধে আচার্য্য কিছুই বলেন নাই। চরক, কুষ্ঠঘ্নবর্গে "জাতি-প্রবাল" (মালতীপত্র) পাঠ করিয়াছেন।

মাষপর্ণীমুদ্গপর্ণী—**মাষপর্ণীমুদ্গপর্ণ্যৌ**।

মাষপর্ণী—Teramnus Labialis. **মুদ্গপর্ণী**—Phaseolus Mungo.

অন্বর্থসংজ্ঞাঃ—মাষপর্ণ্যাঃ—"**সুলভা**," "**আম্বোরবা**," "**পাণ্ডু-লোমশা**," "**মাষপর্ণিকা**," "**বহুফলা**," "**কৃষ্ণবৃন্তা**," "**অশ্বপুচ্ছিকা**"। **মুদ্গপর্ণ্যাঃ**—"**ঘিম্বী**," "**মার্জারগন্ধিকা**," "**বনজা**," "**বনমুদ্গা**," "**সূর্পপর্ণী**"।

माषपर्णी रसे तिक्ता शीतला रक्तपित्तजित्। कफपित्तशुक्रकरी हन्ति दाहज्वरानिलान्। मुद्गपर्णी हिमा स्वादु वीतरक्तविनाशनी। पित्तदाहज्वरान् हन्ति क्रमिघ्नी कफशुक्रनुत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

माषपर्णी रसे तिक्ता वृष्या दाहज्वरापहा। शुक्रवृद्धिकरी बल्या शीतला पुष्टिवर्द्धिनी। मुद्गपर्णी हिमा कासवातरक्तक्षयापहा। पित्त-दाहज्वरान् हन्ति चक्षुष्या शुक्रवृद्धिकृत्। राजनिघण्टुः।

माषपर्णी हिमा तिक्ता रुक्षा शुक्रबलासकृत्। मधुरा ग्राहिणी शोथवातपित्तज्वरास्रजित्। मुद्गपर्णी हिमा रुक्षा तिक्ता स्वादुश्च शुक्रला। चक्षुष्या क्षतशोथघ्नी ग्राहिणी ज्वरदाहनुत्। दोषत्रयहरी लघ्वी ग्रहण्यर्शोऽतिसारजित्। वातरक्तं क्षयं कासं नाशयत्यविकल्पतः। भाव-प्रकाशः।

माषपर्णी महावृष्या चक्षुष्या मुद्गपर्णिका। राजवल्लभः॥ माषपर्णी-महावृष्या बृंहणी बलवर्णकृत्। स्तन्यकेशहिता स्निग्धा वातपित्तापहा हिमा। शोढ़लनिघण्टुः।

वाजीकरणार्थं माषपर्णी—"माषपर्णभृतां धेनुं गृष्टिं पुष्टां चतुः-स्तनीम्। समानवर्णवत्साञ्च जीवत्वत्साञ्च बुद्धिमान्। * दृष्ट्वा-दामर्ज्जुनादां वा सान्द्रक्षीराञ्च धारयेत्। केवलन्तु पयस्तस्याः शृतं वा शृत-मेव वा। शर्करामधुसर्पिर्भिर्युक्तं तद्वृष्य मुत्तमम्। (चिः २ अः)। चरकः।

कुलिङ्गनाममूषिकविषे माषपर्णीमुद्गपर्ण्यौ—"सहे ससिन्धुवारे च लिह्यात् तत्र समाक्षिके" (कः ६ अः)। सुश्रुतः।

वातासृग्दरे माषपर्णी—"माषपर्णीविपक्वेन तैलेन पिचुधारणम्। कर्त्तव्यं रक्तनाशाय मार्द्दवाय सुखाय च" (असृग्दर—चिः)। वङ्गसेनः।

মাষপর্ণীর ভাষানাম—বাঃ—মাষানি। হিঃ—মষবন্, বনউর্দ্দী। মঃ—রানউডীদ। গুঃ—অডবাড, অডদবেল। কঃ—রানোডিণ্ডুকা উট্টু। তৈঃ—কারমীনুরু। মুদ্গপর্ণীর ভাষানাম—বাঃ—মুগানি। হিঃ—মুগবন। মঃ—রানমুগ। গুঃ—অডবাড মগবেল্য। কঃ—কোহসরু। তৈঃ—কারুপেসারা।

অন্বর্থসংজ্ঞা—মাষপর্ণীর—"সুলভা," 'আম্বোম্ভবা," "পাণ্ডুলোমশা," "মাষপত্রিক," "বহুফলা," "কৃষ্ণবৃন্তা," "অশ্বপুচ্ছিকা"। মুদ্গপর্ণীর—"শিম্বী," "মার্জ্জারগন্ধিকা," "বনজা," "বনমুদ্গা," "শূর্পপর্ণী"।

বর্ণন—মাষপর্ণী সুদীর্ঘ আরণ্যলতা। লতাকাণ্ড নাই, মূল হইতেই বহুরোমান্বিত, ক্ষীণ, ইতস্ততঃ লুণ্ঠিত প্রতান নির্গত হইয়া থাকে। ইহা ত্রিপর্ণী—পত্রোদর অতিসূক্ষ্ম রোমাবৃত-হেতু ঈষৎশুভ্র, পত্রপৃষ্ঠ লোমশ। পুষ্প—রক্তাভ বেগুণেরঙের। শিম্বী—মাষশিম্বিবৎ, বীজসংখ্যা ৫—৬। মুদ্গপর্ণীর শাখা ও পত্র বহুরোমান্বিত। ইহা ত্রিপত্র, পার্শ্বস্থ পত্রদ্বয়ের আকৃতিবৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। পুষ্প—বৃহৎ, হরিদ্রাভ পীতবর্ণ, প্রায় অবৃন্তক। শিম্বী চ্যাপ্টা, রোমান্বিত, সূক্ষ্মাগ্র। বীজসংখ্যা ১০—১৫।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রগুল্ম। মাত্রা—২—৪ আনা।

বৈদ্যকে মাষ ও মুদ্গপর্ণীর ব্যবহার।

চরক—বাজীকরণার্থ মাষপর্ণী—মাষপর্ণীভোজী সমানবর্ণবৎসা ও জীবৎবৎসা ধেনুর দুগ্ধ শৃত বা অশৃত, চিনি, ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয়। (চিঃ ২ অঃ)।

সুশ্রুত—কুলিঙ্গনাম মূষিকবিষে মাষ ও মুদ্গপর্ণী—কুলিঙ্গনাম মূষিক কর্তৃক দষ্ট হইলে মাষপর্ণী, মুদ্গপর্ণী এবং সিন্দুবার মূলচূর্ণ করিয়া মধুসহ লেহন করিবে। (কঃ ৬ অঃ)।

বঙ্গসেন—বাতজরক্তপ্রদরে মাষপর্ণী—মাষপর্ণীর কাথযোগে পক্ক তিলতৈলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া যোনিতে ধারণ করিলে রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায়, অপিচ ইহা মার্দ্দবকর এবং সুখদ। (অসৃগ্দর চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, জীবনীয়বর্গে মাষ ও মুদ্গপর্ণী পাঠ করিয়াছেন। পর্ণিনীদ্বয় জীবনীয়গণান্তর্গত হইয়া বিবিধ পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মুচকুন্দ—मुचकुन्दः।

मुचकुन्दः—Pterospermum Suberifolium, Rox.

अन्वर्थसंज्ञाः—"बहुपत्रः," "छत्रवृक्षः," "सुदलः," "सुपुष्पः," "रक्तप्रसवः" (रा निः), "दीर्घपुष्पः"।

मुचकुन्दः कटुतिक्तः कफकासविनाशनश्च कण्ठदोषहरः। त्वग्दोषशोफशमनो व्रणपामाविनाशनश्चैव॥ राजनिघण्टुः।

मुचकुन्दः शिरःपीड़ापित्तास्रविषनाशनः। भावप्रकाशः।

मुचकुन्दः कटुश्चोष्णस्तिक्तः स्वर्य्यः कफापहः। कासत्वग्दोषशोफघ्नः शीर्षपीड़ानिवारकः। त्रिदोषरक्तपित्तघ्नः पित्तरक्तविकारनुत्। निघण्टु-रत्नाकरः।

शिरःपीड़ायां मुचकुन्दपुष्पम्—"शिरोऽर्त्तिं नाशयत्याशु पुष्पं वा मुचकुन्दजम्" (शिरो—चिः)। चक्रदत्तः।

মুচকুন্দের ভাষানাম—বাঃ—মুচুকুন্দচাঁপা। হিঃ—মুচকুন্দ। মঃ—মুচকুন্দ। গুঃ—মুচকুন্দ। কঃ—মুচকুন্দ। তৈঃ—লোলমুগু। তাঃ—টড্ডো। উঃ—বইলো।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"বহুপত্র," "ছত্রবৃক্ষ," "সুদল," "সুপুষ্প," "রক্তপ্রসব," "দীর্ঘপুষ্প"।

বর্ণন—সুগন্ধি পুষ্পের জন্য মুচকুন্দ বৃক্ষ যত্নে পালিত হইয়া থাকে। প্রশস্ত পত্র-সমন্বিত মুচকুন্দ বৃক্ষ "ছত্রবৃক্ষ" বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। উপরি লিখিত মুচকুন্দের অন্বর্থনামগুলি দ্বারাই ইহা উত্তমরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মুচকুন্দ বৃক্ষ বসন্তে পুষ্পিত হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পুষ্প। মাত্রা—½—২ আনা।

বৈদ্যকে মুচকুন্দের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—শিরোরোগে মুচকুন্দপুষ্প—মুচকুন্দপুষ্প কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক কপালে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া সত্বর প্রশমিত হয়। (শিরোরোগ চিঃ)।

বক্তব্য—চরক "দশেমানিতে" কিংবা শাকবর্গে (চরকে পৃথক্ পুষ্পবর্গ নাই) এবং সৌশ্রুত পুষ্পবর্গে মুচকুন্দ পঠিত হয় নাই। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু ও রাজবল্লভে মুচকুন্দের উল্লেখ নাই।

मुण्डितिका—मुण्डितिका।

मुण्डितिका, अलम्बुषा, भूकदम्बः, महाश्रावणिका।—Sphæranthus Indicus.

अन्वर्थसंज्ञा—"कदम्बपुष्पिका"।

मुण्डिका कटुतिक्ता स्यादनिलास्रविनाशिनी। आमारुचिघ्नापस्मार-गण्डश्लीपदनाशिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

श्रावणी तु कषाया स्यात् कटूष्णाकफपित्तनुत्। आमातीसारकासघ्नी विषच्छर्दिविनाशिनी। महामुण्डीष्णतिक्ता च ईषद् गौल्या मदच्छिदा। स्वरशद्रोचनी चैव मेहघ्नाश्च रसायनी। राजनिघण्टुः।

मुण्डितिका कटुः पाके वीर्य्योष्णा मधुरा लघुः। मेध्या गण्डापची-कृच्छ्रक्रमियोन्यर्त्तिपाण्डुनुत्। श्लीपदारुच्यपस्मारप्लीहमेदोगुदार्त्तिहृत्। महामुण्डी च तत्तुल्या गुणैरुक्ता महर्षिभिः। भावप्रकाशः।

वातरक्ते मुण्डितिका "लीढ़ा मुण्डितिकाचूर्णं मधुसर्पिःसमायुतम्। छिन्नाक्वाथं पिबन् हन्ति वातरक्तं सुदुस्तरम्"। (वातरक्त—चिः)। (२) गात्रदौर्गन्ध्ये अलम्बुषा—"विमलारणालसहितं पीतमिवालम्बुषा-चूर्णम्" (स्थौल्य—चिः)। (३) अपचीगण्डमालासु अलम्बुषादल-स्वरसः—"अलम्बुषादलोद्भूतात् स्वरसाद्द्वे पले पिबेत्। अपच्यां गण्ड-मालायाः कामलायाश्च नाशनः"। (गलगण्ड—चिः)। चक्रदत्तः।

पतितयोः स्तनयोः अलम्बुषा—"अलम्बुषाकषाकल्कैः सिद्धं तैलं करोति वनितायाः। पिचुधारणनस्यदानात् कुचद्वयं श्रीफलाकारम्"। (स्त्रीरोगाधिः)। (२) शिशोर्विच्छिनामचर्म्मरोगे अलम्बुषा—"अलम्बुषाजटाकल्कः सर्ज्जचूर्णसमन्वितः। बहुधा कटुतैलेन सिक्थयित्वा च

পাচিতম্। সন্দ্যাস্তন্মুক্তীভাবং গতে বিচ্ছ্যাঃ প্রলেপনম্”। (বাতরোগাধিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

আমবাতে অলম্বুষা—“বিষ্বালম্বুষয়োঃ কল্কমন্যাৎ”। (আমবাত—ধিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

“অলম্বুষা,” “ভূকদম্ব,” “মহাশ্রাবণিকা” ও “মুণ্ডিতিকা” এই গুলি একার্থবাচক শব্দ।

মুণ্ডিতিকার ভাষানাম—কাহার মতে মুণ্ডিতিকার বাঙলা নাম মুড়মুড়িয়া, কেহ বলেন বড়থুলকুড়ি ও মুণ্ডিরী। রাঢ়ে এবং পূর্ব্ববঙ্গে যাহা মুড়মুড়িয়া নামে খ্যাত তাহা মুণ্ডিতিকা নহে। বড়থুলকুড়ি এবং মুণ্ডিরী বাঙলার কোন্ অঞ্চলের ভাষানাম জানি না। স্বরূপতঃ যাহা মুণ্ডিতিকা, রাঢ়ের ধান্যক্ষেত্রে ধান্যচ্ছেদনের পর তাহা প্রচুর দৃষ্ট হইলেও, রাঢ়ে ইহার কোন নাম নাই। কোচবিহারের লোকে মুণ্ডিতিকাকে “বনরুদ্রক্” বলে। হিঃ—গোরখমুণ্ডী। মঃ—বোড়থরা। গুঃ—গোরখমুণ্ডি। কঃ—হিরীপবোডতর। তৈঃ—বোড়সরপুচেট্টু। তাঃ—কোট্টক। অঃ—কমাদরীযুস্।

অন্বর্থসংজ্ঞা—“কদম্বপুষ্পিকা”।

বর্ণন—মুণ্ডিতিকা ফলপাকান্ত ক্ষুদ্র গুল্ম। ধানজমির জল শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে ইহা অঙ্কুরিত হয়, ধান কাটিবার সময় গাছ বেশ বড় দেখা যায়। পৌষ মাঘ মাসে ইহা পুষ্পিত হয়—পরে রৌদ্র যত তীক্ষ্ণ হইতে থাকে গুল্ম ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে। পত্র—ক্ষুদ্র, দীর্ঘ, রোমব্যাপ্ত, বৃন্তবর্জ্জিত, পত্রপ্রান্ত করাতের মত দন্তযুক্ত। ডাঁটার দুই ধারে পক্ষবৎ প্রবর্দ্ধন দৃষ্ট হয়। পুষ্পদণ্ড অশাখ, তদগ্রভাগে প্রায় গোলাকার এক একটী বেগুনেরঙের পুষ্প থাকে। পুষ্প দেখিতে ছোট কদমফুলের মত; অতএব ইহাকে “ভূকদম্ব” বলে। পত্র ও শাখাদিতে এক প্রকার তীব্র গন্ধ আছে। মূল চর্ব্বণ করিলে যেন “চুয়ার” গন্ধ পাওয়া যায়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র গুল্ম, বিশেষতঃ বর্ত্তুলাকৃতি পুষ্প ও মূল। মাত্রা—কাথ—৫—১০ তোলা, চূর্ণ ½—২ আনা। পত্ররস—½—২ তোলা।

বৈদ্যকে মুণ্ডিতিকার ব্যবহার।

চক্রদত্ত—বাতরক্তে মুণ্ডিতিকা—গব্যঘৃত ও মধুসহ মুণ্ডিতিকাচূর্ণ সেবনপূর্ব্বক গুড়ূচীর কাথ পান করিলে দুস্তর বাতরক্ত বিনাশ পায় (বাতরক্ত—চিঃ)। গাত্র-দৌর্গন্ধ্যে অলম্বুষা—বিমল কাঞ্জির সহিত মুণ্ডিতিকাচূর্ণ সেবন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ

বিনাশ পায় (শ্বোথ—চিঃ)। (৩) অপচী ও গণ্ডমালারোগে মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকা পত্রের রস পান করিলে অপচী ও গণ্ডমালা বিনষ্ট হয়। (গলগণ্ড—চিঃ)।

বঙ্গসেন—পতিতস্তনে মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকা ও পিপ্পলীর কল্কসহ যথাবিধি পক্ক তিল তৈলে তুলা ভিজাইয়া সেই তুলা স্তনে ধারণ এবং এই তৈলের নস্ত লইলে, বনিতাদিগের পতিত স্তন শ্রীফলাকৃতি প্রাপ্ত হয় (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। (১) শিশুর বিচ্ছিন্নাম চর্ম্মরোগে মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকার মূল এবং ধুনার কল্কসহ সার্ষপ তৈল পাক করিবে। যখন গাঢ় হইয়া তারের মত হইবে তখন পাকসিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। এই তৈল বিচ্ছিতে প্রলেপ দিবে। (বালরোগাধিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—আমবাতে মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকা ও শুঁঠ সমভাগে পেষণ-পূর্ব্বক উষ্ণজল সহ পান করিবে। ইহা আমবাতের পক্ষে হিতকর। (আমবাত—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে কিংবা সৌশ্রুত দ্রব্যসংগ্রহণীয়াধ্যায়ে মুণ্ডিতিকা পঠিত হয় নাই। চরকের বিমানোক্ত মধুরবর্গে অলম্বুষার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

Constituents.—The herb yields a deep cherry-coloured essential oil. The stems, leaves and flowers contain a bitter alkaloid—sphæranthine.

Actions and uses.—As an alterative it is given in syphilis, rheumatism and boils ; as a demulcent in urethritis, frequent micturition, &c. externally a paste is applied to piles and swollen glands. (R. N. Khory—Vol. II., p. 370).

"The seeds are considered as anthelmintic and are prescribed powders. The root powdered is stomachic ; and the bark of the same, ground small and mixed with whey, is a valuable remedy for piles. In Java the plant is reckoned a useful diuretic." (Ainslie) "The flowers are employed in cutaneous diseases and in purifying the blood. The roots are reckoned anthelmintic." (Powell's Punj. Prod.)

"The distilled water is mentioned as one of the best preparations ; it is directed to be made in the same manner as rose water. • Experiments with the distilled water show that it is not diuretic ; in the case of a cachectic native suffering from frequent micturition caused by chronic prostatitis it afforded much relief. A European suffering from boils derived decided benefit from taking a wine-glassful three times a day. (Dymock, Vol. II., p 258).

নব্যমত—মুণ্ডিতিকা রসায়ন বলিয়া, ফিরঙ্গরোগ, বাত এবং স্ফোটক প্রশমনার্থ সেব্য। স্নিগ্ধ বলিয়া মূত্রমার্গের প্রদাহ, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য। ইহার প্রলেপ অর্শ এবং গ্রন্থিস্ফীতিতে ব্যবহৃত হয়। (কোরি, ২য় খঃ, ৩৭০ পৃঃ)।

এন্স্লি বলেন—মুণ্ডিতিকার বীজচূর্ণ কৃমিঘ্ন। মূলচূর্ণ পাচক। মূলত্বক্‌কে সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া ঘোলের সহিত পান করিলে অর্শ প্রশমিত হয়। জাবাদ্বীপের লোকে মুণ্ডিতিকাকে মূত্রকারক বলিয়া জানে।

বেডেন্ পাউয়েল্ বলেন—মুণ্ডিতিকার পুষ্প, বিবিধ চর্ম্মরোগে এবং রক্তশোধনার্থ ব্যবহৃত হয়। মূল, কৃমিঘ্ন বলিয়া খ্যাত।

ডিমক্ বলেন—যেমন গোলাপফুল হইতে গোলাপ জল প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ মুণ্ডিতিকার জল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। মুণ্ডিতিকার এই জল ব্যবহার করাইয়া জানা গিয়াছে যে, ইহা মূত্রকারক নহে। Cachexia রোগে পীড়িত একজন এতদ্দেশীয় লোক প্রষ্টেট্ গ্রন্থির প্রদাহ জন্য কষ্টকর মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে পীড়িত হইয়াছিলেন, ইহাঁকে মুণ্ডিতিকার জল পান করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছিল। একজন ইংরাজ স্ফোটকরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, মদ্য পানের গ্লাশের এক গ্লাশ করিয়া মুণ্ডিতিকার জল দিনে তিনবার পান করিয়া তিনি বিলক্ষণ উপকার পাইয়াছিলেন। (ডিমক্, ২য় খঃ, ২৫৮ পৃঃ)।

মুষলী—মুষলী।

কৃষ্ণা মুষলী—Curculigo Orchioides.

অস্যা ভেদঃ—শ্বেতা, অপরা (কৃষ্ণা) চ।

অন্বর্থসংজ্ঞাঃ—"হেমপুষ্পী," "দীর্ঘকন্দিকা," "ভূতালী"।

পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—"তালমূলিকা মূষকপুচ্ছাকারা শিফা" (**চক্রদত্তঃ**—টিঃ ৩ খঃ)।

মুষলী মধুরা শীতা বৃষ্যা পুষ্টিবলপ্রদা। পিচ্ছিলা কফদা পিত্তদাহশ্রমহরা পরা। মুষলী স্যাদ্দ্বিধা প্রোক্তা শ্বেতা চাপরসংজ্ঞকা শ্বেতা কৃষ্ণগুণোপেতা অপরা চ রসায়নী। রাজনিঘণ্টুঃ।

शीता स्वल्पगुणा प्रोक्ता त्वपरा च रसायनी। मुषली मधुरा वृष्या वीर्य्योष्णा वृंहणी गुरुः। तिक्ता रसायनी हन्ति गुदजान्यनिलन्तथा। **भावप्रकाशः।**

तालमूली हिता वाते ग्राहिणी च रसायनी। **राजवल्लभः।**

मुषली रसपाकाभ्यां स्वादुः शीताग्निवर्द्धनी। वातपित्तहरा वृष्या स्थैर्य्यमार्द्दवदायिनी। **शोढ़लनिघण्टुः।**

मुषली मधुरा वृष्या धातुवृद्धिकरी गुरुः। तिक्ता पुष्टिबलकरी पिच्छिला श्लेष्मला मता। रसायनी शीतला च पित्तदाहहरी मता। रक्तदोषं श्रमञ्चैव नाशयेदिति कीर्त्तितम्। कृष्णाऽधिकगुणा प्रोक्ता श्वेता चाल्पगुणा मता। **वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।**

मुखकान्तिकरत्वे मुषली—"पिष्ट्वा वा छागपयसा सक्षौद्रा मौषली जटा" (उ: ३१ अ:)। **वाग्भटः।**

वाधिर्य्ये मुषली—"मुषलीवाकुचीचूर्णं खादेद्वाधिर्य्यशान्तये (कर्णरोग—चि:)। (२) **कर्णपालीवर्द्धनार्थं** मुषलीकन्दः—"माहिषनवनीतयुतं सप्ताहं धान्यराशिपर्य्युषितम्। नवमुषलिकाकन्दचूर्णं वृद्धिकरं कर्णपालीनाम्"। (कर्णरोगे—चि:)। **वङ्गसेनः।**

মূষলীর ভাষানাম—বাঃ—তালমূলী। কোঃ—শুয়াগচি। হিঃ—মূসলী। বঃ—তালমূলী। মঃ—মুসঠ্ঠী। গুঃ—মুসলী। কঃ—নেলতাডো। তৈঃ—নিলয়তলিগড্ডলু।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"হেমপুষ্পী", "দীর্ঘকন্দিকা", "ভূতালী"।

মুষলীর ভেদ—রাজনিঘণ্টুরচয়িতা নরহরি এবং ভাবমিশ্র উভয়েই শ্বেত ও কৃষ্ণ ভেদে দুই প্রকার মুশলীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্বেতকৃষ্ণ ভেদ মুষলীর পুষ্পবর্ণানুসারে নহে কিন্তু কন্দবর্ণানুসারে বুঝিতে হইবে। বঙ্গের সর্ব্বত্র ছায়াম্বিত আর্দ্র ভূমিতে অতি শিশু তালবৃক্ষাকৃতি যে উদ্ভিদ্ তালমূলী নামে সুপরিচিত তাহাই কৃষ্ণমুষলী। ইহার পুষ্প পীতবর্ণ। মূল অঙ্গুলিতুল্য স্থূল এবং ক্ষুদ্র শাখামূল সমন্বিত, ইহাই মুষলীকন্দ নামে

খ্যাত। কন্দের উপরিভাগ কৃষ্ণতাম্র বর্ণ, অভ্যন্তর শুভ্রবর্ণ। শ্বেতা মুষলীর পরিচয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বঙ্গে অঞ্চলের বাজারে যাহা শ্বেতমুষলী নামে বিক্রীত হয় তাহা Asparagus Adscendens নামক উদ্ভিদের মূল। এই কণ্টকিত উচ্ছ্রিত উদ্ভিদ্, রোহিলখণ্ড, গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশে প্রচুর জন্মে। ইহার শুষ্ক, পাকান, ভঙ্গপ্রবণ এবং হস্তিদন্ত তুল্য শুভ্র, ৩।৪ আঙ্গুল লম্বা মূল, শ্বেতমুষলীনামে বিক্রীত হইয়া থাকে। জলে ভিজাইয়া রাখিলে ইহা ফুলিয়া মাকুর মত হয় এবং স্থূলতম অংশ পেন্সিলের মত মোটা হয়। ডাঃ উদয়চাঁদ বলেন "কৃষ্ণামুষলীর শুষ্কমূল বর্ণান্তরিত প্রাপ্ত হয়—এই বর্ণান্তরিতপ্রাপ্ত মূলকেই প্রাচীনগণ শ্বেতমুষলী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" প্রাচীনগণ এতাদৃশ অসম্যক্‌দর্শী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ। যে মুষলীর বয়স দুই বৎসর তাহার কন্দ উত্তোলন পূর্ব্বক, কন্দকে উত্তমরূপে ধৌত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখামূল বর্জ্জিত করিয়া বাঁশের "চিয়াড়ী" দ্বারা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া টুক্‌রাগুলিকে সূতা দিয়া গাঁথিয়া ছায়াশুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। পূর্ণ মাত্রা—১ তোলা।

বৈদ্যকে মুষলীর ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—মুখকান্তিকরত্বে মুষলী—ছাগীদুগ্ধপিষ্ট তালমূলীর প্রলেপ মুখকান্তিকর। (উঃ ৩২ অঃ)।

বঙ্গসেন—বধিরতায় মুষলী—মুষলীকন্দ ও সোমরাজচূর্ণ সমভাগ, জলের সহিত সেবন করিবে। ইহা বধিরতার পক্ষে হিতকর। (কর্ণরোগ চিঃ)। (২) কর্ণপালীবর্দ্ধনার্থ মুষলীকন্দ—নব মুষলীকন্দচূর্ণ মাহিষ নবনীতসহ মিশ্রিত করিয়া ৭ দিন ধান্যরাশির ভিতর রাখিবে। সপ্তাহান্তে উদ্ধৃত করিয়া কর্ণে মর্দ্দন করিলে কর্ণপালী অর্থাৎ কাণের পাতা বর্দ্ধিত হয়। (কর্ণরোগ চিঃ)।

বক্তব্য—নিঘণ্টুতে মুষলী "বৃষ্যা পুষ্টিবলপ্রদা" ও "ধাতুবৃদ্ধিকরী" বলিয়া কথিত হইয়াছে। চরকের "দশেমানি"তে বা অন্যত্র মুষলীর প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। সুশ্রুতের দ্রব্যসংগ্রহণীয় অধ্যায়ে বা ক্ষীণবলীয় বাজীকরণ চিকিৎসিতে মুষলীর উল্লেখ নাই। বাগ্‌ভটোক্ত রসায়ন বাজীকরণযোগেও মুষলী পঠিত হয় নাই। চক্রপাণি, অর্শশ্চিকিৎসিতোক্ত ভল্লাতকলৌহে, রক্তপিত্তোক্ত খণ্ডকাদ্য লৌহে, তালমূলী প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশকার রসায়নাধিকারে।

"শতাবরীমুণ্ডিতিকা গুড়ূচী। সহস্তিকর্ণা সহতালমূলী।
এতানি কৃত্বা সমভাগযুক্তান্। আজ্যেন কিংবা মধুনাবলিহ্যাৎ॥"

এই যোগে তালমূলী ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিঘণ্টুকারগণ মুষলীকে একবাক্যে বৃষ্যা, পুষ্টিবলপ্রদা এবং ধাতুবৃদ্ধিকরী বলিয়া ঘোষণা করিলেও, প্রাচীন তন্ত্রকারগণ ও ভাবমিশ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহকারগণের মধ্যে কেহই মুষলীকে, রসায়ন বাজী-করণার্থ প্রয়োগ করেন নাই।

Constituents.—Resin, tannin, mucilage. starch and ash containing exalate of calcium, &c.

Actions and uses.—Bitter, aromatic, tonic and demulcent; used in general debility, in affections of the urino genital system as impotence; also in asthma, piles, jaundice, dysuria, diarrhœa, menorrhagia and gonorrhœa. As a tonic it is generally mixed with aromatic bitters and aphrodisiac medicines. (R. N. Khory—Vol. II., p. 605.)

নব্যমত—তালমূলী, তিক্ত, সুগন্ধি, বল্য এবং স্নিগ্ধ। ইহা দৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গাদি-রোগ, শ্বাস, অর্শ, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, অতিসার, অতিরিক্ত রজঃস্রাব এবং গণোরিয়া পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। বল্যরূপে ইহা প্রায়ই সুগন্ধিতিক্তভেষজ এবং বৃষ্যদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রযুক্ত হয়। (খোরি, ২য়ঃ খঃ, ৬০৫ পৃঃ)।

মুস্তক—मुस्तकः।

मुस्तकः—Cyperus Rotundus. **भद्रमुस्तकः, कान्तग्रामुकम्**—Cyperus Tuberosus. **नागरमुस्तकः**—Cyperus Pertenuis. **कैवर्त्तमुस्तकः**—Cyperus Tenuiflorus.

अन्वर्थसंज्ञाः—भद्रमुस्तकस्य—"सुगन्धिः," "ग्रन्थिला"। नागर-मुस्तकस्य—"नगरोत्था," "चक्राङ्गा," "दृढ़ाला," "पिण्डमुस्ता," "कच्छ-रुहा"। कैवर्त्तमुस्तकस्य—"जलमुस्तम्," "जलजम्"।

मुस्तातिक्तकषायाऽग्निशिशिरा श्लेष्मरक्तजित्। पित्तज्वरातिसारघ्नी तृष्णाक्रिमिविनाशनी। जलजं तिक्तकटुकं कषायं कान्तिदं हिमम्। शीतं वातास्रविसर्पघ्नं कुष्ठविषापहम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

भद्रमुस्ता कषाया च तिक्ता शीता च पाचनी। पित्तज्वरकफघ्नी च ज्ञेया संग्रहणी च सा। तिक्ता नागरमुस्ता कटुः कषाया च शीतला कफनुत्। पित्तज्वरातिसारारुचितृष्णादाहनाशनी श्रमहृत्। राजनिघण्टुः।

मुस्तं कटु हिमं ग्राहि तिक्तं दीपनपाचनम्। कषायं कफपित्तास्रज्वरातिसारजन्तुहृत्। भावप्रकाशः।

मुस्तकं तिक्तकटुकं वातघ्नं ग्राहिदीपनम्। राजवल्लभः।

चरकग्रन्थे मुस्तम्—मुस्तं संग्राहकदीपनीयपाचनीयानाम् (सूः २५ पः)। (२) अतिसारे भद्रमुस्तकः—ह्रीवेरभद्रमुस्तानि * । तिस्रःप्रमथ्या विहिता श्लोकार्द्धेष्वतिसारिणाम्"। (चिः १० पः)। (३) अतिसारे मुस्तकः—* मुस्तपर्पटकेन वा। * पक्वं वा पाययेत् जलम्। (चिः १० पः)। (४) कफपित्तमदात्यये भद्रमुस्तकः—गुडूचीभद्रमुस्तानां *। रसं सनागरं दद्यात् तित्तिरिप्रतिभोजनम्"। (चिः १२ पः)। (५) मदात्ययस्य पिपासायां मुस्तम्—"जलं मुस्तैः शृतं वापि दद्याद्दोषविपाचनम्। एतदेव च पानीयं सर्व्वत्रापि मदात्यये"। (चिः १२ पः)। (६) कफपित्तजे कासे मुस्तः—"पैत्ते समुस्तमरिचः सकफे—*। (चिः २२ पः)। (७) कफजवमने कैवर्त्तमुस्तकः मुस्तञ्च—* विडङ्गप्लवयोरथो वा। "मुस्तायुतां कर्कटकस्य शृङ्गीम्" (चिः २३ पः)। चरकः।

आमातिसारे मुस्तकम्—पयस्युत्क्वाथ्य मुस्तानां विंशतिं त्रिगुणेऽम्भसि। क्षीरावशिष्टं तत् पीतं हन्त्यामं शूल मेव च। (उः ४० पः)। (२) पक्वातिसारे मुस्तकम्—"मौस्तं कषायं एवं वा पेयं मधुसमायुतम्"। (उः ४० पः)। सुश्रुतः।

विसूच्याः पिपासायां भद्रमुस्तकम्—"* शृतं भद्रघनस्य वा"। (अग्निमान्द्य—चिः)। (২) आगन्तुव्रणे भद्रमुस्तकम्—कान्तकामुकमिदं सुमहत् गव्यसर्पिषा पिष्टम्। शमयति लेपाद्विहितं व्रणमागन्तुजं न सन्देहः। (व्रणशोथ—चिः)। चक्रदत्तः।

अग्निविसर्पे मुस्तकः—"सेचयेत् *। सिताम्बसाम्भोजकाद्यैः"। (चिः १৮ अः)। वाग्भटः।

अपस्मारे मुस्तकम्—"उत्तरदिग्गतमुस्तकमूलं बुद्ध्या समुद्धृतं पिष्टं। पीतं पयसा हन्यादपस्मृतिं गोः सवर्णवत्सायाः। वङ्गसेनः।

মুস্তকের ভেদ ও পরিচয়—মুস্তক চারি প্রকার—মুস্তক, ভদ্রমুস্তক, নাগরমুস্তক এবং কৈবর্ত্তমুস্তক। ইহার মধ্যে ভদ্রমুস্তক মুস্তকের ভেদমাত্র। মুস্তক যত্রতত্র জন্মিলেও আর্দ্র বালুকামিশ্রিত ভূমিতেই আনন্দে বর্দ্ধিত হয়। নাগরমুস্তক নিম্ন আর্দ্র ভূমিতে জন্মে। ২।৷ ৩ হাত উচ্চ ডাঁটা বাহির হয়, ইহা ক্রমশঃ সরু এবং ইহার অগ্রভাগ ছত্রাকৃতি। মূল কন্দাকৃতি অঙ্গুলিবৎ স্থূল, অঙ্গুরীয়ক তুল্য রেখাযুক্ত অতএব "চক্রাঙ্কা" এবং কৃষ্ণবর্ণ রোমান্বিত। কৈবর্ত্ত মুস্তক জলে জন্মে। নাগরমুস্তকাপেক্ষা ইহার ডাঁটা দীর্ঘতর এবং ত্রিকোণ।

মুস্তকের ভাষানাম—বাঃ—মুতা। কোঃ—কেল্লা। হিঃ—মোথা। মঃ—মোথে। গুঃ—মোথ্য। কঃ—মুস্তা। তৈঃ—তুঙ্গমুস্ত। তাঃ—কোরয় দ্রাঃ—গরমোটা। কাঃ—শাদকফী। অঃ—মুক্কমীন্।

নাগরমুস্তকের ভাষানাম—বাঃ—নাগরমুতা। হিঃ—নাগরমোথা। মঃ—নাগর-মোথে। গুঃ—নাগরমোথ্য। কঃ—নাগরমুস্তা। তৈঃ—নকহতুঙ্গ।

কৈবর্ত্তমুস্তকের ভাষানাম—বাঃ—কেউদমোতা, কেস্থরিমোতা। হিঃ—কেবটি-মোতা। মঃ—কেবর্ত্তীমোথা। গুঃ—কৈবর্ত্তমোথা।

অন্বর্থসংজ্ঞা—ভদ্রমুস্তের—"সুগন্ধি," "গ্রন্থিলা"। নাগরমুস্তকের—"নগরোথা," "চক্রাঙ্কা," "চূড়ালা," "পিণ্ডমুস্তা," "কচ্ছরুহা"। কৈবর্ত্তমুস্তকের—"জলমুস্ত," "জলজ"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দাকৃতি মূল। মাত্রা—চূর্ণ ২-৪ আনা। ক্বাথ—৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে মুস্তাদির ব্যবহার।

চরক—অগ্রাগ্রেছ মুস্তক—সংগ্রাহক দীপনীয় পাচনীয় দ্রব্যের মধ্যে মুস্তক শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) অতিসারে ভদ্রমুস্ত—বালা এবং ভদ্রমুস্তকের কাথ প্রস্তুত করিবে, এতদ্দ্বারা প্রমথ্যা প্রস্তুত করিয়া অতিসারীকে সেবন করাইবে। (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) অতিসারে মুস্তক—মুস্তক এবং ক্ষেৎপাপড়ার কাথ অতিসারে প্রশস্ত। (চিঃ ১০ অঃ)। (৪) কফপিত্তমদাত্যয়ে ভদ্রমুস্তক—মাদত্যয়রোগীর কাসের সহিত রক্তনির্গম, পার্শ্ব ও স্তন সন্নিহিত স্থানে বেদনা, তৃষ্ণা, হৃদয় ও বক্ষে বিদাহ এবং উৎক্লেশ অর্থাৎ উপস্থিত বমনন্ধ বিগুমান থাকিলে গুড়ূচী এবং ভদ্রমুস্তার কাথ শুষ্ঠীচূর্ণযোগে পান এবং তিত্তির মাংসের যূষসহ অন্ন ভোজন করিবে। (চিঃ ১২ অঃ)। (৫) মদাত্যয়ের পিপাসায় মুস্ত—ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত মুস্তকের পানীয় তৃষ্ণার্ত্ত মদাত্যয়রোগীর পক্ষে প্রশস্ত। (চিঃ ১২ অঃ)। (৬) কফপিত্তজকাসে মুস্ত—কফপিত্তজকাসরোগী মুস্তচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধুযোগে লেহন করিবে। (চিঃ ১২ অঃ)। (৭) কফজবমনে কৈবর্ত্তমুস্ত ও মুস্তক—কফজবমন প্রশমনার্থ বিড়ঙ্গ ও কৈবর্ত্তমুস্তক চূর্ণ মধুসহ লেহন করিবে কিংবা কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মুস্তাচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে।

সুশ্রুত—আমাতিসারে মুস্তক—কুট্টিত মুস্তক ২০টী, জল দেড়পোয়া, ছাগীদুগ্ধ আধ-পোয়া, কাথ প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। এই কাথ পান করিলে আমদোষ ও বেদনা প্রশমিত হয়। (২) পক্বাতিসারে মুস্তক—একমাত্র মুস্তারকাথ মধুসহ পান করিলে পক্বাতিসার প্রশমিত হয়।

চক্রদত্ত—বিসূচীকার পিপাসায় ভদ্রমুস্তক—ভদ্রমুস্তকের ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত পানীয় বিসূচীকার পিপাসা ও অঙ্গুৎক্লেশে প্রশস্ত (অগ্নিমান্দ্য—চিঃ)। (২) আগন্তু ব্রণে ভদ্রমুস্তক—ভদ্রমুস্তক গব্যঘৃতযোগে উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক লেপ দিলে আগন্তুব্রণ (শস্ত্রাদিদ্বারাজাত ক্ষত) নিঃসন্দেহ প্রশমিত হয়। (ব্রণশোথ—চিঃ)।

বাগ্‌ভট—অগ্নিবিসর্পে মুস্তক—মুস্তককাথ অগ্নিবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গে সেচন করিবে (বিসর্প—চিঃ)।

বঙ্গসেন—অপস্মারে মুস্তক—উত্তরদিক্‌স্থিত মুস্তার মূল উত্তোলন পূর্ব্বক সবর্ণবৎসা গোরুর (যে গরুর বাছুর গোরুর সমানবর্ণ) দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে অপস্মার বিনাশ পায় (অপস্মার—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, লেখনীয়, তৃপ্তিঘ্ন, কণ্ডুঘ্ন, স্তন্যশোধক এবং তৃষ্ণানিগ্রহণ বর্গে মুস্তক পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুতে, মুস্তক, বচাদি ও মুস্তাদিগণে পঠিত হইয়াছে। মুস্তার

মূল বরাহগণের প্রিয় খাদ্য। মৃগয়াবিরাম বর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন—"বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে"।

Actions and uses of *Cyperus Rotundus.*—Diaphoretic, diuretic, demulcent, stimulant and galactagogue; given in fevers, dyspepsia, diarrhœa and cholera; also in urinary calculi and amenorrhœa. As a galactagogue the fresh tubers are applied to the breasts. (R. N. Khory—Vol. II., p. 632.)

Actions and uses of *Cyperus Pertenuis.*—Refrigerant, aromatic and stomachic; also alterative; given in torpid liver, chronic fevers, dyspepsia and derangements of the bowels. In chronic fevers it relieves thirst and heat of the body. It is also useful in ascitis and as anthelmintic in lumbrici. (R. N. Khory—Vol. II., p. 632).

নব্যমত—মুস্তক ঘর্ম্মকারক, মূত্রকর, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং স্তন্যস্রাবকারী। ইহা জ্বর, গ্রহণী, অতিসার, বিসূচীকা, পাথরী এবং বিলম্বিত ঋতু কিংবা ঋতুরোধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সদ্যঃ উদ্ধৃত মুস্তকমূল পেষণ পূর্ব্বক স্তনদেশে প্রলেপ দিলে স্তন্যস্রাব বর্দ্ধিত হয়। (কোরি, ২য় খঃ, ৬৩২ পৃঃ)।

নাগরমুস্তক—শীত, সুগন্ধি, পাচক এবং রসায়ন। ইহা যকৃৎদোষ, জীর্ণজ্বর, গ্রহণী ও অজীর্ণরোগে ব্যবহৃত হয়। জীর্ণজ্বরে ইহা সেবিত হইলে পিপাসা এবং দাহ নিবারণ করে। উদরগত শোথে মুস্তক হিতকর। ইহার কীট-বিনাশিনী শক্তি আছে। (কোরি, ২য় খঃ, ৬৩২ পৃঃ)।

মূলক—मूलकम् ।

मूलकम्—Raphanus Sativus. अस्य भेदाः—चाणाक्यमूलकम्, [illegible]नकम्, पिण्डमूलम् ।

अन्वर्थसंज्ञाः—मूलकस्य—"दीर्घमूलकम्," "दीर्घपत्रकम्," "शङ्खमूलम्," "वह्निष्यम्," "मिश्रीफलम्"। चाणाक्यमूलकस्य—"लघुमूलम्," "मरुकन्दम्," "मरुसम्भवम्"। [illegible]नस्य—"यवनेष्टम्," "वर्तुलम्"।

मूलकं गुरु विष्टम्भि तीक्ष्णमामत्रिदोषनुत्। तदेव स्विन्नं स्निग्धञ्च कटूष्णं कफवातनुत्। त्रिदोषशमनं शुष्कं विषदोषहरं लघु। चाणाख्यं मूलकं तिक्तं कटूष्णं रुच्यदीपनं। कफवातक्रमीन् गुल्मं नाशयेद् ग्राहकं परम्। आटवीमूलकम् तिक्तं विपाके कटुकं तथा। पित्ताविरोधि कफहा गुरुः स्याद्वातनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

मूलकंतीक्ष्णमुष्णञ्च कटूष्णं ग्राहिदीपनम्। दुर्णामगुल्महृद्रोग-वातघ्नं रुचिदं गुरु। चाणाख्यमूलकम् सोष्णं कटुकं रुच्यदीपनम्। कफवातक्रमीन् गुल्मं नाशयेद् ग्राहकं परम्। गृञ्जनं कटुकोष्णञ्च कफवातरुजापहम्। रुच्यं दीपनहृद्यञ्च दुर्गन्धं गुल्मनाशनम्। पिण्डमूलं कटूष्णञ्च गुल्मवातादिदोषनुत्। मूलकविशेषगुणाः—सोष्णं तीक्ष्णं च तिक्तं मधुरकटुरसं, मूत्रदोषापहारि। श्वासार्शःकासगुल्मक्षयनयनरुजा, नाभिशूलामयघ्नम्। कण्ठ्यं वल्यञ्च रुच्यं मलविकृतिहरं, मूलकं बालकं स्यात्। उष्णं जीर्णञ्च शोफप्रदमुदित मिदं, दाहपित्तास्रदायि। आमं संग्राहि रुच्यं कफपवनहरं, पक्वमेतत् कटूष्णम्। भुक्तेः प्राग्भक्षितं चेत् सपदि वितनुते, पित्तदाहास्रकोपम्। भुक्त्या सार्द्धं तु जग्धं हितकर-बलकृत्, वेशवारेण तच्चेत्। पक्वं हृद्रोगशूलप्रशमनमुदितम्, शूलरुग्धारि मूलम्। राजनिघण्टुः।

लघुमूलं कटूष्णं स्यात् रुच्यं लघु च पाचनम्। दोषत्रयहरं स्वर्य्यं ज्वरकासविनाशनम्। नासिकाकण्ठरोगघ्नं नयनामयनाशनम्। महत् तदेव रुक्षोष्णं गुरु दोषत्रयप्रदम्। स्नेहसिद्धं तदेव स्याद् दोषत्रय-विनाशनम्। भावप्रकाशः।

मूलकं गुरु विष्टम्भि तीक्ष्णमामत्रिदोषकृत्। तदेव स्नेहपक्वं चेत्

कफश्वासपित्तजित्। शुष्कं त्रिदोषशमनं शोथघ्नं गरजिच्च। तत्पुष्पं कफपित्तघ्नं तत्फलं कफवातजित्। राजवल्लभः।

बालं दोषहरं वृद्धं त्रिदोषं मारुतापहम्। स्निग्धसिद्धं विशुष्कन्तु मूलकं कफवातजित्। ग्राही गृञ्जनकस्तीक्ष्णो वातश्लेष्मार्शसां हितः। स्वेदनेऽभ्यवहार्य्ये च योजयेत् तदपित्तिनाम्। चरकः—सूः २७ अः।

शुष्कार्शःसु मूलकम्—"शुष्कमूलकपिण्डैर्वा * स्वेदयेत् पोट्टलीकृतैः"। (चिः ९ अः)। (२) अर्शःसु शुष्कमूलकम्—"शुष्कमूलकयूषं वा * छागलं वा रसं दद्याद् यूषैरेतैर्विमिश्रितम्" (चिः ९ अः)। (३) प्रवाहिकायां मूलकम्—"तं मूलकानां यूषेण * भोजयेत्"। (चिः १० अः)। (४) ग्रन्थिविसर्पे मूलकम्—"सुखोष्णया प्रदिह्याद्वा * शुष्कमूलककल्केन" (चिः ११ अः)। (५) शोथे शाकार्थे गृञ्जनकम्—"* गृञ्जनकं पटोलं * शाकार्थिनां शाकमतिप्रशस्तम्"। (चिः १७ अः)। कफशोथे मूलकम्—"* शस्तस्तथामूलकतोयसेकः" (चिः १७ अः)। (६) हिक्काश्वासयोः शुष्कमूलकम्—"शुष्कमूलकयूषश्च हिक्काश्वासनिवारणः" (चिः २१ अः)। (७) वातकासिनः पथ्यार्थे मूलकम्—"* मूलकं सुनिषण्णकं * शस्यते वातकासिनु *" (चिः २२ अः)। चरकः।

कर्णशूले मूलकम्—"* मूलकस्य च * स्वरसः श्रेष्ठः कटुष्णः कर्णपूरणे"। (उः २१ अः)। सुश्रुतः।

कफवातात्मके ज्वरे मूलकम्—शुष्कमूलकयूषस्तु कफवातात्मके हितः। (ज्वर—चिः)। (२) सिध्मे मूलकबीजम्—"मिश्रहरिद्रेण सुपिष्टं मूलकबीजं प्रलेपतः सिध्म * नाशयति" (कुष्ठ—चिः)।

(৫) শীতপিত্তে শুষ্কমূলকম্—"শুষ্কমূলকয়ূষৈশ্চ *। ভোজনং সর্ব্বদা কার্য্যম্"। (শীতপিত্ত—চি:)। চক্রদত্ত:।

বিসূচ্যাং বালমূলকম্—"বালমূলকস্য তু ক্বাথ: পিপ্পলীচূর্ণসংযুত:। বিসূচীনাশন: শ্রেষ্ঠ: জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধন:। (অজীর্ণ—চি:)। ভাবপ্রকাশ:।

মূলকের ভাষানাম—বাঃ—মূলা। হিঃ—মুরই। মঃ—মুঠ্ঠা। গুঃ—মূলা। কঃ—মূলঙ্গী। তৈঃ—মুল্লঙ্গি। অঃ—ফজল্ বজ্‌রুল্। ফাঃ—তুখ্। ইং—গার্ডেন্ র‍্যাডিশ্।

গৃঞ্জনকের ভাষানাম—হিঃ জঙ্গলীগাজর। মঃ—রাণগাজর। গুঃ—পতাল্-গাজর। অঃ—জজারবীরং। ফাঃ—গজরেদস্তি।

অন্বর্থসংজ্ঞা—মূলকের—"দীর্ঘমূলক," "দীর্ঘপত্রক," "শঙ্খমূল," "রুচিষ্য," "শিশ্বীফল"। চাণাখ্যমূলকের—"স্থূলমূল," "মহাকন্দ," "মরুসম্ভব"। গৃঞ্জনকের—"যবনেষ্ট," "বর্ত্তুল"।

মূলকের ভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে মূলক, চাণাখ্যমূলক এবং গৃঞ্জন ভেদে তিন প্রকার, রাজনিঘণ্টুতে মূলক, চাণাখ্যমূলক, গৃঞ্জন এবং পিণ্ডমূলক ভেদে চারি প্রকার এবং ভাবপ্রকাশে লঘুমূলক এবং নেপালমূলক ভেদে দুই প্রকার মূলকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গৃঞ্জন এবং গৃঞ্জর এক নহে—গৃঞ্জন মূলকভেদ, ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—"তৃতীয়ং মূলকং চান্যৎ নির্দ্দিষ্টং তচ্চ গৃঞ্জনম্"। গৃঞ্জরকে গাজর বলে। নিঘণ্টুদ্বয়ে গৃঞ্জরের গুণপর্য্যায় পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, কন্দ (মূলক), পুষ্প ও বীজ।

মাত্রা—পত্র শাকার্থ ব্যবহৃত হয়। শুষ্কমূলকের কাথ ৫—১০ তোলা। আর্দ্র-মূলকের স্বরস ২—৪ তোলা। পুষ্পচূর্ণ ১—৪ আনা। বীজ প্রায়শঃ প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হয়। গৃঞ্জনের মাত্রা প্রায় মূলকবৎ।

বৈদ্যকে মূলকের ব্যবহার।

চরক—শুষ্কার্শে মূলক—শুষ্ক মূলক জলে বা কাঁজিতে পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করিবে—ইহা পোট্টলীবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা শুষ্কার্শে অর্থাৎ যে অর্শের বলি হইতে রক্তস্রাব হয় না,

তাহাতে স্বেদ দিবে। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) অর্শে শুষ্কমূলক—অর্শোরোগীকে শুষ্ক-মূলকের যূষ কিম্বা ছাগলমাংসের যূষের সহিত শুষ্কমূলক যূষ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) প্রবাহিকায় মূলক—আম পরিপক্ক হইলেও যাহার কুন্থন এবং বেদনার সহিত পিচ্ছিল ও অল্প অল্প বারম্বার আম নির্গত হয় তাহাকে মূলকযূষের সহিত পথ্য দিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৪) গ্রন্থিবিসর্পে মূলক—শুষ্কমূলক জলের সহিত পেষণ করিবে। ইহাকে ঈষদুষ্ণ করিয়া এতদ্দ্বারা গ্রন্থিবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৫) শোথে গৃঞ্জনক—গৃঞ্জনক নামক মূলক বিশেষ শোথরোগীর পক্ষে শাকার্থ প্রশস্ত। (চিঃ ১৭ অঃ)। (৬) কফশোথে মূলক—কফজশোথ রোগীর শোথযুক্ত অঙ্গে শুষ্কমূলকের ক্বাথ সেচন করিবে। (চিঃ ১৭ অঃ)। (৭) হিক্কা-শ্বাসে শুষ্কমূলক—শুষ্কমূলকের যূষ হিক্কাশ্বাস নিবারণ করে। (চিঃ ২১ অঃ)। (৮) বাতজকাসে মূলক – বাতকাস রোগীর পক্ষে মূলক প্রশস্ত। (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত—কর্ণশূলে মূলক—মূলকের ঈষদুষ্ণ স্বরস দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণের বেদনা প্রশমিত হয়। (উঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত—বাতকফাত্মক জ্বরে মূলক—বাতশ্লেষ্ম জ্বররোগীর পক্ষে ক্ষুদ্রমূলকের যূষ হিতকর। (জ্বর—চিঃ)। (২) সিধ্মে মূলকবীজ—অপামার্গের মূলের রসে মূলক-বীজ পেষণপূর্ব্বক সিধ্মে (ছুলিতে) প্রলেপ দিলে ছুলি আরাম হয়। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (৩) শীতপিত্তে শুষ্কমূলক—শীতপিত্তরোগীকে শুষ্কমূলকের যূষের সহিত অন্নাদি ভোজন করিতে বলিবে। (শীতপিত্ত—চিঃ)।

বক্তব্য—পূর্ব্বে বলিয়াছি ধন্বন্তরি এবং নরহরির মতে গৃঞ্জন একপ্রকার মূলকভেদ। গৃঞ্জর এবং গৃঞ্জন পৃথক্ উদ্ভিদ্, গৃঞ্জরকে লোকে গাজর বলে। ভাবমিশ্র কিন্তু এই ভেদ রক্ষা করেন নাই তিনি বলিয়াছেন "গাজরং গৃঞ্জনং প্রোক্তং"। এক্ষণে প্রসঙ্গবশাৎ গাজরের গুণ লিখিত হইতেছে গাজরের লাটিন্ নাম Dancus Carota. গুণসম্বন্ধে ধন্বন্তরি বলেন—"গর্জ্জরং মধুরং রুচ্যং কিঞ্চিৎ কটু কফাপহম্। আধ্মানকৃমিশূলঘ্নং দাহ-পিত্তজ্বরাপহম্"। নরহরি বলেন—"গর্জ্জরং মধুরং রুচ্যং কিঞ্চিৎ কটুকফাপহম্। আধ্মান-কৃমি শূলঘ্নং দাহপিত্ততৃষাপহম্"। ভাবমিশ্র বলেন—"গাজরং মধুরং তীক্ষ্ণং তিক্তোষ্ণং দীপনং লঘু। সংগ্রাহি রক্তপিত্তার্শো গ্রহণীকফবাতজিৎ"।

Constituents *of Ramphanus Sativus.*—Seeds and root contain a fixed oil, a sulphuretted volatile oil, resembling mustard-seed oil. The

oil is colourless and has the taste of radishes. It contains sulphur and phosphoric acid.

Actions and uses.—The seeds and leaves are diuretic, laxative and lithontriptic. The root is used as an edible vegetable. All parts of the plant are used in urinary diseases and in cases of gravel. (R. N. Khory – Vol. II., p. 63).

Constituents *of Dancus Carota.*—The root contains carotin, hydrocarotin oil, sugar, pectin, nitrogen compound and volatile oil. The fruit contains volatile oil and a fixed oil.

Actions and uses —Fruit stimulant laxative, emollient, antiseptic, diuretic and emmenagogue. As a diuretic it is given in nephritic affections, dropsy, strangury and amenorrhœa. This property is due to its containing the volatile oil which acts locally upon the nervous structures of the kidney during the excretion ; as an antiseptic a poultice of the root is used to correct foetid discharges from eczema, unhealthy sores, carcinoma, &c , the root is saccharine and edible. The seeds are said to cause obortion. (R. N. Khory—Vol. II., p. 286).

নব্যমত—মূলার বীজ ও শাক, মূত্রকারক, মৃদুরেচক এবং অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক। ইহার কি মূল, কি পত্র, কি বীজ সমস্তই মূত্রসম্পর্কীয় পীড়ায় এবং পাথরীরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, ক্ষোরী, ২য় খণ্ড, ৬৩ পৃঃ)।

গাজর—ফল, উষ্ণ, মৃদুরেচক, স্নিগ্ধ, পচননিবারক, মূত্রকারক এবং স্তন্যস্রাববর্দ্ধক। মূত্রকারক বলিয়া ইহা বৃক্কের (kidneys) উত্তেজন হেতু জাত পীড়া, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং বিলম্বিত ঋতু কিম্বা রজোরোধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাজরে যে তৈল আছে তাহারই গুণে গাজর এবংবিধ গুণবিশিষ্ট। পচননিবারক বলিয়া গাজরের পুল্টিশ্, পাচড়া এবং কদর্য্য ক্ষতের স্রাব হ্রাস ও ক্ষত শোধন করে। মূল—শর্করাবহুল এবং ভক্ষণীয়। বীজ—গর্ভস্রাবকারী বলিয়া প্রচার। (আর্, এন্, ক্ষোরী, ২য় খণ্ড, ২৮৬ পৃঃ)।

मूर्ब्बा—मूर्वा।

मूर्वा, मधुरसा—Sanseviera Zeylanica.

पूर्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"मूर्वा धनगुंणोपयोग्या दूवतक इति लोके" (डल्वणः—सुः सूः ३८ अः)।

मूर्व्वा स्वादुरसा चोष्णा हृद्रोगकफवातजित्। कुष्ठकण्डूवमीमेह-विषमज्वरनाशिनी। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

मूर्व्वा तिक्ता कषायोष्णा हृद्रोगकफवातहृत्। वमिप्रमेहकुष्ठारि विषम-ज्वरहारिणी। **राजनिघण्टुः।**

मूर्वा सरा गुरुः स्वादुस्तिक्ता पित्तास्रमेहनुत्। त्रिदोषतृष्णाहृद्रोग-कण्डूकुष्ठज्वरापहा। **भावप्रकाशः।**

मूर्वा तु बृंहणी वल्या कफवातामयान् जयेत्। **राजवल्लभः।**

पित्तजवमने मूर्व्वा—"मूर्वा तथा तण्डुलधावनेन" (चिः २१ अः)। **चरकः।**

सर्व्वज्वरे मूर्व्वा—"* मूर्वायां देवदारुणि। कषायं विधिवत् कृत्वा पेयमेतज्ज्वरापहम्"। (उः ३९ अः)। **सुश्रुतः।**

नेत्ररोगे मूर्व्वा—"सौवीरं सैन्धवं तैलं मूर्वामूलं तथैव च। कांस्यपात्रे विघृष्टं स्यादक्ष्णोः शूलनिवारणम्। (नेत्ररोग—चिः)। **वङ्गसेनः।**

মূর্ব্বার ভাষানাম—বাঃ—সূচীমুখী, ঘোড়াচক্র। হিঃ—চূর্ণহার, মর্হরী। মঃ—মোরবেল। কঃ—মুহরসি। তৈঃ—ষাগচেট্টু। তাঃ—মরুল্। কাঃ—মোরহরী।

বর্ণন—মূর্ব্বার কাণ্ড নাই। মূল—কোষাকৃতি শল্কবৎ পদার্থে আবৃত, শাখামূল কণিষ্ঠাঙ্গুলিবৎ স্থূল এবং মৃত্তিকাভ্যন্তরে দূর গমন করে। পত্র—দীর্ঘ, অপ্রশস্ত, পত্রের দুই ধার সঙ্কুচিত হওয়ায় পত্র সমতল নহে, যেন কিঞ্চিৎ ঠোঙ্গার ধরণ, পত্রের অগ্রভাগ কণ্টকাকৃতি, গোলাকার এবং ক্রমে সূক্ষ্ম, এইজন্ত সূচীমুখী নাম, গাঢ় ও ফিকে হরিদ্বর্ণের রেখাঙ্কিত। পুষ্প—মধ্যমাকৃতি হরিদ্রাভশুভ্র। ফল—কলায়াকৃতি এবং পক্ক নিম্বুবৎ পীতবর্ণ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ।

মাত্রা—কাথ—৫—১০ তোলা। কল্ক—১—৪ আনা। স্বরস—২—২ তোলা।

বৈদ্যকে মূর্ব্বার ব্যবহার।

চরক—পিত্তজবমনে মূর্ব্বা—তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক মূর্ব্বামূল পান করিলে পিত্তজবমন প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৩ অঃ)।

সুশ্রুত—সর্ব্বজ্বরে মূর্ব্বা—মূর্ব্বার কাথ সর্ব্ববিধজ্বরনাশক। ইহা বিশেষতঃ বিষমজ্বরে প্রশস্ত। (উঃ ৩৯ অঃ)।

বঙ্গসেন—নেত্ররোগে মূর্ব্বা—সৌবীর (কাঁজি বিশেষ) সৈন্ধবলবণ, তিল তৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া কাংস্যপাত্রে স্থাপন করিয়া মূর্ব্বা দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। এই ঔষধ নেত্রোপরি প্রলেপ দিলে চক্ষুর বেদনা নিবৃত্তি পায়। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—পূর্ব্বাচার্য্যগণ "ধনুর্গুণোপযোগ্যা" (ইহা হইতে ধনুকের গুণ প্রস্তুত হয়) বলিয়া মূর্ব্বার পরিচয় দিয়াছেন। চরক মূর্ব্বাকে স্তন্যশোধনবর্গে পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত ইহাকে আরগ্বধাদি, পিপ্পল্যাদি এবং পটোলাদিগণে পাঠ করিয়াছেন।

Chemical composition—An alcoholic extract from the fresh roots was mixed with water acidulated with sulphuric acid, and agitated with petroleum ether, ether, then rendered alkaline and reagitated with ether.

The petroleum ether left on spontaneous evaporation a viscid slightly greenish-yellow residue, with a ginger-like odour. Similar to that of the fresh roots. The extract was partly soluble in absolute alcohol, the solution possessing a pungent ginger like taste and acid reaction. The portion insoluble in alcohol was white and had the properties of a wax.

The acid ether extract had a fragrant vanilla-like odour and was yellowish green. It contained salicylic acid, a yellow neutral bitter resin, a greenish acid resin, traces of an alkaloid, and a white neutral principle slightly soluble in cold absolute alcohol : the nature of this principle was not ascertained. The alkaline ether extract contained a crystallizable white alkaloid, affording a slight yellowish-red colour with Fröhdes reagent in the cold, changing to blue on warming and, with nitric acid, a faint yellow coloration. We provisionally name this alkaloid *Sansevierine*. (Pharmacographia Indica, Vol. III. p. 495).

মেষশৃঙ্গী—मेषशृङ्गी।

अजशृङ्गी, मेषशृङ्गी—Gymnema Sylvestre, Asclepias Geminata.

अस्य भेदः—वृश्चिकाली—Asclepias Montana. ईषल्लोमशा श्वेत-पुष्पगुच्छा दक्षिणावर्त्तफली मेषशृङ्गी भेदः (डल्लणः)।

अन्वर्थसंज्ञाः—"तिक्तदुग्धा," "चक्षुष्या," "सर्पदंष्ट्रा"।

अजशृङ्गी हिमा स्वादुः शोफतृष्णावमीर्जयेत्। चक्षुष्या स्वादुहृद्रोग-विषकासार्त्तिकुष्ठनुत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

अजशृङ्गी कटुस्तिक्ता कफार्शःशूलशोफजित्। चक्षुष्या श्वासहृद्रोग-विषकासार्त्तिकुष्ठजित्। राजनिघण्टुः।

मेषशृङ्गी रसे तिक्ता वातला श्वासकासहृत्। रूक्षा पाके कटुस्तिक्ता व्रणश्लेष्माक्षिशूलनुत्। मेषशृङ्गी फलं तिक्तं कुष्ठमेहकफप्रणुत्। दीपनं स्रंसनं कासक्रिमिव्रणविषापहम्। भावप्रकाशः।

अञ्जने विषसंसृष्टे मेषशृङ्गी—"अञ्जनं मेषशृङ्गस्य *" (कः १ अः)। (२) कफोत्थिते शिरोरोगे मेषशृङ्गी—"इङ्गुदस्य त्वचा वापि मेषशृङ्ग्या च वा भिषक्। आभ्यामेव कृता वर्त्तीं धूमपाने प्रयोजयेत्"। (उः २६ अः)। सुश्रुतः।

अर्शःसु मेषशृङ्गी—"अजशृङ्गीजटाकल्कं मजामूत्रेण यः पिबेत्। गुड़-वार्त्ताकुभुक्तस्य नश्यन्त्याशु गुदाङ्कुराः"। (चिः ८ अः)। वाग्भटः।

মেষশৃঙ্গীর ভাষানাম—বাঃ—মেড়াশিঙ্গে। হিঃ—মেঢ়াশিঙ্গী। মঃ—মেণ্ডকর্ঠী। তঃ—মড়াশিঙ্গি। কঃ—টৈরিঙ্গমর। কাঃ—কিও। অঃ—বৰ্কিও।

মেষশৃঙ্গীর অন্বর্থসংজ্ঞা—"তিক্তদুগ্ধা," "চক্ষুষ্যা," "সর্পদংষ্ট্রা"।

বর্ণন—মেষশৃঙ্গী আসন্ন বৃক্ষাদি পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হয়। ত্বক্‌ভেদ করিলে আঠা বাহির হয়—ইহা "তিক্তদুগ্ধা" নামে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। পত্র—লম্বা, গোড়ায় চৌড়া, অগ্রে সরু, গাঢ় সবুজবর্ণ, উপরি চিক্কণ, নিম্নে ফিকে রঙের। পুষ্প—ক্ষুদ্র, পীতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ পুংকেসরের বর্ত্তুলাকৃতি অগ্রভাগ পীতবর্ণ পুষ্পের উপরি অবস্থিত থাকিয়া যেন স্বর্ণের উপর মুক্তার মত শোভা পায়। মূল—কনিষ্ঠাঙ্গুলি তুল্য স্থূল, দেখিতে অনন্তমূলের মত। স্বাদ কটু ও লবণাক্ত। আর এক প্রকার মেষশৃঙ্গী আছে যাহাকে বৃশ্চিকালী বলে। ধন্বন্তরি বলিয়াছেন "দ্বিতীয়া দক্ষিণাবর্ত্তা বৃশ্চিকালী বিষাণিকা"। পূর্ব্বে বলিয়াছি মেষশৃঙ্গী আশ্রয়তরুকে বেষ্টন করিয়া থাকে। মেষশৃঙ্গীতে এই বেষ্টন বামাবর্ত্ত অর্থাৎ মেষশৃঙ্গী আশ্রয়তরুর বামদিক্ দিয়া তাহাকে বেষ্টন করে এবং বৃশ্চিকালী দক্ষিণাবর্ত্তবল্লী। অপিচ বৃশ্চিকালীর পুষ্প শুভ্রবর্ণ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্।

মাত্রা—চূর্ণ ½—২ আনা।

বৈদ্যকে মেষশৃঙ্গীর ব্যবহার।

সুশ্রুত—বিষসংসৃষ্ট অঞ্জনে মেষশৃঙ্গী—অঞ্জন বিষদূষিত হইলে উহার ব্যবহারে অন্ধত্ব পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। এই দোষ দূরীকরণার্থ মেষশৃঙ্গীর মূলের রসে নেত্রে অঞ্জন করিবে। (কঃ ১ অঃ)। (২) কফজাত শিরোরোগ মেষশৃঙ্গী—মেষশৃঙ্গীর মূলত্বকে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করিলে কফজাত শিরোরোগ নিবৃত্তি পায়।

বাগ্‌ভট—অর্শে মেষশৃঙ্গীমূল—সিদ্ধবার্ত্তাকু গুড়ের সহিত ভোজন করিয়া পশ্চাৎ মেষশৃঙ্গীমূলের ত্বক্‌চূর্ণ ছাগীমূত্রের সহিত পেষণ পূর্ব্বক্ পান করিলে অর্শ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৮ অঃ)।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে মেষশৃঙ্গী পঠিত হয় নাই। সুশ্রুত ইহাকে বরুণাদিগণে পাঠ করিয়াছেন। নিঘণ্টুদ্বয়ে মেষশৃঙ্গীর পর্য্যায়েই অজশৃঙ্গী শব্দ পঠিত হইয়াছে; ইহার পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু সুশ্রুত বরুণাদিগণে মেষশৃঙ্গী ও অজশৃঙ্গী পৃথক্ পাঠ করিয়াছেন—টীকাকারগণও পৃথক্ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এস্থলে অজশৃঙ্গী সম্ভবতঃ Odina Wodiar. আমরা নিঘণ্টুমতানুসারে অজশৃঙ্গী শব্দ মেষশৃঙ্গীর পর্য্যায়রূপে পাঠ করিয়াছি। এবং বৈদ্যকে ব্যবহারও এতদনুসারে সংগ্রহ করিয়াছি। টীকাকারগণ কচিৎ মেষশৃঙ্গীর অর্থ কর্কটশৃঙ্গী নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে কিন্তু এতদুভয় পৃথক্ বস্তু। প্রামাণ্য নিঘণ্টুতে কুত্রাপি মেষশৃঙ্গীর পর্য্যায়ে কর্কটশৃঙ্গী কি কর্কটশৃঙ্গীর পর্য্যায়ে মেষশৃঙ্গী পঠিত হয় নাই।

Constituents.—The sun-dried leaves contain resin; a bitter neutral principle; albuminous and colouring matters; pararabin, glucose, carbo-hydrates, tartaric acid, gymnemic acid 6 p. c. and ash. The bark contains starch and a large amount of calcium salts and other crystalline concretions.

Actions and uses.—Astringent, stomachic, tonic, and refrigerant; given in fever, cough. The root powder mixed with castor-oil is applied externally like Ipecacuanha to snake and insect bites. The leaves are applied like varalians to enlarged liver or spleen; the leaves when chewed benumb for a time the taste for sweets and bitters such as sugar and quinine. (R. N. Khory—Vol. II., p. 399).

নব্যমত—মেষশৃঙ্গী কষায়, দীপন, পাচন এবং স্নিগ্ধ। ইহা জ্বর ও কফরোগে ব্যবহৃত হয়। মূলত্বকচূর্ণ এরণ্ড তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া সর্প এবং কীটদষ্ট অঙ্গে প্রলেপ দেওয়া হয়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যকৃৎ ও প্লীহার উপর মেষশৃঙ্গীর পত্র পটীর মত স্থাপন করা হয়। পত্র চর্ব্বণ করিলে কিয়ৎকালের জন্য চর্ব্বিতার জিহ্বা শর্করাতুল্য মধুর এবং কুইনাইন তুল্য তিক্তবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না।

যবানীত্রয়—যবানীত্রয়ম্।

যবানী, দীপ্যকঃ—Ptychotis Ajowan, Carum Copticum. **অজমোদা, বন্যযবানী**—Seseli Indicum. **যাবনী যবানী, খুরাসানী যবানী**—Conium Maculatum.

অন্বর্থসংজ্ঞাঃ—যবান্যাঃ—"**দীপনী**," "**বাতারিঃ**," "**শূলহন্ত্রী**," "**তীব্রগন্ধা**," "**অগ্নিবর্দ্ধিনী**"। **অজমোদায়াঃ**—"**উগ্রগন্ধা**," "**মন্দদলা**"। **যাবনীযবান্যাঃ**—"**তুরুষ্কা**," "**মদকারিণী**"।

যবানী কটুতিক্তোষ্ণা বাতশ্লেষ্মক্রিমাময়ান্। হন্তি গুল্মোদরং শূলং দীপয়ত্যাশু চানলম্। যবানী যাবনী রুক্ষা গ্রাহিণী মাদিনী কটুঃ। অজমোদা চ শূলঘ্নী তিক্তোষ্ণা কফবাতজিৎ। হিক্কাঽঽমানারুচিং হন্তি ক্রিমিজিৎ বহ্নিদীপনী। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

যবানী কটুতিক্তোষ্ণা বাতার্শঃশ্লেষ্মনাশনী। শূলাধ্মানকৃমিচ্ছর্দ্দি-মর্দ্দনী দীপনী পরা। **অজমোদা** কটুরূক্ষা তীক্ষ্ণা কফবাতহারিণী রুচিকৃৎ। শূলাধ্মানারোচকজঠরামযনাশিনী চৈব। **রাজনির্ঘণ্টঃ।**

যবানী পাচনী রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা কটুকা লঘুঃ। দীপনী চ তথা তিক্তা পিত্তলা বাতশূলহৃৎ। বাতশ্লেষ্মোদরানাহগুল্মপ্লীহকৃমিপ্রণুৎ। **অজমোদা** কটুস্তীক্ষ্ণাদীপনী কফবাতনুৎ। উষ্ণা বিদাহিনী হৃদ্যা বৃষ্যা বলকরী লঘুঃ। নেত্রামযকফচ্ছর্দ্দিহিক্কাবস্তিরুজো হরেৎ। **পারসীক-যবানী** তু যবানীসদৃশী গুণৈঃ। বিশেষাৎ পাচনী রুচ্যা গ্রাহিণী মাদিনী গুরুঃ। **ভাবপ্রকাশঃ।**

যবানী কোষ্ঠশূলঘ্নী হৃদ্যা পিত্তাগ্নিকারিণী। সমীরণবলাসঘ্নী কৃমীনাঞ্চৈব নাশিনী। **রাজবল্লভঃ।**

অর্শঃসু যবানী—"* শীধুসংযুক্তমজাজীদীপ্যকং পিবেৎ"। (চিঃ ৮ অঃ)। **চরকঃ।**

দন্তরোগে যবানী—"যবানীঞ্চ বচাং রাত্রৌ দন্তমূলে চ ধারযেৎ"। (চিঃ ৪৫ অঃ)। (২) **গলশুণ্ডিকায়াং** যবানী—"দিবা রাত্রৌ যবান্যাশ্চ মুখে সংধারণং হিতম্"। (চিঃ ৪৫ অঃ)। **হারীতঃ।**

শীতপিত্তে যবানী—"সগুড়ং দীপ্যকং যস্তু খাদেৎ পথ্যাশভুক্ নরঃ। তস্য নশ্যতি সপ্তাহাদুদর্দ্দঃ সর্ব্বদেহজঃ। (শীতপিত্ত—চিঃ)। (২) **কৃমিষু পারসীকযবানী**—"পারসী যবানিকা পীতা পর্য্যুষিতবারিণা প্রাতঃ। গুড়পূর্ব্বা কৃমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতযত্যাশু। (কৃমি—চিঃ)। **চক্রদত্তঃ।**

যবানীর ভাষানাম—বাঃ—যোয়ান্। কোঃ—বাইন্। হিঃ—অজ্‌বাইন্, আজ-মান্। মঃ—ওঁবা। গুঃ—অজমা। কঃ—ওড়। তৈঃ—বামু। তাঃ—অমন্। কাঃ—আজুণা। অঃ—কমূনমূকী।

অজমোদার ভাষানাম—বাঃ—বনযোয়ান্। কোঃ—ঘোড়বচ্। হিঃ—অজমোদ্। মঃ—অজমোদা। গুঃ—বোডি অজমোদ। কঃ—অজমোদা। তৈঃ—আজমোদা। ফাঃ—কর্ফস্। অঃ—হবুলকর্ত্তুকেরফস্।

খুরাসানী যবানীর ভাষানাম—বাঃ—খোরাসানী যোয়ান্। হিঃ—খুরাসানী অজবায়ন, খুরাশানী ওবা। গুঃ—খুরাশানী অজমা। তৈঃ—খুরসান বামু। তাঃ—খুরশানী ওমাম। ফাঃ—বঙ্গ। অঃ—বজ্রুল্ বঞ্জ।

যবানীত্রয়ের অন্বর্থসংজ্ঞা—যবানীর—"দীপনী," "বাতারি," "শূলহন্ত্রী," "তীব্রগন্ধা," "অগ্নিবৰ্দ্ধিনী"। অজমোদার—"উগ্রগন্ধা," "গন্ধদলা"। পারসীকযবানীর—"তুরস্কা," "মদকারিণী"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ।

মাত্রা—অজমোদা ও যবানীর ১—৪ আনা। পারসীক যবানীর—½—১ আনা। ইহা মাদক। অতএব সাবধানে ব্যক্তিবিশেষে মাত্রা নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

চরক—অর্শে যবানী—অর্শোরোগীকে শীধু নামক আয়ুর্ব্বেদোক্ত মদ্য বিশেষের সহিত অজাজী ও যবানীচূর্ণ পান করাইবে। (চিঃ ৯ অঃ)।

হারীত—দন্তরোগে যবানী—দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব হইলে পিষ্টযবানী রাত্রিতে দন্তমূলে ধারণ করিবে। (চিঃ ৪৫ অঃ)। (২) গলশুণ্ডিকায় যবানী—গলশুণ্ডিকা হইলে দিবারাত্র মুখে যবানী রাখিবে। (চিঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—শীতপিত্তে যবানী—পথ্যভোজনপূর্ব্বক পুরাণগুড়ের সহিত যবানীচূর্ণ সেবন করিলে সপ্তাহে উদর্দ্দ প্রশমিত হয়। (শীতপিত্ত—চিঃ)। (২) কোষ্ঠগত কৃমিরোগে পারসীক যবানী—প্রথমতঃ গুড় সেবন করিয়া পরে বাসী জলের সহিত পিষ্ট পারসীক যবানী পান করিলে কোষ্ঠগত ক্রিমি নির্গত হয়। (ক্রিমি—চিঃ)।

Constituents *of Ptychotis Ajowan.*—An aromatic volatile oil and a crystalline substance which collects on the surface of the distilled water. This stearopten, known under the Hindustanee name of Ajawankaphul, flowers of Ajowan or Ajowan Camphor, is identical with English thymol contained in thymus vulgaris.

Actions and uses.—Diffusible, stimulant, stomachic, carminative, antispasmodic and antiseptic. The fruit combines the powerful stimulant qualities of mustard or capsicum, the bitter property of Chiretta

and the antipasmodic virtues of asafetida, and is of great service in cholera. As an antiseptic, it removes offensive smeell from foul ulcers. As a stomachic it increases the flow of saliva, augments eructations, heart-burn, &c. As an antispasmodic it is given in flatulency, colicky pains, hysteria, stoppage of urine and tympanitis. In bronchitis, with profuse expectoration, it lessons the septum. A poultice of crushed fruits is applied to painful rheumatic joints, and fomentation of hot seeds to the chest in bronchitis, asthma and to the cold hands and feet in cholera, fainting and syncope. Ajma-na-phula, is antiseptic and germicide. With camphor and other antispasmodics it is given in cholera, diarrhœa, intestinal colic, spasm of the stomach, asthma and dysmenorrhœa. The oil is applied as a stimulant embrocation for the relief of pains in the limbs or rheumatism, and also given internally for colic tympanitis &c. Aqua ptychotis is used to disguise the taste of naunseous drugs. (R N. Khory—Vol II., p. 297).

Constituents *of Conium Maculatum.*—The leaves contain a volatile oil to which the smell is due. The leaves and fruit contain 3 alkaloids known as Coniine (1/5 to ½ p. c.) liquid and volatile ; methylconiine, and conhydrine, both solid and volatilizable and pseudo conhydrine ; a volatile oil, fixed oil, conic acid or malic acid, and ash 6 p c. Conine or coniine, cicutine or conicine.*

Physiological actions.—Sedative, antispasmodic, anodyne, soporific, and antaphrodisiac. Like curare it paralyses the end organs of motor nerves, without affecting sensation or consciousness If given for sometime it afterwards paralyses the motor centeres in the brain and spinal cord. The muscular irritability remains intact. It is a direct sedative to the respiratory centres, and death is due to paralyses of the respiratory muscles. (R. N. Khory—Vol. II., p. 285).

নব্যমত—যমানী—বাবাগ্নী, উষ্ণ, পাচক, বায়ু-প্রশমক, আক্ষেপনিবারক ও পচননিবারক। যমানীতে সর্ষপ ও লঙ্কার অতি তীক্ষ্ণতা, চিরতার তিক্তগুণ এবং হিঙ্গুর আক্ষেপনিবারক ধর্ম্ম একত্র সন্নিবিষ্ট এবং ইহা বিসূচীকার পক্ষে বিশেষ হিতকর। পচন-নিবারক বলিয়া ইহা ক্লিন্ন কদর্য্য ক্ষতের দুর্গন্ধ নাশ করে। পাচক বলিয়া ইহা লালাস্রাব, উদ্গার ও হৃদয়বিদাহ বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। আক্ষেপনিবারক বলিয়া উদরাধ্মান, শূলবৎ বেদনা, মূর্চ্ছা, মূত্ররোধ এবং উদাবর্ত্ত ও আনাহ পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাণ কাসে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ইহা সেবনে শ্লেষ্মস্রাব হ্রাস পায়। যমানীর প্রলেপ আমবাতের স্ফীতি ও বেদনার পক্ষে হিতকর। কাস ও শ্বাসরোগে বক্ষোদেশে, এবং মূর্চ্ছা,

শ্বাসরোধ ও বিসূচীকারোগীর শীতল হস্তপদে, যমানীর পোট্‌লী দ্বারা স্বেদ হিতকর। আযোওয়ান্‌ কা ফুল (stearoptin) পচননিবারক এবং কীটনাশক। কর্পূর এবং অন্যান্য আক্ষেপনিবারক দ্রব্যের সহিত ইহা বিসূচীকা, উদরাময়, বায়ুশূল, পাকস্থালীয় আক্ষেপ, শ্বাস, এবং রক্তঃকৃচ্ছ্র রোগে প্রযোজ্য। যমানীর তৈল মর্দ্দন, বাতের বেদনার পক্ষে হিতকর। ইহা শূল এবং উদাবর্ত্তরোগীর সেব্য। যমানীর জল বিবমিষাজনক ঔষধের স্বাদ আচ্ছাদনার্থ ব্যবহৃত হয়। (আর্‌ এন্‌, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ২৯৭ পৃঃ)।

পারসীক যবানী—অবসাদক, আক্ষেপহর, বেদনানিবারক, নিদ্রাজনক ও রতিস্পৃহা হ্রাসকারী। সংজ্ঞনাশ না করিয়া ইহা মোটর নার্ভের অবসাদ জন্মায়। অধিককাল সেবিত হইলে, মস্তিষ্কস্থ মোটর নার্ভের কেন্দ্র এবং পৃষ্ঠবংশীয় নার্ভের অবসাদ আনয়ন করে এবং তৎসহ পৈশিক উত্তেজনা বিদ্যমান থাকে। ইহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার অবসাদক। ইহা নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস নির্ব্বাহকারিণী পেশীগণের অবসাদ জন্মাইয়া মৃত্যু ঘটায়।

রসোন—रसोनः।

रसोनः, लशुनः—Allium Sativum.

भेदः—महारसोनः।

अन्वर्थसंज्ञाः—रसोनस्य—"गृञ्जकन्दः," "म्लेच्छकन्दः," "महौषधः," "उग्रगन्धः," "शीतमर्द्दकः," "वातारिः"। महारसोनस्य—"पृथुपत्रः," "दीर्घपत्रकः," "महाकन्दः," "स्थूलकन्दः," "बलेश्वितः"।

क्रिमिकुष्ठकिलासघ्नो वातघ्नो गुल्मनाशनः। स्निग्धश्चोष्णश्च वृष्यश्च रसोनः कटुकोगुरुः। चरकः—(सूः २७ अः)।

* वृष्यश्च मेधास्वरवर्णचक्षु।—भग्नास्थिसन्धानकरो रसोनः। हृद्रोगजीर्णज्वरकुक्षिशूल।—विबन्धगुल्मारुचिकासशोफान्। दुर्नामकुष्ठानलसादजन्तु।—समीरणश्वासकफांश्च हन्ति। सुश्रुतः—(सूः ४६ अः)।

पित्तरक्तविनिर्मुक्तसमस्तावरणावृते। शुद्धे वा विद्यते वायौ न द्रव्यं लशुनात् परम्। वाग्भटः—(उः ४८ अः)।

रसोन उष्णः कटुपिच्छिलश्च। स्निग्धो गुरुः स्वादुरसोऽतिवल्यः। वृष्यश्च मेधास्वरवर्णचक्षुः।—भग्नास्थिसन्धानकरः सुतीक्ष्णः। हृद्रोगजीर्णज्वरकुक्षिशूलविबन्धगुल्मारुचिकृच्छ्रशोफान्। दुर्नामकुष्ठानिलसादजन्तु।—कफामयान् हन्ति महारसोनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

रसोनोऽन्यरसोनः स्याद् गुरूष्णः कफवातनुत्। अरुचिकृमिहृद्रोगशोफघ्नश्च रसायनः। राजनिघण्टुः।

पञ्चभिश्च रसैर्युक्तः रसेनाम्लेन वर्जितः तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः। कटुकश्चापि मूलेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थितः। नाले कषाय उद्दिष्टो नालाग्रे लवणः स्मृतः। वीजे तु मधुरः प्रोक्तो रसस्तद्गुणवेदिभिः। रसोनो वृंहणो वृष्यः स्निग्धोष्णः पाचनः सरः। रसपाके च कटुकोस्तीक्ष्णो मधुरको मतः। भग्नसन्धानकृत् कण्ठ्यो गुरुः पित्तास्रवृद्धिदः। वलवर्णकरो मेधाहितो नेत्र्यो रसायनः। * मद्यं मांसं तथाम्लञ्च हितं लशुनसेविनाम्। व्यायाममातपं रोषमतिनीरं पयो गुड़म्। रसोनमश्नन् पुरुषस्त्यजेदेतन्निरन्तरम्। भावप्रकाशः।

लशुनः क्षारमधुरः कण्ठ्यो वृष्यो गुरुः सरः। भग्नसन्धानकृद् वल्यो रक्तपित्तप्रदूषणः। राजवल्लभः।

विषमज्वरे रसोनः—"रसोनस्य सतैलस्य प्रागभक्तमुपसेवनम्। मेध्यानामुष्णवीर्य्याणामामिषाणाञ्च भक्षणम्"। (चिः ३ अः)।
(२) वातगुल्मे रसोनः—"साधयेत् शुद्धशुष्कस्य रसोनस्य चतुष्पलम्। क्षीरे अष्टगुणिते क्षीरशेषञ्च तं पिवेत्। वातगुल्ममुदावर्त्तं गृध्रसीं विषमज्वरं। हृद्रोगं विद्रधिं शोथं साधयत्याशु तत् पयः। (चिः ५ अः)।

(१) अपस्मारे रसोनः—"प्रयुञ्ज्यात् तैलशुनम्"। (चि: १५ अ:)। चरकः।

विषमज्वरे रसोनः—"प्रातः प्रातः ससर्पिष्कं रसोन मुपयोजयेत्"। (उ: ३८ अ:)। (२) शोषे रसोनः—"रसोनयोगं विधिवत् क्षयार्त्तः" (उ: ४१ अ:)। सुश्रुतः।

वातश्लेष्मभवे शूले रसोनः—"रसोनं मद्यसंमिश्रं पिवेत् प्रातः प्रकाङ्क्षितः। वातश्लेष्मभवं शूलं निहन्तुं वह्निदीपनम्"। (शूल—चि:)। चक्रदत्तः।

वातव्याधौ रसोनः—"पिष्ट्वा सुसूक्ष्मं लशुनस्य कल्कं। घृतेन लिह्यात् घृतभोजनाशी। तस्य प्रणश्यन्ति हि वातरोगाः। संस्कारहीनात् पुनरथ दिवार्थः। (वातव्याधि—चि:)। वङ्गसेनः।

व्रणक्रिमिनाशार्थम् रसोनः—"॥ हन्याद् व्रणकृमीन्। लशुनस्याथवा लेपः"। (व्रण—चि:)। भावप्रकाशः।

রসোনের ভাষানাম—বাঃ—রশুন। হিঃ—লশুন, লহশন্। মঃ—পাণ্ডরী লসূন। গুঃ—লসন। কঃ—বিলীয় বেল্লুলী। তৈঃ—তেল্লা উল্লীগাড্ডা। তাঃ—বল্লই পাণ্ডু। ফাঃ—সীর। অঃ—সুম ইস্তুদি যুন।

রসোনের ভেদ—রসোন ও মহারসোন ভেদে রসোন দুই প্রকার। যে রসোনের পত্র চৌড়া ও দীর্ঘ এবং যাহার কন্দ স্থূল তাহাই মহারসোন।

রসোনের অন্বর্থ সংজ্ঞা—"উগ্রকন্দ," "ম্লেচ্ছকন্দ," "মহৌষধ," "উগ্রগন্ধ," "শীতমর্দক," "বাতারি"। মহারসোনের—"পৃথুপত্র," "দীর্ঘপত্রক," "মহাকন্দ," "স্থূলকন্দ," "বলেহিত"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ। মাত্রা—খোসাছাড়ান রসোন ২—৮ আনা।

বৈদ্যকে রসোনের ব্যবহার।

চরক—বিষমজ্বরে রসোন—পিষ্টরসোন, তিলতৈল সহ, ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিবে। এবং মেধ্য, উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ও মাংস ভোজন করিবে। (চিঃ ৩ অঃ)। (২) বাতগুল্মে রসোন—সুপক্ক সুশুষ্ক রসোন ২২ তোলা, ৴২ সের জল এবং গোদুগ্ধ ৴৵০ মিশাইয়া মৃৎপাত্রে মৃদুজ্বালে পাক করিবে—দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রসোন ফেলিয়া দুগ্ধ লইয়া বাতগুল্মীকে পান করিতে দিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) অপস্মারে রসোন—তিল তৈলের সহিত রসোন, অপস্মার রোগীকে সেবন করাইবে। (চিঃ ১৫ অঃ)।

সুশ্রুত—বিষমজ্বরে রসোন—বিষমজ্বরীকে প্রাতঃকালে গব্য ঘৃতের সহিত খোসাছাড়ান রসোন সেবন করাইবে। (উঃ ৩৯ অঃ)। (২) শোষে রসোন—ক্ষয়রোগী, রসোন সেবনের নিয়ম পালনপূর্ব্বক রসোন সেবন করিবে। (উঃ ৪১ অঃ)।

চক্রদত্ত—বাতশ্লেষ্মজশূলে রসোন—যাহার বাতশ্লেষ্মজ শূলরোগ হইয়াছে তাহাকে প্রাতঃকালে আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন মন্ত্রের সহিত রসোন সেবন করাইবে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ শূল নাশক এবং অগ্নিদীপ্তিকর। (শূল—চিঃ)।

বঙ্গসেন—বাতব্যাধিতে রসোন—গব্য ঘৃতের সহিত সুপিষ্ট রসোন সেবন করিয়া, ঘৃত যুক্ত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিবে। ইহা বিবিধ বাতরোগনাশক।

ভাবপ্রকাশ—ক্ষতের কৃমিনাশার্থ রসোন—ক্ষতে পিষ্ট রসোনের প্রলেপ দিলে ক্ষতস্থিত কৃমি বিনষ্ট হয় (ব্রণ—চিঃ)।

বক্তব্য—রসোনের মূলে কটু (ঝাল), পত্রে তিক্ত, নালে কষায়, নালাগ্রে লবণ এবং বীজে মধুর রস আছে। কেবল অম্ল রসের অভাব, অতএব রসোন নাম। আয়ুর্ব্বেদোক্ত মদ্য, মাংস এবং অম্ল রসোনসেবীর পক্ষে হিতকর। ব্যায়াম, রৌদ্রসেবা, ক্রোধ, অতি-জলপান, দুগ্ধপান এবং গুড়ভক্ষণ রসোনসেবীর পক্ষে অহিতকর। রসোন শ্রেষ্ঠ রসায়ন। বাগ্‌ভট্ট বলেন—"সাক্ষাদমৃতসম্ভূতেগ্রামণী স রসায়নম্"। কে কোন্ কালে রসায়নার্থ রসোন সেবন করিবে? হৃদয়ে কথিত হইয়াছে—"শীলয়েল্লশুনং শীতে বসন্তেঽপি কফোল্বণঃ। ঘনোদয়েঽপি বাতার্ত্তঃ সদা বা গ্রীষ্মলীলয়া। নিবৃত্তস্তত্বঃ শীতমধুরোপস্কৃতাশয়ঃ। রসায়নকামী রসোনসেবীর অনুচরেরা পর্য্যন্ত মস্তক ও কর্ণে রসোন ধারণ করিবে এবং তাহার উঠানেও রসোন বিক্ষিপ্ত থাকিবে—তদ্বৎসাবতংসাভ্যাং চর্চ্চিতানুচরাজিরঃ। রসোনের সম্পূর্ণ রসায়নগুণ লাভ করিতে হইলে, রসোনসেবীর পক্ষে হিতকর বস্তু ভোজন এবং অহিতকর বস্তু পরিত্যাগ করিতে হইবে, যাহাতে রোগীর অজীর্ণ না হয় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ

দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং "পিত্তকোপভয়াদন্তে যুঞ্জ্যাম্মৃদুবিরেচনম্" (বাগ্‌ভট) পিত্তকোপের ভয় পরীহারার্থ মৃদু বিরেচন দিতে হইবে।

Constituents.—An acrid volatile oil, starch, mucilage 35 p. c., albumen, sugar, &c.

Oil of Garlic.—A volatile oil, obtained by distillation; it contains allyl, propyl disulphide, diallyl disulphide and other sulpher compounds. It is clear limpid liquid of a dark brown or yellow colour; odour very repulsive; taste repungent, the medical properties are due to this oil. Dose, ½ to 2 ms.

Actions and uses.—As a gastric stimulant, it aids digestion, and is given in flatulence; as an expectorant it has a special influence over the bronchial and pulmonary secretions; as an emmenagogue it promotes the flood of menses. It is a tonic, carminative and stimulant of the skin and kidneys. In large doses it is an irritant and produces flatulence, headache, nausea, vomiting, diarrhœa, &c. As a local stimulant and irritant, it reddens the skin and causes vesication. Like kanda, it is applied to the nose of hysterical girls when in a state of swooning. Given with common salt it relieves colic and nervous headache. As a vermifuge it expels round worms. Like onion it causes copious dinresis and is hence used in dropsy, or anasarca. Locally in bronchitis and in cold catarrh in children; bruised garlic and onions are applied to the chest as a poultice or liniment. Applied to the perineum it relieves strangury. It is also applied to the bites of venomous reptiles. Mustard powder is added to promote its rubefacient effects. It is rubbed over ring-worm with relief. Garlic juice slightly warmed, or the bulb is boiled with salad oil and the oil when cool is dropped into the ear for the relief of ear-ache. (R. N. Khory--Vol. II., p. 607).

নব্যমত—রসোন, পাকস্থালীর উত্তেজন জন্মাইয়া পরিপাক ক্রিয়া নির্ব্বাহের উত্তর-সাধকতা করে। ইহা উদরাধ্মানে প্রযুক্ত হয়। কফনিঃসারকরূপে উরোগত শ্লেষ্ম সকলের উপর রসোনের বিশেষ শক্তি লক্ষিত হয়। আর্ত্তবস্রাবকারী বলিয়া, রজঃস্রাব পরিমিত মাত্রায় আনয়নার্থ ইহা সেবিত হইয়া থাকে। ইহা বলকারক, বায়ুপ্রশমক এবং ত্বক্ ও বৃক্কের ক্রিয়া ত্বরিত করে। অধিক মাত্রায় রসোন সেবন করিলে উদরাধ্মান, শিরঃপীড়া, বিবমিষা, বমন এবং অতিসারাদি আনয়ন করে। রসোনের প্রলেপ উষ্ণ ও উত্তেজক, ইহা ত্বক্‌কে লাল করে এবং ফোস্কা পড়ায়। মূর্চ্ছারোগপীড়িত বালিকার মূর্চ্ছিতাবস্থায় পিঁয়াজের মত পিটরসোনের পোটলী নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করান হইয়া থাকে। লবণের

সহিত রসোন, শূল এবং বায়ুপ্রধান শিরঃপীড়া প্রশমিত করে। কৃমিনিঃসারক বলিয়া অন্ত্রস্থিত কৃমিপাতনার্থ রসোন সেবিত হইয়া থাকে। পিয়াজের মত রসোনও সেবিত হইলে মূত্রস্রাব বর্দ্ধিত করে অতএব ইহা শোথ এবং অগম্ভীর শোথে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শিশুগণের "ব্রঙ্কাইটীশ্ কিংবা শৈত্যজ তরুণ প্রতিশ্যায়ে (cold catarrh) বক্ষোদেশে পিষ্টরসোন ও পিয়াজের প্রলেপ কিম্বা রস মর্দ্দন করা হইয়া থাকে। তলপেটে রসোনের প্রলেপ দিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। বিষধর সরীসৃপের দংশনে দষ্টস্থানে রসোনের প্রলেপ দেওয়া হয়। অধিক লাল বা ফোস্কা পড়ানর জন্য রসোনের সহিত সর্ষপ মিশ্রিত করা হয়। দক্রর উপর রসোন ঘর্ষণ করিলে আরাম হয়। রসোনের ঈষৎ উষ্ণ রস কিংবা রসোন তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল, কর্ণে বিন্দু বিন্দু করিয়া দিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয়। (আর, এন্, কোরি—২য়ঃ খঃ, ৬০৭ পৃঃ)।

রাজাদন—राजादनः।

क्षीरी, राजादनः(गौ)—Mimusops Indica, Mimusops Hexandra.

अन्वर्थसंज्ञाः—"**क्षीरवृक्षः,**" "**क्षीरशुक्लः,**" "**दृढ़स्कन्धः,**" "**प्रियदर्शनः,**" "**गुच्छफलः,**" "**मधुफलः,**" "**कपीष्टः,**" "**निम्बबीजः,**" "**माधवोद्भवः**"।

राजादनो रसे स्वादुः पाकेऽम्लः शीतलस्तथा। वृष्यिकारी भवेद्वात-नाशनश्च प्रकीर्त्तितः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

राजादनी तु मधुरा पित्तहृद् गुरुतर्पणी। वृष्या शौल्यकरी हृद्या सुस्निग्धा मेहनाशकृत्। राजनिघण्टुः।

क्षीरिकायाः फलं वृष्यं बल्यं स्निग्धं हिमं गुरु। तृष्णा मूर्च्छामदभ्रान्ति-क्षयदोषत्रयास्रजित्। भावप्रकाशः।

स्निग्धं स्वादु कषायञ्च राजादनफलं गुरु। सुश्रुतः—सूः ४६ अः।

*** राजादनफलानि च। स्वादूनि सकषायाणि स्निग्धशीतगुरूणि च। चरकः (सूः २७ अः)।**

পিত্তপ্রদরে রাজাদনপত্রম্—"পত্রকল্কৌ ঘৃতে ভৃষ্টৌ রাজাদনকপিত্থয়োঃ। পিত্তানিলহরৌ পৈত্তে *"। (চিঃ ৩০ অঃ)। চরকঃ।

ন্যচ্ছে ব্যঙ্গে চ রাজাদনঃ—"কপিত্থরাজাদনয়োঃ কল্কো বা হিত মুচ্যতে" (চিঃ ২০ অঃ)। সুশ্রুতঃ।

ভাষানাম—হিঃ—খিন্নী, খিরণী। মঃ—খিরনী। গুঃ—রায়ণ। কঃ—খেণে মারিনে। তাঃ—পল্ল।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"ক্ষীরবৃক্ষ," "ক্ষীরশুক্র," "দৃঢ়স্কন্ধ," "প্রিয়দর্শন," "গুচ্ছফল," "মধুফল," "কপীষ্ট," "নিম্ববীজ," "মাধবোদ্ভব"।

বর্ণন—রাজাদন সুন্দর ছায়াতরু মধ্যে গণ্য হইতে পারে। কাণ্ড—সরল, বৃদ্ধ বৃক্ষের কাণ্ড কোটরবহুল দৃষ্ট হয়। বৃক্ষত্বকের তিনটিস্তর—বাহ্যস্তর অকর্কশ, পাংশুটে রঙের; মাধ্য স্তর সবুজবর্ণ; আন্তর স্তর রক্তবর্ণ এবং দুগ্ধবৎ আঠায় পূর্ণ। পত্র—লম্বা চৌড়া, উভয়পৃষ্ঠ চিক্কণ সবুজ বর্ণ, পত্রবৃন্ত—দীর্ঘ, গোল। পুষ্পদণ্ড সশাখ—প্রত্যেক শাখা একপুষ্পধারী। পুষ্প—ক্ষুদ্র, পুষ্পকাল—বসন্ত। ফল—জলপাইয়ের মত, পক্কাবস্থায় পীতবর্ণ, গুচ্ছাকারে স্থিত। যেগুলি পকাবস্থাতেও সবুজবর্ণ, থাকে সেইগুলি ক্ষীরবহুল। বীজ—কৃষ্ণ, মসৃণ ও চিক্কণ, বীজত্বক্ পীড়ন করিলে, শব্দপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া যায়, বীজশস্য কিঞ্চিৎ লাল এবং তৈলগর্ভ। ত্বকের স্বাদ তিক্তকটু। পেষণ করিয়া, বীজ হইতে তৈল বাহির করা যায়। রাঢ়ে বা পূর্ব্ববঙ্গে রাজাদন বৃক্ষ জন্মে না।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, ফল। মাত্রা—পত্রকল্ক—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে রাজাদনের ব্যবহার।

চরক—পিত্তপ্রদরে রাজাদনপত্র—রাজাদন ও কয়েদের পাতা সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক গব্য ঘৃতে ভাজিয়া পিত্তপ্রদর রোগীকে সেবন করাইবে। (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত—রাজাদন ফল এবং কয়েদ একত্র পেষণপূর্ব্বক লেপন করিলে, মুখের মেচেতা আরাম হয়। (চিঃ ২০ অঃ)।

বক্তব্য—চরক "কষেষাদি"তে রাজাদন পঠিত হয় নাই। সুশ্রুত ইহাকে পরূষকাদি বর্গে পাঠ করিয়াছেন। রাজাদন শব্দের অর্থ রাজভোজন যোগ্য। ইহার ফলকে লক্ষ্য

করিয়াই রাজদন নাম রাখা হইয়াছে। রাজাদনের ঠিক্ বাঙ্গালা নাম নাই। কেহ কেহ ক্ষীরখেজুর বলেন।

Constituents.—The bark contains tannin, resin, wax, a colouring matter, starch and mineral matters. The seeds contain a fixed oil. The fruits contain sugar, caoutchouc, pectin, colouring matter and tannin.

Actions and uses.—The bark is astringent and used for the same purposes as mohvara and bakuli. A paste of the seeds is used to procure abortion. The oil from the seeds is demulcent and emcllient. The ripe fruit is deliciously sweet and restorative. (R. N.Khory—Vol I., p. 430.).

নব্যমত—রাজাদনের ত্বক্ কষায়, বকুল প্রভৃতি ক্ষীরিবৃক্ষের ত্বক্ যেরূপ ব্যবহৃত হয়, ইহাও তদ্রূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার বীজের প্রলেপ গর্ভস্রাব করায়। বীজের তৈল স্নিগ্ধ এবং মার্দ্দবকারী, পক্বফল সুস্বাদু এবং ধাতুসাম্যকর।

রাস্নাত্রয়—रास्नास्तिस्रः।

मूलरास्ना, पत्ररास्ना, तृणरास्ना।—Inula Helenium (?) Eng. Elecampane.

अन्वर्थसंज्ञाः—"सुगन्धमूला," "एलापर्णी"।

रास्ना तिक्तोष्णगुर्वी स्याद्विषवातास्रकासजित्। शोफवातोदरश्लेष्मशमन्या-मस्य पाचनी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

रास्ना तु त्रिविधा प्रोक्ता मूलं पत्रं तृणं तथा; ज्ञेये मूलदले श्रेष्ठे तृणरास्ना च मध्यमा। रास्ना गुरुश्च तिक्तोष्णा विषवातास्रकासजित्। शोफकम्पोदरश्लेष्मशमनी पाचनी च सा। राजनिघण्टुः।

रास्नाऽऽमपाचनी तिक्ता गुरूष्णा कफवातजित्। शोथश्वाससमीरास्र-वातशूलोदरापहा। कासज्वरविषाशीतिवातिकामयसिध्महृत्। भाव-प्रकाशः।

"रास्ना शोथामवातघ्नी—" राजवल्लभः।

अन्यग्रन्थे रास्ना—"रास्ना वातहराणाम्," "रास्नाऽगुरुणी शीतापनयनप्रलेपानाम्" (सू: २५ अः)। (२) अर्शःसु रास्ना—"रास्नापिण्डैः सुखोष्णैर्वा" * स्वेदयेत्। (चि: ९ अः)। (३) वातव्याधौ रास्ना—"रास्नासहस्रनिर्य्यूहे तैलद्रोणं विपाचयेत्। गन्धैर्हैमवतैः पिष्टैरेतान्ते सानिलार्त्तिनुत्। (चि: २८ अः)। चरकः।

वातव्याधौ रास्ना—"रास्नायास्तु पलस्वैकम्। कर्षान् पञ्च च गुग्गुलोः। सर्पिषा वटिकां कृत्वा खादेद्वा गृध्रसीहराम्। (वातव्याधि—चि:)। चक्रदत्तः।

রাস্নার পরিচয়ে সন্দেহ—আম্র, তিন্তিড়ী কিম্বা জম্বু বৃক্ষের কাণ্ড ও শাখায় যে উদ্ভিদ্ বর্দ্ধিত হয়, যাহার কাণ্ড নাই—কেবল সরু লম্বা, স্থূল পত্রের মূলগুলি কোষাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া এক প্রকার পত্ররচিত কাণ্ড রচনা করে মাত্র, বৃক্ষকাণ্ডে বা শাখায় যাহার ক্ষীণ, সবুজ ও শুভ্রবর্ণের মূলগুলি সুদূরে বিস্তৃত হয়, বর্ষার আদিতে যাহা হইতে সশাখ, দীর্ঘ পুষ্পদণ্ড নির্গত হইয়া ফিকে বেগুণে রঙের পুষ্প ধারণ করে, যাহা, অর্জ্জুনের ফল বা কামরাঙ্গাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করিলে যেমন দেখায় সেইরূপ ফল ধারণ করে, সেই উদ্ভিদ্‌কেই অধুনা বঙ্গীয় চিকিৎসকগণ রাস্না বলিয়া ব্যবহার করেন। কিন্তু ইহা বৈদ্যকোক্ত রাস্না নহে। রাস্নাকে ধন্বন্তরি এবং নরহরি উভয়েই "সুগন্ধমূলা" এবং ভাবমিশ্র ও অমরসিংহ "এলাপর্ণী" বলিয়াছেন। অধুনা যাহা রাস্না নামে প্রচলিত, তাহার মূলে কিঞ্চিন্মাত্র গন্ধ নাই, সুগন্ধ ত দূরের কথা। এবং পর্ণ ও এলার তুল্য নহে। প্রাচীনকালে অগুরুবৎ রাস্নাও অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হইত। চরকে লিখিত আছে (সূ: ২৫ অ:) শীতাপনোদক প্রলেপ দ্রব্যের মধ্যে রাস্না ও অগুরু শ্রেষ্ঠ।

রাস্নার ভেদ—নরহরি বলিয়াছেন—"রাস্নাতু ত্রিবিধা প্রোক্তা মূলং পত্রং তৃণং তথা" রাস্না তিন প্রকার মূলরাস্না, পত্ররাস্না তৃণরাস্না। নিঘণ্টুতে রাস্নাত্রয়ের ইতর ব্যবচ্ছেদক কোন লক্ষণের উল্লেখ নাই সুতরাং স্বরূপ নির্দ্ধারণ দুর্ঘট। Qunla Helenium‌কে পারস্য ভাষায় "রাসন্" বলে, রাস্নার সহিত রাসনের বর্ণসাদৃশ্য দেখিয়া এবং ইহার মূল সুগন্ধি বলিয়া, ডিমক্ অনুমান করেন হয়ত ইহাই যথার্থ নিঘণ্টুক্ত রাস্না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহা মূলরাস্না, কিন্তু পত্র ও তৃণরাস্না কি? ডিমক্ তাহা বলেন

নাই। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় তিনি বোধ হয় বৈদ্যকোক্ত ত্রিবিধ রাস্নার কথা অবগত ছিলেন না। ভাবমিশ্র নাকুলীকে রাস্নাভেদ বলিয়াছেন। নাকুলী রাস্নাভেদ এ সিদ্ধান্ত নিঘণ্টু বিরুদ্ধ। কোন নিঘণ্টুতেই নাকুলীকে রাস্নাভেদ বলা হয় নাই। নিঘণ্টু যে ত্রিবিধ রাস্না স্বীকার করিয়াছেন তন্মধ্যে নাকুলীর উল্লেখ নাই। নিঘণ্টুদ্বয়ে রাস্নার পর্য্যায়ে নাকুলী, কি নাকুলীর পর্য্যায়ে রাস্না শব্দই পঠিত হয় নাই। কোন কোন অমর কোষের পাঠে নাকুলীর পর্য্যায়

"নাকুলী সুরসা রাস্না সুগন্ধা গন্ধনাকুলী।
নকুলেষ্টা ভুজঙ্গাক্ষী ছত্রাকী সুবহা চ সা॥

এইরূপ আছে বটে কিন্তু প্রামাণ্য টীকাকারগণ (ক্ষীরস্বামী প্রভৃতি) এই পাঠ স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা "রাস্না সুগন্ধা" স্থানে 'সর্পসুগন্ধা" পাঠ করেন। ধন্বন্তরি ও নাকুলীকে সর্পসুগন্ধা বলিয়াছেন সুতরাং সর্পসুগন্ধা পাঠ নিঘণ্টু সম্মত, অতএব সাধু। নাকুলী এবং রাস্না এক বর্গেও পঠিত হয় নাই। প্রথমটীকে ধন্বন্তরি করবীরাদিবর্গে এবং নরহরি মূলকাদিবর্গে, দ্বিতীয়কে ধন্বন্তরি গুড়ূচ্যাদিবর্গে এবং নরহরি পর্পটাদিবর্গে পাঠ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে ও অমরকোষে নাকুলী ও গন্ধনাকুলী পৃথক্ পঠিত হয় নাই—নাকুলীর পর্য্যায়েই গন্ধনাকুলীশব্দ পঠিত হইয়াছে। ধন্বন্তরি ও নরহরি উভয়েই নাকুলী ও গন্ধনাকুলীর গুণ পর্য্যায় পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়াছেন। নাকুলীদ্বয় শব্দের অর্থ নাকুলী গন্ধনাকুলী। চক্রোক্ত মহাপৈশাচিক ঘৃতের ব্যাখ্যায় শিবদাস লিখিয়াছেন "নাকুলীদ্বয়ং রাস্নাদ্বয়ং—রাস্না গন্ধরাস্না চ" শিবদাস এস্থলে নিশ্চয়ই নাকুলী অর্থে রাস্না শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, নচেৎ কোন অর্থই হয় না। রাস্না শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ স্থলে ভরতাদি টীকাকারগণ বলিয়াছেন "রাস্না সুরভিঃ" এতদ্ভিন্ন "সুগন্ধমূলা" রাস্নার একটী পর্য্যায়। সুতরাং রাস্নাশব্দেই গন্ধরাস্না, যখন নির্গন্ধ রাস্না নাই তখন "গন্ধরাস্না চ" ইহার কোন অর্থই হয় না, কিন্তু নাকুলী অর্থে প্রযুক্ত হইলে, নাকুলী, গন্ধনাকুলী এই সঙ্গত অর্থ করা যায়। ডিমক্ ও উদয় চাঁদ নাকুলী ও গন্ধনাকুলী শব্দ রাস্নার পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রাস্না শব্দ নাকুলী অর্থে বা নাকুলী শব্দ রাস্না অর্থে প্রযুক্ত হয় হউক, কিন্তু নাকুলী ও রাস্না এক নহে কিংবা নাকুলীকে রাস্নাভেদ বলাও সঙ্গত নহে।

রাস্নার লাটিন্ নাম—বঙ্গদেশে যাহা রাস্না নামে প্রচলিত, তাহা Vanda Roxburghii বা Saccolabium Papillosum কঙ্কন দেশের রাস্না—S. wightianum ও S. Præmorsum. বম্বের বাজারে Tylophora asthmatica রাস্না নামে পরিচিত।

বৈদ্যকে রাস্নার ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যাগ্রহে রাস্না—বাতহর দ্রব্যের মধ্যে রাস্না শ্রেষ্ঠ। শীতাপনোদক প্রলেপ দ্রব্যের মধ্যে রাস্না ও অগুরু শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) অর্শে রাস্না—ঘৃতোক্ত

রাস্নাপিণ্ড দ্বারা স্বেদ, অর্শের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) বাতব্যাধিতে রাস্না—রাস্নার যথোক্ত কাথের সহিত, হৈমবতী হইতে এলা পর্য্যন্ত লিখিত কল্ক সহ যথাবিধি পক্ক তিলতৈল বাতব্যাধি নাশক। (চিঃ ২৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—বাতব্যাধিতে রাস্না—রাস্না ৮ তোলা, বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ৪০ তোলা একত্র গব্যঘৃতযোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। ইহা গৃধ্রসী নামক বাতব্যাধিহর। (বাতব্যাধি চিঃ)।

রোহিতক—রোহিতকঃ।

রোহিতকঃ—Amoora Rohituka; Andersonia Rohituka, Roxb.

অস্য ভেদঃ—শুক্লরোহিতকঃ (The male tree).

অন্বর্থসংজ্ঞা—রোহিতকস্য——"প্লীহঘাতী," "সদাপ্রসূনঃ," "দাড়িমপুষ্পসংজ্ঞকঃ"। **শুক্লরোহিতকস্য**—"সিতপুষ্পঃ"।

রোহিতকো যকৃৎপ্লীহগুল্মোদরহরঃ সরঃ। শুক্লরোহিতকশ্চৈব কটূষ্ণমুভয়ং স্মৃতম্। কর্ণরোগহরশ্চৈব বিষবেগবিনাশনম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

রোহিতকো কটুস্নিগ্ধৌ কষায়ৌ চ সুশীতলৌ। ক্রিমিদোষব্রণপ্লীহরক্ত-নেত্রামযাপহৌ। রাজনিঘণ্টুঃ।

রোহিতকঃ প্লীহঘাতী রুচ্যো রক্তপ্রসাদনঃ। কষায়ঃ শীতলঃ স্নিগ্ধো যকৃদ্‌গুল্মহরো মতঃ। নেত্ররোগপ্রশমনঃ ক্রিমিঘ্নো ব্রণনাশনঃ। ভাব-প্রকাশঃ।

রোহিতকো যকৃৎপ্লীহগুল্মোদরহরঃ সরঃ। রাজবল্লভঃ।

কফপিত্তমেহে রোহিতকপুষ্পম্——"বৈভীতরৌহীতককৌটজানি। কপিত্থপুষ্পাণি চ চূর্ণিতানি। ক্ষৌদ্রেণ লিহ্যাৎ কফপিত্তমেহী। (চিঃ

६ अः)। (২) प्लीहोदरकामलादिषु रोहितकः—"रोहितकलतानान्तु काण्डकाः साभयाजले। मूत्रे वा सृतमेतच्च सप्तरात्रस्थितं पिबेत्। कामला-गुल्मेमेहार्शःप्लीहसर्व्वोदरक्रमीन्। तद्वन्यात् जाङ्गलरसै र्जीर्णे स्याच्चात्र भोजनम्"। (चिः १८ अः)। श्वेतप्रदरे रोहितकः—"रोहितका-न्मूलकल्कं पाण्डरे प्रदरे पिबेत्"। (चिः ३० अः)। चरकः।

রোহিতকের ভাষানাম—বাঃ—রোড়া, রয়না, হরিণহাড়া, পিত্তরাজ। হিঃ—রোহেড়া। মঃ—রোহিডা। গুঃ—রোহিডো। কঃ—যরডুমলু, মুত্তলু। তৈঃ—মুলু-মোদুগচেট্টু।

রোহিতকের ভেদ—নিঘণ্টুতে দুই প্রকার রোহিতকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একের অন্যতর নাম "দাড়িমপুষ্পসংজ্ঞক" অর্থাৎ ইহার পুষ্পের বর্ণ দাড়িম ফুলের মত। অপরের নাম "সিতপুষ্প" অর্থাৎ ইহার পুষ্প শুভ্র। প্রথমোক্ত রোহিতকের ফল হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা Female Hermaphrodite or Fertile tree. অপর সিতপুষ্প রোহিতকের ফল হয় না, ইহা Male tree.

অন্বর্থসংজ্ঞা—রোহিতকের—"প্লীহঘাতী," "সদাপ্রসূন," "দাড়িমপুষ্পসংজ্ঞক"। শুক্লরোহিতকের—"সিতপুষ্প"।

বর্ণন—ফরিদপুর জেলায় রোহিতক বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। এই উচ্চ বৃক্ষ আর্দ্র মৃত্তিকায় উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হয়। ইহার কাণ্ড সরল; ভূতলাভিমুখী শাখাগুলি ইহাকে উত্তম ছায়া-তরুতে পরিণত করে। পত্র—সাধারণ বৃন্তে ৪—৮ জোড়া থাকে এবং সর্ব্বাগ্রে একটী অযুগ্মপত্র বিদ্যমান। নিম্নের যুগ্মপত্রগুলি উপরের যুগ্মপত্রাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। অবৃন্তক, ক্ষুদ্র, বহু পুষ্প গুচ্ছাকারে স্থিত। পুষ্পকাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। নিঘণ্টুকার ইহাকে "সদাপ্রসূন" বলেন। রক্তবর্গ বলেন, ইহা বর্ষাকালে পুষ্পিত হয়। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি রোহিতকবৃক্ষ আম্রবৎ বসন্তকালে পুষ্পিত হইয়া থাকে। ফল—গোল, পীতবর্ণ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কাণ্ড ও মূলের ত্বক্। মাত্রা—কাথ ৫—১০ তোলা। ত্বক-কল্ক ১—৪ আনা। ত্বকের স্বাদ কষায় ও তিক্ত।

বৈদ্যকে রোহিতকের ব্যবহার।

চরক—কফপিত্তমেহে রোহিতক—কফপিত্তমেহী রোহিতক-পুষ্পচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। (চিঃ ৬ অঃ)। (২) প্লীহোদরে রোহিতক—রোহিতকের শাখা খণ্ড

খণ্ড করিয়া হরীতকীর ক্বাথে কিংবা গোমূত্রে সপ্তরাত্র স্থাপন করিবে। এই মূত্র বা ক্বাথ সপ্ত রাত্রির পর উদ্ধৃত ও বস্ত্রপূত করিয়া পান করিলে, কামলা, গুল্ম, মেহ, অর্শ, প্লীহোদর, সর্ব্বপ্রকার উদররোগ এবং ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (চিঃ ১৮ অঃ)। শ্বেতপ্রদরে রোহিতক —রোহিতক বৃক্ষের মূলত্বক্ শীতল জলে পেষণপূর্ব্বক শ্বেতপ্রদররোগাক্রান্তা নারী পান করিবে। (চিঃ ৩০ অঃ)।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে রোহিতক পঠিত হয় নাই। সৌশ্রুত দ্রব্যসংগ্রহণীয়াধ্যায়েও ইহার উল্লেখ নাই। চারক কিংবা সৌশ্রুত স্থাবরস্নেহযোনিবর্গে রোহিতক পঠিত না হইলেও, রোহিতকের ফল হইতে তৈল নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। যে অঞ্চলে রোহিতকবৃক্ষ প্রচুর জন্মে সেই অঞ্চলের লোকে রোড়ার তৈল প্রদীপে পোড়াইয়া থাকে। নিঘণ্টুতে রোহিতক-তৈলের গুণের উল্লেখ নাই।

Constituents.—Two yellow resins, starch, colouring matter, tannin and salts; both resins are soluble in ether, but one is insoluble in alcohol and alkaline solutions the other is soluble in both these liquids, and is of an acid nature.

Actions and uses.—Alterative, astringent and tonic, given in enlarged glands, as liver and spleen, in corpulence and in general debility. (R. N. Khory, Vol. II., p. 118).

নব্যমত—রোড়ারছাল—রসায়ন, কষায় ও বল্য। প্লীহযকৃৎবিবৃদ্ধি, স্থৌল্য এবং দুর্ব্বলতায় ইহা প্রয়োগ করা যায়। (আর, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮)।

লবঙ্গ—লবঙ্গম্।

লবঙ্গম্, দেবকুসুমম্—Caryophyllus Aromaticus.

लवङ्गं कुसुमं हृद्यं शीतलं पित्तनाशनम्। चक्षुष्यं विषघ्नञ्च माङ्गल्यं मूर्द्धरोगहृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

लवङ्गं शीतलं तिक्तं चक्षुष्यं भुक्तरोचनम्। वातपित्तकफघ्नञ्च तीक्ष्णं मूर्च्छत्रापहम्। अपिच—लवङ्गं सोष्णकं तीक्ष्णं विपाके मधुरं हिमम्। वातपित्तकफामघ्नं क्षयकासास्रदोषनुत्। राजनिघण्टुः।

লবঙ্গং কটুকং তিক্তং লঘু নেত্রহিতং হিমম্। দীপনং পাচনং রুচ্যং কফপিত্তাস্রনাশকৃৎ। তৃষ্ণাং ছর্দ্দিং তথাধ্মানং শূলমাশু বিনাশয়েৎ। কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্। **ভাবপ্রকাশঃ।**

আম্লামাশয়শূলঘ্নং লবঙ্গং পাচনং লঘু। **রাজবল্লভঃ।**

পিপাসায়ামনুৎক্লেশে চ লবঙ্গম্—"পিপাসায়ামনুৎক্লেশে লবঙ্গস্যাম্বু শস্যতে" (অগ্নিমান্দ্য—চিঃ)। **চক্রদত্তঃ।**

লবঙ্গের ভাষানাম—বাঃ—লবঙ্গ। কোঃ—লঙ্। হিঃ—লোঙ্গ। মঃ—লবঙ্গ। গুঃ—লবীঙ্গ। কঃ—লবঙ্গকলিকা। তৈঃ—লবঙ্গলু। তাঃ—কিরম্বের। ইং—ক্লোবস্। ফাঃ—মেহক্। অঃ—করণ্ফুল্।

বর্ণন—জাঞ্জিবর ও মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জে লবঙ্গবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। নয় বৎসরে লবঙ্গবৃক্ষ প্রথম মুকুলিত হয়। লবঙ্গবৃক্ষ চিরহরিৎ অর্থাৎ কদাপি ইহা সম্পূর্ণরূপে পত্রবিবর্জ্জিত হয় না। আমরা যাহাকে লবঙ্গ বলি তাহা লবঙ্গবৃক্ষের কুণ্ডনল মাত্র। লবঙ্গের উপরি যে ক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকার পদার্থ থাকে তাহা লবঙ্গপুষ্পের সঙ্কুচিত ৪টী দল মাত্র, ইহার ভিতর অনেকগুলি পুংকেসর stamen) এবং একটীমাত্র গর্ভতন্তু (style) থাকে। লবঙ্গের স্ত্রীপুংভেদ আছে। লবঙ্গবৃক্ষের কুণ্ডনল (calyx tube) গুলি যখন উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ হয় তখন উহাদিগকে বৃক্ষ হইতে হস্তের দ্বারা চয়ন করে এবং ২।৩ দিন মাদুরের উপরি রাখিয়া রৌদ্রশুষ্ক করে। অতঃপর বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—লবঙ্গ (লবঙ্গ বৃক্ষের শুষ্কীকৃত কুণ্ডনল)। **মাত্রা**—চূর্ণ ½—২ আনা। অর্দ্ধশৃতপানীয়—½—৪ ছটাক। বাজারে সচরাচর যে লবঙ্গ বিক্রীত হয় তন্মধ্যে কতকগুলি অতি জীর্ণ হেতু সংশুষ্কস্নেহ, এবং কতকগুলি নিষ্কাশিততৈল, সুতরাং ভৈষজ্যার্থ ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য।

বৈদ্যকে লবঙ্গের ব্যবহার।

পিপাসা ও উৎকাসিতে লবঙ্গ—পিপাসা ও উৎকাসি প্রশমনার্থ লবঙ্গের অর্দ্ধশৃত পানীয় পান করিতে দিবে। অর্দ্ধশৃতপানীয় প্রস্তুত বিধি—কুট্টিত লবঙ্গ ২ তোলা, জল /৫ সের, শেষ /২।

বক্তব্য—আয়ুর্বেদে লবঙ্গ শব্দে লবঙ্গকুসুম অর্থাৎ লবঙ্গবৃক্ষের কুণ্ডনল। লবঙ্গের ফলও আছে—ইঙ্গিতে এই কথা প্রকাশার্থ বক্তরি,—"লবঙ্গং কুসুমং স্মৃতং" বলিয়াছেন।

লবঙ্গের নিঘণ্টুক্ত একটী নাম "বারিসম্ভব," দ্বীপে জন্মিয়া থাকে বলিয়াই বোধ হয় লবঙ্গকে "বারিসম্ভব" বলা হইয়াছে। এখানে বারি শব্দে বারিবেষ্টিত ভূমি। অতি প্রাচীনতম বৈদ্যকগ্রন্থেও লবঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে; অতএব জানা যাইতেছে অতি প্রাচীনকালেও মালক্কা, জাঞ্জিবর প্রভৃতি দ্বীপের সহিত ভারতের বাণিজ্য ব্যবহার ছিল। ধন্বন্তরি, লবঙ্গের অন্যতম নাম "চন্দনপুষ্প" লিখিয়াছেন। সুগন্ধিহেতু এই নাম রক্ষিত হইয়াছিল কি? লবঙ্গে তৈল আছে। কিন্তু চারক বা সৌশ্রুত স্থাবরতৈলযোনিবর্গে কিংবা রাজনিঘণ্টুক্ত তৈলযোনিবর্গে লবঙ্গ পঠিত হয় নাই। আত্রেয়সংহিতায় লবঙ্গ তৈলের গুণ লিখিত আছে—"দেবপুষ্পোদ্ভবং তৈলং অগ্নিকৃৎ বাতনাশনং। দন্তবেষ্টকফার্তিঘ্নং গর্ভিণ্যা বমনাপহম্।" এদেশে যাহা লবঙ্গতৈল বলিয়া বিক্রীত হয় তাহা লবঙ্গ হইতে নিষ্কাশিত নহে। লবঙ্গ "সুইট্ অয়েলে" ভিজাইয়া রাখিয়া এই তৈল প্রস্তুত করে। লবঙ্গ যত পুরাণ হয় তাহার তীক্ষ্ণতা এবং তৈল তত হ্রাস পায়।

Constituents.—A heavy volatile oil 18 p. c., Caryophyllin—a camphor, resin 6 p. c. Caryophyllic acid or eugenic acid; eugenin, a crystallin body, tannin, woody fibre, gum &c.

Physiological Action.—Antiseptic, local anæsthetic, general stomachic, carminative, aromatic, antiemetic and anti-spasmodic; externally rubefacient, anæsthetic and antiseptic; internally it increases the circulation and raises blood heat, promotes digestion and nutrition, and relieves gastric and intestinal pain and spasm. It stimulates the skin, salivary glands, kidneys, liver and bronchial mucous membrane. It is excreted in the breath, perspiration, bile, milk and urine.

Therapeutics.—Given as a flavouring agent to correct griping caused by purgatives, to relieve flatulence and to increase the flow of saliva. In combination with other spices and rock salt it is given to relieve colic, indigestion, vomiting and thirst. Externally it is used as an application in rheumatic pains, sciatica, lumbago, to the head in headache, and to the tooth in toothache; roasted in the flame of a candle and kept in the mouth it improves the breath, relieves sore-throat and strengthens the gums. The powdered clove is a chief ingredient of a native preparation—lavanga-di-churna, which is given in cough, asthma &c. A paste of them is applied to the forehead and to the nose is a popular remedy among the natives in headache, coryza &c. (R. N. Khory, Vol. II., p. 265).

নব্যমত—লবঙ্গ পচননিবারক, প্রলেপে, ত্বকের স্পর্শজ্ঞানহারী, পাচক, বায়ুনাশক, রুচিকর; বমননিবারক ও আক্ষেপহর। বহিঃপ্রয়োগে ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক

এবং ফোস্কা জন্মায়, অপিচ স্পর্শজ্ঞানহর এবং পচননিবারক। সেবিত হইলে, ইহা রক্তসম্বহনক্রিয়া ও রক্তের উত্তাপ বর্দ্ধিত করে, পরিপাক ও পোষণক্রিয়ার উপকারী, আমাশয় ও অন্ত্রোত্থিত শূল এবং আক্ষেপ প্রশমিত করে। ইহা ত্বক্, লালাগ্রন্থি, বৃক্কদ্বয়, যকৃৎ, এবং শাখাশ্বাসনাড়ীর (Bronchi), শ্লেষ্মধরাকলার (Mucous membrane) উত্তেজন জন্মায়। সেবিত লবঙ্গ, মুখমারুত, ঘর্ম্ম, পিত্ত, স্তন্য এবং মূত্রের সহিত বহিঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

লবঙ্গ, বিরেচক ভেষজদ্রব্যের পরিকর্ত্তিকা (griping) নিবারক সুগন্ধি ভেষজ। ইহা উদরাধ্মানহর ও লালাস্রাববর্দ্ধক। অন্যান্য মসলা এবং সৈন্ধবলবণের সহিত সেবিত হইলে শূল, অজীর্ণ, বমন এবং তৃষ্ণারোগে হিতকর। বাতের বেদনা, গৃধ্রসী, (sciatica) কটীশূল (lumbago), শিরঃশূল ও দন্তশূলে, লবঙ্গ, প্রলেপাদিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দীপশিখায় ভর্জ্জিত লবঙ্গ মুখে ধারণ করিলে, মুখমারুত সুগন্ধি, গলক্ষত প্রশমিত এবং দন্তমাঢ়ী দৃঢ়ীভূত হয়। "লবঙ্গাদিচূর্ণ"—লবঙ্গ যাহার প্রধানতম উপাদান, কাসশ্বাসাদি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। শিরঃপীড়ায় কপালে এবং ঘ্রাণরোগে (Coryza) নাসিকায় এতদ্দেশীয় লোকে ইহার প্রলেপ ব্যবহার করিয়া থাকে। (ক্লোরি, ২য়ঃ খঃ, ২৬৫ পৃঃ)।

লাঙ্গলী—লাঙ্গলী।

লাঙ্গলী, কলিকারী হলিনী—Gloriosa Superba (?)

अन्वर्थसंज्ञा:—"विशल्या," "गर्भपातिनी," "नक्तेन्दुपुष्पिका," "स्रवन्नत्," "पुष्पसौरभा," "स्वर्णपुष्पा," "सारिणी"।

लाङ्गली कटुकोष्णा च कफवातविनाशनी। तिक्ता सारा च श्वयथुगर्भशल्यव्रणापहा। धन्वन्तरीयनिघण्टु:।

कलिकारी कटूष्णा च कफवातनिकृन्तनी। गर्भान्त:शल्यनिष्कासकारिणी सारिणी परा। राजनिघण्टु:।

कलिहारी सरा कुष्ठशोफार्शोव्रणशूलजित्। सक्षारा श्लेष्मजित् तिक्ता कटुका तुवरापि च। तीक्ष्णोष्णा क्रिमिजित् लघ्वी पित्तला गर्भपातिनी। भावप्रकाश:।

हलिनीकरवीरञ्च कुष्ठदुष्टव्रणापहौ। राजवल्लभः।

उत्मन्थनाम्नि कर्णरोगे लाङ्गली—"सुरसा लाङ्गलीभ्याञ्च सिद्धं तैलञ्च नावनम्" (उ: १८ अ:)। (२) इन्द्रलुप्ते लाङ्गली—"इन्द्रलुप्ते * प्रलेपयेत्। तथा लाङ्गलिकामूलैः" (उ: २४ अ:)। (३) रसायनार्थम् लाङ्गली—"लाङ्गलीत्रिफलालोहपलपञ्चाशतोत्तमम्। मार्कवस्वरसेश्लक्ष्णा गुटिकानां शतत्रयम्। छायाविशुष्कं गुटिकार्द्धमश्नात्। पूर्व्वसमस्तामपि तां क्रमेण। भजेद्विरिक्तः क्रमशश्च मण्डम्। पेयां विलेपीं रसकौदनञ्च। सर्पिः स्निग्धं मासमेकं यतात्मा। मासादूर्द्धं सर्व्वथा स्वैरवृत्तिः। वर्ज्जं यत्नात् सर्व्वकालं त्वजीर्णं। वर्षेणैव योगमेवोपयुञ्ज्यात्। भवति विगतरोगो योऽप्यसाध्यामयार्त्तः। प्रवलपुरुषकारः शोभते योऽपि वृद्धः। उपचितपृथुगात्रश्रोत्रनेत्रादियुक्तम्। तरुणइव समानां पञ्च जीवेच्छतानि। वाग्भटः—(उ: ३९ अ:)।

गण्डमालायां लाङ्गली—"निर्गुण्डीस्वरसेनाथ लाङ्गलीमूलकल्कितम्। तैलं नस्याद्विहन्त्याशु गण्डमालां सुदारुणाम्। (गलगण्ड—चि:)। (२) पक्वशोथप्रभेदने लाङ्गली—"चिरविल्वाग्निकौ * दारणः परः" (व्रणशोथ—चि:)। (३) नष्टशल्यनिर्हरणार्थम् लाङ्गली—"* नष्टशल्यं विनिःसरेत् *। लाङ्गली मूललेपाद्वा"। (व्रणशोथ—चि:)। चक्रदत्तः।

अमरापातनार्थं लाङ्गली—"लाङ्गलीमूलकल्केन पाणिपादतलानि हि। प्रलिम्पेत् सूतिका योषित् अमरापातनाय वै"। (मूढ़गर्भ—चि:)। भावप्रकाशः।

লাঙ্গলীর ভাষানাম—বাঃ—বিষলাঙ্গলা। হিঃ—কলিহারী, কলিয়ারী। মঃ—খড়ানাগ,-চগবোড়া। গুঃ—দুধিয়ো, বচ্ছনাগ, কলগারী। কঃ—রাজাগারী। মলা—মেহোন্নি, কাণ্ডল।

লাঙ্গলীর অম্বর্থসংজ্ঞা—"বিশল্যা", "গর্ভপাতিনী", "নক্তেন্দুপুষ্পিকা," "ব্রণহৃৎ," "পুষ্পসৌরভা," "স্বর্ণপুষ্পা," "সারিণী"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ। মাত্রা—½ আনা—২ আনা। তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্টত্বহেতু সাবধানে প্রযোজ্য।

বর্ণন—কলিহারীর গুল্ম দেখিতে হরিদ্রার গুল্মের মত। ইহার কন্দ আদার মত। কন্দের উপরের ত্বক্ পীতাভ। শীতঋতুতে গুল্ম শুষ্ক হয় এবং বর্ষার প্রথম বারিপাতে কন্দ হইতে পুনঃ অভিনব গুল্ম জন্মিয়া থাকে। আদার মত ইহার কন্দ রোপণ করিলে গাছ হয়। অতি নিম্ন ও আর্দ্র স্থানে ইহা জন্মে না—কন্দ পচিয়া যায়। কলিহারীর গুল্ম হইতে শীষ্ বাহির হইয়া তাহাতে ফুল হয়। নব্যগণ,—Gloriosa Superbaর বর্ণনে লিখিয়াছেন "This very ornamental creeper is common on hedges during the rainy seasons." কলিহারীতে এ বর্ণন আরোপিত হইতে পারে না। সুতরাং কলিহারীর লাটিন্ নামে সন্দেহ আছে। "ঈশলাঙ্গলে" ও "বিষলাঙ্গলে" অনেকে কলিহারীর বাঙ্গালা নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশলাঙ্গলে ঈশের মূল, কলিহারী নহে—ইহা পৃথক উদ্ভিদ্।

বৈদ্যকে লাঙ্গলীর ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—উন্মন্থ নামক কর্ণরোগে লাঙ্গলী—সুরসাতুলসী এবং লাঙ্গলীর কল্কযোগে পক্ক তৈলের নস্য গ্রহণ করিবে। ইহা উন্মন্থরোগে দৃষ্টফল। (উঃ ১৮ অঃ)। (২) ইন্দ্রলুপ্তে লাঙ্গলী—টাকে লাঙ্গলীর প্রলেপ হিতকর। (উঃ ২৪ অঃ)। রসায়নার্থে লাঙ্গলী—লাঙ্গলীকন্দ, ত্রিফলা, জারিত লৌহ, সমুদায় মিশ্রিত ৫০ পল অর্থাৎ মিশ্রিত ৪০০ তোলা লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে পিষিয়া ৩৬০টী বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়াশুষ্ক করিবে। প্রথমে অর্দ্ধবটী, ক্রমশঃ সমস্ত বটী সেবন করিবে। এবং একমাসকাল, মণ্ড, পেয়া, বিলেপী, মাংসরসসহ অন্ন, ঘৃত, স্নিগ্ধবস্তু যথাক্রমে সেবা করিয়া এক মাস অতীত হইলে আহার বিষয়ে যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিতে পারা যায়, কেবল অজীর্ণ না হয় ইহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে এবং অজীর্ণজনক দ্রব্য পরীহার করিতে হইবে; একবৎসর এই ঔষধ সেবন করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে অসাধ্য পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিও নিরাময় হইতে পারে। (উঃ ৩৯ অঃ)।

চক্রদত্ত—গণ্ডমালায় লাঙ্গলী—নির্গুণ্ডীর স্বরস এবং লাঙ্গলীর কল্কযোগে যথাবিধি পক্ক তৈলের নস্য লইলে গণ্ডমালা প্রশমিত হয়। (গলগণ্ড—চিঃ)। (২) পক্বশোথ প্রভেদনে লাঙ্গলী—লাঙ্গলীর প্রলেপ দিলে পাকা ফোড়া কাটিয়া যায়। (ব্রণশোথ—চিঃ)।

(৩) নষ্টশল্যনির্হরণার্থ লাঙ্গলী—শরীরের কোন স্থলে লৌহ পাষাণাদি ফুটিয়া থাকিলে, যদি তদঙ্গ লাঙ্গলীর কন্দ দ্বারা প্রলিপ্ত করা যায় তাহা হইলে সেই লৌহ পাষাণাদি বাহির হইয়া থাকে। (ব্রণশোথ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—অমরাপাতনার্থ লাঙ্গলী—প্রসবের পর যদি "ফুল" না পড়ে তাহা হইলে প্রসূতির হস্ত ও পদতল লাঙ্গলীর পিষ্ট মূলদ্বারা প্রলিপ্ত করিলে সত্বর ফুল পড়িবে।

বক্তব্য—চরক "দশেমানি"তে লাঙ্গলী পঠিত হয় নাই। বিষচিকিৎসায় (চিঃ ২৫ অঃ) এবং কুষ্ঠচিকিৎসায় লাঙ্গলীর উল্লেখ আছে। সৌশ্রুত কল্পস্থানের ২য় অধ্যায়ে স্থাবরবিষবর্গের বিবরণ লিখিত আছে। ইহাতে অষ্ট মূলবিষের মধ্যে বিদ্যুজ্জ্বালার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিদ্যুজ্জ্বালা লাঙ্গলীর নাম। "লাঙ্গলী শুদ্ধিমায়াতি দিনং গোমূত্রসংস্থিতা"—একদিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে লাঙ্গলী শুদ্ধ হয়। সুশ্রুত, শ্লেষ্ম-সংশমনবর্গে (সূঃ ৩৯ অঃ) লাঙ্গলকী পাঠ করিয়াছেন।

লোধ্র—লোধ্রঃ।

লোধ্রঃ, তিল্লী, তিল্বকঃ, তিরীটকঃ—Symplocos Racemosa.

অস্য ভেদঃ—সাবরলোধ্রঃ (বল্করোধ্রঃ)।

অন্বর্থসংজ্ঞা—লোধ্রস্য—"কাণ্ডহীনঃ," "হেমপুষ্পকঃ"। সাবর-লোধ্রস্য—"শ্বেতলোধ্রঃ," "স্থূলবল্কলঃ," "জীর্ণপর্ণঃ," "বৃহত্পর্ণঃ," "অক্ষিভেষজঃ," "শাবরঃ"..."মার্জনঃ," "গালবঃ" (গালং নৈত্রমার্দ্রং বায়তি)।

লোধ্রঃ শীতঃ কষায়শ্চ হন্তি রক্তাতিসারকম্। বিষবিধ্বংসনঃ প্রোক্তো চক্ষুষ্যো গ্রাহী কফাপহঃ। লোধ্রযুগ্মং কষায়ন্তু শীতং বাতকফাস্রজিত্। চক্ষুষ্যং বিষহৃত্ তত্র বিশিষ্টো বল্করোধ্রকঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুরাজ-নিঘণ্টুশ্চ।

লোধ্রো গ্রাহী লঘুঃ শী...[illegible] কফপিত্তনুত্। কষায়ো রক্তপিত্তাসৃগ্-জ্বরাতীসারশোথহৃত্। ভাবপ্রকাশঃ।

लोध्रोऽस्त्रकफपित्तघ्नश्चक्षुष्यः शोथजित् सरः। तद्वच्छावरलोध्रोऽपि चक्षुष्योमृदुरेचनः। राजवल्लभः।

रक्तपित्ते लोध्रः—"उशीरकालीयकलोध्रपद्मक *। पृथक् पृथक् चन्दनतुल्यभागिकाः। सशर्करास्तण्डुलधावनाप्लुताः। रक्तं सपित्तं * शमयन्ति सद्यः। (चिः ४ अः)। (२) कुष्ठेषु लोध्रः—"लोध्रस्य * कल्कः * कुष्ठेषूद्वर्त्तनालेपः" (चिः ७ अः)। (३) व्रणे लोध्रः—"* लोध्रआम्रवकट्फलैः। त्वच माम्लेव गच्छन्ति त्वक्चूर्णैश्चूर्णिता व्रणाः" (चिः १३ अः)। (४) कासामातीसारयोः तिल्वकपत्रम्—पत्रकल्कं घृते-भृष्टं तिल्वकस्य सशर्करं। पेया चोत्कारिका च्छर्हिस्तृट्कासामाति-सारनुत्। (चिः २२ अः)। (५) श्वेतप्रदरे लोध्रः—"न्यग्रोधत्वक् कषायेण लोध्रकल्कं तथा पिबेत्"। (चिः ३० अः)। चरकः।

अनागताबाधप्रतिषेधनीये लोध्रः—"भिल्लुटकषायेण तथैवा-मलकस्य वा। प्रक्षालयेन्मुखं नेत्रे स्वस्थः शीतोदकेन वा। निलीकां मुखशोषञ्च पीड़कां व्यङ्गमेव च। रक्तपित्तकृतान् रोगान् सद्य एव विना-शयेत्। (चिः२४ अः)। सुश्रुतः।

शुक्रशुक्ररोगे लोध्रः—"सेचनं रोध्रपोट्टल्या कोष्णाम्भोमग्नयाऽथवा" (चिः ११ अः)। वाग्भटः।

चलितगर्भे लोध्रः—"षष्ठमे मासि लोध्रं मधु मागधिकाश्च सह दुग्धेन पीतवतीनां चलिते गर्भे स्त्रीणां सुखं सम्पद्यते" (चिः ४८ अः)। हारीतः।

अभिष्यान्विरोगहरत्वे लोध्रः—"तथा शावरकं लोध्रं घृतभृष्टं विड़ालकः" (नेत्र—चिः)। चक्रदत्तः।

प्रवाहिकायां लोध्रः—"सलोध्रमिकतो दध्ना पिबेत् प्रवाहिकार्हितः" (प्रवाहिका—चिः)। (२) प्रसूतायाः योनिक्षते लोध्रः—"तुम्बीपत्रं

নথালোধ্রং সমভাগং সুপিষয়েত্। তেন লেপো ভগী কার্য্যঃ শীঘ্রং স্যাদ্ যোনিবেদনা। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

লোধ্রের ভাষানাম—বাঃ—লোধকাঠ (ইহা যদিচ ছাল, তথাপি কাঠ শব্দেই প্রসিদ্ধ)। হিঃ—লোধ্। মঃ—লোধ। গুঃ—লোদর। কঃ—লোধ। তৈঃ—তেল্ললোদুগচেট্টুগ। অঃ—মুগাম্।

অন্বর্থসংজ্ঞা—লোধ্রের—"কাণ্ডহীন," "হেমপুষ্পক," বল্কলোধ্রের—"শ্বেত-লোধ্র," "স্থূলবল্কল," "জীর্ণপর্ণ," "বৃহৎপর্ণ," "মার্জ্জন," "লাক্ষাপ্রসাদন," "অক্ষিভেষজ"। "গালব" (নেত্রস্রাব নাশক)।

লোধ্রের ভেদ—লোধ্র দুই প্রকার, লোধ্র ও বল্কলোধ্র (শাবরলোধ্র)। নিঘণ্টু মতে ভিল্লী, তিল্বক ও তিরীট, লোধ্রের এবং পট্টিকালোধ্র বল্কলোধ্রের পর্য্যায়। টীকাকারগণকে কুত্রাপি নিঘণ্টু মতের বিরুদ্ধবাদী দেখা যায়, যথা—চক্রোক্ত নেত্ররোগ চিকিৎসায় শিবদাস লিখিয়াছেন "তিরীটঃ পট্টিকালোধ্রঃ"। লোধ্রত্বক্ বণিক্ দ্রব্য। অধুনা বাজারে লোধ্র ও শ্বেত লোধ্র (শাবর লোধ্র) পৃথক্ বিক্রীত হয় না। বাজার হইতে ক্রীত লোধ্র রাশি নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় উহার মধ্যে কতকগুলি ইষ্টক বর্ণের এবং কতকগুলি ম্লান শুভ্র। এই ম্লানশুভ্রগুলিই শাবর লোধ্র। শাবর মালবান্তর্গত একটী দেশ। এই দেশজাত লোধ্র শাবর লোধ্র নামে খ্যাত ছিল। লোধ্রবৃক্ষ বঙ্গে সুলভ নহে। লোধ্রদ্বয়ের অন্বর্থসংজ্ঞাই উহার যথেষ্ট পরিচয়সাধিকা।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্ ও পত্র। মাত্রা—ত্বক্‌চূর্ণ—২—৮ আনা। কাথ ৫—১০ তোলা। বল্কলোধ্র অর্থাৎ শ্বেতলোধ্র অক্ষিরোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। অতএব বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও অক্ষিরোগ চিকিৎসায় উক্ত লোধ্র শব্দে শ্বেতলোধ্র গ্রহণ করিতে হইবে। লোধ্র রেচক এবং বল্কলোধ্র গ্রাহী, অতএব বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও অতিসারোক্ত লোধ্র শব্দে বল্কলোধ্র এবং বৈরেচনিক যোগোক্ত লোধ্র শব্দে লোধ্র গ্রাহ্য।

বৈদ্যকে লোধ্রের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে লোধ্র—লোধকাঠ ও শ্বেতচন্দন সমভাগ, শর্করাসহ পেষণপূর্ব্বক তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৮ অঃ)। (২) কুষ্ঠে লোধ্র—লোধকাঠ পেষণপূর্ব্বক, কুষ্ঠরোগী গাত্রে মর্দ্দন করিবে বা প্রলেপ দিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) ব্রণে লোধ্র—লোধকাঠচূর্ণদ্বারা ব্রণ অবধূলিত করিলে সত্বর ব্রণ পূরিয়া

উঠে। (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) কাস ও আমাতীসারে লোধ্রপত্র—আর্দ্র লোধ্রপত্র পেষণ-পূর্ব্বক গব্যঘৃতে ভাজিবে পরে শর্করা ও জলসহ পেয়া বা উৎকারিকা (কাই) প্রস্তুত করিয়া কাস ও আমাতীসারী সেবন করিবে। ইহা ছর্দ্দি ও তৃষ্ণারোগেও প্রশস্ত (চিঃ ২২ অঃ)। (৫) শ্বেতপ্রদরে লোধ্র—বটবৃক্ষের ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তৎসহ পিষ্ট লোধ্রত্বক্ পান করিবে। ইহা শ্বেতপ্রদরে হিতকর। (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত—অনাগতাবাধপ্রতিষেধনীয়ে লোধ্র—লোধ কাষ্ঠের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তদ্দ্বারা মুখ ও নেত্র ধৌত করিলে, বাঙ্গাদি রোগ এবং নেত্রবিকার জন্মে না। (চিঃ ২৪ অঃ)।

বাগ্‌ভট—শুষ্কশুক্ররোগে বল্কলোধ্র—বল্কলোধ্রের ত্বক্ কুট্টিত করিয়া পোট্টলী বদ্ধ করিবে। এই পোট্টলী ঈষদুষ্ণ জলে নিমজ্জিত করিয়া তন্নিঃসৃত জল চক্ষুতে সেচন করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)।

হারীত—চলিতগর্ভে লোধ্র—অষ্টম মাসে গর্ভ নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইলে গর্ভিণীকে লোধকাষ্ঠ পিপুল এবং মধু গব্যদুগ্ধসহ পান করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া স্বস্থতা জন্মিবে। (চিঃ ৪৯ অঃ)।

চক্রদত্ত—অশেষ অক্ষিরোগহরত্বে লোধ্র—শাবর লোধ্র গব্যঘৃতে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ জলসহ পেষণ পূর্ব্বক চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। ইহা বিবিধ নেত্ররোগে হিতকর। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—প্রবাহিকায় লোধ্র—যাহার প্রবাহিকা ("আমাশয়") হইয়াছে, সে লোধ্রত্বক্ দধির সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে। (প্রবাহিকা—চিঃ)। (২) প্রসূতির যোনিক্ষতে লোধ্র—লাউয়ের পাতা এবং লোধকাষ্ঠ সমভাগে লইয়া জলের সহিত উত্তম রূপ পেষণ পূর্ব্বক যোনিতে প্রলেপ দিলে, প্রসূতির যোনিক্ষতের রোপণ হয়। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক সন্ধানীয়, পুরীষসংগ্রহণীয় এবং শোণিতাস্থাপনবর্গে লোধ্র পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত, লোধ্রাদি ও শ্যামাদিবর্গে লোধ্র এবং অম্বষ্ঠাদি ও ন্যগ্রোধাদিবর্গে লোধ্র ও শাবরলোধ্র পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত, সংশোধন সংশমনীয় বর্গে অধোভাগহর দ্রব্যের মধ্যে তিল্বক পাঠ করিয়া বলিয়াছেন "তত্র তিল্বকাদীনাং পাটলান্তানাং ত্বচঃ"; সুতরাং লোধ্রত্বকের রেচনত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন "লোধ্রো গ্রাহী" এবং শাবরলোধ্র "চক্ষুষ্যো বৃংহরেচনঃ" সুতরাং সুশ্রুতের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। চরকোক্ত

তিবককল্প (কল্পস্থান ৯ অঃ) পাঠেও তিল্বকের রেচকত্ব অবগত হওয়া যায়। অন্যদৃষ্ট কোনও নিঘণ্টুতে শাবর লোধ্রের পর্য্যায়ে তিল্বক ও তিরীটক শব্দ পঠিত হয় নাই।

Constituents.—Three alkaloids laturine, colloturine and loturidine; and ash, which contains carbonate of soda.

Actions and uses.—Astringent and tonic; with Bael and Nuxvomica given in diarrhœa, dysentry, menorrhagia and other chronic discharges. The decoction is used as a gargle, in relaxed uvula and bleeding gums; as a plaster it is used to promote maturation of boils. (R. N. Khory, Vol. II., p. 433).

নব্যমত—লোধকাষ্ঠ—কষায় এবং বল্য। বেল এবং নক্সভমিকার সহিত ইহা অতিসার, আম ও রক্তাতিসার, রক্ত ও শ্বেতপ্রদরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কাথের কবল, বর্দ্ধিত আলজিবে এবং দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাবের পক্ষে হিতকর। পিষ্ট লোধ-কাষ্ঠের প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া যায়। (আর, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ৪৩ পৃঃ)।

ডাঃ চার্লশ্ বলেন—দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আর্ত্তবরজঃ অতিরিক্ত মাত্রায় স্রাব হইতে থাকিলে লোধকাষ্ঠচূর্ণ ২০ গ্রেণ প্রতিদিন চিনির সহিত ৩।৪ বার, খাইলে তিন চারি দিনেই পীড়া নিবৃত্তি পায়।

শঙ্খপুষ্পী—মঙ্গল্যকুসুমী।

মঙ্গল্যকুসুমী (**মঙ্গল্যকুসুমা**)—Pladera Decussata, Canscora Decussata.

অস্যা ভেদৌ—(১) **নীলপুষ্পী, বিষ্ণুক্রান্তা।** (২) **শ্বেতপুষ্পী**—Pladera Sessiliflora or P. Virgata.

অন্বর্থসংজ্ঞা—মঙ্গল্যপুষ্প্যাঃ—"মেধ্যা"।

মঙ্গল্যকুসুমী কটুতিক্তোষ্ণা কার্মণিভূতবাধাজিৎ। বিষাপস্মারভূতাদীন্ হন্তি মেধ্যা রসায়নী। বিষ্ণুক্রান্তা কটুস্তিক্তা কফবাতামযাপহা। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

শঙ্খপুষ্পী হিমা তিক্তা মেধাকৃৎ স্বরকারিণী। গ্রহভূতাদিদোষঘ্নী বশীকরণসিদ্ধিদা। রাজনিঘণ্টু:।

শঙ্খপুষ্পী সরা মেধ্যা বৃষ্যা মানসরোগহৃৎ। রসায়নী কষায়োষ্ণা স্মৃতিকান্তিবলাগ্নিদা। দোষাপস্মারভূতাশ্রীকুষ্ঠক্রিমিবিষপ্রণুৎ। ভাবপ্রকাশ:।

শঙ্খপুষ্পী তু তীক্ষ্ণোষ্ণা মেধ্যা ক্রিমিবিষাপহা। রাজবল্লভ:।

—রক্তা নীলা গুণৈঃসমা। নিঘণ্টু রত্নাকর:।

মেধাবর্দ্ধনার্থ শঙ্খপুষ্পী—"মেধ্যা বিশেষেণ তু শঙ্খপুষ্পী" (চি: ১ অ:): চরক:।

উন্মাদে শঙ্খপুষ্পী—"* শঙ্খপুষ্পিকাস্বরসা:। উন্মাদঘ্নতো দৃষ্টা: পৃথগেতে কুষ্ঠমধুমিশ্রা:"। (উন্মাদ—চি:)। চক্রদত্ত:।

শুক্ল শঙ্খপুষ্পীর ভাষানাম—বাঃ—ডানকুণী। হিঃ—শঙ্খাহুলী, শংখাবলী। গুঃ—শংখাবলী। কঃ—শঙ্খপুষ্পী।

শঙ্খপুষ্পীর ভেদ—যদিও পুষ্পের বর্ণভেদে শঙ্খপুষ্পী তিন প্রকার, যথা—শুক্লপুষ্পী, রক্তপুষ্পী এবং নীলপুষ্পী, তথাপি শঙ্খপুষ্পী বলিলে শুক্লপুষ্পীকেই বুঝাইয়া থাকে। শুক্লপুষ্পী শঙ্খপুষ্পীর ইতর ব্যবচ্ছেদক চিহ্ন সম্বন্ধে ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—"শুক্লপুষ্পী ভূমিলগ্না হ্রস্বা সা শঙ্খপুষ্পিকা" অর্থাৎ শুক্লপুষ্পী শঙ্খপুষ্পীর ক্ষুপ অন্যাপেক্ষা হ্রস্বতরা এবং ইহার পুষ্প শঙ্খবৎ আবর্ত্তান্বিত ও শুভ্র। রক্তপুষ্পী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—"সূক্ষ্মপত্রান্তরা জ্ঞেয়া সর্পাক্ষী রক্তপুষ্পিকা" যাহার পত্র অন্যাপেক্ষা সূক্ষ্মতরা তাহা রক্তপুষ্পা, সর্পাক্ষী ইহার নামান্তর।

অন্বর্থসংজ্ঞা—শ্বেতপুষ্পার—"মেধ্যা"।

বর্ণন—শ্বেতপুষ্পা শঙ্খপুষ্পীর ক্ষুদ্র ক্ষুপ আর্দ্র বা জলাসন্ন ভূমিতে জন্মিয়া থাকে। ক্ষুপকাণ্ড একহস্তও উচ্চ হয় না, কাণ্ডে ৪টী আড়া আছে, আড়াগুলি শরবৎ বর্দ্ধিত ও বহুশাখান্বিত। পত্রগুলি,—সরু, লম্বা, সূক্ষ্মাগ্র, তিনটী শিরাযুক্ত, অবৃন্তক এবং নানা আকৃতির। ফুল—শাখাগ্রে ও শাখাপার্শ্বে স্থিত। বিশেষত্ব এই—শাখাগ্রস্থিত ফুলগুলি

তিন তবক, উভয়ই শুভ্র। ক্ষুপের কাণ্ড এবং শাখার যেমন চারিটী আড়া থাকে, পুষ্পবৃন্তও তদ্রূপ। ইহা বর্ষায় পুষ্পিত হয়। শ্বেতপুষ্পা শঙ্খপুষ্পীই ভেষজার্থ ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অতএব তাহাই বর্ণিত হইল।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ। মাত্রা—স্বরস ½—২ তোলা।

বৈদ্যকে শঙ্খপুষ্পীর ব্যবহার।

চরক—মেধাবর্দ্ধনার্থ শঙ্খপুষ্পী—শঙ্খপুষ্পী বিশেষরূপ মেধাবর্দ্ধক (চিঃ ১ অঃ)।

চক্রদত্ত—উন্মাদে শঙ্খপুষ্পী—শঙ্খপুষ্পীর স্বরস, কুড়চূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে উন্মাদ রোগ প্রশমিত হয়। (উন্মাদ—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে কিংবা সৌশ্রুত দ্রব্যসংগ্রহণীয়াধ্যায়ে শঙ্খপুষ্পী পঠিত হয় নাই।

Actions and uses.—Laxative, alterative and nervine tonic. Fresh juice is given in insanity, general debility, scrofula, dyspepsia &c. (R. N. Khory, Vol. II., p 409.)

নব্যমত—মৃদুরেচক, রসায়ন এবং নার্ভের বলপ্রদ। ইহার স্বরস, উন্মাদ, দৌর্ব্বল্য, গণ্ডমালা এবং গ্রহণীতে ব্যবহৃত হয়। (ক্ষোরি, ২য় খঃ, ৪০৯ পৃঃ)।

শতপুষ্পা—शतपुष्पा।

शतपुष्पा, शताह्वा—Peucedanum Graveolens. *The fruits*—Anethum Sowa.

अन्वर्थसंज्ञा—"अतिच्छत्रा," "संघातपत्रिका," "सूक्ष्मपत्रिका," "भूरिपुष्पा," "शतपुष्पा," "अवाक्पुष्पी," "पीतपुष्पा"।

शताह्वा कटुका तिक्ता स्निग्धोष्णा श्लेष्मवातजित्। ज्वरनेत्रव्रणान् हन्ति वस्तिकर्म्मणि शस्यते। शतपुष्पादलं चोक्तं हृद्यं मधुर गुल्मजित्। वातघ्नं दीपनं स्नव्यं कफकृद्रुचिदायकम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

शताह्वा तु कटुस्तिक्ता स्निग्धा श्लेष्मातिसारनुत्। ज्वरनेत्रव्रणघ्नी च वस्तिकर्म्मणि शस्यते। राजनिघण्टुः।

शतपुष्पा लघु स्तीक्ष्णा पित्तकृत् दीपनी कटुः । उष्णा ज्वरानिलश्लेष्म-व्रणशूलाक्षिरोगहृत् । **भावप्रकाशः ।**

शताह्वाऽनिलदाहाऽऽमशूलघ्नट्छर्दिनाशनी । **राजवल्लभः ।**

शुष्कार्शःसु शतपुष्पा—"स्तब्धानि स्वेदयेत् पूर्व्वं शोफशूलान्वितानि च । * वचाशताह्वापिण्डैर्वा सुखोष्णैः स्नेहसंयुतैः ।" (चिः ९ अः) । (२) **वाताधिके वातरक्ते** शतपुष्पा—"क्षीरपिष्टं * लेपं । कुर्य्याच्छूल-निवृत्त्यर्थं शताह्वं वानिलेऽधिके" । (चिः २९ अः) । चरकसंहितायां । **दृढ़वलः ।**

मक्षिकाविषे शतपुष्पा—"शतपुष्पासमायुक्तं सैन्धवं परिपेषितम् । सघृतं लेपनं दद्यात् मक्षिकाविषनाशनम् ॥ **वङ्गसेनः ।**

শতপুষ্পার ভাষানাম—বাঃ—শলুফা। কোঃ—শলুফ্। হিঃ—সোয়া, সোয়েকে বীজ। মঃ—বাঠ্ঠস্তশোপ। গুঃ—গুবাদানা। কঃ—সব্বসীগে। তৈঃ—সদাপা। ফাঃ—শুৎ। অঃ—বজ্‌রুল্ সীব্বৎ। ইং—কমনডিল্ ফ্রুট্।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"অতিচ্ছত্রা", "সংঘাতপত্রিকা," "সূক্ষ্মপত্রিকা", "ভূরিপুষ্পা," "শত-পুষ্পা", "অবাক্‌পুষ্পী," "পীতপুষ্পা"।

বর্ণন—শীতকালে শলুফার আবাদ হয়; ইহা সর্ব্বত্র সুপরিচিত। উপরি লিখিত সার্থক সংজ্ঞাগুলিই শলুফার পত্রপুষ্পের পরিচয়পক্ষে যথেষ্ট।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র ও বীজ।

মাত্রা—বীজচূর্ণ ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে শতপুষ্পার ব্যবহার।

চরক—শুষ্কার্শে শতপুষ্পা—বচ ও শলুফা স্নেহযোগে পেষণ পূর্ব্বক (কাঁজিদ্বারা) উষ্ণ করিবে। এই পিণ্ড পোট্টলীবদ্ধ করিয়া এতদ্দ্বারা বেদনা ও স্ফীতিযুক্ত শুষ্ক অর্শে স্বেদ দিবে। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) বাতাধিকবাতরক্তে শলুফা—শালুফার বীজ দুগ্ধযোগে পেষণপূর্ব্বক বাতাধিক বাতরক্তাক্রান্ত অঙ্গে লেপন করিবে। (চিঃ ২৯ অঃ)।

মক্ষিকাবিষে শতপুষ্পা—শলুফা ও সৈন্ধব জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক গব্য-ঘৃত যোগে প্রলেপ দিলে মক্ষিকাবিষ বিনাশ পায়। বঙ্গসেন।

বক্তব্য—চরক, অনুবাসনোপগবর্গে শতপুষ্পা পাঠ করিয়াছেন। ডিমক্ (২য় খণ্ড ১২৮ পৃঃ)। মিশ্রেয়া শব্দ শতপুষ্পার পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। মিশ্রেয়া মৌরীর নাম শতপুষ্পার নহে।

Constituents.—Volatile oil 3 or 4 p. c., and fixed oil. The volatile oil is composed of anethene, carvol and another hydrocarbon. (R. N. Khory, Vol. II., p. 294).

"Carminative, stomachic, stimulant, and galactagogue, women use it as a cordial drink after confinement to stop a tendency to vomiting and hiccough and in indigestion and flatulent colic ; it is also given in amenorrhœ With methi the seeds are fried in butter and used to check diarrhœa. (R. N. Khory, Vol. II., p. 294).

Actions and uses.—Dell-seed is much esteemed by the natives of India, who use it as a condiment and medicine. An infusion of it is given as a cordial drink to women after confinement. The leaves moistened with oil are used as a stimulating poultice or suppurative. (Dymock, Vol. II., p. 128).

নব্যমত—এতদ্দেশীয়ের মধ্যে শলুফার বহু আদর—তাহারা ইহাকে চাটনি এবং ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করে। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকেরা হৃদয়ের বলপ্রদ বলিয়া শলুফার কাথ পান করে। শলুফার পত্র তৈলের সহিত পেষণ করিয়া উষ্ণ প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রলেপে অপক্ব স্ফোটক পক্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (ডিমক, ২য় খণ্ড, ১২৮ পৃঃ)।

শলুফা, বায়ুনাশক, পাচক, উষ্ণ এবং স্তন্যবর্দ্ধক। গর্ভাবস্থায় বিবমিষা এবং হিক্কা নিবারণার্থ স্ত্রীলোকগণ ইহার কাথ পান করে। অজীর্ণ এবং উদরাধ্মানযুক্ত শূল, বিলম্বিত রজঃ কিম্বা রজোরোধ রোগেও ইহার ব্যবহার প্রশস্ত। (আর, এন্, খোরি, ২য় খঃ, ২৯৪ পৃঃ)।

শতাবরীদ্বয়—शतावरीद्वयम्।

शतावरी बहुसुता, अभीरु:—Asparagus Racemosus. महा-शतावरी सहस्रवीर्य्या—Asparagus Sarmentosus.

अन्वर्थसंज्ञा:—शतावर्य्या:—"शतमूला," "जटामूला," "सूक्ष्म-पत्रा," "ऊर्द्ध्वकण्टका," "दुर्मरा"। **महाशतावर्य्या:**—"बहुपुत्रिका," "ऊर्द्ध्वकण्टा"।

शतावरी हिमा तिक्ता रसे स्वादुः क्षयास्रजित्। वातपित्तहरा वृष्या रसायनवरा स्मृता। **सहस्रवीर्य्या** मेध्या तु हृद्या वृष्या रसायनी। शीतवीर्य्या निहन्त्यर्शोग्रहणीनयनामयान्। **तदङ्कुर** स्त्रिदोषघ्नो लघुरर्शः-क्षयापहः। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

शतावर्य्यौ हिमे वृष्ये मधुरे पित्तजित् परे। कफवातहरे तिक्ते महास्रेष्ठे रसायने। शतावरीद्वयं वृष्यं मधुरं पित्तजिद्धिमम्। महती कफवातघ्नी तिक्ता श्रेष्ठा रसायने। कफपित्तहरास्तिक्तास्तस्या एवाङ्कुराः स्मृताः। **राजनिघण्टुः।**

शतावरी गुरुः शीता तिक्ता स्वाद्वी रसायनी। मेधाग्निपुष्टिदा स्निग्धा नेत्र्या गुल्मातिसारजित्। **महाशतावरी** मेध्या हृद्या वृष्या रसायनी। शीतवीर्य्या निहन्त्यर्शोग्रहणीनयनाऽऽमयान्। **भावप्रकाशः।**

शतावरी वातपित्तमेहरक्तहरा सरा। **राजवल्लभः।**

शतावर्य्या ह्यङ्कुरस्तु तिक्तो वृष्यो लघुः स्मृतः। हृद्यस्त्रिदोषपित्तघ्नो वातरक्तार्शसां हरः। क्षयसंग्रहणीरोगनाशनस्तिक्तको लघुः। **निघण्टु-रत्नाकरः।**

मूत्रमार्गात् रक्तस्रुतौ शतावरी—"शतावरीगोक्षुरकैः शृतं वा *।
रक्तं निहन्त्याशु विशेषतस्तु यन्मूत्रमार्गात् सरुजं प्रयाति। (चिः ४ पः)।
(२) रक्तातिसारे शतावरी—"पीत्वा शतावरीकल्कं पयसा क्षीरभुग्जयेत्।
रक्तातिसारं पीत्वा वा तया सिद्धं घृतं नरः"। (चिः १० पः)।
(३) वातपित्तोल्वणे विसर्पे शतावरीकन्दः—"शतावर्या विदार्याश्च
कन्दौ धौतघृताप्लुतौ *। * तैरेवालेपनं हितम्"। (चिः ११ पः)।
(४) अपस्मारे शतावरी—"प्रयुञ्ज्यात् * पयसा वा शतावरीम्"।
(चिः १६ पः)। चरकः।

अदृश्येषु अर्शःसु शतावरी—"शतावरीमूलकल्कं वा क्षीरेण"
(चिः ६ पः)। (२) कर्णतैलगते—शतावरी—"* तत्राशु कर्त्तव्यं
प्रतिपूरणं। स्वरसो बहुपुत्रायाः सघृतः क्षौद्रसंयुतः। (कल्प—१ पः)।
(३) शकुनीप्रतिषेधार्थं शतावरी—"शतावरी * धारयेत्। (उः
३० पः)। (४) वातज्वरे शतावरी—"गुडूच्याः स्वरसोयाश्च शतावर्याश्च
तत् समः। निहन्यात् सगुडः पीतः सद्योऽनिलकृतं ज्वरम्"। (उः ३९
पः)। (५) स्वरभेदे शतावरी—"शतावरीचूर्णयोगं *। पिबेत् *
मूत्रेण कफजे स्वरसंक्षये"। (उः ५३ पः)। सुश्रुतः।

राज्यक्ष्मे शतावरीपत्राणि—"घृते सिद्धानि * पत्राणि च
भक्षयेत्। तथातिमुक्त * अभीरुजानि च"। (उः १३ पः)।
(२) रसायनार्थं महाशतावरी—"शतावरीकल्ककषायसिद्धम्। ये सर्पि-
रश्नन्ति सिताद्वितीयम्। तान् जीविताध्मानमभिप्रपन्नान्। न विप्र-
लुम्पन्ति विकारचौराः। (उः ३९ पः)। वाग्भटः।

मूत्रकृच्छ्रे शतावरी—"पिबेच्छतावरी मूलं चर्वितं शीतवारिणा"
(चिः २९ पः)। हारीतः।

বাতরক্তে শতাবরী—"শতাবরী কল্কগর্ভং ঘৃতং তস্যাশ্চতুর্গুণং। ক্ষীর-তুল্যং ঘৃতং পক্কং বাতশোণিতনাশনম্। (বাতরক্ত—চিঃ)। (২) **পিত্তশূলে** শতাবরী—"শতাবরীরসং ক্ষৌদ্রযুতং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ। দাহশূলোপশান্ত্যর্থং সর্ব্বপিত্তাঽঽময়াপহম্" (শূল—চিঃ)। **চক্রদত্তঃ।**

রক্তপিত্তে শতাবরী—* "শতাবর্য্যা রক্তজিৎ সাধিতং পয়ঃ"। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশঃ।**

শতাবরীর ভাষানাম—বাঃ—শতমূলী। কোঃ—হাড়গাজী। হিঃ—সতাবর। মঃ—লঘুশতাবরী, আসবলী। গুঃ—শতাবরী, একলকণ্টো। কঃ—কিরিপআসড়ী। তৈঃ—এদুমট্টীটেঙাচল্ল। ফাঃ—শুর্জবস্তি। অঃ—শকাকুলমিশ্রী।

ভেদ—শতাবরী, মহাশতাবরী।

অন্বর্থসংজ্ঞা—শতাবরীর—"শতমূলা", "জটামূলা", "সূক্ষ্মপত্রা", "ঊর্দ্ধকণ্টকা", "দুর্ম্মরা"। মহাশতাবরীর —"বহুপুত্রিকা", "ঊর্দ্ধকণ্টা"।

বর্ণন—শতাবরীর কাণ্ড ও শাখা ক্ষীণ। ইহা নদীতীরবর্ত্তী আলগা ও উর্ব্বর মৃত্তিকায় উত্তমরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহার পত্র অতি ছোট, শাখা কণ্টকিত। প্রাবৃটের প্রথম বারিপাতে পুরাণ কাণ্ড হইতে নবীন শাখা নির্গত হইয়া পুষ্পে শোভিত হয়—পুষ্প অতি ক্ষুদ্র, শ্বেতবর্ণ এবং সুরভি। মহাশতাবরী সর্ব্বথা শতাবরীতুল্য কেবল ইহার ক্ষুপ দীর্ঘতর মূল সংখ্যায় অধিক এবং স্থূল।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, অঙ্কুর।

মাত্রা—মূলস্বরস ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে শতমূলীর ব্যবহার।

চরক—মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাবে শতমূলী—কাঁচা শতমূলী ১ তোলা, গোক্ষুর ১ তোলা, জল দেড় পোয়া, গব্যদুগ্ধ আধ পোয়া, ক্ষীরপরিভাষানুসারে কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, প্রস্রাবদ্বার হইতে বেদনার সহিত রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) রক্তাতিসারে শতাবরী—রক্তাতিসারী, শতাবরী উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক গব্যদুগ্ধের সহিত সেবনপূর্ব্বক দুগ্ধমাত্র ভোজন করিবে কিংবা শতাবরী কল্কসাধিত ঘৃত যথামাত্রায় পান করিবে। (চিঃ ১০ অঃ)। বাতপিত্তোল্বণবিসর্পে শতাবরীকল্ক—শতধৌত ঘৃতে শতাবরীকল্ক পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা বিসর্পাক্রান্ত অঙ্গ লেপন করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)

(৪) অপস্মারে শতাবরী—দুগ্ধের সহিত পিষ্ট শতাবরী সেবন, অপস্মারে হিতকর। (চিঃ ১৫ অঃ)।

সুশ্রুত—অদৃশ্যঅর্শে শতাবরী—দুগ্ধের সহিত শতাবরী পেষণপূর্ব্বক পান করিলে অদৃশ্য অর্শ প্রশমিত হয়। (চিঃ ৬ অঃ)। (২) কর্ণতৈলগতে শতাবরী—তৈল কর্ণগত হইলে কর্ণে স্ফীতি, বেদনা, শ্রবণশক্তির বৈগুণ্য এবং কর্ণস্রাব ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রতীকারার্থ সত্বর ঘৃতমধুযুক্ত শতাবরীর রসে কর্ণ প্রতিপূরণ করিবে। (কল্প: ১ অঃ)। (৩) শকুনীপ্রতিষেধার্থ শতাবরী—শকুনীগ্রহাক্রান্ত শিশুকে শতাবরীমূল ধারণ করাইবে। (উঃ ৩০ অঃ)। (৪) বাতজ্বরে শতাবরী—গুড়ূচী ও শতমূলীর রস সমভাগে লইয়া পুরাণগুড়যোগে সেবন করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হয়। (উঃ ৩৯ অঃ)। (৫) স্বরভেদে শতাবরী—কফজন্য স্বরভঙ্গ হইলে গোমূত্রের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিবে। (উঃ ৫৩ অঃ)।

বাগ্‌ভট—রাত্র্যান্ধ্যে শতাবরী—শতমূলীর পত্র গব্যঘৃতে ভাজিয়া, রাতকাণা-রোগী ভোজন করিবে। (উঃ ১৩ অঃ)। (২) রসায়নার্থ মহাশতাবরী—মহাশতাবরীর কল্ক ও কাথযোগে ঘৃত পাক করিয়া মাত্রানুসারে পান করিলে, বিকারচৌর জীবিতাপহরণ করিতে পারে না। (উঃ ৩৯ অঃ)।

হারীত—মূত্রকৃচ্ছ্রে শতমূলী—শীতল জলের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৯ অঃ)।

চক্রদত্ত—বাতরক্তে শতমূলী—ঘৃতের চতুর্থাংশ শতমূলীকল্ক, সমভাগ গব্যদুগ্ধ এবং চতুর্গুণ শতমূলীর রসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। (২) পিত্তশূলে শতমূলী—প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে পিত্তশূল দাহ এবং সর্ব্বপিত্তবিকার প্রশমিত হয়। (শূল—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—রক্তপিত্তে শতাবরী—শতমূলী ২ তোলা, জল দেড় পোয়া, গব্যদুগ্ধ আধ পোয়া, ক্ষীর পরিভাষানুসারে কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

বক্তব্য—চরক, বয়ঃস্থাপনবর্গে "শতিরসা" পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত, বাতসংশমন-বর্গে (সূঃ ৩৯ অঃ) শতাবরী পাঠ করিয়াছেন। বিবিধ তৈলঘৃতে শতমূলীর ভূরি ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

Constituents.—Contains large amount of saccharine matter and mucilage.

Actions and uses.—Nutritive, tonic, demulcent and galactagogue; given in biliousness, rheumatism, dyspepsia and diarrhœa, in combina-

tion with other diuretics it is given in scanty urine ; as a tonic it is used in seminal debility and pulmonary complaints. (R. N. Khory, Vol. II, p. 613.)

নব্যমত—শতমূলী, পুষ্টিকর, বল্য, শীত এবং স্তন্যবর্দ্ধক। ইহা পিত্তবিকার, বাত, গ্রহণী ও উদরাময়ে প্রযুক্ত হয়। শতমূলী, অন্যান্য মূত্রবর্দ্ধক ভেষজের সহিত মূত্রাল্পতায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলকারকরূপে ইহা শুক্রক্ষয়জ দৌর্ব্বল্যে এবং ক্ষয়কাস প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। (খোরি, ২য় খঃ, ৬১৩ পৃঃ)।

শরপুঙ্খাত্রয়—শরপুঙ্খাত্রয়ম্।

रक्तशरपुङ्खा—Tephrosia Purpuria or Galega Purpurea, T. Lancifolia. **सितशरपुङ्खा**—Galega Incana, G. Villosa. **कण्टपुङ्खा**—Galega Spinosa.

भेदाः—(१) रक्तशरपुङ्खा, (२) सितशरपुङ्खा, (३) कण्टपुङ्खा च। **पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्**—"नीलवृक्षाकृतिश्च सः"।

अन्वर्थसंज्ञा—रक्तायाः—"प्लीहशत्रुः"।

शरपुङ्खाः कटूष्णाश्च कृमिवातरुजापहाः। श्वेताल्पाश्च गुणाढ्या-स्यात् प्रशस्ता च रसायने॥ **कण्टपुङ्खा** कटूष्णा च कृमिशूलविनाशनी। **राजनिघण्टुः**।

शरपुङ्खो यकृत्प्लीहगुल्मव्रणविषापहः। तिक्तः कषायः कासास्रश्वास-ज्वरहरो लघुः। **भावप्रकाशः**।

अलर्कविषे शरपुङ्खा—"मूलस्य शरपुङ्खायाः कर्षं धुस्तूरकार्षिकम्। तण्डुलोदकमादाय पेषयेत्तण्डुलैः सह। उन्मत्तकस्य पत्रेषु संवेष्ट्याऽऽपू-पकं पचेत्। खादेदौषधकाले तदलर्कविषदूषितः"। (कल्पः—६ अः)। **सुश्रुतः**।—"धुस्तूरकार्षिकमिति धुस्तूरकजटायाः कर्षार्द्धं देयं। उन्मत्त-

अस्य पत्रेषु इत्यादि धुस्तूरकस्य समपत्राणि यान्यापि तस्माग्रत्वदर्शनात्"
—डल्वणः।

प्लीह्नि शरपुङ्खा—"प्लीहजिच्छरपुङ्खायाः कल्कस्तक्रेण सेवितः"।
(प्लीह—चिः)। (२) व्रणे शरपुङ्खा—"मधुयुक्ता शरपुङ्खा सर्व्वव्रणरोपणी
कथिता" (व्रणशोथ—चिः)। चक्रदत्तः।

गुल्मे शरपुङ्खालवणम्—"शरपुङ्खस्य लवणं पथ्याचूर्णं समं द्वयम्।
शाणप्रमाणमश्नीयाच्चूर्णं गुल्मगदापहम्"। (गुल्म—चिः)। भावप्रकाशः।

अपचीविषक्रमिषु शरपुङ्खा—शरपुङ्खोद्भवं मूलं पिष्टं तण्डुल-
वारिणा। नस्यात्मे पाश्च दुष्टाद्वरपचीविषजन्तुजित्"। (उः ३० अः)।
(२) आखुविषे शरपुङ्खाबीजम्—"तक्रेण शरपुङ्खायाः बीजं सञ्चूर्ण्य वा
पिबेत्"। (उः ३८ अः)। वाग्भटः।

শরপুঙ্খার ভাষানাম—বাঃ—বননীল, শরপুঙ্খ। হিঃ—সরফোকা। মঃ—উন্হালি। কঃ—এরড়ুকোগ্গী। তৈঃ—প্রাম্পোরাচেট্টু। তাঃ—কোল্লুকবকেল্পি। ইং—পার্পেল গোটস্ রিউ।

শরপুঙ্খার ভেদ—রাজনিঘণ্টু মতে শরপুঙ্খা ত্রিবিধ—শ্বেতশরপুঙ্খা, রক্তশরপুঙ্খা ও কণ্টপুঙ্খা। ভাবমিশ্র কেবল শরপুঙ্খের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং পরিচয়ার্থ লিখিয়াছেন—"নীলীবৃক্ষাকৃতিশ্চ সঃ" সুতরাং ভাবমিশ্রোক্ত শরপুঙ্খ রক্তশরপুঙ্খ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে।

বর্ণন—Tephrosia Purpuria ও T. Lancifoliaকে রক্তশরপুঙ্খা, Galega Incana এবং G. Villosaকে শ্বেতশরপুঙ্খা এবং G. Spinosaকে কণ্টপুঙ্খা বলা যাইতে পারে। রক্তশরপুঙ্খার ক্ষুপ হস্তাধিক উচ্চ হয়। ইহা বহুশাখ। শ্বেত-শরপুঙ্খাপেক্ষা ইহার পত্র বৃহত্তর। দুই প্রকার রক্তশরপুঙ্খার মধ্যে আবার একের (T. Lancifolia) পত্র অন্যাপেক্ষা (T. Purpuria) বৃহত্তর। এক একটী দীর্ঘবৃন্তে ৫—৯ জোড়া পাতা থাকে। T Lancifoliaর সর্ব্বাগ্রে একটী বেজোড় পাতা থাকে। Purpuriaর পত্রের উভয় পৃষ্ঠই মসৃণ কিন্তু Lancifoliaর পত্রের অধঃপৃষ্ঠ কিঞ্চিৎ রোমশ। প্রথমোক্তের শুঁটী সরল, বীজসংখ্যা ৬—৭, দ্বিতীয়ের শুঁটী বক্র, বীজদ্বয়ের মধ্যভাগ

সঙ্কুচিত, বীজসংখ্যা—৩—৫টী। উভয়েরই শুঁটীতে রোম নাই। প্রথমটীর পুষ্প বেগুণে রঙের, দ্বিতীয়টীর পুষ্প উজ্জ্বল গাঢ়বেগুণে রঙের। শ্বেতশরপুঙ্খার বিশেষত্ব এই —ইহার কাণ্ড নাই—ভূলুণ্ঠিত প্রতানমালা ক্ষিতি আবৃত করিয়া থাকে। প্রতানের কোমলাংশ, উচ্চ, শুভ্র রোমব্যাপ্তহেতু শুভ্র দেখায়। Incanaর পুষ্পদণ্ডে ৩টী এবং Villosaর ২টী পুষ্প থাকে। প্রথমটীর শুঁটী বক্র, অধিক রোমান্বিত, বীজসংখ্যা ৬—৮টী। দ্বিতীয়টীর শুঁটী অল্প রোমান্বিত, বীজ সংখ্যা ৫—৬টী। কণ্টপুঙ্খার পত্র ক্ষুদ্রতম, প্রায় ৯ জোড়া, শুঁটী রোমান্বিত নহে—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, বীজসংখ্যা প্রায় ৬টী।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, মূল, বীজ। মাত্রা—পত্র স্বরস ½—১ তোলা। আর্দ্র মূল, ত্বক্ ও বীজকল্ক ½—২ আনা। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে, বিষদোষ, প্লীহা, গুল্ম ও ব্রণরোগে, রক্ত শরপুঙ্খা, রসায়নার্থ শ্বেত শরপুঙ্খা এবং শূলরোগে কণ্টপুঙ্খা গ্রহণ করিতে হইবে।

বৈদ্যকে শরপুঙ্খার ব্যবহার।

সুশ্রুত—উন্মত্ত কুক্কুরবিষে রক্তশরপুঙ্খা—রক্তশরপুঙ্খার মূল ২ তোলা, ধুতুরার মূল ১ তোলা, তণ্ডুল ২৪ তোলা চেলোনীর সহিত পিষিয়া ৭টী ধুতুরার পাতার দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক অঙ্গারের তাপে পিঠা প্রস্তুত করিবে। উন্মত্তকুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্টব্যক্তিকে এই পিঠা সেবন করাইবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে দষ্টব্যক্তির অন্যান্য বিকার জন্মিবে। ইহার প্রতিকারার্থ রোগীকে বারিবিবর্জ্জিত শীতল গৃহে বাস করাইবে। অতঃপর বিকার শান্ত হইলে পরদিন রোগীকে স্নান করাইয়া শালি বা ষষ্টিক ধান্যের অন্ন উষ্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে। অতঃপর তিন কিংবা পাঁচ দিন পরে উপরি উক্ত পিঠা অর্দ্ধ মাত্রায় পুনঃ সেবন করাইবে। ইহাতে উন্মত্ত কুক্কুর দংশন জন্য বিষ নষ্ট হইবে। এ মাত্রা অধুনা প্রযোজ্য নহে। শরপুঙ্খাদি অধুনা অর্দ্ধমাত্রায় লইতে হইবে। (কল্প—৬ অঃ)।

চক্রদত্ত—প্লীহায় শরপুঙ্খা—রক্ত শরপুঙ্খার মূলত্বক্ ঘোলের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে প্লীহবিবৃদ্ধি জয় করা যায়। (প্লীহ—চিঃ)। (২) ব্রণে শরপুঙ্খা—শরপুঙ্খার মূলত্বক্ চূর্ণ করিয়া মধুসহ মিশ্রিত করিবে। এতদ্দ্বারা ক্ষত লেপন করিলে ক্ষত পূরিয়া উঠে। (ব্রণ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—গুল্মে রক্তশরপুঙ্খালবণ—সমূলপত্রশাখ রক্ত শরপুঙ্খার ক্ষুপ উত্তোলন পূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড ও রৌদ্রশুষ্ক করিবে। এইগুলি একটী নূতন হাঁড়িতে রাখিয়া সরা দিয়া মুখ আঁটিয়া দিবে—জাল দিতে হইবে। ইহাতে শরপুঙ্খা ভস্ম হইবে। হাঁড়ি ঠাণ্ডা হইলে খুলিবে। এই অন্তর্ধূমে ভস্ম শরপুঙ্খা চূর্ণ করিয়া চূর্ণের ৬ গুণ জলের সহিত তাহা

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, এই জল মোটা কাপড়ে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। ইহা হইতে যে জল পতিত হইবে তাহা প্রস্তরপাত্রে গ্রহণ করিবে। এই জল স্থির হইলে ইহার নিম্নে যে বস্তু সঞ্চিত হইবে, উপরের জল আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া তাহা লইবে। ইহাই শরপুঙ্খালবণ। এই লবণ যত, হরীতকীচূর্ণ তত লইয়া একত্র মিশাইবে। ১—২ আনা মাত্রায় অবস্থা বুঝিয়া গুল্মরোগীকে দিবসে ২ বার সেবন করাইবে।

বাগ্‌ভট—অপচীবিষকৃমিতে রক্তশরপুঙ্খা—রক্তশরপুঙ্খার মূল চেলোনীতে পেষণ পূর্ব্বক নস্য লইলে বা প্রলেপ দিলে অপচীবিষ ও কৃমি জয় করা যায়। (উঃ ৩০ অঃ)। (২) ইন্দুরের বিষে শরপুঙ্খাবীজ—রক্তশরপুঙ্খার বীজ চূর্ণ করিয়া ঘোলের সহিত সেব্য। ইহা সর্ব্বপ্রকার ইন্দুরবিষ প্রশমক। (উঃ ৩৮ অঃ)।

বক্তব্য—চরকে শরপুঙ্খার উল্লেখ নাই। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতেও শরপুঙ্খার গুণ বর্ণিত হয় নাই। সুশ্রুতসংহিতায় উন্মত্ত কুক্কুরবিষ চিকিৎসায় শরপুঙ্খা ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সুশ্রুতপরবর্ত্তী বাগ্‌ভট, বৃন্দ, চক্রপাণি বা ভাবমিশ্র কেহই ধবিষচিকিৎসায় শরপুঙ্খা ব্যবহার করেন নাই। রাজনিঘণ্টুতেও শরপুঙ্খার বিষঘ্নী শক্তির উল্লেখ নাই।

Constituents.—The extract contains chlorophyll, brown resin, a trace of wax, a cystalline principle, allied to quercitrin, gum, a trace of albumen and coloring matter, ash 6 p. c., containing a trace of manganese.

Actions and uses.—Alterative tonic and diuretic; used in cough, derangements of liver, spleen and kidneys. As a diuretic it is given with black pepper in gonorrhœa, in bleeding piles it is administered with Canabis Indica leaves. An infusion of it is given in fevers. The juice of the leaves is used over swollen hands and feet and also over swelling and puffiness of the face. Decoction is given in dyspepsia and tympanitis. (R. N. Khory, Vol. II, p. 232.)

নব্যমত—শরপুঙ্খ, রসায়ন, বল্য ও মূত্রকারক। ইহা কাস, যকৃৎ, প্লীহা এবং বৃক্কদ্বয়ের (kidneys) পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। "গণোরিয়া" রোগে মূত্রকারকরূপে ইহা গোলমরিচের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্তস্রাবী অর্শে ইহা সিদ্ধির সহিত প্রযুক্ত হয়। ইহার শীতকষায় (infusion) জ্বররোগেও সেব্য। হস্ত, পদ ও মুখমণ্ডলের শোথে শরপুঙ্খার পাতার রস হিতকারী। শরপুঙ্খার কাথ, গ্রহণী ও উদাবর্ত্ত রোগেও প্রশস্ত। (আর, এন্, খোরি, ২ খঃ, ২৩২ পৃঃ)।

শাখোট—शाखोटः।

शाखोटः क्षीरिवृक्षः—Ficus Asperrima.

अन्वर्थसंज्ञा:—"कर्कशच्छदः," "पीतफलः," "क्षीरनाशः"। क्षीरिवृक्षोऽक्षीरनाशस्तु स्मृतः। तिक्तोष्णोऽयं पित्तकफातिसारहारी। राजनिघण्टुः।

शाखोटो रक्तपित्तार्शोवातश्लेष्मातिसारजित्। भावप्रकाशः।

अपच्यां शाखोटकः—"शाखोटकस्य स्वरसेन सिद्धं। तैलं हितं नस्यविरेचनेषु। सुश्रुतः—(चिः १८ अः)।

अर्द्दिते रक्तपित्ते शाखोटकः—"भद्रः शाखोटकत्वग्रसविन्दुहितयश्रुतो घृतद्विगुणः। भूनिम्बकल्क अर्द्दगपित्तास्रकासश्वासघ्नः"। (रक्तपित्त—चिः)। (२) वातशोथे शाखोटकः—कल्कः काञ्जिकसंपिष्टः स्निग्धः शाखोटकत्वचः। सुपर्ण इव नागानां वातशोथविनाशनः। (व्रणशोथ—चिः)। चक्रदत्तः।

श्लीपदे शाखोटकः—"शाखोटकल्कमिश्रं तोयं गोमूत्रसंयुतं पीत्वा। हन्यात् श्लीपदमुग्रम्—" (श्लीपद—चिः)। वङ्गसेनः।

শাখোটকের ভাষানাম—বাঃ—শেওড়া। হিঃ—সহোড়া। মঃ—সহোড়। গুঃ—সাহোড়া। কঃ—আখোডমরনু। তৈঃ—ভারিণিকেচেট্টু।

শাখোটকের অন্বর্থসংজ্ঞা—"কর্কশচ্ছদ," "পীতফলা," "ক্ষীরনাশ,"—ইহার পত্র ভোজন করিলে ছাগীর দুগ্ধ হ্রাস পায়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কাণ্ডত্বক্, মূল এবং পত্রস্বরস। মাত্রা—মূল ও কাণ্ডত্বক্, ১—৪ আনা। স্বরস—১—২ তোলা।

বৈদ্যকে শাখোটকের ব্যবহার।

সুশ্রুত—দুষ্ট অপচীরোগে শেওড়া—পাতার বা মূলের রসের সহিত পক্ক তিল তৈলের নস্য ও বিরেচনার্থ প্রয়োগ হিতকর। মতান্তরে শাখোটক কল্কও যোজ্য। (চিঃ ১৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে শাখোটত্বক্—তরুণ শাখোটবৃক্ষের ছালের রস ২ ফোঁটা, গব্যঘৃত ৪ ফোঁটা চিরতাচূর্ণসহ সেবন করিলে উর্দ্ধগরক্তপিত্ত শ্বাসকাস বিনষ্ট হয়। (রক্তপিত্ত চিঃ)। (২) বাতশোথে শাখোটত্বক্—তরুণ শাখোটবৃক্ষের ছাল কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে বাতশোথ বিলীনতা প্রাপ্ত হয় (ব্রণশোথ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—শ্লীপদে শাখোটত্বক্—শাখোটবৃক্ষের ছাল জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক গোমূত্রযোগে পান করিলে উগ্র শ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তি পায় (শ্লীপদ—চিঃ)।

Constituents.—A crystallline principle, soluble in alcohol an inorganic acid, white calcareous matter and ash 18 p. c. (R. N. Khory Vol. II., p. 556.)

Actions and uses.—Alterative; used in glandular enlargement of the liver and spleen. The juice is applied to cracks and fissures on the palms of hands and soles of feet. The leaves are used to polish the ivory. The bark which is mildly acrid, is used as a tooth brush to remove the tartar or to cleanse the teeth. (R. N. Khory, Vol. II, p. 556).

নব্যমত—শাখোট, রসায়ন। ইহা প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধিরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার রস হস্ত ও পদতলের বিদারণে (ফাটায়) হিতকর। শেওড়াপাতা হস্তিদন্ত পালিশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। দন্তগতমল (tartar) অপসারণার্থ কিংবা দন্তপরিষ্করণার্থ ইহার ত্বক্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর, এন্, খোরি, ২য়ঃ খঃ ৫৫৬ পৃঃ।)

শাল্মলী—মাল্মলী (লিঃ)।

রক্তশাল্মলী, মোচা—Bombox Malabaricum, Bombox Heptaphylla. **শ্বেতশাল্মলী**—B. Pentandrum. **কূটশাল্মলী**—B. Gosypinum.

অন্বর্থ সংজ্ঞা—"**দীর্ঘদ্রুমঃ,**" "**চিরজীবী,**" "**কণ্টকদ্রুমঃ,**" "**তুলদ্রুমঃ,**" "**রক্তপুষ্পা,**" "**স্থূলফলঃ**"।

शाल्मली शीतला स्निग्धा शुक्रश्लेष्मविवर्द्धनी। तद्रसस्तद्गुणो ग्राही तच्च मोचरसः स्मृतः। शाल्मली पिच्छिला हृष्या वल्या मधुरसा तथा। कषायस्तद्रसो ग्राही पुष्पं तद्वत्तथा फलम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

शाल्मलिः पिच्छिलो हृष्यो वल्यो मधुरशीतलः। कषायश्च लघुः स्निग्धः शुक्रश्लेष्मविवर्द्धनः। तद्रसस्तद्गुणो ग्राही कषायः कफनाशनः। पुष्पं तद्वच्च निर्द्दिष्टं फलं तस्य तथाविधम्। मोचरसस्तु कषायः कफवातहरो रसायनो योगात्। वलपुष्टिवर्णवीर्य्यप्रशायुर्देहसिद्धिदो ग्राही। राजनिघण्टुः।

शाल्मली शीतला स्वाद्वी रसे पाके रसायनी। श्लेष्मला पित्तवातास्रहारिणी रक्तपित्तजित्। मोचास्रावो हिमो ग्राही स्निग्धो हृष्यः कषायकः। प्रवाहिकातिसारामकफपित्तास्रदाहनुत्। शाल्मलीपुष्पशाकन्तु घृतसैन्धवसाधितम्। प्रदरं नाशयत्येव दुःसाध्यञ्च न संशयः। भावप्रकाशः।

व्रणनिर्व्वापणे शाल्मलीत्वक्—"शाल्मलीत्वक् वलामूलं * आलेपनं निर्वापणम्"। (चिः १३ अः)। चरकः।

पक्वातिसारे शाल्मलीवृन्तम्—"कृतं शाल्मलीवृन्तेषु कषायं हिमसंज्ञकम्। निशापर्य्युषितं पेयं सक्षौद्रं मधुकान्वितम्। विवद्धवातविट्शूलपरीतः सप्रवाहिकः। सरक्तपित्तश्च पयः पिवेत् तृष्णासमन्वितः"। (उः ४० अः)। सुश्रुतः।

शुक्रवृद्ध्यर्थं शाल्मलीमूलम्—"शुक्रक्षये * विदारीकन्दशाल्मली * शस्यन्ते मधुराणि च"। (चिः १० अः)। हारीतः।

रक्तपित्ते शाल्मलीपुष्पम्—"* शाल्मलेः। पुष्पचूर्णन्तु मधुना लीढ़ा चारोग्यमश्नुते"। (रक्तपित्त—चिः)। (२) अग्निदग्धे व्रणे शाल्मली-

মূলকম্—পিষ্টা শাল্মলীমূলকং জলেন লেপাত্তথা বালুকা। (ব্রণশোথ—চিঃ)। (২) ব্যঙ্গে শাল্মলীকণ্টকম্—"কেবলান্ পয়সা পিষ্টা তীক্ষ্ণান্ শাল্মলীকণ্টকান্। আলিপ্তং ত্র্যহমেতেন ভবেৎ পদ্মোপমং মুখম্"। (ক্ষুদ্র-রোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

প্রদরে শাল্মলীপুষ্পম্—"শাল্মলীপুষ্পশাকন্তু ঘৃতসৈন্ধবসাধিতম্। প্রদরং নাশয়ত্যেব দুঃসাধ্যঞ্চ ন সংশয়ঃ"। (২) শ্লীপদে শাল্মলীপুষ্পং সুস্বিন্নং শাল্মলীপুষ্পং নিশাপর্যুষিতং নরঃ। রাজিকাচূর্ণসংযুক্তং খাদেৎ শ্লীপদোপশান্তয়ে"। (শ্লীপদ—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

শাল্মলীর ভাষানাম—বাঃ—শিমুল গাছ। হিঃ—সেমল। মঃ—সাবরী। গুঃ—শেমলো। কঃ—যবল বদমর। তৈঃ—রুগচেট্টু। উঃ—বোন্‌রী। তা—পুলা। ইং—রেড্ সিল্ক কটন্ ট্রী।

শাল্মলীর অন্বর্থ সংজ্ঞা—"দীর্ঘদ্রুম", "চিরজীবী" "কণ্টকদ্রুম" "তুলবৃক্ষ" "রক্তপুষ্পা" "স্থূলফল"।

শাল্মলীর ভেদ—শাল্মলী তিন প্রকার—রক্তশাল্মলী, শ্বেতশাল্মলী ও কূটশাল্মলী।

বর্ণন—রক্তপুষ্প শাল্মলী বঙ্গে প্রচুর জন্মে, এই সুদীর্ঘ তরু শীতকালে পত্র বিবর্জ্জিত এবং বসন্তের প্রারম্ভে পুষ্পিত হইয়া থাকে। পত্রশূন্য শাখায় বৃহৎ রক্তবর্ণ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে, এই বৃক্ষ দর্শনীয় শোভা ধারণ করে। ইহার পুষ্পে এক প্রকার গাঢ় তরল পদার্থ সঞ্চিত হয়। পক্ষিগণ ইহা পান করিবার জন্য সমাগত হইয়া পুষ্পিত শাল্মলী তরুকে মুখরিত করে। পল্লীগ্রামের লোকে শুষ্ক শিমুল ফুল পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করে এবং এতদ্বারা মলিনবস্ত্র পরিষ্কৃত করিয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পক্ব শিমুলফল স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া তুল উদ্গীরণ করে। শ্বেত শাল্মলী বৃক্ষ স্থূলতায় রক্তশাল্মলী বৃক্ষের তুল্য। কেবল ইহার কাণ্ডে, শাখায়, কোমলাবস্থায় স্বল্প কণ্টক থাকে, পুষ্প শ্বেতবর্ণ এবং অধোমুখে স্থিত। ইহার বৃক্ষের অগ্রভাগ জাহাজের মাস্তুলের মত ক্রমশঃ সরু। কূটশাল্মলীর বৃক্ষ কূটে অর্থাৎ পর্ব্বতশৃঙ্গে জন্মে। দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বত-মালায় প্রচুর দৃষ্ট হয়। কাণ্ড ও শাখা কণ্টকবর্জ্জিত, পুষ্প বৃহত্তম ও উজ্জ্বল পীতবর্ণ। ত্রিবিধ শাল্মলীর ফলেই তূলা থাকে। শিমুলের তুলায় বালিশ হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—তরুণ বৃক্ষের মূল, পুষ্পদল, পুষ্পবৃন্ত ও বকৃষস—মোচরস ও

তুলা। মাত্রা—মূলস্বরস ১-২ তোলা; পুষ্পদলকল্ক ১-২ তোলা; পুষ্পবৃন্ত ৪—১৬ আনা; মোচরস—১-৪ আনা। শাল্মলী পুষ্পের সবুজবর্ণ বাটির মত প্রত্যঙ্গকে (Calyx) শাল্মলী বৃন্ত বলা হইয়াছে। বিশেষউল্লেখ না থাকিলে, শাল্মলী শব্দে রক্তশাল্মলী বুঝিতে হইবে।

বৈদ্যকে শাল্মলীর ব্যবহার।

চরক—ব্রণনির্বাপণে শাল্মলীত্বক্—শিমূল ছালের প্রলেপ দিলে ব্রণের দাহ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত—পক্কাতিসারে শাল্মলীবৃন্ত—যে প্রবাহিকা রোগী বিবদ্ধবাতবিট্, শূল, ও তৃষ্ণা সমন্বিত তাহাকে শাল্মলীবৃন্তের শীতকষায় পান করাইবে। (উঃ ৪০ অঃ)।

হারীত—তরুণশাল্মলী বৃক্ষের মূল, শুক্রবৃদ্ধিকর বস্তুর অন্যতম। চিঃ ১০ অঃ)।

চক্রদত্ত।—রক্তপিত্তে শাল্মলীপুষ্প—রক্তপিত্তী শিমুলফুল চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (২) অগ্নিদগ্ধব্রণে শিমুলতুল—জলনিম্নগত বালুকা ও শিমুল তুল একত্র পেষণপূর্ব্বক অগ্নিদগ্ধব্রণে লেপ দিবে। (ব্রণশোথ—চিঃ)। (৩) ব্যঙ্গে শাল্মলী-কণ্টক—কেবল গব্যদুগ্ধের সহিত পিষ্ট শাল্মলীকণ্টক মুখে তিন দিন লেপন করিলে মুখের ব্যঙ্গ (মেছেতা) নিবৃত্তি পাইয়া মুখ পদ্মোপম হয়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ প্রদরে—শাল্মলীপুষ্প—শিমুল ফুল গব্য ঘৃত ও সৈন্ধব সহ ভাজিয়া সেবন করিলে দুঃসাধ্য প্রদরও প্রশমিত হয়। (২) প্লীহায় শাল্মলী পুষ্প—পূর্ব্বদিন রাত্রিতে শিমুলফুল জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতে কিঞ্চিৎ সর্ষপ সহ ভোজন করিলে প্লীহবিবৃদ্ধি বিনাশ পায়। (প্লীহ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, শোণিতাস্থাপন ও বেদনাস্থাপনবর্গে মোচরস পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুতে প্রিয়ঙ্গ্বাদিবর্গে মোচরস পঠিত হইয়াছে। কোন কোন নিঘণ্টুকারের মতে পুগ-পুষ্প মোচরসের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। রোহিতকের পর্য্যায়ে কূটশাল্মলী পঠিত হইতে দেখিয়া, কেহ কেহ কূটশাল্মলীর অর্থ রক্তরোহিতক এবং কেহ বা কাশমল্লা (জিওল) অর্থ করিয়াছেন। উভয়ই ভ্রান্ত। ভাবমিশ্র কূটশাল্মলী ও রোহিতক পৃথক্ পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—The seeds yield 25 p. c. of a sweet mondrying oil, of a light yellowish brown colour which contains crystalline insoluble fatty acids 92.8 p. c. The cake of the seeds contain nitrogenous

compounds, fat, extractive matter, wooly fibre and ash. (R. N. Khory, Vol. II., p. 103.)

Actions and uses.—The root is astringent, alterative, demulcent, and restorative, used in diarrhœa dysentery and menorrhœgia ; also in high coloured urine with copious deposit. As an alterative and restorative the native use a path (confection in tuberculosis of the lungs and other wasting diseases. The gum is used as an astringent and demulcent for the same purposes but more especially in dysentry menorrhœgia and in diarrhœa of children. Native women use it largely after delivery to stop menses during lactation. It is a chief ingredient in various restorative expectorant and aphrodisiac confections. Found to be a valuable substitute for gum kino, red gum &c. (R. N. Khory, Vol. II., p. 103.)

নব্যমত—শিমুলের কচি মূল সঙ্কোচক, রসায়ন, স্নিগ্ধ ও ধাতুসাম্যকর ইহা, অতিসার রক্তাতিসার ও অতিরিক্ত রজঃস্রাবে ব্যবহৃত হয়। মূত্র যখন অতিরঞ্জিত হয় এবং ধরিলে তলানি পড়িতে দেখা যায় তখন শিমূলের মূল হিতকর। এতদ্দেশীয় লোকে উরঃক্ষতে (tuberculosis of the lungs) এবং অন্যান্য ক্ষয়রোগে ছোট শিমুল গাছের মূলের, খণ্ড মোদকাদি, ঘৃতচিনি যোগে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। সঙ্কোচক ও শীতবীর্য্য বলিয়া মোচরস ও এতদর্থে এবং বিশেষতঃ রক্তাতিসার, অতিরজঃস্রাব এবং শিশুর উদরাময়ে, ব্যবহৃত হয়। স্তন্যদানকালে (during lactation) ঋতু বন্ধ রাখিবার জন্য এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রসবের পর প্রায়শঃ মোচরস সেবন করে। মোচরস বিবিধ ধাতুসাম্যকর, কফনিঃসারক এবং বাজীকরণ মোদকের প্রধান উপকরণ স্বরূপ প্রযুক্ত হয়। মোচরস—"গম্‌কাইনো" "রেড্‌গম্" প্রভৃতির উত্তম প্রতিনিধি। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খঃ, ১০৩ পৃঃ)।

শিংশপা—শিংশপা।

शिंशपा (कपिला) Dalbergia Sissoo.

भेदाः—श्यामा शिंशपा—D. Latifolia. **कपिला शिंशपा, श्वेता शिंशपा।**

कटूष्णं कफदोषघ्नं बस्तिरोगविनाशनं। शिंशपायुगलं वर्ण्यं हिक्काशोफौ विसर्जयेत्। पित्तदाहप्रशमनं वर्ण्यं रुचिकरं परम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

श्यामादिशिंशपा तिक्ता कटूष्णा कफवातनुत्। नष्टाजीर्णहरा दीप्या शोफातिसारहारिणी। **कपिला** शिंशपा तिक्ता शीतवीर्य्या श्रमापहा। वातपित्तज्वरघ्नी च च्छर्द्दिहिक्काविनाशनी। शिंशपात्रितयं वर्ण्यं हिमशोफविसर्पजित्। पित्तदाहप्रशमनं बल्यं रुचिकरं परम्। **राजनिघण्टुः।**

शिंशपा कटुका तिक्ता कषाया दोषहारिणी। उष्णवीर्य्या हरेन्मेदः-कुष्ठश्वित्रवमिक्रिमीन्। वस्तिरुग्व्रणदाहास्रबलासान् गर्भपातिनी। **भावप्रकाशः।**

वसामेहे शिंशपामूलत्वक्—"वसामेहिनं शिंशपाकषायम्" (चिः ११ अः)। (२) **सर्व्वज्वरे** शिंशपासारः—"उदकाद्द्विगुणं क्षीरं शिंशपासारसंयुतम्। तत् क्षीरशेषं क्वथितं पेयं सर्व्वज्वरापहम्"। (उः ३९ अः)। **सुश्रुतः।**

नेत्ररोगे शिंशपापल्लवः—"वातपित्तकफदोषसम्भवान्। नेत्रयोर्बहुव्यथां हरते क्षणात्। एक एव हरति प्रयोजितः। शिशुपल्लवरसःसमाक्षिकः"। (चिः ४४ अः)। **हारीतः।**

गृध्रस्यां शिंशपात्वक्—"शिंशपात्वचः तुलां क्षुण्णां जलद्रोणद्वये पचेत्। अष्टभागावशिष्टञ्च पूतं लेहञ्च कारयेत्। पायसं सहविष्यान्नं तत्कर्षेण च मिश्रितम्। भक्षयेदेकविंशाहं गृध्रसीनाशनं परम्। **वङ्गसेनः।**

শিংশপার ভেদ—শ্যামাশিংশপা, কপিলাশিংশপা, শ্বেতাশিংশপা।

শিংশপার ভাষানাম—বাঃ—শিশুগাছ। হিঃ—সিসম্। মঃ—কাঠ্‌শিশবা। গুঃ—শিশম। কঃ—করিমইবিড়ু। তৈঃ—জিট্রেগুচেট্টু। তা—আশ্কু কট্টই। অঃ—সাসম্।

বর্ণন—কৃষ্ণকপিলাদি কাষ্ঠ বর্ণানুসারে নিঘণ্টুকারগণ শিংশপার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে কপিলা শিংশপা বর্ণিত হইতেছে। ইহার কাণ্ড অসরল, প্রায়ই স্থূল ও দীর্ঘ হয়, বহুশাখ, কাণ্ডত্বক্ বিদীর্ণ হইয়া থাকে। পত্র—দীর্ঘবৃন্তে জোড়া জোড়া বিজড়,

কোমলাবস্থায় রোমাবৃত, পরিণতাবস্থায় মসৃণ ও উজ্জ্বল। পুষ্প—পীতাভশুভ্র, ক্ষুদ্র। শিম্বী—ক্ষীণ, দীর্ঘ। বীজসংখ্যা—৩।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কাণ্ড ও মূলত্বক্, পত্র, সারবান্ কাষ্ঠ। মাত্রা—ত্বক—১—৪ আনা। কাথ—৫—১০ তোলা। স্বরস—১—৪ তোলা।

বৈদ্যকে শিংশপার ব্যবহার।

সুশ্রুত—বসামেহে শিংশপা—যাহার বসামেহ হইয়াছে তাহাকে শিংশপা মূলের ছালের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) সর্ব্বজ্বরে শিংশপাসার—জলের দ্বিগুণ দুগ্ধসহ শিংশপাসারের কাথ, দুগ্ধমাত্রাবশিষ্ট অবস্থায় অবতারিত করিয়া পান করিলে, বিষম ও অবিষম জ্বর প্রশমিত হয়। (উঃ ৩৯ অঃ)।

হারীত—নেত্ররোগে শিংশপাপল্লব—শিশু গাছের পাতার রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে দিলে বাতপিত্তকফদোষজ চক্ষুব্যথা নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৪৪ অঃ)।

বঙ্গসেন—গৃধ্রসীতে শিংশপাত্বক্—শিশু গাছের ছাল সাড়ে বার সের, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া আট সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া, লেহবৎ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃপাক করিবে। ইহার ২ তোলা, ঘৃতযুক্ত পায়সের সহিত একুশ দিন সেবন করিলে গৃধ্রসীনাম বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

বক্তব্য—চরক "দশেমানি"তে শিংশপার উল্লেখ নাই। সুশ্রুত শালসারাদি ও মুষ্ককাদিবর্গে শিংশপা পাঠ করিয়াছেন।

শিগ্রুত্রয়—শিগ্রুত্রয়ম্।

শ্বেতশিগ্রুঃ কৃষ্ণগন্ধা—Hyperanthera Moringa. **রক্তশিগ্রুঃ**—A red flowered variety.

শিগ্রুত্রয়ম্, যথা—(১) **শ্বেতশিগ্রুঃ (শিগ্রুঃ)**, (২) **রক্তশিগ্রুঃ (মধুশিগ্রুঃ)**, (৩) **নীলশিগ্রুশ্চ (কৃষ্ণশিগ্রুঃ)**, **শোভাঞ্জনঃ**।

অন্বর্থসংজ্ঞা—শ্বেতশিগ্রোঃ—"**শাকপত্রঃ**," "**তীক্ষ্ণমূলঃ**," "**শ্বেতমরিচঃ**"। **রক্তশিগ্রোঃ**—"**বহুলচ্ছদঃ**," "**সুগন্ধবীজঃ**," "**বনারিঃ**"। **নীলশিগ্রোঃ**—"**সুখামোদঃ**," "**বহুলঃ**"।

सौभाञ्जनद्वयं तीक्ष्णं कटु स्वादूष्णपिच्छलम्। सक्षारं वातशोफघ्नं दृष्टिमान्द्यहरं सरम्। शिग्रुस्तिक्तः कटुश्चोष्णः कफशोफसमीरजित्। क्रम्यामविषमेदोघ्नो विद्रधिप्लीहगुल्मनुत्। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

शिग्रुश्च कटुतिक्तोष्णस्तीक्ष्णो वातकफापहः। मुखजाड्यहरो रुच्यो दीपनो व्रणदोषनुत्। **शोभाञ्जनः** (नीलशिग्रुः) तीक्ष्णकटुः स्वादूष्ण-पिच्छलस्तथा। जन्तुवातार्त्तिशूलघ्नश्चक्षुष्योरोचनः परः। **श्वेतशिग्रुः** कटुस्तीक्ष्णः शोफानिलनिकृन्तनः। अङ्गव्यथाहरो रुच्यो दीपनो मुख-जाड्यनुत्। **रक्तशिग्रुर्महावीर्य्यो** मधुरश्च रसायनः। शोफाध्मान-समीरार्त्तिपित्तश्लेष्मापसारकः। **राजनिघण्टुः।**

शिग्रुः कटुः कटुः पाके तीक्ष्णोष्णो मधुरो लघुः। दीपनो रोचनो रुक्षः क्षार स्तिक्तो विदाहकृत्। संग्राही शुक्रलो हृद्यः पित्तरक्तप्रकोपनः। चक्षुष्यः कफवातघ्नो विद्रधिश्वयथुक्रिमीन्। मेदोऽपचीविषप्लीहगुल्म-गण्डव्रणान् हरेत्। श्वेतः प्रोक्तगुणो ज्ञेयो विशेषाद्दाहकृद् भवेत्। प्लीहानं विद्रधिं हन्ति व्रणघ्नो पित्तरक्तहृत्। **मधुशिग्रुः** प्रोक्तगुणो विशेषाद्दीपनः सरः। शिग्रुवल्कलपत्राणां स्वरसः परमार्त्तिहृत् चक्षुष्यं शिग्रुजं बीजं तीक्ष्णोष्णं विषनाशनम्। अवृष्यं कफवातघ्नं तन्नस्येन शिरोऽर्त्तिनुत्। **भावप्रकाशः।**

शुष्कार्शःसु शिग्रुपत्रम्—"* शिग्रोश्च पत्राणि। जलेनोत्क्वाथ्य मूलार्शं स्वभ्यक्तमवगाहयेत्"। (चिः ८ अः)। (२) **ग्रन्थिविसर्पे** कृष्णगन्धा-त्वक्—"सुखोष्णया प्रदिह्याद्वा पिष्टया कृष्णगन्धया" (चिः ११ अः)। (३) **हिक्काश्वासयोः** शोभाञ्जनपत्रम्—"—पत्राणां यूषः शोभाञ्जनस्य च"। * हिक्काश्वासनिवारणः" (चिः २१ अः)। (४) **अश्मरी-शर्करयोः** शोभाञ्जनमूलम्—"जलेन शोभाञ्जनमूलकल्कः शृतो हितः —" (चिः २६ अः)। **चरकः।**

कुष्ठघ्नते शिग्रुतैलम्—"—घ्नतेषु सेव्यं तैलं शिग्रुकोशाम्रयोर्वा" (चिः ९ अः)। (२) प्लीहोदरे शोभाञ्जनमूलम्—"शोभाञ्जनकषायं वा पिप्पलीसैन्धवचित्रकयुक्तं" (चिः १४ अः)। (३) अपच्यां शिग्रुफलबीजम्—"छितोऽवपीड़े फलानि शिग्रोः—" (चिः १८ अः)। सुश्रुतः।

अपक्वे विद्रधौ रक्तशिग्रुः—"पानभोजनलेपेषु मधुशिग्रुः प्रयोजितः। दत्तावापो यथादोष मपक्वं हन्ति विद्रधिम् (चिः १३ अः)। (२) वातपित्तकफसन्निपातजायां नेत्रव्यथायाम् शिग्रुपल्लवरसः—"वातपित्तकफसन्निपातजां नेत्रयो र्बहुविधामपि व्यथां। शीघ्रमेव जयति प्रयोजितः शिग्रुपल्लवरसः समाक्षिकः"। (चिः १६ अः)। वाग्भटः।

सन्निपातज्वरिणो बोधनार्थम् शोभाञ्जनमूलम्—"शोभाञ्जनकमूलस्य रास्ना समरिचान्वितम्। विसंज्ञितानां नस्यं स्यात्बोधनं चाशु रोगिणाम्। (चिः २ अः)। (२) श्लेष्मशूले शोभाञ्जनमूलम्—शोभाञ्जनकमूलस्य रसञ्च मरिचान्वितम्। सक्षारमधुनोपेतः श्लेष्मशूलनिवारणः। (चिः ८ अः)। ३) शिरःशूले शोभाञ्जनत्वक्—"गुड़शोभाञ्जनरसै र्नस्ययोगात् पृथक् पृथक् * शिरोऽर्त्तिं शोपशाम्यति" (चिः ३९ अः)। हारीतः।

अन्तर्विद्रधौ शिग्रुमूलस्वरसः—"शिग्रुमूलं जले धौतं दरपिष्टं प्रगालयेत्। तद्रसं मधुना पीत्वा हन्त्यन्तर्विद्रधिं नरः"। (विद्रधि—चिः)। (२) कर्णशूले शोभाञ्जनमूलस्वरसः—"* सूर्य्यावर्त्तशोभाञ्जनमूलकस्वरसाः। मधुतैलसैन्धवयुताः पृथगुक्ताः कर्णशूलहराः"। (कर्णरोग—चिः)। चक्रदत्तः।

क्रिमिषु शिग्रुत्वक्—"सक्षौद्रः क्रिमिजिद्भिः पीतः क्रिमिहरशिग्रुजश्च क्वाथः"। (क्रिमि—चिः)। (२) वातरक्ते शिग्रुवल्कः—"शिग्रुवल्कलकल्को धान्याम्लेनानिलार्त्तिजिल्लेपात्। भवति नवेति विकल्पो न विधेयः विषयोगेऽभिन्नं"। (वातरक्त—चिः)। (३) उरोग्रहे शिग्रुत्वक्—"मूत्र

জীবকাশিগ্রুযথা: *। রসা একৈকশ: ক্বাথ্যা দ্বিশো বা রামঠান্বিতা:" (ভগ্নরোগ—চি:)। (৪) দদ্রৌ শিগ্রুমূলত্বক্—"দদ্রুঘ্নং লেপনং কুর্য্যাচ্ছিগ্রুমূলত্বচোঽথবা"। (কুষ্ঠ—চি:)। (৫) স্নায়ুরোগে শিগ্রুমূলদলে—"শিগ্রুমূলদলৈ: পিষ্টৈ: কাঞ্জিকেন সসৈন্ধবৈ:। লেপনং স্নায়ুকব্যাধে: শমনং পরমং মতম্। (স্নায়ুকরোগ—চি:)। (৬) নবহৃৎকোপে শিগ্রুমূলম্—"নবহৃৎকোপশমন: ক্ষৌদ্রযুত: শিগ্রুমূলরসসেক:"। বঙ্গসেন:।

শজিনার ভেদ—পুষ্পবর্ণভেদে শজিনা তিন প্রকার—(১) শ্বেতশিগ্রু, কৃষ্ণগন্ধা ইহার নামান্তর। (২) রক্তশিগ্রু, মধুশিগ্রু ইহার পর্য্যায়। (৩) নীলশিগ্রু বা কৃষ্ণশিগ্রু, শোভাঞ্জন ইহার অপর নাম। কেবল শিগ্রু বলিলে শ্বেতশিগ্রু বুঝিতে হইবে।

শজিনার অন্বর্থসংজ্ঞা—শ্বেতশিগ্রুর—"শাকপত্র," "তীক্ষ্ণমূল," "শ্বেতমরিচ"। রক্তশিগ্রুর—"বহলচ্ছদ," "সুগন্ধকেসর," "মৃগারি"। নীলশিগ্রুর—"মুখামোদ," "চক্ষুষ্য"।

শজিনার বৃক্ষ সর্ব্বত্র সুপরিচিত। শ্বেতপুষ্প শজিনার গাছ বঙ্গের সর্ব্বত্র সুলভ। রক্তপুষ্প শজিনা মালদহ অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। নীল বা কৃষ্ণপুষ্প শজিনার গাছ নিতান্ত দুর্লভ। শজিনার পত্র, পুষ্প এবং ফল (থাড়া) শাকার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বৃক্ষত্বক্ ও মূলত্বক্ কল্ক, বৃক্ষত্বক্‌রস ও মূলত্বক্‌রস, পুষ্প, পত্র এবং বীজ। মাত্রা—বৃক্ষ ও মূলত্বকের রস ২—৮ আনা ওজন। বৃক্ষ ও মূলত্বক্ কল্ক—½—২ আনা। বৃক্ষ ও মূলত্বক্ কাথ—২—৫ তোলা। শ্বেতশজিনা অত্যন্ত দাহকৃৎ, অতএব সাবধানতার সহিত সেবনার্থ প্রয়োগ করা উচিত। রক্তশজিনা দীপনহেতু, শূলাদি ব্যাধিতে ইহার বিশেষ উপযোগিতা আছে। শোভাঞ্জন শব্দে নীলশজিনা। কেহ কেহ শ্বেতশজিনা অর্থেও প্রয়োগ করিয়াছেন। নীলশজিনা দুর্লভ বলিয়া তদভাবে শ্বেতশজিনা গ্রাহ্য।

বৈদ্যকে শিগ্রুত্রয়ের ব্যবহার।

চরক—শুষ্কার্শে শ্বেতশজিনাপত্র—শ্বেতশজিনার পত্রের কাথ প্রস্তুত করিবে। অর্শের যন্ত্রণায় কাতর রোগীকে তিলতৈল উত্তমরূপে মাখাইয়া, ঈষদুষ্ণ ঐ কাথে অবগাহন করাইলে যন্ত্রণা নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) গ্রন্থিবিসর্পে শ্বেতশজিনার ছাল—শ্বেতশজিনার ছাল পেষণ ও উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা গ্রন্থিবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) হিক্কাশ্বাসে নীলশজিনার পত্র—নীলশজিনার পত্রের যূষ পান

করিলে হিকাশ্বাস প্রশমিত হয়। (চিঃ ২১ অঃ)। (৪) অশ্মরী ও শর্করায় নীল-শজিনার মূল—পিষ্ট নীলশজিনার মূল, জলের সহিত পাক করিয়া পান করিবে। ইহা পাথরী ও শর্করারোগে হিতকর। (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত—কুষ্ঠক্ষতে শজিনাবীজতৈল—শজিনার বীজের তৈল, কুষ্ঠের ক্ষতের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) প্লীহোদরে নীলশজিনার মূল—প্লীহরোগী নীলশজিনার মূলের ক্বাথ, পিপুলচূর্ণ, সৈন্ধব লবণ এবং চিতামূলচূর্ণযোগে পান করিবে। (চিঃ ১৪ অঃ)। (৩) অপচীতে শ্বেতশজিনার ফলবীজ—শ্বেতশজিনার ফলের বীজচূর্ণ অপচী রোগীকে নস্য করাইবে। (চিঃ ১৮ অঃ)।

বাগ্‌ভট—অপক্ক বিদ্রধিতে রক্তশজিন—বিদ্রধির অপক্কাবস্থায় রোগীর পান ভোজন ও লেপার্থ রক্তশজিনার মূলত্বক্ ব্যবহার করাইলে অপক্ক বিদ্রধি জয় করা যায়। (চিঃ ৩ অঃ)। (২) বাতপিত্তকফ ও সন্নিপাতজ নেত্রব্যথায় শ্বেতশজিনার পাতার রস—মধুযুক্ত শ্বেতশজিনার পাতার রস নেত্রে পাতিত করিলে, বাতপিত্তকফসন্নিপাতজ বহুবিধ নেত্রব্যথা নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১৬ অঃ)।

হারীত—সন্নিপাতজ্বরীর প্রবোধার্থ নীলশজিনার মূল—নীলশজিনার মূল, রাস্না ও মরিচ সংযোগে নস্য করাইলে, সন্নিপাতজ্বরে যাহার জ্ঞানহীনতা জন্মিয়াছে তাহার সংজ্ঞা পুনরাগত হয়। (চিঃ ২ অঃ)। (২) শ্লেষ্মশূলে নীলশজিনার মূল—যবক্ষার, মধু এবং মরিচচূর্ণযোগে, নীলশজিনার মূলের রস পান করিলে শ্লেষ্মজ শূল প্রশমিত হয়। (চিঃ ৮ অঃ)। (৩) শিরঃশূলে নীলশজিনার ছাল—নীলশজিনার ছালের রস ও পুরাণ গুড়ের নস্য লইলে শিরঃপীড়া বিনাশ পায়। (চিঃ ৩৯ অঃ)।

বঙ্গসেন—কৃমিরোগে শ্বেতশজিনার ছাল—বিড়ঙ্গ ও শ্বেতশজিনার ছালের ক্বাথ পান করিলে কৃমি নষ্ট হয়। (কৃমি—চিঃ)। (২) বাতরক্তে শ্বেতশজিনার ছাল—শ্বেত-শজিনা ও বরুণছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তাক্রান্ত অঙ্গের বেদনা প্রশমিত হয়। ইহা সিদ্ধযোগ, হইবে কি না হইবে এরূপ সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। (বাতরক্ত—চিঃ)। (৩) উরোগ্রহে শ্বেতশজিনার ছাল—হিঙ্গুযুক্ত শ্বেতশজিনার ছালের ক্বাথ উরোগ্রহে হিতকর। (উরোগ্রহ—চিঃ)। (৪) দক্রুতে শ্বেতশজিনার মূলের ছাল—শ্বেতশজিনার মূলের ছালের প্রলেপ, দক্রুতে হিতকর। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (৫) স্নায়ু-রোগে শ্বেতশজিনার মূল ও পত্র—শ্বেতশজিনার মূলের ছাল এবং পত্র সৈন্ধব লবণসহ কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক লেপ দিবে। ইহা পরম স্নায়ুরোগ প্রশমক। (স্নায়ুক—চিঃ)। (৬) নবাভিষ্যন্দে শ্বেতশজিনার মূল—শ্বেতশজিনার মূলের রস কএক বিন্দু চক্ষুতে প্রদান করিলে নবাভিষ্যন্দ অর্থাৎ নূতন "চোক উঠা" প্রশমিত হয়।

চক্রদত্ত—অন্তর্বিদ্রধিতে শ্বেতশজিনার মূল—শ্বেতশজিনার মূল জলে উত্তমরূপ ধৌত করিয়া ঈষৎ পেষণ পূর্ব্বক রস গালিয়া লইবে। এই রস মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, অপক্ব বিদ্রধি বিলীন হইয়া যায়। (বিদ্রধি—চিঃ)। (২) কর্ণশূলে নীলশজিনার মূল—নীলশজিনার মূলের রস, মধু তিলতৈল ও সৈন্ধব লবণ সহ কর্ণে পাতিত করিলে কর্ণশূল (কাণ কট্‌কটানি) প্রশমিত হয়। (কর্ণরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, কৃমিঘ্ন, স্বেদোপগ এবং শিরোবিরেচন বর্গে শিগ্রু পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুতসংহিতাতেও—"করবীরপূর্ব্বাণাং ফলানি" (সুঃ ৩৯ অঃ) বাক্যে শিগ্রুবীজের শিরোবিরেচনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

Constituents.—The root yields an essential oil which is very pungent and has a very offensive odour. The husked seeds yield oil 36 p. c. The bark contains a white crystalline alkaloid, resins, an organic acid mucilage and ash 8 p. c. (R. N. Khory, Vol. II., p. 235).

Actions and uses.—Antispasmodic, stimulant, expectorant, and diuretic. The root is very irritating to the skin. The decoction is a stimulant given with asafetida and rock salt in internal deep seated inflammations, in calculous affection, in hysteria, epilepsy, paralysis, rheumatism, dropsy, in cough and in flatulence in children also in ascites due to the enlargement of the liver. As a diuretic it is given in uric acid diathesis. The pods are taken as preventive against worms. Externally the oil from the seeds is used as a stimulant application to rheumatic joints and to gouty and other painful parts. The bark is acrid. With cumin seeds it is applied locally to gumboils and toothache with relief. It is applied to the temples in headache, and on the veneral nodes and syphilitic buboes. The decoction of the root is used as a gargle in sore-throat. The bark is abortifacient, and is used to procure abortion, and is a good substitute for laminaria to dilate the os. The gum with milk or sweet oil is poured into the ear in earache. The poultice of the leaves is used in reducing glandular swellings. It always produces a blister. (R. N. Khory, Vol. II., p. 236).

"The gum of the tree, mixed with sesamum oil is recommended to be poured into the ears for the relief of otalgia. It is also rubbed with milk and applied in headache to the temples. The juice of the root with milk is diuretic, antilithic and digestive, and is useful in asthma. A poultice made with the root reduces swellings, but is very irritating and painful to the skin. The pods are a wholesome vegetable and act as a preventive against intestinal worms.

Rumphius and *Loureiro* state that the bark is emmenagogue and even abortifacient. In Bengal half ounce doses of the bark are said to be used to procure abortion. According to *Fleming* the oil of the seeds is used as an external application for rheumatism in Bengal. In India the root is generally accepted by Europeans as a perfect substitute for Horse-Radish. A decoction of the root-bark is used as a fomentation to relieve spasm. (Dymock, Vol. I., pp. 397-98.)

নব্যমত—আক্ষেপনিবারক, উষ্ণ, কফনিঃসারক এবং মূত্রকারক। মূলের প্রলেপ ত্বকের উত্তেজন জন্মায়। ইহার ত্বকের ক্বাথ, উত্তেজক। সৈন্ধব লবণ এবং হিঙ্গুর সহিত ইহা, অন্তর্বিদ্রধি, অশ্মরী, শর্করাদি রোগ, মূর্চ্ছা, অপস্মার, বাতব্যাধি, বাত, শোথ, কাস এবং শিশুর উদরাধ্মানে এবং যকৃৎবিবৃদ্ধিহেতুজাত শোথে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূত্রের ইউরিক্ এসিড্ ঘটিত পীড়ায় (uric acid diathesis) মূত্রকারক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শজিনার ডাঁটা, ক্রিমি প্রতিষেধক, শজিনার বীজের তৈল, আমবাত, গেঁটেবাত ও অন্যান্য বেদনায় অভ্যঙ্গার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীরার সহিত শজিনার ছালের প্রলেপ দন্তশূল ও দন্তমাঢ়ী স্ফীতির পক্ষে হিতকর। ইহা শিরঃশূল, শিরাস্ফীতি (veneral nodes), বাগীতেও (syphilitic buboes) প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মূলের ক্বাথ গলক্ষত রোগে কবলার্থ ব্যবহৃত হয়। ত্বক্ গর্ভপাতনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শজিনার আঠা, দুগ্ধ বা সুইট্ অয়েলের সহিত কর্ণশূল নিবারণার্থ কর্ণে প্রদান করা যায়। পাতার পুল্টিশ দিলে গ্রন্থিস্ফীতি (glandular swelling) নিবৃত্তি পায়। ত্বকের প্রলেপ দিলে প্রায় ফোস্কা পড়ে। (আর্, এন্, কোর্, ২য় খঃ, ২৩১ পৃঃ)।

শিরীষ—शिरीषः।

शिरीषः—Mimosa Sirissa.

अन्वर्थ संज्ञा—"मृदुपुष्पः," "सुपुष्पकः," "लोमशपुष्पकः," "शुक-पुष्पः," "विषहन्ता" ।

तिक्तोष्णो विषहा वर्ण्यस्त्रिदोषशमनो लघुः । शिरीषः कुष्ठकण्डूघ्न-स्त्वग्दोषश्वासकासहा । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

शिरीषः कटुकः शीतो विषवातहरः परः । पामाकुष्ठकण्डूति-त्वग्दोषस्य विनाशनः । राजनिघण्टुः ।

শিরীষো মধুরোঽনুষ্ণঃ তিক্তশ্চ তুবরোলঘুঃ। দোষশোথবিসর্পঘ্নঃ কাস-ব্রণবিষাপহঃ। ভাবপ্রকাশঃ।

অন্যগ্রন্থে শিরীষঃ—"শিরীষো বিষঘ্নানাম্" (সূঃ ২৫ অঃ)। কুষ্ঠে শিরীষত্বক্—"শৈরীষীং ত্বচং * পিষ্ট্বা চতুর্বিধঃ কুষ্ঠনুল্লেপঃ"। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) কফজে বিসর্পে শিরীষকুসুমম্—"* শিরীষকুসুমানি চ। * পৃথগালেপনং দদ্যাদ্দ্বশঃ সর্ব্বশোঽপিবা। প্রদেহাঃ সর্ব্ব এবৈতে দেয়াঃ স্বল্পঘৃতাযুতাঃ" (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) কফপিত্তানুগে শ্বাসে শিরীষ-পুষ্পম্—"শিরীষপুষ্পস্বরসঃ সপ্তপর্ণস্য বা পুনঃ। পিপ্পলীমধুসংযুক্তঃ কফপিত্তানুগে মতঃ"। (চিঃ ২১ অঃ)। সর্পবিষে শিরীষপুষ্পম্—"রবৌ শিরীষপুষ্পস্য সপ্তাহং মরিচং সিতম্। ভাবিতং সর্পদষ্টানাং নস্য-পানাঞ্জনে হিতম্"। (চিঃ ২৫ অঃ)। চরকঃ।

চাতুর্থকজ্বরে শিরীষপুষ্পম্—"শিরীষপুষ্পস্বরসো রজনীদ্বয়সংযুতঃ। নস্যং সর্পিঃ সমাযোগাচ্চাতুর্থকজ্বরং জয়েৎ"। (জ্বর—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

শিরীষের ভাষানাম—বাঃ—শিরীষগাছ। হিঃ—সিরস। মঃ—শিরশী। গুঃ—শিরীষ, পরশাডা। কঃ—শিরস্থ। তৈঃ—দিরসন। তাঃ—দরথ্‌ত্‌ জকরিয়া। অঃ—সুলতান্‌-উল-অসজার।

শিরীষের অন্যর্থসংজ্ঞা—"মৃদুপুষ্প," "সুপুষ্পক," "লোমশপুষ্পক," "বৃত্তপুষ্প," "বিষহন্তা"।

বর্ণন—শিরীষের উচ্চ ও বৃহৎ বৃক্ষ বনে জন্মে। কাণ্ড স্থূল, কাণ্ডত্বক্ পাঁশুটে রঙের, স্বাদ অম্লকষায়। পত্র প্রায় আমলকীর পাতার মত। একবৃন্তে ৪—৮ জোড়া পত্র থাকে। শীতকালে বৃক্ষ প্রায় পত্রবর্জ্জিত হয়। পত্রবৃন্ত অর্দ্ধ-যুক্ত। পুষ্প পীতাভশুভ্র, অতি সুগন্ধি, ইহার সুকুমারত্ব কাব্যপ্রসিদ্ধ। পুষ্পকাল—গ্রীষ্ম। শিম্বী দীর্ঘ। বীজসংখ্যা—৮—১০টী।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পঞ্চশিরীষ অর্থাৎ ফল, মূল, ত্বক্, পুষ্প ও পত্র। মাত্রা—কল্ক ১—৪ আনা। স্বরস—১—২ তোলা। কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে শিরীষের ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে শিরীষ—বিষনাশক ভেষজের মধ্যে শিরীষ শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) কুষ্ঠে শিরীষত্বক্—শিরীষগাছের মূলের ছাল পেষণ পূর্ব্বক কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) কফজবিসর্পে শিরীষকুসুম——পিষ্টশিরীষ-ফুল স্বল্প গব্যঘৃতযোগে কফজবিসর্পে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) সর্পবিষে শিরীষকুসুম—শ্বেতশজিনার পকবীজ শিরীষফুলের রসে সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি শিরীষ ফুলের রসে ঘসিয়া, নস্য কিম্বা অঞ্জন বা সেবন, সর্পদষ্টের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ২৫ অঃ)। (৫) কফপিত্তানুগ শ্বাসে শিরীষকুসুম—শিরীষফুলের রস পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে, কফপিত্তানুগ শ্বাস প্রশমিত হয়। (চিঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত—চাতুর্থকজ্বরে শিরীষপুষ্প—শিরীষ ফুলের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা চূর্ণ ও কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে, চাতুর্থকজ্বর নিবৃত্তি পায়। (জ্বর—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বিষঘ্নবর্গে এবং সুশ্রুত সালসারাদিবর্গে শিরীষ পাঠ করিয়াছেন। বৈদ্যকে কণ্টকী শিরীষ এবং অম্বু শিরীষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। চক্রপাণি বিষ চিকিৎসায় "প্রত্যঙ্গিরা" ব্যবহার করিয়াছেন। টীকাকার শিবদাস বলেন "প্রত্যঙ্গিরা কণ্টকী শিরীষঃ"। নিঘণ্টুদ্বয়ে অম্বু বা কণ্টকী শিরীষের উল্লেখ নাই।

Constituents.—Bark contains tannin, resin 7.5 p. c. and ash 9 p c.

Actions and uses.—The seeds are astringent, tonic and used in diarrhœa and in seminal debility. Leaves are used as poultices over boils, skin eruptions and swelling. The powdered bark is used as anjana in eye diseases. A decoction of the bark is used as a gargle in sore-mouth. Internally it is a tonic and alterative. (R. N. Khory, Vol. II., p. 188).

"The author of the *Makhzan-el-adwiya*, states that the juice of the leaves is applied to the eyes to cure night-blindness, a decoction being at the same time given internally. A decoction of the bark is used as a mouth-wash to strengthen the gums. One masha of the powdered bark with three or four tolas of melted butter taken daily is a excellent tonic and alterative. The flowers are supposed to be retentive of the seminal fluid. One dirhem of the powdered seeds with two dirhem of sugar-candy in a glass of warm milk taken daily is said to thicken the seminal fluid. A paste made with the seeds is applied to reduce enlarged cervical glands. (Dymock, Vol. I., p. 562).

নব্যমত—শিরীষের বীজ, সঙ্কোচক ও বলপ্রদ। ইহা উদরাময় ও শুক্রদৌর্ব্বল্যে ব্যবহৃত হয়। স্ফোটক, কণ্ডূ এবং স্ফীত স্থানে পাতার পুল্টিশ্ দেওয়া হয়। ত্বক্ চূর্ণ চক্ষুরোগে অঞ্জনার্থ প্রযুক্ত হয়। ত্বকের কাথ, মুখক্ষতে কবলার্থ ব্যবহৃত হয়—এবং বল্য ও রসায়নরূপে সেবিত হইয়া থাকে। (আর্. এন্. চোপ্রা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৮)।

কোন যুনানী দ্রব্যগুণ বেত্তার মতে শিরীষের পত্রের রস চক্ষুতে সেচন ও কাথ পান করিলে "রাতকাণা" আরাম হয়। ছালের কাথ দ্বারা কবল করিলে দন্তমাঢ়ী দৃঢ় হয়। শিরীষের ছাল চূর্ণ ১ মাষা ঘৃত ৩।৪ তোলা প্রত্যহ সেবন করিলে বললাভ ও রসায়ণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। শিরীষ পুষ্প সেবিত হইলে শুক্রক্ষরণ নিবৃত্তি পায় বলিয়া প্রবাদ। ১ ভাগ শিরীষ বীজচূর্ণ, ২ ভাগ মিছরির গুঁড়া, এক গ্ল্যাশ গরম দুগ্ধের সহিত দৈনিক পান করিলে, তরল শুক্র গাঢ় হয়। শিরীষ বীজের প্রলেপ, গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিস্ফীতি বিলীন করিতে পারে। (ডিমক্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২)।

শিলাভেদ—শিলাভেদাঃ।

অস্য ভেদাঃ—(১) **বটপত্রী** (২) **শিলাবল্কম্** (৩) **চতুষ্পত্রী, ক্ষুদ্রা পাষাণভেদা।**

শিলাভেদঃ, পাষাণভেদঃ—Plectranthus Aromaticus Eng. Country Borage. **বটপত্রী**—P. Secundus. **ক্ষুদ্রপাষাণভেদঃ**—P. Monadelphus, P. Strobiliferus.

পাষাণভেদকঃ শূলঘ্নঃ কৃচ্ছ্রমেহত্রিদোষজিৎ। হৃদ্রোগপ্লীহগুল্মার্শোবস্তি-শুদ্ধিকরঃ পরঃ। অশ্মভেদো হিমস্তিক্তঃ শর্করা শিশ্নশূলজিৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

পাষাণভেদী মধুরস্তিক্তো মেহবিনাশনঃ। বস্ত্যাহমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নঃ শীতলশ্চাশ্মরীহরঃ। বটপত্রী হিমা গৌল্যা মেহকৃচ্ছ্রবিনাশনী বলদা রক্তহন্ত্রী চ কিঞ্চিদ্দীপনকারিণী। শিলাবল্কং হিমং স্বাদু মেহকৃচ্ছ্র-বিনাশনম্। মূত্ররোধাশ্মরীশূলক্ষয়পিত্তাপহারকম্। ক্ষুদ্রপাষাণভেদা চ রক্তকৃচ্ছ্রাশ্মরীহরা। রাজনিঘণ্টুঃ।

অশ্মভেদো হিমস্তিক্তঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ। ভেদনো বস্তিদোষার্শো-গুল্মকৃচ্ছ্রাশ্মহৃদ্রুজঃ। যোনিরোগান্ প্রমেহাংশ্চ প্লীহশূলব্রণানি চ। ভাবপ্রকাশঃ।

গুর্বিণ্যামূত্ররোধে শিলাভিদঃ—"শিলাভেদং সিতাঢ্যঞ্চ পিবেৎ তণ্ডুল-বারিণা। মূত্ররোধো গুর্বিণীনাং বারয়ত্যাশু নিশ্চিতম্। হারীতঃ। (চিঃ ৫০ অঃ)।

শিলাভেদের ভাষানাম—বাঃ—ঠিক্ বাঙ্লা নাম নাই। হিঃ—পাষাণভেদ পাথরচুর। তাঃ—কর্পূরবল্লী। ফাঃ—গোশাদ্। অঃ—জিস্তিয়ানা। ইং—কাণ্ট্রি বোরেজ্।

শিলাভেদের ভেদ—(১) বটপত্রী (২) শিলাবল্ক (৩) চতুষ্পত্রী।

বর্ণন—পাষাণভেদ যত্র তত্র অযত্নসম্ভূত হয় না—ইহা উদ্যানে পালিত হয়। অনেকে টবে করিয়া রাখে। ক্ষুপ ক্ষুদ্র—কাণ্ড লুণ্ঠিত, শাখা উচ্ছ্রিত ও রোমান্বিত। পত্র, পুরু, মাংসল, রোমান্বিত, পত্রপ্রান্ত খাঁজকাটা, টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়, অতি সুগন্ধি, গন্ধ প্রায় যমানীর মত—কেবল পত্র নহে, সমগ্র উদ্ভিদ্ই সুগন্ধি। কদাচিৎ পুষ্পিত হইতে দেখা যায়। পুষ্পকাল—নিদাঘের অন্ত, বর্ষার প্রথম ভাগ। পাষাণ ভেদের জন্মস্থান পর্ব্বতমালা—নিম্নভূমিতে ইহাকে যত্নে রক্ষা করিতে হয়। বঙ্গদেশের যত্রতত্র জাত "হিমসাগর" বা "পাথরকুচি" নামে প্রসিদ্ধ এক প্রকার উদ্ভিদ্কে অজ্ঞ লোকে পাষাণভেদ ভ্রমে ব্যবহার করে। এ ভ্রম নিরাকৃত হওয়া উচিত। "পাথর কুচি" এবং বৈদ্যকোক্ত পাষাণভেদে মহৎ অন্তর।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র। পত্র কল্ক। মাত্রা—২—৮ আনা।

বৈদ্যকে শিলাভেদের ব্যবহার।

হারীত—গর্ভিণীর মূত্ররোধে শিলাভেদ—প্রচুর শর্করাযোগে পাষাণভেদের পত্র-কল্ক, তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে গর্ভিণীর মূত্ররোধ প্রশমিত হয়। (চিঃ ৫০ অঃ)।

বক্তব্য—চরক, মূত্রবিরেচনীয়বর্গে এবং সুশ্রুত বীরতর্ব্বাদিগণে পাষাণভেদ পাঠ করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বাজারে দেশান্তর হইতে আনীত এক প্রকার মূল পাষাণভেদ নামে বিক্রীত হয়। ইহার লাটিন নাম—Saxifraga Ligulata, Wall. এই মূল বৈদ্যকোক্ত পাষাণভেদ নহে।

Actions and uses.—Antispasmodic, stimulant and stomachic, used in colic in children, asthma dyspepsia; also as a local application to the head in headache, and to relieve the pain and irritation caused by the stings of centipedes. It is also given in chronic cough, fever, asthma, epilepsy and other convulsive affections. (R. N. Khory, Vol. II., p. 480).

নব্যমত—পাষাণভেদ আক্ষেপহর, উষ্ণ ও পাচক। ইহা শিশুর পেটকামড়ানি, এবং শ্বাস, অজীর্ণ, গ্রহণী, পুরাণ কাস, জ্বর, অপস্মার এবং তড়কাদিরোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শিরঃপীড়ায় মস্তকে এবং কীটাদিদষ্ট স্থানে ইহার প্রলেপ যন্ত্রণাহর। (আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮০)।

শূরণদ্বয়—শূরণদ্বয়ম্।

শূ(সূ)রণঃ—Amorphophallus Campanulatus, Arum Campanulatum.

भेदः—रक्ताभश्वेतः श्वेतश्च। **अन्वर्थसंज्ञा—रक्ताभश्वेतस्य—** "वृत्तकन्दः," "स्थूलकन्दः," "दुर्नामारिः," "वातारिः"। **द्वयोः—** "कण्डूलः"।

शूरणः कटुकी रुच्यो दीपनः पाचनस्तथा। क्रिमिदोषहरो वातशूल-गुल्मास्रदोषनुत्। कासं श्वासञ्च छर्द्दिञ्च निवारयति सेवितः। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

शूरणः कटुकरुच्यदीपनः पाचनः क्रिमिकफानिलापहः। श्वासकास-वमनार्शसां हरः शूलगुल्मशमनोऽस्रदोषनुत्। पुंश्चेतशूरणाकौ रुच्यः कटूष्णः क्रिमिनाशनः। गुल्मशूलादिदोषघ्नः स चारोचकहारकः। **राजनिघण्टुः।**

सूरणो दीपनो रूक्षः कषायः कण्डूकृत् कटुः। विष्टम्भी विशदो रुच्यः कफार्शःकृन्तनो लघुः। विशेषादर्शसे पथ्यः प्लीहगुल्मविनाशनः। सर्व्वेषां कन्दशाकानां सूरणः श्रेष्ठ उच्यते। दद्रूणां रक्तपित्तिनां कुष्ठिनां न हितो हि सः। सन्धानयोगसंप्राप्तः सूरणो गुणवत्तरः। **भावप्रकाशः।**

স্থূলকন্দস্তু নাত্যুষ্ণঃ শূরণো গুদকীলহা। সুশ্রুতঃ—সূঃ ৪৬ অঃ।

দীপনঃ শূরণো রুচ্যঃ কফঘ্নোবিশদো লঘুঃ। বিশেষাদর্শসাং পথ্যঃ প্লীহ-গুল্মবিনাশনঃ। হারীতঃ—প্রঃ স্থাঃ—১০ অঃ।

অর্শঃসু শূরণঃ কন্দঃ—"মৃল্লিপ্তং শৌরণং কন্দং পক্বাগ্নৌ পুটপাকবৎ। অদ্যাৎ সতৈললবণং দুর্নামবিনিবৃত্তয়ে। (অর্শ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

বল্মীকশ্লীপদয়োঃ শূরণকন্দঃ—"পিষ্টা শূরণকন্দস্তু মধুনা চ ঘৃতেন চ। লেপনস্তু হিতস্তস্য বল্মীকশ্লীপদাপহম্। (চিঃ ২৬ অঃ)। (২) অর্ব্বুদে শূরণকন্দঃ—"শৌরণং কন্দকং দগ্ধ্বা ঘৃতেন চ গুড়েন চ। লেপনস্বার্ব্বুদানাস্তু নাশনস্তু ভিষগ্বর। হারীতঃ। (চিঃ ২৬ অঃ)।

শূরণের ভেদ—রাজনিঘণ্টুকারের মতে ওল দুই প্রকার—একের কন্দ রক্তাভ-শ্বেত, অপরের কন্দ শ্বেত। এই দুই প্রকার ওলই আবার গ্রাম্য ও বন্য ভেদে দ্বিবিধ। যাহার আবাদ করা হয় তাহাকে গ্রাম্য এবং যাহা বনে অযত্নসম্ভূত হয় তাহাকে বন্য বলে। প্রথম ভেদ স্বরূপগত, দ্বিতীয় ভেদ কৃষিগত।

অন্বর্থসংজ্ঞা—শ্বেতাভরক্তের—"রুচ্যকন্দ," "স্থূলকন্দ," "দুর্নামারি," "বাতারি"। উভয়ের—"কণ্ডূল"। রাজনিঘণ্টুকার সিতেতর (রক্তাভশ্বেত) শূরণের পর্য্যায়ে "বাতারি" ও "দুর্নামারি" শব্দ পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং রক্তাভশ্বেত ওলকেই বাতঘ্ন ও অর্শোনাশক বলা আচার্য্যের অভিপ্রেত।

শূরণের ভাষানাম—বাঃ—ওল। হিঃ—শূরণ, জিমিকন্দ। মঃ—গোড়াস্থরণ, খাজেরাশূরণ। গুঃ, কঃ—সূরণ। তৈঃ—মঞ্চাকন্দা। ফাঃ—ওল।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ। কি রক্তাভশ্বেত, কি শ্বেত উভয় শূরণেরই যাহা বন্যজাতীয় তাহাই ভেষজার্থে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। গ্রাম্য অপেক্ষা বন্যশূরণ অধিক কণ্ডূল। অর্শ ও বাতব্যাধি চিকিৎসায় ভেষজার্থে রক্তাভশ্বেত বন্যশূরণ এবং আহারার্থে রক্তাভশ্বেত গ্রাম্য শূরণ ব্যবহৃত হইবে। দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগীর পক্ষে ওল হিতকর নহে। মাত্রা—কন্দচূর্ণ ২—৪ আনা।

বৈদ্যকে শূরণের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—অর্শে শূরণ—রক্তাভশ্বেত বন্য ওলকে মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া ঘুঁটের আগুনে পাক করিয়া সৈন্ধব লবণ এবং তিলের বা সরিষার তৈলের সহিত ভক্ষণ করিবে। ইহা অর্শোহর। (অর্শ—চিঃ)।

হারীত—বল্মীক ও শ্লীপদে শূরণ—বন্য শূরণকন্দ ঘৃত ও মধুসহ পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বল্মীক ও গোদ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৩৬ অঃ)। (২) অর্ব্বুদে শূরণ—ওলকে পোড়াইয়া ঘৃত ও মধুসহ লেপন করিলে অর্ব্বুদ (আব) বিনাশ পায়। (চিঃ ৩৮ অঃ)।

বক্তব্য—চারক কন্দশাকবর্গে শূরণের উল্লেখ নাই। ধন্বন্তরি বা ভাবমিশ্র শূরণের ভেদ স্বীকার করেন নাই। শূরণের একটী নাম "রুচ্যকন্দ"—সুতরাং ইহা মন্দাগ্নির পক্ষে সুপথ্য। কোন অঙ্গ বিশেষে বন্যশূরণের প্রলেপ দিলে তদঙ্গে স্পর্শজ্ঞানরাহিত্য জন্মিয়া থাকে; সুতরাং শূল-নিবারণের পক্ষে ইহার প্রয়োগ প্রশস্ত। দন্তশূলে পিষ্টশূরণের প্রলেপ কিম্বা পরিণামাদি শূলরোগে শূরণচূর্ণ সেবন, হিতকর।

Actions and uses.—Stomachic and tonic; used in piles and given as a restorative in dyspepsia, debility &c. (R. N. Khory, Vol II., p. 629.)

নব্যমত—ওল, পাচক, বলকারক। অর্শে হিতকর। ইহা বলারোগ্যপ্রদ বলিয়া গ্রহণী ও দৌর্ব্বল্যে প্রযুক্ত হয়। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খঃ, ৬২৯ পৃঃ)।

শেফালিকা—शेफालिका।

शेफालिका, सुवहा—Nyctanthes Arbortriotis.

शेफालिः कटुतिक्तोष्णा रूक्षा वातक्षयापहा। स्यादङ्गसन्धिवातघ्नी गुदवातादिदोषनुत्। राजनिघण्टुः।

विषमाविषमज्वरेषु शेफालिदलः—"मधुना सर्व्वज्वरनुच्छेफालिदल-जोरसः" (ज्वर—चिः)। (२) गृध्रस्यां शेफालिकादलः—शेफालिका—दलैः क्वाथो मृद्वग्निपरिसाधितः। दुर्व्वारं गृध्रसीरोगं पीतमात्रं समुद्धरेत्"। (वातव्याधि—चिः)। चक्रदत्तः।

শেফালিকার ভাষানাম—বাঃ—শিউলী। কোঃ—শিউলী। হিঃ—হরশিঙ্গার। গুঃ—পরবুটী। তৈঃ—পগলমূলী। পঞ্জ—পহরবুটী। ইং—নাইট্ জেস্মাইন।

বর্ণন—পুষ্পার্থ শেফালিকা বৃক্ষ উদ্যানে পালিত হয়। ইহার পত্র সূক্ষ্মাগ্র ও কর্কশ। শীতের শেষে বৃক্ষ পত্রবর্জ্জিত হয় এবং নিদাঘের বারিপাতে নবপত্রশোভিত হইয়া, শরৎ হইতে হেমন্ত পর্য্যন্ত পুষ্পিত থাকে। পুষ্প শুভ্র এবং পুষ্পবৃন্ত কুঙ্কুমবর্ণ। রজনীতে

পুষ্প বিকসিত হইয়া প্রাতে পতিত হয়। দূরাগত শেফালিকা পুষ্পের আমোদ অতি হৃদ্য। ফল শীতে পরিপক্ক হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র ও মূলত্বক্। মাত্রা—স্বরস ১—২ তোলা। কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে শেফালিকার ব্যবহার।*

চক্রদত্ত—সর্ব্বজ্বরে শেফালিকাপত্র—শেফালিকার পাতার রস মধুসহ পান করিলে বিষম ও অবিষম জ্বর নিবৃত্তি পায়। (২) গৃধ্রসীতে শেফালিকাপত্র—মৃদু অগ্নিতে শেফালিকার পত্রের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, দুর্ব্বার গৃধ্রসী রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীকণ্ঠদত্তের মতে এস্থলে শেফালিকা শব্দে নিশুণ্ডী।

বক্তব্য—নিশুণ্ডী অর্থাৎ নীলপুষ্প সিন্ধুবারের পর্য্যায়ে শেফালিকা শব্দ পঠিত হইয়াছে। রাজনিঘণ্টুতে যে শুক্লাঙ্গী শেফালির উল্লেখ আছে তাহাই আমাদের কথিত শিউলী। অনেকে শিউলীর গুণপর্য্যায় প্রস্তাবে যাহা লিখিয়াছেন* তাহা পূর্ব্বাচার্য্যকৃত কোন গ্রন্থে অবলোকন করি নাই; সুতরাং তাঁহাদের স্বরচিত বলিয়া অনুমান করি।

Constituents.—Resin, colouring matter, an alkaloid (Nyctanthine) and an oily principle, similar to the oil of peppermint. (R. N. Khory, Vol. II., p. 436.)

Actions and uses.—As antiperiodic, the fresh leaves bruised are given with sugar or fresh ginger, in obstinate intermittent fevers. The powdered seeds are used locally to remove the scurf from the head. The decoction or the infusion is used as a alterative in obstinate cases of sciatica and rheumatism (R. N. Khory, Vol. II., p. 436.)

"In concan about 5 grains of the bark are eaten with Betelnut and leaf to promote the expectoration of thick phlegm." (Dymock, Vol. II., p. 376.)

নব্যমত—কৃচ্ছ্রসাধ্য সবিরামজ্বরে আদার রস বা চিনিসহ শেফালিকা পত্রের রস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজচূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মাথার খুস্কী দূর হয়। শেফালিকা

---

* শালিগ্রামনিঘণ্টু—(৫০৬ পৃঃ)
পর্য্যায়—"প্রাজক্তঃ পারিজাতশ্চ হারশৃঙ্গারপুষ্পকঃ।
বালকুসুমকো রাগপুষ্পী চ খরপত্রকঃ॥"
গুণ—"রসঃ প্রাজক্তপত্রস্য ধরস্য তিক্তকঃ স্মৃতঃ।
পর্ব্বখণ্ডসমাযুক্তস্তথা কাসবিনাশনঃ॥"
আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান (দ্রব্যস্থান—পরিশিষ্ট পৃঃ ৬)—
"শেফালী কটুতিক্তোক্তা বিষমজ্বরনাশিনী"

পত্রের শীত কষায় বা কাথ গৃধ্রসী ও বাতের পক্ষে হিতকর। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৬)।

কঙ্কন প্রদেশে, গাঢ় শ্লেষ্মা উঠাইবার জন্য পান সুপারীর সহিত শেফালিকার গাছের ছাল সেবন করে। (ডিমক্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৬)।

শ্যোণাক—শ্যোণাকঃ।

শ্যোণাকঃ, অরলুঃ টিণ্টুকঃ—Oroxylum Indicum, Calosanthes Indica.

অন্যান্য সংজ্ঞা—"**পৃথুশিম্বঃ,**" "**দীর্ঘবৃন্তকঃ,**" "**পীতবৃক্ষঃ,**" "**বাতারিঃ**"।

টিণ্টুকঃ শিশিরস্তিক্তো বস্তিরোগহরঃ পরঃ। পিত্তশ্লেষ্মামবাতাতীসার-কাসারুচীর্জয়েৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

শ্যোণাকযুগলং তিক্তং শীতলঞ্চ ত্রিদোষজিৎ। পিত্তশ্লেষ্মাতিসারঘ্নং সন্নিপাতজ্বরাপহম্। টেণ্টুফলং কটূষ্ণঞ্চ কফবাতহরং লঘু। দীপনং পাচনং হৃদ্যং রুচিকৃল্লবণাম্লকম্। রাজনিঘণ্টুঃ।

শ্যোণাকো দীপনঃ পাকে কটুকস্তুবরো হিমঃ। গ্রাহী তিক্তোঽনিলশ্লেষ্ম-পিত্তকাসপ্রণাশনঃ। টুণ্টুকস্য ফলং বালং রুক্ষং বাতকফাপহম্। হৃদ্যং কষায়ং মধুরং রোচনং লঘুদীপনম্। গুল্মার্শঃক্রিমিহৃৎ প্রৌঢ়ং গুরুবাত-প্রকোপনম্। ভাবপ্রকাশঃ।

অতিসারে শ্যোণাকঃ—'**ত্বক্‌পিণ্ডং দীর্ঘবৃন্তস্য পদ্মকেশরসংযুতম্। কাশ্মরীপদ্মপত্রৈশ্চাবেষ্ট্য সূত্রেণ তং দৃঢ়ম্। মৃদাবলিপ্তং সুকৃতং মঙ্গারেষ্ব-বকূলয়েৎ। স্বিন্নমুদ্ধৃত্য নিষ্পীড্য রস মাদায় তং ততঃ। শীতং মধুযুতং কৃত্বা পায়য়েতোদরাময়ে**"। (**উঃ ৪০ অঃ**)। (২) **পূতনাপ্রতিষেধে অরলুঃ**—"**কপোতবঙ্কারলুকৌ *। যোজ্যাঃ স্যুর্বালানাং পরিষেচনে**"। (**উঃ ৩২ অঃ**)। **সুশ্রুতঃ।**

শ্যোণাকের ভাষানাম—বাঃ—শোণাগাছ। কোঃ—নাউশোণা, শুঁড়িমালা। হিঃ—সোণাপাঠা, অরলু। মঃ—টেটু। গুঃ—অরডুশো। কঃ—শোণা। তৈঃ—পেদ্দামাছু। উঃ—ফণফণা। তাঃ—পন, পঞ্জমুলিন।

শ্যোণাকের অন্বর্থসংজ্ঞা—"পৃথুশিম্ব," "দীর্ঘবৃন্তক," "পীতবৃক্ষ," "বাতারি"।

বর্ণন—ক্ষীণকাণ্ড, উচ্চ, শাখাবর্জ্জিত বৃক্ষ। কাণ্ড পত্রবৃন্তসন্নিবেশীয় চিহ্নে উচ্চনীচ। ত্বকের অভ্যন্তর পীতবর্ণ। পত্রবৃন্ত অতিদীর্ঘ, শিম্বি তরবারির মত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্ ও ফল। মাত্রা—চূর্ণ ১/২—২ আনা। কাথ—৫—১০ তোলা। স্বরস—১—২ তোলা।

বৈদ্যকে শ্যোণাকের ব্যবহার।

সুশ্রুত—অতিসারে শোণাকত্বক্—শোণাগাছের মূলের ছাল উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিবে। পরে গামার ও পদ্মের পত্রদ্বারা ঐ পিণ্ড আচ্ছাদিত করিয়া সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে, অতঃপর মাটীর লেপ দিয়া তপ্ত অঙ্গারের উপরি স্থাপন করিবে। অভ্যন্তরস্থ পিণ্ড সুসিদ্ধ হইলে, অঙ্গার হইতে উত্তোলন করিয়া রস নিষ্কাশিত করিবে। এই রস শীতল হইলে, মধুযোগে অতিসার রোগীকে সেবন করাইবে। (উঃ ৪০ অঃ)। (২) পূতনাপ্রতিষেধে অরলু—শোণার মূলের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল বালকের গাত্রে সেচন করিলে, পূতনাগ্রহাক্রান্ত শিশু নিরাময় হয়। (উঃ ৩২ অঃ)।

বক্তব্য—চরক, শ্যোণাক, অনুবাসনোপগ, পুরীষসংগ্রহণ, শোথহর এবং শীতপ্রশমন বর্গে পাঠ করিয়াছেন। রাজনিঘণ্টুক "শ্যোণাকো পৃথুশিম্বোহন্যো ভল্লকোদীর্ঘবৃন্তকঃ" পাঠ করিয়া প্রতীতি জন্মে যে টুণ্টুক এবং শ্যোণাক পৃথক্—যাহা পৃথুশিম্ব ও দীর্ঘবৃন্তক তাহাই টুণ্টুক। টীকাকারগণ শ্যোণাকের অর্থ টুণ্টুক এবং টুণ্টুকের অর্থ শ্যোণাক লিখিয়াছেন। বৃদ্ধ বৈদ্যগণও টুণ্টুক এবং শ্যোণাক শব্দে একই উদ্ভিদ (যাহা নাউশোণা নামে খ্যাত) ব্যবহার করেন। অতএব আমরাও টুণ্টুক শব্দ শ্যোণাকের পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করিয়াছি।

Constituents.—Oroxylin, an acrid principle, pectin, exractive matter, fat, wax, &c.

Actions and uses.—As an anodyne the oil is dropped into the ear in otorrhœa. The powder and infusion of the bark combined with opium are sudorific, better than Dover's powders. As an anodyne, a bath prepared with the bark is frequently employed in acute rheumatism. It is also used in dropsy. (R. N. Khory, Vol. II., p. 460.)

Dr. B. Evers says :—"I have made a trial of the powder and an infusion of the bark, and have found it to be most powerfully diaphoretic; the drug has slight anodyne properties; also a bath, prepared with the bark, I have frequently employed in rheumatism. Twenty cases of acute rheumatism were treated with this drug, and in all the results have been most satisfactory. The dose of the powder is from 5—15 grains, thrice daily, of the infusion (1 ounce of the bark to 10 ounces of boiling water) an ounce three times a day. Combined with opium it forms a much more powerful sudorific than the compound powder of ipecacuanha. The drug does not possess any febrifuge properties. (Indian Medical Gazette, February and March, 1875.)

নব্যতম—শোণাছালের কল্ক দ্বারা পক্ক তিলতৈল, পূতিকর্ণে হিতকর। ছালের চূর্ণ ও শীতকষায় অহিফেন যোগে প্রয়োগ করিলে, "ডোভার্স পাউডার" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঘর্ম্মকারক। ইহার ছালের সহিত সিদ্ধ জল, বেদনাহর বলিয়া, শোথ ও বাতরোগীর স্নান এবং ধাবনার্থ প্রয়োগ করিবে। (আর্, এন্, স্কোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬০)।

ডাঃ বি এভার্স বলেন,—শোণার ছাল চূর্ণ এবং ছালের শীতকষায় প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি উহা অমোঘ ঘর্ম্মকারক। উহার বেদনাহর শক্তিও আছে। বাতরোগীর স্নানও ধাবনার্থ জল, শোণার ছালের সহিত সিদ্ধ করিয়াও ব্যবহার করাইয়াছি। ২০টী তরুণ (Acute) বাতরোগীকে (আমবাত রোগীকে) এইরূপে শোণার ছাল ব্যবহার করাইয়া সন্তোষজনক ফললাভ করা গিয়াছে। ছাল চূর্ণের মাত্রা—৫—১৫ গ্রেণ, দিনে তিনবার। শীতকষায় আধ ছটাক দিনে তিনবার। শীতকষায় প্রস্তুতের নিয়ম—আধ ছটাক কুট্টিত শোণাছাল পাঁচ ছটাক উষ্ণ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহার সহিত অহিফেন যোগ করিলে "কম্পাউণ্ড এপিকাকুয়ানা পাউডার" অপেক্ষা ইহা অধিক ফলপ্রদ ঘর্ম্মকারক রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। শোণার জ্বরঘ্নী শক্তি নাই। (ইণ্ডিয়ান্ মেডিকেল্ গেজেট্ ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ—১৮৭৫)।

সপ্তপর্ণ—সপ্তপর্ণঃ।

সপ্তপর্ণঃ:—Alstonia Scholaris, A. Oleandrifolia, Echites Scholaris.

পূর্ব্বাচার্য্যোক্তগুণবর্ণনম্—"সপ্তপর্ণঃ যাক্ষক্ষীরচ্ছদপর্ণী গজমদগন্ধপুষ্পঃ মদদি বিজয়নশীল তরুবৃক্ষঃ"—ভরতঃ।

अन्वर्थसंज्ञा—"शाल्मलीपत्रकः," "छत्रपर्णः," "सप्तच्छदः," "बृहत्त्वक्," "गूढ़पुष्पः," "मदगन्धः," "गन्धिपर्णः," "शारदी" ।

त्रिदोषशमनो हृद्यःसुरभि दीपनः सरः । शूलगुल्मक्रमीन् कुष्ठं हन्ति शाल्मलीपत्रकः । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

सप्तपर्णस्तु तिक्तोष्णस्त्रिदोषघ्नश्च दीपनः । मदगन्धो निकन्धेऽयं व्रणरक्तामय-क्रमीन् । राजनिघण्टुः ।

सप्तपर्णस्त्रिदोषघ्नो वीर्य्योष्णोऽग्निप्रदीपनः । मदगन्धिर्व्रणहर स्त्रिक्त-क्रिमिविनाशनः । कुष्ठं जीर्णज्वरं श्वासं गुल्मञ्च ग्रहणीस्तथा । प्रवाहिकां सरक्ताञ्च वातरक्तं विनाशयेत् । भावप्रकाशः ।

कुष्ठे सप्तपर्णः—"* सप्तपर्णस्य । इति षट्कषाययोगाः कुष्ठघ्ना निर्द्दिष्टाः स्नाने पाने च मता ।" (चिः ७ अः) । (२) स्तन्यशुद्ध्यर्थम् सप्तपर्णः—"अमृतासप्तपर्णत्वक्क्वाथश्चैव समागरम्" (चिः ३० अः) । चरकः ।

सान्द्रमेहे सप्तपर्णः—"सान्द्रमेहिनं सप्तपर्णकषायम्" (चिः ११ अः) । (२) दन्तकाष्ठगतविषे सप्तपर्णत्वक्—"त्वचः सप्तच्छदस्य वा । * सक्षौद्राः प्रतिसारणम्" । (कः १ अः) । (३) कासश्वासयोः सप्तपर्णः—"सप्तच्छदस्य पुष्पाणि पिप्पलीश्चापि मस्तुना पिबेत् सचूर्णं *" (उः ५१ अः) सुश्रुतः ।

पित्तकफानुगे हिक्काश्वासे सप्तपर्णः—"स्वरसः सप्तपर्णस्य * । हिक्काश्वासे मधुकणायुक्तः पित्तकफानुगे" । (२) दन्तकृमिषु सप्तपर्णः—"सप्तच्छदार्कक्षीराभ्यां पूरणं क्रमिशूलजित्" (उः २२ अः) । वाग्भटः ।

दुष्टव्रणे सप्तपर्णः—"सप्तदलदुग्धकल्कः शमयति दुष्टव्रणं प्रलेपेन" (व्रणशोथ—चिः) । चक्रदत्तः ।

সপ্তপর্ণের ভাষানাম—বাঃ—ছাতিম গাছ। কোঃ—ছাইতান্। হিঃ—ছতিবন্, ছাতিয়ান্। মঃ—সাত্বিন। গুঃ—সপ্তপর্ণ। কঃ—এলেলেগ, এড়াকুল, অরিটাকু। ইং—ডিটাবার্ক।

সপ্তপর্ণের অন্বর্থসংজ্ঞা—"সপ্তচ্ছদঃ," "শাল্মলীপত্রক্," "ছত্রপর্ণ," "বৃহৎত্বক্," "গূঢ়পুষ্প," "মদগন্ধ," "গন্ধিপর্ণ," "শারদী"।

বর্ণন—সপ্তপর্ণ, উচ্চ আরণ্য বৃক্ষ। বৃক্ষের ত্বক্ স্থূল ও শুভ্র, স্বাদে তিক্ত। ছেদন করিলে শুভ্রবর্ণ আঠা বাহির হয়। পত্রগুলি শাখার চতুর্দ্দিকে ছাতার মত বিন্যস্ত অতএব "ছত্রপর্ণ" নাম। পত্রসংখ্যা ৫—৭টী ; এইজন্য "অযুগ্মচ্ছদ" বা "সপ্তচ্ছদ" নাম। শিমুলের পাতার সহিত ইহার পত্রের সাদৃশ্য আছে বলিয়া "শাল্মলীপত্রক" বলে। পুষ্প—শুভ্র বা হরিদাভ শুভ্র, ক্ষুদ্র, গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত, গন্ধ মদতুল্য। হস্তীর নাসারন্ধ্রনেত্রাদি হইতে যে জল স্রাব হয় তাহাকে মদ বলে। ছাতিমফুলের গন্ধ মদের মত। রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন—

"প্রসবৈঃ সপ্তপর্ণানাং মদগন্ধিভিরাহতাঃ।
অসূয়য়েব তন্নাগাঃ সপ্তধৈব প্রসুস্রুবুঃ।

সপ্তপর্ণ শরৎকালে পুষ্পিত হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্, পুষ্প, আঠা। মাত্রা—ত্বকচূর্ণ ½—২ আনা। পুষ্পচূর্ণ ½—৩ আনা। আঠা—½—১ আনা। ত্বক্ বা পুষ্পের স্বরস ½—২ তোলা। ক্বাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে সপ্তপর্ণের ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে সপ্তপর্ণ—ছাতিমছালের ক্বাথ কুষ্ঠঘ্ন। এই ক্বাথ কুষ্ঠরোগী স্নানে ও পানে ব্যবহার করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) স্তন্যশুদ্ধ্যর্থ সপ্তপর্ণ—শুলফ ও ছাতিম ছালের ক্বাথ পান করিলে স্তন্যশুদ্ধি হয়। (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত—সান্দ্রমেহে সপ্তপর্ণ—যাহার সান্দ্রমেহ হইয়াছে তাহাকে ছাতিমছালের ক্বাথ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) দন্তকাষ্ঠগতবিষে সপ্তপর্ণ—বিষাক্ত দন্তকাষ্ঠ (দাঁতন) ব্যবহার করিলে দন্তমাড়ীস্ফীতি প্রভৃতি উপসর্গ জন্মিয়া থাকে, তৎপ্রতিকারার্থ ছাতিমছালের চূর্ণ মধুযোগে মুখকুহরে এবং মাড়ীতে ঘর্ষণ করিবে। (কঃ ১ অঃ)। (৩) শ্বাসকাসে সপ্তপর্ণ—যাহার শ্বাসকাস আছে সে ছাতিমের ফুল এবং পিপ্পলী সমভাগে চূর্ণ করিয়া দধির মাতের সহিত সেবন করিবে। (উঃ ৫১ অঃ)।

বাগ্‌ভট—হিক্কাশ্বাসে সপ্তপর্ণ—পিত্তকফানুগত হিক্কাশ্বাসে ছাতিমছালের রস পিপুল ও মধুযোগে পান করিবে। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) দন্তক্রিমিতে সপ্তপর্ণ—দাঁতের ক্রিমি জন্য বেদনায়, দন্তগহ্বর ছাতিমের আঠায় পূরণ করিলে শূলশান্তি হয়। (উঃ ২২ অঃ)।

চক্রদত্ত—দুষ্টব্রণে সপ্তপর্ণ—ছাতিমের আঠা শুষ্ক করিয়া দুষ্টব্রণে লেপন করিলে ক্ষত পূরণ হয়। (ব্রণশোথ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, কুষ্ঠঘ্নবর্গে এবং সুশ্রুত আরগ্বধাদিগণে সপ্তপর্ণ পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুতোক্ত বিষমজ্বরঘ্ন ঘৃত তৈলের পাঠে সপ্তপর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভাবমিশ্রের মতে সপ্তপর্ণ জীর্ণজ্বরহর।

Constituents.—An alkaloid ditamine; two bases echitamine and echitenene; also echicaoutchin, an amorphous yellow mass; echicerin, in acicular crystals; echitin, in crystallized scales; echitein, in rhombic prisms; and echiretin, an amorphous substance.

Ditamine.—To obtain it exhaust the powdered bark with petroleum ether, and add boiling alcohol. An amorphous or crystalline powder, having alkaline reaction and bitter taste, similar to quinine. Dose 5 to 15 grains.

Actions and uses.—As an alterative, the bark is given in gout, rheumatism, skin diseases &c. As an astringent in chronic diarrhœa, and in advanced stage of dysentery. As a bitter tonic in convalescence from exhausting diseases and fevers. The alkaloid is regarded as febrifuge equal to quinine in efficacy, and is given in all forms of malarial fevers. It is also a decided galactagogue. (R. N. Khory, Vol. II., p. 383.)

Rumphius's experience is, that the bark is useful in catarrhal dyspepsia and in the febrile state consequent upon that affection, and also for enlarged spleen. He says:—"Of its value in catarrhal dyspepsia I can speak from experience; the dose should be 15 grains taken at bed-time in powder or decoction.

"Nimmo in 1839 called attention to the bark as a powerful tonic and suggested its use as an antiperiodic.

"Dr. Gibson in 1853 contributed a short, but interesting account of the drug to the *Pharmaceutical Journal* (xii, p. 422). Alstonia bark is officiai in the *Pharmacopœia of India*, and is described as an astringent tonic, anthelmintic and antiperiodic. In the Concan the juice of the fresh bark with milk is administered in leprosy, and is also prescribed for dyspepsia and as an anthelmintic. One of us has found the tinc-

ture of the bark to act in certain cases as a very powerful galactagogue : in one case the use of the drug was purposely discontinued at intervals, and on each occasion the flow of the milk was found to fail."

"The people (of Manilla) having been in habit of using it from time immemorial in decoction against malignant, intermittent and remittent fevers with the happiest result, the attention of our leading physicians was excited, and the active principle ditain has now become a staple article, and ranks equal in therapeutical efficiency with the best imported sulphate of quinine. Numberless instances of private and hospital practice carried out by our best physicians, have demonstrated this fact. Equal doses of ditain and of standard quinine sulphate have had the same medicinal effects; besides having none of the disagreeable secondary symptoms, such as deafness, sleeplessness and feverish excitement, which are the usual concomitants of large quinine doses, ditain attains its effects swiftly, surely and infallibly.

We use ditain generally internally in quantities of half a drachm daily for children, and double the dose for adults, due allowance being made, of course, for age, sex, temperament, &c. We derive very beneficial effects from its use, too, under the form of poultices. Powdered dita bark, cornflour, each half a pound; hot water sufficient to make a paste. Spread on linen and apply under the armpits, and on the wrists and ankles, taking care to renew when nearly dry, and provided the desired effects should not have been obtained. The results arrived at by ditain in our Manilla Hospitals and private practice are simply marvellous. In our military hospital and penitentiary practice, ditain has perfectly superseded quinine and it is now being employed with most satisfactory results in the island of Mindanao, where malignant fevers are prevalent." (Dymock, Vol. II., pp. 387-88).

নব্যমত—ছাতিমের ছাল রসায়ন বলিয়া আমবাত, বাত এবং চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়। সঙ্কোচক হেতু চিরজাত উদরাময় এবং সংগ্রহ গ্রহণীতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা তিক্ত ও বল্য বলিয়া জ্বরাদি পীড়ার অবসানে সেব্য। ছাতিম ছাল হইতে নিষ্কাশিত Ditamineএর জ্বরঘ্নী শক্তি কুইনাইনের তুল্য—বরং কুইনাইন সেবনের বধিরতা, অনিদ্রা, কর্ণনাদ প্রভৃতি কুফল ইহাতে নাই। ইহা সর্ব্ববিধ ম্যালেরিয়া জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ। রক্সিবার্গ্ বলেন ছাতিমছাল যে কফজ গ্রহণীতে বিশেষ উপকারী ইহা আমি পরীক্ষা করিয়াছি। রাত্রিতে শয়নকালে ১৫ গ্রেণ চূর্ণ সেব্য। কঙ্কন দেশে ছাতিমছালের রস দুগ্ধের সহিত কুষ্ঠরোগীকে সেবন করান হয়। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ছাতিম ছালের টিংচার অমোঘ স্তন্য স্রাবকারী। অপর বিষয় উদ্ধৃত ইংরাজি পাঠে জ্ঞাতব্য।

সর্ষপচতুষ্টয়—सर्षपचतुष्टयम्।

भेदाः—(१) गौरसिद्धार्थः, (२) रक्तसिद्धार्थः, (३) राजिका, (४) कृष्णराजिका।

गौरसिद्धार्थः आसुरी—Brassica Campestris. राजिका, राजक्षवकः—B. Juncea. कृष्णराजिका—B. Nigra.

अन्वर्थसंज्ञा—सिद्धार्थयोः—"कटुस्नेहः," "भूतघ्नः," "कुष्ठनाशनः"। राजिकयोः—"राजसर्षपः," "क्षुधाभिजनकः," "कृमिघ्नत्"।

गौरसर्षपकोऽत्युष्णो रक्षोघ्नः कफवातजित्। कम्यामकण्डूकुष्ठघ्नः श्रुतिशीर्षानिलार्त्तिजित्। तद्वद्रक्तस्तु सिद्धार्थस्तिक्तः स्निग्धोष्णकः कटुः। राजिका कटुतिक्तोष्णा कृमिश्लेष्महरा परा। रुचिष्या पित्तला प्रोक्ता दृष्टिवस्तिप्रदूषणी। अन्यच्च—राजिका तु कफवातहारिणी रोचिकाग्निजननी च कथ्यते। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

सिद्धार्थः कटुतिक्तोष्णः वातरक्तग्रहापहः। त्वग्दोषशमनो रक्षो विषभूतव्रणापहः। राजसर्षपकः (राजिका) तिक्तः कटूष्णो वातशूलनुत्। पित्तदाहप्रदो गुल्मकण्डूकुष्ठव्रणापहः। राजनिघण्टुः।

सर्षपस्तु रसे पाके कटुः स्निग्धः सतिक्तकः। तीक्ष्णोष्णः कफवातघ्नो रक्तपित्ताग्निवर्द्धनः। रक्षो हरेद् व्रणं कण्डूं कुष्ठकोठकृमिग्रहान्। यथा रक्तस्तथा गौरः किन्तु गौरो वरो मतः। राजिका कफपित्तघ्नी तीक्ष्णोष्णा रक्तपित्तकृत्। किञ्चिद्रुक्षाग्निदा कण्डूकुष्ठकोठकृमीन् हरेत्। अतितीक्ष्णा विशेषेण तद्वत् कृष्णापि राजिका। तीक्ष्णोष्णं सार्षपं नालं वातश्लेष्मव्रणापहम्। कण्डूवमिहरं दद्रुकुष्ठघ्नं रुचिकारकम्। भावप्रकाशः।

राजक्षवकशाकन्तु त्रिदोषशमनं लघु। आहि शस्तं विशेषेण ग्रहण्यर्शोविकारिणाम्। त्रिदोषं बहुविण्मूत्रं सार्षपं शाकमुच्यते।

चरकः—(सूः २७ अः)। विदाहि बहुविण्मूत्रं रुक्षं तीक्ष्णोष्णमेवच। त्रिदोषं सार्षपं शाकं—सुश्रुतः—(सूः ४६ अः)॥

कुष्ठे सार्षपः स्नेहः—"सर्षपकरञ्जकोशातकानां तैलानि *। कुष्ठेषु हितान्याहुः (चिः ७ अः)। चरकः।

ऊरुस्तम्भे सर्षपः—* "दिह्याच्च मूत्राढ्यैः करञ्जफलसर्षपैः। (चिः ५ अः)। (२) श्लीपदे सर्षपतैलम्--पिवेत् सर्षपतैलं वा श्लीपदानां निवृत्तये" (चिः १९ अः)। सुश्रुतः।

अपस्मारोन्मादादिषु सर्षपः—"नक्तमालकवीजानि तथाच गौर-सर्षपाः। वस्तमूत्रेण पिष्टैस्तु गुड़ी छायाविशोषिता। अञ्जनं हन्त्यपस्मार मुन्मादञ्चैव दारुणम्"। (चिः १९ अः)। (२) दन्तरोगे सर्षपः—"* घर्षो लवणसर्षपैः" (चिः ४५ अः)। हारीतः।

सन्निपातज्वरिणः कर्णमूलशोथे सर्षपः—"शिग्रुराजिकायाः कल्कं कर्णमूले प्रलेपयेत्। कर्णमूलभवः शोथ स्तेन लेपेण शाम्यति"। (ज्वर —चिः)। भावप्रकाशः।

वातरक्ते सर्षपः—"गौरसर्षपकल्केन प्रदेहो वातरक्तहा" (वातरक्त—चिः)। (२) चर्मदले सर्षपः—"राजिकागुड़युक्तेन सैन्धवेन प्रयोजितम्। विड़ालचर्मणा वद्धं नाशं चर्मदलं द्रुतम्"। (कुष्ठ--चिः)। वङ्गसेनः।

সর্ষপের ভেদ—সর্ষপ চারি প্রকার, যথা—(১) গৌরসিদ্ধার্থ, (২) রক্তসিদ্ধার্থ, (৩) রাজিকা, (৪) কৃষ্ণরাজিকা। ধন্বন্তরির মতে শুভ্রগৌর ও রক্ত ভেদে সিদ্ধার্থ দুই প্রকার।

অন্বর্থসংজ্ঞা—সিদ্ধার্থদ্বয়ের—"কটুস্নেহ," "প্রহ্ব," "কুষ্ঠনাশন"। রাজিকাদ্বয়ের—"রাজসর্ষপ," "ক্ষুধাভিজনক," "কৃমিঘ্নৎ"।

সর্ষপের ভাষানাম—যাবতীয় বর্ণভেদ চিন্তা না করিলে, সর্ষপ মূলতঃ দুই প্রকার—সিদ্ধার্থ ও রাজিকা। অতএব সিদ্ধার্থ ও রাজিকার ভাষানাম লিখিত হইতেছে।

সিদ্ধার্থের—বাঃ—শ্বেতসরিষা। হিঃ—সফেদ্ সরসোঁ। মঃ—শ্বেতশিরস্। গুঃ—

শয়শব। কঃ—চিলীয়সাসেব। তৈঃ—কদাগু। তাঃ—অভালু। অঃ—উর্কে অবীয়দ্। ফাঃ—সর্ষক্। ইং—সাইনাপিস্ এল্‌বা।

রাজিকার—বাঃ—রাইসরিষা। হিঃ—রাই। মঃ—মোহরী। গুঃ—রাই জমুনরী। কঃ—সাসিরাই। তৈঃ—বর্ণালী। অঃ—খাদ'ল। ইং—সাইনাপিস্ নিগ্রা।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ—তৈল। মাত্রা—বীজ (সর্ষপ) ১—৪ আনা। তৈল—½—২ তোলা। শ্বেতসর্ষপ (সিদ্ধার্থ) অপেক্ষা কৃষ্ণসর্ষপ (রাইসরিষা) তীব্রগুণযুক্ত। শ্বেতসর্ষপ বমন কার্য্যে প্রশস্ত। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে লেপাদি কার্য্যে রাইসরিষা এবং সেবনার্থ শ্বেতসরিষা গ্রাহ্য।

বৈদ্যকে সিদ্ধার্থ ও রাজিকার ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে সার্ষপ তৈল—সার্ষপ তৈল কুষ্ঠের ক্ষতে হিতকর। (চিঃ ৭ অঃ)।

সুশ্রুত—উরুস্তম্ভে সর্ষপ—করঞ্জফলবীজ এবং সর্ষপ গোমূত্রযোগে পেষণ পূর্ব্বক উরুস্তম্ভে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) শ্লীপদে সর্ষপতৈল—শ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তির জন্য সার্ষপ তৈল পান করিবে। (চিঃ ১৯ অঃ)।

হারীত—অপস্মার উন্মাদাদিরোগে সিদ্ধার্থ—ডহরকরঞ্জার বীজ এবং শ্বেতসরিষা ছাগীমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছায়াশুষ্ক করিবে। ইহা মধুযোগে ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন করিলে অপস্মারাদি ব্যাধির আক্রমণ নিবৃত্তি পায়। সন্নিপাত-জ্বররোগীর সংজ্ঞাজননার্থও ইহার অঞ্জন প্রশস্ত। (চিঃ ১৯ অঃ)। (২) দন্তরোগে সর্ষপ—সর্ষপচূর্ণ এবং লবণ একত্র করিয়া দন্তমাঢ়ী ঘর্ষণ করিবে। ইহা দন্তমাঢ়ীর স্ফীতি ও রক্তস্রাব নিবারণ করিতে পারে। (চিঃ ৪৫ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—সন্নিপাতজ্বরীর কর্ণমূলশোথে সর্ষপ—শজিনার মূলত্বক্ এবং সরিষা জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক কর্ণমূলশোথে প্রলেপ দিলে শোথ নিবৃত্তি পায়।

বঙ্গসেন—বাতরক্তে সিদ্ধার্থ—শ্বেতসরিষার প্রলেপ দিলে বাতরক্ত নিবৃত্তি পায়। (বাতরক্ত—চিঃ)। (২) চর্ম্মদলে রাইসরিষা—গুড় এবং সৈন্ধবলবণ সহ রাইসরিষা চূর্ণের প্রলেপ দিয়া, বিড়ালের চর্ম্মদ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিলে চর্ম্মদল বিনাশ পায়। (কুষ্ঠ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, কণ্ডূঘ্ন, আস্থাপনোপগ এবং শিরোবিরেচনোপগ বর্গে এবং সুশ্রুত পিপ্পল্যাদিবর্গে সর্ষপ পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুতে ঊর্দ্ধভাগহর অর্থাৎ বমনকর দ্রব্যের মধ্যে সর্ষপ পঠিত হইয়াছে। টীকাকার বলেন "সর্ষপাঃ শ্বেতসর্ষপা বিশেষেণ বমনার্হাঃ। সৌশ্রুত শিরোবিরেচনবর্গে সিদ্ধার্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

Constituents.—Sinapis Alba contains a bland fixed oil, 20 to 25 p. c. A crystalline substance sinalbin ; sinapine sulpho-cyanide Lecithin, mucilage (only in testa) ; Myrosin, a ferment ; proteids, ash 4 p. c.

Physiological Actions.—Flower of mustard is nervine, stimulant, emetic and diuretic ; externally rubefacient, counter-irritant and vesicant. In small doses it promotes digestion and removes flatus ; in large doses, it is a stimulating and sure emetic in over-feeding, indigestion and in narcotic poisoning, when given with hot water. It is an irritant to the skin. Its chief use, however, is as an external remedy to relieve local pain, to stimulate the viscera and to act as a counter-irritant. The volatile oil, in the form of a charta or plaster, acts as a stimulant and vesicant to whatever part it is applied. Its application causes redness, heat and severe burning pain. If applied for a long time it causes vesication by setting up local inflammation. It is extensively used as a household remedy to rouse patients from syncope, low states of the system and from unconsciousness, as a cocnter-irritant it is largely used in all internal inflammations.

Therapeutic uses.—It is applied to remove muscular neuralgic and rheumatic pains, in colic, gastralgia, in inflammation of the air passages of the lung, pleura, pericardium, &c. The volatile oil is highly irritant. Taken internally it produces gastro enteritis. The liniment is applied as a rubefacient and also as a vesicant to the swollen joints. As a derivative, mustard foot-baths or hipbaths are largely used in fevers, uterine derangements, especially amenorrhœa and dysmenorrhœa ; in headache, cerebral congestion, in cardiac and in chest pains, &c. The fixed oil is applied to promote the growth of hair. The powder is often mixed with wheat flour to weaken its irritant effects. (R. N. Khory, Vol. II., p. 67).

"Modern research has shown that essential oil of mustard has antiseptic properties and is destructive of bacteria. * Given internally to the extent of a heaped dessert spoonful in a pint of warm water or gruel, mustard flour acts rapidly as an emetic through its irritant action on the mucous membrane of the stomach, and is therefore useful when narcotics have been taken in poisonous doses. * During excretion mustard irritates the kidneys and causes diuresis. (Dymock, Vol. I., pp. 124-5.)

নব্যমত—সর্ষপচূর্ণ নার্ভের বিকার প্রশমক, উষ্ণ, বামক এবং মূত্রকারক। বহিঃপ্রয়োগে ত্বক্ লাল করে, ফোস্কা পড়ায় এবং বিপরীত উত্তেজক। অল্পমাত্রায়

সেবিত হইলে সর্ষপ, পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত ও উদরাধ্মান প্রশমিত করে। সর্ষপচূর্ণ অধিক মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে উত্তেজক এবং অব্যর্থ বামক; অতএব অতি ভোজন, অজীর্ণ এবং অহিফেনাদি বিষকারি মাত্রায় সেবিত হইলে, বমনার্থ ইহা সেবন করাইবে। অঙ্গ বিশেষের বেদনা প্রশমন, কোষ্ঠাঙ্গের (Viscera) উত্তেজন এবং বিপরীত উত্তেজন (counter irritation) আনয়নার্থ, ইহা বিশেষতঃ বহিঃপ্রযুক্ত হইয়া হইয়া থাকে। ইহার উদ্বায়ী তৈলের (volatile oil) পলস্ত্রা যে অঙ্গে স্থাপিত হয় তদঙ্গ উত্তেজিত, লাল ও উত্তপ্ত হয়, ফোস্কা পড়ে, এবং দাহ জন্মিয়া থাকে। যদি অধিকক্ষ পলস্ত্রা রাখা হয়, তাহা হইলে তদঙ্গে প্রদাহ জন্মাইয়া ফোস্কা পড়ায়। যখন রোগীর নিশ্বাসোচ্ছ্বাস ও হৃৎস্পন্দন রুদ্ধ প্রায় কিংবা রোগী হিমাঙ্গ বা তন্দ্রাভিভূত হয়, তখন তাহার চৈতন্যোৎপাদনার্থ সর্ষপচূর্ণ, রোগীর অঙ্গে ঘর্ষণ ও লেপন করিবে। যাবতীয় আভ্যন্তর প্রদাহে সর্ষপচূর্ণের পলস্ত্রা বিপরীত প্রদাহকারীস্বরূপ ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পৈশিক, নিউর‍্যাল্‌জিক্‌ এবং আমবাতের বেদনা, শূল এবং পাকস্থালী, ফুপ্‌ফুসের বায়ুমার্গ, ফুপ্‌ফুসবেষ্ট (Pleura) এবং হৃদ্‌বেষ্টের (Pericardium) প্রদাহে, সর্ষপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বর, গর্ভাশয়ের পীড়া বিশেষতঃ কষ্টরজঃ রজোরোধ বা বিলম্বিত রজোরোগে, শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং হৃদ্‌ ও বক্ষোদেশের পীড়ায়, উষ্ণ জলে সার্ষপচূর্ণ মিশাইয়া সেই জলে পাদদ্বয় বা কটীপর্য্যন্ত নিমজ্জিত রাখা হয়। আধুনিক অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে, বিশুদ্ধ সার্ষপ তৈল পচন নিবারক এবং "ব্যাক্টেরিয়া" নাশক। সেবিত সর্ষপ দেহ হইতে বহির্নিঃসরণকালে বৃক্কদ্বয়ের উত্তেজন জন্মাইয়া, অধিক মাত্রায় মূত্রস্রাব ঘটায়। (আর্, এন্, ক্লোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ৬৭ পৃঃ; ডিমক্, ১ম, খণ্ড, ১২৪। ২৪ পৃঃ।)

সারিবাদ্বয়—সারিবাদ্বয়ম্।

সা(শা)রিবা, কৃষ্ণসারিবা অনন্তা, কৃষ্ণমূলী,—Asclepias Pseudosarsa; Hemidesmus Indicus; **শুক্লসারিবা, শ্যামা, কাষ্ঠসারিবা, আস্ফোতা**—Echites Frutescens.

সারিবে দ্বে তু মধুরে কফবাতাস্ৰনাশনে। কুষ্ঠকণ্ডুজ্বরহরে মেহদুর্গন্ধি-নাশনে। কৃষ্ণমূলী তু সংগ্রাহি শিশিরা কফপিত্তজিৎ। তৃষ্ণারুচি-প্রশমনী রক্তপিত্তহরা স্মৃতা। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু রাজনিঘণ্টুশ্চ।

সারিবাযুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু। অগ্নিমান্দ্যারুচিশ্বাসকাসাম বিষনাশনম্। দোষত্রয়াস্ৰপ্রদরজ্বরাতিসারনাশনম্। ভাবপ্রকাশঃ।

सारिवा वातपित्तास्रकृत्तृट्छर्दिज्वरनाशनी। अनन्ता ग्राहिणी रक्तपित्तप्रशमनी हिमा। राजवल्लभः।

स्वेदनं मूत्रकृद् वर्ण्यं परं वृष्यं रसायनम्। औपदंशिकरोगघ्नं सर्व्वचर्म्म-विकारनुत्। आमवातं वातरक्तं सूतरोगांश्च नाशयेत्। इति कश्चित्।

स्कन्दापस्मारप्रतिषेधार्थम् अनन्ता—"अनन्तां कुक्कुटीं * धारयेत्"। (उ: २९ अ:)। (२) अर्शःसु आस्फोता—"* कलसे वाम्सः आस्फोतामूलकल्कावलिप्ते निषिक्तं तक्रमम्लमनम्लं वा पानभोजनेषूपयुञ्जीत (चि: ६ अ:)। (३) व्रणशोधनार्थं आस्फोता—"आस्फोतजातीकरवीर-पत्रैः। कषाय मिष्टं व्रणशोधनार्थम्" (चि: १८ अ:)। (४) मूषिकविषे आस्फोता—"सर्पिः पिबेन्नरः। आस्फोतमूलसिद्धं वा" (क: ५ अ:)। (५) पूतनाप्रतिषेधे आस्फोता—"आस्फोता चैव योज्याः स्युर्बालानां परिषेचने"। (उ: ३२ अ:)। (६) प्रवासे अनन्ता—"गोपवल्ल्युदके सिद्धं स्यादन्यद्द्विगुणे घृतम्" (उ: ५१ अ:)। सुश्रुतः।

अग्र्यगुन्थे अनन्ता—"अनन्ता संग्राहकरक्तपित्तप्रशमनानाम्" (सू: २५ अ:)। चरकः।

व्रणे सारिवामूलम्—"एकं वा सारिवामूलं सर्व्वव्रणविशोधनम्" (व्रण—चि:)। (२) नेत्ररोगे श्यामा—"श्यामाकाथाम्बुना वाथ सेचनं कुसुमापहम्" (नेत्ररोग—चि:)। चक्रदत्तः।

वातव्याधौ श्यामा—"ऊर्द्ध्ववातविनाशाय वासापत्रसमन्वितं। श्यामा-मूलं पिबेत् पिष्टं चोरेण परिमिश्रितम्"। (वातव्याधि—चि:)। (२) व्रणशुक्रनाम नेत्ररोगे श्यामा—"आश्चोतनं *। श्यामामूलकषायं वा मधुना व्रणशुक्रिणाम्" (नेत्ररोग—चि:)। वङ्गसेनः।

শারিবাদ্বয়—বৈদ্যকে শারিবাদ্বয় শব্দে অনন্তমূল ও শ্যামালতা এবং কেবল শারিবা শব্দে অনন্তমূল গৃহীত হইয়া থাকে। চক্রোক্ত ব্রণ চিকিৎসার টীকায় শিবদাস লিখিয়াছেন

"যত্র শারিবৈকা পঠ্যতে তত্রানন্তমূলমেব। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ং"। ডাঃ উদয়চাঁদ যে বলিয়াছেন "When however Sáriva is used in the singular number it is the usual practice to interpret it as syamalata (Ichnocarpus frutescens)" ইহা শাস্ত্র ও ব্যবহার উভয় বিরুদ্ধ।

শরিবাদ্বয়ের পর্য্যায়—কৃষ্ণসারিবা, উৎপলসারিবা, অনন্তা, কৃষ্ণমূলী ও গোপবল্লী ইহারা শারিবা অর্থাৎ অনন্তমূলের নাম। আর শুক্লসারিবা, শ্যামা, আস্ফোতা, কাষ্ঠসারিবা শ্যামালতার নাম। প্রাচীন নিঘণ্টুতে স্ফোতা বা আস্ফোতা শব্দ শুক্ল সারিবার পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ হাফরমালী অর্থ আস্ফোতা শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ শ্যামালতার পর্য্যায়ে কাষ্ঠসারিবা শব্দ পাঠ করিলেও আমার বোধ হয় কাষ্ঠসারিবা ও শ্যামালতা পৃথক্ উদ্ভিদ্। কেন না, কোন কোন আচার্য্য কাষ্ঠসারিবার পরিচয়ে লিখিয়াছেন "কাষ্ঠসারিবা উত্তরাপথে প্রসিদ্ধঃ সারিবাভেদঃ"। ইহা পাঠ করিয়া অনুমান হয় কাষ্ঠসারিবা ও শ্যামালতা ভিন্ন। পূর্ব্বে কাষ্ঠসারিবা শব্দে যে হাফরমালীই বুঝাইত না ইহারই বা প্রমাণ কি?

সারিবার (অনন্তমূলের) ভাষানাম—বাঃ—অনন্তমূল, হিঃ—কালীসর, গৌরীসর, সালসা। গুঃ—উপলসরী। তাঃ—নন্নারী। তৈঃ—গাডিসুগন্ধাদি। অঃ—অস্পগবতুরর। কাঃ—অস্বাহিহিন্দী। ইং—ইণ্ডিয়ান্ সেণ্টেড্ রুট্, সার্শাপেরিলা।

বর্ণন—অনন্তমূল বৃক্ষাশ্রিতা কচিৎ ভূলুণ্ঠিতা লতা। বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র অনন্তমূল জন্মে। বর্ষার প্রথম বারিপাতে ইহার পুরাণ মূল হইতে নবপ্রতান নির্গত হয়। যে অনন্তমূলের পাতা গাঢ়হরিদ্বর্ণ সরু ও লম্বা, যাহার পাতার মধ্যে শিরা হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ কেশাকৃতি রেখা আছে। যাহার পাতায় কোন প্রকার রোম নাই—লতা ক্ষুদ্রকার—ডাঁটা ক্ষীণ, মূলে ছারপোকার মত গন্ধ, তাহাকে গ্রাম্যঅনন্তমূল বলা যাইতে পারে। মধুপুর অঞ্চলে যে অনন্তমূল জন্মে তাহার পাতা অপেক্ষাকৃত চৌড়া, লতা স্থূল ও দীর্ঘ হয়। মূল স্থূলতর এবং বিশেষতঃ কাষ্ঠগর্ভ। বর্ষাকালে পুষ্পিত হয়। শ্যামালতার পত্র অনন্তমূলের পত্রাপেক্ষা চৌড়া, লতা অতিদীর্ঘ ও স্থূলতর। প্রায়ই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়। ছিন্ন করিলে ক্ষীর নির্গত হয়। লতা বিলক্ষণ দৃঢ়। দুরন্ত বৃষও বাঁধিয়া রাখা যায়। পল্লিগ্রামের ধীবরেরা পুষ্ট শ্যামালতা সংগ্রহ করিয়া "খালুই" (মাছ ধরিবার কালে মাছ রাখিবার জন্য ব্যবহৃত পাত্র বিশেষ) প্রস্তুত করে। পুষ্প গুচ্ছাকারে আবির্ভূত হয়। পুষ্প শুভ্র, পুষ্পকাল—আষাঢ়, শ্রাবণ। অনন্তমূলের আর্দ্রমূল খায়। শুষ্কমূলের ত্বক্, স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া থাকে। শুষ্ক হইলেও গন্ধ অন্তর্হিত হয় না।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রলতা—বিশেষতঃ মূল। মাত্রা—ক্বাথ—৫—১০ তোলা। মূলত্বক্ ২—৮ আনা।

বৈদ্যকে সারিবাদ্বয়ের ব্যবহার।

সুশ্রুত—স্কন্দাপস্মারপ্রতিষেধে অনন্তা—শিশুর স্কন্দাপস্মার গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রমণ প্রতিষেধার্থ তাহাকে অনন্তমূল ধারণ করাইবে (উঃ ২৯ অঃ)। (২) অর্শে শ্যামালতা—শ্যামালতার মূল পেষণ করিয়া মৃৎকলসীর অভ্যন্তর ভাগ লিপ্ত করিবে। এই কলসীতে ঘোল রাখিয়া সেই ঘোল টক হউক বা না হউক অর্শোরোগীর পানভোজনার্থ ব্যবহার করাইবে। (চিঃ ৬ অঃ)। (৩) ব্রণশোধনার্থ শ্যামালত—শ্যামালতার মূলের কাথ পান এবং তদ্বারা ব্রণধৌত প্রশস্ত। (চিঃ ১৮ অঃ)। (৪) মূষিকবিষে শ্যামালতা—শ্যামালতার মূলের কাথ ও কল্কসহ পক্ক ঘৃত পান করিলে মূষিকবিষ প্রশমিত হয়। (কঃ ৫ অঃ)। (৫) পূতনাপ্রতিষেধে শ্যামালতা - শ্যামালতার মূলের কাথ শিশুর পরিষেচনার্থ ব্যবহার করিলে পূতনাগ্রহগ্রস্ত শিশু স্বস্থতা লাভ করে। (উঃ ৩২ অঃ)। (৬) শ্বাসে অনন্তা—ঘৃতের দ্বিগুণ অনন্তমূলের কাথযোগে পক্ক ঘৃত পান করিলে শ্বাস প্রশমিত হয়। (উঃ ৫১ অঃ)।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে অনন্তা—সংগ্রাহক এবং রক্তপিত্তনাশক দ্রব্যের মধ্যে অনন্তমূল শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—ব্রণশোধনে সারিবামূল—একমাত্র অনন্তমূল সর্ব্বব্রণবিশোধক। (ব্রণশোথ—চিঃ)। (২) নেত্ররোগে শ্যামা—শ্যামালতার মূলের কাথ পরিষেচন করিলে কুসুমনামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—বাতব্যাধিতে শ্যামা—বাসকের পত্র সহিত শ্যামালতার মূল পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধযোগে পান করিলে, ঊর্দ্ধবাত নিবৃত্তি পায়। (২) ব্রণশুক্রনামক নেত্ররোগে শ্যামা—যাহার ব্রণশুক্রনামক নেত্ররোগ হইয়াছে তাহার নেত্রে, শ্যামামূলের রস, বা শ্যামা-কাথ মধুসহ বিন্দু বিন্দু পাতিত করিবে। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বর্ণ্য, কণ্ঠ্য বিষঘ্ন, পুরীষসংগ্রহণ, দাহপ্রশমন ও জ্বরহরবর্গে এবং সুশ্রুত, বিদারিগন্ধাদিগণে সারিবা, কৃষ্ণসারিবা এবং সারিবাদিগণে সারিবা এবং বিষহর "একসর"গণে শ্যামালতা পাঠ করিয়াছেন

Constituents *of Hemidesmus Indicus.*—Coumarin. The aroma and the taste of the drug are due to this constituent ; a volatile oil, a crystallizable principle, hemidesmine ; and a crystalline stearopten called smilasperic acid.

Aotions and uses *of Hemidesmus Indicus.*—Valuable alterative, diaphoretic, diuretic, tonic ; the powder fried in butter is given to children in thrush. With honey it is given in rheumatic pains and

boils. As a diuretic, its infusion with cow's milk is given in scanty and high coloured urine, strangury and gravel. As a diaphoretic and tonic, it is given in fevers with loss of appetite and disinclination for food. As an alterative it is given in chronic rheumatism, skin diseases, scrofula, syphilis, cachexia, constitutional debility &c. Infusion with onion and cocoanut oil is given in piles. It is a good substitute for sarsaparilla. (R. N. Khory, Vol. II , p. 400).

Uses of Hemidesmus Indicus.—"In the more southern parts of the Concan the milky juice is dropped into inflamed eyes ; it causes copious lachrymation, and afterwards a sensation of coolness in the part. The root is tied up in plantain leaves and roasted in hot ashes ; it is then beaten into a mass with cumin and sugar and administered with *ghee* as a remedy in heat or inflammation of the urinary passages. In India *O'shaughnessy* found its diuretic action to be very remarkable ; two ounces infused in a pint of water and allowed to cool was the quantity usually employed daily, and by such doses the discharge of urine was generally trebled or quadrupled. It also acted as a diaphoretic and tonic, and so increased the appetite that it became a most popular remedy in his hospital, the patients themselves entreating its administration and continuance. (Dymock, Vol. II., p. 446-7.)

নব্যমত—অনন্তমূল, উপাদেয় রসায়ন, ঘর্ম্মকারক, মূত্রপ্রদ এবং বল্য। ইহার চূর্ণ মাখমের সহিত ভাজিয়া শিশুর হাম মিল্‌মিলে রোগে ব্যবহৃত হয়। মধুর সহিত বাতের বেদনা ও স্ফোটকে প্রযুক্ত হয়। মূত্রকারক বলিয়া ইহার শীতকষায় (Infusion) গোদুগ্ধের সহিত মূত্রাল্পতা, রক্তবর্ণ মূত্র নির্গম, ও রক্তমিশ্রিত মূত্রে এবং পাথুরীরোগে পান করিতে দেওয়া হয়। ঘর্ম্মকারক এবং বলপ্রদ বলিয়া ইহা, জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য এবং ভক্তদ্বেষে (Disinclination for food) ব্যবহৃত হয়। রসায়ন বলিয়া, পুরাণ বাত, চর্ম্মবিকার, গণ্ডমালা, ফিরঙ্গরোগ ও ধাতুবৈষম্য বিশেষে (Cachexia) এবং দুর্ব্বলেন্দ্রিয় রোগীকে সেবন করান হয়। ইহার শীতকষায়, পিয়াজের রস ও বিশুদ্ধ নারিকেল তৈলের সহিত অর্শোরোগীকে পান করান হইয়া থাকে। অনন্তমূল শার্সা পেরিলার উত্তম প্রতিনিধি। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খঃ. ৪০০ পৃঃ)।

কঙ্কন প্রদেশের উত্তরাংশে অনন্তমূলের আঠা প্রদাহান্বিত চক্ষুতে ফোটা ফোটা করিয়া দেওয়া হয়। ইহা চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব করাইয়া চক্ষু শীতল করে। আর্দ্র, পুষ্ট অনন্তমূল, কলার পাতে বাঁধিয়া তপ্ত অঙ্গারে সিদ্ধ করিয়া, মূলত্বক্ পৃথক্ করিয়া পেষণ করা হয়। বেশ পিণ্ডাকৃতি প্রাপ্ত হইলে, ইহার সহিত জীরা চূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া গব্য ঘৃতের সহিত মূত্রমার্গের বিদাহ কিংবা প্রদাহে সেবন করান হয়। ডাঃ ওসেনসী অনন্তমূলের মূত্রকরত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন। ২ ঔন্স অর্থাৎ প্রায় এক ছটাক কুট্টিত

অনন্তমূল, এক পাইট উষ্ণজলে ভিজাইয়া, শীতকষায় প্রস্তুত করিতে হয়। এই সমস্ত টুকু এক দিনে পান করিলে রোগীর মূত্রের পরিমাণ ত্রিগুণ কিংবা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা উত্তম ঘর্ম্মকারক এবং বলপ্রদ। সেবনে রোগীদিগের ক্ষুধা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায়, ইহা তাঁহার হাঁসপাতালের রোগীদিগের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল, এমনকি রোগীগণ স্বয়ং এই ঔষধ পাইবার এবং খাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। (ভিষক্, ২য়ঃ খণ্ড, ৪৪৭ পৃঃ)।

সিন্দুবার ও নিগুণ্ডী—सिन्दुवारो निर्गुण्डी च।

सिन्दु(न्धु)वार:, श्वेतपुष्प:—Vitex Trifolia. निर्गुण्डी, नीलपुष्प: —Vitex Negundo, V. Paniculata.

निर्गुण्डी कटुतिक्तोष्णा क्रमिकुष्ठरुजापहा। वातश्लेष्मप्रशमनी शोथ-गुल्मारुचीर्जयेत्। **धन्वन्तरीयनिघण्टु:।**

सिन्दुवार: कटुस्तिक्त: कफवातक्षयापह:। कुष्ठकण्डूतिशमन: शूल-घ्नत् कासमिद्दिदः। कटूष्णा **नीलनिर्गुण्डी** तिक्ता रूक्षा च कासजित्। श्लेष्मशोफसमीरार्त्तिप्रदराध्मानहारिणी। **राजनिघण्टु:।**

सिन्दुक: स्मृतिदस्तिक्त: कषाय: कटुको लघु:। केश्यो नेत्रहितो हन्ति शूलशोथाममारुतान्। क्रमिकुष्ठारुचिश्लेष्मज्वरान् **नीलापि** तद्विधा। सिन्दुवारदलं जन्तुवातश्लेष्महरं लघु। **भावप्रकाश:।**

निर्गुण्डी कर्पूरीयुक्ता कट्वी तिक्ता कफापहा। वातं क्षयञ्च शूलञ्च कण्डूं कुष्ठञ्च नाशयेत्। प्रोक्ता **चाऽऽरण्यनिर्गुण्डी** पथ्या पित्तं ज्वरं हरेत्। विषञ्च श्लेष्मसीवातं नाशयेद्द वर्णकारिणी। पर्णश्चास्यास्तु कटुकं चाग्निदीपिकरं लघु। क्रमीन् कफञ्च वातञ्च कुष्ठं शोथञ्च नाशयेत्। पत्रचे नीशकं प्रोक्तं कण्डूञ्चैव विनाशयेत्। **निघण्टुरत्नाकर:।**

सकफे विसर्पे निर्गुण्डी—"इन्द्राणीपत्रकं काकाह्वा *। पुनर्नावेष्टनं कुर्य्याद्दाहय: सर्व्वशोऽपिवा। प्रदेहा: सर्व्व एवैते देया: सम्यक्कृता-

युता:। (चि: ११ अ:)। (२) दर्व्वीकरैर्दष्टे सिन्दुवार:—"सिन्दुवारस्य मूलञ्च *। पानं दर्व्वीकरैर्दष्टे—"। (चि: २५ अ:)। (३) नाड़ी-कुष्ठानिलार्त्तिषु निर्गुण्डी—"निर्गुण्ड्या मूलपत्राभ्यां गृहीत्वा स्वरसं ततः। तेन सिद्धं समं तैलं नाड़ीकुष्ठानिलार्त्तिषु। हितं पामापचीनाञ्च पानाभ्यञ्जनपूरणम्। (चि: २८ अ:)। चरकः।

रक्तपित्ते सिन्दुवार:—"* तथातिमुक्तककुरसिन्दुवारजम्। हितञ्च शाकं घृतसंस्कृतं सदा" (उ: ४५ अ:)। सुश्रुत:।

कफोत्थे कासे निर्गुण्डी—"निर्गुण्डीपत्रस्वरसेन सिद्धम्। सर्पि: कफोत्थं विनिहन्ति कासम्। (२) पूतिकर्णे निर्गुण्डी—"निर्गुण्डीस्वरसे तैलं सिन्धुधूमरजो गुड़: पूरणं पूतिकर्णस्य शमनो मधुसंयुत:"। (कर्ण-रोग—चि)। वङ्गसेन:।

यक्ष्मणि निर्गुण्डी—"समूलफलपत्राया: निर्गुण्ड्या: स्वरसे घृतम्। सिद्धं पीत्वा क्षयक्षीणो निर्व्याधिर्भाति देववत्।" (यक्ष्म—चि:)। (२) गण्डमालायां निर्गुण्डी—* "नस्यकर्म्मणि योजयेत्। निर्गुण्ड्याश्च शिफां सम्यग्वारिणा परिपेषिताम्"। (गलगण्ड—चि:)। (३) कफज्वरे सिन्दुवार:—"सिन्दुवारदलक्वाथ: सोषण: कफजे ज्वरे। अङ्गयोश्च बले चापि कर्णे वा पिच्छिते पिबेत्"। (ज्वर—चि:)। चक्रदत्त:।

स्नायुकरोगे—निर्गुण्डी—"गव्यं सर्पि त्र्यहं पीत्वा निर्गुण्डीस्वरसं त्र्यहं। पिबेत् स्नायुकमत्युग्रं हन्त्यवश्यं न संशय:" (स्नायुक—चि:)। भावप्रकाश:।

নিশুণ্ডীর ভাষানাম—বাঃ—নিসিন্দা, ইক্কুর। কোঃ—নিসিন্দার। আঃ—পচতিয়া। গুঃ—নাগোড়া। তাঃ—বিনোচনচ্চি। তৈঃ—তেল্লাবভিলী। মঃ—অথূলক। কাঃ—ন্কলকে। ইঃ—ফাইব-লিভ্ড্ চেষ্ট ট্রি।

সিন্দুবারের ভাষানাম—বঙ্গে ইহার বিশেষ ভাষানাম নাই, নিশুণ্ডীর সহিত

অভেদার্থে প্রযুক্ত হয়। অঃ—অস্ লেজ্ আবী। কাঃ—ফাঞ্জনগন্ত আবি। তাঃ—সিরুনোচ্চি। তৈঃ—নিরুববিল্লী। ইং—ইণ্ডিয়ান্ ওয়াইল্ড্ পিপার্।

সিন্দুবারের ভেদ—পুষ্পবর্ণভেদে সিন্দুবার দুই প্রকার,—যাহার পুষ্প শ্বেতবর্ণ তাহা সিন্দুবার এবং যাহার পুষ্প নীল তাহাকে নিগু´ণ্ডী বলে। নিঘণ্টুরত্নাকরের মতে নিগু´ণ্ডী আবার দুই প্রকার—কর্ত্তরীনিগু´ণ্ডী এবং অরণ্যনিগু´ণ্ডী। শেফালিকা অরণ্য নিগু´ণ্ডীর নামান্তর।

বর্ণন—পুষ্পবর্ণ, পত্রাকৃতি এবং পত্রসন্নিবেশ ভেদে সিন্দুবার বহুবিধ। বঙ্গের সর্ব্বত্র সুলভ বলিয়া অগ্রে নীলপুষ্প সিন্দুবার অর্থাৎ নিগু´ণ্ডী স্থূলতঃ বর্ণিত হইতেছে। প্রায় ঝাড় বাঁধিয়া হয়—কাণ্ড মানুষের উরুতুল্য স্থূল হয়। পত্র—কচিৎ ত্রিপত্র কচিৎ পঞ্চপত্র। বঙ্গে ত্রিপত্রই অধিক দৃষ্ট হয়—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রায়ই পঞ্চপত্র। ডিমক্ বলেন সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশে প্রায় ত্রিপত্র বৃক্ষ লক্ষিত হয়। কোন কোন বৃক্ষের পত্রপ্রান্ত করাতের মত দন্তিত, ইহাকে "কর্ত্তরীনিগু´ণ্ডী" বলে। বঙ্গে কর্ত্তরীনিগু´ণ্ডী যত্রতত্র সুলভ নহে। পত্রের আকৃতি প্রায় অরহরের পাতার মত। শীতের শেষে বসন্তে বৃক্ষ পত্রশূন্য হয়। পত্রের অধঃপৃষ্ঠ শুভ্র ও সিয়াল, পত্রের গন্ধ অতি উগ্র। স্বাদে তিক্ত, পুষ্প গুচ্ছাকারে বিস্তৃত—পুষ্পের বর্ণ বেগুনে রঙের, ফিকে নীলরঙের এবং নীলাভশ্বেতবর্ণেরও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুষ্পকাল—বসন্ত বা নিদাঘশেষ। কালিদাস "বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী" পার্ব্বতী চিত্রিত করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"মুক্তাকলাপীকৃতসিন্দুবারম্"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, মূল। মাত্রা—পত্রস্বরস—১—২ তোলা। মূলত্বক্কল্ক ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে সিন্দুবার ও নিগু´ণ্ডীর ব্যবহার।

চরক—সকফেবিসর্পে নিগু´ণ্ডী—জলেপিষ্ট নীলনিসিন্দার পাতা, অল্প ঘৃতযোগে কফজবিসর্পে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) দর্বীকরদষ্টে সিন্দুবার—ফণাধারীসর্প কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তিকে শ্বেতনিসিন্দার মূলত্বক্ পেষণ পূর্ব্বক শীতল জলের সহিত পান করাইবে। (চিঃ ২৫ অঃ)। (৩) নাড়ীকুষ্ঠানিলার্ত্তিতে নিগু´ণ্ডী—নীলনিসিন্দার মূল এবং পত্রের রসে যথাবিধি পক্ব তিলতৈল, নাড়ীব্রণ, কুষ্ঠ, পামা, অপচী এবং বাতব্যাধিতে পান ও মর্দনার্থ ব্যবহার করিবে। (চিঃ ২৮ অঃ)।

সুশ্রুত—রক্তপিত্তে সিন্দুবার—রক্তপিত্তরোগী ঘৃতভর্জ্জিত নিসিন্দার পত্র ভোজন করিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)।

বঙ্গসেন—কফজকাসে নিগুণ্ডী—নীলনিসিন্দার পত্রের রসে পক্ক ঘৃত, কফজ কাসনাশক। (কাস—চিঃ)। (২) পূতিকর্ণে নিগুণ্ডী—নীলনিসিন্দার পত্রের রস এবং সৈন্ধব লবণ, ঝুল ও পুরাণ গুড়ের কল্ক সহিত পক্ক তিলতৈল, মধুযোগে কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণ হইতে পূযাদি স্রাব নিবৃত্তি পায়।

চক্রদত্ত—যক্ষ্মায় নিগুণ্ডী—নীলনিসিন্দার মূল, ফল এবং পত্র কুট্টিত করিয়া রস লইয়া যথাবিধি গব্যঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে ক্ষয়গ্রস্তরোগী নির্ব্যাধি হইয়া দেববৎ শোভা পায়। (২) গণ্ডমালায় নিগুণ্ডী—নীলনিসিন্দার মূলত্বক্ জলে পেষণ পূর্ব্বক নস্য করিলে গণ্ডমালা প্রশমিত হয়। (গণ্ডমালা—চিঃ)। (৩) কফজ্বরে সিন্দুবার—শ্বেতনিসিন্দার পত্রের ক্বাথ পিপ্পলীচূর্ণ যোগে পান করিবে। ইহা কফজ্বর, জঙ্ঘা বলহীন এবং কর্ণ আচ্ছাদিত হইলে হিতকর।

ভাবপ্রকাশ—স্নায়ুকরোগে নিগুণ্ডী—তিন দিন গব্যঘৃত পানানন্তর নীলনিসিন্দার পাতার রস পান করিলে অতি উগ্র স্নায়ুকরোগ বিনষ্ট হয়। (স্নায়ুক—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বিষঘ্নবর্গে এবং সুশ্রুত সুরসাদিগণে সিন্দুবার ও নিগুণ্ডী পাঠ করিয়াছেন।

Constituents *of Vitex Negundo.*—The leaves contain an essential oil and resin ; the fruits contain an acid resin, an astringent organic acid, malic acid, an alkaloid and a colouring matter.

Actions and uses.—Alterative, aromatic, bitter and anodyne. The docoction is used in colic, dyspepsia, rheumatism and worms; locally the leaves, bruised are applied to the temples in headache, and as varalians over contusions, sprained limbs, rheumatic painful joints, leech bites and also over the swollen testicles due to suppressed gonorrhœa. It is largely used as a vapour bath in febrile conditions. The fruit is resolvent and emmenagogue, and used in enlargement of spleen and in dropsy. The leaves are used to preserve rice and clothes from the ravages of insects. It is placed between the leaves of books to preserve them from insects. (R. N. Khory, Vol. II., p. 474).

V. Trifolia is highly extolled by *Bontius* (Diseases of India, p. 226). He speaks of it as anodyne, diuretic and emmenagogue, and testifies to the value of fomentations and baths prepared with "this noble herb," as he terms it, in the treatment of Beri-beri, and in the allied and obscure affection, burning of the feet in natives.

Of *V. Negundo Fleming* remarks (Asiatic Researches, Vol. XI.) that its leaves have a better claim to the title of discutient than any other

vegetable remedy with which he is acquainted. The mode of application followed by the natives is to put fresh leaves into an earthen pot and heat them over the fire till they are as hot as can be borne without pain; they are then applied to the affected part, and kept *in situ* by a bandage; the application is repeated three or four times a day until the swelling subsides. Dr. Hove (1787) states that the Europeans in Bombay call it the fomentation shrub, and that it is used in the hospitals there as a foment in contractions of the limbs occasioned by the land winds. According to *Ainslie* the Mahometans are in the habit of smoking the dried leaves in cases of headache and catarrh. The dried fruit is deemed vermifuge. (Dymock, Vol. III., pp. 74-5).

নব্যমত—নিসিন্দা, রসায়ন, সুগন্ধি, তিক্ত, এবং বেদনাহর। ইহার কাথ, শূল, গ্রহণী, বাত এবং কৃমিরোগে সেব্য। পত্রের প্রলেপ, শিরোরোগে কপালে, আঘাত প্রাপ্তি হেতু পিষ্ট অঙ্গে, বিশ্লিষ্ট সন্ধিতে, বাতকর্ত্তৃক আক্রান্ত বেদনান্বিত অঙ্গে এবং গণোরিয়ার গূঢ় বিষকর্ত্তৃক স্ফীত কোষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। জ্বরে নিসিন্দার পাতার ভাপ্‌রা হিতকর। বীজ—রজঃস্রাব বর্দ্ধক এবং স্ফোটকাদি বসাইয়া দিতে পারে। ইহা প্লীহবিবৃদ্ধি এবং শোথে ও প্রযোজ্য। তণ্ডুল, বস্ত্র এবং পুস্তক, কীটাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিসিন্দার পত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফুলা বসাইবার পক্ষে নিসিন্দার তুল্য ঔষধ বিরল। নিসিন্দার তাজা পাতা মৃৎপাত্রে ভাজিয়া, গরম গরম স্ফীত স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। এইরূপ দিনে ৩। ৪ বার দিতে হইবে। যতদিন স্ফীতি অন্তর্হিত না হয় ততদিন প্রয়োগ করিবে। (আর্, এন্, কোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ৪ ৪ পৃঃ ও ডিমক্, ৩য় খণ্ড, ৪৪। ৪৫ পৃঃ।)

সুনিষণ্ণক—সুনিষণ্ণকঃ।

সুনিষণ্ণকঃ, শিতিবারঃ—Marsilea Qquadrifolia.

অন্বর্থসংজ্ঞা—"সূচিপত্রকঃ," "মেধাকৃৎ," "গ্রাহকঃ," "চতুষ্পত্রী"।

পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—"চাঙ্গেরীসদৃশৈঃ পত্রৈ চতুর্দ্দল ইতীরিতঃ। শাকো জলান্বিতে দেশে চতুষ্পত্রীতি চোচ্যতে"। ভাবমিশ্রঃ।

সুনিষণ্ণোঽগ্নিকৃদ্ বৃষ্যো গুরুর্গ্রাহী ত্রিদোষজিৎ। শিতিবারস্তু সংগ্রাহী কষায়ঃ সর্ব্বদোষজিৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

शितिवारस्तु संग्राही कषायोष्णस्त्रिदोषजित्। मेधारुचिप्रदो दाह-ज्वरहारी रसायनः। राजनिघण्टुः।

सुनिषण्णो हिमो ग्राही मोहदोषत्रयापहः। अविदाही लघुः स्वादुः कषायो रूक्षदीपनः। वृष्यो रुच्यो ज्वरश्वासमेहकुष्ठभ्रमप्रणुत्। भाव-प्रकाशः।

"अविदाही त्रिदोषघ्नः संग्राही सुनिषण्णकः"। राजवल्लभः।

वातकासिनः शाकार्थं सुनिषण्णकम्—"* शस्यते वातकासिषु *" (चिः २२ अः)। (२) विषार्त्तानां शाकार्थं सुनिषण्णकम्—"* वार्त्ताकु-सुनिषण्णकाः * विषार्त्तानां भिषग्जितम्" (चिः २५ अः)। (३) ऊरुस्तम्भे सुनिषण्णकम्—"सुनिषण्णक * आरग्वधः पल्लवैः। शाकैरलवणैरथाज्जलतैलोपसाधितैः"। (चिः २७ अः)। (४) मूत्र-कृच्छ्रे शितिवारः—"तक्रेण युक्तं शितिवारकस्य बीजं पिबेत् कृच्छ्रविनाश-हेतोः" (चिः २६ अः)। चरकः।

रक्तपित्तिनः शाकार्थं सुनिषण्णकम्—"पटोलशेलुसुनिषण्णयूथिका *। हितश्च शाकं घृतसंस्कृतं सदा। तथैव धात्रीफलदाड़िमान्वितम्"। (उः ४५ अः)। सुश्रुतः।

সুনিষণ্ণকের ভাষানাম—বাঃ—শুষুনিশাক। হিঃ—শিরিয়ারী, চৌপতিয়া। মঃ—কুরডু। গুঃ—ওটীগণ। তৈঃ—সুনিষণ্ণমনেশাকমু। উঃ—চুনচুনিয়া। কাঃ—অগ্নরা। অঃ—বজ্হুল অঙ্গীরা।

সুনিষণ্ণকের অন্বর্থসংজ্ঞা—"সূচিপত্রক," "মেধাকৃৎ," "গ্রাহক," "চতুষ্পত্রী"।

বর্ণন—শুষুনীশাক পুকুরের বাগচরে বা জলাসন্ন ভূমিতে জন্মে। ইহা শাকার্থ ভূরি ব্যবহৃত হয়। ক্ষীণদীর্ঘ পত্রবৃন্তে বিভক্ত ৪টী পত্র একত্র মিলিত, অতএব চতুষ্পত্রী নাম।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, বীজ। পত্র খাদ্যোষধ। বীজকল্কের মাত্রা—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে সুনিষণ্ণকের ব্যবহার।

চরক—বাতকাসে সুনিষণ্ণক—বাতকাসরোগীকে সুনিষণ্ণক শাক ভোজনার্থ ব্যবস্থা করা যায়। (চিঃ ২২ অঃ) (২) বিষদোষে সুনিষণ্ণক—বিষর্ত্তের পক্ষে সুনিষণ্ণক শাক পথ্য। (চিঃ ২৫ অঃ)। (৩) উরুস্তম্ভে সুনিষণ্ণক—তিলতৈল ও জলসহ পক্ক সুষুনীশাক বিনা লবণে উরুস্তম্ভরোগী ভোজন করিবে। (চিঃ ২৭ অঃ)। (৪) মূত্রকৃচ্ছে সুনিষণ্ণকবীজ—সুষুনীশাকের বীজ ঘোলের সহিত পেষণপূর্ব্বক ঘোলসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ২৬অঃ)।

সুশ্রুত—রক্তপিত্তে সুনিষণ্ণক—রক্তপিত্তরোগীকে ঘৃত ভর্জ্জিত সুষনীশাক ভোজন করিতে দিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)।

বক্তব্য—সুষুনীশাক নিদ্রাজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং উন্মাদাদিতে ইহা পথ্য স্বরূপ শাকার্থ প্রযুক্ত হইতে পারে।

স্নুহী—স্নুহী।

স্নুহী, স্নুক্, সুধা—Euphorbia Ligularia. **सेहुण्डः**—E. Neriifolia. **ত্রিধারা স্নুহী**—E. Antiquorum.

अस्या भेदौ—सेहुण्डः त्रिधारा स्नुही च।

द्विविधः स मतो येष वहुभिश्चैव कण्टकैः। सुतीक्ष्णैः कण्टकैरल्पैः प्रवरो वहुकण्टकः"। चरकसंहितायां दृढ़वलः।

अन्वर्थसंज्ञा—स्नुहीसेहुण्डयोः—"निस्त्रिंशपत्रकः," "समन्तदुग्धा," "वज्रकण्टकः," "व्याघ्रनखः," "वहुशाखः," "नेत्रारिः," "वातारिः," "क्षीरकाण्डकः"।

सेहुण्डको रसे तिक्तो गुरूष्णः कफवातजित्। दुष्टव्रणाश्मरीं हन्ति तथा वातविशोधनः। स्नुहीक्षीरं विषाढ्यानं गुल्मोदरहरं परम्। स्नुही रसेषु तिक्ता च गुरूष्णा कफवातजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

स्नुहित्वचा पित्तदाहकुष्ठवातप्रमेहनुत् । क्षीरं वातविषाऽऽध्मान-गुल्मोदरहरं परम् । स्नुहिरन्या त्रिधारा स्यात् त्रिस्रोधारास्तु यत्र सा । पूर्व्वोक्तगुणवत्येषा विशेषाद्रससिद्धिदा । राजनिघण्टुः ।

सेहुण्डो रेचनस्तीक्ष्णो दीपनः कटुको गुरुः । शूलमष्ठीलिकाऽऽध्मानकफ-गुल्मोदरानिलान् । उन्मादमेहकुष्ठार्शःशोथमेदोऽश्मपाण्डुताः । व्रणशोथ-ज्वरप्लीहविषदूषीविषं हरेत् । उष्णवीर्य्यं स्नुहीक्षीरं स्निग्धञ्च कटुकं लघु । गुल्मिनां कुष्ठिनाञ्चापि तथैवोदररोगिणाम् । हितमेतद् विरेकार्थे ये चान्ये दीर्घरोगिणः । सेहुण्डस्य दलं तीक्ष्णं दीपनं रोचनं हरेत् । आध्मानाष्ठीलिकागुल्मशूलशोथोदराणि च । भावप्रकाशः ।

विरेचनानां सर्व्वेषां सुधा तीक्ष्णतमा मता । सञ्जातस्तु भिनत्त्याशु दोषाणां कष्टविभ्रमा । तस्मान्नैषा मृदौ कोष्ठे प्रयोक्तव्या कदाचन । न दोषनिचये चाल्पे सति चान्यपरिक्रमे । पाण्डुरोगोदरे गुल्मे कुष्ठे दूषी-विषार्द्दिते । श्वयथौ मधुमेहे च दोषविभ्रान्तचेतसि । रोगैरेवंविधैर्ग्रस्तं ज्ञात्वा सप्राणमातुरम् । प्रयोजयेन्महावृक्षं सम्यक् सम्यक् प्रचारितः । सद्यो हरति दोषाणां महान्तमपि सञ्चयम् । चरकसंहितायां दृढ़बलः ।

चरकग्रन्थे स्नुक्पयः—"स्नुक्पयस्तीक्ष्णविरेचनानाम्" (सूः २५ अः) । (२) वातगुल्मिणो रेचनार्थं सुधाक्षीरम्—"सुधाक्षीरद्रवे चूर्णं त्रिवृतायाः सुभावितम् । कार्षिकं मधुसर्पिर्भ्यां लीढ्वा साधु विरिच्यते" (चिः ५ अः) । (३) उदररोगिणः शाकार्थं स्नुहीपल्लवः—"शङ्खिनीस्नुक् * पत्रैः । शाकं गाढ़पुरीषाय प्राज्यभक्तं दापयेद् भिषक्" । (चिः १८ अः) । चरकः ।

जलोदरे स्नुहीक्षीरम्—"स्नुक्पयसा परिभावितपिप्पलीचूर्णं निर्म्मितः यूषः । उदरमुदारं हिंस्याद् योगोऽयं सप्तरात्रेण । (उदर—चिः) । (२) दशनक्रमिषु स्नुहीमूलम्—"नीलो * स्नुक्दुग्धीनान्तुमूल निक्षेपं । एवञ्च दशनविवरे दशनक्रमिपातनं प्राहुः" (दन्तरोग—चिः) ।

(২) কর্ণশূলে স্নুহীপত্ররস:—"অর্কপত্রপুটেদগ্ধস্নুহীপত্রভবো রস:। কদুষ্ণ: পূরণাদেব কর্ণশূলনিবারণ:। (কর্ণরোগ—চি:)। চক্রদত্ত:।

স্নুহীর ভেদ—চরকোক্ত মহাবৃক্ষকল্পে দৃঢ়বল বলিয়াছেন—"দ্বিবিধ: স (মহাবৃক্ষ:) মহো যৈশ্চ বহুভিশ্চৈব কণ্টকৈ:। সুতীক্ষ্ণৈ: কণ্টকৈরল্পৈ: প্রবরো বহুকণ্টক:"। দৃঢ়বলোক্ত বহুকণ্টক মহাবৃক্ষকে স্নুহী এবং সুতীক্ষ্ণ অল্পকণ্টককে সেহুণ্ড বলে। এতদ্ভিন্ন নিঘণ্টুকার ত্রিধারা স্নুহীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাকে ভাষায় ত্রিশিরামনসা বলে। এই ত্রিবিধ মনসা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার মনসার নাম লোকমুখে শুনা যায়—যথা চৌধারামনসা, ফনীমনসা, খুরাসানীমনসা ও বিলাতীমনসা। বৈদ্যকে কিন্তু এ সকলের উল্লেখ নাই।

স্নুহীর ভাষানাম—বাং—মনসাগাছ। কোং—পাতাও সিজু। হিং—থূহর। মং—নিবডুঙ্গ। গুঃ—থোরদাণ্ডলিয়ো। কঃ—নিবডিঙ্গু। তৈং—চেম্মুড়ু। ফাঃ—লাদ্নাম্। অঃ—জকুম্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, ক্ষীর। দৃঢ়বল বলেন "প্রবরো বহুকণ্টক:"—বহুকণ্টক মনসা (স্নুহী) ভেষজার্থ শ্রেষ্ঠ। কিরূপ স্নুহীর ক্ষীর কোন সময়ে গ্রহণ করা বিধি এতদ্বিষয়ে দৃঢ়বল উপদেশ দিয়াছেন—

"তাং বিপাট্যাহরেৎ ক্ষীরং শস্ত্রেণ মতিমান ভিষক্।
দ্বিবর্ষাং বা ত্রিবর্ষাং বা শিশিরান্তে বিশেষত:"॥

দুই অথবা তিন বৎসরের মনসাগাছ শাস্ত্র দ্বারা বিপাটন পূর্ব্বক শীতের শেষে আঠা লইবে। মাত্রা—পত্ররস—১—২ তোলা। শুষ্কক্ষীর—½—১ আনা। মনসার আঠা সাবধানতার সহিত প্রয়োগ না করিলে বিবিধ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা।

বৈদ্যকে স্নুহীর ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে স্নুহীক্ষীর—তীক্ষ্ণবিরেচক দ্রব্যের মধ্যে মনসার আঠা শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) বাতগুল্মে রেচনার্থ স্নুহীক্ষীর—মনসার আঠায় তেউড়ীচূর্ণ ভাবিত করিয়া মধু ও ঘৃতযোগে সেবন করিলে উত্তম বিরেচন হয়। (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) উদররোগে শাকার্থ মনসাপাতা—গাঢ়পুরীষ উদররোগীকে শাকরূপে মনসাপাতা ভোজন করাইবে। ইহা প্রথমে সেবন করিয়া পরে ভোজন করা উচিত। (চিঃ ১৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—জলোদরে স্নুহীক্ষীর—আতপ চাউল মনসার আঠার ভাবনা দিয়া

তদ্দ্বারা পিঠা প্রস্তুত করিয়া ৭ দিন ভোজন করিলে উদররোগ বিনষ্ট হয়। (উদর-রোগ—চিঃ)। (২) দন্তকৃমিতে স্নুহীমূল—মনসার মূল চর্ব্বণ করিয়া দন্তমূলে ধারণ করিলে দন্তগত ক্রিমি পতিত হয়। (দন্তরোগ—চিঃ)। (৩) কর্ণশূলে স্নুহীপত্ররস—মনসাপাতা আকন্দের পত্রে বেষ্টিত করিয়া অঙ্গারে দগ্ধ করিবে। এই রস ঈষদুষ্ণ থাকিতে এতদ্দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কাণ কটকটানি আরাম হয়। (কর্ণরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—সুশ্রুত, সংশোধনসংশমনীয়াধ্যায়োক্ত অধোভাগহর বর্গে স্নুকমূল এবং মহাবৃক্ষক্ষীরের উল্লেখ করিয়াছেন (সুঃ ৩৯ অঃ)।

Actions and uses.—The juice is a purgative and expectorant, locally rubefacient and a popular application to warts, when it acts as a blister. Heated with common salt it is used as a remedy for whooping cough, asthma, dropsy, enlarged liver and spleen, dyspepsia, jaundice, colic, flatulence &c. In small doses it promotes the expectoration and is often given with the juice of adulasâ. By mixing with other purgatives its purgative properties become increased. It is given in visceral obstructions, in dropsical affections consequent on long continued intermittent fever, in jundice and in rheumatism. Externally it is mixed with margosa oil and applied to stiff limbs in rheumatism; and also used in killing maggots in wounds. The root is used for snake-bites. (R. N. Khory, Vol II., p. 544.)

নব্যমত—মনসার আঠা, বিরেচক ও কফনিঃসারক। Wartএ ইহার প্রলেপ সর্ব্বজনবিদিত ঔষধ। ইহার প্রলেপে ফোস্কা পড়ে। ঘুংড়িকাশি, শ্বাস, শোথ, প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি, গ্রহণী, পাণ্ডু, শূল ও উদরাধ্মানাদি পীড়ায় মনসা আঠা লবণের সহিত উষ্ণ করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য বিরেচক দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিলে ইহার রেচনী শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সবিরাম জ্বরের উপসর্গীভূত শোথ, পাণ্ডু ও আমবাতে সেবনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমবাতগ্রস্ত এবং স্তব্ধ সন্ধিতে নিমের তৈলের সহিত ইহার প্রয়োগ হিতকর। সর্পদষ্টকে মনসার মূল সেবন করান হয়। (আর, এন, খোরী, ২য়:, খণ্ড, ৫৪৪ পৃঃ)।

সূর্য্যাবর্ত্ত—सूर्य्यावर्त्तः।

सूर्य्यावर्त्तः, सुवर्च्चला, आदित्यभक्ता—Cleome Viscosa (white flowered), Gynandropsis Pentraphylla (yellow flowered), Eng.—Dog Mustard, Sticky Cleome.

आदित्यभक्ता कटुका तथोष्णा स्फोटकापहा। सरस्वती सरा स्वर्य्या रसायनविधौ हिता। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

आदित्यभक्ता शिशिरा सतिक्ता। कटुस्तथोग्रा कफहारिणी च। त्वग्दोषकण्डूव्रणकुष्ठभूत।—ग्रहोग्रशीतज्वरनाशिनी च। **राजनिघण्टुः।**

सुवर्च्चला हिमा रूक्षा स्वादुपाका सरा गुरुः। अपित्तला कटुः क्षारा विष्टम्भकफवातजित्। **अन्या** तिक्ता कषायोष्णा सरा रूक्षा लघुः कटुः। निहन्ति कफपित्तास्रश्वासकासारुचिज्वरान्। विस्फोटकुष्ठमेहास्रयोनिरुक् कृमिपाण्डुताः। **भावप्रकाशः।**

प्रवाहिकायां सुवर्च्चलायाः शुष्कशाकम्—"आमे परिणते यस्तु विवन्ध मतिसार्य्यते। सशूलपिच्छमल्पाल्पं वहुशः सप्रवाहिकम् * तं * सुवर्च्चलायाः * शुष्कशाकेन वा * दधिदाड़िमसिद्धेन वहुस्नेहेन भोजयेत्"। (चिः १० अः)। (२) **शोथे** शाकार्थं सुवर्च्चला—"सुवर्च्चिका-सुनिषण्णकं पटोलं *। शाकार्थिनां शाकमतिप्रशस्तम्"। (चिः १७ अः)। (३) वातपित्तारुगे **प्रवासे** सुवर्च्चला—"सुवर्च्चलारसो दुग्धं घृतं त्रिकटुकान्वितम्। शाल्योदनस्यानुपानं वातपित्तारुगे परम्"। (चिः २१ अः)। **चरकः।**

कर्णशूले सूर्य्यावर्त्तः—"आर्द्रकसूर्य्यावर्त्त * स्वरसाः मधुरैल-सैन्धवयुताः। पृथगुक्ताः कर्णशूलहराः"। (कर्णरोग—चिः)। **चक्रदत्तः।**

उरोग्रहे सूर्य्यावर्त्तः—* सूर्य्यावर्त्तदलोद्भवाः रसा एकैकशः कोष्णा

স্থিতো বা রামঠান্বিতাঃ (ভরোগ্নহ—চি)। (২) বৃশ্চিকবিষে সূর্য্যাবর্ত্তঃ—"গন্ধমাঘ্রায় মুদিতসূর্য্যাবর্ত্তদলস্য চ। বৃশ্চিকৈর্ব্যথিতো জন্তুঃ ক্ষণাদ্ভবতি নির্বিষঃ"। (বিষ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

যোনিদাহে সূর্য্যকান্তঃ—"সূর্য্যকান্তভবং মূলং পিবেত্তা তণ্ডুলাম্বুনা। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

সূর্য্যাবর্ত্তের ভাষানাম—বাঃ—হুড়্‌হুড়ে বনশলতে। কোঃ—শুল্‌টিয়া। হিঃ—হুরহুজ। মঃ—সূর্য্যফুল। গুঃ—সুরজমুখী। কঃ—হুরহুর। তৈঃ—কুক্কাভমিণ্টা, সূর্য্যকান্তিমু। তাঃ—নাহিকুড্ডাঘু। ইং—ডগ্‌মাষ্টার্ড। ফাঃ—গুলেআফ্‌তাব্‌ পরস্ত্‌। অঃ—অরদমুন্‌।

সূর্য্যাবর্ত্তের ভেদ—শ্বেত ও পীতপুষ্প ভেদে সূর্য্যাবর্ত্ত দুই প্রকার। কাহারও মতে শ্বেতপুষ্পী সূর্য্যাবর্ত্তের নাম ব্রহ্মসুবর্চ্চলা।

বর্ণন—হুড়হুড়ে বর্ষমাত্রজীবী হস্তাধিক উচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুপ। কোমলশাখা ও পত্র রোমান্বিত এবং "চট্‌চটে," পত্রপ্রান্ত তরঙ্গায়িত, বৃহৎ পত্রের বৃন্তও বৃহৎ, ক্ষুদ্র পত্রগুলি অবৃন্তক। পত্রের আকৃতি নানারূপ। পুষ্প পীত বা শুভ্র—পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে স্থিত। শুঁটীর গাত্র রোমান্বিত। বীজ দেখিতে সরিষার মত। ইহার কোমল শাখাগ্র ও পত্রের স্বাদ কটু (ঝাল)। শ্বেতপুষ্প সূর্য্যাবর্ত্তের বিশেষত্ব এই যে উহা পঞ্চপত্র।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র ও মূল। মাত্রা পত্র স্বরস ১—২ তোলা। মূলকল্ক ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে সূর্য্যাবর্ত্তের ব্যবহার।

চরক—প্রবাহিকায় সূর্য্যাবর্ত্তশাক—আমের পরিণতাবস্থায় ও যে রোগীর বহু-কুন্থনে পিচ্ছিল ও অল্পায় মল নির্গত হয় তাহাকে হুড়্‌হুড়ের শুকশাক দধি, দাড়িম রসও তিলতৈল যোগে সিদ্ধ করিয়া ভোজন করাইবে। (চিঃ ১০ অঃ)। (২) শোথে শাকার্থ সূর্য্যাবর্ত্ত—হুড়্‌হুড়েশাক শোথরোগীর শাকার্থ প্রশস্ত। (চিঃ ১৭ অঃ)। (৩) বাত-পিত্তানুগতশ্বাসে সূর্য্যাবর্ত্ত—হুড়্‌হুড়ের রসে দুগ্ধ, গব্যঘৃত এবং ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিয়া, শালিতণ্ডুলের অন্ন সেবন করিবে। ইহা বাতপিত্তানুগত শ্বাসরোগে হিতকর। (চিঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত—কর্ণশূলে সূর্য্যাবর্ত্ত—হুড়্‌হুড়ের পাতার রসে মধু, তিলতৈল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া বিন্দু বিন্দু কর্ণাভ্যন্তরে প্রদান করিলে কানকট্‌কটানি নিবৃত্তি পায়। (কর্ণরোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—উরোগ্রহে সূর্য্যাবর্ত্ত—হুড়্‌হুড়ের পাতার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ হিঙ্গুযোগে পান করিবে। ইহা উরোগ্রহে হিতকর। (উরোগ্রহ—চিঃ)। (২) বৃশ্চিক-বিষে সূর্য্যাবর্ত্ত—হুড়্‌হুড়ের পাতা রগড়াইয়া গন্ধ গ্রহণ করিলে বিছাকামড়ানির যন্ত্রণা নিবৃত্তি পায়। (বিষ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—যোনিদাহে সূর্য্যাবর্ত্তমূল—হুড়হুড়ের মূল চেলোনিতে পিষিয়া চেলোনির সহিত পান করিলে যোনিদাহ নিবৃত্তি পায়। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—সুশ্রুত, বীরতর্বাদিগণে ও বাতসংশমনবর্গে বসির (সূর্য্যাবর্ত্ত) পাঠ করিয়াছেন।

Chemical Composition.—These plants when crushed in the fresh state develop an acrid volatile oil having the properties of garlic or mustard oil. The dried plants exhausted by alcohol yield a deep green tincture which on evaporation, leaves a brown soft resin which has no irritant action when applied to the skin. (Dymock, Vol, I., p. 133.)

Actions and uses.—*Ainslie* says—that the small numerous warmish kidney formed black seeds, as well as leaves of this plant, are administered in decoction in convulsive affections and typhus fever, to the quantity of half a tea-cupfull twice daily. In the French colonies and in the Nilgiris it is used as a sudorific. In Pudukota the leaves are applied to boils to prevent the formation of pus. *Wight* says that the bruised leaves are rubefacient and vesicant. (Dymock, Vol. I., p. 132.)

Carminative, pungent, anthelmintic and antiseptic; seeds are used in round worms, to expel flatus in children; also in fever and diarrhœa. The juice of the leaves is rubefacient like mustard, mixed with salt it is dropped into the ear in otorrhœa. An infusion of the seeds is used for unhealthly ulcers and to kill maggots. (R. N. Khory, Vol. II., p. 61).

নব্যমত—এন্‌সলি বলেন—হুড়হুড়ের বীজ কিম্বা পত্রের কাথ আক্ষেপযুক্ত ব্যাধি এবং জ্বরে অর্দ্ধ চামচ পরিমাণে দিনে দুই বার সেব্য। ফরাসীর উপনিবেশ এবং নীল-গিরিতে ইহা ঘর্ম্মপ্রদ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পদুকোটার লোকে হুড়হুড়ের পাতার প্রলেপ, স্ফোটকে পূয়সঞ্চার নিবারণার্থ ব্যবহার করে। ওয়াইট বলেন হুড়হুড়ের পাতার

প্রলেপ দিলে প্রলিপ্তস্থান লাল হয় এবং ফোস্কা পড়ে। (ডিমক, ২য় খঃ, ১৩২ পৃঃ)। হড়হড়ে, বায়ুনাশক, কটু, কৃমিঘ্ন এবং পচন নিবারক। শিশুর উদরাধ্মান ও অতিসারে এবং বৃত্তকৃমি নিঃসারণার্থ বীজ সেবিত হয়। পত্ররস সর্ষপতুল্য ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক। সৈন্ধব লবণ সহ বিন্দু বিন্দু করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে পূতিকর্ণ (কাণপাকা) নিবৃত্তি পায়। বীজের কাথ জঘন্য ক্ষতের পক্ষে উপকারী এবং কীটঘ্ন।

সোমরাজী—सोमराजी।

वाकुची, अवल्गुजा, चन्द्रलेखा—Serratula Anthelmintica, Vernonia Anthelmintica, Eng.—Purple Fleabane.

अन्वर्थसंज्ञा——“ कृष्णफला,” “ पूतिफला,” “कुष्ठनाशनी,” “ कान्तिदा ”।

वाकुची शीतला तिक्ता श्लेष्मकुष्ठकृमीन् जयेत्। रसायनी च कुष्ठघ्नी मेधाग्निबलवर्द्धनी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

वाकुची कटुतिक्तोष्णा कृमिकुष्ठकफापहा। त्वग्दोषविषकण्डूति-खर्जुंप्रशमनी च सा। राजनिघण्टुः।

वाकुची मधुरा तिक्ता कटुपाका रसायनी। विष्टम्भहृत् हिमा रुच्या सरा श्लेष्मास्रपित्तनुत्। रुक्षा हृद्या श्वासकुष्ठमेहज्वरकृमिप्रणुत्। तत्-फलं पित्तलं कुष्ठकफानिलहरं कटु। केश्यं त्वच्यं वमिश्वासकास-शोथाऽऽमपाण्डुनुत्। भावप्रकाशः।

अवल्गुजो वातकफपित्तत्वग्दोषनाशनः। राजवल्लभः।

प्रवाहिकायाम् सोमराजीप्रयोगम्—“आमे परिणते यस्तु विबन्ध-मनिवार्यते। अवल्गुजपिचुमल्पाल्पं बहुशः समवाहिकं। स * शालिनावल्गुजस्य वा। दधिदाडिमसिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत्”।

श्वित्रे सोमराजी—"कुड़वोऽवल्गुजबीजाद्धरितालचतुर्थभागसंमिश्रः। गवां मूत्रेण पिष्टः सवर्णकरणं श्वित्रे"। (चिः २० अः)। (२) कुष्ठे सोमराजी—"तीव्रेण कुष्ठेन परीतमूर्त्तिर्यः सोमराजीं नियमेन खादेत्। सम्वत्सरं कृष्णतिलद्वितीयां। स सोमराजीं वपुषातिशेते"। (चिः १৯ अः)। वाग्भटः।

श्वित्रे वाकुची—"खदिरामलककषायं वाकुचीबीजान्वितं पिबेन्नित्यम्। शङ्खेन्दुकुन्दधवलं श्वित्रं हन्तीह तच्छीघ्रम्"। (कुष्ठ—चिः)। (२) क्रिमिदन्तरुजि वाकुची—"बीजपूरकमूलस्य वाकुचीनां तथैव च। भागाभ्यान्तु समं कृत्वा पिष्ट्वा वर्त्तिन्तु कारयेत्। एषा रदस्थवर्त्तिस्तु दन्तैर्दन्तैर्निपीडयेत्। सद्योऽवस्थितमात्रा तु क्रिमिदन्तरुजापहा"। (मुखरोग—चिः)। (२) वाधिर्य्ये वाकुची——"मुसलीवाकुचीचूर्णं खादेद्वाधिर्य्यशान्तये"। (कर्णरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

সোমরাজীর ভাষানাম—বাঃ—হাকুচ, সোমরাজ। কোঃ—সয়াইতিতা। হিঃ—বকুচি, বকুচিকে দানে। মঃ—বাবচি। গুঃ—কড়বীজিরি। কঃ—বাউচিগে। তৈঃ—কড্ডিজিরি। তাঃ—কট্টসিরাগম্। ইং—পার্পেল্ ফ্লিবেণ্।

সোমরাজীর অন্বর্থসংজ্ঞা—"কৃষ্ণফলা," "পূতিফলা","কুষ্ঠনাশনী," "কাম্বিদা"।

বর্ণন—রাঢ়ে সোমরাজের আবাদ বহুব্যাপী নহে। কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলে গৃহস্থেরা সোমরাজের আবাদ করে। সরিষার মত ইহাও শীতকালে জন্মে। সোমরাজীর বীজ সর্ব্বজনপরিচিত বণিক্‌দ্রব্য।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, বীজ। মাত্রা—পত্রস্বরস—১—২ তোলা। বীজচূর্ণ ১—৮ আনা।

বৈদ্যকে সোমরাজীর ব্যবহার।

চরক—প্রবাহিকায় সোমরাজীর পত্র—(প্রবাহিকায় সূর্য্যাবর্ত্তের ব্যবহার দেখ)।

বাগ্‌ভট—শ্বিত্রে সোমরাজী—সোমরাজচূর্ণ ৪ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক শ্বিত্রে প্রলেপ দিলে শ্বিত্রাক্রান্ত অঙ্গ গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। (চিঃ ২০ অঃ)।

(২) কুষ্ঠে সোমরাজী—তীব্র কুষ্ঠরোগাক্রান্ত জন, যদি কৃষ্ণতিলের সহিত সোমরাজী এক বৎসরকাল সেবন করে, তাহা হইলে সে কুষ্ঠ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। (চিঃ ৩৯ অঃ)।

বঙ্গসেন—খদিরকাষ্ঠ এবং আমলকীর কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক বাকুচিবীজচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অতিশুভ্র শ্বেতকুষ্ঠ (শ্বিত্রি) শীঘ্র নিবৃত্তি পায়। (কুষ্ঠ—চিঃ)।
(২) কৃমিদন্তশূলে বাকুচি—(কৃমিদন্তশূলে বীজপূরক দেখ, ১ম খঃ, ৩১৫ পৃঃ)।
(৩) বধিরতায় বাকুচী—(বধিরতায় মূর্ব্বা দেখ, ২য় খণ্ড, ২২৮ পৃঃ)।

বক্তব্য—চরকোক্ত কুষ্ঠ ও কৃমিঘ্নবর্গে বাকুচি পঠিত হয় নাই।

Constituents.—The seed contains resins, an alkaloid known as vermonine, an oil and ash 7 p. c. free from manganese.

According to the Pharmacopæia of India, the ordinary dose of the bruished seed as an anthelmintic, administered in electuary with honey; is about 1½ drachm, given in two equal doses at the interval of a few hours, and followed by an aperient; the worms are generally expelled in a lifeless state. Dr. Æ. Ross speaks favourably of an infusion of the powdered seeds (in doses of from 10 to 30 grains) as a good, a certain anthelmintic for ascarides. Dr. Gibson, as the result of personal experience, regards them as a valuable tonic and stomachic in doses of 20 to 25 grains; diuretic properties are also assigned to them. (Dymock, Vol. II., p. 242.)

নব্যমত—ফার্মাকোপিয়া অভ্ ইণ্ডিয়ার মতে কৃমিঘ্নরূপে ব্যবহৃত বাকুচি বীজচূর্ণের মাত্রা ১½ ড্রাম। ইহা এক ঘণ্টা অন্তর ২ বারে সমভাগে প্রযোজ্য। ইহা সেবনের পর রোগীকে মৃদুরেচক ঔষধ সেবন করান উচিত। এইরূপে বাকুচি সেবন করিলে প্রায়ই মৃতকৃমি নির্গত হইতে দেখা যায়। ডাঃ রশ্ বলেন ১০—৩০ গ্রেণ চূর্ণের শীতকষায় কৃমিবিশেষ (Ascarides) বিনাশের পক্ষে অব্যর্থ। ডাঃ গিবসন্ বলেন ২০—২৫ গ্রেণ মাত্রায় বাকুচিবীজ যে উত্তম বলকারক এবং পাচক ইহা আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ইহা মূত্রকারক বলিয়াও প্রসিদ্ধ। (ডিমক্, ২য়ঃ খঃ, ২৪২ পৃঃ)।

হরীতকী—हरीतकी।

हरीतकी, अभया, पथ्या, शिवा—Terminalia Chebula.

कषायाम्ला च कटुका तिक्ता मधुरसान्विता। इति पञ्चरसा पथ्या लवणेन विवर्जिता। अम्लभावाज्जयेद्वातं पित्तं मधुरतिक्तकात्। कफं रूक्ष-कषायत्वात् त्रिदोषघ्नी ततोऽभया। प्रपथ्या लेखनी लघ्वी मेध्या चक्षुर्हिता सदा। मेहकुष्ठव्रणच्छर्द्दिशोफवातास्रकृच्छ्रजित्। वातानुलोमनी हृद्या चेन्द्रियाणां प्रसादनी। सन्तर्पणकृतान् रोगान् प्रायोहन्ति हरीतकी। तृष्णायां मुखशोषे च हनुस्तम्भे गलग्रहे। नवज्वरे तथाक्षीणे गर्भिण्यां न प्रशस्यते। हरस्य भवनेजाता हरीता च स्वभावतः। सर्व्वरोगांश्च हरते तेन ख्याता हरीतकी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

हरीतकी पञ्चरसा च रेचनी। कोष्ठामयघ्नी लवणेन वर्जिता। रसायनी नेत्ररुजापहारिणी। त्वगामयघ्नी किल योगवाहिनी। बीजास्थि तिक्ता मधुरा तदन्तस्त्वग्भागतः सा कटुकषायवीर्य्या। मांसांशतश्चाम्ल कषाययुक्ता। हरीतकी पञ्चरसा स्मृतेयम्। हरीतक्यमृतोत्पन्ना सप्तभेदै-रुदीरिता। तस्या नामानि वर्णांश्च वक्ष्याम्यथ यथाक्रमम्। विजया रोहिणी चैव पूतना चामृताऽभया। जीवन्ती चेतनी चेति नाम्ना सप्तविधा मता। अलावुनाभि विजया सुवृत्ता रोहिणी मता। स्वल्प त्वक् पूतना ज्ञेया स्थूलमांसाऽमृतामृता। पञ्चास्रा चाभया ज्ञेया जीवन्ती स्वर्णवर्ण-भाक्। त्र्यस्रा तु चेतकी विद्यादित्यासां रूपलक्षणम्। विन्ध्याद्रौ विजया हिमाचलभवा स्याच्चेतकी पूतना। सिन्धौ स्यादथ रोहिणी तु विजया जाता प्रतिष्ठानके। चम्पाया ममृताऽभया च जनिता देशे सुराष्ट्राह्वये। जीवन्ती च हरीतकी निगदिता सप्तप्रभेदा बुधैः। सर्व्व-प्रयोगे विजया च रोहिणी। क्षतेषु लेपेषु च पूतनोदिता। विरेचने स्यादमृता गुणाधिका। जीवन्तिकास्यादिह जीर्णरोगजित्। स्याच्चेतकी सर्व्वरुजापहारिका नेत्रामयघ्नीमभयां वदन्ति। इत्थं यथायोगमिमं

प्रयोजिता। ज्ञेया गुणाढ्या न कदाचिदन्यथा। चेतकी च धृता हस्ते यावत्तिष्ठति देहिनः। तावद्विरिच्यते वेगात् तत् प्रभावान्नसंशयः। सप्तानामपि जातीनां प्रधाना विजया स्मृता। सुखप्रयोगसुलभा सर्व्वव्याधिषु शस्यते। क्षिप्ताऽप्सु निमज्जति या सा ज्ञेया गुणवती भिषग्वर्य्यैः। यस्या यस्या भूयो निमज्जनं सा गुणाढ्या स्यात्। हरते प्रसभं व्याधीन् भूयस्तरति यद्वपुः। हरीतकी तु सा प्रोक्ता तत्र कीर्त्तिर्मिवाचकः। हरीतकी तु तृष्णायां हनुस्तम्भे गलग्रहे। शोषे नवज्वरे जीर्णे गुर्व्विण्यां न प्रशस्यते।

राजनिघण्टुः।

विजया रोहिणी चैव पूतना चामृताभया। जीवन्ती चेतकी चेति पथ्यायाः सप्तजातयः। अलावुवृत्ता विजया वृत्ता सा रोहिणी स्मृता। पूतनाऽस्थिमती सूक्ष्मा कथिता मांसलाऽमृता। पञ्चरेखाऽभया प्रोक्ता जीवन्ती स्वर्णवर्णिनी। चेतकी चासिता क्षुद्रा सप्तानामियमाकृतिः। विजया सर्व्वरोगेषु रोहिणी व्रणरोहिणी। प्रलेपे पूतना योज्या शोधनार्थेऽमृता-हिता। अक्षिरोगेऽभया शस्ता जीवन्ती सर्व्वरोगहृत्। चूर्णार्थे चेतकी शस्ता यथायुक्तं प्रयोजयेत्। सप्तानामपि जातीनां प्रधाना विजया स्मृता। सुखप्रयोगा सुलभा सर्व्वरोगेषु शस्यते। हरीतकी पञ्चरसा लवणा तुवरा परम्। रूक्षोष्णा दीपनी मेध्या स्वादुपाका रसायनी। चक्षुष्या लघु रायुष्या वृंहणी चानुलोमिनी। श्वासकासप्रमेहार्शःकुष्ठशोथोदरक्रमीन्। वैस्वर्य्यग्रहणीरोगविवन्धविषमज्वरान्। गुल्माऽऽध्मानव्रणच्छर्द्दिहिक्काकण्डू-हृदामयान्। कामलां शूलमानाहं प्लीहानञ्च यकृत्तथा। अश्मरीं मूत्र-कृच्छ्रञ्च मूत्राघातञ्च नाशयेत्। स्वादुतिक्तकषायत्वात् पित्तहृत् कफहृत्तु सा। कटुतिक्तकषायत्वात् अम्लत्वाद्वातहृच्छिवा। पित्तकृत् कटुकाम्लत्वा-द्वातकृन्न कथं शिवा। पथ्याया मज्जनि स्वादुः स्नायावम्लो व्यवस्थितः। वृन्ते तिक्तस्त्वचि कटुरस्थ्नि तु तुवरो रसः। नवा स्निग्धा घनावृत्ता गुर्व्वी क्षिप्ता च चाम्भसि। निमज्जेत् सा प्रशस्ता च कथितातिगुणप्रदा। नवादिगुणयुक्तत्वं तथैकत्र द्विकर्षता। हरीतक्याः फले यत्र द्वयं तच्छ्रेष्ठ-मुच्यते। चर्व्विता वर्द्धयत्यग्निं पेषिता मलशोधिनी। स्विन्ना संग्राहिणी

पथ्या भृष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत्। उन्मीलिनी बुद्धिबलेन्द्रियाणाम्। निर्मूलिनी पित्तकफानिलानाम्। विसर्जिनी मूत्रशकृन्मलानाम्। हरीतकी स्यात् सह भोजनेन। अन्नपानकृतान् दोषान् वातपित्तकफोद्भवान्। हरीतकी हरत्याशु भुक्तस्योपरि योजिता। लवणेन कफं हन्ति पित्तं हन्ति सशर्करा। घृतेन वातजान् रोगान् सर्व्वरोगान् गुड़ान्विता। सिन्धूत्थशर्कराशुण्ठीकणा-मधुगुड़ैः क्रमात्। वर्षादिष्वभया सेव्या रसायनगुणैषिणा। अध्वाति-खिन्नो बलवर्ज्जितश्च। रूक्षः कृशो लङ्घनकर्षितश्च। पित्ताधिको गर्भवती च नारी। विमुक्तरक्तस्त्वभयाम्नखादेत्। भावप्रकाशः।

जीवन्ती रोहिणी चैव विजया चाभयामृता। पूतना कालिका चेति पथ्या सप्तविधा मता। सुवर्णवर्णा जीवन्ती रोहिणी कपिलद्युतिः। अलावु-वृत्ता विजया पञ्चास्रा चाभया स्मृता। स्थूलमांसाऽमृता ज्ञेया पूतनाऽस्थिमती मता। त्र्यस्रा च कालिकेत्येवं सप्तजातिः हरीतकी। स्नेहपानेषु सर्व्वेषु जीवन्ती च प्रशस्यते। रोहिणी क्षयरोगेषु विजया सर्व्वकर्म्मसु। पूतना लेपने ज्ञेया ऽमृता तु विरेचने। अभया नेत्ररोगेषु गन्धयुक्तेषु कालिका।

* तेभ्योऽभूदभया दिवाकरकरश्रेणीव दोषापहा। कालिन्दीव बलप्रमोदजननी गौरीव शूलिप्रिया। वह्ने र्प्रीतिकरी घृताहुतिरिव वीणेव नानारसा। वातघ्नी लवणैः पथ्या पित्तघ्नी मधुसंयुता। नागरेण कफं हन्ति सर्व्वदोषान् गुड़ान्विता। पथ्या पञ्चरसाऽऽयुष्या चक्षुष्या लवणा सरा। मेध्योष्णा दीपनी शोथदोषकुष्ठव्रणापहा। राजवल्लभः।

रक्तार्शःसु हरीतकी—"सगुड़ा मभयां वाथ प्राशयेत् पौर्व्वभक्तिकीम्" (चिः ८ अः)। (२) उदररोगे हरीतकी—"हरीतकी मूत्रं वा" (चिः १८ अः)। (३) पक्कातिसारे आमपाचनार्थम् हरीतकी—"पथ्या वा * उष्णवारिणा" (चिः १९ अः)। (४) कफजे पाण्डौ हरीतकी—"कफ-पाण्डुस्तु गोमूत्रक्षीरयुक्तां हरीतकीम्" (चिः २० अः)। (५) छर्द्यां हरीतकी—"* लिह्याम्मधुनाऽभयाञ्च" (चिः २१ अः)। चरकः।

वातरक्ते हरीतकी—सर्व्वेषु गुड़हरीतकीं वा सेवेत" (चिः ५ अः)।

(২) অদৃশ্যেষু অর্শঃসু হরীতকী—"প্রাতঃ প্রাতর্গুড়হরীতকীং খাদেৎ" (চিঃ ৬ অঃ)। (৩) শ্লৈষ্মিকে শ্লীপদে হরীতকী—"পিবেদ্বাপ্যভয়াকল্কং মূত্রেষাম্যতমেন বা" (চিঃ ১৮ অঃ)। (৪) গুল্মে হরীতকী—"সগুড়াং বা হরীতকীং" (উঃ ৪২ অঃ)। (৫) হিক্কায়াং হরীতকী—"হরীতকীং কোষ্ণজলানুপানাম্" (উঃ ৫০ অঃ)। সুশ্রুতঃ।

অর্শঃসু গাঢ়বর্চসাং বর্চোঽনুলোমনার্থং হরীতকী—"গোমূত্রাধ্যুষিতা-মভ্যাৎ সগুড়াং বা হরীতকীম্" (চিঃ ৮ অঃ)। (২) অশ্মর্য্যাং হরীতকী—"পিবেৎ ক্ষীরং * হরীতক্যস্থিসিদ্ধং বা" (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) কণ্ঠ-রোগে হরীতকী—"হরীতকীকষায়ো বা পেয়ো মাক্ষিকসংযুতঃ" (উঃ ২২ অঃ)। (৪) বলজননার্থম্ হরীতকী—"হরীতকী সর্পিষি সম্প্রতাপ্য। সমশ্নতস্তৎ পিবতো ঘৃতঞ্চ। ভবেচ্চিরস্থায়ি বলং শরীরে। সকৃৎ কৃতং সাধু যথা কৃতজ্ঞে" (উঃ ৩৯ অঃ)। বাগ্‌ভটঃ।

রক্তপিত্তে হরীতকী—"আটরুষকরসেন সপ্তধা ভাবিতা পুনরেব শোষিতা। পিপ্পলীমধুসমন্বিতাঽভয়া রক্তপিত্তমতিদুর্জয়ং জয়েৎ"। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) মদাত্যয়ে হরীতকী—"পথ্যাক্কাথেন সংযুক্তং পয়ঃ-পানং মদাত্যয়ে" (চিঃ ১৭ অঃ)। হারীতঃ।

বাতরক্তে হরীতকী—"তিস্রোঽথবা পঞ্চ গুড়েন পথ্যা। জগ্ধা পিবে-চ্ছিন্নরুহাকষায়ম্। তদ্বাতরক্তং শময়ত্যুদীর্ণং। মাজানুসন্ধিশ্রমপি প্রবৃত্তম্" (বাতরক্ত—চিঃ)। (২) শোথে হরীতকী "গুড়েন বাভয়াতুল্যা" (শোথ—চিঃ)। (৩) কৃমিরোগে হরীতকী—"গোমূত্রসিদ্ধাং রবুতৈলভৃষ্টাং। হরীতকীং সৈন্ধবচূর্ণযুক্তাং। খাদেন্নরঃ কোষ্ণজলানুপানম্। নিহন্তি কৃমিং চিরজাং প্রবৃদ্ধাম্"। (কৃমিরোগ—চিঃ)। (৪) অশ্লেষাক্ষিরোগহরত্বে হরীতকী—"কার্য্যা হরীতকী তদ্বদ্ ঘৃতভৃষ্টা বিড়ালকঃ" (নেত্ররোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

বৃহদাহনাশি সন্নিপাতজ্বরে হরীতকী—"পথ্যাং তৈলঘৃতক্ষৌদ্রৈ লিহ্যা-দ্দাহবিনাশিনীম্" (জ্বর—চিঃ)। (২) আমেষু অজীর্ণেষু হরীতকী—"গুড়েন

* পথ্যাং তৃতীয়াং। আমেষ্বজীর্ণেষু গুদাময়েষু বর্চ্চোবিবন্ধেষু চ নিত্যমদ্যাৎ" (অজীর্ণ—চিঃ)। (৩) জাতীফলমদনাশার্থং হরীতকী—"জাতীফল-মদং শীঘ্রং হন্তি পথ্যা নিষেবিতা" (মদাত্যয়—চিঃ)। (৪) পিত্তশূলে হরীতকী—"সগুড়াং ঘৃতসংযুক্তাং ভক্ষয়েদ্বা হরীতকীম্"। (শূল—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

সশূলে অতীসারে হরীতকী—"অভয়া মধুসংযুক্তা পাচনী দীপনী মতা। শ্লেষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ হন্তি শূলাতিসারনুৎ। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (২) চিপ্পে হরীতকী—"স্বরসেন হরিদ্রায়াঃ পাত্রে কৃত্বাঽয়সে ঽভয়াম্। পিষ্ট্বা তজ্জেন কল্কেন লিম্পেচ্চিপ্যং পুনঃ পুনঃ" (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

হরীতকীর ভাষানাম—বাঃ—হর্ত্তকী। কোঃ—কশাল্। হিঃ—হর্‌রে। মঃ—হর্ত্তকী। গুঃ—হরডে। কঃ—অণিলেয়। তৈঃ—করকাপ। তাঃ—কড়কৈ। উঃ—হরিডা। দ্রাঃ—কনরা। ফাঃ—হলৈলে কলাঞ্জীরে জবী অস্কর্। অঃ—এহলীলজ্।

হরীতকীর ভেদ ও লক্ষণ—রাজনিঘণ্টু প্রভৃতিতে সাতপ্রকার হরীতকীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু হরীতকীর ভেদ স্বীকার করেন নাই। নরহরি ও ভাবমিশ্র যাহাকে চেতকী বলিয়াছেন, রাজবল্লভ তাহাকে কালিকানামে উল্লেখ করিয়াছেন। চেতকীর স্বরূপ নির্দ্দেশেও মতভেদ আছে। রাজনিঘণ্টুতে "ত্র্যস্রাং তু চেতকীং বিদ্যাৎ" ভাবপ্রকাশে "চেতকী চাসিতা স্মৃতা" ও রাজবল্লভে "ত্র্যংশা চ কালিকা" লিখিত হইয়াছে। আবার নিঘণ্টু রত্নাকরে লিখিত আছে "চেতকী দ্বিবিধা প্রোক্তা সিতা কৃষ্ণা চ বর্ণতঃ। ষড়ঙ্গুলায়তা শুক্লা কৃষ্ণা ত্বেকাঙ্গুলা স্মৃতা"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল ও বীজ। মাত্রা—ফল চূর্ণ ।—।৵ আনা। পরীক্ষা—যে হরীতকী আকারে বৃহৎ, যাহার শাঁস বেশী, আঁটি ছোট এবং যাহা জলে পড়িলে ডুবিয়া যায়, তাহাই ঔষধার্থে প্রশস্ত।

বৈদ্যকে হরীতকীর ব্যবহার।

চরক—রক্তার্শে হরীতকী—রক্তার্শঃ রোগীকে ভোজনের পূর্ব্বে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করাইবে। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) উদররোগে হরীতকী—রসায়নবিধি অনুসারে উদর রোগীকে ক্রমশঃ সহস্র হরীতকী সেবন করাইবে। (চিঃ ১৮ অঃ)। (৩) পক্বাতিসারে আমপাচনার্থ হরীতকী—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে আমদোষ বিনষ্ট হয়। (চিঃ ১৯ অঃ)। (৪) কফজ পাণ্ডুরোগে হরীতকী—হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক, কফপাণ্ডুরোগী পান করিবে। (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) ছর্দিতে হরীতকী—বমন নিবারণার্থ মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ লেহন করিবে, ইহাতে দোষ অধোগামী হইয়া বমন নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত—বাতরক্তে হরীতকী—সর্ব্ববিধ বাতরক্তে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) অদৃশ্য অর্শে হরীতকী—প্রতিদিন প্রাতে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে। ইহা অন্তর্ব্বলি অর্শে হিতকর। (চিঃ ৬ অঃ)। (৩) শ্লৈষ্মিক শ্লীপদে হরীতকী—গো এবং ছাগাদির মূত্রের সহিত হরীতকী চূর্ণ পান করিলে শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১৯ অঃ)। (৪) গুল্মে হরীতকী—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন, গুল্মে হিতকর। (উঃ ৪২ অঃ)। (৫) হিক্কায় হরীতকী—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকী চূর্ণ পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। (উঃ ৫০ অঃ)।

বাগভট—অর্শের গাঢ়বিট্‌কতায় হরীতকী—অর্শোরোগীর মল কঠিন হইলে গোমূত্রে হরীতকী ভিজাইয়া রাখিয়া গুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে। (চিঃ ৮ অঃ)। (২) অশ্মরীতে হরীতকী—হরীতকীর আঁটির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। ইহা অশ্মরী (পাথরী) রোগের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) কণ্ঠরোগে হরীতকী—হরীতকীর কাথ মধুযোগে পান করিবে। ইহা কণ্ঠরোগে হিতকর। (উঃ ২২ অঃ)। (৪) বলজননার্থ হরীতকী—হরীতকী গব্য ঘৃতে উত্তপ্ত করিয়া, ঐ হরীতকী সেবন করিয়া, পশ্চাৎ ঘৃত পান করিবে। ইহা বিশেষ বলপ্রদ। (উঃ ৩৯ অঃ)।

হারীত—রক্তপিত্তে হরীতকী—বাসকের রসে হরীতকী চূর্ণ সাতবার ভাবনা দিয়া, পিপুল চূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে, দুর্জ্জয় রক্তপিত্ত জয় করা যায়। (চিঃ ১১ অঃ)। মদাত্যয়ে হরীতকী—মদাত্যয় রোগী হরীতকীর কাথের সহিত মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে (চিঃ ১৭ অঃ)।

চক্রদত্ত—বাতরক্তে হরীতকী পাঁচটী কিংবা তিনটী হরীতকী ভোজন পূর্ব্বক গুলঞ্চের কাথ পান করিলে, অতি উগ্র বাতরক্ত নিবৃত্তি পায়। (বাতরক্ত—চিঃ)।

(২) শোথে হরীতকী—গুড়ের সহিত হরীতকী ভক্ষণ, শোথে হিতকর। (শোথ—চিঃ)।
(৩) বৃদ্ধিরোগে হরীতকী—যাহার বৃদ্ধিরোগ হইয়াছে তাহাকে গোমূত্রে সিদ্ধ হরীতকী এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া, কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণের সহিত চূর্ণ করিয়া, সেবন করাইবে এবং ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দিবে। ইহা বহুদিনের বৃদ্ধি রোগের পক্ষেও হিতকর (বৃদ্ধি—চিঃ)।
(৪) অশেষ অক্ষিরোগহরত্বে হরীতকী—হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে লেপ দিবে। ইহা বিবিধ অক্ষিরোগে হিতকর। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—রুগ্দাহ নাম সন্নিপাত জ্বরে হরীতকী—তিলতৈল, ঘৃত কিংবা মধু, ইহাদের যে কোনটীর সহিত হরীতকী চূর্ণ লেহন করিবে। ইহা রুগ্দাহ সন্নিপাতে হিতকর। (জ্বর—চিঃ)। (২) আমাজীর্ণে হরীতকী—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন, আমজীর্ণ, অর্শ এবং কোষ্ঠবদ্ধে হিতকর। (অজীর্ণ—চিঃ)। (৩) জাতিফলমদে হরীতকী—অধিক জায়ফল ভক্ষণ জন্য মত্ততা উপস্থিত হইলে, হরীতকী সেবন করিবে। (মদাত্যয়—চিঃ)। (৪) পিত্তশূলে হরীতকী—ঘৃত কিংবা গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন, পিত্তশূলের পক্ষে হিতকর। (পিত্তশূল—চিঃ)।

বঙ্গসেন—সশূল অতিসারে হরীতকী—হরীতকী মধুর সহিত সেবন করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয় ও আম পরিপাক পায়। ইহা শূলযুক্ত অতিসারে প্রশস্ত। (রক্তপিত্ত—চিঃ)।
(২) চিপ্পে হরীতকী—লৌহপাত্রে হরিদ্রার রসে হরীতকী পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা চিপ্প (আঙ্গুল হাড়া) পুনঃ পুনঃ প্রলিপ্ত করিবে। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—শ্রেষ্ঠ বিরেচন দ্রব্যের উল্লেখ করিয়া সুশ্রুত বলিয়াছেন—"অরুণাভং ত্রিবৃন্মূলং শ্রেষ্ঠং মূলবিরেচনে। প্রধানং তিল্বকস্ত্বক্ষু ফলেষপি হরীতকী। তৈলেষেরণ্ডজং তৈলং স্বরসে কারবেল্লিকা। সুধাপয়ঃ পয়ঃস্বক্ষমিতি প্রাধান্যসংগ্রহঃ" চরক, অর্শোঘ্ন, কুষ্ঠঘ্ন, কাসহর, জ্বরহর, প্রজাস্থাপন এবং বয়ঃস্থাপন বর্গে হরীতকী পাঠ করিয়াছেন। বৈদ্যকে সাত প্রকার হরীতকীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কিন্তু অধুনা ঐ সকল হরীতকী দুর্লভ। নব্যেরা বলেন (ডিমক্, ২য়ঃ খঃ, ২ পৃঃ)—বৈদ্যকোক্ত সাত প্রকার হরীতকী পৃথক্ নহে, উহারা একই উদ্ভিদের ফল, কেবল অত্যাতিক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম ইত্যাদি অবস্থাভেদ মাত্র। বৈদ্যোক্ত সাত প্রকার হরীতকী একই বৃক্ষের ফল হইলে বিন্ধ্যাদৌ বিজয়া" ইত্যাদিবাক্যে উহাদের বিভিন্ন উৎপত্তি স্থানের উল্লেখ থাকিবে কেন? য়ুনানী দ্রব্যগুণ লেখকগণ, একই প্রকার হরীতকীর পকাপক অবস্থানুসারে নানাভেদ স্বীকার করিয়াছেন যথা—যাহা জীরার মত তাহা হালিলেস্থি জীরা, যাহার আকার যবশস্যের মত তাহা হালিলেযি বাওযি ইত্যাদি। ইহা দৃষ্টেই বোধ হয় হিন্দুগণের কথিত ভেদেরও ঐরূপ ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়াছে। যাহা হউক অধুনা সপ্ত প্রকার হরীতকীর অভাব বা অপরিচয়

হেতু উহাদের স্থলে এক প্রকার পরিপক্ক ফল (হরীতকী) এবং একপ্রকার অপক্ক ফল (জঙ্গী হরীতকী) ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব আমরা শাস্ত্রোক্ত অভয়াদির ভেদরক্ষা না করিয়া, বঙ্গানুবাদে সর্ব্বত্রই সামান্যতঃ হরীতকী লিখিয়াছি। আমার বোধ হয় ভাবমিশ্রোক্ত চেতকী আধুনিক জঙ্গি হরীতকী। ভাবমিশ্র বলিয়াছেন 'চূর্ণার্থে চেতকী শস্তা" অতএব যে সকল ঔষধ চূর্ণাকারে ব্যবহৃত হয় তত্তৎ ঔষধোক্ত হরীতকী শব্দে জঙ্গিহরীতকী গ্রহণ করা উচিত।

Constituents.—Myrobalans contain astringent principles—tannic acid (45 p. c.) and gallic acid, mucilage, a brownish yellow colouring matter, Chebulic myrobalans also contain an organic acid named chebulinic acid, which, when heated in water, splits up into tannic and galic acids.

Actions and uses,—Purgative astringent and alterative. The ripe fruits are generally purgative and the unripe ones astringent and aperient. (R. N. Khory, Vol, II., p. 260).

"**Ainslie** notices their use as an application to aphthæ. In the Pharmacopœia of India. Dr. Waring mentions his having found six of the mature fruit an efficient and safe purgative producing four or five copious stools unattended by griping nausea or other ill effects; probably those used by him were not of the largest kind. Twining (Diseases of Bengal, Vol. I., p. 407) speaks very favourably of the immature fruit (Halileh-i-Zangi) as a tonic and aperient in enlargements of the abdominal Viscera. We found them a useful medicine in diarrhœa and dysentery, given in doses of a dramch twice a day. Recently, M. P. Apery has brought to the notice of the profession in Europe the value of these black myrobalans in desentery, cholearic diarrhœa and chronic diarrhœa, he administers them in pills of 25 centigrams each, the dose being from 4 to 12 pills or even more in the 24 hours. (Dymock, Vol. II., p. 3.)

নব্যমত—হরীতকী, রেচক, কষা। এবং রসায়ন। পরিপক্ক হরীতকী প্রায় রেচক এবং অপক্ক হরীতকী কষায় এবং কিঞ্চিৎ রেচক। (আর্ এন্, কোরি, ২য়ঃ খঃ, ২০১ পৃঃ)।

এন্সলি বলেন—মুখ ও গলদেশের শ্লেষ্মধরা কলার ক্ষতবিশেষে (Aphthæ) হরীতকী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ ওয়ারিং বলেন যে, ছয়টী পরিপুষ্ট হরীতকী সেবন করিয়া, পেট কামড়ানি, বিবমিষা, কি অপর কোন উপসর্গ হয় না, অথচ বেশ সহজভাবে ৪। ৫ বার প্রচুর মলনির্গম হইয়াছে ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ওয়ারিং যে ছয়টী পুষ্ট হরীতকীর কথা বলিয়াছেন উহা সম্ভবতঃ বড় হরীতকী নহে। টুইনিং "ডিজিজেস্ অব,

বেঙ্গল" নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডের ৪০৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—জঙ্গী হরীতকী, বল্য মৃদুরেচক এবং প্লীহ যকৃৎ বিবৃদ্ধিতে বিশেষে হিতকর। আম ও রক্তাতিসার বিশেষে ইনি জঙ্গি হরীতকী ১ Dramch দিনে দুইবার ব্যবহার করাইয়া ফললাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি এম্. পি, এপিরী য়ুরোপীয় চিকিৎসক বর্গের গোচর করিয়াছেন যে, জঙ্গি হরীতকী, অতিসার, অতিসার-মূলক বিসূচীকা এবং বহুকালের উদরাময়ের পক্ষে মূল্যবান্ ভেষজ। তিনি বটী করিয়া জঙ্গি হরীতকী সেবন করিতে পরামর্শ দেন। বটীর আকার ২৫ সেণ্টিগ্রাম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪—১২ বটী কিম্বা এতদধিক সেবন করাইতে হইবে। (ডিমক্, ১মঃ খণ্ড, ২ পৃঃ।)

হরিদ্রাচতুষ্টয়—হরিদ্রাচতুষ্টয়ম্।

হরিদ্রা রজনী—Curcuma Longa. **কর্পূরহরিদ্রা**—Curcuma Aromatica. **আম্রগন্ধিহরিদ্রা**—C. Amada. **বনহরিদ্রা।**

অন্বর্থসংজ্ঞা—"ক্রিমিঘ্নী," "যোষিত্প্রিয়া," "বর্ণবিধায়িণী"।

হরিদ্রা স্বরসে তিক্তা রূক্ষোষ্ণা বিষকুষ্ঠনুত্। মেহকণ্ডূব্রণান্ হন্তি দেহবর্ণবিধায়িণী। বিশোধনী ক্রিমিহরা পীনসারুচিনাশনী। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

হরিদ্রা কটুতিক্তোষ্ণা কফবাতাস্রকুষ্ঠনুত্। মেহকণ্ডূব্রণান্ হন্তি দেহবর্ণবিধায়িনী। রাজনিঘণ্টুঃ।

হরিদ্রা কটুকা তিক্তা রূক্ষোষ্ণা কফপিত্তনুত্। বর্ণ্যা ত্বগ্দোষমেহাস্র-শোথপাণ্ডুব্রণাপহা। অরণ্যহলদীকন্দঃ কুষ্ঠবাতাস্রনাশনঃ। আম্র-গন্ধিহরিদ্রা যা সা শীতা বাতলা মতা। পিত্তহৃন্মধুরা তিক্তা সর্ব্বকণ্ডূবিনাশনী। ভাবপ্রকাশঃ।

হরিদ্রা কফপিত্তঘ্নী কণ্ডূত্বগ্দোষনাশিনী। পাণ্ডুশোথাপচী চৈব মেহকুষ্ঠব্রণাপহা। রাজবল্লভঃ।

প্রমেহে হরিদ্রা—"ক্ষৌদ্রেণ যুক্তামথবা হরিদ্রাং। পিবেদ্রসেনামলকী-ফলানাম্" (চিঃ ৬ অঃ)। চরকঃ।

কুষ্ঠে হরিদ্রা—"পীত্বা মাসং বা পলাংশাং হরিদ্রাং মূত্রেণাক্তং পাপরোগস্থ গচ্ছেত্" (চি: ৯ অ:)। সুশ্রুত:।

কফোদ্ভবায়াং তৃষ্ণায়াম্ হরিদ্রা—"জলং পিবেদ্রজন্যা বা সিদ্ধং সক্ষৌদ্রশর্করম্" (চি ৬ অ:)। বাগ্‌ভট:।

শ্লীপদে হরিদ্রা—"রজনীং গুড়সংযুক্তাং গোমূত্রেণ পিবেন্নর:। (শ্লীপদ—চি:)। চক্রদত্ত:।

মেঢ্রশর্করায়াং রজনী—"য: পিবেদ্রজনীং সম্যক্ সগুড়াং তুষবারিণা। তস্যাশু চিররূঢ়াপি যাত্যস্তং মেঢ্রশর্করা" (অশ্মরী—চি:)। বঙ্গসেন:।

হরিদ্রার ভেদ—হরিদ্রা চারি প্রকার যথা—(১) হরিদ্রা, (২) কর্পূর হরিদ্রা, (৩) আম্রগন্ধি হরিদ্রা, (৪) বন হরিদ্রা।

হরিদ্রার অন্বর্থসংজ্ঞা—"কৃমিঘ্নী," "যোষিৎপ্রিয়া," "বর্ণবিধায়িনী"।

হরিদ্রার ভাষানাম—বাঃ—হলুদ। কোঃ—হল্‌দি। মঃ—হলদ। গুঃ—হলদর। কঃ—অশিনা। তৈঃ—পস্থপু। ফাঃ—জরদচোব্। অঃ—উরুকুমুফর। আমগন্ধি হরিদ্রাকে বাঙলায় আম আদা বলে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ। মাত্রা—রস ১—২ তোলা। চূর্ণ ২—৮ আনা।

বৈদ্যকে হরিদ্রার ব্যবহার।

চরক—প্রমেহে হরিদ্রা—প্রমেহী, হরিদ্রা পেষণ পূর্ব্বক মধু বা আমলকী রসের সহিত সেবন করিবে (চিঃ ৬ অঃ)।

সুশ্রুত কুষ্ঠে হরিদ্রা—একমাস উপযুক্ত মাত্রায় গোমূত্রের সহিত হরিদ্রা পান করিলে কুষ্ঠ হইতে মুক্তি হয়। (চিঃ ৯ অঃ)।

বাগ্‌ভট—কফজ তৃষ্ণায় হরিদ্রা—হরিদ্রার কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে কফজ তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। (চিঃ ৬ অঃ)।

চক্রদত্ত—শ্লীপদে হরিদ্রা—গুড়সংযুক্ত হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ইহা শ্লীপদের পক্ষে হিতকর। (শ্লীপদ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—মেঢ়্রশর্করায় হরিদ্রা—যে ব্যক্তি তুষোদকের সহিত, গুড় ও হরিদ্রা পান করে তাহার মেঢ়্রশর্করা (এই রোগে মূত্রের সহিত বালুকার মত পদার্থ নির্গত হয়) নিবৃত্তি পায়। (অশ্মরী—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, লেখনীয়, কুষ্ঠঘ্ন, কণ্ডূঘ্ন, ও বিষঘ্ন বর্গে হরিদ্রা পাঠ করিয়াছেন।

Constituents of C. Longa.—An essential oil 1. p. c.; resin, Curcumin, the yellow colouring matter; turmeric oil or turmerol. Turmeric oil is a thick yellow viscid oil. The curry powder owes its aromatic taste and smell to this oil.

Actions and uses.—Tonic and aromatic; given in jaundice and in chronic bronchitis. When mixed with Tila tela it is applied to the whole body to prevent skin eruptions. With kali chuno, the powder of it is applied to bruises, sprains, contused wounds, black eye with relief. A paste of it stops bleeding from leech-bites. A decoction of it is used as a cooling lotion in conjunctivitis. Boiled in milk and sweetened with sarkara, turmeric is a popular remedy for cold. Fumes of barning turmeric passed into the nostrils relieve coryza. Internally halada is given in affections of the liver and jaundice. On account of its yellow colour, cloth dipped in its paste is employed as an eye-shade. It is used in urinary diseases, and with Sajikhara as an internal application to reduce indolent swellings. (R. N. Khory, Vol. II., p. 595).

নব্যমত—হরিদ্রা—বল্য, সুগন্ধি। ইহা কামলা ও পুরাণ কফরোগে প্রযোজ্য। পিষ্ট হরিদ্রা, তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সমস্ত দেহে মর্দ্দন করিলে কণ্ডূ প্রভৃতি চর্ম্ম-বিকার জন্মিতে পারে না। চূণ ও হরিদ্রার প্রলেপ পিষ্ট, ঘৃষ্ট, বা আহত অঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "ব্লাক্ আই" নামক চক্ষুরোগে সাবধানতার সহিত চক্ষু বহির্ভাগে ইহার লেপ দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। জোঁক ধরিলে যে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় তন্নিবারণার্থ হরিদ্রার প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহার কাথ অক্ষিধরাকলার প্রদাহে (conjunctivitis) চক্ষুতে পরিষেচন করিলে চক্ষু শীতল হয়। হরিদ্রা দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ শর্করাযোগে মধুর করিয়া পান করিলে, শৈত্যজনিত সর্দ্দি প্রশমিত হয়। দহ্যমান হরিদ্রার ধূম, ঊর্দ্ধশ্লেষ্ম ঘটিত পীড়াবিশেষে (coryza) আঘ্রাত হইয়া থাকে। যকৃতের দোষ ও কামলায়, হরিদ্রা সেবিত হয়। হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র চক্ষুরোগীর নেত্রাচ্ছাদক স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। মূত্রসম্বন্ধীয় পীড়াতে ও হরিদ্রা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাজিমাটীর সহিত হরিদ্রার প্রলেপ, বেদনা বর্জ্জিত স্ফীতি বিলীন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। (আর্, এন্, খোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ৫৯৫ পৃঃ।)

হিঙ্গু—हिङ्गु ।

हिङ्गु, वाह्लीकम्—The gum resin of Ferula Alliacea and **रामठम्** that of Ferula Fœtida.

भेदः—वाह्लीकम् रामठञ्च ।

अन्वर्थसंज्ञा—उत्पत्तिबोधिका—"वाह्लीकम्," "रामठम्," रामठदेशभवत्वादुपचारः **गुणप्रकाशिका**—"शूलहित्," "अत्युग्रम्," "उग्रवीर्य्यम्," "भूतघ्नगन्धम्," "जरणम्," "सूपधूपनम्" ।

हिङ्गूष्णं कटुकं हृद्यं सरं वातकफौ क्रमीन् । हन्ति गुल्मोदराध्मान-वन्धशूलहृदामयान् । **धन्वन्तरीयनिघण्टुः** ।

हृद्यं हिङ्गु कटूष्णञ्च कृमिवातकफापहम् । विवन्धाऽऽनाहशूलघ्नं चक्षुष्यं गुल्मनाशनम् । **राजनिघण्टुः** ।

हिङ्गूष्णं पाचनं रुच्यं तीक्ष्णं वातवलासहृत् । शूलगुल्मोदराऽऽनाह-कृमिघ्नं पित्तवर्द्धनम् । स्त्रीपुष्पजननं वल्यं मूर्च्छापस्मारहृत् परम् । **भावप्रकाशः** ।

अग्र्यग्रन्थे हिङ्गु—"हिङ्गुनिर्य्यासश्छेदनीयदीपनीयानुलोमिकवातकफ-प्रशमनानाम्" (सूः २५ अः) । **चरकः** ।

क्रिमिदन्ते हिङ्गु—"हिङ्गु सोष्णन्तु मतिमान् क्रिमिदन्तेषु दापयेत्" (दन्तरोग—चिः) । **चक्रदत्तः** ।

হিঙ্গুর ভেদ—উৎপত্তিস্থান ভেদে হিঙ্গু দুই প্রকার যথা বাহ্লীক ও রামঠ—বাহ্লীক (Balkh) ও পারস্য দেশজাত Ferula Alliacea নামক উদ্ভিদ্ হইতে প্রাপ্ত হিঙ্গুকে বাহ্লীক এবং পারস্য ও বিশেষতঃ আফ্‌গানিস্তান ও পঞ্জাব দেশজাত Ferula Fœtida নামক উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন হিঙ্গুকে রামঠ বলে। বাণিজ্যক্ষেত্রে চারি প্রকার হিঙ্গুর ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে যথা—কান্দাহারী হিং, য়ুরোপীয় বাণিজ্যের হিং বা হিংরা, ভারতবর্ষীয় হিং এবং পিণ্ড হিং (Stony asafetida)। এইরূপ ভেদের কারণ লিখিত হইয়েছে। ভারত-

বর্ষীয় হিং যে উদ্ভিদ্ হইতে জন্মে, পারস্য ভাষায় সেই উদ্ভিদকে দর্‌খ্‌ৎ-ই-অজ্‌মু্জে-ই-খালিস্ বলে। এই বৃক্ষ খোরাশানের পর্ব্বতমালার প্রস্তরময় ভূমিতে অযত্নসম্ভূত হইয়া থাকে। বণিক্‌গণের নিকট অর্থ লইয়া পার্ব্বতীয় লোকে বসন্তকালে হিঙ্গু বৃক্ষের নির্য্যাস সংগ্রহ করে। সংগ্রহকারিগণ প্রত্যেক হিঙ্গুবৃক্ষের কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের ক্ষুদ্র প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষকে সুরক্ষিত করে। অতঃপর বৃক্ষমূলের উপরিভাগের মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করিয়া একটী গোলাকার গর্ত্ত নির্ম্মাণ করে। পরে বৃক্ষের শাখা বসন্ত-কালোচিত বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিলে, কর্ত্তন করা হয় এবং মূলোর্দ্ধভাগ আহত করিয়া তন্নিঃসৃত উপাদেয় নির্য্যাস সংগৃহীত হইয়া থাকে এই অত্যুত্তম হিঙ্গু প্রায় বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয় না। পরিশেষে মূলগাত্রে সঞ্চিত হিঙ্গু নির্য্যাস, মূলের পাৎলা স্তরের সহিত ২।৩ দিন অন্তর উঠাইয়া লয়। এইরূপ মূলের স্তর সহিত তৎসংলগ্ন হিঙ্গু উঠাইতে উঠাইতে মূল ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া যায়। পর্য্যায়ক্রমে বিন্যস্ত এই মূলস্তর এবং হিঙ্গু নির্য্যাস, পরে চর্ম্মবদ্ধ হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। ইহাই ভারতবর্ষীয় হিঙ্গু নামে খ্যাত। বোম্বাই নগরে প্রচুর পরিমাণে ইহার আমদানী হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ের বাজারে এই হিং আবুসাহেরি হিং নামে প্রসিদ্ধ। ইহা চর্ম্মবদ্ধ হইয়া আসে। সকল পুটকের ভিতর সমান হিং থাকে না—কোন কোনটীর ভিতর নির্য্যাস অল্প এবং মূলস্তর অধিক থাকে। বোম্বাই নগরে, ইহাতে আবার আরবি গঁদ মিশ্রিত করা হয়। মূল্যের তারতম্য অনুসারে মিশ্রিতব্য গঁদের মাত্রার ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। চর্ম্মবদ্ধ হিঙ্গু নিষ্কাশিত করিয়া আর্দ্রীকৃত হইলে, উহাতে আরবি গঁদ সংযোগ করিয়া, মাদুরের উপরি স্থাপিত হয় এবং নগ্নপদে দলিত করিয়া একীভূত হইলে, পুনঃ পূর্ব্বানুকরণে চর্ম্মবদ্ধ করিয়া থাকে। অধুনা আবার গঁদের পরিবর্ত্তে খণ্ডিত আলু মিশ্রিত করিতে দেখা গিয়াছে।

F. Fœtida বৃক্ষের ফার্সিনাম বোধ হয় দর্‌খ্‌ত-ই-আজ্‌মু্জে-ই-লারি। শৈশব হইতে আমরণ এই বৃক্ষের যে কোন প্রত্যঙ্গ ঘর্ষণ করিলে দুগ্ধবৎ রস নির্গত হইয়া থাকে। ইহাই সঞ্চিত হইয়া হিংগ্রা (য়ুরোপীয় বাণিজ্যের হিঙ্গু) নামে বিক্রীত হয়। উত্তম হিংগ্রা আকারে চাকৃত্তির মত, বহির্ভাগের বর্ণ পীত, কিন্তু ভাঙ্গিলে ভিতর মুক্তার মত শুভ্র; বায়ু সংস্পর্শে পরে পীতবর্ণ হয়, ইহাতে প্রায় বালুকাকণা লগ্ন থাকে। পারস্য হইতে কখন কখন শুভ্র নবনীত তুল্য হিঙ্গুর আমদানী হইয়া থাকে। বায়ু সংস্পর্শে ইহাও উজ্জ্বল গোলাপী রঙ্গ ধারণ করে। ইহার গন্ধ প্রায় রসোনের মত এবং স্বাদে তিক্ত কটু।

হিংগ্রা, লাল মৃত্তিকা মিশ্রিত হইয়া, কান্দাহারী হিং নামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

পিণ্ডহিঙ্গু (Stony asafetida)—তরল হিঙ্গু নির্য্যাসে, তদ্দেশের বালুকামিশ্রিত শুভ্র মৃত্তিকা মিশ্রিত করে, বা বৃক্ষ হইতে পতিত হইবার সময় অতিতারল্য হেতু ইতস্ততঃ প্রবাহিত হওয়ায় স্বয়ং মিশ্রিত হয়। ইহাই বাজারে পিণ্ডহিঙ্গু নামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বালুকা মৃত্তিকাদি বর্জ্জিত ও গব্যঘৃতে ভর্জ্জিত উত্তম হিঙ্গু

ঔষধার্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় হিঙ্গু উত্তম, কান্দাহারী হিঙ্গু মধ্যম এবং পিণ্ড হিঙ্গু অধম। মাত্রা—১—৫ গ্রাই।

বৈদ্যকে হিঙ্গুর ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে হিঙ্গু—ছেদনীয়, দীপনীয়, আনুলোমিক এবং বাতকফ-প্রশমন দ্রব্যের মধ্যে হিঙ্গু শ্রেষ্ঠতম। (সূঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—কৃমিদন্তে হিঙ্গু—ভাজা হিং গরম গরম কৃমি ভক্ষিত দন্তে স্থাপন করিবে। (দন্তরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—কোন য়ুনানী দ্রব্যগুণবেত্তা তয়িব্ (উত্তম) ও মন্তিন্ (দুর্গন্ধি) হিঙ্গুকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বৈদ্যকেও হিঙ্গুর পর্য্যায়ে "অগূঢ়গন্ধ" শব্দ আছে বটে, কিন্তু গূঢ়গন্ধ অগূঢ়গন্ধরূপে হিঙ্গুকে বিভক্ত করা হয় নাই। চরক, দীপনীয়, শ্বাসহর এবং সংজ্ঞাস্থাপনবর্গে এবং সুশ্রুত, পিপ্পল্যাদি ও শিরোবিরেচনবর্গে হিঙ্গু পাঠ করিয়াছেন। বৈদ্যকোক্ত হিঙ্গু শব্দ, হিঙ্গু বৃক্ষের নির্য্যাস বাচক, বৃক্ষ বাচক নহে। হিঙ্গু পর্য্যায়োক্ত জতুক শব্দকে ডিমক্ যে বৃক্ষবাচক বলিয়াছেন (২য় খণ্ড, ১৪ পৃঃ) তাহা সুচিন্তিত নহে।

Constituents.—A sulphuretted volatile oil, 3 to 9 p. c., consisting chiefly of allyl sulphide, resin 50 to 70 p. c., soluble in ether ; gum, 30 p. c., saline matters and ash ; 3 to 4 p. c., also ferualic, malic acetic, formic and valerianic acids.

Physiological Actions.—Among the natives, Hing is usually fried before being used as medicine, as they believe that the raw hing causes vomiting. It is a most powerful fœtid gum resin, a valuable stimulant acting on the organs of circulation and secretion ; also a nervine and pulmonary stimulant and a powerful antispasmodic. It is also carminative, tonic, laxative, diuretic and emmenagogue, also anthelmintic and aphrodisiac. In small doses and if long continued, it produces a sense of warmth without any rise of temperature. It impairs digestion, gives rise to alliacious eructations, acid irritation in the throat, flatulence, diarrhœa, and burning in the urine. In large doses it stimulates the secretion and excretion and increases the sexual appetite. The volatile oil is rapidly execreted and may be found in the urine, milk and sweat. It also increases the menstrual flow. (R. N. Khory, Vol. II., p. 289).

Therapeutics.—It is given in nervous and neurotic diseases, as hysteria and hypochondriasis ; as an expectorant, in habitual cough, chronic catarrh, bronchitis and asthma ; as a carminative in dyspepsia, colic and other gastric affections, and to expel worms It is said to

ward off malaria if taken with food in malarious districts. It relieves gaseous distention of the bowels. An enema of Hinga is the best form in which it is exhibited in convulsions. It is a useful remedy in habitual constipation. With myrrh and ammoniac it is given in tympanitis of typhoid fever. An enema of Hinga with castor oil and terpentine is very beneficial in intestinal colic and worms. In habitual abortion it is a very reliable remedy. (R. N. Rhory, Vol. II., p. 289.)

নব্যমত—এতদ্দেশীয় লোকে হিঙ্গুকে ভাজিয়া ঔষধে ব্যবহার করে, কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে, কাঁচা হিং খাইলে বমি হয়। হিং অতি বীর্য্যবান্ দুর্গন্ধি নির্য্যাস, এই উষ্ণ গুণান্বিত ঔষধ, পাকস্থলী, যকৃৎ ফুস্ফুস্, নার্ভ ও রক্তসম্বহন ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যতৎপরতা দান করিয়া থাকে। হিং বলবান আক্ষেপ নিবারক, আধ্মাননাশক, বল্য, মৃদুরেচক, মূত্রল, রজঃপ্রবর্ত্তক, কৃমিঘ্ন এবং বৃষ্য। অল্প মাত্রায় অধিককাল সেবিত হইলে ইহা, শারীরোষ্ম (Temperature) বর্দ্ধিত না করিয়া ধাতূষ্মা বর্দ্ধিত করে এবং পাকশক্তির দুর্ব্বলতা, রসোনগন্ধি উদ্গার, কণ্ঠদাহ, অম্ল বিদাহ, উদরাধ্মান, অতিসার এবং মূত্রকালীন জ্বালা জন্মাইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় হিঙ্গু সেবন করিলে, ধাতুমলের স্রাব (secretion and excretion) এবং স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছা বর্দ্ধিত করে। হিঙ্গুজাত উদ্বায়ী তৈল (volatile oil) পান করিলে উহা আশু দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে। এমনকি রোগীর মূত্র, ঘর্ম্ম এবং স্তন্য (স্ত্রী পক্ষে) পরীক্ষা করিলে ঐ তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল রজঃস্রাব বর্দ্ধক।

হিং, নার্ভের পীড়া, মূর্চ্ছা, অপস্মার ও বিমর্ষাত্মক মনোবিকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা কফাপসারকরূপে কাসে, পুরাণ কফরোগে এবং শ্বাসে; বায়ুনাশক ও অধ্মান নিবারক বলিয়া, গ্রহণী, শূল এবং অন্যান্য আমাশয়োদ্ভূত পীড়ায় (Gastric affections) ও কৃমি নিঃসারণার্থ প্রযুক্ত হয়। ম্যালেরিয়া দূষিত দেশে বাস করিয়া যদি খাদ্যের সহিত কিঞ্চিৎ করিয়া হিং সেবন করা যায়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অন্ত্র বায়ু দ্বারা স্ফীত হইলে, হিঙ্গু উপকারী। তড়কা রোগে হিঙ্গুর বস্তি প্রয়োগ (Anema) হিতকর। চিরজ কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে হিঙ্গু উত্তম ঔষধ। গুগ্গুল্ এবং এমোনিয়াকের সহিত ইহা টাইফয়েড্ রোগীর উদাবর্ত্তে (Tympanitis) ব্যবহৃত হয়। এরণ্ড তৈল এবং তার্পিণ তৈলসহ হিঙ্গুর বস্তি শূলও কৃমিরোগে হিতকর। যে সকল স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হয়, হিঙ্গু তাহাদিগের পক্ষে অনপায়ী ঔষধ। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ২৮৯ পৃঃ।)

হিজ্জল—হিজ্জলঃ।

হিজ্জলঃ, নিচুলঃ—Barringtonia Acutangula.

অন্বর্থসংজ্ঞা—"নদীজঃ," "দীর্ঘপত্রকঃ"।

হিজ্জলঃ কটুকষায় পবিত্রো ভূতনাশনঃ। বাতাময়হরো নানাগ্রহসন্তাপদোষজিৎ। **রাজনিঘণ্টুঃ**।

জলবেতসবদ্বেদ্যো হিজ্জলোঽয়ং বিষাপহঃ। **ভাবপ্রকাশঃ**।

আমাতিসারে হিজ্জলঃ—"দলোত্থঃ স্বরসঃ পেয়ো হিজ্জলস্য সমাক্ষিকঃ। জয়ত্যাম মতিসারং"—(অতিসার—চিঃ)। **চক্রদত্তঃ**।

চক্ষুঃস্রাবে হিজ্জলফলম্—"হিজ্জলস্য ফলং ঘৃষ্টা পানীয়ে নিত্যমঞ্জনম্। চক্ষুঃস্রাবপ্রশান্ত্যর্থং কার্য্যমেতন্মহৌষধম্।" (নেত্ররোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেনঃ**।

হিজ্জলের ভাষানাম—বাঃ—হিজল্। হিঃ—সমুন্দর ফল্। তাঃ—কড়পু। তৈঃ—কনপ কনগী।

বর্ণন—হিজ্জল মধ্যাকৃতি বৃক্ষ। **পত্র**—প্রশস্তাগ্র, অণ্ডাকার, শাখাগ্রে দলবদ্ধ হইয়া থাকে। পত্রবৃন্ত হ্রস্ব, অধঃপৃষ্ঠ—শিরা বন্ধুর, পত্রপ্রান্ত অখণ্ড। **পুষ্প**—পুষ্পদণ্ডস্থিত, পুষ্পদণ্ড অশাখ, অতিদীর্ঘ, লম্বমান, কোন কোনটী দেড় হস্তেরও অধিক দীর্ঘ; রক্তাভশুভ্র; মিলিত দল, পুষ্পবৃন্ত হ্রস্ব; পুংকেসর বহুসংখ্যক, কেশর অতিক্ষীণ, পরাগকোষ বহনাক্রম, প্রগাবর্ত্তে লুণ্ঠিত, কুঙ্কুমবর্ণ। নিদাঘ শেষে বা বর্ষার প্রথমে পুষ্পিত হয়। **ফল**—অণ্ডকাবস্থায় দেখিতে বাদামের মত, অভ্যন্তরে শুভ্র শাঁস আছে। ফলত্বক্ অত্যন্ত পাতলা, চর্ব্বণ মাত্র কিঞ্চিৎ মধুর পরে কটু ও বিবমিষাজনক।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র ও বীজ। **মাত্রা**—পত্ররস ১—২ তোলা। বীজচূর্ণ—½—১ আনা।

বৈদ্যকে হিজ্জলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—আমাতিসারে হিজ্জলপত্র—হিজলের পাতার রস মধুর সহিত সেবন করিলে, আমাতিসার জয় করা যায়। (আমাতিসার—চিঃ)।

বঙ্গসেন—চক্ষুস্রাবে হিজ্জল ফল—হিজল ফল পাথরের পাত্রে জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া, চক্ষুতে অঞ্জন করিলে, চক্ষু হইলে জলপড়া নিবৃত্তি পায়। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক বমনোপগবর্গে হিজ্জল পাঠ করিয়াছেন। হিজ্জলের ফলের নস্য অত্যন্ত শিরোবিরেচক অর্থাৎ নাসিকাদ্বারা প্রচুর শ্লেষ্মস্রাব করায়।

Constituents.—A body allied to saponin, which is the active principle, starch, proteid, cellulose, fat, caoutchouc and alkaline salts.

Actions and uses—Emetic and carminative, used with the juice of fresh ginger in catarrhs of the nose and respiratory passages and to relieve flatus from the bowels. Externally rubbed with water it is applied to the chest to relieve pain and to the abdomen to relieve colic and flatulence. (R. N. Khory, Vol. II., p. 274).

The fruit is spoken of as "Nurse fruit" and is one of the best known domestic remedies. When children suffer from a cold in the chest, the seed is rubbed down on a stone with water and applied over sternum, and if there is much dyspnœa a few grains with or without the juice of fresh ginger are administered internally and seldom fail to induce vomiting and the expulsion of mucous from the air passages. To reduce the enlarged abdomen of children it is given in doses of from 2 to 3 grains in milk. (Dymock, Vol. II., p. 17).

নব্যমত—হিজল বীজ, বমনকারী এবং বায়ুনাশক। আদার রসের সহিত, নাকের সর্দ্দি, শ্বাস নাড়ীতে সঞ্চিত সর্দ্দি এবং অন্ত্র হইতে আম নির্গমনার্থ ব্যবহৃত হয়। হিজল ফল জলে ঘসিয়া বক্ষে দিলে বক্ষোবেদনা এবং পেটে দিলে পেট বেদনা শূল এবং আধ্মান প্রশমিত হয়। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ।)

হিজল বীজকে "নার্স ফ্রুট" অর্থাৎ ধাত্রীফল বলে। ইহা সুপরিচিত গার্হস্থ্য ঔষধ। যখন বুকে সর্দ্দি বসিয়া শিশুগণ কষ্ট পায়, তখন হিজলবীজ জলে ঘসিয়া স্তনদ্বয়ের মধ্যদেশে ও "কণ্ঠায়" লাগাইয়া দিবে। যদি অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট থাকে, তাহা হইলে কয়েক গ্রেণ হিজলবীজ বাটিয়া আদার রসের সহিত কিংবা দুগ্ধের সহিত শিশুকে পান করাইবে। ইহাতে প্রায়ই বমন হইয়া কফ নির্গত হইয়া যায় সুতরাং শ্বাসকষ্ট নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। এঁড়ে লাগিয়া ছেলের পেট বড় হইলে, দুগ্ধের সহিত ২। ৩ গ্রেণ হিজল বীজ পান করাইবে।

হিলমোচিকা—हिलमोचिका।

हिलमोचिका—Enhydra Fluctans.

शोथं कुष्ठं कफं पित्तं हरते हिलमोचिका। भावप्रकाशः।

हिलमोची सरा तिक्ता कुष्ठघ्नी कफपित्तजित्। राजवल्लभः।

गात्रदौर्गन्ध्ये हिलमोचिका—"हिलमोचरसो युक्तश्चूर्णैर्बदरिपत्रजैः। प्रलेपेन हरत्याशु देहदौर्गन्ध्यमुत्कटम्" (कार्श्य—चिः)। (२) मसूरिकायां हिलमोचिका—"श्वेतचन्दनकल्काक्तं हिलमोचिभवं द्रवं। पिबेन्मसूरिकारम्भे नैम्बं वा केवलं रसं *" (मसूरिका—चिः)। भावप्रकाशः।

হিলমোচিকার ভাষানাম—বাঃ—হিঞ্চা শাক, হেলেঞ্চা। কোঃ—হেলেঞ্চা। হিঃ—হুরহুর। উঃ—হিরমিচা।

বর্ণন—হিঞ্চাশাক বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইহা শাকার্থ ব্যবহৃত হয়। পুরাণ পুষ্করিণী কিংবা জলাসন্ন ভূমিতে ইহা জন্মিয়া থাকে। পত্রে বথা ও মল স্বাদ তিক্ত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র সহিত কোমল প্রতানাগ্র। মাত্রা—স্বরস ১—৩ তোলা।

বৈদ্যকে হিলমোচিকার ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ—গাত্রদৌর্গন্ধ্যে—হিলমোচিকা—হিঞ্চাশাকের রস, বদরপত্রের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মাখিলে গাত্রের দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়। (কার্শ্য—চিঃ)। (২) মসূরিকাতে হিলমোচিকা—সূক্ষ্ম শ্বেতচন্দন চূর্ণ হিঞ্চাশাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া বসন্ত রোগের প্রারম্ভে পান করিবে। কিংবা কেবল নিম পত্রের রস পান করিবে। (মসূরিকা চিঃ)।

বক্তব্য—চারক ও সৌশ্রুত শাকবর্গে হিলমোচিকার উল্লেখ নাই। হিলমোচিকা দাক্ষিণাত্যে সুলভ নহে, এবং বঙ্গের মত তদ্দেশে ইহা সাধারণের নিকট তাদৃশ পরিচিত ও নহে।

Actions and uses—Hilamochika is used as a bitter vegetable in Bengal; and is considered to be laxative and useful in diseases of the skin and nervous system. (Dymock, Vol. II., p. 266).

নব্যমত—হিঞ্চাশাক শাকস্বরূপ ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা মৃদুরেচক। চর্ম্মবিকার ও নার্ভের পীড়ার পক্ষে হিঞ্চা উপকারী। (ডিমক্, ২য়ঃ খণ্ড, ২৬৬ পৃঃ)।

বনৌষধিদর্পণ সমাপ্ত হইল। উপসংহারে বাগ্‌ভটের মত আমরাও বলিতেছি—

"इति बुधवचनानां जीवितोपाश्रयानाम्।
अभिलषितसमृद्धौ कल्पवृक्षोपमानाम्॥
यदुदितमिह पुण्यं कुर्व्वतो मेऽनुवादम्।
भवतु विगतरोगो निर्वृतस्तेन लोकः॥"

পরিশিষ্ট—परिशिष्टम्।

আনারস—अनंनासः।

अनंनासम्—Ananas sativa, Bromelia Ananas. Eng.—Pine apple, European jack fruit.

अनंनास मपक्कन्तु वृष्यं हृद्यं गुरु स्मृतम्। कफपित्तकरञ्चैव प्रोक्तं चाम्ल मरोचकम्। श्रमं क्लमं नाशयति तत्पक्कं स्वादु पित्तहृत्। पीतः पक्क-फलरस आतपामयनाशनः। निघण्टुरत्नाकरः।

আনারসের ভাষানাম—বাঃ—আনারস। হিঃ—অনানস্। তাঃ—অনাস পঝাম্। তৈঃ—অনসপণ্ডু। ইং—পাইন্ এপেল্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—অপক্ক ফল, পত্র, মূল। মাত্রা—পত্ররস ১—২ তোলা। মূলচূর্ণ—১—৪ আনা। পক্কফল রস—খাদ্যৌষধ।

নিঘণ্টু রত্নাকর—অপক্ক আনারস—রুচিকর, হৃদ্য, গুরু, কফ পিত্তকর, ভক্তারুচি, শ্রম ও ক্লান্তিনাশক। পক্ক আনারস,—স্বাদু, পিত্তহর, ও আতপবিকার (সর্দ্দিগরমি) প্রশমক।

বক্তব্য—আনারসের পত্রের মূলভাগের (যাহা কাণ্ড গাত্রে সংলগ্ন থাকে) রস কৃমিঘ্ন। আনারসের মূল চূর্ণ মূত্রকর এবং পারদ দোষ নাশক।

Constituents.—The juice contains a proteid digestive ferment, which acts equally well in acid gastric or alkaline intestinal secretions. It also contains a milk curdling ferment. The ash contains phosphoric and sulphuric acids, lime magnesea; silica, iron, chlorides of potassium and sodium.

Actions and uses.—Abortifacient; also given to relieve flatulent distention of the abdomen. Under its use the uterus contracts within 12 hours followed by hæmorrhage and the ovum is expelled. The fruit is rendered unwholesome on account of its strong fibre which acts

as an irritant on the bowels for abortifacient purpose, a whole unripe fruit decorticated being required. (R. N. Khory, Vol II., p. 620).

"From the special opinions of medical officers in India recorded in the Dict. Econ. Prod. of India (I, 238) it appears that a belief in the abortifacient properties of the leaves and unripe fruit is common **throughout** India among the natives.

"Chevers (*Med. Juris.* p. 715) on the authority of Babu Kannay Lall Dey, has the following description of its use in Bengal :—" A green unripe one, only half-grown is used. It is decorticated and the pulpy mass of a whole one is administered to the woman with a small quantity of salt. It is efficacious only during the earlier months of pregnancy, and after the third month, its action is very doubtful. But, if administered to suitable cases, the uterus begins to contract within 12 hours, when slight hæmorrhage occurs also. Its action then increases, and within the course of 24 hours the ovum is expelled. Occasionally the woman's life is jeopardized by flooding, but, as a rule, there is not much danger to be apprehended. " Again in page 718, Chevers Says : " A note which I have from Babu Koylas Chandra Chatterjee renders this matter plain. He says that acid friuts are regarded as abortives. He knew a case in which a woman aborted at an advanced stage of pregnancy by eating (with that intention) about two pounds of ripe pine-apple. This fruit is rendered unwholesome by the presence of a very strong fibre which acts as a mechanical irritant on the bowels. I had under my own care an English lady who died of dysentery, after having aborted, at about the fifth month of pregnancy. The cause of her illness appeared to be the ravenous eating of raw pine-apple." (Dymock, Vol. III., p. 508).

নব্যমত—"ডিক্সনারি অভ্ দি ইকনমিক্ প্রডাক্টস্ অভ্ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত বিভিন্ন চিকিৎসকের মতানুবাদ পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে যে, আনারসের কাঁচা ফল এবং পত্র গর্ভস্রাবকারী বলিয়া ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। শ্রীযুক্ত কানাইলাল দের বাক্যানুসারে ডাঃ চেভার্স মেডিকেল জুরিস্প্রুডেন্সের, ৭:৫ পৃষ্ঠায়, বঙ্গদেশে আনারসের ব্যবহার এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—গর্ভস্রাবার্থ কাঁচা,—অর্দ্ধ মাত্র পুষ্ট আনারস ব্যবহৃত হয়। ফলটি ছাড়াইয়া কিছু লবণ সংযোগে সমস্তটা গর্ভস্রাবাভিলাষিণী ভক্ষণ করে। তৃতীয় মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ইহা অমোঘ গর্ভস্রাবকারী, কিন্তু তৃতীয় মাস উত্তীর্ণ হইলে, গর্ভস্রাব পক্ষে ইহার ক্রিয়া নিশ্চিত নহে। গর্ভের তৃতীয় মাসের পূর্ব্বে সেবিত হইলে, সেবনের ১২ ঘণ্টার মধ্যে গর্ভাশয়ের সঙ্কোচ উপস্থিত হইয়া

কিঞ্চিৎ রক্তঃস্রাব হয় এবং ইহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভ্রূণ বহির্গত হইয়া থাকে। কখন কখন এবম্বিধ গর্ভস্রাবে অত্যধিক রক্তস্রাব ঘটায়, নারীর জীবন সংশয় হয়। কিন্তু সচরাচর প্রায়ই কোন বিপদ্ ঘটে না। ৭১৮ পৃষ্ঠায় ডাঃ চেভার্স পুনরায় বলিতেছেন—বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যে বিষয়টী আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তিনি বলেন—টক্ আনারসই গর্ভস্রাবার্থ উপযুক্ত। কিন্তু তিনি অবগত আছেন যে, একটী স্ত্রীলোক গর্ভস্রাবকরণাভিপ্রায়ে প্রায় এক সের পাকা আনারস ভোজন করায়, গর্ভের পরিণতাবস্থায় ও গর্ভস্রাব ঘটিয়াছিল। আনারসে শক্ত আঁশ আছে বলিয়া, সেবিত আনারস অন্ত্রের উত্তেজন জন্মাইয়া থাকে। একটী য়ুরোপীয় মহিলার পঞ্চম মাসের গর্ভ, কাঁচা আনারস সেবনে নষ্ট করা হইয়াছিল। গর্ভপাতের পর স্ত্রীলোকটীর রক্তাতিসার হওয়ায় আমার চিকিৎসাধীন ছিলেন। এই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, অপরিমিত কাঁচা আনারস ভোজনই তাঁহার রক্তাতিসারের কারণ। (ডিমক্, ৩য়ঃ খণ্ড, ৫০৮ পৃঃ)।

অহিফেন, আফিম—অফূকম্, অফেনম্।

The juice obtained by incision from the capsules of Papaver Somniferum.

অফেনং সন্নিপাতঘ্নং বৃষ্যং বল্যঞ্চ মোহদম্। রাজনিঘণ্টুঃ।

অফূকং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্। মদকৃদ্দাহকৃচ্ছুক্রস্তম্ভ-নায়াসমোহকৃৎ। অতিসারে গ্রহণ্যাঞ্চ হিতং দীপনপাচনম্। কশ্চিৎ।

অফূকং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্। ভাবপ্রকাশঃ।

আফিম সন্নিপাতঘ্ন, বৃষ্য, বলকারক ও মোহজনক। রাজনিঘণ্ট্।

আফিম্ শোষক, ধারক, কফনাশক, বাত ও পিত্তকর, মত্ততাজনক, দাহকর শুক্রস্তম্ভকারী, আলস্যোৎপাদক, মোহজনক, দীপন ও পাচন। ইহা অতিসার ও গ্রহণী রোগে হিতকর। কশ্চিৎ।

আফিম্, শোষক, ধারক, শ্লেষ্মঘ্ন ও বাতপিত্তকর। ভাবপ্রকাশ।

বর্ণন—আফিমের ক্ষুপ ক্ষুদ্র, পাতা পুরু, লম্বা, অবৃন্তক, পত্রপ্রান্ত খাঁজকাটা, শিরা-বন্ধুর, মধ্যপর্শুকা শুভ্রবর্ণ। ফুল বৃহৎ, দল পীতবর্ণ। স্থূলতঃ বলিতে গেলে আফিমের ক্ষুপ

দেখিতে কতকটা শিয়াল কাঁটার গাছের মত। ফল অর্থাৎ ঢেঁড়ি গোল, মাথা চেপ্টা। এই ঢেঁড়ির গাত্র শস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিলে যে আঠা নির্গত হয়, তাহাকেই আফিম এবং বীজকে পোস্তদানা বলে।

বক্তব্য—চরকাদি প্রাচীন গ্রন্থে আফিমের উল্লেখ নাই। রাজনিঘণ্টু ও ভাব-প্রকাশোক্ত গুণ শিরোদেশে লিখিত হইয়াছে। রাজবল্লভ চক্রদত্ত ও বঙ্গসেনে আফিম ব্যবহৃত হয় নাই। ভাবমিশ্র আফিমের গুণোল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অতিসার গ্রহণ্যাদি চিকিৎসায় উহা ব্যবহার করেন নাই।

আফিমের আবাদ—পূর্ব্বে দিনাজপুর, দক্ষিণে হাজারিবাগ, উত্তরে গোরখ্‌পুর এবং পশ্চিমে আগরা এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশেই বহুল পরিমাণে আফিমের আবাদ হয়। এতদ্ভিন্ন বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাদদেশে এবং মালোয়ার সমতল ক্ষেত্রেও আফিমের চাষ হইয়া থাকে। প্রায়ই পল্লীর উপকণ্ঠস্থিত ক্ষেত্রগুলিই আফিম আবাদের জন্য নির্ব্বাচিত হয়। অধিকার প্রাপ্ত কৃষকেরা কার্ত্তিক ও অগ্রাহায়ণ মাসে বীজ বপন করে। ১০।১২ দিনে বীজ অঙ্কুরিত এবং ক্বচিৎ পৌষ, নচেৎ প্রায়ই মাঘ ফাল্গুনে বৃক্ষ সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করে এবং ঢেঁড়ি শস্ত্রদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া আফিম গ্রহণের উপযুক্ত হয়।

আফিমের ভেজাল—নিম্নলিখিত বস্তু আফিমের সহিত ভেজাল দেওয়া হয়—বালুকা, প্রস্তর, কয়লা, উটের বিষ্ঠা, গুড়, বাবলার পাতা ও ডাঁটা, পোস্তর ঢেঁড়ি, আকন্দের আঠা, ধুতুরা, গাঁজা, তামাক, ডুমুরের আঠা, ধুনা, বেল ও তেতুলের শাঁস, তিসি ও পোস্তদানা।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বিশুদ্ধ আফিম ঔষধার্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। বৈদ্যকে লিখিত আছে "অহিফেনং শৃঙ্গবেররসৈ র্ভাব্যং ত্রিসপ্তধা'। আদার রসে ২১ বার ভাবনা দিলে আফিম শুদ্ধ হয়। মাত্রা—½—২ গ্রেণ।

Constituents.—Opium contains a large number of alkaloids, organic acids, and neutral substance.

Physiological Action.—It depends upon the combined effects of the various alkaloids and other principles obtained from it. Opium in *medicinal doses* at first stimulates the brain, heart and respiration; this effect is soon followed by general depression. Generally opium is analgesic, hypnotic, antispasmodic diaphoretic, narcotic and cerebral depressant. Its chief action is on the cerebro-spinal system and through the nerves it acts upon all the organs of the body. It affects the ganglia at the base of the brain, giving rise to contracted pupils, vomiting and slow respiration, under its use the grey matter of the cord

is first stimulated and there are increased reflexes. This is soon followed by depression as evidenced by the lowering of perception and sensation. The cutaneous Vessels are dilated at first, as shown by a sense of heat felt on the external ear, itching and rose-coloured skin eruptions. This is followed by pallor and coldness of the limbs and fingers. The generative organs are stimulated. In medicinal doses, taken for some time it affects all the secretions except milk and sweat which are increased. It causes dryness of the mouth and throat, lessons the secretion of the stomach and thus impairs appetite. The seere-tion of the bile is also diminished and constipation results. The action of the heart is increased, and there is increased arterial tension. The cerebral functious are at first exhilarated, the ideas flow rapidly and there is a sort of mild intoxication. This is soon followed by drow-siness and sound sleep, often disturbed by dreams, and often followed, on waking by headache constipation indigestion, and depression of spirits. If any pain be present it is relieved, but a larger dose will be necessary on subsequent occasions. In *full doses* the cerebral symptoms are accentuated, but the stimulation is of short duration. The after-eflects become more marked. The mouth becomes very dry, digestion is impaired, there is nausea, vomiting and profuse sweat. The heart is depressed, the circulation lowered, the oxidation is interfered with, and there is loss of body heat. The pupils are con-tracted, there is intense itching of the nose with retention of urine. The cerebral deppression is soon followed by headache, vertigo, slow and laborious respiration. In *poisonous doses* sterterous breathing and coma supervene, followed by feeble pulse, cold clammy perspiration, contracted pupils followed by dilation as the end approaches, cyanosis of the face and fingers, followed by abolished reflexes, deep coma, paralysis of the respiratory centres and death.

Therapeutic uses.—opium is given to relieve severe pain from any cause, except in cerebritis and to allay any irritation. As an antispas-modic it is extensively used. It allay irritation and produces sleep in insomnia, sciatica neuralgia, lumbago, cancer, intestinal renal or hepatic colic calculi &c.; also in tetanus, in morbid states of the abdominal viscera, as gastritis, gastrodynia, hernia and in diseases of the urino-genital system. To check excessive secretion it is largely used in diarrhœa, dysentery, nervous and sympathetic vomiting and in excessive expectoration; also in diabetes, ptyalism and lecorrhœa. (R. N. Khory, Vol. II, p. 49).

নব্যমত—আফিম, ঔষধোপযোগী মাত্রায় সেবিত হইলে প্রথমে নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস, মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের উত্তেজন জন্মাইয়া, পরিণামে সমস্ত দেহের অবসাদ ঘটায়। আফিম সাধারণতঃ বেদনাহর, নিদ্রাজনক, আক্ষেপনাশক, ঘর্ম্মকারক, মাদক এবং মস্তিষ্কের স্ফূর্ত্তির হানিকর। আফিমের ক্রিয়া প্রধানাতঃ মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় নার্ভ মণ্ডলীর উপরি প্রকাশ পায়। সুতরাং নার্ভের দ্বারা আফিম দেহের তাবৎ ইন্দ্রিয়গণের উপরি স্বীয় গুণ দর্শাইয়া থাকে। ত্বক্ আশ্রিত নাড়ী প্রতান স্ফীত হয় (Dilated) বলিয়া প্রথমে কর্ণপালীর (External ear) উষ্ণতা, কণ্ডূ নির্গম দৃষ্ট হয় এবং পরিণামে গাত্র ও অঙ্গুলী "ফ্যাকাসে" (Pallor) ও শীতল হয়। আফিমের গুণে জননেন্দ্রিয়গণ উত্তেজিত হইয়া থাকে। ঔষধোপযোগী মাত্রায় আফিম যদি কিছুদিন সেবন করা যায় তাহা হইলে, শুক্র এবং ঘর্ম্মস্রাব বর্দ্ধিত হয় এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রসাদি স্রাব হ্রাস পাইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহা মুখ ও গলের শুষ্কতা জন্মায়, পাকস্থালীর স্রাব ন্যূন করে, অতএব ক্ষুধা হ্রাস পায়। পিত্তস্রাবেরও অল্পতা ঘটায়, ইহার পরিণাম কোষ্ঠবদ্ধতা। হৃদয়ের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হওয়ায় নাড়ী বেগবতী হয়। মস্তিষ্কের অন্যথাভাব হওয়ায় অভিনব চিন্তাপ্রবাহের আবির্ভাব হয়। মৃদু নেশা হয়, ইহার ফল তন্দ্রা, যেটুকু নিদ্রা হয় তাহা স্বপ্নে পূর্ণ, জাগ্রত হইলে দেখা যায়, মাথা ধরিয়াছে, উত্তম জীর্ণ হয় নাই; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতেছে না এবং শরীরে যেন স্ফূর্ত্তি নাই। যে কোন প্রকার বেদনা আফিম নিবৃত্ত করিতে পারে, কিন্তু উত্তরোত্তর মাত্রা বর্দ্ধিত করিতে হয়। আফিম পূর্ণ মাত্রায় সেবন করিলে মস্তিষ্কের উত্তেজনমূলক লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু এই উত্তেজন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ইহার পরিণামফল বেশ স্পষ্টরূপ প্রকাশ পায়—মুখ অত্যন্ত শুষ্ক হয়, ভাল জীর্ণ হয় না, গা বমি বমি করে, বমি ও প্রচুর ঘর্ম্ম নির্গম হইয়া থাকে। হৃদয়ের ক্লান্তি জন্মে, রক্তসঞ্চলন মৃদু হয়, ধাতুষ্মা দ্বারা পাক (Oxidation) ব্যাহত হয় এবং শারীরোষ্মার হানি লক্ষিত হয়। চক্ষু তারার সঙ্কোচ, অত্যন্ত নাসিকা কণ্ডূয়ন, এবং মূত্ররোধ ঘটিয়া থাকে। মস্তিষ্কের অবসাদের ফলে, সত্বর শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, মস্তিষ্কের জড়তা, মৃদু ও আয়াসসাধ্য নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস উপস্থিত হয়। আফিম বিষবৎ মাত্রায় সেবন করিলে, গলা ঘড়ঘড়ানির সহিত নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস, "কোমা," ক্ষীণ নাড়ী, হিমাঙ্গ ও ঘর্ম্ম, অক্ষিতারকার সঙ্কোচ ও বিস্তার দৃষ্ট হয়; পরে মৃত্যু যখন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসে তখন মুখমণ্ডল ও হস্ত পদ হইতে হৃদয়ে রক্তস্রোতের অন্তিম প্রত্যাবর্ত্তনের ফলে, মুখ এবং হস্তপদাঙ্গুলী নীলবর্ণ, ঘোর সংজ্ঞাহীনতা, নিঃশ্বাসোচ্ছ্বসকারিণী শক্তির অবসাদ এবং পরিশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়।

মস্তিষ্কের প্রদাহ ভিন্ন যে কোন প্রদাহের প্রশমনার্থ কিম্বা যে কোন উত্তেজনের শান্তির জন্য আফিম ব্যবহৃত হয়। আক্ষেপহর রূপেই আফিম ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। [অনিদ্রা, গৃধ্রসী (Sciatica), নিউর‍্যাল্জিয়া, কটীবাত, ক্যান্সার, বিবিধ শূল (Intestinal,

renal or hepatic colic) পাথরী প্রভৃতি পীড়ায় এবং ধনুষ্টঙ্কার, বিবিধ কোষ্ঠাদের মারাত্মক প্রদাহ, অন্ত্রবৃদ্ধি ও মূত্র এবং শুক্রাশয় সম্বন্ধীয় পীড়ায় আফিম সেবন করিলে যন্ত্রণা লঘু ও রোগীর নিদ্রা হইয়া থাকে। অতিসার, আম ও রক্তাতিসার, বায়ুজন্ত বা উপসর্গীভূত বমন, (Nervous and sympathetic vomiting) অতিরিক্ত শ্লেষ্মনির্গম, বহুমূত্র, প্রচুর লালাস্রাব এবং প্রদরে তত্তৎ স্রাবের প্রাচুর্য্য হ্রাস করিবার জন্ত আফিম ব্যবহৃত হয়। (আর্. এন্. কোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ৪৯-৫০ পৃঃ)।

আম্রাতক—आम्रातकः।

आम्रातकः, आम्रातः—Sapondias Mangifera. Eng.—Wild Mango, Hog plum tree.

अन्वर्थसंज्ञा—"कपिप्रियः," "अध्वगभोग्यः," "तनुक्षीरी" ; "वर्षपाकी"।

आम्रातकफलं वृष्यं पित्तास्रकफवह्निकृत्। शीतं कषायं मधुरं किञ्चिन्मारुतकृद् गुरु। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

आम्रतकं कषायाम्लं मामं कृत्कण्ठहर्षणम्। पक्वन्तु मधुराम्लाढ्यं स्निग्धं पित्तकफापहम्। राजनिघण्टुः।

आम्रात मम्लं वातघ्नं गुर्व्वुष्णं रुचिकृत् सरम्। पक्वन्तु तुवरं स्वादु रसे पाके हिमं स्मृतम्। तर्पणं श्लेष्मलं स्निग्धं वृष्यं विष्टम्भि वृंहणम्। गुरु बल्यं मरुत्पित्तक्षतदाहक्षयास्रजित्। भावप्रकाशः।

আম্রাতকের ভাষানাম—বাঃ—আমড়া—হিঃ—অম্বাড়া। তাঃ—মরিমঞ্জেডি। তৈঃ—টৌর মনোডী। ইং—ওয়াইল্ড ম্যাঙ্গো।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"কপিপ্রিয়", 'অধ্বগভোগ্য, 'তনুক্ষীরী', 'বর্ষপাকী'।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল, ছাল ও নির্য্যাস। মাত্রা—ফলের শাঁস ২—৪ তোলা। ছালের রস ½—২ তোলা। কাথ—৫—১০ (তোলা)। ছালচূর্ণ ½—৩ আনা।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—আমড়া,—বৃষ্য, রক্ত ও পিত্ত দোষঘ্ন কফ ও অগ্নি জনক, শীত, কষায়, মধুর, কিঞ্চিৎ বায়ুজনক ও গুরু।

রাজনিঘণ্টু—কাঁচা আমড়া—কষায়, অম্ল, হৃদয় ও কণ্ঠের হর্ষজনক। পাকা আমড়া—মধুরাম্ল, স্নিগ্ধ এবং পিত্তশ্লেষ্মঘ্ন।

ভাবপ্রকাশ—কাঁচা আমড়া—বাতঘ্ন, গুরু, উষ্ণ, রুচিকর ও রেচক। পাকা আমড়া—রসে কষায়, পাকে স্বাদু, হিম, হর্ষণ, শ্লেষ্মপ্রদ, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বিষ্টম্ভি, বৃংহণ, গুরু, বল্য এবং বায়ুপিত্ত, ক্ষত, দাহ, ক্ষয় ও রক্ত দোষঘ্ন।

বক্তব্য—যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তান শৈশবেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাঁহারা নবজাত সন্তানের গলদেশে আমড়া আঁটি রৌপ্য মণ্ডিত করিয়া, ধারণ করাইয়া থাকেন। এই আমড়া আঁটির একটু বিশেষত্ব আছে। নূতন আমড়া হইলেও যে পুরাণ আমড়া বৃন্ত চ্যুত হয় না—শুষ্কাবস্থায় বৃন্তলগ্ন থাকে সেই আমড়ার আঁটিই গ্রাহ্য।

Actions and uses.—The pulp is astringent, stomachic and acid and used in dyspepsia. The bark and gum astringent and demulcent and used in dysentery. (R. N. Khory, Vol. II., p. 172).

নব্যমত—আমড়ার শাঁস,- কষায়, পাচক, অম্ল, এবং গ্রহণীতে হিতকর। ছাল ও আঠা সঙ্কোচক, শীত এবং আম ও রক্তাতিসারে সেব্য। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ১৭২ পৃঃ)।

আরুক—আরুকম্।

আরুকম্, রক্তফলম্—Prunus Insititia, P. Bokariensis.

आरुको ग्राही तुवरो हृद्यः शीतो गुरुः स्मृतः। मलावष्टम्भको ग्राही भेदी चोष्णः कफापहः। पित्तहृत् पाचकश्चाम्लो मधुरश्च मुखप्रियः। मुख-स्वच्छकरश्चैव मेहगुल्मार्शोनुत् परः। रक्तवातरुजां हन्ता स पक्वो मधुरो-गुरुः। कफपित्तकर श्चोष्णो रुच्यो धातुविवर्द्धकः। निघण्टुरत्नाकरः वैद्यकनिघण्टुश्च।

আরুকের ভাষানাম—হিঃ—আলুবোখারা। কাঃ—অলু। ইঃ—বোখারা প্লাম্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজবর্জিত শুষ্ক ফল। খাদ্যৌষধ।

নিঘণ্টুরত্নাকর—কাঁচা আলুবোখারা, ধারক, কষায়, হৃদ্য, শীত, গুরু, মলরোধক,

উষ্ণ, কফাপহ, পিত্তহর, পাচক, মুখপ্রিয় ; মুখমল নাশক এবং মেহ গুল্ম ও অর্শোহর। পাকা আলুবোখারা,—বাতরক্তের বেদনা প্রশমক, রুচিজনক কফপিত্তকর ও ধাতুবর্দ্ধক।

বক্তব্য—মদনপাল নৃপকৃত মদনবিনোদ নাম নিঘণ্টুতে যে পত্র পুষ্পাদিভেদে-চতুর্বিধ আরুকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাও আলুবোখারা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নহে। গ্রীনি এবং যূনানী গ্রন্থকারগণ বহুবিধ আলুবোখারার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহারা পারস্য এবং তদাসন্নদেশে জন্মিয়া থাকে।

Constituents.—Malic acid, Citric acid, Sugar, albuminoids, pectin and ash.

Actions and uses—Demulcent and nutrient. (R. N. Khory, Vol. II., p. 241).

"It is described as sub acid, cold and moist, digestive and aperient, especially when taken on an empty stomach, useful in belious states of the system and heat of body." (Dymock Vol. I., p. 568).

নব্যমত—শূন্যোদরে সেবন করিলে, আলুবোখারা, অম্ল, শীত, অভিষ্যন্দি, পাচক ও মৃদুরেচক। শরীর অত্যন্ত রুক্ষ কিংবা পিত্তাধিক্য হইলে আলুবোখারা হিতকর। (ডিমক্, ১মঃ খঃ, ৫৬৮ পৃঃ)।

আবর্ত্তকী—আবর্त्तकी।

आवर्त्तकी—Helicteres Isora, Eng.—East Indian screw plant.

अन्वर्थसंज्ञा—"मनोज्ञा," "रक्तपुष्पी," "वामावर्त्ता"।

आवर्त्तकी च कुष्ठघ्नी सोर्द्ध्वाधोदोषनाशनी। कषाया शीतला वृष्या त्रिदोषघ्नातिसारजित्। शोफगुल्मोदराऽऽनाहक्रिमिजालविनाशनी।

धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

आवर्त्तकी कषायाम्ला शीतला पित्तहारिणी। राजनिघण्टुः।

আবর্ত্তকীর ভাষানাম—বাঃ—আঁতমোড়া, হিঃ—কুপাইসি, মোরাকা ফল, মাড়োর ফলী। তৈঃ—শয়ামলী। তাঃ—বলাম্‌বিরিকৈ। ফাঃ—পিচক্।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"মনোজ্ঞা," "রক্তপুষ্পী," "বামাবর্ত্তা।

পরিচয়—আঁতমোড়া বণিক্ দ্রব্য। ইহা দাক্ষিণাত্যে জন্মে। দেখিতে পিপুলের মত, কিন্তু ঠিক্ স্ক্রুর মত পেঁচ আছে। ডাঃ ওয়াইট্ কৃত ফিগার্স অভ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টস্" নামক পুস্তকের ১৮০ পৃষ্ঠায় আঁতমোড়া গাছের চিত্র আছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল (আঁতমোড়া) চূর্ণের মাত্রা—½—১ আনা। ক্বাথ—৫—১০ তোলা।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—আঁতমোড়া,—কুষ্ঠহর, বামক, রেচক, কষায়, শীতল, বৃষ্য, ত্রিদোষনাশক, অতিসারহর এবং শোথ, গুল্ম, উদর রোগ, আনাহ ও কৃমিনাশক।

রাজনিঘণ্টু—আঁতমোড়া, কষায়, অম্ল, শীতল এবং পিত্তহর।

বক্তব্য—এদেশে সূতিকা গৃহে অবস্থানকালে শিশুকে, আঁতমোড়ার ফল, সরিষার তৈলে ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই তৈল মাখান হইয়া থাকে। প্রসূতিরা বলেন এই তৈল মাখিলে শিশুর "গা ভাঙ্গা" ভাল হয়।

Actions and uses.—Demulcent and mildly astringent, powdered fruit is given with other drugs to stop griping in the bowels and flatulence in children. The root bark is given in diabetes. The root may be substituted for that of althæa. The Hindus use the powder of the root with castor oil as an application inside the ears in offensive sores and discharges. (R. N. Khory, Vol. II., p. 104).

নব্যমত—আঁতমোড়া,—স্নিগ্ধ, শীত ও মৃদু সঙ্কোচক। ইহার বীজচূর্ণ সেবন করিলে শিশুর পেট কামড়ানি ও পেট ফাঁপা আরাম হয়। মূলের ছাল, বহুমূত্র রোগে সেব্য। ইহার মূল Althæaর প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। কর্ণের ক্ষত ও পূতিস্রাবে মূলচূর্ণ, এরণ্ড তৈল যোগে কর্ণাভ্যন্তরে পাতিত করা হয়। (আর্, এন্, খোরি, ২য়ঃ খঃ, ১০৪ পৃঃ)।

ইশেরমূল—ঈশ্বরমূল।

ঈশ্বরমূল—Aristolochia Indica (?)

ভাষানাম—বাঃ—ইশেরমূল। হিঃ—রুদ্রজটা। কাঃ—তারাবল্লি হিন্দী। তাঃ—ইচ্ছুরামূলী। তৈঃ—ইশ্বরার বেরু। ইং—ইণ্ডিয়ান্ বার্থ ওর্ট।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ডাঁটা, মূল। মাত্রা—ক্বাথ—৫—১০ তোলা। মূলচূর্ণ—½—১ আনা।

বক্তব্য—ডিমক্ বলেন ঈশেরমূলের সংস্কৃত নাম রুদ্রজটা। রাজনিঘণ্টুক্ত রুদ্রজটার পর্য্যায়ে 'সুগন্ধপত্রা' শব্দ পঠিত হইয়াছে; এদেশে যে উদ্ভিদ্ ঈশেরমূল নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত, তাহার পত্র সুগন্ধি নহে। অতএব ঈশেরমূল রুদ্রজটা কিনা সন্দেহ। সুতরাং এস্থলে রাজনিঘণ্টুক্ত রুদ্রজটার গুণোল্লেখ করা হইল না। লোকের বিশ্বাস, ঈশেরমূল যেখানে থাকে সেখানে সর্প যাইতে পারে না।

Actions and uses.—Tonic stimulant and emmenagogue given in intermittent fever, bowel affections of children due to teething, also in cholera ; as an emetic the juice of the leaves is given to children in croup. It has a great reputation as an antidote to snake poison, with agara it is applied externally to the abdomen in colic and to the chest in bronchitis in children. (R N. Khory, Vol. II., p. 513).

" The plant was first described by **Rheede,** who states that boiled in oil it is applied as a liniment to snake bites, and a decoction given internally. It is also administered, rubbed to a paste with water or in decoction, in cold fevers, headache, flatulent distention and dysuria. As a lotion it relieves gouty pains and the powder with pepper and hot water stops bloody fluxes. *Ainslie* notices its use by the Tamil docters in the bowel complaints to which children are subject in consequence of indigestion and teething. He also says that the powder is taken internally in cases of snake-bites and applied to the bitten part. *Fleeming* notices its use in upper India as an emmenagogue and antarthritic. Babu T. N. Mukharji States that the juice of the fresh leaves is very useful in the croup of children, by inducing vomiting without causing any depression. (Dymock, Vol. III., pp. 159-60).

নব্যমত—ঈশেরমূল, বল্য, উষ্ণ ও রজঃপ্রবর্ত্তক। ইহা পুরাণ জ্বর, শিশুর দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়, ও বিসূচীকায় হিতকর। শিশুর ঘুংড়ি কাসিতে ইহা বমনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সেবন ও লেপনে সর্প বিষঘ্ন বলিয়া ঈশেরমূলের বেশ খ্যাতি আছে। শিশুর ব্রঙ্কাইটিসে বক্ষোদেশে এবং শূলে উদরে, অগুরুর সহিত ঈশেরমূলের প্রলেপ প্রযুক্ত হয়। ঈশেরমূলের কাথ শীতজ্বর, শিরঃপীড়া, উদরাধ্মান, ও মূত্রকৃচ্ছ্রে হিতকর। (কোরি, ২য় খঃ, পৃ ৫১৩, ডিমক্, ৩য় খঃ, পৃঃ ১৫৯-৬০)।

ঈষদ্গোল—ईषद्गोलम्।

ईषद्गोलम्—Plantago Ispaghula, P. Ovata. Eng.—Spage seeds.

ईषद्गोलं परं वृष्यं मधुरं ग्राहि शीतलम्। पिच्छिलं तुवरं किञ्चिद्वात-श्लेष्मकृत् कफपित्तहृत्। रक्तातिसारास्रपित्तं नाशयेदिति कीर्त्तितम्। वैद्यामृतौ निघण्टुसंग्रहस्य।

मूत्रलं शीतवीर्जं स्यादुष्णवातनिवारणम्। वस्तिसंशोधनं प्रोक्तं शुक्रमेह-निवारणम्। आध्मानापहरस्यास्य योज्यः शीतकषायकः। आयुर्व्वेद-विज्ञानम्।

বর্ণন—ইসব্গোল্ বণিক দ্রব্য। ইহাকে পারসীয় ভাষায় ইস্পঘুল বলে। ইস্প-ঘুল্ শব্দের অর্থ অশ্বের কর্ণ। ইসবগোলের দানা দেখিতে কতকটা ঐরূপই বটে। জলে ভিজাইলে ইসব্গোল্ ফুলিয়া উঠে। ইহার কোন স্বাদ, গন্ধ নাই।

ভাষানাম—বাঃ—ইসব্গোল। গুঃ—উথমুজীরণ। ফাঃ—ইস্পজাঃ। অঃ—বজরী কতুনা। তাঃ—ইস্কল বিরৈ। তৈঃ—ইস্পগল। ইং—স্পেজ্ সিড্স্।

বৈদ্যামৃত—ইসব্গোল, বৃষ্য, মধুর, ধারক, শীতল, পিচ্ছিল, কিঞ্চিৎ কষায়, বাত-শ্লেষ্মকর, কফপিত্তহর এবং রক্তাতিসার ও রক্তপিত্তনাশক।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান—মূত্রল, উষ্ণবাতনাশক, বস্তিশোধন, শুক্রমেহহর ও আধ্মান-নাশন। ইহার শীতকষায় প্রযোজ্য।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ, যাহা ইসব্গোল নামে বিক্রীত হইয়া থাকে। মাত্রা—শীতকষায় ১—৩ ছটাক। ক্বাথ ৫—১০ তোলা।

বক্তব্য—ভাবপ্রকাশেও ইসব্গোলের উল্লেখ নাই। মোরেশ্বরের বৈদ্যামৃতে, নিঘণ্টু সংগ্রহে এবং আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানে ইসব্গোলের গুণ যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইল। য়ুনানী চিকিৎসকগণের ব্যবহার দৃষ্টে সম্ভবতঃ উহা লিখিত হইয়া থাকিবে।

Actions and uses.—Demulcent, emollient and diuretic; used in inflammatory and other derangements of the stomach and intestines, as in gastric catarrh, dysentery, gonorrhœa and affections of the

kidneys. Made into a poultice with venegar and gora tela they are applied to rheumatic and gouty swellings; they are also useful in coughs and colds. When roasted, they are used with Sakara in protracted irritation of the bowls in children. (R. N. Khory, Vol. II., p. 501).

"In India, they are considered to be cooling and demulcent, and useful in inflammatory and bilious derangements of the digestive organs. The crushed seeds are made into a poultice with vinegar and oil are applied to rheumatic and gouty swellings. With the mucilage a cooling lotion for the head is made. Two or three dirhems moistened with hot waters mixed with sugar are given in dysentery and irritation of the intestinal canal to procure an easy stool. The decoction is prescribed in cough. The roasted seeds have an astringent effect and are useful in irritation of the bowels in children and in dysentery. The natives have an idea that the powdered seeds are ingurious and consequently always administer them whole. *Fleming Twining Ainslie* and others speak very favourably of the use of Ispaghul in the treatment of chronic diarrhœa. *Twining* gives the dose for an adult as 2½ drachms mixed with half a drachm of sugar-candy. In the pharmacopœia of india the seeds have been made official and directions are given for the preparation of decoction. (Dymock, Vol. III., pp. 126-7).

নব্যমত—ইসব্‌গোল, শীত, স্নিগ্ধ ও মূত্রকর। ইহা অন্ত্র ও পাকস্থালীর প্রদাহ, আমাশয় স্থিত শ্লেষ্মার বিকার (gastric cattarrh) অতিসার, রক্তাতিসার, গণোরিয়া এবং বৃক্ক সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভিনিগারের সহিত ইসব্‌গোল ও রামতিলের পুল্টিশ্ আমবাত গ্রস্ত স্ফীত অঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ইসব্‌গোল কফকাসের পক্ষেও হিতকর। গরম জলে ক্লিন্ন ও শর্করার সহিত মিশ্রিত ২।৩ ডারহাম্ ইসব্‌গোল, শিশুগণের দীর্ঘকালের উদরাময়ে সেবন করাইলে সহজ দাস্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধ ইসব্‌গোল ধারক, অতএব ইহা শিশুর উদরাময় ও আমরক্তাতিসারে সেব্য। এতদ্দেশীয় লোকের বিশ্বাস ইসব্‌গোল চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে উপকারী হয় না, অতএব তাহারা আস্ত ব্যবহার করে। ফ্লিমিং টুইনিং, এন্‌স্লি প্রভৃতি সকলেই দীর্ঘকালের উদরাময়ে ইসব্‌গোলের উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ফ্লিমিংএর মতে,—পূর্ণবয়স্ক লোক ২½ Drachm ইসব্‌গোল অর্দ্ধ Drachm মিছরির সহিত সেবন করিবে। ইণ্ডিয়া ফার্ম্মাকোপিয়াতে ইসব্‌গোলের কাথ ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। (খোরী ও ডিমক্, ২য়ঃ খঃ, ৫০১ পৃঃ ও ৩য়ঃ খঃ, ১২৬-২৭ পৃঃ)।

ওলট্কম্বল—ঔলট্কম্বল।

ঔলট্কম্বল——Abroma Augusta. Eng.—Devil's Cotton.

বর্ণন—ক্ষুদ্র বৃক্ষ। পাতা চৌড়া, পত্র প্রান্ত খণ্ডিত, পত্রপৃষ্ঠ রোমান্বিত। ফুল—ঘোর বেগুণে রঙের, অধোমুখে লম্বিত, দল ৫টী, বীজকোষ পক্ষাকারে ৫ ভাগে বিভক্ত, এই বীজকোষে খোঁচা খোঁচা রোমের মত শুঙো আছে, বর্ষাকালে পুষ্পিত হয়। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, মূলার বীজের মত। মূলত্বকের অভ্যন্তরে উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ আঁস আছে। রস পিচ্ছিল। এক রকম "বোদা" স্বাদ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্। মাত্রা—পিষ্টমূল ত্বক্ (আর্দ্র) ৪—৮ আনা।

বক্তব্য—প্রাচীন বা নবীন কোনও নিঘণ্টুতে ওলট্কম্বলের গুণোল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

Constituents.—The root bark contains gum, wax, a non-crystalline extractive matter and ash 11·64. p. c., but no manganese.

Actions and uses.—The root and the sap are uterine tonic and emmenagogue, with black pepper given in congestive and neuralgic dysmenorrhœa and amenorrhœa, either given a week before or during menstruation. It is a valuable sabstitute for hydrastis, viburnum, and pulsatilla. (R. N. Khory, Vol. II., p. 102).

"In 1872 Mr. Bhoobun Mohun Sircar (Ind. Med. Gaz.) first called attention to the use of the root as an emmenagogue in Bengal, and recommended the fresh viscid sap in the treatment of dysmenorrhœa in doses of 30 grains. Subsequently Dr. Kirton recommended the use of drachm doses of the root beat into a paste with water. Dr. Watt in his "Dictionary of the economic products of India" records the opinion of thirteen medical men regarding the medicinal properties of the plant; of these, eight speak favourably of it. Dr. R. Macleod says:—It is a valuable medicine in dysmenorrhœa, the fresh root is usually given, made into a paste with black pepper about a week before the time of menstruation, and is continued until it commences. I have seen it prove very efficacious in some cases, especially in the congested form of the disease." Dr. Thornton says:—The slender roots are useful in the congestive and neuralgic varieties of dysmenorrhœa. It regulates the menstrual flow and acts as a uterine tonic. It should be given during menstruation, 1½ drachms of the fresh root for a dose with black pepper, the latter acting as a stomachic and carminative."

Dr. Evers says :—it has never failed in my hands in speedily relieving painful dysmenorrhœa. In western and Southern, India the plant is not common, and its medicinal properties do not appear to be known. (Dymock, Vol. I., p. 233.)

নব্যমত—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান্ মেডিকেল্ গেজেটে মিঃ ভুবনমোহন সরকার, ওলট্‌কম্বলের সদ্যোনিষ্কাশিত মূলরসের রজঃপ্রবর্ত্তিনী শক্তি সর্ব্বপ্রথম জনসাধারণের গোচর করিয়াছিলেন। ইহাঁর মতে রসের মাত্রা ৩০ গ্রেণ। পরে ডাঃ কির্টন্ বলেন যে ওলট্‌কম্বলের সদ্য উদ্ধৃত পিষ্ট মূলত্বক্ এক Drachm শীতল জলের সহিত ব্যবহার করাই আমার অভিপ্রেত। ডাঃ ওয়াট্ "ডিক্সনারী অভ্ দি ইকনমিক্ প্রডাক্টস্ অভ্ ইণ্ডিয়া" নামক অভিধানে ওলট্ কম্বলের এই গুণের বিষয়ে ১৩ জন চিকিৎসকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৮ জন অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ ম্যাক্‌লিউড্ বলেন কষ্টরজের পক্ষে ওলট্‌কম্বল উত্তম ঔষধ। তাজামূলের ছাল, গোল মরিচের সহিত পেষণ করিয়া, ঋতুর সপ্তাহকাল পূর্ব্ব হইতে ঋতুদর্শন পর্য্যন্ত প্রত্যহ শীতল জলের সহিত সেব্য। আমি কএকস্থলে বিশেষতঃ বেদনান্বিত ও বায়ু প্রধান রজোরোধে ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ডাঃ থর্নটন্ বলেন—ওলট্‌কম্বলের ক্ষীণমূল ১½ Drachm গোলমরিচের সহিত পিষিয়া পান করিলে, রজঃস্রাব পরিমিত হয় এবং গর্ভাশয়ের বল প্রদান করে। এস্থলে গোলমরিচ পাচক ও বায়ুনাশকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। ডাঃ এভার্স বলেন,—যন্ত্রণাদায়ক কৃচ্ছ্র রজোরোগে ওলট্‌কম্বল সেবন করাইয়া কদাচ আমি বিফল মনোরথ হই নাই। ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে ওলট্‌কম্বলের গাছ তাদৃশ দৃষ্ট হয় না এবং ইহার গুণও তত পরিচিত নহে। (ডিমক্, ১মঃ খঃ, ২৩৩ পৃঃ)।

কঙ্কোলক—कङ्कोलकम्।

कङ्कोलकम्, कृतफलम्—Piper Cubea. Eng.—Tailed Pepper or Cubebs.

कङ्कोलं कटुतिक्तोष्णं वक्त्रवैरस्यनाशनम्। मुखजाड्यहरं रुच्यं वातश्लेष्महरं परम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

कङ्कोलं कटु तिक्तोष्णं वक्त्रजाड्यहरं परम्। दीपनं पाचनं रुच्यं कफवातनिकृन्तनम्। राजनिघण्टुः।

কঙ্কোলং লঘুতীক্ষ্ণোষ্ণং তিক্তং হৃদ্যং রুচিপ্রদং। আস্যদৌর্গন্ধ্যহৃদ্রোগ-কফবাতামযাঽস্ত্রহৃৎ। ভাবপ্রকাশঃ।

ভাষানাম—বাঃ—কাবাবচিনি। হিঃ—শীতলচিনি। গুঃ—চণকবাব। তাঃ—বলমলকু। তৈঃ—সলব মিরীয়লিয়। ফাঃ—হব্-এল্-আম্স্। ইং—টেল্ড পিপার বা কিউবেব্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল। মাত্রা—২—৮ আনা। কাবাবচিনির তৈল—৫—২০ ফোঁটা।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—কাবাবচিনি—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মুখের বিরসতা ও জড়তা নাশক, রুচিকর এবং বাতশ্লেষ্মহর।

রাজনিঘণ্টু—কাবাবচিনি—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মুখের জড়তানাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিজনক এবং কফবাতবিনাশক।

ভাবপ্রকাশ—কাবাবচিনি,—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, তিক্ত, হৃদ্য, রুচিপ্রদ, মুখদৌর্গন্ধ্যহর, হৃদ্রোগনাশক, কফবাতহর এবং চক্ষুদোষনাশক।

Constituents.—An active principle 3 p.c., a volatile oil 5 to 15 p.c., also resin 3 p.c.; cubebin 2 p.c.; cubbic acid, fatty matter, wax starch, oil-gum and ash 5 p. c.

Actions and uses.—Stimulant and diuretic. In large doses it irritates the stomach, intestines, uterus and urino genital passages. It disinfects the urine, perspiration and bronchial mucous. Applied to the skin it gives rise to urticaria and vesicular eruptions. The seeds kept in the mouth and chewed relieve troublesome cough. As a stimulant and diuretic it is given in gonorrhœa, urethritis, cystitis, chronic bronchial catarrh, in affections of the genito-urinary organs, and in inflammation of the urinary passages. The powder is dusted or blown by an insufflator into the nose and pharynx in chronic nasal catarrh, follicular pharyngitis, &c., with benefit. It is smoked in cigarettes in acute nasal catarrh. As a local irritant, the oil with rose water is applied to the head in headache and to syphilitic sores on the penis. The oil increases the quantity of urine, importing to it a peculiar odour. (R. N. Khory, Vol. II., p. 517).

নব্যমত—আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানে কাবাবচিনি সুরপ্রিয় নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মতে কাবাবচিনি—সুরপ্রিয়ং বৃক্ককনং তন্ত্রাসুশমনং মতম্। শ্লেষ্মোৎসারণ মার্গেষং মূত্র-

বৃদ্ধিকরং তথা। ঔপসর্গিকমেহেষ্ণ শুক্রমেহং সুদারুণম্। শ্বেতপ্রদর মর্শাংসি কৃচ্ছ্রকাপি বিনাশয়েৎ। কাবাবচিনি—বায়ুপ্রশমন, শ্লেষ্মাপহারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মূত্রবৃদ্ধিকর, এবং ঔপসর্গিক মেহ, শুক্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশ করে।

কাবাবচিনি,—উষ্ণ, মূত্রকারক। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, পাকস্থলী, অন্ত্র, গর্ভাশয় ও মূত্রমার্গের উত্তেজন জন্মায়। কাবাবচিনি, মূত্র, ঘর্ম্ম এবং শ্লেষ্মা ডিস্‌ইন্‌ফেক্ট (disinfect) করিতে পারে। গাত্রে প্রলিপ্ত করিলে উদর্দ্দ ও কোঠ (urticaria and vesicular eruption) জন্মিয়া থাকে। কাবাবচিনি মুখে রাখিয়া চর্ব্বণ করিলে, কষ্টপ্রদ কাসি নিবৃত্তি পায়। কাবাবচিনি উত্তেজক ও মূত্রকারক বলিয়া গণোরিয়া, মূত্রমার্গের প্রদাহ, মূত্ররোধ, পুরাণ কফরোগ, তরুণ সর্দ্দি, শিশ্ন ও মূত্রমার্গের পীড়া এবং প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। নাসারন্ধ্র গত পুরাণ কফরোগে ও বাগিন্দ্রিয়ের প্রদাহে নাসারন্ধ্রে কাবাবচিনিচূর্ণ প্রধমন করিলে ফললাভ হয়। নাকের নূতন সর্দ্দিতে কাবাবচিনিচূর্ণের সিগারেট্ খাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। কাবাবচিনির তৈল, শিরঃপীড়ায় গোলাপজলের সহিত মস্তকে এবং ফিরঙ্গক্ষতে (syphilitic sore) প্রলেপে ব্যবহৃত হয়। কাবাবচিনির তৈল সেবন করিলে মূত্রস্রাব বর্দ্ধিত হয়। এবং মূত্রে এক প্রকার গন্ধ হইয়া থাকে। (আর্, এন্, কোরি, ২য়: খ:, ৫১৭ পৃ: ।)

কর্ম্মরঙ্গ—কর্ম্মরঙ্গঃ।

কর্ম্মরঙ্গঃ—Averrhoa Carambola. Eng.——Chinese Gooseberry.

অন্বর্থসংজ্ঞা—"ধারাফলঃ," "পীতফলঃ," "শুকপ্রিয়ঃ"।

কর্ম্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফবাতকৃৎ। ভাবপ্রকাশঃ।

কর্ম্মরঙ্গন্তু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকেঽম্লপিত্তকৃৎ। রাজবল্লভঃ।

কর্ম্মারস্য ফলঞ্চামং গ্রাহ্যম্লং বাতনাশকম্। উষ্ণং পিত্তকরঞ্চৈব তৎ পক্বং মধুরং মতম্। অন্নস্থবলপুষ্টীনাং রুচেশ্চৈব তু বর্দ্ধকম্। নিঘণ্টুরত্নাকরঃ।

কর্ম্মরঙ্গের ভাষানাম—বাঃ—কামরাঙ্গা। হিঃ—কমরখ্। মঃ—কর্ম্মরে। গুঃ—কমারক্। তাঃ—তমারট্টম্ মরম্। তৈঃ—তমারটা কয়া।

ভাবপ্রকাশ—কামরাঙ্গা, শীতল, ধারক, মিষ্ট, অম্ল ও কফবাতকর।

রাজবল্লভ—কামরাঙ্গা, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পাকে কটু এবং অম্ল ও পিত্তকর।

নিঘণ্টুরত্নাকর—কাঁচা কামরাঙ্গা—ধারক, অম্ল, বাতনাশক, উষ্ণ, পিত্তকর। পাকা কামরাঙ্গা—মধুরাম্ল, বল, পুষ্টি ও রুচিদায়ক।

Constituents.—Contain a watery pulp, which contains much acid potassium oxalate.

Actions and uses.—Antiscorbutic. Fruits are used as an acid vegetable and for preserve. The syrup (1 in 10, dose 1 to 2 drs.) is used as a cooling medicine in fevers. The juice is used to remove iron moulds or stains. The leaves are a good substitute for sorrel. (R. N. Khory, Vol. II., p. 152.)

নব্যমত—কামরাঙ্গা "স্কার্বি" রোগ (১ম খণ্ড, ১৫২ পৃঃ) প্রতিষেধক। এই অম্লরস ফল বাহুল্যরূপে ভক্ষিত ও চাটনিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লোহার কলঙ্ক ও দাগ উঠাইবার জন্য কামরাঙ্গার রস ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা সোরেলের (sorrel) প্রতিনিধি স্বরূপ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (আর্‌, এন্‌, খোরি, ২য় খঃ, পৃঃ ১৫২)।

কাফি—কাফি।

কাফি—Coffea Arabica.

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। মাত্রা—৩০—৬০ গ্রেণ।

পরিচয়—আরবদেশ কাফিবৃক্ষের জন্মস্থান। কিন্তু অধুনা ইহা আফ্রিকা, অবিসিনিয়া, আমেরিকা, আসাম, নেপাল এবং খাসিয়া পর্ব্বতেও জন্মিয়া থাকে। কাফিবীজ বড়, ইহার এক পৃষ্ঠা গোল এক পৃষ্ঠা চেপ্টা। এক প্রকার মৃদু গন্ধ আছে। স্বাদ মধুর, কষায় ও তিক্ত। বর্ণ—পীতাভ বা হরিদ্রাভ।

Constituents.—Seeds contain an alkaloid caffeine, 1 to 3 p. c.; proteid 6 to 13 p. c.; sugar, legumin, glucose, dextrine 15 p. c.; caffeo-tannic acid 1 to 2 p. c.; volatile oil and ash, 3 to 5 p. c.

Physiological Action.—Cerebro-spinal, gastric and renal stimulant, laxative, highly antiseptic, efficient diuretic and antilithic. Roasted coffee if moderately taken as a food or beverage acts as a stimulant, it assists assimilation and digestion, promotes intestinal paristalsis, lessens tissue waste and decreases the excretion of urea. It allays the sense

of prolonged bodily and mental fatigue and keeps off sleep for some time without exhaustion. It increases the reflex action and mental activity. Given in excess it disorders digestion and leads to headache, vertigo and palpitation of the heart, great restlessness, convulsions and paralysis. Coffee is more stimulating, but less sustaining than cocoa.

Therapeutic uses.—Coffee is given in prolonged bodily fatigue, and in mental and cardiac depression ; as an analgesic it is given with guarana in neuralgic and nervous headache, in insomnia of chronic alcoholism, to stop vomiting, to check diarrhœa and to allay spasms in asthma ; also given in cases of narcotic poisoning. In heart disease caffein is given with paraldehyde with benefit. (R. N. Khory, Vol. II., p. 326.)

"In the women's petition against coffee," 1674, they complained that "it made men as unfruitful as the desert whence that unhappy berry is said to be brought." As late as 1711, we find the following passage in a letter written by Charlotte Elizabeth from Mary to her step-sister in Germany : "I am greaved to learn, dear Louise, that you have taken to coffee ; nothing is so unhealthy, and I see many here who have had to give it up because of the disease it has brought upon them. Princess of Hanan died of it in frightful sufferings. After her death they found the coffee in her stomach, where it had caused several ulcers. Let this then be a warning to you." (Dymock, Vol. II., pp. 217-18).

নব্যমত—কাফি,—মস্তিষ্ক, পাকস্থালী ও বৃক্কদ্বয়ের উত্তেজক, মৃদুরেচক, উচ্চ শ্রেণীর পচননিবারক, সিদ্ধ মূত্রকারক এবং অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক। কাফি সিদ্ধ করিয়া খাদ্যস্বরূপ পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিলে, উহা উষ্ণ ক্রিয়া করে এবং পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি, অন্ত্রের কৃমিগতির উৎকর্ষ, শরীর ক্ষয় ও মূত্রসহ ইউরিক এসিড্ নির্গম হ্রাস করে। কাফি সেবন করিলে শ্রমজন্য শরীর ও মনের অবসাদ অনুভূত হয় না। বিনা ক্লেশে কিয়ৎক্ষণের জন্য নিদ্রা জয় করা যায় এবং মন সতেজ থাকে। কাফি অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, বুক ধড়ফড় করা, নিতান্ত অস্থিরতা, আক্ষেপ এবং পক্ষাঘাত জন্মায়। কোকোয়া অপেক্ষা কাফি অধিকতর উত্তেজক কিন্তু অল্প জীবনীয় (sustaining)। শারীরিক ক্লান্তি, ও হৃদয় মনের অবসাদ, নিউরাল্জিয়া, নার্ভ ও বিকার ঘটিত শিরঃপীড়া ও পুরাণ মদাত্যয়জনিত অনিদ্রায় কাফি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অপিচ ইহা বমন নিবারণার্থ, অতিসার প্রশমনার্থ, শ্বাসের টান নিবৃত্তি ও মাদক সেবন জন্য বিষক্রিয়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাফি হৃদয় সম্বন্ধীয় রোগে হিতকর। (আর্, এন্, কোরি, ২য়: খ:, ৩২৬ পৃ:)।

১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত "কাফির বিরুদ্ধে রমণীগণের দরখাস্তে" কথিত হইয়াছে যে,

অমঙ্গলের হেতুভূত এই কাফির জন্মস্থান যেমন পুষ্প ফলহীন মরুভূমি, কাফিসেবী পুরুষগণও তেমনি সন্তানোৎপাদিকাশক্তির অভাবে ফলহীন হইয়া থাকে। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথ্ তাঁহার ভগ্নিকে লিখিয়াছিলেন—তুমি কাফি খাও শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। এমন অস্বাস্থ্যকর বস্তু আর নাই। কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় এখানে অনেকে কাফি ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। কাফি সেবনে হেনানের যুবরাজ পত্নী ভয়াবহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুর পর তাঁহার পাকস্থালীতে কাফি দেখা গিয়াছিল। এই উদরস্থিত কাফির প্রভাবে পাকস্থালীতে বহু ক্ষত হইয়াছিল। এই সকল শুনিয়া তুমি সাবধান হও। (ডিমক্, ২য় খণ্ড, ২১৭ পৃঃ)।

ব্যমত—আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানে কাফি শ্লেচ্ছফল নামে কথিত হইয়াছে। তন্মতে কাফি—অতন্দ্রী কফহৃদ্ বল্যা নিদ্রাতন্দ্রাবিঘাতিনী। স্নায়ুনাং বলদা প্রোক্তা শ্বাসকাস-জ্বরাময়ান্। অর্দ্ধাবভেদকং জাড্যমতিসারঞ্চ নাশয়েৎ॥ অস্য ফাণ্টঃ সেব্যঃ।

কাফি,—কফনাশক, বলপ্রদ, নিদ্রা ও তন্দ্রানাশক, স্নায়ুর বলদাতা, এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, আধকপালে, জড়তা এবং অতিসার নাশ করে।

কালমেঘ—কালমেঘ।

কালমেঘ—Andrographis Paniculata, Justicia Paniculata. Eng.—Kreat.

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ। মাত্রা—কল্ক—১–৪ আনা। ক্বাথ—৫—১০ তোলা।

বক্তব্য—কালমেঘ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত এবং গার্হস্থ্য ঔষধরূপে ভূরি ব্যবহৃত। ইহার সংস্কৃত নাম নির্ণীত হয় না—কেহ কেহ যবতিক্তা বলেন। যবতিক্তা শব্দ শঙ্খিনীর পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে (কল্প ১১ অঃ)। শঙ্খিনী কালমেঘ নহে। বৈদ্যকোক্ত শঙ্খিনী বিরেচন এবং কালমেঘ পাচন দীপন ও অতিসারহর।

Constituents.—A bitter principle, and a considerable quantity of sodium chloride.

Actions and uses.—Bitter tonic and stomachic, like quassia and chiretta. The expressed juice of a fresh leaves or the compound infusion is given with cardamom, cloves and cinamon to infants, in general debility, in convalescence after fever and for the relief of griping pain with irregularity of the bowels and loss of appetite and in

advanced stage of dysentery. It is used as a substitute for quinine. (R. N. Khory, Vol. II., pp. 464-65).

"It is the principal ingredient of a domestic medicine called *Alui*, which is given to infants for the relief of griping, irregularity of bowels and loss of appetite." It is prepared in the following manner:—Take equal parts of cumin, randhani (fruit of Carum Roxburghianum) aniseed, cloves, capsules of greater cardamoms, and pound them thoroughly with the expressed juice of the leaves of Kalmegh. The mus thus prepared is divided into small pills and dried in the sun. The dose is one pill rubbed down in human milk.

In the *Pharmacopœia of India* it has been made official, and directions for making a compound infusion and compound tincture are given. Quite recently, under the name of *Halviva* which appears to be a corruption of the Bengali word *Alui* or alvi, a preparation of the drug has been advertised in England as a substitute for Quinine. The dose of the dried leaves is about ten grains combined with twenty grains of black-pepper. (Dymock, Vol III., pp. 46-7).

নব্যমত—কালমেঘ চিরতা এবং কোয়াসিয়ার মত তিক্ত, বল্য ও পাচক। তাহা পাতার রস, বড়এলাচ, জায়ফল এবং দারুচিনির সহিত, শিশুর সামান্যতঃ দৌর্ব্বল্য, জরাবসানজ দৌর্ব্বল্য, পেটকামড়ানি, কচিৎ কঠিন, কচিৎ তরল মলভেদ, অগ্নিমান্দ্য এবং অতিসারের পক্কাবস্থায় প্রযোজ্য। কালমেঘ কুইনাইনের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। (ক্ষোরি, ২য় খঃ, ৪৬১-৬৫ পৃঃ)।

কালমেঘ সর্ব্বজনপরিচিত গার্হস্থ্য ঔষধ—"আলুই"এর প্রধানতম উপাদান। আলুই শিশুগণের পেটকামড়ানি, উদরাময় এবং ক্ষুধামান্দ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আলুই প্রস্তুতকরণ—জীরা, রাঁধুনী, মৌরী, জায়ফল এবং বড়এলাচের খোসা সমভাগে লইয়া কালমেঘের পাতার রসে উত্তমরূপ মর্দ্দনান্তে ছোট ছোট বটী করিয়া, বটী রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিতে হয়। ইহার একবটী, স্তন্যের সহিত শিশুকে সেবন করাইবে। এই আলুই "হাল্‌ভিভা" নামে সংপ্রতি ইংলণ্ডে কুইনাইনের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রচারিত হইতেছে। মাত্রা—কালমেঘের শুষ্ক পাতা—১০ গ্রেণ, ২০ গ্রেণ গোলমরিচ চূর্ণের সহিত সেব্য। (ডিমক্, ৩য়ঃ খঃ, ৪৬-৪৭ পৃঃ)।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানে কালমেঘ যবতিক্তা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মতে কালমেঘের গুণ—"অগ্নিকৃৎ, বলবর্দ্ধিনী। তিক্তা জরাতিসারঘ্নী বালানাং শুভদা সদা"। কালমেঘ,—অগ্নিজনক, বলবর্দ্ধক, তিক্ত, জরাতিসারঘ্ন এবং বালকের পক্ষে শুভদ।

কালাদানা—কালাদানা।

কালাদানা—Ipomœa Hederacea.

ভাষানাম—বাঃ—কালাদানা। হিঃ—কালাদানা। তাঃ—জিরিকি বিরৈঃ, কডি কক্কতন্ বিরৈ। তৈঃ—কোল্লি বিত্তুলু। গুঃ—কালাদানা। ফাঃ—তুখ্ম্-ই-নীল্। অঃ—হব্বুন্নীল্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। মাত্রা—৫—৮ গ্রেণ।

বক্তব্য—শালিগ্রামনিঘণ্টু কালাদানাকে কৃষ্ণবীজ এবং আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান শ্যামবীজ বলিয়াছেন। তন্মতে কালাদানার গুণ—কৃষ্ণবীজং সরং স্নিগ্ধং শোথোদরহরংপরম্। জ্বরবিষ্টম্ভহারি চ মস্তকাময়নাশনম্। উদাবর্ত্তে কফে নাহে প্রযোজ্যং বুদ্ধিমত্তরৈঃ। (শালিগ্রামনিঘণ্টু) রেচনং শ্যামবীজং স্যাৎ শোথোদরবিনাশনম্। জ্বরে পুরীষসঙ্গে চ দারুণে শিরসো গদে। উদাবর্ত্তে তথানাহে বৈদ্যৈরেতৎ প্রযুজ্যতে। (আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান।)

Constituents.—A thick oil 14.4 p. c., mucilage, albuminous matter in tannin and pharbitis, an active resinous principle, identical with convolvulin, a light yellowish friable mass, of a nauseous acrid taste, and an unpleasant odour, soluble in alcohol and insoluble in ether, benzol, chloroform, and sulphide of carbon.

Actions and uses.—Drastic purgative and anthelmentic, used in constipation. (R. N. Khory, Vol. II., p. 417).

নব্যমত—শালিগ্রামনিঘণ্টু—কালাদানা—রেচক, স্নিগ্ধ, শোথ ও উদররোগহর। জ্বর, উদরাধ্মান, শিরঃপীড়া, উদাবর্ত্ত, কফরোগ ও আনাহরোগে প্রযুক্ত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান—কালদানা,—রেচক ও শোথোদরনাশক। ইহা জ্বর, মলবদ্ধতা, দারুণ শিরঃপীড়া, উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্ষোরি—কালাদানা রেচক ও কৃমিঘ্ন।

কুক্‌শিমে—কুক্‌শিমে।

Celsia Coromandeliana.

বর্ণন—কুক্‌শিমের গাছ শীতকালে যত্রতত্র প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহার ডাঁটায় ও পাতায় রোম আছে, পাতা নরম, পত্রপ্রান্ত তরঙ্গায়িত। সমগ্র উদ্ভিদে বিশেষতঃ পত্রে একপ্রকার তীব্র গন্ধ আছে। ফুল হরিদ্রাবর্ণ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র ও মূল। মাত্রা—পাতার রস ১—২ তোলা। পিষ্ট বা চূর্ণ মূল—২—৮ আনা। মূলকাথ—৫—১০ তোলা।

বক্তব্য—ডিমক্ বলেন (৩য় খঃ ৪ পৃঃ)। কুক্‌শিমের সংস্কৃত নাম কুলাহল। আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানে ইহাকে কুকুন্দর বলা হইয়াছে। ভাবপ্রকাশে কুকুন্দর নামে যে উদ্ভিদের গুণপর্য্যায় লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে "তাম্রচূড়" ও "সূক্ষ্মপত্র" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কুক্‌শিমাতে এই দুই শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানকার, কুকুন্দরের পর্য্যায়ে ভাবমিশ্রোক্ত "তাম্রচূড়" ও "সূক্ষ্মপত্র" শব্দ গোপন পূর্ব্বক স্বরচিত "পীতপুষ্প" ও "কুকুরক্র" শব্দের যোজনা করিয়া, কুকুন্দর কুক্‌শিমা অর্থে গৃহীত হইবার যে বিঘ্ন ছিল তাহা স্পষ্ট অপসারিত করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে গুণোল্লেখেরও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ভাবপ্রকাশে আছে—"কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ। তন্মূল মার্দ্রং নিক্ষিপ্তং বদনে মুখশোষহৃৎ। আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানে আছে—"কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ। রক্তপিত্তমতীসারং দাহং ঘোরং নিহন্তি চ।" বলা বাহুল্য ভাবপ্রকাশোক্ত কুকুন্দর কুক্‌শিমা নহে। আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানকার কৃত এইরূপ প্রাচীন গ্রন্থের আবশ্যকমত পাঠ পরিবর্ত্তন, বিদ্যার্থীর বস্তুতত্ত্বলাভের অন্তরায় বলিয়া মনে করি। ডিমক্ কোথায় কুলাহল শব্দ কুক্‌শিমা অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছেন লেখেন নাই।

Actions and uses.—It has much the same medicinal properties as *Verbascum Thapsus*, and has been brought to notice by Dr. B. M. Chatterjee as a sedative and astringent in diarrhœa. (Phar. of Ind., p. 161). The plant is slightly bitter and abouds in mucilage. The natives usually express the juice and administered it in one ounce doses as a cooling medicine in fever, skin eruptions, dysentery, and such diseases as they consider to be due to heat of blood. (Dymock, Vol. III, p. 4).

নব্যমত—ডাঃ বি, এম্, চট্টোপাধ্যায় বলেন, কুক্‌শিমা অবসাদক এবং অতিসারে ধারক। কুক্‌শিমা ঈষৎতিক্ত এবং বহুপিচ্ছিল। এতদ্দেশীয় লোক, জ্বর রক্তাতিসার ও কণ্ডু কোঠাদিতে কুক্‌শিমার রস আধ ছটাক মাত্রায় সেবন করাইয়া থাকে। (ডিমক্, ৩য়ঃ খঃ, ৪ পৃঃ)।

কুম্ভিকা—কুম্ভিকা।

কুম্ভিকা বারিপর্ণী—Pistia Stratiotes.

বারিপর্ণী হিমা তিক্তা লঘ্বী স্বাদ্বী সরা কটুঃ। দোষত্রয়হরী রুক্ষা শোণিতজ্বরশোষহৃৎ। ভাবপ্রকাশঃ।

ভাষানাম—বাঃ—টোকা পানা। হিঃ—জলকুম্ভী, কাই। মঃ—জলমণ্ডবী। গুঃ—জলকুম্ভী। কঃ—হীষলং। তৈঃ—তুটিকুর।

ভেদ—বঙ্গে সচরাচর তিন প্রকার পানা দেখা যায়—টোকা পানা, ইন্দুরকানি পানা ও ক্ষুদে পানা। টোকা পানার পাতা বৃহত্তম ও তরঙ্গায়িত প্রান্ত। ইন্দুরকানির পাতা ক্ষুদ্র ও ঠোঙ্গার মত মোড়া। ক্ষুদে পানা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, গায়ে কাপড়ে লাগিয়া যায়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বৈদ্যকোক্ত "প্লব" ও "কুম্ভিকা" শব্দে টোকা পানা গ্রহণ করিতে হইবে। পানার মূল ও পত্র ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—স্বরস ১-২ তোলা। কাথ—৫—১০ তোলা।

ভাবপ্রকাশ—টোকা পানা, হিম, তিক্ত, লঘু, স্বাদু, রেচক, কটু, ত্রিদোষঘ্ন, রুক্ষ এবং রক্তদোষ, জ্বর ও শোথ হর।

Constituents.—It contains salts of potassium sodium, magnesium and lime. Also iron aluminum and silicic acid.

Actions and uses.—Demulcent and sedative, given in dysuria. The ashes are applied as a paste with rose water to ring-worm of the scalp. A poultice of the leaves is applied to painful piles. (R. N. Khory, Vol. II., p. 630).

নব্যমত—টোকা পানার মূল,—স্নিগ্ধ ও অবসাদক, ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সেব্য। পানার মূল অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার গোলাপজলের সহিত কেশদদ্রুতে লেপন করিবে। টোকা পানার পাতা বাটিয়া অর্শের বলিতে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ৬৩০ পৃঃ)।

কৃষ্ণচূড়া—কৃষ্ণচূড়া।

কৃষ্ণচূড়া—Cæsalpinia Pulcherrima.

ভাষানাম—বাঃ—কৃষ্ণচূড়া। গুঃ সন্দেশরী। কঃ—কোমরী। কোচিনচায়না—হোয়াকঙ্গ্। মালাবার উপকূলে—তিসিত্তিমন্দার। শিলং—মেনোরামল।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ছাল, পাতা, ফুল। মাত্রা—কাথ ৫—১০ তোলা। পাতা ও ফুলের রস ½—২ তোলা।

বক্তব্য—শালিগ্রাম নিঘণ্টুতে কৃষ্ণচূড়া সিদ্ধেশ্বর নামে উক্ত হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বরের গুণ—"সিদ্ধেশ্বরো হিমঃ তিক্তঃ প্রহিনাড়ীব্রণাপহঃ। বাতব্যাধিহরশ্চৈব ত্রিদোষাময়নাশনঃ"।

Actions and uses.—Antispasmodic, uterine, sedative and laxative, given in amenorrhœa, colic, tympanitis, &c. (R. N. Khory, Vol. II., p. 224).

"All parts of the plant are said to be emmenagogue and purgative, but there appears to be no record of any exact observations upon this point." (Dymock, Vol. I., p. 506).

নব্যমত—কৃষ্ণচূড়া, আক্ষেপহর, গর্ভাশয়ের অবসাদকারী এবং মৃদুরেচক। ইহা রজোরোধ, শূল, এবং উদরাধ্মানের সহিত মলমূত্ররোধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (আর, এন্, কোরী, ২য়: খ:, ২২৪ পৃ:)।

ডিমক্ বলেন কৃষ্ণচূড়ার পত্রমূলাদি সকলই রক্তস্রাব বর্দ্ধিত করিতে পারে এবং ইহা বিরেচক। কিন্তু এ বিষয়ে কেহ যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন এরূপ কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না। (ডিমক্,২য়: খ:, ৫০৬ পৃ:)।

গঞ্জা—গঞ্জা।

The female flowering top of Cannabis Stiva.

आग्नेयी तर्पिणी बल्या मन्मथोद्दीपनी चला। निद्रासञ्जननी गर्भपातिनी च विकाशिनी। वेदनाक्षेपहारिणी मेया च मदकारिणी। आत्रेय-संहिता।

*** श्वसृगालादिदंशोत्थं जलातङ्कं निवारयेत्। वाम्लायामन्तरायामी विसूचीमपि दारुणाम्। मदात्ययं महाघोरं शूलञ्च वाम्लपित्तकम्। अग्नि-मान्द्यं हरेच्चापि रजोऽस्रमतिसंस्रुतम्। * आयुर्व्वेदविज्ञानम्।**

মাত্রা—বলবান্ যুবকের পক্ষে—¼—১ গ্রেণ, ৪। ৬ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। বালকের পক্ষে ১/১৬ গ্রেণ।

আত্রেয়সংহিতা—গঞ্জা, অগ্নিজনক, তর্পক, বলপ্রদ, কামোদ্দীপক, মনের চাঞ্চল্যজনক, নিদ্রাদাতা, গর্ভপাতকারী, বিকাশী, বেদনা ও আক্ষেপহর এবং মত্ততাজনক।

আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান—গঞ্জা, ক্ষিপ্ত কুকুর শৃগালাদি জন্তু দংশন করিলে যে জলাতঙ্ক উপস্থিত হয় তাহা নিবারণ করে। ইহা ধনুষ্টঙ্কার, দারুণ বিসূচীকা, মদাত্যয়, শূল, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য ও অতিরিক্ত স্ত্রীরজঃস্রাব নিবারণ করে।

Constituents.—A volatile oil and resin, which is the most active principle, and contains an alkaloid cannabine; tetano cannabine and cannabinon, gum, sugar and potassium nitrate.

Actions and uses.—Anodyne hypnotic, antispasmodic, sudorific, aphrodisiac and appetizing; in large doses narcotic. In medicinal doses and taken for the first time it acts as an agreeable intoxicant, as a result of which, time, distance and sound are magnified. It exhilarates the spirit, excites the imagination and increases the appetite; medicinally it acts as an anodyne and antispasmodic, but is inferior to opium. It has, however, the advantage of not producing constipation, loss of appetite nor the unpleasant after effects peculiar to opium.

It is largely used in headache of a continuous or chronic character, asthma, whooping cough, chronic bronchitis, titanus, hydrophobia and other spasmodic affections as hysteria, chorea &c. It is also used in nervous vomiting, mental depression, delirium tremens &c. It is sometimes used in place of opium as a hypnotic where opium cannot be borne; and largely used in menorrhagia and dysmenorrhœa, also used in chronic rheumatism. Among the natives it is largely used as an aphrodisiac and as an intoxicant like opium and alcohol. In large doses or if habitually taken or its use preserved in, it produces a bloated face, congested eyes, tremulous and weak limbs, imbecility, weakness or loss of memory. (R. N. Khory, Vol. II., p. 570).

নব্যমত—গাঁজা, বেদনাহর, নিদ্রাজনক, আক্ষেপ নিবারক, ঘর্ম্মকারক, বৃষ্য এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক। অধিক মাত্রায় মাদক। যাহারা গাঁজা কখন খায় নাই তাহারা ঔষধোচিত মাত্রায় গাঁজা খাইলে বেশ স্ফূর্ত্তিকর নেশা হয়, তখন সময়, দূরত্ব এবং শব্দ বিশালতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা সাহস কল্পনাশক্তি ও ক্ষুধা বর্দ্ধিত করে। ঔষধরূপে ইহা বেদনাহর ও আক্ষেপনাশক বটে কিন্তু অহিফেনের তুল্য নহে। পক্ষান্তরে আফিমের মত ইহা কোষ্ঠবদ্ধকারী ও অগ্নিমান্দ্যজনক নহে। কিংবা আফিমের সহচরস্বরূপ অন্যান্য কষ্টপ্রদ উপসর্গও আনয়ন করে না। গাঁজা—পুরাণ ও দীর্ঘানুবন্ধি শিরঃপীড়া, শ্বাস, ঘুংড়ি কাসি, সঞ্চিত কাস, ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক (Hydrophobia), মূর্চ্ছাদি পীড়া, নার্ভের উত্তেজন হেতু বমন, বিষণ্ণতা, প্রলাপ, ও কম্পাদিতে ব্যবহৃত হয়। নিদ্রাজননার্থ আফিম প্রয়োগ রোগীর অসহ্য হইলে তৎপরিবর্ত্তে গাঁজা ব্যবস্থা করা হয়। অপিচ ইহা রমণীগণের অতিরিক্ত রজঃস্রাব কিংবা কষ্টরজঃ এবং পুরাণ বাতরোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লোকে বাজীকরণ স্বরূপ এবং আফিম ও মদের মত মাদকরূপে, গাঁজা সেবন করে। গাঁজা, অধিক পরিমাণে সকৃৎ সেবন, অভ্যস্তভাবে সেবন কিংবা দীর্ঘকাল সেবন করিলে, মুখ (bloated) চক্ষু

রক্তবর্ণ, হস্তপদের কম্প ও ক্ষীণতা, এবং স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা বা হানি হইয়া থাকে। (আর্, এন্, খোরি, ২য়: খণ্ড, ৫৭০ পৃ:)।

গণ্ডগাত্র—গণ্ডগাত্রম্।

গণ্ডগাত্রম্—Anona Squamosa. Eng.—Custard apple, sweet sop.

গণ্ডগাত্রং হিমং বৃষ্যং বাতপিত্তনিসূদনম্। শ্লেষ্মলং তর্ষশমনং বান্ত্যরুৎক্লেশনিপীড়নম্। অত্রিসংহিতা।

তর্পণং রক্তকৃৎ স্বাদু শীতলং হৃদ্যমেব চ। বলদং মাংসকৃদ্দাহরক্তপিত্তমরুৎপ্রণুৎ। সীতাফলন্তু মধুরং শীতং হৃদ্যং বলপ্রদম্। বাতলং কফকৃৎ স্বাদু পুষ্টিকৃৎ পিত্তনাশনম্। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরঃ।

গণ্ডগাত্রের ভাষানাম—বাঃ—আতা। হিঃ—শরীফা, সীতাফল। ফাঃ—শরীফঃ। তাঃ—সীতাপলম্। তৈঃ—সীতাপুন্দ্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, বীজ। মাত্রা—মূলচূর্ণ ½—১ আনা।

অত্রিসংহিতা—আতা,—হিম, বৃষ্য, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্মজনক, তৃষ্ণানিবারক এবং বমন ও বিবমিষা হর।

বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকর—আতা—রক্তকৃৎ, স্বাদু, শীতল, হৃদ্য, বলপ্রদ, পুষ্টিকর মাংসকর এবং দাহ, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

Constituents.—Oil and resins. The seeds, leaves and immature fruit contain an acrid principle. (R. N. Khory, Vol. II., p. 23.)

" The seeds, leaves, and immature fruit, contain an acrid principle which is destructive to insect life; the seeds are much used by the natives for removing lice from the head, they require to be applied with caution; for if any particles get into the eye, much pain and redness is produced. (Dymock, Vol. I., p. 44).

Actions and uses.—Insecticide. The seeds and leaves are poisonous to insect life. The crushed leaves are applied to the nostrils in hysteria, and mixed with salt and made into a poultice are applied

nutritive. It increases the assimilation of nitrogenous and hydro-carbon food.

Therapeutics.—Given as a household drink. Among the natives an infusion of tea with Trikatu is used as a carminative and diaphoretic in fevers, dyspepsia in mental overwork &c. Its tannin combines with the gelatine of the food, and hence its excess leads to dyspepsia and also to constipation. Its use should be avoided in hysteria, insomnia, in those suffering from cardiac valvular disease *. (R. N. Khory, Vol. II., p. 84).

"The principle use of tea is to form an agreeable, slightly stimulating, soothing and refreshing beverage. It was also formerly believed that tea, from the *theine* it contained, had the effect of diminishing the waste of the body, and as any substance that does this necessarily saves food, it was regarded as indirectly nutritive; but Dr. Edward Smith has shown that, on the contrary, tea increases the bodily waste by acting as respiratory excitant, and in other ways. From containing gluten, tea has also been regarded as directly nutritive, but in the ordinary mode of making tea this substance is not extracted to any amount. The action of tea is thus described by Dr. Smith:—It increases the assimilation of food both of the flesh and heat-forming kind; and with abundance of food must promote nutrition, whilst in the absence of sufficient food it increases the waste of the body." Tea is also a powerful astringent, and should not, therefore, be taken until some time after meals, as it is likely to produce dyspepsia from the combination of its tannic acid with the gelatin of the food and production of an insoluble tannate; for the same reason if taken in excess it is likely to cause constipation. Tea should not be taken as beverage by those who suffer from wakefulness, or by those who are liable to hysteria or palpitation of the heart from valvular desease. As a nervine stimulant tea may be taken with advantage, for headache and neuralgia, and in other affections, caused by exhaustion of the system from depression of nerve-power. Its effects as a nervine stimulant are due to the *theine* contained in it. (Dymock, Vol. I., pp. 179-80.)

নব্যমত—পরিমিত চাপান, শ্রমহর, উষ্ণ, আরামজনক, ও ঘর্ম্মকর। অতি মাত্রায় সেবনে, হৃদয়, মস্তিক, মোটর নার্ভ ও পাকস্থালীর ক্রিয়া বিকৃতি জন্মে। অতএব বিবমিষা বমন, পেটফাঁপা, গ্রহণী, হস্তপদ কম্প, মুখ বিবর্ণ, ক্ষীণনাড়ী, জ্রর উপরিভাগে বেদনা, মত্ততা বিশেষ (Hallucination) কে যেন বুক চাপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ উৎকট স্বপ্ন দর্শন (Nightmare) হইয়া থাকে। চা পান শরীর ক্ষয় হ্রাস করে অতএব ইহা পরোক্ষ-

ভাবে পোষক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। নাইট্রোজেন্ ও হাইড্রোকার্ব্বন্ মূলক খাদ্য চা দ্বারা উত্তমরূপ পরিপাচিত হয়। চা গোষ্ঠীপানীয়রূপে পীত হইয়া থাকে। জ্বর, গ্রহণী এবং অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনায় এদেশের লোকে বায়ুনাশক ও ঘর্ম্মকর বলিয়া ত্রিকটুচূর্ণের সহিত চা পান করিয়া থাকে। চা তে "ট্যানিন্" আছে, এই ট্যানিন্ ভুক্ত বস্তুর "জিলাটিনের" সহিত মিলিত হয়, সুতরাং অতিরিক্ত চা পানে সংগ্রহগ্রহণী এবং কোষ্ঠবদ্ধ রোগ জন্মিয়া থাকে। যাঁহারা মূর্চ্ছা, অনিদ্রা, হৃৎস্পন্দন ও হৃদয়ের ভাল্‌ভের বিকৃতিজাত রোগে পীড়িত, চা পান তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৮৪ পৃঃ)।

চা প্রধানতঃ, আরামদায়ক, কিঞ্চিৎ উত্তেজক এবং শ্রমহর পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে চা'র থিনি (Theine) নামক উপাদান শরীরের ক্ষয় হ্রাস করিতে পারে। যে কোন বস্তুর ক্ষয় হ্রাস করিবার শক্তি আছে, সেইগুলি অবশ্যই আহারের আবশ্যকতা ও কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করিয়া থাকে। অতএব প্রকারান্তরে চা পোষক বস্তুর অন্তর্গত হইল। কিন্তু ডাঃ এডওয়ার্ড স্মিথ্ প্রমাণ করিয়াছেন, চা ক্ষয় হ্রাস করা দূরে থাকুক, উহা নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস ক্রিয়া দ্রুত করিয়া এবং অন্যান্য প্রকারে শরীরের ক্ষয় বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। চা তে গ্লুটেন্ আছে বলিয়া অনেকে ইহাকে সাক্ষাৎ পোষক বস্তু বলিয়া মনে করেন, কিন্তু সচরাচর যে প্রণালীতে চা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ গ্লুটেন্ কিঞ্চিৎমাত্রও নিষ্কাশিত হয় না। ডাঃ স্মিথ্ চা পানের ফল এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—মাংস এবং উত্তাপোৎপাদক খাদ্য পরিপাচিত করিবার পক্ষে চা প্রশস্ত। ভূরি ভোজনের সহিত চা পান করিলে অবশ্য পোষণক্রিয়া বর্দ্ধিত করে, কিন্তু পক্ষান্তরে প্রচুর ভোজনের অভাব হইলে উহাই শরীরক্ষয় বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। চা বলবান্ সঙ্কোচক, অতএব ভোজনের অব্যবহিত পরেই কদাচ পান করা উচিত নহে। মাথাধরা, নিউর্যাল্‌জিয়া এবং নার্ভের বলক্ষয়জাত অন্যান্য পীড়ায় চা, নার্ভের উত্তেজক পানীয়রূপে ব্যবহার করিলে ফললাভ হয়। (ডিমক্, ১ম খণ্ড, ১৭৯-৮০ পৃঃ)।

চোবচিনী—চোবচিনী।

দ্বীপান্তরবচা, চোবচিনী—Smilax China, Smilax Glabra.

পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—**অশ্বগন্ধাসমং পরমৌষধী প্রন্থিসংযুতা।**

বর্ণতঃ পাটলাভা চ দৃঢ়া চ মধুরা রসে। ত্রিবর্ণিষধাতুঃ।

দ্বীপান্তরবচা কট্বী তিক্তোষ্ণা বহ্নিদীপিজন্। বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নী

মলমূত্রবিশোধিনী। বাতব্যাধীনপস্মারমুন্মাদং তনুবেদনাম্। ব্যপোহতি বিশেষেণ ফিরঙ্গাময়নাশিনী। **ভাবপ্রকাশঃ।**

দ্বীপান্তরবচা তিক্তা চোষ্ণা চাগ্নিপ্রদীপনী। ধাতুবৃদ্ধিকরী বল্যা মলমূত্রবিশোধিনী। তারুণ্যদা পৌষ্টিকী চ বৃষ্যা চৈব রসায়নী। গর্ভপ্রদা বদ্ধবিট্ক মাধ্মানোন্মাদনাশিনী। বাতং শূলমপস্মারধাতুক্ষয়বিনাশনী। অঙ্গগ্রহং ফিরঙ্গোপদংশং মান্দ্যং কটীগ্রহম্। পক্ষাঘাত মুরুস্তম্ভ রাজযক্ষ্ম-ব্রণৌ তথা। গণ্ডমালাং নেত্ররোগং শুক্রশোণিতদোষকম্। সর্ব্বাঙ্গকম্প-বাতঞ্চ কুব্জবাতঞ্চ নাশয়েৎ। **নিঘণ্টুরত্নাকরঃ।**

ভাষানাম—বাঃ—তোপচিনি। হিঃ—চোব্‌চিনি। তাঃ—কোরিঙ্গে। তৈঃ—পিরাঙ্গিচক্কা। অঃ—কুষ্‌-এস্‌-শিনি।

ভাবপ্রকাশ—তোপচিনি,—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, কান্তিকর, মলমূত্ররোধ নাশক, আধ্মানহর, শূলঘ্ন, মলমূত্র শোধক, বাতব্যাধি, অপস্মার, উন্মাদ, গাত্রবেদনা, এবং বিশেষতঃ ফিরঙ্গরোগ (সিফিলিস্) নাশক।

নিঘণ্টুরত্নাকর—তোপচিনি,—তিক্ত, উষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, ধাতুবৃদ্ধিকর, বলপ্রদ, রসায়ন, গর্ভপ্রদ, মলরোধনাশক, আধ্মানহর, উন্মাদ বিনাশন, বাতশূল, অপস্মার, ধাতুক্ষয়, গাত্রবেদনা, ফিরঙ্গনাম উপদংশ, কটীবাত, পক্ষাঘাত, উরুস্তম্ভ, রাজযক্ষ্মা, ব্রণরোগ, গণ্ডমালা, নেত্ররোগ, শুক্র এবং শোণিতের দোষ, সর্ব্বাঙ্গ কম্প ও কুব্জতা নাশক।

বক্তব্য—চোবচিনি শব্দের অর্থ চীনদেশীয় কাষ্ঠ। Smilax Glabra নামক উদ্ভিদের কন্দাকৃতিমূলকে চোবচিনি বলে। ইহা চীনদেশ হইতে আনীত হয়। রক্সবর্গ বলেন এই উদ্ভিদ্ শ্রীহট্ট এবং গারোপর্ব্বতেও জন্মে। এবং তদ্দেশীয় লোকে ইহাকে হরিণমুকচীনা বলে। চীন হইতে আনীত চোবচিনির সহিত ইহার আকৃতিও বর্ণগত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যে চোবচিনি ভারী, যাহার বর্ণ গোলাপ ফুলের মত এবং যাহার গাঁট নাই তাহাই উত্তম এবং ঔষধার্থ প্রশস্ত। কোন যুনানী গ্রন্থকার বলেন—কচিৎ তাজা চোবচিনিও এদেশে আনীত হইয়া থাকে। এইরূপ কতকগুলি তাজা চোব-চিনীর মূল তিনি মুর্শিদাবাদে রোপণ করিয়াছিলেন। ইহাদের পত্র ও প্রতান নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি খনন করিয়া দেখিয়াছিলেন, ঐ চোবচিনির মূলের যথেষ্ট অপকর্ষ জন্মিয়াছে এবং গুণও চীন হইতে আনীত চোবচিনির তুল্য নহে।

Constituents.—Fat, Sugar, a glucoside, colouring matter, gum and starch.

Actions and uses.—Diaphoretic stimulant, alterative and resolvent ; given with anantamula in long standing headache, chobchini, with masataki, elachi and taja boiled with milk, is given in rheumatism, gout, and epilepsy ; also in general cachexia, scrofula seminal weakness and constitutional tertiary syphilis. The rhizome is made into a paste and applied to swelled hands and feet in general obesity. (R. N. Khory, Vol. II., p. 585).

"The authors of the *Makhzan-el Adwiya* has a long article upon its medicinal virtues. He also notices particularly the variable appearance of different samples of the drug, and directs that what is heavy, of a rose colour, and free from knots is to be selected. He tells us that the fresh root is some times brought to India ; some of this he planted at Moorshedabad (A. H. 1178) ; it produced a climbing stem with small elongated leaves, not unlike a bamboo ; after a year's time he dug it up, but found that the roots had degenerated and did not retain the qualities of China article.

"The reported good effects of China-root on the Emperor Charles V., who was suffering from gout, acquired for the drug a great celebrity in Europe, and several works were written in praise of its virtues. But though its powers were soon found to have been greatly over-rated, it still retained some reputation as a sudorific and alterative, and was much used at the end of the 17th century in the same way as sarsaparilla. It still retains a place in some modern Pharmacopœias. (Dymock, Vol. III., p. 501.)

নব্যমত—তোপচিনি, ঘর্ম্মকর, উষ্ণ, রসায়ন, এবং অপক্ক স্ফোটক এবং অর্ব্বুদাদি বসাইয়া দিতে পারে। দীর্ঘকালের শিরঃপীড়ায়, অনন্ত মূলের সহিত তোপচিনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাসাতকি, এলাচ ও তেজপত্রের সহিত তোপচিনি দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ, বাত, আমবাত, অপস্মার, ধাতুবৈষম্য রক্তাল্পতা, গণ্ডমালা, শুক্রক্ষীণতা, চিরজাত ত্রিরাবৃত্ত ফিরঙ্গরোগে পান করিতে দেওয়া হয়। তোপচিনি পেষণ পূর্ব্বক হস্ত পদের স্ফীতিতে প্রলেপ দেওয়া যায়।

সম্রাট্ পঞ্চম চার্লসের বাত হওয়ায়, তিনি তোপচিনি ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছিলেন। সেই হইতে য়ুরোপে তোপচিনির সমাদর বেশ ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। এবং তোপচিনির গুণের প্রশংসা করিয়া কতকগুলি পুস্তকও রচিত হইয়াছিল। কালক্রমে

যদিও প্রকাশ পাইয়াছিল যে তোপচিনির গুণ অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত, ঘর্ম্মকর ও রসায়ন বলিয়া তোপচিনির খ্যাতি অব্যাহত ছিল। এবং উহা সার্শাপ্যারিলার মত ব্যবহৃত হইত। এখনও কোন কোন আধুনিক ফার্ম্মাকোপিয়াতে তোপচিনি স্বীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। (ডিমক্, ৩য় খঃ, ৫০ পৃঃ)।

জিঙ্গিনী—जिङ्गिनी।

जिङ्गिनी—Odina Wodier.

अन्वर्थसंज्ञा—"**सुनिर्य्यासा**"।

जिङ्गिनी मधुरा सोष्णा कषाया व्रणशोधिनी। कटुका व्रणहृद्रोग-वातातीसारहृत् पटुः। तमालशालवद्‌ग्राह्या दाहविस्फोटहृत् पुनः। भावप्रकाशः।

वातघ्नी मधुरोष्णा च व्रणघ्नी योनिशोधिनी। जिङ्गिनी कटुका पाके तथातिसारनाशनी। राजवल्लभः।

ভাষানাম—বঃ—জিওল। হিঃ—জিঙ্গিনী, কাসমল্লা। তৈঃ—গম্পিনা।

জিওলের সংস্কৃত নাম নির্দ্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয়—রুকসবর্গ—জিবল (Jeevula), ডিমক্—জিঙ্গিনী, অজশৃঙ্গী, নেত্রৌষধি, স্কোরি—অজশৃঙ্গী, জিয়ল, নেত্রৌষধি, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈদ্যকোক্ত জিঙ্গিনীই জিওল।

Constituents.—The bark contains tannin and ash, the ash contains considerable quantity of potassium, carbonate and hence deliquescent.

Actions and uses.—Astringent used as a gargle for the mouth; also as a lotion for skin eruptions. The bark mixed with Neem oil is said to be very useful application for chronic ulcers. The gum beaten up with brandy is used as an application to sprains and bruises. The gum is given internally in asthma and as a cordial to woman during lactaion. (R. N. Khory, Vol. II., p. 165).

"In the Pharmacopœia of India the astringent properties of the bark are noticed, and its use as a lotion in impetiginous eruptions and obstinate ulcerations. A decoction of the bark is recommended by

Dr. B. Bose as an astringent gargle. At Pondicherry the bark is administered in gout and dysentery; it has a stimulant action. (Dymock, Vol. I., p. 393).

নব্যমত—জিওলের ছালের ক্বাথ সঙ্কোচক। ইহা মুখরোগে কবলার্থ ব্যবহৃত হয়। বিসর্পাদিরোগে এই ক্বাথ পরিষেচনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। জিওলের ছালচূর্ণ নিমের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুরাণ ক্ষতে প্রয়োগ করা হয়। ইহা ক্ষত পূরক। জিওলের আঠা, ব্রাণ্ডির সহিত পেষণ করিয়া পিষ্ট, ঘৃষ্ট অঙ্গে প্রলেপ এবং শ্বাসরোগে সেবন করান হইয়া থাকে। স্তন্যদাত্রী স্ত্রীলোকেরা হৃদয়ের বলপ্রদ বলিয়াও ইহা সেবন করিয়া থাকেন। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য়: খঃ, ১৬৬ পৃঃ)।

"ফার্ম্মাকোপিয়া অভ্ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে জিওলের ছালের সঙ্কোচনী শক্তির উল্লেখ আছে। বিসর্পাদিরোগে এবং কদর্য্যক্ষতে জিওল ছালের ক্বাথ ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। ডাঃ বি, বসু সঙ্কোচক বলিয়া এই ক্বাথ মুখরোগে ব্যবহার করিতে বলেন। পণ্ডিচারীর লোকে জিওলের ছাল, বাত ও আমরক্তাতিসারে ব্যবহার করে। জিওলের ছাল সমুত্তেজক। (ডিমক্, ১মঃ খঃ, ৩৯৩ পৃঃ)।

ঢেঁড়শ—ঢঁড়ষ।

ঢঁড়ষ—Hibiscus Cancellatus, H. Esculentus, Abelmochus Esculentus. Eng.—Edible Hibiscus.

ভাষানাম—বাঃ—ঢেঁড়শ। হিঃ—রাম তরই। তাঃ—ভেণ্ডয়িকেক্। তৈঃ—বেণ্ডাকয়া। গুঃ—ভিণ্ডু। অঃ—বমিয়া।

বক্তব্য—ঢেঁড়শকে, আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানে 'পিচ্ছিলা' বলা হইয়াছে। পিচ্ছিলার গুণ—"যোনিপ্রদাহহৃৎ। বিষদোষপ্রমেহাস্রপিত্তহৃদ্ বলপুষ্টিকৃৎ"। ডিমক বলেন—কাহার কাহার মতে ঢেঁড়শের সংস্কৃত নাম তিন্দিশ। ডিমকের মতে ঢেঁড়শের সংস্কৃত নাম ভেণ্ডা। রাজনিঘণ্টুক্ত ভেণ্ডার পর্য্যায়ে "অম্লপত্রক" শব্দ এবং গুণোল্লেখ স্থলে "অম্লরসা" কথিত হইয়াছে। ঢেঁড়শে এই দুই শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, সুতরাং রাজ নিঘণ্টুক্ত ভেণ্ডা ঢেঁড়শ নহে।

Constituents.—Fresh capsules contain pectin, starch, mucilage and ashes, rich in salts of potash, lime and magnesia, the ripe seeds contain phosphoric acid.

Actions and uses.—Emollient, demulcent, diuretic, cooling and aphrodisiac, given in irritation of the throat, catarrh of the bladder, dysuria, and gonorrhœa. (R. N. Khory, Vol. II., p. 91).

"Mahometan writers describe it as cold and moist and beneficial to people of a hot temperament. *Roxburgh* considers it to be nourishing as well as mucilaginous and recommends it as a valuable soothing and demulcent remedy in irritation of the throat caused by coughing. In the Bengal Dispensatory a lozenge is recommended." (Dymock, Vol. I., p. 211).

নব্যমত—ঢ্যাঁড়শ,—স্নিগ্ধ, শীত, মূত্রকর ও বৃষ্য। ইহা গলা "খুশ্ খুশ্" করিয়া কাসি, শ্লৈষ্মিক মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। (ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ৯১ পৃঃ)।

রক্সবর্গের মতে ঢ্যাঁড়শ উৎকাসির উত্তম ঔষধ। "বেঙ্গল ডিস্পেন্সেটরী" নামক পুস্তকে উৎকাসিতে ঢ্যাঁড়শের লজেঞ্জুস্ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

তাম্রকূট—ताम्रकूटः।

ताम्रकूटः, कलञ्जः—Nicotiana Tabacum.

तमाखुः पित्तलस्तीक्ष्णश्चोष्णोवस्तिविशोधनः। मदकृद्भ्रामकश्चित्तो दृष्टिमान्द्यकरः सरः। वामकः कटुकोरुक्ष्यो वातस्यानुविलोमकः। कफकासश्वासवातकोष्ठवातक्रमोञ्जयेत्। दन्तशूलदृष्टिरुजो लिक्षायूका दिकान् गदान्। वृश्चिकादिविषं शोथं नाशयेदिति कीर्त्तितम्। शालिग्रामनिघण्टुः।

कलञ्जसंवेष्टनधूमपानात्। स्याद्दन्तशुद्धिर्मुखरोगहानिः। कफघ्न मामज्वरहानिलञ्च। गान्धर्वविद्याप्रवणैकसेव्यम्। विष्णुसिद्धान्त-सारावली।

शिरोगदच्छित् श्रवणः कलञ्जो। वक्षोविषं विश्वविषस्य हन्ता। कलञ्जसंवेष्टनधूमपानात्। स्याद्दन्तशुद्धिर्मुखरोगहानिः। आयुर्व्वेद-विज्ञानम्।

ভাষানাম—বাঃ—তামাক, তামাকু। হিঃ—তমাখু। মঃ—তম্বাখু। গুঃ—তমাকু। ফাঃ—তম্বাকু। অঃ—তম্বাক।

ঔষধার্থ ব্যবহার—আর্দ্র ও শুষ্ক পত্র, ডাঁটা—সমগ্র উদ্ভিদ্। মাত্রা—শুষ্কপত্র চূর্ণ ½—২ আনা। পত্ররস ½—২ তোলা।

শালিগ্রাম নিঘণ্টু—তামাকের পত্রাদি,—পিত্তকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বস্তিশোধন, মত্ততাজনক, খাইলে গা ঘোরে, তিক্ত, দর্শন শক্তি নিস্তেজকারী, রেচক, বমনকারী, কটু, রুচিজনক, বায়ুর অনুলোমক, কফ, শ্বাস, কাস, বাত, কোষ্ঠবাত এবং কৃমি জয় করে, দন্তপীড়া, শুক্রের পীড়া, চক্ষুরোগ, উকুন, বিছার বিষ, এবং শোথ নাশক।

বিষ্ণুসিদ্ধান্তসারাবলী—তামাকের পাতার চুরটের ধূম পান করিলে দন্ত ও মুখরোগ নিবৃত্তি পায়। ইহা কফঘ্ন ও আমজ্বর নাশক। তামাক স্বয়ং বিষ, কিন্তু বিবিধ বিষনাশক, ইহা শিরোরোগ হর। নস্য করিলে হাঁচি হয়।

Constituents.—Nicotine—a liquid alkaloid, Nicotianin a volatile sable camphoraceous principle, resin, albumen, gum, extractive matter and ash, containing a large amount of salts as sulphates, nitrates, chlorides phosphates, malates and citrates of potassium, ammonium calcium &c.

Actions and uses.—The juice of the leaves is sedative and anti-spasmodic. Dry leaves are irritant, nauseating, emetic and sometimes purgative, in small doses, tobacco stimulates the secreting glands as the saliva, the intestinal secretions and the urine. It lessens the sense of excessive exertion and fatigue. It keeps the bowels free. In some persons it usually causes vomiting. In large doses and if taken for a long time it produces tremors, clonic spasms, contracted pupils, depression of the heart, cold skin and profuse sweats. In toxic doses, it leads to coma, and death by paralysis of the heart and respiration. smoking or chewing tobacco leaves to excess, causes irritation of the fauces, pharynx and stomach, leading to dyspepsia to great nervous depression, impaired sexual appetite and even to angina. It interfers with nutrition, digestion and assimilation, and hence smoking is very injurious in the young. In a few cases, it leads cardiac hypertrophy, cardiac dilatation and even cardiac valvular lesion.

Nicotina, Nicotine or Nicotia is the poisonous principle. Its quantity varies greatly in different specimens. To obtain it add potassa to concentrated acidulated infusion of the leaves, shake with

ether to dissolve thealkaloid, add oxalic acid to form nicotine oxalate; this is precepitated by ether. It is a colourless volatile oily liquid; taste acrid, odour strong and disagreeable ; exposed to the air it rapidly becomes brown. It forms soluble salts with acids ; soluble in water, also in alcohol and ether, Does $\frac{1}{10}$ to $\frac{1}{6}$ gr. given in tetanus, and strychnine poisoning.

According to some, tobacco smoke contains no nicotine, but in its stead it contains a series of empyreumatic decomposition products as pyridine, picoline, collidine, parvoline, &c. In the smoke of tobacco used for pipe, pyridine is found in the largest quantity ; whereas in cigars, where there is free access of air, collidine predominates. Tobacco smoke also contains about 9. p. c. of carbon dioxide ; and such substances as hydrocyanic acid, creosote, hydrogen sulphide gas and acetic, carbolic and valerianic acids.

Nicotine is a violent gastric irritant. It often leads to vomiting and collapse. Its action is very rapid, and fatal results follow in a few minutes. Given in minim doses internally or 2 minims by the rectum, it relieves spasm in tetanus and in strychnine poisoning. $\frac{1}{24}$ gr. hypodermically injected is also very effective. Tobacco may be given as a diuretic in renal dropsy and as an antispasmodic in emphysema, asthma, whooping cough, obstinate hiccough, nymphomania, chordee and to relieve colic. It may also be used as inhalation, in nasal polypi, nasal catarrh, headache, chronic giddiness, and fainting. The leaves are made hot and applied to the abdomen in colic and gripes, and to the spine in tetanus. The upper surface of the leaf painted with silarasa is used as an application to the painful swelling of the testes in orchitis. Fresh leaves when bruised are locally applied as a palliative in urticaria, gouty and rheumatic painful joints, and to the abdomen in lead colic. The natives use a course powder or thin slices of the leaves to smoke in hukka or to chew it in the month. Moderate tobacco smoking is considered to be calmative, and cardiac sedative, disinfectant, and good for fumigating rooms. A very fine powder of the leaves known as tapkhir (snuff) is often used as a tooth powder. (R N. Khory, Vol. II., pp. 446-7).

There can be no doubt that the moderate use of tobacco smoking is not injurious to a great many people, but it is equally certain that on some constitutions it produces mischievous effects. For a full account of the injurious action of the excessive use of the herb by smoking, snuffing, or chewing Stille's *therapeutics* may be consulted.

He shows that it lessons the natural appetite more or less impairs digestion and induces constipation, while it irritates the month and throat rendering it habitually congested and impairing the puriety of voice. It induces a constant sense of uneasiness and nervousness, with epigastric sinking or tension palpitation (irritable heart'') hypo chondriasis, impaired memory, neuralgia, and frequent urination. Chewing and snuffing tend to cause gastralgia, but smoking causes neuralgia of the fifth pair. It renders vision weak and ancertain, causing objects to appear nebulous, or creates muscæ volitantes and similar subjective perceptions. Analogous derangements of hearing occur, with buzzing, ringing &c. In the ears, and even hallucinations of this sense. Often there is a feeling of a rush of blood to the head, with vertigo and impairment of attention, so as to prevent continuous mental effort ; the mind is also apt to be filled with crude and groundless fancies leading to self-distrust and melancholy. The sleep is frequently restless and disturbed by distressing dreams. It impairs muscular power and co-ordination, probably both by interfering with nutrition and by exhausting nervous force an usually keeps down the growth of muscle and the deposit of fat. Lander-Brunton remarks that the effect produced on the system by tobacco smoking may be partly due to nicotine, but are probably rather due to products of its decomposition, such as *pyridine* and *collidine*. In pipe smoking pyridine preponderates, but when tobacco is smoked in cigars, where there is free access of air, the chief product of the dry distillation undergone by the tobacco is *collidine*, which is far less active than pyridine and this may partly account for the fact that many Europeans who have resided for some years in India, are unable to smoke a pipe but can smoke many times the equivalent of a pipeful of tobacco in the form of cigars with impunity." (Dymock, Vol. II., pp. 638-9).

নব্যমত—তামাকের পাতার রস অবসাদক এবং আক্ষেপ নিবারক। শুষ্ক পত্র—উত্তেজক, বিবমিষা জনক, বমনকারী এবং কচিৎ বিরেচক। অল্প মাত্রায় ইহা লালা, আন্ত্রিক নিঃসরণ এবং মূত্রস্রাব বর্দ্ধিত করে, শ্রম ও ক্লান্তি অপনোদন করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, কাহার কাহার ইহা সেবন করিলে, কম্প, মৃগী রোগীর মত আক্ষেপ, অক্ষিতারকার সঙ্কোচ, হৃদয়ের অবসাদ, ত্বকের অস্বাভাবিক শৈত্য এবং প্রচুর ঘর্ম হইয়া থাকে। বিষকারী মাত্রায় সেবিত হইলে, ইহা "কোমা" আনয়ন করে এবং হৃদয় ও নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস ক্রিয়ার অবসাদ জন্মাইয়া মৃত্যু ঘটায়। অতিরিক্ত মাত্রায় তামাক সাজিয়া খাইলে বা চর্ব্বণ করিলে গলদেশ, কণ্ঠ ও পাকস্থলীর উত্তেজনা জন্মে। এবং পরি-

পাযে গ্রহণী, শরীরের অবসাদ, স্ত্রী সম্ভোগেচ্ছার ন্যূনতা, এমনকি নিঃশ্বাসের রুদ্ধপ্রায়তা জন্মিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহা পোষণ ও পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত করে। অতএব বালক ও যুবকগণের পক্ষে তামাক সাজিয়া খাওয়া বা চর্ব্বণ করা অতীব অনিষ্টকর। কাহার কাহার হৃদয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, স্ফীততা প্রভৃতি উৎকট পীড়া জন্মিয়া থাকে।

"নাইকোটিন্" তামাকের অন্যতম বীর্য্যবান্ উপাদান। ইহা বিষবৎ অনিষ্টকারী বটে, কিন্তু মাত্রানুসারে বিচার পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে ইহা প্রাণপ্রদ ভেষজ।

তামাক, শোথ বিশেষে (Renal dropsy) মূত্রকারকরূপে এবং শ্বাস, ঘুংড়িকাসি, কষ্টসাধ্য হিক্কা, অত্যুৎকট স্ত্রী সম্ভোগেচ্ছা, শিশ্নের আক্ষেপ ও অধোবক্রতা এবং শূল প্রশমনার্থ আক্ষেপহররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতিশ্যায়, শিরঃপীড়া, দীর্ঘকালের শিরোঘূর্ণনও ভ্রমিরোগে, তামাকের ধূম আঘ্রাণ করিতে দেওয়া হয়। তামাকের পাতা গরম করিয়া শূল ও পেটকামড়ানিতে পেটে এবং ধনুষ্টঙ্কাররোগে পৃষ্ঠবংশে স্থাপন করা হয়। তামাক পাতার ঊর্দ্ধপৃষ্ঠে শিলারস লেপন করিয়া, যন্ত্রণাদায়ক কোষের স্ফীতিতে লাগাইয়া দেওয়া হয়। কোঠ অর্থাৎ গায়ে বোল্তা কামড়ানর মত দাগ, বাতের ফুলা এবং সীসক হেতু ভূত শূলে (Lead colic) তামাকের কাঁচা পাতা পেষণপূর্ব্বক প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পরিমিতরূপে তামাকের ধূম পান করিলে, তামাক হৃদ্য, অবসাদক, ও সংক্রমণহর। বাসগৃহ ধূপিত করিবার পক্ষে ইহা প্রশস্ত। তামাকের অতি সূক্ষ্মচূর্ণ দন্তধাবন চূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। (আর্, এন্, কোরি, ২য়ঃ খঃ, ৪৪৬-৪৭ পৃঃ)।

পরিমিত মাত্রায় তামাকের ধূমপান যে অনেকের পক্ষে অহিতকর নহে এ বিষয়ে যেমন সন্দেহ নাই, কোন কোন লোকের শরীরে তামাক যে বিশেষ অনিষ্টোৎপাদন করে এ কথাও তদ্রূপ নিশ্চিত। তামাক অতিমাত্রায়, নস্যরূপে, চর্ব্বণ করিয়া, কিংবা সাজিয়া, খাইলে যে অনিষ্টপরম্পরা সংঘটিত হয় ষ্টিলারের "থিরাপিউটিক্স" নামক পুস্তকে তৎসমুদয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, তামাক যে কোনরূপে অতি মাত্রায় সেবন করিলে ক্ষুধা মন্দীভূত হয়, পরিপাক শক্তি অল্লাধিক হীনবল হয়, কোষ্ঠবদ্ধ দেখা দেয়, মুখ ও গলদেশ সতত উত্তেজিত হওয়ায় তত্তৎ অঙ্গে স্থায়ী রক্তাধিক্য জন্মিয়া থাকে, ও স্বরের বিকৃতি হয়, মন সর্ব্বদা অপ্রসন্ন, পেট ভার, বুক ধড়ফড় করা, পেটে বেদনা, বিষণ্ণভাব, স্মৃতি শক্তির হানি, নিউর‍্যাল্‌জিয়া এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ করিতে হয়। তামাক চর্ব্বণ করিলে বা নস্য লইলে, পাকস্থলীর প্রদাহ ঘটিবার সম্ভাবনা, কিন্তু ধূমপান করিলে নার্ভের পঞ্চমী যুগ্মের (Fifth pair) শূল জন্মিয়া থাকে। দৃষ্টিশক্তি দুর্ব্বল ও প্রতিহত হয়, দৃষ্টবস্তু বেশ স্পষ্ট দেখা যায়না—আকাশ মেঘাবৃত হইলে যেমন অস্পষ্ট দেখায় সেইরূপ লক্ষিত হয়, অপিচ নানাবিধ দৃষ্টি বিভ্রম, শ্রবণশক্তির দৌর্ব্বল্য, কর্ণে বিচিত্র, অদ্ভুত ও মিথ্যা শব্দ শ্রবণ, মনে হয় যেন মাথার প্রবলবেগে রক্ত

উঠিতেছে, শিরোঘূর্ণন, কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার শক্তিহানি হওয়ায়, অধিকন্ত মানসিক শ্রমে অপটুতা, মন অভিনব অমূলক কল্পনায় পূর্ণ থাকে, ইহার ফলে বিমর্ষাত্মক মনোবিকার এবং নিজের প্রতি অবিশ্বাস ঘটিয়া থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্তন এবং নিদ্রা ভীতিপ্রদ স্বপ্নমালায় বিড়ম্বিত হয়। পোষণের বিঘ্ন এবং নার্ভের বলক্ষয় হওয়ায় পেশীর শক্তি এবং সম কার্য্যকারিত্ব (Co-ordination) হ্রাস পায় ইহার ফলে পেশীর বর্দ্ধন এবং উহাতে মেদঃসঞ্চয় মন্দীভূত হইয়া থাকে। (ডিমক্, ২য় খঃ, ৬২৮-৩৯ পৃঃ)।

ত্বক্—त्वक्।

वराङ्गम्, गुडत्वक्, सैंहलम्—Ceylon Cinnamon ; त्वक्पत्रम्, लाटपर्णम्—Indian Cinnamon. Cinnamomum Iners, C. Nitidum.

भेदः—सैंहलं, लाटपर्णञ्च।

अन्वर्थसंज्ञा—"सुरभिवल्कलम्," "हृद्यम्," "वल्यम्," "कामवल्लभम्," "मुखशोधनम्"।

वराङ्गं लघुतीक्ष्णोष्णं कफवातविषापहम्। कण्ठवक्त्ररुजोहन्ति शिरोरुग्वस्तिशोधनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

त्वचन्तु कटुकं शीतं कफकासविनाशनम्। शुक्लामशमनञ्चैव कण्ठशुद्धिकरं लघु। राजनिघण्टुः।

त्वचं लघूष्णं कटुकं स्वादु तिक्तञ्च रुक्षकम्। पित्तलं कफवातघ्नं कण्डूामारुचिनाशनम्। हृद्वस्तिरोगवातार्शःकृमिपीनसशुक्रहृत्। तन्वी दारुसिता स्वाद्वी तिक्ता चानिलपित्तहृत्। सुरभिः शुक्रला वर्ण्या मुखशोषतृषापहा। भावप्रकाशः।

वह्निमान्द्यानिलहर माध्मानाक्षेपनाशनम्। वान्त्युत्क्लेशशमनं संग्राहि

দ্রমনাশিষ্ঠুম্। অস্য তৈলং রজঃস্রাবি তোয়ে ক্ষিপ্তং নিমজ্জতি। আত্রেয়-সংহিতা।

দারুচিনির ভেদ—উৎপত্তিস্থানভেদে দারুচিনি তিন প্রকার—(১) সিংহল দারুচিনি, (২) চীন দেশীয় দারুচিনি, (৩) ভারতীয় দারুচিনি। ধন্বন্তরি ও নরহরি উভয়েই দারুচিনির পর্য্যায় কথনে "সৈংহলং লাটপর্ণঞ্চ" এই দুইটী শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। লাট, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী দেশ। লাট দেশজাত দারুচিনি সম্ভবতঃ C. Iners, C. Nitidum বৃক্ষের ত্বক্। ভারতবর্ষীয় দারুচিনিকে হিন্দুস্থানের লোকে "ত্বজ্" বলে। দারুচিনি জাতীয় নানা বৃক্ষের ত্বক্ ত্বজ্ নামে কথিত হইয়া থাকে, ইহাদের নাম—C. Tamala, C. Iners C. Nitidum. ইহাদের মধ্যে C. Tamala হিমালয় সন্নিহিত দেশে এবং শেষোক্ত দুইটী দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিমোপকূলে জন্মে। সৈংহল ও চীনদেশীয় দারুচিনি উত্তম, ভারতীয় দারুচিনি অধম। সৈংহল দারুচিনি পীততাম্রবর্ণ, অনেকগুলি পাৎলা লম্বা ত্বক্ একত্র কোঁকড়াইয়া কলমের মত হইয়া থাকে। চীনদেশীয় দারুচিনি প্রায় অনেকগুলি একত্র জড়াইয়া থাকে না—এক একটী আলাহিদা, আকৃতিতে অসম, স্থূলতায় যুবতীর অঙ্গুলিতুল্য, ভাঙ্গিলে "মড় মড় করিয়া শব্দ হয়, মনোহর গন্ধ, স্বাদ মিষ্ট ও ঝাল। ভারতীয় দারুচিনি কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ, স্থূল, তত মধুর নহে, গন্ধ তীব্রতর, ভিজাইলে পিচ্ছিল হয়।

মাত্রা—চূর্ণ ১—৪ আনা। কাথ ২—৪ তোলা।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—দারুচিনি, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফ, বাত ও বিষদোষ নাশক, কণ্ঠ ও মুখ রোগ নাশক, শিরঃপীড়াহর এবং বস্তি শোধন।

রাজনিঘণ্টু—দারুচিনি,—কটু, শীত, এবং কফজ, কাস, শুক্র নাশক নেত্ররোগ, আমাতীসার নাশক, সারক লঘু ও কণ্ঠশুদ্ধিকর।

ভাবপ্রকাশ—ত্বজ্ অর্থাৎ ভারতীয় দারুচিনি, লঘু, উষ্ণ, কটু, স্বাদু, তিক্ত, রুক্ষ, পিত্তপ্রদ, কফবাতঘ্ন কণ্ডূ, আমদোষ ও অরুচি নাশক; হৃদয় ও বস্তির বিবিধরোগ, বাত, অর্শ ও কৃমি নাশক। তরুণ কফরোগ ও শুক্রদোষ হয়; সিংহল বা চীনদেশীয় দারুচিনি,—স্বাদু, সুরভি, তিক্ত, বাতপিত্ত হর, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণের হিতকর এবং মুখশোষ ও তৃষ্ণা নাশক।

আত্রেয় সংহিতা—দারুচিনির তৈল,—অগ্নিমান্দ্য বায়ুবৃদ্ধি, আধ্মান, আক্ষেপ, বমন, বিবমিষা ও বস্তশূলাদি বস্তরোগ প্রশমন। ইহা ধারক এবং রজঃস্রাবকারী। এই তৈল জলে ঢালিলে ডুবিয়া যায়।

Constituents.—Volatile oil, 2 p., c. cinnamio acid, resin, tannin, sugar, mannit, starch, mucilage, ash, &c.

Actions and uses.—The bark is an agreeable, carminative anti-spasmodic, aromatic, stimulant, astringent and germicide, and is used as adjunct to other medicines. The oil has no astringency. It is a Vascular and nervine stimulent. In large doses the oil in an irritant and narcotic poison. In medicinal doses it is a good remedy for flatulence, paralysis of the tongue, enteralgia and cramps in the stomach; also to check nausea and vomiting. As an antiseptic it is used as an injection in gonorrhœa. As a germicide, it destroys the pathogenic bacilli and is used internally in typhoid fever. The bark is hæmostatic, and has a specific action on the uterus and is given with other uterine hæmorrhages; also given in flatulence, nausea, vomiting and to check diarrhœa and the gripes caused by other medicines. Cinnamic acid is antitubercular and is used as an injection in phthisis. (R. N. Khory, Vol. II., p. 528).

নব্যমত—দারুচিনি,—হৃদ্য, বায়ুনাশক, আক্ষেপহর সুগন্ধি, উষ্ণ, সঙ্কোচক এবং রোগোৎপাদক জীবাণু নাশক (Germicide) দারুচিনি, অন্যান্য ভেষজের সহকারী রূপে ব্যবহৃত হয়। দারুচিনির তৈল সঙ্কোচক নহে। ইহা নাড়ী প্রতান এবং নার্ভবর্গের উত্তেজন-কারী। অধিক মাত্রায় ইহা বিষবৎ কার্য্য করে। ভেষজোপযোগী মাত্রায় সেবিত হইলে ইহা, উদরাধ্মান, জিহ্বাস্তম্ভ, অন্ত্রের শূল, আমাশয়ের আক্ষেপ, বিবমিষা ও বমন নিবারণের উত্তম ঔষধ। এন্টিসেপ্টিক্ বলিয়া গণোরিয়া রোগে দারুচিনির তৈলের পিচকারী দেওয়া হয়। রোগোৎপাদক জীবাণু নাশক বলিয়া ইহা টায়ফয়েড্ জ্বর প্রভৃতিরোগে ব্যবহৃত হয়। দারুচিনি রক্তরোধক—গর্ভাশয়ের উপরি ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। গর্ভাশয় হইতে রক্তস্রাবে দারুচিনি হিতকর। দারুচিনি, আমাতীসারের ও রেচক ঔষধ সেবন জন্য পেটকামড়ানিতে বিশেষ উপকারী। উরঃক্ষতে দারুচিনির এসিড্ (Cinnamic acid) পিচকারী করা হয়। (আর্, এন্, কোরি, ২য়: খ:, ৫২৮ পৃঃ)।

पूदिन—पुदिनः।

पुदिनः, रोचनी—Mentha Sylvestris.

अन्वर्थसंज्ञा—"वान्तिहारी," "अजीर्णहरः," "रुचः," "मारु-रोमनः," "कृमिघ्नपत्रः"।

पुदिनस्तु गुरुः स्वादू रुच्योहृद्यः सुखावहः। मलमूत्रस्तम्भकरः कफकासमदापहः। अग्निमान्द्यविसूच्यघ्नः संग्रहण्यतिसारहा। जीर्णज्वरं कृमींश्चैव नाशयेदिति कीर्त्तितम्। **निघण्टुरत्नाकरः।**

रोचनी वह्निजननी वक्त्रजाड्यनिसूदनी। कफवातहरी बल्या छर्द्यरोचकवारिणी। **आयुर्व्वेदविज्ञानम्।**

ভাষানাম—বাঃ—পুদিনা। হিঃ—পোদিনা। ফুদিনো। ফাঃ—পুদং। অঃ—ফুদানজ্। ইং—ওয়াইল্ড মিণ্টো।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রক্ষুপ। **মাত্রা**—রস ½—১ তোলা, কাথ ২ তোলা।

নিঘণ্টুরত্নাকর—পুদিনা,—গুরু, স্বাদু, রুচিজনক, হৃদ্য সুখাবহ, মলমূত্রস্তম্ভকর, কফ, কাস ও মত্ততা নাশন, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচীকা, সংগ্রহগ্রহণী অতিসার জীর্ণজ্বর ও কৃমি বিনাশন।

আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান—পুদিনা,—রুচিজনক, অগ্নিকর, মুখের জড়তা নাশকারী, কফবাত হর, বল্য এবং বমনও অরুচিনাশক।

বক্তব্য—প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে পুদিনার উল্লেখ নাই। পুদিনা তিন প্রকার—বন্য, পার্ব্বতীয় ও জলজ। কএক প্রকার পুদিনা উদ্যানে পালিত হইয়া থাকে। ইহাদের লাটিন নাম—Mentha Viridis (spear-mint), M. Piperita, M. Incana (peppermint), M. Sativa, M. Aquatica, M. Arvensis. ইহাদের মধ্যে M. Incana, এবং Micromeria Capitellata পিপারমিণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে।

Constituents.—A votatile oil similar in composition to peppermint, but differing from it in odour and flavour ; resin, gum and tannin.

Actions and uses.—Stimulant, carminative and stomachic ; given in hiccough, vomiting &c. A vapour of the leaves is largely inhaled with olen chaha in catarrh and fevers. (R. N. Khory, Vol. II., p. 488).

Different kinds of mint are used as domestic remedies on account of their stimulant and carminative properties. They are often made into a medicinal *chutney,* which is eaten to remove a bad taste in the month in febrile conditions of the body, *e. g.*, padina, kharik (dry dates), black peper, rock salt, raisins, and cumin in equal proportions are rubbed into a chutney with limejuice. (Dymock, Vol. III., p. 103).

নব্যমত—পুদিনা—উষ্ণ, বায়ু নাশক ও পাচক। ইহা হিক্কা বমনাদিরোগে সেব্য। পত্রের ভাপ রা জ্বর ও তরুণ কফরোগে হিতকর। (আর্, এন্, খোরি, ২য় খঃ, ৪৮৮ পৃঃ)।

পেঁপে—পঁপে।

পঁপে—Carica Papaya. Eng.—Papaw.

ভাষানাম—বাঃ—পেঁপে। হিঃ—পেঁপিয়া। তাঃ—পপ্পালি মরাম। তৈঃ—বপৈয়া পণ্ডু। ইং—পপ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—আঠা। মাত্রা—পূর্ণবয়স্কের পক্ষে চার চামচের এক চামচ। ৭—১০ বৎসর বয়স্কের অর্দ্ধ অর্দ্ধ চামচ। তিন বৎসর বা তন্ন্যূন বয়স্কের পক্ষে চার চামচের ⅙ অংশ।

Constituents.—The juice contains an albuminoid, digestive or milk curdling ferment—Papain or Papayotin.

Papayotin.—A concentrated, active principle, obtained from the juice by precipitation with alcohol. A whitish, amorphaus hygroscopic powder, soluble in 75 p. c., of absolute alcohol, water and glycerine. Dose 2 to 10 grs. It is capable of digesting 200 times its weight of fresh pressed blood fibrin. Its action is quicker than that of pepsin at a higher temperature, and does not require an addition of free acid. Seven grains of papayotin can digest one pint of milk. It acts as a solvent in alkaline solutions, and like pepsin it curdles milk. Dose 1 to 8 grains. The *fresh fruit* contains a caoutchouc-like substance; a soft yellow resin, fat, albuminoids, sugar, pectin, citric, tartaric and malic acids, dextrine, &c. The *dried fruit* contains a large amount of ash 84. p.c. which contains soda, potash and phosphoric acid. The *seeds* contain an oil, papaya oil or caricin, an oil-like substance of a disagreeable taste and smell, soluble in ether and alcohol; several acids; similar to palmitic acid, carica fat acid and a crystalline acid called papayic acid, a resin acid and a soft resin. *Leaves* contain an alkaloid called Carpaine.

Physiological actions.—The action of the milky juice of the unripe fruit upon the raw meat is well known among Indian cooks. It is on enzyme, similar to pepsin, acting as a salvent in alkaline, acid or neutral solutions. It is a powerful disgestive of meat albumen, forming true peptones. As a solvent of fibrin and other nitrogenous substances, the juice makes the meat tender, and is used as an anthelmintic, and for dyspepsia. Externally it is applied for ring worm and psoriasis, sometimes it is given as an emmenagogue. It is not precipitated like

pepsin on boiling, but is precipitated by mineral acids, iodine, mercuric cloride. (R. N. Khory, Vol. II., pp. 301-2.)

নব্যমত—"পেপেওটীন্" পেঁপের আঠার অন্ততম বীর্য্যবান্ উপাদান—ইহা পেঁপের আঠা হইতে নিষ্কাশিত হয়। মাত্রা—২-১০ গ্রেণ। "পেপেওটীন্", স্বীয় ওজনের ২০০ গুণ, সদ্যোৎকৃত্য মাংস হইতে নিষ্পীড়িত রস, পরিপাক করিতে পারে। অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্মার সহায়তা পাইলে কোনও এসিডের সংযোগ বিনা "পেপ্‌সিন্" অপেক্ষা দ্রুততর কার্য্য করিয়া থাকে। ৭ গ্রেণ "পেপেওটীন্" এক পাঁইট অর্থাৎ দেড় পোয়া দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে।

কাঁচা পেঁপের আঠায় যে মাংসজরণ শক্তি বিদ্যমান একথা এতদ্দেশীয় পাচক সম্প্রদায়ের বেশ জানা আছে। পেঁপের আঠা—কৃমিঘ্ন ও গ্রহণীতে হিতকর। দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মবিকারে পেঁপের আঠার প্রলেপ দেওয়া হয় এবং কদাচিৎ ইহা রক্তঃস্রাবকারী স্বরূপও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ৩০১-২ পৃঃ)।

পেয়ারা—পিয়ারা।

পিয়ারা—Psidium Guava. P. Pyriferum—White Guava. P. Pomiferum—Red Guava.

ভাষানাম—বাঃ—পেয়ারা। হিঃ—সরিফা। তাঃ—বিলয় গোয়া পঝাম। তৈঃ—ইরাজাম্ পণ্ডু। অঃ—অম্‌রূদ্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ছাল ও পাতা। ছালের কাথ ৫—১০ তোলা। কোমল পত্রচূর্ণ ১—৪ আনা।

Constituents.—The bark contains tannin 27·4 p. c. Resin and crystals of calcium oxate.

Actions and uses.—Astringent the unripe fruit is undigestible, and often causes bilious vomiting and feverishness. The ripe fruit is edible but produces costiveness. The bark of white guava is astringent and the decoction is used along with other astringents, for chronic diarrhœa of children. It is also used as a wash in propalapsus. The leaves are astringent and stomachic, and are used to arrest vomiting in diarrhœa. The bark and leaves of the red variety are used to allay vomiting and diarrhœa in cholera. (R. N. Khory, Vol. II., p. 273.)

নব্যমত—পেয়ারার পাতা ও ছাল সঙ্কোচক। কাঁচা পেয়ারা পরিপাক করা কঠিন এবং খাইলে প্রায়ই বমন ও জ্বরভাব জন্মে। পাকা পেয়ারা সুখাদ্য বটে কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধ আনয়ন করে। শাদা পেয়ারা গাছের ছালের কাথ, অপরাপর সঙ্কোচক বস্তুর সহিত শিশুগণের পুরাতন উদরাময়ে সেবনার্থ ব্যবহৃত হয়। পেয়ারার কচিপাতা, কষায় ও পাচক, ইহা অতিসার রোগীর বমন নিবৃত্তির জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লাল পেয়ারার ছাল ও পাতা, শিশুর অতিসার ও বমনে সেবন করান হয়। (কোরি, ২য়: খ:, ২১৩ পৃ:)।

ফেনিল—ফেনিলঃ।

রিঠা, ফেনিলঃ, অরিষ্টকঃ—Sapindus Trifoliatus. Eng.—Soapnut tree.

অন্বর্থ সংজ্ঞা—"রক্তবীজঃ," "পীতফেনঃ," "গর্ভপাতনঃ"।

অরিষ্টক স্ত্রিদোষঘ্নো গ্রহজিদ্গর্ভপাতনঃ। ভাবপ্রকাশঃ।

রীঠাকরঞ্জস্তিক্তোষ্ণঃ কটুস্নিগ্ধশ্চ বাতজিৎ। কফঘ্নঃ কুষ্ঠকণ্ডূতি-বিষবিস্ফোটনাশনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ।

অরিষ্টকঃ কটুঃ পাকে তীক্ষ্ণোষ্ণো লেখনো গুরুঃ। দোষত্রয়হরো গর্ভপাতনো গর্ভশান্তিকৃৎ। তজ্জলং বামকং পানাদস্যাঞ্জীর্ণবলাপহম্। অর্দ্ধশোর্থব্যথাং হন্তি বমনাদিবিনাশনম্। শালিগ্রামনিঘণ্টুঃ।

ভাষানাম—বাঃ—রিটা। হিঃ—রিঠা। তাঃ—পাম্লানকট্টাই। তৈঃ—কুঙ্কুডু করালু। গুঃ—অরিথা। ইং—সোপ্‌নাট্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফলের শাঁস, বীজ ও মূল। ফলের শাঁসের মাত্রা—½—১ আনা।

রাজনিঘণ্টু—রিঠা—তিক্ত, উষ্ণ, কটু, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, কফঘ্ন, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, বিষদোষ, ও বিস্ফোটনাশক।

ভাবপ্রকাশ—রিঠা—ত্রিদোষনাশক, গ্রহদোষহারী এবং গর্ভপাত করাইয়া থাকে।

শালিগ্রামনিঘণ্টু—রিটা—পাকে, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ; লেখন, গুরু, ত্রিদোষহর,

গর্ভপাতন, গর্ভশান্তিকারী। ইহার কাথ পান করিলে বমন হয়, নস্য করিলে শিরঃপীড়া ও আধকপালে নিবৃত্তি পায় এবং বমন দ্বারা বিষদোষ নাশ করে।

Constituents.—Saponin 11·5 p. c. Glucose and pectin. The thick cotyledons contain white fat 30 p. c. It saponifies readily.

Actions and uses.—Expectorant, emetic, anthelmintic and purgative. Externally stimulant and irritant, used in asthma, Colic, worms, and as a purge combined with scammony. Externally applied to the mucous membrane of the nose to rouse patients from insensibility in hysteria, epilepsy, hemicrania and melancholia ; also applied to scrofulous and other glandular swellings and to the bites of venomous reptiles ; used also to destroy pediculi and to wash and cleanse the hairs of the head. Pessaries made of the kernel of the seeds are used in amenorrhœa and after childbirth to stlmulate the uterus to a healthy contraction. (R. N. Khory, Vol. II., p. 74.)

Fumigations with it are useful in hysteria and melancholy. The root is said to be useful as an expectorant. Rheed describes the tree as anti-arthritic, and says a bath is prepared with the leaves, and the root is administered internally. The bark is astringent. We have no record of the use of this fruit as a poison for human beings, doses of 70 grains and more appear to have no injurious effect upon the system when taken as a purge." (Dymock, Vol. I., p. 368.)

নব্যমত—রিঠা,—কফাপসারক, বমনকারী, কৃমিঘ্ন এবং বিরেচক। বাহিরে প্রয়োগ করিলে সমুত্তেজক। ইহা, শ্বাস, শূল ও কৃমিরোগে এবং সক্মুনিয়ার (হিন্দি নাম) সহিত রেচনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূর্চ্ছা, অপস্মার, আধকপালে ও বিমর্ষাত্মক উন্মাদ-গ্রস্ত লুপ্তসংজ্ঞ রোগীর নাসিকাভ্যন্তরে রিঠাচূর্ণ প্রয়োগ করিলে, রোগীর সংজ্ঞা হীনতা দূরীভূত হইয়া চৈতন্যোৎপাদন করে। রিঠা, গণ্ডমালাদি রোগে ও বিষধর সরীসৃপদংশনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। রিঠা ব্যবহার করিলে উকুন মরিয়া যায় এবং মাথার চুল পরিষ্কার থাকে। রিঠার বীজের শাঁস জলে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া তরল করিবে। পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ড ইহাতে ভিজাইয়া যোনিতে ধারণ করিলে, যে রমণীর রজোরোধ হইয়াছে তাহার রজঃপ্রবৃত্তি পুনরাগত হইয়া থাকে। প্রসবের পর গর্ভাশয়ের স্বাভাবিক সঙ্কোচ স্বরায় পুনরানয়নার্থও ঐ বস্ত্রখণ্ড যোনিতে ধারণ করা যাইতে পারে। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৭৪ পৃঃ)।

রিঠার ধূমগ্রহণ, মূর্চ্ছা ও বিমর্ষাত্মক মনোবিকারে প্রশস্ত। রিঠার মূল কফাপকর্ষক বলিয়া কথিত। রীডি বলেন রিঠার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে স্নান করিলে

এবং রিঠার মূল সেবন করিলে সন্ধিস্ফীতি, আমবাত বিনাশ পায়। রিঠার ছাল সঙ্কোচক। রিঠার ফল যে মানুষের পক্ষে বিষ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ আমাদের জানা নাই। বিরেচনার্থ ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত রিঠা ব্যবহার করিয়াও কোন অনিষ্টোৎপত্তি দৃষ্ট হয় নাই। (ডিমক্, ১মঃ খণ্ড, ৩৬৮ পৃঃ)।

বাকুচিভেদ—বাকুচিভেদ:।

বাকুচিভেদ:, খিরারি:—Psoralia Corylifolia, Trifolium Uniflorum.

খিরারির্বাকুচিভেদ: কুষ্ঠদোষবয়াস্রজিৎ। বাতরক্তহরো লেপাৎ শিত্র-খিত্রবিনাশনঃ। আত্রেয়সংহিতা।

ভাষানাম—বাঃ—বুচ্‌কিদানা। ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। মাত্রা—বীজচূর্ণ ½—২ আনা।

আত্রেয়সংহিতা—বুচ্‌কিদানা, কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক। ইহার প্রলেপে ছুলি ও শ্বেতি বিনষ্ট হয়।

Constituents.—A colourless oil, extractive matter 13·5 p.c., albumen, sugar, ash, 7·5 p. c. Containing a trace of manganese.

Actions and uses.—Seeds are alterative nervine tonic, laxative, aphrodisiac and stimulant; given in leprosy and chronic skin diseases. (R. N. Khory, Vol. II., p. 225).

Some years ago the seeds were extensively tried in Bombay by Dr. Bhao Daji and others, as a remedy in leprosy, with some success.

Dr. Kanay Lall Dey strongly recommends the oleo-resinous extract of the seeds diluted with simple unguents as an application in leucoderma. He says "After application for some days the white patches appear to become red or vascular; some times a slightly plainful sensation is felt, occasionaliy some small visicles or pimples appear, and if these be allowed to remain undisturbed, they dry up, leaving a dark spot of pigmentary matters gradually develope, which ultimately coalesce with each other, and thus the whole patch disappears. It is also remarkable that the appearance of fresh patches is arrested by its application. (Dymock, Vol. I., p. 413).

নব্যমত—বুচ্‌কিদানা,—রসায়ন, নার্ভের বলপ্রদ, রেচক, বৃষ্য ও উষ্ণ। ইহা কুষ্ঠ ও অন্যান্য চর্ম্মবিকারে সেবনও লেপনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, কোরি, ২য়: খণ্ড, ২২৫ পৃ:)।

বম্বের ডাক্তার ভাওদাজি এবং অপরে কএক বৎসর পূর্ব্বে বহু কুষ্ঠ রোগীকে বুচ্‌কিদানা সেবন করাইয়া ফল লাভ করিয়াছিলেন।

ডাঃ কানাইলাল দের মতে বুচ্‌কিদানা শ্বেতকুষ্ঠের উত্তম ঔষধ। ইনি বলেন—বুচ্‌কিদানার "অলিও রেজিনাশ্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট" মাথমের সহিত প্রলেপ দিলে কএক দিনের মধ্যে শ্বেত কুষ্ঠাক্রান্ত অঙ্গ লাল হইয়া থাকে। ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ বেদনাও অনুভূত হয়। কখন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা বা ফুস্কুড়ি উঠিয়া থাকে বটে, কিন্তু উহাদিগকে না ছিঁড়িলে, না টিপিলে, অতি সত্বর আপনা হইতেই শুষ্ক হয় এবং সেই স্থানে একটী কাল দাগ পড়ে। এই কাল দাগটী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শ্বেতবর্ণ স্থানটুকুকে গাত্রসবর্ণতা দান করে—কখন বা প্রান্ত হইতে আরাম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বুচ্‌কিদানা ব্যবহার করিলে উৎপন্ন শ্বেতকুষ্ঠ আরাম হয় এবং আর নূতন আবির্ভূত হইতে পারে না।" অন্যান্য অনুসন্ধানকারিগণের মতে শ্বেতকুষ্ঠ প্রশমনে বুচ্‌কিদানার শক্তি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত নহে। (ডিমক্, ১মঃ খণ্ড, ৫১৩ পৃঃ)।

বিম্বী—বিম্বী।

বিম্বী, তুণ্ডিকা, কটুতুণ্ডী—Cephalandra Indica.

ভেদ:—বিম্বী, মধুরবিম্বী চ।

তুণ্ডিকা কফপিত্তাস্রক্শোফপাণ্ডুজ্বরাপহা। শ্বাসকাসাপহং স্তন্যং ফলং বাতকফাপহম্। বিম্বীফলং স্বাদু শীতং স্তম্ভনং লেখনং গুরু। পিত্তাস্রদাহশোফঘ্নং বাताध्मानविबन्धकृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टु:।

কটুতুণ্ডী কটুস্তিক্তা কফবান্তিবিষাপহা। अरोचकास्रपित्तघ्नी सदा पथ्या च रोचनी। বিম্বী তু মধুরা শীতা পিত্তশ্বাসকফাপহা। ধন্তুগ্‌জ্বরহরা রম্যা কাসজিৎ মুষ্টিবিম্বীকা। রাজনিঘণ্টু:।

বিম্বীফলং স্বাদু শীতং গুরু পিত্তাস্রবাতজিৎ। স্তম্ভনং লেখনং রুচ্যং বিবন্ধাऽऽध्मानকারকম্। ভাবপ্রকাশ:।

ভাষানাম—বাঃ—তেলাকুচা। হিঃ—কডবী কন্দুরী মঃ—কডু তোণ্ডলী। গুঃ—কড়বী ঘোলী। কঃ—তীতকুন্দূরু।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল ও পত্র। মধুর ও তিক্তভেদে বিম্বী দুই প্রকার। তন্মধ্যে তিক্তবিম্বীকে তেলাকুচা এবং মধুর বিম্বীকে কুঁদ্রুকি বলে। মাত্রা—মূল ও পত্ররস ১—২ তোলা।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—তেলাকুচার মূল ও পত্র,—কফ, রক্তপিত্ত, শোথ, পাণ্ডু, জ্বর, শ্বাস ও কাস নাশক এবং শুক্রপ্রদ। ফল, বাত কফাপহ। স্বাদুবিম্বীফল অর্থাৎ কুঁদ্রুকি—স্বাদু, শীত, স্তম্ভন, লেখন, গুরু, ও রক্তপিত্ত, দাহ, শোথনাশক এবং বায়ুপ্রকোপ ও আধ্মানহর এবং মলমূত্ররোধক।

রাজনিঘণ্টু—তেলাকুচা—কটুতিক্ত, কফ, বমন ও বিষনাশক, অরোচক, কাস, রক্তপিত্ত নাশক, হিতকর ও রুচিজনক। কুঁদ্রুকি—মধুর, শীতল, পিত্ত, শ্বাস ও কফনাশক, এবং জ্বর ও কাসহর।

ভাবপ্রকাশ—স্বাদু বিম্বী অর্থাৎ কুঁদ্রুকির ফল,—স্বাদু, শীতল, গুরু, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক, স্তম্ভক, লেখন, রুচিকর, মলমূত্ররোধ ও আধ্মানকারক।

Constituents.—The dried powder contains resin and an alkaloid starch, sugar, gum, fatty matter, an organic acid and ash 16 p. c. which contains no manganese.

Actions and uses.—Alterative; given in diabetes, enlarged glands and in skin deseases such as pityriasis. (R. N. Khory,—Vol. II., p. 307).

"The root and juice of the leaves is used medicinally. The wild fruit is very bitter, but that of the cultivated form is sweet and is much used as a vegetable. In Hindu medicine the juice of the tuberous root is used as an adjunct to the metalic preparations prescribed in diabetes in doses of one tola (180 grs.) every morning. Dutt States that he has known several patients who were benefited by its use. *Ainslie* notices its use in southern India, and says that the juice of the leaves is applied to the bites of animals. Moodeen Sheriff States that in the bazars of the South the root is sold as a substitute for caper root. In the concan the root pounded with the juice of the leaves is applied to the whole body to induce perspiration in fever and the green fruit is chewed to cure sores on the tongue. (Dymock, Vol. II., p. 86).

নব্যমত—তেলাকুচার মূল ও পত্ররস, বহুমূত্ররোগে ব্যবস্থিত ধাতুঘটিত ঔষধের অনুপান স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইহার মাত্রা ১ তোলা অর্থাৎ ১৮০ গ্রেণ ওজন। ডাঃ উদয়-চাঁদ বলেন ইহা ব্যবহার করিয়া অনেক বহুমূত্ররোগী বেশ ফল পাইয়াছেন। এন্স্লি বলেন দাক্ষিণাত্যের লোকে বিষধর প্রাণী দ্বারা দষ্ট রোগীকে তেলাকুচার পাতার রস পান ও দষ্টস্থানে লেপনার্থ প্রয়োগ করিয়া থাকে। কঙ্কন প্রদেশে জ্বররোগীর ঘর্ম্ম নিঃসরণার্থ তেলাকুচার মূল তেলাকুচার পাতার রসে পেষণ পূর্ব্বক গাত্রে মাখান হয় ও জিহ্বার ক্ষত প্রশমনার্থ তেলাকুচার কাঁচা ফল চর্ব্বণ করিয়া থাকে। (ডিমক্, ২য়ঃ খঃ, ৮৭ পৃঃ)।

বিহিদানা—বিহিদানা।

বিহিদানা—Pyrus Cydonia. Eng.—Quince seed.

ভাষানাম—বাঃ হিঃ—বিহিদানা, মোগলাই বিহিদানা। তাঃ—সিমাইমা দালাই-ভিরাই। তৈঃ—সিমা-ভালিমা ভিট্টুলু। কাঃ—বিহিদানাঃ। অঃ—মজ্।

বিহিদানার ভেদ—মখ্জান্ রচয়িতার মতে বিহিদানা তিন প্রকার—স্বাদু, অম্ল ও কিঞ্চিৎ অম্ল। স্বাদু ও কিঞ্চিৎ অম্ল বিহিদানা আরব ও পারস্য দেশের লোকে ভক্ষণ করে। তাহাদের মতে ইহা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের হিতকর এবং বল্য। বিহিদানা বৃক্ষের পত্র, কুঁড়ি ও ছাল সঙ্কোচক বলিয়া আরবদিগের গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। মাত্রা—১—৪ আনা।

Constituents—The seeds contain a mucilage named cydonin, albuminous matter, fixed oil, an oily liquid which contains œnanthic ether, and ash 3-5 p. c., containing alkalies: alkaline earths, iron &c.

Actions and uses.—Cydonium or quince seeds are nutritive astringent demulcent and emollient, and given with sugar in cough, dysentery, catarrhal affections of the throat and pulmonary mucous membrane; also used as a vehicle for injection in gonorrhœa and urinary disorders. Externally the mucilage is applied to burns and scalds. (R. N. Khory, Vol. II., p. 245.)

নব্যমত—বিহিদানা,—পোষক, সঙ্কোচক, স্নিগ্ধ ও স্নেহোপগ। ইহা চিনির সহিত কাস, আম ও রক্তাতিসার, কফজন্য গলরোগ ও উরোগত শ্লেষ্মরোগে ব্যবহৃত হয়। মূত্রস্রোতঃ সম্বন্ধীয় পীড়া ও গণোরিয়ার পিচকারী দিবার জন্য যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, বিহিদানা তাহাদের অন্যতম। বিহিদানা ভিজাইয়া অগ্নিদগ্ধ ও অত্যুষ্ণ তরলংস্ত দ্বারা দগ্ধ অঙ্গে প্রলেপ দেওয়া হয়। (আর্, এন্, খোরি, ২য়ঃ খঃ, ২৪৫ পৃঃ)।

ভঙ্গা—भङ्गा।

विजया, मङ्गाशनम्, त्रैलोक्यविजया, सम्विदा—Cannabis Sativa.

अन्वर्थसंज्ञा—"तन्द्राकृत्," "बहुवादिनी," "मादिनी"।

भङ्गी कफहरी तिक्ता ग्राहिणी पाचनी लघुः। तीक्ष्णोष्णा पित्तला मोहमन्दवाग्वह्निवर्द्धिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टु भावप्रकाशश्च।

मदमोद्दीपनी निद्राजननी हर्षदायिनी। धनुस्तम्भं जलत्रासं विसूचीञ्च मदात्ययम्। प्रवृत्तिं रजसो बह्वीं हन्त्यपत्यप्रसूतिकृत्। आयुर्व्वेद-विज्ञानम्।

ভাষানাম—বাঃ—ভাঙ্, সিদ্ধি। হিঃ—ভাঙ্, সব্জি। তাঃ—গঞ্জা ইলাই। তৈঃ—গঞ্জা অকু।

সিদ্ধি, গাঁজা, চরস একই উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন—পাতার নাম সিদ্ধি, মঞ্জরীর নাম গাঁজা এবং নির্য্যাসের নাম চরস। বিশুদ্ধ চরস, কেবল সিদ্ধি গাছের রোম ও পত্রাংশ মিশ্রিত নির্য্যাস, পুষ্পিত শাখার কম্পন, ঘর্ষণ এবং আলোড়ন দ্বারা ইহা সংগৃহীত হয় কিন্তু বাজারের চরসে বহু দ্রব্য মিশ্রিত থাকে।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু ও ভাবপ্রকাশ—সিদ্ধি,—কফহর, তিক্ত, ধারক, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিত্তপ্রদ, এবং মোহ, বাক্‌শক্তি ও অগ্নিবর্দ্ধক।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান—সিদ্ধি,—কামবর্দ্ধক, নিদ্রাজনক, হর্ষদায়ক এবং ধনুষ্টঙ্কার, জলত্রাস (হাইড্রোফোবিয়া), বিসূচীকা, মদাত্যয়, বহুরজঃস্রাব নাশক। প্রসবে বিলম্ব হইলে ইহা সেবনে সত্বর প্রসূত হয়।

Constituents.—A volatile oil and resin, which is the most active principle, and contains an alkaloid cannabine, tetano cannabine and cannabinon; gum, sugar, and potassium nitrate.

"They use Bhang in gonorrhœa and deyspepsia. Locally a decoction of the leaves is applied to erysipelas and neuralgic painful parts, Its application to the anus is used to relieve the pain of hæmorrhoids. A paste applied to the head relieves dandruff and vermin. (R. N. Khory, Vol. II., p. 570).

"The medicinal properties of cannabis have now been investigated by many European physicians in India. O'shaughnessy tried it with more or less success in various diseases, especially in titanus hydrophobia, rheumatism, the convulsions of children and cholera. Subsequent experience has confirmed the value of the drug as a remedy in tetanus and cholera. In the former disease we have obtained most satisfactory results, large doses are required, and the patient must be kept under the influence of the drug for some days In cholera its action may be compared with of opium ; it is most likely to be sucessful when resorted to early in the disease. (Dymock, Vol. III., p. 325.)

নব্যমত—ভাঙ্ "গণোরিয়া" ও গ্রহণীতে ব্যবহৃত হয়। ভাঙের কাথ, বিসর্প ও নিউর‍্যাল্‌জিক্ বেদনাক্রান্ত অঙ্গে সেচন করা হয়। গুহ্যদ্বারে ভাঙের প্রলেপ দিলে অর্শের বেদনা নিবৃত্তি পায়। এক্ষণে ভারতবর্ষ প্রবাসী অনেক য়ুরোপীয় ডাক্তারগণ ভাঙের গুণ অনুসন্ধান করিতেছেন। ডাঃ ওশেনশী বিবিধরোগে, বিশেষতঃ ধনুস্তম্ভ, জলাতঙ্ক, বাত, শিশুগণের তড়কা এবং বিসূচীকা পীড়ায় ভাঙ্ ব্যবহার করাইয়া অল্পাধিক ফললাভ করিতে দেখিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভাঙ্, ধনুস্তম্ভ এবং বিসূচীকার উত্তম ফলপ্রদ ঔষধ। ধনুস্তম্ভে ভাঙ্ সেবন করাইয়া আমরাও বিশেষ প্রীতিপ্রদ ফল লাভ করিয়াছি। ক্রমশঃ মাত্রা বর্দ্ধিত করিতে হয়। এবং রোগীকে কএকদিনের জন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাঙের নেশায় বশবর্ত্তী রাখিতে হইবে। বিসূচীকায় ভাঙ্ আফিমের মত কার্য্য করে। বিসূচীকার প্রথমাবস্থায় ভাঙ্ ব্যবহৃত হইলে ফললাভের বিশেষ সম্ভাবনা। (ডিমক্, ৩য়ঃ খণ্ড, ৩২৫ পৃঃ)।

ভাঁটি—ভাঁট।

Clerodendron Infortunatum.

ভাষানাম—বাঃ—ভাঁট, ঘেঁটকুল, ঘেঁটু। হিঃ—ভাঁট।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র। মাত্রা—মূলচূর্ণ ১—২ আনা। পত্ররস ১—২ তোলা।

বক্তব্য—আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানে ভাঁট ঘণ্টাকর্ণ নামে কথিত হইয়াছে। ঘণ্টাকর্ণ—"জ্বরশ্লেষ্ম ক্রিমিপ্রণুৎ"। ডিমক্ বলেন (৩য়ঃ খণ্ড, ৮০ পৃঃ) ভারতের পশ্চিম বিভাগের লোকে রাজনিঘণ্টুক্ত কারী নাম উদ্ভিদকে ভাঁট বলিয়া জানে। রাজনিঘণ্টুকথিত কারী ঘেঁটু কিনা সন্দেহ।

Constituents.—Resinous matter, bitter principle, and tannin.

Actions and uses.—Bitter tonic, antiperiodic and vermifuge ; also a good laxactive ; a decoction is some times given as a rectal enema for worms ; also given as a bitter tonic during convalescence from acute diseases. As an antiperiodic it is given in malarial fever. (R. N. Khory, Vol. II., p. 470).

"Rheede states that the leaves of this plant are used as a vermifuge, and that the root rubbed down with butter milk is administered in colic and lientery. Dr. Bholanath Bose has drawn attention to the leaves as a cheap and efficient substitute for chiratta. Brigade Surgeon J. H. Thornton considers the expressed juice of the leaves to be an excellent laxative, cholagogue and anthelmintic ; also a valuable bitter tonic, and useful as an injection into the rectum for the destruction of ascarides. These opinions are supported by those of six other medical officers quoted by Dr. G. Watt in the *Dictionary of the Economic Products of India*, Vol. II., p. 373. (Dymock, Vol. III., pp 79-80).

নব্যমত—ভাঁট বা ঘেঁটকুল—তিক্ত বলকারক, জ্বরঘ্ন, কৃমিনাশক এবং উত্তম রেচক। ভাঁটের মূলের কাথ, কখন কখন কৃমি রোগীর গুহ্যদ্বারে পিচকারী করা হয়। মূলচূর্ণ তিক্ত বল্য বলিয়া, কোন তরুণ পীড়ার অবসানজাত দৌর্ব্বল্যে সেবিত হইয়া থাকে। জ্বরঘ্নরূপে ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবস্থা করা হয়। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ৫৭০ পৃঃ)।

রীডি বলেন, ভাঁটের পাতা কৃমিঘ্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মূলচূর্ণ ঘোলের সহিত সেবন করিলে শূল এবং যাহাদের ভুক্ত বস্তু কিঞ্চিৎ মাত্র পরিপাক না পাইয়াই গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে হিতকর। ডাঃ ভোলানাথ বসু বলেন ভাঁট, চিরতার সুলভ এবং ফলদ প্রতিনিধি। ব্রিগেড্ সার্জ্জেন জে, এচ্, থর্নটনের মতে ভাঁটের পাতার রস উত্তম রেচক, শুক্র বর্দ্ধক এবং কৃমিঘ্ন। ভাঁটের গুণ সম্বন্ধে এই সকল মতের পোষকতা পক্ষে, ডাঃ জি, ওয়াটের ডিক্সনারীতে ছয়জন ডাক্তারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। (ডিমক্, ৩য় খণ্ড, ৭৯-৮০ পৃঃ)।

ভূর্জপত্রক—भूर्जपत्रकः ।

भूर्जः—Betula Alnoides.

अन्वर्थसंज्ञा—"वल्कद्रुमः," "सुचर्म्मा," "चित्रत्वक्," "विन्दुपत्रः," "शैलेन्द्रस्थः" ।

ভূর্জঃ কটুকষায়োষ্ণো ভূতরক্ষাকরঃ পরঃ। ত্রিদোষশমনঃ পথ্যো দুষ্ট-কীটিক্ষনাশনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ।

ভূর্জোবলকরঃ শ্লেষ্মকর্ণরক্তপিত্তরক্তজিৎ। কষায়ং কটুকষ্ণাশ্চ মেদো বিষহরঃ পরঃ। ভাবপ্রকাশঃ।

ভূর্জোবল্যঃকফাস্রঘ্নঃ। রাজবল্লভঃ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্। যাহা ভূর্জ্জপত্র নামে প্রসিদ্ধ। মাত্রা—ত্বক্‌চূর্ণ ½—২ আনা। কাথ—৫—১০ তোলা।

রাজনিঘণ্টু—ভূর্জপত্র,—কটু, কষায়, উষ্ণ, ভূতরক্ষাকর, ত্রিদোষশমন ও পথ্য।

ভাবপ্রকাশ—ভূর্জপত্র, বলকারী, শ্লেষ্মা, কর্ণশূল, রক্তপিত্ত, মেদ ও বিষদোষহর। ইহা, কষায় কটু ও উষ্ণ।

রাজবল্লভ—ভূর্জপত্র,—বলকারী এবং কফ ও রক্তপিত্ত নাশক।

বক্তব্য—হিমালয়, ভূর্জবৃক্ষের অক্ষয় ভাণ্ডার। হিমগিরি বর্ণনে ভূর্জবৃক্ষের উল্লেখ করিয়া কালিদাস বলিয়াছেন—

* * *

"ভূর্জত্বচঃ কুঞ্জরবিন্দুশোণাঃ।
ব্রজন্তি বিদ্যাধরসুন্দরীণাম্।
অনঙ্গলেখক্রিয়য়োপযোগম্"।

প্রাচীনকালে ভূর্জবৃক্ষের ছাল (ভূর্জ্জপত্র) কাগজ ও বস্ত্র উভয়েরই প্রতিনিধি ছিল। গ্রন্থ ভূর্জপত্রে লিখিত হইত। অদ্যাপি কাশ্মীরাদি প্রদেশে দোকানদারগণ কাগজের পরিবর্ত্তে ভূর্জপত্র ব্যবহার করে। ভিতরে জল প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়া ঘরের ছাদ ভূর্জপত্রে আবৃত করে। এখনও প্রত্যহ ভূরি ভূরি নৌকা বোঝাই হইয়া রাশি রাশি ভূর্জপত্র কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে আনীত হইয়া দেশদেশান্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। যন্ত্র মন্ত্র কবচাদি ভূর্জপত্রে লিখিত হইয়া থাকে। অধুনা আমরা সচরাচর টুকরা টুকরা ভূর্জ্জপত্র দেখিতে পাই। পূর্ব্বে কাগজের সিট্ বা বস্ত্রাকৃতি ভূর্জপত্র প্রস্তুত হইত। কাগজের প্রচলন হওয়ায় এক্ষণে লোকে সেইরূপ লম্বা চৌড়া ভূর্জপত্র প্রস্তুতের কৌশল ভুলিয়া গিয়াছে। চরকের আরগ্বধীয়ে "প্রপুণ্ডরীক ভৌর্জো লশুনঃ শিরীষঃ" এই কুষ্ঠাদিহর যোগ পঠিত হইয়াছে। সুশ্রুত সালসারাদিগণে ভূর্জ পাঠ করিয়াছেন।

মায়াফল—मायाफलम्।

मायाफलम्, मज्जफलम्—Quercus infectoria. Eng.—Dyer's Oak.

अन्वर्थसंज्ञा—"छिद्राफलम्"।

मायाफलं वातहरं कटूष्णकम्। शैथिल्यसङ्कोचकवीयकार्ष्ण्यदम्। **राजनिघण्टुः।**

मायुकं शीतलं रुचं कषायं लघुदीपनम्। विपाके कटुकं ग्राहि कफ-पित्तहरं परम्। **शोढ़लनिघण्टुः।**

कोटावासो मज्जफलं ग्राहि वर्ण्यं ज्वरापहम्। शोषितस्रुतिम्नन्ति मुखदन्तगतान् गदान्। श्वेतप्रदरमर्शांसि योनिकण्डूं गुदाह्वयम्। अतीसारं महाघोरं ग्रहणीं सप्रवाहिकां। **आयुर्व्वेदविज्ञानम्।**

ঔষধার্থ ব্যবহার—তথা কথিত ফল। মাত্রা—১/২—১১/২ আনা।

বর্ণন—মাজুফলের গাছ আসিয়া মাইনর, পারস্য প্রভৃতি দেশে জন্মে। মাজুফল বস্তুতঃ ফল নহে। এইজন্য পূর্ব্বাচার্য্য ইহাকে মায়াফল বলিয়াছেন। কঠিন ও কোমল ভেদে মাজুফল দুই প্রকার। কঠিন মাজুফলই বাজারে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হয়। মাজুফলের অপক্কা-বস্থায় উহার ভিতর এক প্রকার কীট প্রবেশ করে। যে মাজুফলের ভিতর মৃত কীট থাকে তাহা ছিদ্রহীন, কোমল, কৃষ্ণবর্ণ এবং ভারি হয়। যাহার ভিতর হইতে কীট পলায়ন করে তাহা, ছিদ্রযুক্ত, হাল্কা, পীতাভ শুভ্র ও অপেক্ষাকৃত অল্প সঙ্কোচক হইয়া থাকে। মাজুফল কাটিলে ভিতরে এক জোড়া গোল গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বাচার্য্যগণ সচ্ছিদ্র মাজুফলকেই ঔষধার্থ প্রশস্ত বলিয়া জানিতেন, যেহেতু তাঁহাদের কথিত মাজুফলের একটী অন্যতম নাম "ছিদ্রাফল"।

রাজনিঘণ্টু—মাজুফল,—বাতহর, কটু, উষ্ণ, শিথিলতা, সঙ্কোচ এবং কেশ কৃষ্ণকর।

শোঢ়লনিঘণ্টু—মাজুফল,—শীতল, রুক্ষ, কষায়, লঘু, দীপন, বিপাকে কটু, ধারক, এবং শ্রেষ্ঠ কফপিত্তহর।

আয়ুর্বেবদবিজ্ঞান—মাজুফল,—ধারক, বলকারী, জ্বরহর, রক্তস্রাবনাশক, দন্ত ও মুখরোগহর, শ্বেতপ্রদর, অর্শ, যোনিকন্দ, মহাঘোর অতিসার, গ্রহণী ও প্রবাহিকা বিনষ্ট করে।

Constituents.—Tannin 50 p.c., gallic acid 2 to 3 p. c., Ellagic acid, mucilage, sugar, resin, and starch in the nucleus.

Actions and uses.—The galls are astringent and tonic. They constringe the muscular tissue in the walls of the minute vessels, check hæmorrhage and cut short local inflammations. The natives use galls combined with pomegranate bark and baras kapur to check hæmorrhage and use it locally as a gargle for relaxed throat and as an injection for relaxed vagina and rectum. (R. N. Khory, Vol II., p. 564).

মিশ্রেয়া—मिश्रेया।

मिश्रेया, मिश्रिः,— Pempinella Anisum.

अन्वर्थसंज्ञा—"तालपर्णी," "अवाक्‌पुष्पी," "संहितपुष्पिका"।

तिक्ता स्वादु हिमा हृद्या दुर्नामक्षयजिन्मिश्रिः। क्षतक्षीणहिता वल्या वातपित्तास्रदोषजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

मिश्रेया मधुरा स्निग्धा कटुः कफहरा परा। वातपित्तोत्थदोषघ्नी प्रोक्तजन्तुविनाशनी। राजनिघण्टुः।

मिश्रेया तद्‌गुणा प्रोक्ता विशेषाद्‌ योनिशूलहृत्। वन्हीष्णा पाचनी कासवमिश्लेष्मानिलान् हरेत्। भावप्रकाशः।

মিশ্রেয়ার ভাষানাম—বাঃ—মৌরী। হিঃ—সোঁপ, মিঠা জীরা। ফাঃ—রজিয়ান্-ই-রুমি। তাঃ—শদু। তৈঃ—কুপ্পিচেট্টু। ইং—কমন্ এনিসি।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"তালপর্ণী," "অবাক্‌পুষ্পী," "সংহিতাপুষ্পিকা"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। মাত্রা—বীজচূর্ণ ১— আনা। কাথ ৫—১০ তোলা। শীতকষায় ১০—১৫ তোলা। তৈল—১—৫ বিন্দু।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—মৌরী,—তিক্ত, স্বাদু, হিম, বৃষ্য, অর্শ, ক্ষয়রোগ ও ক্ষতক্ষীণে হিতকর, বল্য, বাত ও রক্তপিত্ত নাশক।

রাজনিঘণ্টু—মৌরী,—মধুর, স্নিগ্ধ, কটু, কফহর, বাত পিত্তজ দোষনাশক, প্লীহা ও ক্রিমি বিনাশ করে।

ভাবপ্রকাশ—মৌরী,—শলুকার তুল্যগুণ অধিকন্তু ইহা বিশেষতঃ যোনি শূলহর, রুক্ষোষ্ণ পাচক, এবং কাসবমি শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক।

Constituents.—Volatile oil 1 to 3 p.c., fixed oil 3 to 4 p. c., sugar, mucilage and ash 7 p. c.

Actions and uses.—The volatile oil which is the active medicinal agent, is aromatic, slightly stimulant of the heart and digestive organs. It liquifies the bronchial secretion, hence it is used as expectorant; it is also carminative and stomachic and is used as a corrective to allay griping of purgative medicines. It is given in flatulence, intestinal colic and in bowel complaints. It has a special influence on the bronchial tubes and is given in infantile bronchial catarrh, after the acute stage has passed away. In large doses it is slightly narcotic. Locally the oil is applied to the head to relieve the headache and to the abdomen to expel flatus, to the joints in rheumatism and round the ear in earache. (R. N. Khory, Vol. II., pp. 295-6).

মুক্তবর্ষী—মুক্তাবর্ষী।

Acalypha Indica. A. Paniculata. Eng.—Indian Acalypha.

ভাষানাম—বাঃ—মুক্তঝুরি, মুক্তবর্ষী। হিঃ—কুপ্পি, খোকালি। গুঃ—দাদরো। তাঃ—কুপ্পাইমেনি। তৈঃ—কুপ্পাইচেট্টু। ইং—ইণ্ডিয়ান্ একালিফা।

বর্ণন—ক্ষুদ্রক্ষুপ, বহুশাখ, পাতা চাকা চাকা, পত্রবৃন্ত দীর্ঘ, পত্রের ঊর্দ্ধপৃষ্ঠ গাঢ় সবুজ বর্ণ, অধঃপৃষ্ঠ ফিকে সবুজ, অতি সূক্ষ্ম বিন্দু বিন্দু চিহ্নযুক্ত, এক একটি ক্ষীণ পুষ্পদণ্ডে এক একটী পুষ্প। পুষ্প—ক্ষুদ্র, হরিদ্রাভ। ফল—ক্ষুদ্র, তিন খণ্ডে বিভক্ত, রোমাবৃত, অতি সূক্ষ্ম খাঁজকাটা কুণ্ডোপরি স্থাপিত। মর্দ্দিত পত্রের গন্ধ অরুচ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ, বিশেষতঃ পত্র। মাত্রা—মঞ্জরী, কোমল শাখা ও পত্রের চূর্ণ ১—৩ আনা। পত্ররস,—চার চামচের ½—১ চামচ। মূলের শীতকষায় (১ ভাগ ঔষধ ৯ ভাগ জল) ১—২ কাঁচ্চা। ক্কাথ ২—৬ তোলা। টীংচার (১ ভাগ ঔষধ ৭ ভাগ স্পিরিট্) ৩০—৬০ বিন্দু। তরলসার (Liquid extract) ১০—৬০ বিন্দু।

Constituents.—An alkaloid, acalyphine.

Actions and uses—Cathartic emetic, expectorant and vermifuge. The infusion with a little garlic is used to expel worms in children. The decoction is a safe, speedy and sure laxative and emetic like senega or ipecacuanha· It increases the pulmonary secretions but does not cause any depression of the vital powers; given in pulmonary tuberculosis, croup, asthma, and bronchitis of children. Externally the decoction is used in earache. The juice made into liniment with oil is used in rheumatism and venereal pains; with lime (chunam) it is used as an application in skin diseases. Cataplasm of leaves relieves pain attendant on bites of venomous insects; also recommended for syphilitic ulcers; suppository of bruised leaves relieves constipation in children. (R. N. Khory, Vol. II., p. 538).

In the Pharmacopœia of India (p. 205), the following reference to this plant by Dr. G. Bidie, of Madras, will be found—"The expressed juice of the leaves is in great repute, wherever the plant grows, as an emetic for children, and is safe certain and speedy in its action like Ipecacuanha, it seems to have little tendency to act on the bowels or depress the vital powers, and it decidedly increases the secretion of the pulmonary organs. The dose of the expressed juice for an infant is a tea spoonful" Dr. Æ. Ross speaks highly of its use as an expectorant, ranking it in this respect with senega; he found it specially useful in the bronchitis of children. The purgative action of the root noticed by Rheede is confirmed by Dr. H. E. Busteed, who has used it as a laxative for children. In Bombay the plant has a reputation as an expectorant, hence the native name Khokli (cough), Brigade Surgeon Langley in a communication to Dr. Watt, Dict. Econ. Prod. Ind., Vol. I., writes—"This plant is called in Canara Chálmári as well as Kuppi. The natives use it in congestive headache: A piece of cotton is saturated with the expressed juice and inserted into each nostril; this relieves the head symptoms by causing hæmorrhage from the nose. The powder of the dry leaves is used in bedsores and wounds attacked by worms. In asthma and bronchitis I have employed it with benefit

both for children and adults." Dr. Langley recommends a tincture of fresh herb made with spirits of ether (3 oz. to one pint), dose 20 to 60 minims, frequently repeated during the day, in honey, it acts as an expectorant and nauseant, in large doses it is emetic. (Dymock, Vol. III., pp. 292-3).

নব্যমত—মুক্তবর্ষী,—রেচক, বমনকারী কফাপসারক এবং ক্রমিঘ্ন। মুক্তবর্ষীর পত্রাদির ফাণ্ট কিঞ্চিৎ রসোনের সহিত, ক্রমি নিঃসারণার্থ শিশুদিগকে সেবন করান হইয়া থাকে। মুক্তবর্ষীর ক্বাথ, ইপিকাকুয়ানা ও সেনেগার তুল্য নির্দ্দোষ, ত্বরিত এবং নিশ্চিত রেচক ও বামক। ইহা ফুপ্‌ফুস্‌গত শ্লেষ্মার স্রাব (Pulmonary secretion) বর্দ্ধিত করে, কিন্তু জীবনযোনিপ্রযত্নের (Vital Power) অবসাদ ঘটায় না। মুক্তবর্ষী, ফুপ্‌ফুসের টিউবারকিউলাস্, ঘুংড়িকাশি, শ্বাস এবং শিশুর ব্রঙ্কাইটিশ্ রোগে ব্যবহৃত হয়। মুক্তবর্ষীর ক্বাথ, কর্ণশূলে হিতকর। পাতার রস সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাত ও সিরার বেদনায় মর্দ্দন করা হয় এবং চূণের সহিত মিশাইয়া বিবিধ চর্ম্মরোগে লেপ দেওয়া হয়। পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কীটদংশনের জ্বালা নিবৃত্তি পায়। মুক্তবর্ষীর পাতা বর্ত্তির মত করিবে। এই বর্ত্তি শিশুর গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইলে সঞ্চিত মল নির্গত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, কোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ৫৩৮ পৃঃ)।

মেথিকা—मेथिका ।

मेथी—Trigonella Fœnum Græcum. Eng.—Fenugreek.

अन्वर्थसंज्ञा—"बहुपर्णी," "पीतबीजा," "गन्धबीजा," "दीपनी," "शीतवीर्य्या" ।

मेथिका कटुरुष्णाच रक्तपित्तप्रकोपणी अरोचकहरा दीप्तिकरी वातप्रणाशिनी । राजनिघण्टुधन्वन्तरीयनिघण्टू ।

मेथिका वातशमनी श्लेषघ्नी ज्वरनाशिनी । ततः स्वल्पगुणा वन्या वाजिनां सा तु पूजिता । भावप्रकाशः ।

ভাষানাম—বাঃ—মেথী। হিঃ—মেথী। তাঃ—বেন্তায়। তৈঃ—মেন্তুলু। ইং—ফিনুগ্রীক্। কাঃ—মেথানিভা। অঃ—হাল্‌বাঃ সিম্‌লেৎ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"বহুপর্ণী," "পীতবীজা," "গন্ধবীজা," "দীপনী," "শীতবীর্য্যা"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। মাত্রা—চূর্ণ ½—২ আনা। ক্বাথ ৫—১০ তোলা। শীত কষায় ১০—১৫ তোলা।

নিঘণ্টুদ্বয়—মেথী,—কটু, উষ্ণ, রক্তপিত্ত প্রকোপকারী, অরুচিনাশক, দীপ্তিকর, ও বাতনাশন।

ভাবপ্রকাশ—মেথী,—বাতহর, শ্লেষ্মঘ্ন, জ্বরহর। বন্য মেথী ইহা অপেক্ষা স্বল্প-গুণান্বিত এবং ঘোড়ার পক্ষে হিতকর।

Constituents.—The cells of the testa contain tannin. The cotyledons contain a yellow colouring matter, but no sugar, seeds contain a fœtid bitter, fatty oil 6 p. c., also resin and mucilage 28 p. c. albumin 22 p. c., two alkaloids—choline (a base found in animal secretions), and trigonelline. The seeds on incineration leave ash 7 p. c. Containing Phosphoric acid 25 p. c.

Actions and uses.—Demulcent, tonic and carminative; given in dyspepsia with loss of appetite, rheumatism, and to puerperal women during confinement. In leucorrhœa the pessaries of methi powder are used. (R. N. Khory, Vol. II, p. 233).

নব্যমত—মেথী,—স্নিগ্ধ, বল্য ও বায়ুনাশক। ইহা, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগে ব্যবহৃত হয়। প্রসবান্তে সূতিকাগৃহে স্ত্রীলোকগণ মেথী সেবন করিয়া থাকেন। প্রদরাক্রান্ত নারীগণ মেথীর মিহিগুঁড়া জলে গুলিয়া ইহাতে পরিষ্কৃত একখণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া উহা যোনিতে ধারণ করিবেন।

মেন্দী—মিন্দী।

মিন্দী—Lawsonia Alba. Eng.—Henna.

ভাষানাম—বাঃ—মেন্দী, মেউদী। হিঃ—মেহদী। তৈঃ—গোরণ্টম্। ইং—হেন্না। ফাঃ—হিন। অঃ—হিন্না অকান্ কাফল জুম্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ছাল, পাতা। মাত্রা—ছালের চূর্ণ—½—১ আনা। ছালের ক্বাথ ৫—১০ তোলা। পাতার রস ½—২ তোলা। পিষ্টপত্র—১—৩ আনা।

Constituents.—Henno-tannic acid—a kind of tannin resin and a colouring matter.

Actions and uses.—Arabic and Persian works describe the leaves as a valuable external application in headache, combined with oil so as to form a paste, to which resin is sometimes added. They are applied to the soles of the feet in small-pox, and are supposed to prevent the eyes being affected by the disease. They also have the reputation of promoting the healthy growth of the hair and nails. A decoction of the leaves is used as a astringent gargle. The bark is given in jaundice and enlargement of the spleen also in calculous affections, and as an alterative in leprosy and obstinate skin diseases, in decoction it is applied to burns, scalds, &c. An infusion of the flowers is said to cure headache and to be a good application to bruises ; a pillow stuffed with them has the reputation of acting as a soporific. (Dr. Emerson).

Ainslie, notices the use of an extact prepared from the flowers and leaves by the Tamil physicians of Southern India as a remedy in lepra, half a tea spoonful twice a day being the dose. He also says that the leaves are applied externally applied in cutaneous affections. In the Concan the leaf juice mixed with water and sugar is given as a remedy for spermatorrhœa. (Dymock, Vol. II., p. 42.)

নব্যমত—পারসী ও আরবী দ্রব্যগুণের পুস্তকে কথিত হইয়াছে যে, তৈল যোগে পিষ্ট এবং ধুনা মিশ্রিত মেন্দী পাতার প্রলেপ শিরঃ পীড়ায় হিতকর। পিষ্ট মেন্দীপাতা দ্বারা বসন্ত রোগীর পদতলদ্বয় লিপ্ত করিলে রোগীর চক্ষু বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকে। মেন্দী পাতা কেশ এবং নখের উপচয়ের পক্ষে হিতকর। পাতার কাথ সঙ্কোচক কবল স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। মেন্দীর ছালচূর্ণ, প্লীহ বিবৃদ্ধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ এবং কদর্য্য চর্ম্মরোগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছালের কাথ, অগ্নি কিংবা উষ্ণ তরল বস্তুদ্বারা দগ্ধ অঙ্গে সেচন করিবে। ফুলের শীতকষায়, শিরঃপীড়া প্রশমিত করে, ইহা পিষ্ট, ঘৃষ্ট অঙ্গের পক্ষেও উপকারী। ফুলের বালিশ ব্যবহার করিলে গাঢ়নিদ্রা হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। (এমার্সন্)। তামিল চিকিৎসকগণ মেন্দীর পত্র ও পুষ্পের নির্য্যাস (Extract) কুষ্ঠ রোগীকে সেবন করাইয়া থাকেন। মাত্রা—চার চামচের এক চামচ দিনে দুইবার। পাতার প্রলেপ বিবিধ চর্ম্মরোগে হিতকর। কঙ্কন প্রদেশে, জল ও চিনির সহিত মেন্দি-পাতার রস শুক্রমেহে সেবিত হইয়া থাকে। (এন্সলি)। (ডিমক্, ২য়: খ:, ৪২ পৃ:)।

রাল—रालः।

रालः, शालनिर्य्यासः, सर्ज्जरसः—The resin of Shorea Robusta.

अन्वर्थसंज्ञा—"बहुरूपः," "सुरभिः," "अग्निवल्लभः"।

रालः स्वादुः कषायोष्णः स्तम्भनो व्रणरोपणः। विषादिभूतहन्ता च भग्नसन्धानदाम्मतः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

रालस्तु शिशिरः स्निग्धः कषायस्तिक्तसंग्रहः। वातपित्तहरः स्फोट-कण्डूतिव्रणनाशनः। राजनिघण्टुः।

रालोहिमोगुरुस्तिक्तः कषाया ग्राहकोहरेत्। दोषास्रस्वेदविसर्प-ज्वरव्रणविपादिकाः ग्रहभग्नाग्निदग्धास्रोशूलातिसारनाशनः। भावप्रकाशः।

तैलं सर्जरसोद्भूतं विस्फोटव्रणनाशनम्। कुष्ठपामाक्रिमिहरं वात-श्लेष्मामयापहम्। आत्रेयसंहिता।

ভাষানাম—বাঃ—ধুনা। হিঃ—রাল। মঃ—রাঙ। গুঃ—রাল। গুঃ—সর্জ্জরস। তৈঃ—সর্জ্জরনমু। ফাঃ—রাল্মগ্রেবী। অঃ—কিক্হর্। ইং—ইণ্ডোলো রেজিন্।

মাত্রা— —৪ আনা।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—ধুনা,—স্বাদু, কষায়, উষ্ণ, স্তম্ভক, ক্ষতপূরক, বিষ ও ভূতাদি দোষহর এবং ভগ্ন অস্থি সংযোজক।

রাজনিঘণ্টু—ধুনা,—শিশির, স্নিগ্ধ, কষায়, তিক্ত, ধারক, রক্তস্রাব, ঘর্ম্ম, বিসর্প, জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা, গ্রহদোষ, অস্থিভগ্ন, অগ্নিদহন, শূল ও অতিসার নাশন।

Actions and uses.—Stimulant and demulcent. The natives use it for fumigating sick rooms. Externally, as a plaster or ointment, it acts as a stimulant. A paste of it mixed with brandy and white of eggs is a very useful and soothing application for the relief of lumbago and other rheumatic pains. The natives use the powder of Rala as an astringent application to the relaxed uvula; it has also been tried in dysentery with some good results. (R. N. Khory. Vol. II., p. 86.)

"The author of the Bengal Dispensatory, after conducting a series of experiments with genuine sál resin, pronounced it to be an efficient substitute for pine resin. Dr. Sakharam Arjun states (*Bomb. Drugs.*) that he has seen Shorea resin mixed with sugar, given with good effect in dysentery." (Dymock, Vol. I., p. 196.)

নব্যমত—ধুনা, উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ। এতদ্দেশীয় লোকে রোগীর গৃহে ধুনা জ্বালায়। ধুনার লেপ উত্তেজক। ডিম্বের শ্বেতাংশ ও ব্রাণ্ডিসহ ধুনা মিশ্রিত করিয়া, কটীবাত এবং অন্যান্য বাতে প্রলেপ দিলে বেদনা প্রশমিত হয়। আল্‌জিভ্ শ্লথ হইয়া লম্বিত হইলে এতদ্দেশীয় লোকে ধুনার গুঁড়া ব্যবহার করে। আম ও রক্তাতিসারে ধুনা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। (আর্, এন্, চোপ্রা, ২য়: খণ্ড, ৮৬ পৃঃ)।

(বঙ্গল ডিস্পেন্সেটরীর রচয়িতা বিশুদ্ধ শাল নির্য্যাস লইয়া বিবিধ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উহা পাইন্ রেজিনের উত্তম প্রতিনিধি। ডাঃ সখারাম অর্জ্জুন বলেন—চিনির সহিত মিশ্রিত ধুনা আম ও রক্তাতিসারে হিতকর। (ডিমক্, ১মঃ খণ্ড, ১৯৬ পৃঃ)।

লঙ্কামরিচ—লঙ্কামরিচ।

কটুবীরা—Capsicum Minimum.

অন্বর্থসংজ্ঞা—"তীক্ষ্ণা," "তীব্রশক্তিঃ"।

কটুবীরাগ্নিজননী বলাসঘ্নী চ দাহিনী। হন্ত্যজীর্ণং বিসূচীশ্চ সর্ব্বং ক্লিন্নং সুদারুণম্। তন্দ্রাং মোহং প্রলাপঞ্চ স্বরভেদমরোচকম্। নরং লুপ্তধরং ক্ষীণং সন্নিপাতনিপীড়িতম্। নষ্টেন্দ্রিয়গণং তীক্ষ্ণা মৃতোহপ্যজ্ঞং জীবয়েৎ। আত্রেয়সংহিতা।

ভাষানাম—বাঃ—লঙ্কা, লঙ্কামরিচ, গাছ মরিচ। হিঃ—লালমির্চি। তাঃ—গোলকণ্ডা। তৈঃ—মিরচাকয়া। কাঃ—কিরল্—ই—সুর্খ। অঃ—ফিল্ ফিল্ অহমর্। ইং—রেড্ পিপার, চিলী।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল। মাত্রা—চূর্ণ ½—১ আনা। ক্বাথ—২—৪ তোলা।

আত্রেয় সংহিতা—লঙ্কামরিচ,—অগ্নি জনক, কফঘ্ন, দাহকর, অজীর্ণ, বিসূচীকা ও সুদারুণ ক্রিমি ব্রণের পক্ষে প্রশস্ত। তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, স্বরভেদ ও অরুচিহর। লঙ্কামরিচ, দর্শন, শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি বিরহিত ক্ষীণ ও "নাড়ী ছাড়া" সন্নিপাতরোগীকে মৃত্যুর মুখ হইতে আকর্ষণ করিয়া জীবিত করিতে পারে।

Constituents—Capsicin a volatile alkaloid ; capsaicin—a crystalline substance ; a volatile oil, fixed oil fatty acid, resin, red colouring matter and ash 4-5 p. c.

Actions and uses.—A powerful local irritant ; applied for a long time to the skin, it produces visication. In medicinal doses it stimulates the alimentary canal, gives rise to a burning sensation in the mouth, increases the flow of saliva and gives sensation of warmth in the stomach, promotes the gastric juice, aids appetite and digestion and increases the peristalsis of the intestines. It stimulates the heart, skin and kidneys ; as an aphrodisiac it stimulates the nervous and genital system. Like ergot it acts as a styptic upon the unstriped muscular fibres of the blood vessels. As an aphordisiac tonic, it is given in functional impotence, spermatorrhœa, in chronic cystitis and catarrh of the prostrate. In parenchymatous nephritis it checks the waste of albumen. As a stomachic tonic with Nux-vomica, it is used in atonic dyspepsia,chronic diarrhœa, colic, tympanitis, ague and extreme prostration, in dipsomania it allays the craving usual in chronic alcoholism. It is given in delirium tremens in large doses with good results, also in opium habit. In sea-sickness, in malarial and other low fevers, gout, in habitual constipation, hæmorrhoids, in cholera it acts as a stimulant.

নব্যমত—লঙ্কা, তীব্র স্থানীয় উত্তেজক ; লঙ্কার প্রলেপ অধিকক্ষণ গাত্রে রাখিলে ফোস্কা পড়ে। ঔষধোপযোগী মাত্রায় লঙ্কা সেবিত হইলে অন্ত্র উত্তেজিত করে, লালাস্রাব বর্দ্ধিত হয়, পাকস্থালীতে উষ্ণতা অনুভূত হয়, আমাশয় হইতে স্রুত দ্রব বিশেষের (Gastric juice) স্রাব বর্দ্ধিত হয়, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং অন্ত্রের কৃমিগতি (Peristalsis of the intestine) বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। লঙ্কা ভক্ষিত হইলে হৃদয়, ত্বক্ ও বৃক্কদ্বয় উত্তেজিত হয়। বৃষ্য স্বরূপ ইহা নার্ভমালা এবং জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত করিয়া থাকে। আর্গটের ন্যায় ল। রক্তবহা নাড়ীর অরেখ পৈশিক সূত্রের উপরি স্বীয় সঙ্কোচনীশক্তি প্রকাশ করিয়া রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় বৈকল্যজাত ধ্বজভঙ্গ, শুক্রমেহ, মূত্রস্রোতের প্রদাহ এবং শুক্রাশয়ের শ্লৈষ্মিক বিকারে লঙ্কা বৃষ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃক্কের প্রদাহ বিশেষে ইহা "এলবুমেন" ক্ষয় বন্ধ করে। কুচিলার

সহিত মিশ্রিত হইয়া পাচক, বল্য এবং গ্রহণী, অজীর্ণ, শূল, উদাবর্ত্ত, কম্পজ্বর, অত্যন্ত অবসাদ ও দীর্ঘকাল সুরাপানের কুফল—অত্যুৎকট মদ্যপানেচ্ছা রোগে প্রশস্ত। প্রলাপ কম্পাদি রোগে এবং আফিম ছাড়াইবার জন্য অধিক মাত্রায় লঙ্কা ব্যবহার হিতকর। সমুদ্র যাত্রীর পীড়া (sea-sickness) ম্যালেরিয়া ও অন্যবিধ জীর্ণজ্বর, বাত, চিরজ কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শঃ এবং বিসূচীকায় ইহা উত্তেজনীয় ভেষজ স্বরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।

লঙ্কাসিজ—লঙ্কাসিজ।

লঙ্কাসিজ—Euphorbia Tirucalli.

ভাষানাম—বাঃ—লঙ্কাসিজ। হিঃ—বজ্রকিসেহণ্ড। গুঃ—রণশির। তাঃ—তিরুকল্লী। তৈঃ—কড়া চেমুড়ু। ইং—মিল্কবুশ্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—প্রশাখা ও আঠা। মাত্রা—আঠা ১—৩ বিন্দু।

Constituents.—Euphorbon, resin, gum, caoutchouc, malate of calcium &c.

Actions and uses.—In small doses the juice is used as a purgative. If is applied as a vesicant to painful joints in rheumatism and neuralgia. The milky juice mixed with flour is considered very useful as a blister in syphilitic nodes. (R. N. Khory, Vol. II., p. 546.)

নব্যমত—অল্পমাত্রায় লঙ্কা শিজের রস করলার্থ ব্যবহৃত হয়। বাতরোগীর স্ফীত বেদনান্বিত অঙ্গে এবং নিউরাল্জিয়ায় ফোস্কা পড়াইবার জন্য লঙ্কা সিজের রস প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহার আঠা ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া ফিরঙ্গরোগীর শিরাস্ফীতি (Syphilitic nodes) রোগে ব্লিষ্টার স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। (খোরি—২য়ঃ খঃ ৫৪৬ পৃঃ)।

শিয়ালকাঁটা—শিয়ালকাঁটা।

শিয়ালকাঁটা—Argemone Mexicana. Eng.—Mexican Popy, Yellow Thistle.

ভাষানাম—বাঃ—শিয়াল কাঁটা। হিঃ—ভারভন্দ, ফিরিঙ্গি ধুতরা, কুটিলা। তাঃ—বিরম তণ্ডু তৈঃ—ব্রহ্মদণ্ডি চেট্ট। গুঃ—পীলট্ ধতুরা।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, আঠা, বীজ, তৈল। মাত্রা—তৈল ২০—৬০ বিন্দু।

Constituents.—The leaves and capsules contain morphia, the seeds contain an oil 36 p. c. Carbohydrates and albumen 49 p. c., moisture 9 p. c., and ash 6 p. c. The ash contains alkaline phosphates and sulphates.

Actions and uses.—The juice is alterative and used in syphilis, leprosy and gonorrhœa along with the juice of Aristolochia bracteata. The seeds are narcotico-acrid. The oil and extract from the seeds are laxative and sedative, combining the action of castor-oil and Canabis Indica. The oil is used in cholera, dropsy, painful colic. As substitute for ipecacuanha, the seeds are given in dysentery and other intestinal affections. Locally the juice or the oil is used as a soothing application to indolent ulcers, herpetic eruptions, leucoderma, syphilitic ulcers and warts. It relieves strangury caused by blisters. Fresh root is applied to scorpion bites. (R. N. Khary, Vol. II., p. 40.)

In the Concan the juice with milk is given in leprosy. The seeds and seed oil have been used by European physicians in India, and there has been much difference of opinion regarding their properties, some considering them inert and other asserting that the oil in doses of from 39-60 minims is a valuable remedy in dysentery and other affections of the intestinal canal. The evidence collected in India for the preparation of the Indian Pharmacopœia strongly supports the latter opinion ; our experience is also in favor of it ; and *Charbonnier,* who examined the oil in 1868, found it aperient in small doses ; possibly those who have used the oil unsuccessfully purchased it in the bazar ; and were supplied with a mixed article ; no bazar made oil can be relied upon. Further experiments with the oil fully confirm this opinion. Flückiger found 4 to 5 grammes to have a mild purgative effect. The smallness of the dose required to produce an aperient action, and the absence of any disagreeable taste, will probably lead to a more extended use of it as a substitute for castor-oil. An extract made from the whole plant has been found to have an aperient action, and the milky juice to promote healing of indolent ulcers. We have not noticed any bad effects from its application to the eyes. (Dymock, Vol. I., p. 110.)

নব্যমত—শিয়ালকাঁটার আঠা রসায়ন। ইহা কীরমারার (হিন্দী) রসের সহিত ফিরঙ্গরোগ, কুষ্ঠ এবং প্রমেহরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজজাত তৈল—রেচক ও

অবসাদক অর্থাৎ ইহাতে গাঁজা ও এরণ্ডতৈল উভয়ের গুণ একত্র মিলিত রহিয়াছে। এই তৈল বিসূচীকা, শোথ ও বাতশূলে সেব্য। ইপিকাকুয়ানার প্রতিনিধি স্বরূপ ইহার বীজ, আম ও রক্তাতিসারে এবং অন্যান্য উদরাময়ে ব্যবস্থা করা হয়। ইহার আঠা ও বীজতৈল বিবিধ ক্ষতের পক্ষে হিতকর। ইহা ব্রিট্টার জন্য রক্তমূত্রণ বা মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত করে। বোল্তা, ভীমরুল কামড়াইলে ইহার মূলের প্রলেপ হিতকর। (আর, এন্, কোরী, ২য়ঃ খণ্ড, ৪০ পৃঃ)।

হস্তিশুণ্ডী—হস্তিশুণ্ডী।

হস্তিশুণ্ডী—Heliotropium Indicum, H. Cordifolium, Eng.—Indian turn-sole.

অন্বর্থসংজ্ঞা—"সরপত্রিকা"।

হস্তিশুণ্ডী কটূষ্ণা স্যাৎ সন্নিপাতজ্বরাপহা। রাজনির্ঘণ্টঃ।

ভাষানাম—বাঃ—হাতিশুঁড়া। হিঃ—হাতিশুঁড়। তাঃ—তলুমণি, নাগদন্তী। তৈঃ—তেলকটুকা। গুঃ—হাথি শুণ্ডনা। ইং—ইণ্ডিয়ান্ টর্ণ শোল্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ। মাত্রা—স্বরস ½—১ তোলা।

রাজনিঘণ্টু—হাতিশুড়া, কটু, উষ্ণ এবং সন্নিপাতজ্বর হর।

Constituents.—Tannin, an organic acid and an alkaloid.

Actions and uses.—Local anodyne. The juice boiled with castor-oil is used to allay the pain of the sting of a scorpion and to cure the bite of a mad dog. The leaves are applied to painful gum boils and pimples on the face with benefit. (R. N. Khory, Vol. II., p 422.)

নব্যমত—হাতিশুড়া, প্রলেপে বেদনাহর। হাতিশুঁড়ার পাতার রস এরণ্ড তৈলের সহিত পাক করিয়া, কীটদষ্ট স্থানে প্রলিপ্ত হয়। ইহা কুক্কুর দংশন ক্ষতেও হিতকর। দন্ত-মাড়ীর স্ফীতিও মুখের পিম্পেল হাতিশুঁড়ার পাতার দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে উপকার হয়।

খাদ্য।

বক্তব্য—প্রত্যহ বা ঋতুভেদে আমরা যে সকল বস্তু ভোজন করি তৎসমুদায়ের গুণ কি? জানিবার জন্ত গৃহস্থ এবং চিকিৎসকের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়া আমরা খাদ্যের গুণ দোষ অতি সরল ভাষায় অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে মূলশ্লোক উদ্ধৃত হইল না।

ভক্ত অর্থাৎ ভাত পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক প্রীতিজনক, বলজনক এবং শ্রম ও ক্ষুধানাশক।

নূতন তণ্ডুলের ভাত—খাইতে মিষ্ট, স্নিগ্ধগুণ, পুষ্টিকর কিন্তু অগ্নিমান্দ্যকর, শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক এবং কষ্টে পরিপাক পায়। অজীর্ণ, শূল, বাত, কাস এবং জীর্ণজ্বরীর পক্ষে নবান্ন বিশেষ অপথ্য।

পুরাণ তণ্ডুলের ভাত—খাইতে বিস্বাদ কিন্তু হিতকর এবং অগ্নিবর্দ্ধক। অত্যন্ত গরম ভাত বলহানি করে, শীতল ও শুষ্ক ভাত কষ্টে পরিপাক পায়, অতএব ভাত ঈষদুষ্ণ অবস্থায় খাওয়া উচিত। সদ্য রাঁধা ভাত ঠাণ্ডাজলে ধৌত করিয়া খাইলে, বায়ু-প্রকৃতি বা পিত্ত-প্রকৃতির লোকের পক্ষে শীতল ও শীঘ্র পাকী। কফ-প্রকৃতি বা বাতশ্লেষ্ম-প্রকৃতির লোকের পক্ষে সমস্ত বস্তু উষ্ণ ভোজন করাই ভাল। 'পান্তা ভাত' ত্রিদোষবর্দ্ধক কিন্তু উড়িষ্যার লোকে 'পান্তা ভাত' খায়। ইহা উহাদের জাতিসাত্ম্য বলিয়া হিতকর।

ভাতের মাড় (অন্নমণ্ড)—ক্ষুধা, মূত্রস্রাব ও শোণিত বর্দ্ধক, বায়ু, পিত্ত, কফ-নাশক এবং কোন কোন জীর্ণজ্বরে প্রশস্ত।

চালভাজা—গরম গরম খাইলে কফনাশক কিন্তু রুক্ষ ও পিত্তবর্দ্ধক।

চিঁড়া—গুরুপাক, কফবর্দ্ধক এবং পেটফাঁপায়। জলে ধৌত চিঁড়া গোদুগ্ধে ভিজাইয়া রাখিয়া বেশ স্ফীত হইলে বায়ুনাশক, কফজনক এবং সারক। চিঁড়ার উপরে যে কুঁড়া থাকে তাহা ধারক ও পাচক বলিয়া 'আমাশয়ে' চিঁড়া ধোয়া জল পান করিতে দেয়।

লাজ—সদ্য ভাজা ও উত্তমরূপ বাছা খৈ অগ্নিবর্দ্ধক লঘু ও শীতল। যে আমাতিসারে রেচক ঔষধ আবশ্যক তথায় ইহা পথ্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। খৈয়ের মণ্ড, ক্ষুধাবর্দ্ধক এবং মেহ, দাহ ও তৃষ্ণারোগে পথ্য।

যব—গুরুপাক; বাতরক্ত, বহুমূত্র, কফরোগ এবং অস্থিমূলের পক্ষে যবের ময়দা হিতকর।

গোধূম—গমের ময়দা—পুষ্টিকর, বলজনক, শুক্রবর্দ্ধক, নিত্য সেবন করিলে শরীরের 'বাঁধনি' থাকে অর্থাৎ জরাকৃত অঙ্গের শিথিলতা অসময়ে উপস্থিত হয় না। উরঃ-

ক্ষতাদি রোগীর পথ্য। যে ময়দায় গমের 'কুঁড়ো' থাকে তাহা বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার করায়, অতএব কলের শুভ্রোজ্জ্বল ময়দা অপেক্ষা জাঁতার ঈষৎ রক্তাভ শুভ্র ময়দা (আটা) অধিক কোষ্ঠশুদ্ধিকর।

মুগকলায়—লঘুপাক, সারক, কফরোগ, পিত্তরোগ, রক্তদোষ এবং চক্ষুরোগে হিতকর।

মাষকলায়—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, ও মলবৃদ্ধি করে। ইহার স্বেদ বাতনাশক, ভোজনে সামবায়ুবর্দ্ধক, নিরাম বায়ু প্রশমক, রুচি জনক, বায়ুপ্রধান কফরোগ, শুক্রমেহ এবং অম্লপিত্তরোগীর পথ্য।

মসূর—ধারক, কফ ও পিত্তরোগে হিতকর।

ছোলা—বায়ুবর্দ্ধক, কফ, রক্তদোষ ও পিত্তরোগে হিতকর। ইহা পুরুষত্ব হানিকর।

মটর—বায়ুবর্দ্ধক, মলরোধকারী রক্তপিত্তরোগে পথ্য।

কুলত্থ—উষ্ণ, ধারক, কফবাতঘ্ন, পুষ্টিকর; কুলত্থের যূষ বা দাল—গুল্ম, শুক্রাশ্মরী, মেদোরোগ, শ্বাস, কাস এবং প্রমেহরোগে পথ্য।

কুষ্মাণ্ড—কচি চাল কুমড়া—পিত্তহর, পরিপুষ্ট হইলে কফহর, পরিপক্ক হইলে অগ্নি-বর্দ্ধক, প্রস্রাব পরিষ্কার করে, সর্ব্বদোষহর এবং উন্মাদও মূর্চ্ছারোগীর পথ্য, (১ম খণ্ড ২১৫ পৃঃ দেখ)।

অলাবু—শীতল, রেচক, কফজনক। তিক্তলাউ ক্রমিহর, লঘু, শ্লেষ্মপিত্তজিৎ ও চুলকণার পক্ষে হিতকর। (১ম খণ্ড ৪৫ পৃঃ দেখ)।

উচ্ছে—শুক্রনাশক রুচিকর ও কফপিত্তে হিতকর। বিশেষ বিবরণ (১ম খণ্ড ১৮৩ পৃঃ দেখ)।

হোঁপা—বায়ুবর্দ্ধক, ভেদক, রুচিকর, পেট ফাঁপায় ও শ্লেষ্মপ্রকোপ জন্মায়।

পটোল—কফ, পিত্ত, বাতরক্ত, জ্বর, বিসর্প ও নেত্ররোগে পথ্য। পটোলের ফল ত্রিদোষহর। ডাঁটা—কফহর, পাতা—পিত্তদোষ নাশক এবং মূল বিরেচক।

লাউডাঁটা—গুরু, মধুর, মলভেদি। চাল কুমড়ার ডাঁটা পাথরী রোগীর পথ্য।

ওল—রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফহর, ও অর্শোরোগীর পথ্য। কুষ্ঠ ও বাতরক্ত বা অন্ত প্রকার রক্ত দুষ্টিতে অপথ্য। বিশেষ বিবরণ "শূরণ" দেখ।

মাণ—শীতল, গুরু, শোথরোগীর পথ্য। বিশেষ বিবরণ "মাণক" দেখ।

কচু—রেচক ও আমবাতরোগীর অপথ্য।

মূলা—কাঁচামূলা পেটফাঁপায় ও ত্রিদোষ বর্দ্ধক। পুরাণ মূলা—বিষদোষ ও শোথে হিতকর। ঘৃতপক্ব মূলা কফকর এবং বাতপিত্তহর।

আলু—গুরু, পুষ্টিকর, বায়ুবর্দ্ধক, মধুমেহে অপথ্য।

চুবড়ি আলু, খাম আলু—বাতপ্রকোপি, গুরু, কফকর।

পক্ব আম্র—রুচিজনক, গুরু, মলমূত্রাদি প্রবর্ত্তক, মাংস, শুক্র, বলদাতা ও বর্ণ উজ্জ্বল করে। অধিক ভোজন করিলে স্ফোটক ও নেত্ররোগ জন্মে। আমচুর অর্থাৎ আমসি রেচক ও বায়ুরোগে হিতকর।

দাড়িম—বায়ুনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও ধারক। মধুর দাড়িম জ্বররোগীর পথ্য।

বাতাবিলেবু—তৃপ্তিকর, লঘু ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা বায়ুপ্রধান শ্বাস কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, কোষ্ঠবদ্ধ, হিক্কা, শূল ও বমনরোগে পথ্য।

পাতিলেবু—সুগন্ধি, নাতি অম্ল, ভাতে রুচি জন্মায়, বাতশ্লেষ্মহর ও বমনরোগে পথ্য।

কাগজিলেবু—পাতি লেবুর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ।

কমলালেবু—শীতল, মধুর, রুচিজনক, শ্লেষ্মার প্রসাদ জন্মায় এবং বাতপিত্তহর।

কুল—কাঁচাকুল—পিত্ত ও কফবর্দ্ধক। পাকাকুল—রেচক, পিত্ত ও বায়ুনাশক। শুষ্ক পুরাণ কুল তৃষ্ণা ও শ্রমহর, অগ্নিবর্দ্ধক ও লঘু।

অরহর—কফ পিত্তঘ্ন, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক।

কৃষ্ণতিল—স্নিগ্ধ, গুরু, বলদাতা, কেশ ও দন্তের হিতকর, অগ্নি ও মেধাবর্দ্ধক, মূত্রজনক ও বায়ু প্রশমন। অর্শোরোগীর পথ্য। পুরাণ হইলে—তিল, যব, গোধূম ও মাষ কলায় গুণকারী থাকে না।

বেতোশাক—রেচক, রুচি, মেধা, অগ্নি ও বলবর্দ্ধক। পাকের বিবিধ প্রণালী অনুসারে ইহা গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কৃমিরোগে পথ্য।

হেলেঞ্চা—(২য় খণ্ড ৩৫৩ পৃঃ দেখ)।

কলমীশাক—শুক্রবর্দ্ধক ও সেবনে স্তনের দুগ্ধ প্রচুর বহির্গত হয়।

কাঁটানটেশাক—পেটফাঁপায়, গুরুপাক ও পিত্তে হিতকর।

পুঁইশাক—রেচক, বলকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক বিশেষ বিবরণ। (১ম খণ্ড ১০৬পৃঃ দেখ)।

সর্ষপশাক—ক্রিমিজনক, ত্রিদোষবর্দ্ধক, রক্তপিত্তে অপথ্য। বিশেষ বিবরণ। (২য় খণ্ড ৩১১ পৃঃ দেখ)।

সুসুনিশাক—ধারক, ত্রিদোষনাশক। বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ড ৩২৪ পৃঃ দেখ)।

বেতের অগ্রভাগ—রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

গিমাশাক—তিক্ত, রুচিবর্দ্ধক, কফপিত্তরোগে হিতকর।

শলুক্ষাশাক—গুরু, মধুর ও বাতপিত্তহর। বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ড ২৭১ পৃঃ দেখ)।

শ্যাপুন্মেশাক—রেচক, কফরোগ, বায়ুরোগ, আমবাত, অর্শ ও শোথনাশক। বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ডে ৭৫ পৃঃ দেখ)।

মূলাশাক—রুচি ও অগ্নিজনক—বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ড ২৩৩ পৃঃ দেখ)।

চাঁপানটেশাক—রক্তপিত্ত ও বিষদোষে হিতকর—বিশেষ বিবরণ (১ম খণ্ড ৩৪০ পৃঃ দেখ)।

মটরকলায়ের শাক—রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ও পেটফাঁপায়। পিত্তশ্লেষ্মে হিতকর।

থুলকুড়ি—অতিসার, কাস ও ক্ষীণরোগীর পক্ষে হিতকর। বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ড ১৭৫ পৃঃ দেখ)।

বির্ম্মি—রেচক, গুরু, মেধাজনক, পিত্তশ্লেষ্মরোগে হিতকর। বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ড ১৭৫ পৃঃ দেখ)।

আমরুলশাক—অগ্নিজনক, কফবাতঘ্ন ও গ্রহণীতে হিতকর। বিশেষ বিবরণ (১ম খণ্ড ২৯৭ পৃঃ দেখ)।

মোচা—তৃপ্তিকর, কফ ও ক্রিমিনাশক। তৃষ্ণা, জ্বর, প্লীহা ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে পথ্য বিশেষ বিবরণ (১ম খণ্ড ১৪৪ পৃঃ দেখ)।

পল্‌তা—বাতরক্ত, কুষ্ঠ, জ্বর ও ব্রণরোগে পথ্য। বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ড ৩০ পৃঃ দেখ)।

শাকভক্ষণের বিধি—সকল শাকই উত্তমরূপে জলে সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া পরে তৈল বা ঘৃতে ভাজিয়া ভক্ষণ করিবে।

মৌয়াফুল—তৃপ্তিজনক, ধাতুবর্দ্ধক ও পুষ্টিজনক।

খেজুর, তাল ও নারিকেল মেথি—মধুর, বলপ্রদ, শুক্রবর্দ্ধক। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীর পথ্য।

বেগুণ—বায়ুনাশক, শোণিত ও শুক্রবর্দ্ধক, বিবমিষা, কাস ও অরুচিতে পথ্য কচিবেগুণ—বাতপিত্ত নাশক, পাকা বেগুণ—ক্ষারগুণযুক্ত ও পিত্তবর্দ্ধক। বারমাসে বেগুণ—ত্রিদোষহর, রক্তপিত্ত প্রশমন এবং পেটফাঁপায়।

মাদার—গুরু, ত্রিদোষজনক ও শুক্রদোষকারী।

আমড়া—তৃপ্তিকর, গুরু, বলকারী কিন্তু পেটফাঁপায় ও অজীর্ণ জন্মায়।

কামরাঙ্গা—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও পিত্তকর।

নোয়াড়—তৃপ্তিজনক, সুগন্ধি, কফ ও বাতে হিতকর।

জাম—গুরু, শীতল, বায়ুজনক, অগ্নিমান্দ্য জন্মায়, আমরোগে পথ্য। আঁঠি মূত্রাতিসারের ঔষধ।

গাব—কাঁচা গাব বায়ুজনক, গুরু ও শীতল। পাকা গাব—গুরু, মধুর ও কফপিত্তহর।

ফলশা—কাঁচা ফলশা—বায়ুনাশক ও পিত্তকর। পাকা ফলশা—মধুর, শীতল ও বাতপিত্তহর।

কয়েদ্—কাঁচা কয়েদ্ ধারক, বিষদোষহর। প্রলেপে কণ্ডূ অর্থাৎ চুলকণা নাশক। পাকা—রুচিজনক, কিঞ্চিৎ ধারক।

অম্লবেতস—কাঁচা থৈকল—অতি অম্ল, মলমূত্ররোধ, কফ ও বায়ুনাশক। পাকা থৈকল—ধারক, শ্রমহর ও গুরু।

তেঁতুল—কাঁচা তেঁতুল কফ ও পিত্তকর। অগ্নিপক্ক তেঁতুল শাঁসের প্রলেপ বাত ও আঘাতজন্ম স্ফীতি ও বেদনায় হিতকর। পাকা তেঁতুল—রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক। পুরাণ হইলে রেচক ও শুষ্ককফে হিতকর।

কাঁঠাল—পাকা কাঁঠাল মধুর, ধাতুবর্দ্ধক, গুরু, দুর্জ্জর (পরিপাক করা কঠিন) শ্লেষ্মজনক শুক্র ও বলপ্রদ। ইঁচড় ও কাঁঠালের ভূতি দুর্জ্জর, বায়ুবর্দ্ধক ও কফপিত্তহর। কাঁঠালের বীজ সুসিদ্ধ ও ঘৃতসংযুক্ত হইলে বলপ্রদ, হৃৎস্পন্দনে পথ্য।

তাল—পাকা তালের শাঁস বলকারক এবং কুষ্ঠ ও কৃমিরোগীর পথ্য কিন্তু মাত্রাধিক্যে বক্ষঃকণ্ঠের দাহ ও অজীর্ণ ঘটায়। তালশাঁড়ার রস উন্মাদরোগীর ঔষধ। অপক্ক তালের শাঁস—মধুর, মূত্রবর্দ্ধক, বাতপিত্তে হিতকর। তালের আঁঠির শাঁস—মধুর, ধাতুবর্দ্ধক, শীতল, গুরু, মূত্রবর্দ্ধক, কফ ও কৃমিহর কিন্তু দুর্জ্জর।

নারিকেল—ডাবের জল রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও পিত্তজ্বরে হিতকর, শীতল, বায়ুনাশক ও রেচক। ডাবের শাঁস—রেচক, মূত্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক, ধাতুবর্দ্ধক। ঝুনা নারিকেল—গুরু, দুর্জ্জর, বল, মাংস ও পুষ্টিপ্রদ। ক্ষয়রোগীর অগ্নিবল থাকিলে তাহার পক্ষে বিশেষ হিতকর।

কলা—পাকাকলা—মধুর, রেচক, ধাতুবর্দ্ধক, নাতিশীতল, রুচিজনক, গুরু, রক্তপিত্ত রোগে পথ্য। কাঁচা কলা—পুষ্টিকর, ধাতুবর্দ্ধক, উদরাময়ে পথ্য। চাঁপাকলা বাতপিত্তহর, গুরু, অতি শীতল, ধাতুবর্দ্ধক।

কিস্‌মিস্—শীতল, মধুর, ধাতুবর্দ্ধক, বলপ্রদ। ক্ষতক্ষীণ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত রোগীর পথ্য।

খেজুর—মধুর, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, গুরু ও শীতল। ক্ষয়, অভিঘাত, দাহ ও বাতপিত্ত রোগে পথ্য।

গাম্ভারীফল—পাকা গামার ফল—তিক্তমধুর, শীতল, গুরু, মেধাবর্দ্ধক, রসায়ন, দাহপিত্তনাশক ও কেশের পক্ষে হিতকর।

বেল—কাঁচাবেল—কষায়, উষ্ণ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, ধারক ও বাতকফহর। পাকাবেল—সুগন্ধি, মধুর, দুর্জর, রেচক ও অধিক মাত্রায় পেটফাঁপায়। অন্যান্য ফল পরিপক্ক হইলে গুণাধিক্য জন্মে কিন্তু পাকাবেল অপেক্ষা কাঁচাবেলই গুণবৎতর। বেলশুঁঠ ধারক এবং আমাতীসার ও শূলে বিশেষ হিতকর। বেলশুঁঠ প্রস্তুত প্রণালী—অর্দ্ধপুষ্ট কাঁচা বেলের খোলা ফেলিয়া দিয়া, শাঁসের ভিতর যে আঠা ও বীজ থাকে তাহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া, চাকা চাকা করিয়া কাটিবে—পরে রৌদ্রশুষ্ক করিয়া বোতলে ছিপি দিয়া রাখিবে।

মৎস্য—সামান্যতঃ সকল মাছই গুরু, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলপ্রদ, স্নিগ্ধ এবং কফপিত্তকর। যাহারা নিত্য ব্যায়াম করে ও অধ্বরত অর্থাৎ পথহাঁটে এবং যাহারা বাতব্যাধিগ্রস্ত, মৎস্য তাহাদের পক্ষে পথ্য। পচা ও শুষ্কমাছ বিবিধ রোগের আকর। লবণাক্ত করিয়া রক্ষিত মৎস্য রেচক ও কফপিত্তকর।

রুইমাছ—রুইমাছ শুক্রবর্দ্ধক ও সকল মাছের শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য মাছের মত ইহা তাদৃশ পিত্তকর নহে। রুইমাছ বাতব্যাধিরোগী বিশেষতঃ অর্দ্দিতরোগগ্রস্তের পক্ষে পরম হিতকর।

আড়িমাছ—গুরু, স্নিগ্ধ এবং বাতশ্লেষ্মপ্রকোপকারী।

গাগরমাছ—স্নিগ্ধ, গুরু, বাতরোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

ইলিসমাছ—মুখরোচক, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও আমদোষ বর্দ্ধক। যাহারা নিত্য সুরত-ক্রিয়ারত ইলিশ তাহাদের পথ্য।

বড়পুঁটিমাছ—ইহা মুখ ও কণ্ঠরোগীর পক্ষে হিতকর।

মাগুরমাছ—ধারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বলবর্দ্ধক।

শিঙ্গিমাছ—উদরাময়ে পথ্য, পুষ্টিকর কিন্তু কফপ্রকোপী।

কৈমাছ—বলপ্রদ, বাত ও কফরোগীর পক্ষে হিতকর।

খলসেমাছ—শূলরোগীর পথ্য, আমপাচক।

মৎস্যডিম্ব—প্রায় সমস্ত মাছের ডিম বাজীকরণ অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগ শক্তির বর্দ্ধক ও বাতশ্লেষ্মকর।

মাংসের সামান্য গুণ—তাবৎ মাংসই সামান্যতঃ বাতহর, বৃষ্য, পুষ্টিজনক, গুরু ও তৃপ্তিজনক।

শশকমাংস—রুক্ষ, লঘু, কোষ্ঠবদ্ধকারী এবং শোথ, অতিসার ও রক্তপিত্ত রোগীর, পথ্য।

ছাগমাংস—অত্যন্ত পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, নাতি উষ্ণ, ও ধাতুসাম্যকর।

মেষমাংস—ভেড়ার মাংস গুরু ও পিত্তশ্লেষ্মজনক।

বরাহমাংস—বাতঘ্ন ও বলবর্দ্ধক।

কচ্ছপমাংস—মেধাস্মৃতিকর এবং শোথ, নেত্ররোগ ও বাতব্যাধির পক্ষে হিতকর।

কাঁকড়া—সারক ও ক্ষতক্ষীণের পথ্য।

পারাবতমাংস—শিশু পায়রার মাংস, বল ও মাংসবর্দ্ধক, রক্তপিত্তের পক্ষে পথ্য।

কুক্কুট মাংস—মোরগের মাংস উষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক, বলদাতা ও গুরু।

কুক্কুট ডিম্ব—মুরগীর ডিম বলদাতা ও অগ্নিবর্দ্ধক।

হংসমাংসগুণ—বাতহর ও স্বরবর্দ্ধক।

হংসডিম্ব—হাঁসের ডিম গুরু ও বাতবর্দ্ধক।

বক্তব্য—যে সকল প্রাণীর মাংসের গুণ বর্ণিত হইল তাহারা শিশু হইলে বরং দোষ নাই কিন্তু কদাচ বৃদ্ধ না হয়। বাসী মাংস, মৃত বা বিষাদিদুষ্ট মাংস কিম্বা ব্যাধিগ্রস্ত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিলে বিবিধ অনিষ্টোৎপত্তি ঘটে।

সন্ধিত তালরস—তালের "তাড়ি" শ্রমহর, পাচক, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও মূত্রকারক।

সন্ধিত খর্জ্জুররস—খেজুরের তাড়িরও ঐরূপ গুণ বিশেষতঃ ক্রিমি ও মেহে হিতকর।

নূতনমধু—পুষ্টিপ্রদ ও বাতশ্লেষ্মহর।

পুরাণমধু—ধারক, লঘু ও অতিস্থূলত্ব বিনাশ করে।

গোদুগ্ধ—প্রাণরক্ষক, বলদাতা, আয়ুঃ, মেধা ও পুরুষত্ব বর্দ্ধক, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

ছাগীদুগ্ধ—শীতল, ধারক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্তরোগীর পথ্য।

মহিষীদুগ্ধ—অতিস্নিগ্ধ, নিদ্রাজনক ও অগ্নিমান্দ্য কর।
যাহার বৎস্য নাই কিংবা যাহার বৎস নিতান্ত শিশু এরূপ গবাদির দুগ্ধ অপ্রশস্ত ও ব্যাধি জনক। কাঁচা দুধ—শীতল, গুরু ও কফকর। বাসি দুধ—গুরু, দুর্জ্জর ও পেট ফাঁপায়।

গব্যদধি—রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বাতঘ্ন, বলবর্দ্ধক।

ছাগল দধি—অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফবাত, ক্ষয়, অর্শঃ ও শ্বাসকাস রোগে পথ্য।

মাহিষ দধি—অতি স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও রক্তপিত্তে হিতকর।

স্বাদুদধি—স্বাদুদধি (অর্থাৎ যে দধি পচিয়া টক হয় নাই), মেদোজনক, কফ এবং ক্লেদ বর্দ্ধক। 'চিনিপাতা দৈ' ও স্বাদুদধির তুল্যগুণ। অম্লদধি রক্তদোষদ, কফপিত্ত কর, কণ্ঠ ও বক্ষের জ্বালাকর, রেচক, মূত্রপ্রদ অগ্নিমান্দ্য ও ত্রিদোষজনক।

দধিসেবনের নিষেধ বিধি—শরৎ, গ্রীষ্ম, ও বসন্ত ঋতুতে দধি সেবন হিতকর নহে। পীনস, অতিসার, কোন কোন বিষম জ্বর, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও কৃশতায় দধি পথ্য। রক্তপিত্ত এবং যাবতীয় কফজন্য পীড়ায় দধি অপথ্য। দধি খাইতে হইলে, দিনে খাইবে, ঘৃত, চিনি, মুগের যূষ, মধুযোগে, গরম করিয়া, কিংবা আমলকীর সহিত ভোজন করিবে। কাহারও মতে লবণ এবং জল সংযোগে রাত্রিতেও দধি ভোজন করা যায়।

ঘোল—দধি মথিত করিয়া ননী তুলিয়া উহার চারিভাগের একভাগ জল উহাতে মিশাইলে ঘোল প্রস্তুত হয়। ঘোল অগ্নিবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক ও উষ্ণবীর্য্য। শীতকালে, অগ্নিমান্দ্যে, কফবাত পীড়ায়, কুষ্ঠে, বায়ুরোগে, মূত্রকৃচ্ছ্রে, শোথ, উদর, অর্শ, গ্রহণী, মূত্ররোধ অরুচি, পাণ্ডু, বিষজ রোগ এবং অতিরিক্ত স্নেহপান জন্য রোগে ঘোল পথ্য। উষ্ণকালে, দুর্ব্বলে, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, জ্বর ও রক্তপিত্তরোগে ঘোল অপথ্য।

নবনীত—দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ননী স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, শীতল ও ধারক। রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগীর পথ্য।

গব্যঘৃত—ইহা সর্ব্বস্নেহের শ্রেষ্ঠ, বাতপিত্তহর ও বলবর্দ্ধক। লাক্ষার কাথের মতবর্ণ এবং উগ্রগন্ধযুক্ত দশবৎসরস্থিত গব্য ঘৃতকে পুরাণ ঘৃত বলে। দশ বৎসরের অধিক কালের ঘৃতকে প্রপুরাণ কহে। ঘৃত যত পুরাণ হইবে ততই গুণাধিক্য জন্মিবে।

মাহিষ ঘৃত—শীতল, কফকর, এবং রক্তপিত্তে হিতকর।

আজঘৃত—ছাগীদুগ্ধ হইতে জাত ঘৃত বলকারি এবং ক্ষয়কাশ ও নেত্ররোগে হিতকর।

ইক্ষু—আক রস বলকারী, শুক্রবর্দ্ধক, কফকর, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রজনক। রক্তপিত্ত-রোগীর পথ্য।

গুড়—গুরু, মূত্রশোধন, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক। মেদ, কফ ও কৃমিরোগে অপথ্য। পুরাণ হইলে বায়ুনাশক, রক্তশুদ্ধিকর, বলপ্রদ ও পথ্য। খাঁড়গুড়—বাতপিত্ত ও চক্ষুরোগে হিতকর। চিনি—জ্বর, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, বমন ও তৃষ্ণারোগে হিতকর। গুড় হইতে মিছরি পর্য্যন্ত যাবতীয় ইক্ষু বিকার যত উত্তরোত্তর নির্ম্মল হয় ততই গুণাধিক্য হইয়া থাকে।

বিরুদ্ধাশন।

যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর সংযোগ, বা যে বস্তু যে প্রকারে পাক করিলে, রসনার তৃপ্তিজনক হয় লোকে প্রায় তত্তৎ বস্তুই সংযোগপূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকে, অতএব সমাজে বিরুদ্ধ অশন জন্য বিবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। সূক্ষ্মদর্শী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এই অনিষ্ট পরম্পরা হইতে জনসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বিরুদ্ধাশন বিষয়ক উপদেশ দিয়াছেন।

এমন অনেক বস্তু আছে যেগুলি পরস্পর সংযোগ পূর্ব্বক ভোজন করিলে হয়ত রসনার তৃপ্তিপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু দেহের পক্ষে হিতকর হয় না। এই সকল বস্তু 'সংযোগ বিরুদ্ধ' বলিয়া ইহাদের একত্র ভোজন শাস্ত্রতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে সকল বস্তু পরস্পর সংযোগ বিরুদ্ধ অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে—

সংযোগবিরুদ্ধ বলিয়া—দুগ্ধের সহিত মৎস্য, মাষকলায়ের সহিত ছাগাদির মাংস, দধির সহিত মুরগীর মাংস, মৎস্যের সহিত গুড়, চিনি, মিছরি প্রভৃতি; দুগ্ধের সহিত মূলা, কলার সহিত তাল, দুগ্ধ, দধি বা ঘোলের সহিত তাল বা কদলী; দুগ্ধ, দধি বা মাষকলায়ের ঝোলের সহিত মাদার, মাষকলায়ের সহিত ইক্ষুবিকার অর্থাৎ গুড়, চিনি প্রভৃতি, নারিকেল জলের সহিত কর্পূর, দুগ্ধের সহিত লবণ, দুগ্ধের সহিত কয়েদ্; দুগ্ধের সহিত তেঁতুল, দুগ্ধের সহিত কাঁটাল; দুগ্ধের সহিত নারিকেল এবং দুগ্ধের সহিত সর্ব্বপ্রকার অম্ল ভক্ষণ করিবে না। মূলা ও রসোন ভক্ষণের পর দুগ্ধ পান করিলে কুষ্ঠ হইতে পারে।

কোন কোন রস কোন কোন রসের সহিত রস বীর্য্য বিপাকাদিতে বিরুদ্ধ যথা—

মধুর রসের সহিত অম্লরসের—রস ও বীর্য্যে; মধুরের সহিত লবণের—রস ও বীর্য্যে; মধুরের সহিত কটুরসের,—রস, বীর্য্য ও বিপাকে; মধুরের সহিত তিক্তের, রস ও বিপাকে; মধুরের সহিত কষায়ের এবং অম্লের সহিত লবণের—রসে, অম্লের সহিত কটুক, রস ও বিপাকে; অম্লের সহিত তিক্ত ও কষায়,—রসবীর্য্য বিপাকে; লবণের সহিত কটু,—রস ও বিপাকে এবং লবণের সহিত তিক্ত ও কষায়,—রস, বীর্য্য ও বিপাকে বিরুদ্ধ।

এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহা বিশেষ বিধিতে সেবিত হইলে বিরুদ্ধ হয়। ইহাদিগকে কর্ম্মবিরুদ্ধ বলে, যথা—

পায়রার মাংস সর্ষপ তৈলে ভৃষ্ট, তিল বাটার সহিত সিদ্ধ পুঁইশাক; বরাহবসায় ভৃষ্ট বকের মাংস ও কাংস্য পাত্রে দশরাত্রিস্থিত ঘৃত কর্ম্মবিরুদ্ধের উত্তম উদাহরণ।

এমন কতকগুলি বস্তু আছে যেগুলি সমপরিমাণ সংযোগপূর্ব্বক ভোজন করিলে বিরুদ্ধ হয়। ইহাদিগকে 'মানবিরুদ্ধ' বলে, মানবিরুদ্ধ বস্তু ভোজন করিবে না। মধু ও জল এবং মধু ও ঘৃত সমপরিমিত মিশ্রিত করিলে মানবিরুদ্ধ হয়।

বিরুদ্ধ ভোজনজাত বিকার পরম্পরার উল্লেখ স্থলে নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন—

"নক্তান্ধ্যবীসর্পদকোদরাণাম্।
বিস্ফোটকোন্মাদভগন্দরাণাম্।
মূর্চ্ছামদাধ্মানগলগ্রহাণাম্।
পাণ্ডবামরস্তামবিষস্য চৈব।
কিলাসকুষ্ঠগ্রহণীগদানাম্।
শোথাতিসারজ্বরপীনসানাম্।
সন্তানদোষস্য তথৈব মৃত্যো।
বিরুদ্ধমন্নং প্রবদন্তি হেতুঃ

বিরুদ্ধভোজন সর্ব্বত্রই অহিতকর নহে। অভ্যস্ত হইলে, অল্পমাত্রায় সেবিত হইলে বিরুদ্ধভোজীর অগ্নি দীপ্ত থাকিলে, রীতিমত ব্যায়াম করা অভ্যাস থাকিলে, শরীরে বেশ বল থাকিলে এবং শিশুর পক্ষে, বিরুদ্ধভোজন কিছু করিতে পারিবে না। মুনি বলেন—

'সাত্ম্যাতোঽল্পতয়াবাপি দীপ্তাগ্নেস্তরুণস্য চ।
স্নিগ্ধব্যায়ামবলীনাং বিরুদ্ধং বিতথং ভবেৎ।

রোগীর বর্জ্জনীয় ও সেবনীয় আহার বিহার।

যেরূপ আহার বিহার যে রোগে অপথ্য অগ্রে তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। নিদান সেবীর ব্যাধি কদাচ প্রশমিত হয় না। অনেকরোগী কি পথ্য কি অপথ্য না জানায় অজ্ঞতা হেতু অপথ্য সেবন করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে অপথ্য বর্জ্জন করিলেই অনেক ব্যাধি প্রশমিত হইয়া থাকে, অন্ততঃ ব্যাধি যে বর্দ্ধিত হইয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্যে পরিণত হয় না ইহা দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ করা যায়; অতএব অজ্ঞের জ্ঞান এবং ব্যাধির সুখসাধ্যত্ব কামনায় ভিন্ন ভিন্ন রোগে বর্জ্জনীয় আহার বিহারের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

জ্বরে—"সজ্বরো জ্বর মুক্তশ্চ বিদাহীনি গুরূণি চ।
আসাত্ম্যান্যন্নপানানি বিরুদ্ধানি বিবর্জ্জয়েৎ।
ব্যায়ামমতিচেষ্টাশ্চ স্নানমত্যশনানি চ।
জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ।
অসঞ্জাতবলো যস্তু জ্বরমুক্তো নিষেবতে।
বর্জ্জ্যমেতন্নরস্তস্য পুনরাবর্ত্ততে জ্বরঃ'।—চরকঃ
'নবজ্বরে দিবাস্বপ্নস্নানাভ্যঙ্গান্নমৈথুনম্।
ক্রোধপ্রবাতব্যায়ামকষায়াংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।' চক্রপাণিঃ

বিদাহী, গুরু, অসাত্ম্য (যাহা অহিত বা যাহা ভোজন করা অভ্যাস নাই), এবং বিরুদ্ধ ভোজন ও পান, স্ত্রীসংসর্গ, বহু আয়াসকর কার্য্য, স্নান, অতিভোজন, দিবানিদ্রা, তৈলমর্দ্দন, ক্রোধ এবং প্রবাহিতবাত স্থলে অবস্থান বা পূর্ব্ব বায়ু সেবন, জ্বররোগী বা জ্বরমুক্ত রোগী যাবৎ বললাভ না করে তাবৎ বর্জ্জন করিবে। যে জ্বরমুক্ত রোগী এই সমস্ত বর্জ্জনীয় ভজনা করে তাহার জ্বর পুনরায় নবীভূত হইয়া থাকে।

অতিসারে—'স্নানাভ্যঙ্গাবগাহাংশ্চ গুরুস্নিগ্ধাতিভোজনম্।
ব্যায়াম মগ্নিসন্তাপ মতিসারী বিবর্জ্জয়েৎ।' চক্রপাণিঃ

অতিসার হইলে—স্নান, অবগাহন স্নান, তৈল মর্দ্দন, গুরু ও স্নিগ্ধ বস্তু ভোজন এবং অতি ভোজন ত্যাগ করিবে।

গ্রহণীতে—'সর্ব্বথা দীপনং সর্ব্বং গ্রহণীরোগিনাং হিতম্'। (সুশ্রুতঃ)।

যে সকল পান ভোজন অগ্নি দীপ্তিকর ও আমপাচক তৎসমুদায়ই গ্রহণীরোগীর পথ্য। সুতরাং যাহা অগ্নিমান্দ্যকর ও আমজনক তাহাই অপথ্য। এক্ষণে যে রোগ 'ডিস্-পেপ্সিয়া' নামে খ্যাত তাহা গ্রহণীর অন্তর্গত। গ্রহণী রোগ অধুনা বহু ব্যাপক বলিয়া বিবিধ বৈদ্যক গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া বিশদ ভাবে গ্রহণীরোগের বর্জনীয়ের উল্লেখ করা উচিত, কিন্তু স্থানাভাব। সংক্ষেপে অতি বেলায় ভোজন, কোন দিন উদরপূর্ত্তি

করিয়া ভোজন, কোন দিন অর্দ্ধাশন, ভোজনের পর ভ্রমণ, অধ্যয়ন, চিন্তন, এবং অতিসার নিদানে উক্ত আহার বিহার বর্জ্য।

অর্শে—'ব্যত্যাসান্মধুরাম্লানি শীতোষ্ণানি চ যোজয়েৎ।
নিত্যমগ্নিবলাপেক্ষী জয়ত্যর্শঃকৃতান্ গদান্।
ত্রয়ো বিকারাঃ প্রায়েণ যে পরস্পরহেতবঃ।
অর্শাংসি চাতিসারশ্চ গ্রহণীদোষ এবচ।
এষামগ্নিবলে হীনে বৃদ্ধি বৃর্দ্ধে পরিক্ষয়ঃ।
তস্মাদগ্নিবলং রক্ষ্য মেষু ত্রিষু বিশেষতঃ।
ভৃষ্টৈঃ শাকৈর্যবাগূভি র্যূষৈর্মাংসরসৈঃ খড়ৈঃ।
ক্ষীরতক্রপ্রয়োগৈশ্চ বিচিত্রৈ র্গুদজং জয়েৎ।
যদ্বায়োরনুলম্যায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে।
অন্নপানৌষধদ্রবং তৎ সেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ।
যদতো বিপরীতং স্যান্নিদানে যৎ প্রদর্শিতম্
গুদজৈ স্তৎপরীতেন নৈব সেব্যং কথঞ্চন।'—চরকঃ

অর্শোরোগীর অগ্নিবল অপেক্ষা করিয়া একবার মধুর একবার অম্ল, একবার শীত একবার উষ্ণ ক্রিয়া নিত্য প্রয়োগ করিবে অর্শঃ অতীসার, গ্রহণী এই তিনটী রোগ প্রায় পরস্পর পরস্পরের কারণ অর্থাৎ একটী অপরটীকে আনয়ন করে। পাচকাগ্নির বল হীন হইলে এই তিনটী রোগের বৃদ্ধি এবং পাচকাগ্নির বলবৃদ্ধি হইলে রোগের হানি হইয়া থাকে। অতএব গ্রহণী অতিসার ও অর্শোরোগীর অগ্নিবল বিশেষ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে। তেউড়ী, দন্তী, পলাশ, আমরুল বা চিতার পাতা, তিলতৈল ও গব্য ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ভাজিয়া দধির সরের সহিত অর্শোরোগীকে সেবন করাইলে দাস্ত পরিষ্কার থাকে এবং বায়ু সরল হয়। বেতো, নটে, সোমরাজী এবং কাকমাচি প্রভৃতি শাক ও দাড়িম রস মিশ্রিত দধিতে মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভাজিয়া ধনে ও শুঁটের গুঁড়ার সহিত সেবন করান হইয়া থাকে। চারক অর্শশ্চিকিৎসায় উক্ত ময়ূর কুক্কুটাদির মাংসও উপরি লিখিত শাক পাকের প্রণালী অনুসারে পাক করিয়া ভক্ষণ করিবে। দুগ্ধ এবং ঘোল বিবিধ কল্পনায় সেবন করিবে। ঘোল অর্শের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

সুশ্রুত বলেন—'বেগাবরোধস্ত্রীপৃষ্ঠযানাম্মুৎকটুকাসনম্।
অর্শঃসুপরিবর্জয়েৎ'—

কৃমিরোগে—'ক্ষীরাণি মাংসানি ঘৃতানি চৈব।
দধীনি শাকানি চ পর্ণবন্তি।
সমাসতোঽম্লান্ মধুরান্ হিমাংশ্চ।
কৃমীন্ জিঘাংসুঃ পরিবর্জ্জয়েচ্চ।' সুশ্রুতঃ

ক্রিমিরোগে দুগ্ধ, মাংস, ঘৃত, দধি, পত্রশাক, অম্ল, লবণ, মধুর ও শীতল বস্তু নিত্য ভোজন, মাষকলায়, গুড়, পিষ্টক, বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণে পুন র্ভোজন এবং দিবা নিদ্রা পরিহার করিবে। ক্রিমিরোগে ব্যায়াম হিতকর।

আমবাতে—'দধিমৎস্যগুড়ক্ষীরপোতকীমাষপিষ্টকং।
বর্জয়েদামবাতার্ত্তো গুর্ব্বভিষ্যন্দকারি যৎ।'

দধি, মৎস্য, গুড়, দুগ্ধ, পুঁইশাক, মাষকলায়, পিষ্টক, আমবাত রোগীর পক্ষে অপথ্য।

শূলরোগে—'ব্যায়ামং মৈথুনং মদ্যং লবণং কটু বৈদলম্
বেগরোধং শুচং ক্রোধং বর্জয়েৎ শূলবান্ নরঃ।

শূলরোগী—ব্যায়াম, মৈথুন, মদ্যপান, কটুদ্রব্য, বিদল অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার দাল, মলাদির বেগ রোধ, ক্রোধ ও শোক পরিত্যাগ করিবে।

গুল্মরোগে—'বল্লূরং মূলকং মৎস্যান্ শুষ্কশাকানি বৈদলম্।
ন খাদেচ্চালুকং গুল্মী মধুরানি ফলানি চ। চক্রপাণিঃ

গুল্মরোগী—শুষ্ক মাংস, কাঁচামূলা, মৎস্য, শুষ্ক শাক, সর্ব্বপ্রকার দাল, খাম আলু, বট প্রভৃতি বৃক্ষের ফল পরিবর্জ্জন করিবে

প্রমেহে—'প্রবৃদ্ধ মেহাস্তু ব্যায়ামনিযুদ্ধক্রীড়াগজতুরগরথপদাতিচর্য্যাপরিক্রমণানি অস্ত্রোপাস্ত্রে বা সেবেরণ। অধনস্ত্ববান্ধবো বা পাদত্রাণাতপত্রবিরহিতঃ ভৈক্ষাশী গ্রামৈক-রাত্রানুবাসী মুনিরিব সংযতাত্মা যোজনশত মধিকং বা গচ্ছেৎ। মহাধনো বা শ্যামাকনীবার-বৃত্তিঃ; আমলককপিত্থতিন্দুকাশ্মন্তকফলাহারো মৃগৈঃ সহ বসেৎ। তন্মূত্রশকৃদ্ভক্ষী সতত মনুব্রজেৎ গাম্। ব্রাহ্মণো বা শিলোঞ্ছবৃত্তি র্ভূত্বা ব্রহ্মরথ মুপধারয়েৎ পঠেৎ সততম্। ইতরঃ খনেদ্বা কূপম্'। কৃশস্তু সততং রক্ষেৎ'। সুশ্রুতঃ।

'শ্যামাককোদ্রবোদ্দাল গোধূমচণকাঢ়কী—।
কুলত্থাশ্চ হিতা ভোজ্যে পুরাণা মেহিনাং সদা।
জাঙ্গলং তিক্তশাকানি যবান্নঞ্চ প্রমো মধু'।
'সৌবীরকং সুরাং শুক্তং তৈলং ক্ষীরং ঘৃতং গুড়ম্।
অম্লেক্ষুরসপিষ্টান্নানূপমাংসানি বর্জয়েৎ'।

প্রমেহরোগী বলবান্ হইলে এবং পীড়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে তাহাকে বিবিধ ব্যায়াম করিবার উপদেশ দিবে। রোগী যদি দরিদ্র বা বন্ধুহীন হয় তাহা হইলে, জুতা ছাতা

ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ করিবে। একগ্রামে এক রাত্রির অধিককাল থাকিবেনা। এবং মুনির মত সংযমী হইয়া একশত যোজন বা এতদধিক ভ্রমণ করিবে। ধনী হইলেও নীবার ও শ্যামাক মাত্র ভোজন করিবে, ফলের মধ্যে আমলকী, কয়েদ্, গাব ও অশ্মন্তক ভোজন, হরিণের সহিত বাস, গোময় ভক্ষণ ও গরুর অনুগমন করিবে। ব্রাহ্মণ হইলে শিল বা উঞ্ছ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত রথ ধারণ ও সতত বেদ অধ্যয়ন করিবে। শূদ্রাদি কূপ খনন করিবে। বলবান্ রোগীর পক্ষে এই বিধি—দুর্ব্বলকে সতত রক্ষা করিবে। সুশ্রুত।

পুরাণ শ্যামাক, কোদ্রব ও বন্য কোদ্রব ধান্যের তণ্ডুল, পুরাণ গোধূম, চণা, অরহর, কুলথ, জাঙ্গল প্রাণীর মাংস, তিক্ত শাক, যবের ছাতু, পরিশ্রম এবং মধু প্রমেহীর পক্ষে হিতকর।

প্রমেহী—সৌবীরক, সুরা, শুক্ত, তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, গুড়, অম্ল, ইক্ষুরস, পিষ্টক এবং আনূপ মাংস বর্জ্জন করিবে।

শোথে—'গ্রাম্যাজানূপপিশিতলবণং শুষ্কশাকং নবান্নম্।
পিষ্টান্নং দধি সকৃশরং তুর্জ্জিলং মদ্যমম্লম্।
ধানাবল্লূরং সমশনমথগুর্ব্বসাত্ম্যং বিদাহি।
স্বপ্নঞ্চারাত্রৌ শ্বয়থুগদবান্ বর্জ্জয়েন্মৈথুনঞ্চ'। চরকঃ

শোথরোগী—ছাগ প্রভৃতির মাংস, গ্রাম্যলবণ (গ্রাম্যলোকে উষর মৃত্তিকা হইতে যে লবণ প্রস্তুত করে), জলজাত প্রাণীর অর্থাৎ কচ্ছপাদির মাংস, কর্কচলবণ, শূকরাদির মাংস, সম্ভারীলবণ, শুষ্কশাক, পিষ্টান্ন, দধি, কৃশরা, দুষ্টজল, মদ্য, অম্ল বা গুড়বিকার, ধানা (অঙ্কুরিত যব ভর্জ্জিত হইলে ধানা বলে), শুষ্ক মাংস, পথ্যাপথ্যের একত্র ভোজন, গুরু, অসাত্ম্য ও বিদাহি বস্তু ভোজন ও দিবানিদ্রা বর্জ্জন করিবে।

ভগন্দরে—'ব্যায়ামো মৈথুনং যুদ্ধং পৃষ্ঠযানং গুরূণিচ।
সংবৎসরং পরিহরেদুপরূঢ়ব্রণো নরঃ'।

ভগন্দরের ক্ষত আরাম হইলেও রোগী একবৎসর পর্য্যন্ত ব্যায়াম, মৈথুন, যুদ্ধ, অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ ও গুরুবস্তু ভোজন পরিত্যাগ করিবে।

অস্থিভগ্নে—'লবণং কটুকং ক্ষারমম্লং মৈথুনমাতপম্।
ব্যায়ামঞ্চ ন সেবেত ভগ্নো রুক্ষান্ন মেব চ'।

যাহার অস্থি ভগ্ন বা সন্ধিচ্যুত হইয়াছে তাহাকে—লবণ, কটু, ক্ষার ও অম্ল বস্তু, মৈথুন, রৌদ্রসেবা, ব্যায়াম এবং রুক্ষ ভোজন করিতে দিবে না।

কুষ্ঠে—'যোষিন্মাংসসুরাত্যাগঃ শালিমুদ্গযবাদয়ঃ।

পুরাণাস্তিক্তশাকঞ্চ জাঙ্গলং কুষ্ঠিনাং হিতম্।

কুষ্ঠরোগী—স্ত্রী, শূকরাদির মাংস ও মদ্যত্যাগ করিবে এবং পুরাণ শালিতণ্ডুল, পুরাণ মুগকলায় পুরাণ যব, তিক্ত শাক, জাঙ্গলপ্রাণীর মাংস সেবা করিবে।

বিসর্পে—'বিদাহীন্যন্নপানানি বিরুদ্ধং স্বপনং দিবা।

ক্রোধব্যায়ামসূর্য্যাগ্নিপ্রবাতাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ'।

বিদাহি ও বিরুদ্ধ পানভোজন, দিবানিদ্রা, ক্রোধ, ব্যায়াম, রৌদ্র, অগ্নিসন্তাপ এবং পূর্ব্ববায়ু, বিসর্প রোগী বর্জন করিবে।

ব্রণশোথে—'লবণাম্লকটূষ্ণানি বিদাহীনি গুরূণি চ।

বর্জয়েদন্নপানানি ব্রণী মৈথুনমেব চ।

নাতিশীতগুরুস্নিগ্ধমবিদাহি যথাক্রমম্।

অন্নপানং ব্রণহিতং হিতঞ্চাস্বপনং দিবা।

স্তন্যানি জীবনীয়ানি বৃংহণীয়ানি যানি চ।

উৎসাদনার্থং নিম্নানাং ব্রণানাম্ তানি কল্পয়েৎ'।

লবণ, অম্ল, কটু, উষ্ণ, বিদাহী ও গুরু পান ভোজন, মৈথুন ও দিবানিদ্রা, ব্রণরোগীর অহিতকর এবং নাতিশীত, নাতিগুরু, নাতিস্নিগ্ধ ও অবিদাহি পানভোজন হিতকর। স্তন্যবর্দ্ধক, জীবনীয় ও বৃংহণীয় বস্তু নিম্নব্রণের উন্নতিকরণার্থ প্রশস্ত।

হিক্কা ও শ্বাসে—'যৎকিঞ্চিৎ কফবাতঘ্নমুষ্ণংবাতানুলোমনম্।

ভেষজমন্নপানং বা তদ্ধিতং শ্বাসহিক্কিনে।

বাতকৃদ্বা কফহরং কফকৃদ্বানিলাপহম্।

কার্য্যং নৈকান্তিকং তাভ্যাং প্রায়ঃ শ্রেয়োঽনিলাপহম্'।

কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ এবং বায়ুর অনুলোমকারী এবম্বিধ পানভোজন ও ঔষধ হিক্কা ও শ্বাসরোগীর হিতকর। যাহা বায়ুবর্দ্ধক কিন্তু কফহর কিংবা যাহা কফবর্দ্ধক কিন্তু

বায়ুনাশক এরূপ বস্তুর মধ্যে কোনটীরই ব্যবহার একান্ত হিতকর নহে—তবে বায়ুনাশক বস্তু প্রায়ই হিতকারী হইয়া থাকে।

বাতরক্তে—'শরণান্যপ্রকাশানি মনোজ্ঞানি মহানি চ।
মৃদুগণ্ডোপধানানি শয়নানি সুখানি চ।
বাতরক্তে প্রশস্যন্তে মৃদুসংবাহনানি চ।
ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোপমুষ্ণাম্ললবণাশনম্।
দিবাস্বপ্নমভিষ্যন্দি গুরুচান্নং বিবর্জ্জয়েৎ'।

বৃহৎ, মনোজ্ঞ ও অত্যন্ত বায়ুসঞ্চার বিবর্জিত গৃহ, মৃদু ও সুখকর উপাধান ও শয্যা এবং মৃদুভাবে গা টেপান, বাতরক্তে হিতকর। ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ, অম্ল ও লবণরস ভোজন উষ্ণভোজন, দিবানিদ্রা এবং গুরু ও কফক্লেদবর্দ্ধক ভোজন বাতরক্তে হিতকর নহে।

দ্রব্যানুসারিণী সূচী।

বক্তব্য—অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য ভূরিপ্রযুক্ত পর্য্যায় শব্দগুলিও তারকা চিহ্ন বর্জ্জিত করিয়া স্থাপিত হইয়াছে।

রোগানুসারিণী সূচী।

রোগানুসারিণী সূচী।

द्रव्यानुसारिणी सूची।

रोगानुसारिणी सूची।

LATIN NAMES.

PERSONAL OPINIONS

ON

THE VANAUSADHI-DARPANA.

Lt. Col. C. P. Lukis, M. D; F. R. C S ; I. M. S., Principal, Medical College, Calcutta. (Now Director General of Medical Service, India) says in his letter No. 150, *dated 19th January, 1909.*

DEAR SIR,

I have perused your book entitled "Vanausadhi Darpan" with great interest and consider it an admirable compilation. All important drugs have been elaborately described and the names by which they are known in the different provinces in India have also been mentioned. In compiling this book you have not only confined yourself to Ayurvedic treatises but seem to have taken pains to consult standard works by European authorities. The arrangement of the book is excellent

Lt. Col. G. F. A. Harris, M. D; F. R. C. P.; I. M. S., Professor of Materia Medica, Calcutta Medical College :—

I have no doubt that from the Kabiraji point of view that your researches into the action and use of Indian drugs must be of interest and value. •

Dated the 21st March, 1908.

Dr. S. P. Sarbadhikari, B. A. M. D. :—

My dear Kaviraj Mahasaya,

Permit me to thank you for the gift of a copy of your work *Vanausadhi-Darpan*. I have gone through it carefully. While I can not conceal from you the disappointment I felt in not seeing much evidence of independent observation and original investigation in the domain of Hindu Vegetable Materia Medica, it is, I must say, quite

clear that the work is a substantial and welcome addition to the few works on the subject which have been published in this part of India.

Purporting as it does, to be a compilation from various Vaidyak works, it must be pronounced to be in various ways, an advance upon previous efforts of a similar kind, in as much as the subject handled after the fashion of Western works. You give each herb its various local names, its botanical name, its geographical destribution, the characterestics, the test in some cases, the composition, the physiological properties, in brief, the therapeutics and extracts from various English scholarly works, such as those of Khory and Dymock, bearing upon the subject under discussion, extracts which might serve to interest capable Western professors of the healing art and stimulate in them the desire to pursue the subject further, while your own annotations and apposite extracts and quotations from Charaka, Susruta, Vagbhata, Chakradutta, Bangasena, Rajballabha, Vabprakasa, and the various *Nighantoos* will supply Indian practioners of all denominations ample food for reflection and field for research.

Altogether, the medical wo1ld is much in your debt for having brought out this excellent compilation. I have no doubt that each succeeding edition will come out with additions and alterations which will not only enhance its usefulness but will also add to its beauty. * *

Dated the 14th September, 1908.

Surgeon Major B. K. Basu, M. D., I. M. S. :—

I have read with great pleasure the book called *Vanausadhidarpan* by Rajvaidya Biraja Charan Gupta Kavibhusana. The printing is excellent. The binding is very goo l and the contents are the most important and useful, not only to the Kavirajas but also to the Allopathic practitioners who will find good many wrinkles very helpful in their practice.

Dr. Rames Chandra Roy, L. M. S., Professor of Physiology, College of Physicians and Surgeons of India, Late House Surgeon, Mayo Hospital etc. :—

Dear Sir,

I am highly obliged to you for the present of Part I. of *Vanausadhidarpan* which is highly prized by me. I have gone through the work, which is a monumental one and quite an encyclopoedia of indigenous drugs, useful alike to the practitioners of the East and

the West. I have nothing but to praise for the work and would anxiously look forward to its speedy completion.

The Honorable Raja Peary Mohun Mukerji, C. S. I.—

DEAR SIR,

I am obliged to you for the kind present of a copy of your work "Vanausadi Darpana" Vol. I. A good work on the indigenous drugs of India is a real want. I am much pleased to see that you have been trying to supply the want. The list of authors and their works which you have given in the introduction leaves no doubt that you are eminently fitted for the work you have undertaken. But permit me to observe that I have the misfortune to differ from you in your estimate of the relative values of the works of reference on doubtful questions regarding the properties of drugs. *

I should much wish that along with your learned work you would undertake to bring out a revised edition of U. Ch. Datta's Materia Medica. You are the fittest man for it.

UTTARPARA,
8th November, 1908.

Yours truly,
PEARY MOHEN MUKERJEE.

The Honorable Radha Charan Pal.—

17th August 1909.

DEAR SIR,

I owe you an apology for the delay in replying to your letter.

I have read your book with great interest. The research and industry which you have brought to bear upon your book are highly creditable to you. The indigenous herbs and plants of India are replete with interest to the medical world and your book will be very useful for ready reference to them. More than a quarter of a century ago, a book on similar lines as yours published by Dr. Kanai Lal De Roy Bahadur C. I. E. but since his death I thought the research in that direction has not been continued. But I am highly pleased to observe that you have been collecting valuable materials on the subject.

I congratulate you on the success of your labours, and trust your वनौषधिदर्पण will have a large sale.

Yours sincerely,
RADHA CHARAN PAL.

Justice Dr. Asutosh Mookerjee, M. A. D. L., F. R. A. S., F. R. S. E.—

77, RUSSA ROAD NORTH, BHOWANIPUR.
24th August 1909.

I have read with great interest portions of the first volume of the *Vanausadhi Darpan* of Kaviraj Biraja Charan Gupta. The work which is a comprehensive treatise on Indian Materia Medica indicates considerable labour and shows what wealth of materials is available to the student of the subject. I trust that the learned author will speedily complete the work which cannot fail to be of considerable use to all students of Indian vegetable Materia Medica.

ASUTOSH MOOKERJEE.

Dr. P. D Bosu, M. B.—

46-1 AMHERST STREET,

Dear Kaviraj Mahashay, *20th August 1909.*

Kindly accept my sincere apologies for the tardy acknowledgment of the first volume of your admirable work entitled Vanaushadhi Darpana. I hope you will believe me when I say that the delay was due to my repeated absence from town and not to wilful neglect.

I have read your book with unfeigned admiration and can only compliment you on the skill with which you have contrived to compress so much valuable information into comparatively small space. The combination of classic Indian Medical lore with the latest results of Western Therapeutic research materially enhances the value of the work and places within easy reach of the practitioner facts for which he might otherwise have to grope almost hopelessly through obsolete Sanskrit works.

Wishing your work every success.

I am,
Your sincerely,
P. D. BOSE.

Justice Sarada Charan Mitra.—

Dear Kaviraj Biraja Charan,

I am very much obliged to you for the present of a copy of "Banaushadhi Darpana." The book is very useful in every way and should be in every library and not merely the library of medical men. I very much wish you will soon complete the work and thus do very great service to mankind.

I had long a desire to plant a garden of medical plants with an especial eye to Indian Medical Books. Your book will help me in that direction.

Thanking you again
I am
Yours sincerely,
SARADA CHARAN MITRA.

April 30, 1909.
No. 85, Grey Street, Calcutta.

Ray Yotindra Nath Chaudhury M. A. B. L. **Zeminder, Takee.—**

The book is pre-eminently an erudite one and I heartily congratulate you upon the success that has crowned your labour in connection with the present work. It would be presumptuous for me, a lay man, to pronounce an opinion upon the merit of the work ; but I owe it to myself to say that there are few books, on the Ayurvedic System in our mother tongue which contain the result of so much ripe scholarship and critical study as are to be found in your book. The book, apart from its intrinsic merit as a rare work on our Ayurvedic system of medicine, has an additional charm for me in as much as it is a valuable contribution to the Bengali Literature. The work is exactly the one suitable to the modern taste and bent of opinion.

13-5-1909.
BARAHANAGORE.

RAY YOTINDRA NATH CHAUDURY.

Mahamohapadhyaya Kaviraja Bijaya Ratna Sen Kavirnjana.—

There was no suitable book containing a full account of the indigenous drugs of this country with actions, uses &c. as given in the standard Ayurvedic works on this subject. Several have dealt with the subject of indigenous drugs but they have not made full reference to the opinions in the Ayurvedic medical works. I have carefully gone through Kaviraja Biraja Charan Gupta Kavibhusan's Vanausadhi Darpana and am of opinion that it has removed the want long felt. In it the author has systematically treated of each drug after the manner of British Pharmacopœia according to its habitation, description, parts used for medicine, doses, actions, and uses quoting the simplest prescriptions from the standard Ayurvedic works such as Charak, Susruta, Vagbhata and others. In my introduction to the book I have already examined its merits. In short the book will be very useful to students, teachers and those interested in the indigenous drugs of this country, which have, of late, caused so much agitation in the medical world of the West. Considering the merits of the book,

and labour the author has undertaken in collecting the subject matter, I can say that he deserves every encouragement from the Government and the public.

The 25th August 1908.

Dr. Henry M. Whelplay, Editor, "Meyer Brothers Druggist," 222 South Broadway, Saint Louis, America.—

DEAR SIR,

Your letter of March 6th at hand, we are much interested in the *Vanaushadhi-Darpana* which you had the kindness to send us. It is pleasing to know that some one has taken up the work of placing at the disposal of the Medical profession of to-day an account account of the drugs of India. It is particularly important that the matter be arranged in the practical manner which you are following.

The work, if translated into English, will be of much interest to students, teachers, manufacturers and others interested in either historical medicine or modern progress.

Dated 5th April, 1908.

Professor H. Jacobi of Bonn, Micbuhrstrasse 59, Germany.—

DEAR SIR,

I am in receipt of your kind letter dated 6th April and a copy of your *Vanausadhi-Darpana* which I have read with interest. I shall not fail to draw the attention of medical men of my acquaintance to your work, if opportunity occurs.

Dated 2th April 1908.

Prabhupada Atul Krishna Goswami.—

আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন—

চিকিৎসক-চূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহোদয়-রচিত উপক্রমণিকা-সংবলিত আপনার 'বনৌষধি-দর্পণ' পাঠ করিয়া যার-পর-নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। বহুদিন হইতে এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থের অভাব অনুভব করিতেছিলাম। ভগবান্ আপনার দ্বারা সেই অভাব দূর করিলেন। আপনিও সকলের চিরস্মরণীয় ও চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিলেন। বড়ই আনন্দের কথা।

আমাদের আপন দেশে হয়তো আপন আবাসেরই চারি পার্শ্বে শত শত জীবন-রক্ষক বনৌষধি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্ত আমরা তাহার পরিচয় জানিনা বলিয়াই তো কথায়-কথায় বিদেশীয় মুখপ্রেক্ষী হই,—দেশের অর্থ বিদেশীয় পদপ্রান্তে হড়্‌হড়্‌ করিয়া ঢালিয়া

দিই। ইহা কি অল্প দুঃখের কথা। এ দুঃখ যিনি দূর করিতেছেন, তাঁহাকে যে কি ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাইব, খুঁজিয়া পাই না। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে আশীর্ব্বাদ করি, আপনি নিরুপদ্রব দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এইরূপে স্বদেশের হিতসাধন ও স্বজাতির গৌরববর্দ্ধন করিতে থাকুন।

সিমুলিয়া
৩১শে বৈশাখ, ১৩১৬।

সতত শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

Mohamahopadhyaya Kamakhya Nath Tarkabagish, Senior Professor of Nayadarsana Government Sanskrit College, Calcutta.—

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্।

রাজবৈদ্য শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ প্রণীত "বনৌষধিদর্পণ" বাস্তবিকই বৈদ্যকে একখানি "অভূতপূর্ব্ব" গ্রন্থ। আমি উহা স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের অপরিসীম অধ্যবসায়, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, গভীর গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাইয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিয়াছি। বনৌষধিদর্পণ যে সমস্ত উদ্ভিদ্ ঔষধস্বরূপে ব্যবহৃত হয় উহাদের প্রাকৃতিক গুণ ও ক্রিয়ার সম্যগবগতি, উহাদের উপযুক্ত প্রয়োগ ও ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ সহায়তা সম্পাদন করে ইহা বলাই বাহুল্য। এই জন্যই পাশ্চাত্য ভৈষজ্য রত্নাবলীর এত সমাদর। গ্রন্থকার অভিনব প্রণালী অবলম্বনে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। পুস্তকে প্রত্যেক উদ্ভিদের সংজ্ঞা, পর্য্যায়, লক্ষণ, বিশেষ বিশেষ গুণ ও ক্রিয়া এবং প্রয়োগবিধি অতি বিশদ ভাবে প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষায় এবং তৎপরে প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বর্ণিত হওয়ায় উহার "বনৌষধিদর্পণ" নামটী অন্বর্থ হইয়াছে। কি চিকিৎসক, কি ছাত্র, কি গৃহস্থ সকলের পক্ষেই পুস্তকখানি সমান উপযোগী হইয়াছে। ঈদৃশ পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিলে নিরতিশয় আনন্দিত হইব। ইত্যলং পল্লবিতেন।

কলিকাতা,
৩০শে শ্রাবণ, সন ১৩১৬ সাল।

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M. A.—

শ্রীশ্রীদুর্গা—
সহায়।

সবিনয় নিবেদনম্,—

কবিভূষণ মহাশয়,

আপনার কৃত "বনৌষধিদর্পণ" এক অমূল্য ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহা সম্পূর্ণরূপে নব্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত এবং সর্ব্বতোভাবে সময়োপযোগী। ইহাদ্বারা আয়ুর্ব্বেদ

পাঠার্থী ছাত্র ও আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্বান্বেষী জনসাধারণের এক সুমহৎ অভাবের মোচন হইবে ও প্রাচীন আর্য্য বিজ্ঞানের উপর প্রতীচ্য মনীষীগণের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বর্দ্ধিত হইবে। গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে নব্য উপকরণ যোজিত ও একান্ত সুপাঠ্য। কি বিন্যাসক্রমে, কি রচনাভঙ্গী, কি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের একত্র সমাবেশ, কি বৃক্ষগুল্মাদির পরিচায়ক বর্ণনা, কোন বিষয়েই গ্রন্থের ন্যূনতা লক্ষিত হয় না। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আপনি যেরূপ অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিয়াছেন ও যেরূপ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন তাহা একান্ত প্রশংসার্হ। আপনার 'রাজবৈদ্য' এই নাম অন্বর্থ হইয়াছে। গ্রন্থে যোজিত বৈদ্যকশাস্ত্রের বিবরণ বড়ই সুলিখিত ও উপাদেয় হইয়াছে আয়ুর্ব্বেদের মূলান্বেষী ও প্রত্নতত্ত্ব-বিলাসিগণের উহা অবশ্য পাঠ্য। আপনার গ্রন্থের আদর অবশ্যম্ভাবী।

কলিকাতা,
৩০ নং তারকচাটুর্য্যের লেন,
২২।৮।০৯।

শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী।

The Honorable Justice Gooroodas Banerjee.—

কল্যাণবরেষু—

আপনার প্রদত্ত "বনৌষধি দর্পণ" নামক গ্রন্থ খানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, এবং যত্নের সহিত তাহার কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি।

আমি চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ নহি, সুতরাং এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বাহুল্যে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার আমার নাই। তবে সঙ্ক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, পুস্তক খানি যে প্রণালীতে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ যুক্তি সিদ্ধ, গ্রন্থের বিষয়গুলি বর্ণমালাক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক দ্রব্যের গুণ অতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এবং সকল দ্রব্যেরই প্রচলিত বাঙ্গালা নাম ও ইংরাজি নাম দেওয়া হইয়াছে। অতএব পুস্তক খানি যে কেবল কবিরাজ মহাশয়দিগের ব্যবহার যোগ্য হইবে এমত নহে, ইহা অন্যান্য শ্রেণীর চিকিৎসক দিগের ও সাধারণ পাঠকের পক্ষেও পাঠোপযোগী হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ অবশ্যই সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে। কিমধিকমিতি।

নারিকেলডাঙ্গা কলিকাতা,
১৩ই ভাদ্র ১৩১৫।

শুভাকাঙ্খী—
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

Dr. Hem Chandra Sen, M. D., Late, Teacher of Materia Medica, Campbell Medical School, Calcutta.—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিরজা চরণ গুপ্ত প্রণীত "বনৌষধি-দর্পণ" নামক গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। এরূপ সুপ্রণালীতে লিখিত দ্রব্যগুণ পূর্ব্বে আমার নয়ন গোচর হয় নাই। অগাধ আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর মন্থন করিয়া কবিরাজ মহাশয় যে সকল

রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, সে সকল একাধারে এই গ্রন্থে পাঠ করিয়া, সকলেই উপকৃত হইবেন। ইংরাজী গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যের যে সকল গুণ বর্ণিত আছে তাহারও সংগ্রহ করিতে গ্রন্থকার ত্রুটী করেন নাই। এই গ্রন্থের যথোচিত প্রচার হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।

৯। নং রামবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ১৫।১০।০৮। } শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম্, ডি কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিঃ স্কুলের মেটিরিয়া মেডিকার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক।

কোচবিহারের রাজবৈদ্য শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত মহাশয় বনৌষধিদর্পণ নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, উহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ইহাতে বৈদ্যক-গ্রন্থের বিবরণ নামক যে অধ্যায় আছে সেটী অতি সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকার, আত্রেয় হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত যত বৈদ্যকগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাদের একখানি তালিকা দিয়াছেন, এবং অনেক গ্রন্থের বিবরণও দিয়াছেন। ডাক্তার হার্ণলি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের কাল নির্ণয় করিয়াছেন, ইনিও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় সাল তারিখ দিতে সাহসী হন নাই। কেবল কোন গ্রন্থ কাহার পূর্ব্বে রচিত, ইহা নিরূপণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এ প্রণালীটী আপাততঃ সুন্দর বলিয়া বোধ হইলেও উহা সুবিধা বলিয়া বোধ হয় না। যে গ্রন্থের সাল তারিখ ঠিক হইয়াছে, সেই গ্রন্থখানিকে প্রথম অবলম্বন করিয়া তাহাতে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে সেইগুলি সন্ধান করা আবশ্যক। তাহা হইলে কতকগুলি প্রাচীন পুস্তক পাওয়া যায়। আবার সেইগুলিকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে তাহাদের পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, জানিতে পারা যায়। এইরূপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে কিছুকাল পরে বৈদ্যকের একখানি ইতিহাস লিখিবার উপায় হয়। যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহার অনেক দোষ। আত্রেয়সংহিতা কবে লেখা হইয়াছিল জানিনা, কবে প্রতিসংস্করণ হইয়াছে জানিনা কবে পুনঃ প্রতিসংস্করণ হইয়াছে জানিনা, কবে প্রথম সংগ্রহগ্রন্থ লেখা আরম্ভ হয় জানিনা, এইরূপ জানি না জানি না করিয়া শেষ ১০৪০ হইতে ১০৬০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে চক্রপাণির সংগ্রহ দেখিতে পাই। ইহাতে ঐতিহাসিকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না; কিন্তু সাধারণ লোকে বুঝে যে, একটা ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। গবেষণা ক্ষান্ত হইয়া যায়। কবিরাজ মহাশয় খুব সাবধানে চলিয়াছেন, অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, অনেক গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িয়াছেন, নিজে মনে মনে একটা ইতিহাস তৈয়ারী করিয়াছেন, অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বড় সাবধান বলিয়া পাঠকগণকে সব দিতে পারেন নাই। যদি চক্রপাণি হইতে আরম্ভ করিতেন, তিনি যতদূর বলিয়া যাইতেন সেটা প্রমাণ হইত; যাহা না বলিতে পারিতেন তাহার জন্য আর পাঁচজনে সন্ধান করিতে পারিত। সে উদ্দেশ্যটী সিদ্ধ হয় নাই।

তিনি যে মুদ্রিত কাটালগ হইতে বৈদ্যকগ্রন্থাবলীর নাম সংগ্রহ করিয়াছেন তদ্ব্যতিরিক্ত আরও বহুতর কাটালগ আছে। সে সবগুলি হইতে যদি সব নাম সংগ্রহ করিয়া দিতেন, এবং ঐ কাটালগ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেন, তবে একটা পাকা কাজ হইয়া থাকিত। তাহা হয় নাই। কিন্তু এখনও সময় আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে এইরূপ করিতে পারেন।

যাহা হোক্ বেরূপভাবে বাজে গল্প ইতিহাস বলিয়া চলিতেছে, তাহার উচ্ছেদ করিয়া তিনি আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আরও এক কথা, আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থের বিবরণ লেখা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য বনৌষধিদর্পণ। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থের বিবরণ তিনি যাহা বলিয়াছেন, সেটা অবান্তর কথা মাত্র। সে অবান্তর কথা তিনি ভালই বলিয়াছেন। * * *

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

OPINIONS OF THE PRESS.

The Englishman—This is the first volume of a fascinating book on the subject of that Indian system of medicine known as the Aurveda. The book is in Bengali. It is a dictionary of plants used for healing purposes, and is a mine of wealth as regards information on the uses and forms of the vegetable drugs. *Mahamahopadhyaya Kaviraja Bijaya Ratna Sen Kaviranjana* has contributed a scholarly preface in which he explains the object and shows the originality of the book. The two introductory chapters in which all the Ayurvedic texts, extant and extinct are noticed must be the fruits of a close research and investigation of the author. In these we are reminded that as in other countries, the medical men here practising the Ayurveda also fell into two classes, Physicians and Surgeons. The discovery of the art of remedies is attributed to Atreya, and that of the art of Surgery to Dhanwantari. There was another school of men who treated the diseases of the head, the ear, the eye, the nose, and the mouth, and went by the name of Shalakis. Besides the descriptions, uses and constituents of the plants, the book contains their synonyms in Latin, English, and of course, in other Vernaculars of the conntry, which has rendered the book valuable to botanists generally. The old Indian method of arrangement, does not consist with the modern Western method of classifying plants, so the author in the present volume has followed the simplest of all methods, the alphabetic one, which will appeal to all. The students of the Ayurveda cannot afford to ignore this work.

Dated the 4th September, 1908.

The Bande Mataram :—'Vanausadhi-darpan" Part I. by Kaviraja Biraja Charan Gupta of 14-2, Beadon Street. This is a monumental work of reference on indigenous vegetable drugs. Each drug is arranged in alphabetical order ; its Sanskrit, Latin and various Indian names are given ; a Botanical description then follows ; and after that come in order Sanskrit texts quoted in original, a Bengali exposition of the same extracts form reliable English authorities and a copious commentary. A historical summary form the introduction to the work and everywhere exact references to original texts quoted are invariably given. We have gone carefully through this work, and we believe it is second to none. We earnestly hope that the author will be spared to complete the compilation which is as erudite as it is opportune.

The 19th September, 1908.

The Bengalee :—*Vanausadhi-darpan* by Kaviraj Biraja Charan Gupta Kavibhusan, the Rajbaidya of Cooch Behar. This Ayurvedic Materia Medica testifies to the vast reading and deep research of the author Mahamahopadhya Bijoy Ratna Sen has written an introduction to the book in which he says much in praise of it. Indeed the author's own observations at the end of every article are very learned and highly useful to the reader. The numerous quotations from standard works both of India and Europe, form a special feature of the book. Judging from the first Volume which is before us, it may be hoped that the book, when finished, will prove an invaluable aid to the learners and practitioners of the Ayurvedic system of medicine.

Friday, 23rd October, 1908.

The Empire.—We have recieved the first volume of an interesting and valuable work—The *Vanausadhi-darpana* or the Ayurvedic Materia Medica by Kaviraja Biraja Charan Gupta Kavibhusana Rajvaidya of Cooch Bihar, with an introduction of Mahamahopadhayaya Kaviraja Bijaya Ratna Sen Kaviranjana. The work is mostly in Bengali, but English translations are furnished regarding the properties of most of the best known plants. No doctor should be without it. The book has been admirably printed at the Wellington Printing Works and published by Messrs. S. C. Auddy & Co.

Dated 23rd August, 1908.

The Indian Mirror.—We welcome the appearance of a voluminous book, called *Vanaushadhi-darpana* or the Ayurvedic system of Materia Medica by Kaviraja Biraja Charan Gupta Kavibhusana the Rajvaidya to Cooch Bihar. In these days of the revival of the Ayurvedic system of medicine which is being rapidly established in the favour of the public, it is fortunate that a book on such a scale, detailing lucidly the medicinal properties of herbs and plants and their uses, should make its appearance. The preparation of the book has been in accordance with the modern western method, which greatly enhances its value. Instead of taking a leaf out of the book of former authors who have done so much for the development of Ayurvedic literature, Kaviraj Biraja Charn Gupta has studiously avoided the mistake of giving merely a string of names with tedious details, following no method or system. He has put the names of the herbs and other medicinal products in the vegetable world in alphabetical order, given their local names or

those in common use in the different Provinces, and then explained in a clear and convincing way their constituents, physiological actions and uses. The names of the herbs or plants are given in Bengali, Hindi, Marathi, Guzerati, Telegu or Carnatic, together with their usual scientific appellations and even their local names in Cooch Behar are not omitted. Their therapeutic properties are explained in Sanskrit, Bengali and English. It may be seen, therefore, that, in respect of method and arrangement, the compiler has followed the plan, adopted in the Dictionary of Economic Products by Sir George Watt. Quotations abound, from standard Ayurvedic works, such as, Charak, Susruta, Bagbhat, Harit, Bhabaprakas, Chakradatta &c. and their purport is given in clear Bengali. The opinions of reputed physicians are discussed with a wealth of learning on the subject So the book is a store house of not only what the Hindu medicos taught in days of yore, but also of the results of modern investigation in respect of the medicinal value of herbs and plants. It will, therefore, prove itself of great use not only to the students of the Ayurveda, but also to those who take an interest in the study of indigenous drugs. Mahamahopadhyaya Kaviraj Bijaya Ratna Sen has written an able and elaborate introduction to the book, which testifies from an expert hand to its great value, as a contribution of labourious research to the literature on the subject. The book under review is the first volume, and when the second volume is published, it will be a *Magnum opus* for which generations of students and Ayurveda-loving public will have good cause to bless the name of the compiler. The indices, given at the end, serve a most useful purpose, as they are calculated to afford material help to all who may be on the look-out for the remedies of different diseases, and the actions, and uses of different drugs. A number of model prescriptions are also appended which will be found highly useful. The book has been published under the patronage of His Highness the Maharaja of Cooch Behar. No words are sufficient to convey our thanks to the Maharaja for his generosity by means of which the present admirable work has been brought out. The book can be had of the author at No. 14-2 Beadon Street, Calcutta.

Dated 16th September, 1908.

The Amrita Bazar Patrika :—A monumental Ayurvedic Work—we have received a copy of "Vanausadhi-darpan." or the mirror of Vegetable Medicines, by Kabiraja Biraja Charan Gupta Kavibhusana,

Physician to His Highness, the Maharaja of Cooch Behar, with an introduction by Mahamahopadhyaya Kaviraj Bjaya Ratna Sen Kaviranjan of Calcutta. The volume has been published under the patronage of the Maharaja of Cooch Behar and we can unhesitatingly say that the patronage of princes has never been extended to a more valuable literary or scientific production. Kaviraj Bijaya Ratna does not transgress the limits of the barest truth when he says, in in his luminous synopsis of the chief features of the book that it is a "unique -abhutpurba work." "After Charak Susruta and other stanard classics" he says, "there have been many Ayurvedic compilations, but most of them are devoid of originality. But the student will see that, though the "Vanausadhidarpan" is based on the ancient authorities aforesaid, the classification, exposition, and elucidation are the author's own," and on this point who can speak with greater weight than the distinguished Ayurvedic savant, and practitioner of the capital? It would, indeed, be no exaggeration to call the work monumental, seeing the ransacking of the entire range of Ayurvedic literature, as well as the study of modern Therapeutics and Botany, it has involved. The ancient masters delighted in pithy aphorisms, and left the essential element of posology to the individual experience and judgment of the physician. The author by his clear interpretation and explanation of the "Sutras," and by his suggestive tables of doses attached to each drug, rendered the task of studying the ancient authorities much simpler. The system of description etc. followed by the author is as simple as effective. He first gives the texts in Sanskrit regarding the medicinal virtues etc. of a tree, plant, shrub or herb. Then he mentions the parts containing the active principle, the various methods of preparation, the names in all the current vernaculars of India, together with full description and "habitat." Next he quotes the observations of recognised modern Therapeutics in English, giving the Botanical names and pharmacopœal preparations. An exhaustive index is appended. We are proud to see that even in these degenerate times there is a scholar of such calibre amongst us, who moreover possesses the "divine gift of taking pains." The outward appearance of the volume—as regards letter-press, paper, binding etc. is worthy of the contents, and no higher praise can be given to the publishers Messrs. S. C. Auddy and Co., Calcutta. The General reader too will find much in the book to interest and instruct him.

Dated 26th September, 1908.

The Indian Daily News.—The *"Vanausadhi-Darpana."*—The Ayurvedic Materia Medica by Kaviraj Biraja Charan Gupta Kavibhusan Vol I. Publishers Messrs. S. C. Auddy and Co. This brilliant book on Ayurvedic Materia Medica is written by a Bengalee Kabiraja, not versed in the Sciences of Botany, Anatomy and Physiology, in a commendably scientific spirit. This is undoubtedly the best book of its kind. Hitherto the huge stores of Charak, Susruta, and other old Hindu Medical lirerature have been left to the region of oblivion and neglect. No good Kabiraja thinks it worth his while to study the Sciences of Botany, Zoology, Anatomy and Physiology, if not for anything else, only to explore the obscure regions of this monumental Ayurveda. Recently some L. M. S's and M. B's have adopted Ayurvedic practice in preference, they say, to the allopathic system, no doubt to forward the cause of their own lines rather than that of the Ayurved. And it is more regrettable that with so many famous Kabirajas in the land, there is not yet any good book worth mentioning. If the brilliant lexicon *Baidyaka Sabdasindhu* by Kabiraja Umes Channra Gupta, is exempted we have practically nothing left. In this lamentable state of things Kaviraja Biraja Charan Gupta comes with a book which may very well claim a scientific position among the books of Materia Medica. The Botanical vocabulary of the Bengali language is very poor and the Kaviraja being not in a position to frame fresh ones had to use those of the *Udvidbichar* of Dr. Jadu Nath Mukherjee. Yet he has succeeded fairly well in giving a rough idea of the morphology of the different plants. Here we find the most critical study of Charak—the best we have yet met with. The only fault, if any, in the book is its dignified style which is rather too classic. All scientific books *minus* their terminology should be written in as simple and lucid a style as may be immediately understood by every student. An attempt at anything else may be, left either to a poet or a novelist. However that may be the book stands alone in its field and should, therefore, be read by every student of Hindu Medicine and no Medical library should be without a copy of it.

Dated 22nd September, 1098.

জন্মভূমি—পৌষ ১৩১৫ ।

বনৌষধিদর্পণ।—কোচবিহারের রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত বিরজাচরণগুপ্ত কবিভূষণ প্রণীত। জগৎপিতার সংসার উদ্যানের উদ্ভিজ্জাবলী ভিন্ন ভিন্ন ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু অধুনা যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উদ্ভিজ্জের প্রাচীন নামের সহিত আধুনিক নামের সম্বন্ধ রাখিতে সন্দিহান হন, নামানুসারে উদ্ভিজ্জগুলি চিনিয়া লইতে, অনেকে বেদিয়া নামে পরিচিত নীচ শ্রেণীর লোকের উপরেই নির্ভর করিয়া, অনেক উদ্ভিজ্জ সংগ্রহ করেন, একথা বলিলে আমাদিগকে বোধ হয়, অপরাধী হইতে হইবে না। শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিরজা চরণ গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয় বহু পরিশ্রম সহকারে প্রকৃত উদ্ভিজ্জ নির্ব্বাচনের প্রকৃষ্ট উপায়বিধানে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন কোন উদ্ভিজ্জের কি কি নাম পূর্ব্বে ব্যবহার হইত, আর কোন কোন দেশের লোকেরা কি কি নামে সকল উদ্ভিজ্জের পরিচয় জ্ঞাত আছেন, কোন উদ্ভিজ্জের কি গুণ, কোন কোন রোগাধিকারে কোন কোন উদ্ভিজ্জ প্রযোজ্য, তাহার মাত্রার পরিমাণ কিরূপ, কবিভূষণ মহাশয় অতি পরিস্ফুটরূপে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। এতৎ গ্রন্থ সংগ্রহ বিষয়ে কবিভূষণ মহাশয়কে যে কত সংস্কৃত ও ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিতে হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার যে কত পরিশ্রম হইয়াছে, পুস্তক খা'ন আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই বিজ্ঞ লোকেরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এতৎ পাঠে চিকিৎসক মহাশয়গণের বিশেষ উপকার লাভ হইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সংগ্রহকর্ত্তা কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত মহাশয় সর্ব্বসাধারণের মহোপকার সাধন করিয়া বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথমেই ৬৪ পৃষ্ঠায় আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে।

বসুমতী ৪ঠা বৈশাখ ১৩১৬।

"বনৌষধিদর্পণ" নামক নবপ্রকাশিত বৈদ্যক নিঘণ্টুর প্রথম খণ্ড কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কোচবিহারের রাজবৈদ্য শ্রীযুত কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ এই উপাদেয় গ্রন্থের প্রণেতা। কোচবিহারের মহারাজ ভূপ বাহাদুরের ব্যয়ে এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কোচবিহারপতি এই গ্রন্থপ্রকাশের ব্যয় ভার বহন করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

বিবিধ বৈদ্যক গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া প্রণেতা এই নিঘণ্টুর সঙ্কলন করিয়াছেন। সাহস করিয়া বলিতে পারি তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে।* এযুগে সমস্ত প্রাচীন নিঘণ্টুর সংগ্রহ ও অনুশীলন শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ নহে। কিন্তু বনৌষধিদর্পণের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংগ্রহের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা অনায়াসে প্রাচীন নিঘণ্টু শাস্ত্রের উপদেশে ব্যুৎপন্ন হইতে পারিবে। গ্রন্থকারের পদ্ধতির পরিচয় দিবার জন্য আমরা বকফুলের গাছের পরিচয় পাঠকগণের গোচর করিতেছি।* * *

সংগ্রাহক স্বীয় বক্তব্যের পরে "নব্যমত" সমালোচনা নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই পর্য্যায়ে নব্য গ্রন্থকার ও পাশ্চাত্য মতানুযায়ী মেটিরিয়া মেডিকা প্রভৃতির অভিমত উদ্ধৃত ও সমালোচিত হইয়াছে।* * *

এক কথায়, বক বৃক্ষ সম্বন্ধে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে ও বর্ত্তমান বৈদ্যক শাস্ত্রে যাহা পাওয়া যায়, সংগ্রহকার তাহা একত্র গ্রথিত করিয়াছেন। অকারাদি বর্ণক্রমে সমস্ত বনৌষধি তত্ত্ব এই ভাবে বিবৃত হইতেছে। প্রথম খণ্ডে "দ্রাক্ষা" পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি, অচিরে এই অপূর্ব্ব সংগ্রহ সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। সংগ্রহকার শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ গ্রন্থারম্ভে "বৈদ্যক গ্রন্থের বিবরণ" ও "নিঘণ্টুর বিবরণে" যেরূপ পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রন্থের শেষে যে "রোগানুসারিণী সূচী" সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাও শিক্ষার্থীর পরম উপকারী হইয়াছে। কবিভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থে যেরূপ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যের দেশে আদর্শস্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে। কবিভূষণ মহাশয়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ "বনৌষধিদর্পণ" বঙ্গে সাহিত্যের গৌরব স্বরূপ, ও শিক্ষার্থীর পরম হিতকারী, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিব। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ সুন্দর। বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

নব্যভারত—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩১৬।

বনৌষধিদর্পণ ১ম খণ্ড—শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। ১৪।২ বিডন্ ষ্ট্রীট্, মূল্য—৫৲। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয় উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন। চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, হারীত, সিদ্ধযোগ, চক্রদত্ত, বঙ্গসেন এবং ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে চিকিৎসা প্রসঙ্গে যে সকল উদ্ভিদ্ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে কেবল সেই সকল উদ্ভিদের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। উদ্ভিদ্ সকলের সংস্কৃত নাম প্রভৃতি বিবৃতির পর বাঙ্গালা ও লাটিন্ নামও প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি সুবিস্তৃত এবং পারিপাট্যরূপে মুদ্রিত। প্রাচীন ও নব্যমত ও ব্যখ্যাত হইয়াছে এতদ্‌সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর গ্রন্থ এদেশে আর প্রকাশিত হইয়াছে কিনা, জানি না। বহু-ছাত্রের ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থের বহুল প্রচার আমরা প্রার্থনা করি। পুস্তকখানি বিলাতী কাগজে ছাপা হইয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি।